বন্দেমাতরম

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২০শে পৌষ ১৩৬৫—৫ই জানুয়ারী ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

পুরুলিয়া বাজার হইতে আটা, ময়দা, সুজি উধাও

সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ আইন আছে কিন্তু কোন ব্যবস্থা নাই

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক মূল্য নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হইবার পরে সম্প্রতি ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে—কতকগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য বাজার হইতে উধাও হইয়াছে।

সরকার এতদিন ধরিয়া দেশের লোককে শুনাইয়াছেন গম খাও, গম জাত দ্রব্যেরই ব্যবহার কর—দেশে চাউল কম; গম বেশী খাইয়া চাউলের চাহিদা কমাও। আমেরিকা কানাডা প্রভৃতি ধারে লক্ষ লক্ষ মণ গম ভারতকে দান দিতেছে—সুতরাং গম খাও। লোকে পেটের জ্বালায় গমই খাইতে আরম্ভ করিল। যাহারা কোনদিন গম খায় নাই রুটী করিতে জানেনা তাহারা গম সিদ্ধ করিয়া খাইতে লাগিল। গ্রামে, ঘরে, রিলিফে কেবল গম। বাজারে আটার কল ২৪ ঘণ্টা কাজ করিতে লাগিল। মন্ত্রীদের কৃকৃতায় গানে সারাদেশ গম গম করিতে লাগিল। অন্নগত প্রাণ ভেতো বাঙ্গালী গমে অভ্যস্ত হইয়া উঠ্‌বোস করিয়া হনুমানজী কি জয় বলিয়া ডন টানিতে লাগিল।

তবুও সমস্যা মেটেনা। সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্যদ্রব্য লোককে পাওয়াইবার সদিচ্ছায় (!) আইন করিল, আইন চালু করিল। তার কতো হাঁক ডাক! মাঝে মাঝে গুটি কয়েক এই আইনের ফলে খুচরা খলসে পুঁটী ধরা পড়িয়া জরিমানা দিয়া এই আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিল কিন্তু বোয়াল মাছেরা গভীর জলে যেমন সাঁতার কাটিতেছিল—তেমনি করিতে লাগিল। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু সুবিধাও হইল।

জনসাধারণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা হইল—বাজার হইতে আটা, ময়দা, সুজি একেবারে অন্তর্ধান করিয়া।

গম সুজি দোকানেই নাই তার আবার নিয়ন্ত্রিত মূল্য!—যাহারা রুটী খাইয়া ডন টানিতেছিল তাহারা পড়িয়াছে বিষম চিন্তায়! রোগীকে পথ্য দিবে তাহার উপায় নাই—মায় সত্যনারায়ণের পূজাও বন্ধ। তাহা হইলেও সত্যনারায়ণ সিং এর পূজার জন্য কেবল আটার সিন্নিই নয় সুজির হালুয়ারও বরাদ্দ ও পরিমাণ বাড়িয়াছে—লোকের আর পাওয়ার দরকার নাই।

পুরুলিয়াতে শোনা যায় যে সরকার নাকি নিয়ন্ত্রিত মূল্যে আটা ময়দা বিক্রয় করিবার জন্য কয়েকজন ডিলারকে দিয়াছেন। কিন্তু এই ভাগ্যবান কাহারা পুরুলিয়া সহরবাসী তাহা জানে না। সরকার কতকগুলি চোর ধরিয়া তাহাদের চোরাবাজার করিবার জন্যই নিয়ন্ত্রিত মূল্যের নাম করিয়া ইহাদের জিনিষ দেন—এই জন্যই যে ইহাদের চুরির ভাগ অগ্রীম হিসাবে ইহারা সেই সব বিশেষ বিশেষ স্থানে দেয়—যেখানে গিলে তাহাদের দোকান পাওয়ার সম্ভাবনা। মূল্য নিয়ন্ত্রণে যাহারা ফাঁকি দিতেছে তাহাদের ধরিবে কাহারা? যাহারা ধরিবে তাহাদের চোরাবাজারীরা ধরিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু এই আটা, ময়দা, সুজি বাজারে রাখিয়া লোককে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে দিবার কি ব্যবস্থা সরকার হইতে করা হইতেছে তাহা আমরা জানিতে চাই। সহরেই এই অবস্থা, গ্রামের অবস্থা তো কল্পনাও করা যায় না। সরকার সরাসরি নিয়ন্ত্রিত মূল্যে আটা সরবরাহের ব্যবস্থা করুন। মূল্য নিয়ন্ত্রণ আইনে কিছু হইবে না। কারণ সরকার আইন করিতে পারে কিন্তু আইন প্রয়োগ করিতে পারে না, জানে না, এবং সেরকম ব্যবস্থা করিবার মতো মগজ বা দৃষ্টি ভঙ্গী—প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয়—কোন সরকারেরই নাই।

স্থানীয় সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্ম্মচারী সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন

গত ২৮।১২।৫৮ তারিখে স্থানীয় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্ম্মচারী সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে শত শত সদস্য যোগদান করেন এবং সেটেলমেন্ট বিভাগের কর্ম্মচারীদের বহু দিনকার ন্যায়-সঙ্গত দাবী দাওয়া, বিশেষতঃ কর্মচারীদের পরিচালনার জন্য বৃটিশ শাসকদের তৈয়ারী কুখ্যাত ষ্টাণ্ডার রুলস্ এর পরিবর্ত্তে "ওয়েষ্ট বেঙ্গল সার্ভিস্ রুলস্" এর প্রবর্ত্তন, অবিলম্বে ছাটাই বন্ধ ও সমস্ত কর্ম্মচারীদের দুর্মূল্য ভাতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার পর উপরিউক্ত প্রস্তাবাদি সহ আরও কতিপয় দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ট্রাক দুর্ঘটনায় ২জন নিহত

গত ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতঃ ৮।০ টার সময় পুরুলিয়ার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাংলোর নিকটে একটি লোহা বোঝাই ট্রাকে চাপা পড়িয়া জনৈকা গর্ভবতী রমণী ও তাহার দেড় বৎসর বয়স্কা কন্যা নিহত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, মহিলাটি মাগুড়িয়ার জনৈক পরাণ নাপিতের স্ত্রী। একমাত্র রুগ্না কন্যাকে ডাক্তার দেখাইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। ট্রাকটি উভয়কে চাপা দিয়া জামসেদপুর অভিমুখে পলায়ন করে। সংবাদ পাইয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ধর, টাউন ও মফস্বল থানা অফিসারদ্বয় শ্রীরবি ভট্টাচার্য্য ও শ্রীকমলাকান্ত ঘোষ পলায়মান ট্রাকটির পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং বহু অনুসন্ধানের পর জামসেদপুরের যুগসরাইয়ে ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করিয়া ট্রাকসহ পুরুলিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিবিধ সংবাদ

পিতলের দু আনি, পাই ও আধপয়সা বাতিল

কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, গত ১লা জানুয়ারী ১৯৫৯ হইতে পিতলের দুয়ানি, পাই ও আধ পয়সা বাতিল করা হইয়াছে। তবে ১৯৫৯ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ঐসকল মুদ্রা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, এজেন্সি ব্যাঙ্ক সমূহ এবং স্থানীয় ট্রেজারীতে গ্রহণ করা হইবে। পিতলের আনি কিম্বা দু পয়সা বাতিল করা হয় নাই।

(৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

২০শে পৌষ, সোমবার

মুক্তির নববর্ষ

বর্তমান সংখ্যা হইতে মুক্তির বিংশ বর্ষ আরম্ভ হইল। মুক্তির এই নববর্ষে আমরা গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও দেশবাসীকে আমাদের অন্তরের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাহারা এ যাবত যে শুভকামনা দ্বারা 'মুক্তিকে' প্রতিষ্ঠিত রাখিতে সাহায্য করিয়াছেন—তাহা রক্ষা করার যোগ্যতা যেন 'মুক্তি' বজায় রাখিতে পারে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

বর্তমান যুগে মানুষের জীবনে অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে সংবাদপত্রের স্থান কোন বিষয়েই কম নয়—বরং অন্যতম প্রধান। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের স্থান দৈনিক সংবাদ পত্র অপেক্ষাও অধিকতর প্রধান। সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার অভিমত। সর্বভারতীয় ক্ষেত্র, প্রাদেশিক ক্ষেত্র, ও স্থানীয় ক্ষেত্র এই তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে স্থানীয় ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক সংবাদপত্রিকার প্রয়োজন সর্বাধিক। ইহা যেমন স্থানীয় জনমতকে অভিব্যক্ত করে তেমনি ইহা স্থানীয় জনমতকে প্রভাবিতও করে। বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন ক্ষেত্রের জনমত সমষ্টিগতভাবে ও সমগ্রভাবে লইয়াই বৃহত্তর ও ব্যাপক ক্ষেত্রে জনমতের রূপ গড়িয়া ওঠে। সুতরাং দেশের এক সুদূর প্রান্তে একটি ছোট সাপ্তাহিকেরও ব্যাপক জনমত গঠনের ক্ষেত্রে অবদান থাকে এবং সেই অবদান উপেক্ষণীয় নয়।

এই অবদানের ক্ষেত্রে 'মুক্তির' দাবীও উপেক্ষণীয় নয়। ঋষি নিবারণচন্দ্র মুক্তির প্রতিষ্ঠা করেন। মুক্তি তাহার ভাব ও চিন্তাকে বহন করিয়া সুপ্ত, ভীত, শঙ্কিত দেশবাসীকে জাগ্রত, উত্তিষ্ঠত ও অভয়ের বাণীতে তাহাদের সাহস ও শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়াছে। প্রেয়র আপাত মনোরম অথচ সর্ব্বনাশকর পথকে ত্যাগ করিয়া দেশবাসীকে শ্রেয়কে গ্রহণ করিবার দৃষ্টি তিনি সৃষ্টি করিয়েছেন। সেই শাশ্বত সত্যের অবদান দেশবাসী বিশেষ করিয়া মানভূমের জন-জীবনে এই দীর্ঘ কালেও ম্লান হয় নাই। বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতিতেও ইহা তাহাদের লক্ষ্যসাধনে বীজ মন্ত্রের মতই কাজ করিয়াছে। সংবাদপত্র শুধুই সাময়িক প্রভাবই সৃষ্টি করে না—ইহা প্রকৃত ভাবের ধারক ও বাহক হইয়া দেশের গতিকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিতে পারে—শুধু বর্তমানের জন্যই নয় —অদূর ভবিষ্যতের জন্যও।

মুক্তির গতিপথে ইহাই তাহার প্রেরণা। যাহারা পথ প্রদর্শন করে তাহাদের অনুগামীরা তাহার স্থান গ্রহণ করিতে না পারিলেও দৃষ্টি স্বচ্ছ থাকিলে তাহার প্রদর্শিত পথে চলিবার চেষ্টা করে। সেই অনুগামীদের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক নয় যে—তাহাদের চলার গতিতে ত্রুটী, স্খলন, বা জড়তা আসিবে না। কিন্তু তাহা হইলেও যে আহ্বান, যে প্রেরণা, যে লক্ষ্য ঋষি নিবারণ চন্দ্র 'মুক্তির' মাধ্যমে ধ্বনিত, জাগ্রত ও প্রোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—তাহা তাহার অনুগামীদের অন্তরে সত্যপথের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবে—ইহাই আমরা বিশ্বাস করি। মুক্তি বর্তমানের ব্যাপক কুয় সাচ্ছন্ন দেশে ক্ষুদ্র হইলেও দীপশিখাকে অনির্ব্বাণ রাখিবারই চেষ্টা করিতেছে—এই বিশ্বাস যে—আজ হউক কাল হউক —এই কম্পিত শিখার আগুন হইতেই—সেই বাড়বানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, যাহা সমস্ত অন্যায়কে নিক্ষিপ্ত, পর্য্যুদস্ত ও ভস্মসাৎ করিয়া দেশবাসীর প্রকৃত 'মুক্তিকে' সম্ভব করিয়া তুলিবে।

খাদ্য শস্যের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসা

প্রকাশ যে, দেশে খাদ্য শস্যের ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে চালাইবার পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা এবং প্ল্যানিং কমিশন একটা অস্থায়ী কার্য্যক্রম স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। অবশ্যই ইহা লইয়া এখনও আলাপ আলোচনা চলিতেছে। বোধ হয় ইহারই উপক্রমণিকা হিসাবে উড়িষ্যা সরকার পাইকারী স্তরে ধান চাউলের কেনা বেচার ব্যবসাটা সম্পূর্ণরূপে সরকারী ভাবে গ্রহণ করা হইতেছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এবিষয়ে কি রকম ভাবে ব্যবস্থা করা হইতেছে দেশবাসী তাহা জানিবার জন্য নিশ্চয়ই আগ্রহান্বিত হইবেন। উড়িষ্যা সরকার এক সরকারী ইস্তাহারে তাহার বিবরণ যাহা দিয়াছেন তাহা এই—

যাহারা চাউল কলের মালিক আছেন এবং অন্য লোক যাহারা মালিক নন—গবর্মেণ্ট তাহাদের মারফত চাউল খরিদ করিবার জন্য তাহাদের নিযুক্ত করিবেন। ইহাদের সরকারের সহিত এই মর্মে চুক্তি করিতে হইবে যে—তাহারা চাষীদের নিকট হইতে সরকারী নির্দ্ধারিত মূল্যে কিনিবেন এবং সরকারকে নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করিবেন। উদ্বৃত্ত ধান চাউল যাহা চাষীরা বিক্রয় করিবে একমাত্র গবর্মেণ্টই এইভাবে তাহা খরিদ করিবেন। ১লা জানুয়ারী হইতে এইভাবে ধান চাউল খরিদ করিবার জন্য জিলার কালেক্টারদের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

এই সব নব সরকারী এজেণ্টদের ধান চাউল খরিদের জন্য গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক খরিদ কেন্দ্র করিতে হইবে যেখানে চাষীরা আসিয়া সহজে ধান চাউল বিক্রয় করিবে। তাহাদিগকে সরকারী নির্দ্ধারিত ন্যূনতম মূল্য দিতে হইবে।

উড়িষ্যা সরকার ধান চাউলের দর নিম্নলিখিতভাবে ঠিক করিয়াছেন—

রেলষ্টেশন হইতে ৩৫ মাইলের মধ্যে চাষীকে ধানের দাম দেওয়া হইবে—সাধারণ ধান—৮৲ টাকা মণ; সরেশ ধান—৮।০ মণ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধান—৯৲ টাকা মণ; চাষীরা হয়তো বাজারে প্রতিযোগিতায় ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী দর পাইতে পারে কিন্তু তাহারা যেন ইহার কমে বিক্রী না করে ইহাই বলা হইয়াছে। রেলষ্টেশন হইতে দূরত্ব যদি ৩৫ মাইলের বেশী হয় কিন্তু ৬০ মাইলের কম হয় তবে চাষী মণ প্রতি ।০ চারি আনা কম পাইবে। ৬০ মাইলের বেশী দূরত্ব হইলে আরও ।০ চারি আনা মণ প্রতি কম হইবে। সুতরাং রাজ্যে ধানের দর ৭।০ হইতে ৯৲ টাকা পর্য্যন্ত রেলষ্টেশন হইতে দূরত্ব হিসাবে পাইবে।

চাষীরা যাহাতে সমস্ত সরকারী আড়তে এই দর পায় তাহার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের অবহিত করা হইয়াছে। দেশবাসী আগ্রহের সহিত উড়িষ্যা সরকারের এই একচেটিয়া খরিদের ব্যবস্থা লক্ষ্য করিবে। সরকারী এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের মানভূম জিলার অধিবাসীরা কিছু অভিজ্ঞতার দাবী করিতে পারে। কারণ দীর্ঘকাল ধরিয়া এই জিলা বিহার সরকারের একচেটিয়া খাদ্য-সংগ্রহের নীতির প্রধান শীকার ছিল।

আমরা এই সরকারী খাদ্যব্যবসায় সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু বলিতে বিরত রহিলাম। সাধারণভাবে আমরা এই কথাই মনে করি যে এই ব্যবস্থা দ্বারা সরকার কিছু অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবেন কিনা তাহা এখনও দেখিবার বিষয়। এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিতে হইলে যে বিরাট জন-সংগঠন দরকার দেশে তাহা নাই এবং সরকারও তাহা করিতে ইচ্ছুক নন। ফলে আশঙ্কা রহিয়াছে প্রথমতঃ এই যে—চাষীদের বিধান থাকিলেও দরের জন্য এজেণ্টদের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে এবং পরিস্থিতি আমাদের ইহাই ধারণা করিতে বাধ্য করিয়াছে যে সরকারী এজেণ্টদের নিয়ন্ত্রণ করিতে সরকার সক্ষম হইবেন না—এজেণ্টরাই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করিবে। এবং এই দিক দিয়া পরিদর্শক কর্ম্মচারীরা লক্ষপতি হইতে থাকিবেন। অবশ্যই ইহা যদি না হয় তবে ভাল কথা।

আমরা মনে করি—সরকারের একেবারে সরাসরি খাদ্য ব্যবসায়ে না নামিয়া খোলা বাজারে একটা নির্দ্দিষ্ট দরে ধান কিনিবার ব্যবস্থা করাই ভাল হইত। ইহাতে প্রথমতঃ চাষীরা লোকসানে পড়িত না। সরকারী দরের অপেক্ষা কম দর কেহ দিতে চাহিলে চাষী সরকারের কাছেই ধান বিক্রয় করিবে—যদি সে কোথাও আরও বেশী দর পায় তাহা হইলে সে দরেও বেচিবার স্বাধীনতা তাহার রহিল। কিন্তু সরকার বাজারে আসিলে তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কোন ব্যবসায়ী বেশী দরে ধান কিনিত না ফলে বাজারে বাধ্য না করিয়াও ধানের একটা নির্দ্দিষ্ট দর ঠিক হইয়া যাইত।

খোলাবাজারে খাদ্যশস্য কিনিয়া তাহা যথেষ্ট পরিমাণে মজুত রাখিয়া দর বাড়িলে নির্দ্দিষ্ট দরে তাহা ছাড়িয়া বাজার মূল্যকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখার ব্যবস্থাই যুক্তি-সঙ্গত ছিল। আমরা মনে করি সরকার যে ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাকে সফল করিবার জন্য যে যন্ত্র, যে পরিস্থিতি যে ব্যবস্থা ধারার দরকার তাহা সৃষ্টি না করিয়া—এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে আরও জটিলতা বৃদ্ধি পাইবে।

—•—

অতিলাভ নিবারণে সরকারী সদিচ্ছা চাই

শুধু আইনের দ্বারা সম্ভব নয়

আইন সভায় লোক সেবক সংঘের আইন সভা সদস্যের বক্তৃতা

শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ এম, এল, এ ২১শে ডিসেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় অতি মুনাফা নিবারণ বিল বিষয়ে নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন ঃ—

মাননীয় স্পীকার মহোদয়।

এই বিলের ওপর যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। আমি এখানে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য বলবো।

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে সাম্প্রতিক বিপর্য্যয় ও অব্যবস্থার অন্যতম কারণ—ব্যবসায়ে অবৈধ লাভের প্রচেষ্টা—প্রতিযোগিতা এবং প্রতিকার-বিহীনতা। এবং বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের গ্লানী সমূহের অন্যতম কারণও এর প্রতিকারে অসামর্থ্য ও অযোগ্যতা।

এই মর্ম্মে আমরা বহু আইন দেখেছি—কিন্তু অন্যায়ের প্রতিকার দেখি নি। হয়তো বা এই আইনটিও তাদেরই সম-গোত্রীয় হবে।

আইনের কাঠামো কি রকম হোল সেটা যদিও প্রয়োজনীয় বিচার্য্য; কিন্তু আইনের প্রয়োগ বিষয়ে সদিচ্ছার প্রশ্ন তার চেয়েও বড়।

এ বিষয়ে এই নূতন উদ্যম প্রশংসনী—অবশ্য যদি কাজ ঠিক মতো পরিচালিত হয়। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আজ দু একটি বিশেষ বিষয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ যে আইন ধার্য্য হবে—উপযুক্ত ভাবে তার পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় রাজ-কর্ম্মচারীদের ওপর থাকবে এবং এ বিষয়ে সামান্যতম ত্রুটির জন্য কঠোর ব্যবস্থা-বিধানের আইন-ধারা চাই।

দ্বিতীয়তঃ অবৈধ লাভ প্রচেষ্টাকে সার্থক ভাবে প্রতিরোধ করতে হলে—জন-শক্তির সহায়তা চাই। এবিষয়ের তদারক ও অভিযোগের ক্ষেত্রে জন-মতকে উপযুক্ত আইনের স্থান দেওয়া আজ দরকার।

আর একটি কথা বলা দরকার। মূল্য নির্দ্ধারণ ও প্রতিরোধ কর্ম্মধারা বিষয়ে ও বিভিন্ন বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ে আইন সভার সকল রাজনৈতিক দলের অভিমত গ্রহণের ও সহযোগিতা লাভের উপযুক্ত ও স্থায়ী আয়োজন চাই।

সিলেক্ট কমিটির কথা উঠেছে। বিভিন্ন বিষয়ের দৃষ্টিতে এর উপযোগিতা রয়েছে। তবে আমার বক্তব্য এই যে, বিষয়টি জরুরী। সিলেক্ট কমিটিতে গেলেও অতিসত্বর এ বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা করতে হবে—প্রয়োজন হলে, এর জন্য জরুরী অধিবেশনও ডাকতে হবে। সিলেক্ট কমিটির নামে অযথা বিলম্ব করা কখনো উচিত হবে না। কারণ আইনের ব্যবস্থা করা হবে এবং তা প্রযুক্ত হতে বিলম্ব হচ্ছে—এই অবস্থার মধ্যে সমাজ-বিরোধীরা কাজ গুছিয়ে নেবার জন্যে ইতিমধ্যেই অত্যন্ত তৎপর হয়েছে।

আইনের ব্যবস্থার নামে সরকারী অব্যবস্থা ঘটে—তা জানা আছে বলে এবং সরকার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে অগ্রসর হচ্ছেন জেনে—নানা বিভ্রান্তিবশতঃ চাষীরা বহু স্থানে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এই বিভ্রান্তির মধ্যে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত ও সমাজ-বিরোধীরা লাভবান হবে। সত্বর এবিষয়ে চাষীদের আশ্বস্ত করা দরকার।

আইন সভায় একটা আইন পাশ করাই বড় কথা নয়। গভীর দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার শক্তি নিয়ে উপযুক্ত আইন যেমন করতে হবে—তেমনি আইনকে কার্য্যকরী করার জন্য একদিকে বৃহত্তর কার্য্যকরী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। অন্যদিকে বাস্তব ক্ষেত্রে সার্থক কর্ম্ম প্রয়োগের উপযুক্ত আয়োজন ও যোগ্যতাপূর্ণ কর্ম্মশক্তি নিয়ে ক্ষিপ্রতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। নতুবা এই আইন ব্যর্থ হবে।

—•—

আমদানী রপ্তানীর ব্যাপারে ভারত সরকারের নীতির বালাই নাই

লোকসভায় শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্তের প্রশ্ন

ভারত সরকারের বৈদেশিক মুদ্রায় ঘাটতি হবার জন্য বিদেশী জিনিষের আমদানী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। কেবলমাত্র কিছু নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ আমদানী করা হইতেছে বলিয়া তাহারা বলেন। এক্ষেত্রে ঘড়ি আমাদের দেশে তৈরী হয় না অথচ এটা সকলেরই একান্ত দরকার। এবিষয়ে শ্রীবিভূতি দাস গুপ্ত ও ডি, সি শর্মা ১১ই আগষ্ট তারিখে লোক সভায় প্রশ্ন করেন যে—

"১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে ৮ কোটী টাকার ঘড়ি আমদানীর জন্য অনুমতি দিয়া ১৯৫৭ সালে আমদানী একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়, এবিষয়ে ১৯৫৮ সালে কিছু ঘড়ি আমদানীর ব্যবস্থা করা হইবে কিনা?

উত্তরে সরকার তরফ হইতে বলা হয় যে—"হাঁ, ঘড়ি এবং ঘড়ির সমস্ত সরঞ্জাম লইয়া ১৯৫৫ ও ৫৬ সালে দুই বছরে ১৭ কোটী ৬ লক্ষ টাকার ঘড়ি আমদানী করা হয় এবং ১৯৫৭ সালে একেবারেই আমদানী নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ভবিষ্যতেও আমদানীর বিষয়ে কি নীতি লওয়া হইবে তাহা পূর্বে বলা হইবে না।

বিদেশ হইতে গোমাংস, তামাক ও গুঁড়া দুধ আমদানী

ঘড়ির মতন প্রয়োজনীয় জিনিষের আমদানী বন্ধ করা হইল ভাল কথা—কিন্তু অন্যান্য জিনিষ কি কি আমদানী করা হইতেছে দেখা যাক—

২৬শে আগষ্ট তারিখে—বিভূতি দাস গুপ্ত প্রশ্ন করেন যে—"১৯৫৬ সালের ২৯শে আগষ্ট তারিখে আমেরিকা হইতে কৃষি জাত দ্রব্যাদি আনিবার জন্য যে চুক্তি করা হইয়াছিল তাহাতে কোন কোন জিনিষ আমেরিকা হইতে আমদানী করা হইয়াছে?"

উত্তরে বলা হয়—গম, চাল, তুলা তো আসিয়াছেই তাহা ছাড়া এপর্য্যন্ত আমেরিকা হইতে আনা হইয়াছে—কাঁচা তামাক—৭৫,০০০ মণ, (পঁচাত্তর হাজার মণ) আরও আসিতেছে—৩৯০৩০ মণ (উনচাল্লিশ হাজার ত্রিশ মণ)।

আর গুঁড়া দুধ আমদানী করা হইয়াছে—পাঁচ লক্ষ তের হাজার মণ (৫১৩০০০); আরও আসিতেছে—এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার তিনশ বাহান্ন মণ (১৩৪৩৫২)।

স্বাধীন ভারতবর্ষের চমৎকার অবস্থা—আমেরিকা হইতে কাঁচা তামাক আসে—আমরা তামাক খাই, গুড়া দুধ আসিলে আমরা চা খাইতে পাই—তারপরে সুজলা সুফলা ভারতবর্ষে এই সঙ্গেই চাল আসিয়াছে কত? ৫৩ লক্ষ ২০ হাজার ২ শত ২০ মণ (৫৩১৫২২০)—আরও ঠিক এই পরিমাণ চাউল আসিতেছে।

গোমাংস আমদানী

২৭শে আগষ্ট তারিখে শ্রীরঘুনাথ সিং এক প্রশ্ন করেন যে—ভারতবর্ষ হইতে কি এখনও বিদেশ হইতে গোমাংস আমদানী করা হইতেছে? এক লিখিত উত্তরে সরকার হইতে হিসাব দিয়া জানান হয়—

	১৯৫৭	১৯৫৮
গরু ও বাছুরের মাংস		(জানু-মে)
টাট্‌কা ও ঠাণ্ডার জমান—	৩৯,০৫৪ টাকার।	৮,৯২৮ টাকার
গোমাংস শুষ্ক ও লবণাক্ত—	৫,৫০০ টাকার	×

অর্থাৎ বর্ত্তমান বৎসরে জানুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত কেবল শুষ্ক গো মাংস আমদানীর অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

অপপ্রচারের প্রতিবাদ

মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

এই প্রতিবাদ পত্রটি রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে "কল্যাণ-বার্তার" সম্পাদক শ্রীজীমূত বাহন সেন মশাইকে প্রেরণ করি। প্রেরণের তারিখ ৪ঠা নভেম্বর ১৯৫৮। অদ্যাবধি কল্যাণবার্তায় ইহা প্রকাশিত হইতে না দেখিয়া বুঝিলাম জীমূত-বাবুর সংসাহস নাই এবং আমার প্রশ্নের উত্তর দিবার মত জবাব তাঁহার নাই।

আপনার পত্রিকায় এই পত্রটি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

ভবদীয়
শ্রীনেপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নামোপাড়া, (পুরুলিয়া)

তাং ২৮।১২।৫৮

মহাশয়,

পুরুলিয়া জেলায় রিলিফের কাজে যে চুরি ও দুর্নীতি চলিতেছে তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আপনি ১৯৫৮ সালের ১৬ই অক্টোবর 'কল্যাণবার্তা'র দ্বাদশ সংখ্যার সংবাদ ও সমালোচনা বিভাগে জেলাবাসী জনসাধারণের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। সমস্ত বিষয়টিকে আপনি এমনভাবে পরিবেশন করিয়াছেন যাহাতে প্রতীয়মান হয় যে রিলিফের টাকা জেলাবাসী জনসাধারণই আত্মসাৎ করিতেছে। জেলার অগণ্য অধিবাসীরই একজন বলিয়া আমি এই অসত্য ও অসাধু অপপ্রচারের প্রতিবাদ করিতেছি।

আপনি লিখিয়াছেন "দুর্নীতি ব্যাপকভাবে জেলাবাসীগণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কাজ না করিয়া, অল্প কাজ করিয়া এবং মোড়লি করিয়া শ্রমিক, ভদ্র ও গুণ্ডা প্রকৃতির লোক অর্থ লুঠ করিতেছে।" আপনি মন্তব্য করিয়াছেন যে "এই অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় হইলে জেলার স্থায়ী মঙ্গল হইত।"

আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ঐ রিলিফের অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় না হওয়ার জন্য দায়ী কে? এই অর্থ ব্যয়ের ভার কি জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের উপর দেওয়া হইয়াছে? সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং অফিসার দল এই চুরির জন্য অভিযুক্ত হইবেন না কেন? আপনি দুর্নীতির সমস্ত দায়িত্ব জেলাবাসীগণের উপর চাপাইয়া দিয়া সরকারী অফিসার ও কর্মচারীগণ সম্পর্কে নীরব থাকিয়াছেন কেন? এই নীরবতার অন্তরালে কি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নাই?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই অপপ্রচার করিয়াছেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনেকে অনেক কিছুই করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অবাঞ্ছিত সন্দেহ নাই। সরকারী ভারপ্রাপ্ত অফিসারগণ, যাঁহারা রিলিফের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তাঁহারা এই চুরির ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকিলে এ চুরি কিছুতেই সম্ভব হইত না। রিলিফের কাজে যাহারা মাটি কাটিতে যায় তাহারা যে কতখানি দুঃস্থ তাহা আপনার মত ব্যক্তির পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। দেশের এই নিঃস্ব মানুষের দল হয়তো দু' কোদাল মাটি কম কাটিতে পারে—কিন্তু রিলিফের টাকা তাহারা আত্মসাৎ করিতে পারে না। কারণ ভাণ্ডারের চাবি অপরের হাতে। আপনার একটি কথা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ (আপনি লিখিবার সময় নিশ্চয় তাহা উপলব্ধি করেন নাই)। কথাটি এই যে অনেকে কাজ না করিয়াও রিলিফের টাকা ভোগ করিতেছে। এই প্রসঙ্গে আমার প্রশ্ন এই যে, এই সব লোক কাহারা? কাহার বা কাহাদের অনুগ্রহে তাহারা কাজ না করিয়াও টাকা পায়? এই সব অকর্ম্মার দল—কংগ্রেসেরই সযত্নপালিত ও অনুগ্রহপুষ্ট, এবং কংগ্রেস সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ও অফিসারদের অনুগ্রহেই তাহাদের বিনাকর্মেই অর্থপ্রাপ্তির যোগ ঘটিয়াছে। সেই কংগ্রেসেরই মুখপত্র "কল্যাণবার্তা" যে এ ব্যাপারে সত্যকার আলোকপাত করিবে এমন দুরাশা বোধ হয় কোন বাতুলও করিতে পারে না। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, একজনের পাপের বোঝা আরেক জনের উপর চাপাইয়া নৈতিকতার ঢাক পিটাইলেও মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় না।

পুজার বাজার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আপনি লিখিয়াছেন "পুজার বাজার এবার সরগরম। ক্রেতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলের অনাহারক্লিষ্ট রিলিফের অর্থপুষ্ট জনগণ" (আপনি বাক্যটিতে অসম্পূর্ণ অবস্থায় দাঁড় টানিয়া বাঙলা ভাষার মর্য্যাদা রাখিতে পারেন নাই)। "ইহাদের জন্যই লোক সেবক সংঘ আরও ৫০ লক্ষ টাকা দাবী করিয়াছেন। এই জেলা বিহারে থাকা কালে বাঙলাকে পিত্রালয়ই জানা ছিল এখন দেখিতেছি ঐ ধারণা ভুল, উহা মামার বাড়ী, সুতরাং আরও চাই আরো চাই আব্দার ত হইবেই। মাতুল মন্ত্রী গোষ্ঠি সাবধান!"

আপনি গ্রামাঞ্চলের অনাহারক্লিষ্ট নরনারীর চিত্রটি এমন হৃদয়হীনতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন যে তাহা দেখিয়া অতি বড় হৃদয়হীন ব্যক্তিরও হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে। রাজনীতি-প্রসূত অর্থনৈতিক নিষ্পেষনে মানুষের জীবন যখন ছিন্ন ভিন্ন, বিপর্য্যস্ত, মানুষের জীবন যখন কুকুর ছাগলের মত কোনক্রমে টিকিয়া থাকিবার জন্য ব্যাকুল, তখন সেই বিড়ম্বিত জীবনকে লইয়া যিনি ঠাট্টা বিদ্রূপ করেন তাঁহাকে আখ্যায়িত করিবার উপযুক্ত

ভদ্রোচিত কোন ভাষা নাই বলিয়া আমি তাহা হইতে বিরত রহিলাম!

আপনার জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি যে, বাঙলা মানভূমের মাতুলালয় বা পিত্রালয় নয়—বাঙলা মানভূমের আপন আলয়! বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে মানভূম আপনার স্বাক্ষর রাখিয়াছে। অবশ্য বাঙলার জাতি সত্তা বিলোপের প্রয়াসকারী কংগ্রেসের মুখপত্র "কল্যাণ বার্ত্তা" এবং তাহার সম্পাদকের পক্ষে বাঙলা ও মানভূম সম্পর্কে এই প্রকার ভেদজ্ঞান থাকাই স্বাভাবিক। আপনাকে আরও জানাইতেছি যে মন্ত্রীগোষ্ঠির সঙ্গে মানভূমের জনগণের সম্পর্ক মাতুল ও ভাগিনার সম্পর্ক নয়—ভৃত্য ও প্রভুর সম্পর্ক! জনগণের প্রয়োজনে মন্ত্রীরা মন্ত্রী, জনগণ মন্ত্রীদের প্রয়োজনে নয়! অবশ্য একথা সত্য যে মন্ত্রীদের মনোনীত ভাগিনারা এই সম্পর্ক মানিতে চাহেন না। তাঁহারা আপন সম্পর্কটি অপরের উপর আরোপ করিয়া নিজের স্বরূপ গোপন করিতে চাহেন। এইসব ভাগিনারা জানিয়া রাখুন যে মানভূমে বড় বড় হাঙ্গরদের করাল গ্রাস হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যে সামান্য সাহায্য জনগণের নিকট আসিতেছে তাহা তাঁহাদের মাতুল গোষ্ঠির দয়ার দান বা স্নেহের দান নয়—তাহা গণতান্ত্রিক প্রাপ্যের সামান্যতম অংশমাত্র। তাঁহাদের মাতুলগোষ্ঠি জনগণেরই অর্থ হইতে কিঞ্চিন্মাত্র জনগণকে দিতেছেন—ব্যক্তিগত বিত্ত হইতে নয়। অবশ্য প্রফুল্ল চন্দ্র সেন যাঁহাদের মাতুল তাঁহারা একথা কিছুতেই বরদাস্ত করিবেন না।

মানভূমে রিলিফের বুদ্ধির জন্য লোক সেবক সংঘ যে দাবী তুলিয়াছেন আপনি তাহার নিন্দা করিয়াছেন এবং লোক সেবক সংঘকে রিলিফের টাকা চুরির অন্যতম সাহায্যকারীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আপনি লিখিয়াছেন, যে লোক সেবক সংঘ এইভাবে জনগণের নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটাইতেছেন।

জেলার দুর্দ্দশা ও দুর্গতির প্রতিকারের জন্য লোক সেবক সংঘের এই প্রয়াসকে এইরূপে চিত্রিত করা আপনার পক্ষে অস্বাভাবিক হয় নাই। কিন্তু জনগণের নৈতিক চরিত্রের জন্য কংগ্রেস-মুখপত্র 'কল্যাণ বার্ত্তার' এই নিদারুণ উদ্বেগ দেখিয়া পরম বিস্মিত হইয়াছি। বিহার আমলে বান্দোয়ানে স্কুলছাত্রদের অনুষ্ঠান পণ্ড করিবার অভিপ্রায়ে যে কংগ্রেস মদ, গুণ্ডা ও পথ-নর্ত্তকীদের প্লাবন বহাইয়াছিল সেই কংগ্রেস আজ জনগণের নৈতিক চরিত্রের কথা চিন্তা করিতেছে! আপনি বলিবেন বাংলা কংগ্রেস বিহার কংগ্রেস হইতে ভিন্ন। কিন্তু সকলেই জানেন তাহা নয়। যে কংগ্রেস সত্যাগ্রহী ঠেঙাইবার জন্য কুখ্যাত দস্যুকে জেল হইতে মুক্তি দিয়া লালন পালন করিতে পারে সেই কংগ্রেস নৈতিকতার কথা বলিতেছে! যুধিষ্ঠির বাঁচিয়া থাকিলে দেখিতেন, তাঁহার বর্ণিত আশ্চর্য্য বিষয়গুলির উপরও টেক্কা মারিতে পারে এমন আশ্চর্য্য ঘটনাও আজ ভারতে ঘটিতেছে। আপনি মানভূম কংগ্রেসের সমগ্র সভ্যতালিকা সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিবেন কি? এই তালিকা প্রকাশিত হইলে দেখা যাইবে সেদিনের কংগ্রেস ও এদিনের কংগ্রেসে কতটুকু তফাৎ। জনসাধারণ দেখিবে যে সেদিন যাহারা ডাকাতি, গুণ্ডামী, মাতলামী ও চুরি-জুয়াচুরি করিয়াছিল তাহাদের প্রায় সকলেই আজ বাংলা কংগ্রেসে রহিয়াছে। সেদিন হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের সহায়তা করিয়া তাহাদের ভুক্তাবশেষ লাভ করিবার আশায় যিনি জেলার কৃতী বাঙ্গালী সন্তানদের কুৎসা রটনা করিয়াছিলেন এবং হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আপন আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য যিনি সীমাকমিশনের সম্মুখে আপন পরিবারের নরনারীদের বিহারী ছাঁদে কাপড় পরাইয়া হাজির করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, তিনিও এই বাংলা কংগ্রেসে আপন আসন অটুট রাখিয়াছেন।

আপনি নৈতিকতার কথা খুব জোর গলায় বলিয়াছেন। সেইজন্য আপনাকে আহ্বান জানাইতেছি—নৈতিকতার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন! প্রস্তাবিত চিমনলাল গ্রিগরাজ কলেজের যে টাকা আপনার নিকট আছে তাহা দাতাদের নিকট প্রত্যর্পণ করিবেন কি? অথবা দাতাদের পরামর্শ লইয়া ঐ টাকা জে, কে, কলেজ কমিটিকে অর্পণ করিবেন কি? তাহা যদি পারেন তবেই প্রমাণিত হইবে যে নৈতিকতার জন্য আপনার উদ্বেগ অথবা নয়। পরিশেষে জানাইতেছি যে আপন নৈতিক কর্ত্তব্যের কথা না ভাবিয়া কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনসাধারণকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে জনসাধারণ বোশাদন চুপ করিয়া থাকিবে না। মানভূমের সাধারণ মানুষ আজ দরিদ্র, নিঃস্ব ও বিপর্য্যস্ত হইলেও তাহার আত্মমর্য্যাদা বোধ এখনও লোপ পায় নাই।

পুরুলিয়া হইতে বেগুণকোদর রেল লাইন

চক্রপুরা হইতে বেগুণকোদর ষ্টেশন হইয়া মুরি জংশন পর্য্যন্ত যে বড়লাইন হইতেছে তাহার ফলে পুরুলিয়া হইতে বেগুণকোদর পর্য্যন্ত ছোট লাইনটী তুলিয়া দিয়া অথবা ট্রেনের যাতায়াত বন্ধ রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছিল। এই লাইনটী বন্ধ থাকিলে প্রথমতঃ জিলার একটী প্রধান অংশের সহিত পুরুলিয়ার রেলপথে যোগাযোগ তো বন্ধ হইবেই তাহা ছাড়া আসনসোল, দুর্গাপুর প্রভৃতির সহিতও এই অঞ্চলের যোগাযোগ বন্ধ হইয়া যাইবে। স্থানীয় জনসাধারণের যাতায়াত, মাল চলাচল প্রভৃতির ব্যাপারে লোকের দারুণ অসুবিধা ও দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইবে।

এ বিষয়ে লোক সভার সদস্য বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত দিল্লীতে রেলওয়ে বোর্ডের কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন। প্রকাশ যে রেলওয়ে বোর্ড হইতে এরূপ কোন আদেশ নাকি দেওয়া হয় নাই। ইহার পরে তিনি সম্প্রতি বাংলার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীর সহিত কলিকাতায় সাক্ষাৎ করেন—এবং এবিষয়ে যে কিরূপ অসুবিধা হইবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রকাশ যে—কোন রাজ্যে অন্ততঃ দশ বৎসরের পুরাতন কোন রেলপথ বন্ধ করিতে হইলে বা তুলিয়া দিলে তাহা রাজ্য সরকারকে জানাইতে হইবে এবং তাহাদের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে। কিন্তু এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় রেল কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন প্রকার সূচনা পান নাই।

বর্ত্তমানে এই রেলপথ বন্ধ হইবে না বা তুলিয়া দেওয়া হইবে না বলিয়াই প্রকাশ। তবে—রেল কর্তৃপক্ষেরই হউক বা সরকারী কর্তৃপক্ষেরই হউক—ইহাদের অভিমত, পরিকল্পনা বা কার্য্যক্রমের কোন স্থিরতা নাই বা থাকে না। কোন পরিকল্পনায় যে ইহারা কখন কি করেন সে সম্বন্ধে তাহারা নিজেরাই ওয়াকিবহাল নহেন—তবে একথা ঠিক যে, জনগণের সুবিধা অসুবিধা লইয়া ইহারা মাথা ঘামান না, এই বিষয়টী ঠিক আছে। সুতরাং জনসাধারণকেও এই লাইন বন্ধ করিবার সম্ভাবনাকেও উদ্যোগী হইয়া প্রতিরোধ ও নিবারণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

বিবিধ সংবাদ

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর হইতে)

নিখিলবঙ্গ সাময়িক পত্রসংঘে কাগজ সঙ্কট সম্বন্ধে আলোচনা

গত ১৭ই ডিসেম্বর 'সংহতি কার্য্যালয়ে' "নিখিলবঙ্গ সাময়িক পত্র সংঘের" কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশন হয়। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভায় "বীমা ও বাণিজ্য" পত্রিকার সম্পাদক, সংঘের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য—নির্য্যাতিত দেশ ও সমাজসেবী বিনয়ভূষণ বসুর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনমূলক এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

ছাপার কাগজের অতিরিক্ত মূল্য ও তদুপরি তাহার দুষ্প্রাপ্যতার জন্য সাময়িকপত্রগুলির পরিচালকদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। অহেতুক ও অকস্মাৎ এই মূল্যবৃদ্ধি ও তদুপরি খোলাবাজার হইতে কাগজ উধাও হওয়ায় পত্রিকাগুলিকে যে অসুবিধার মধ্যে পতিত হইতে হইয়াছে তৎপ্রতি কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া একটি প্রস্তাবে অবিলম্বে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ করা হয়।

এই প্রসঙ্গে সাময়িকপত্রের পরিচালক ও কাগজ ব্যবসায়ীদের একটি সংযুক্ত সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

মুক্তির গ্রাহকবর্গের প্রতি নিবেদন

মুক্তি ১৯শ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা শেষ হইয়া ২০শ বর্ষ ১ম সংখ্যা বাহির হইল। আজ পর্য্যন্তও যে সকল গ্রাহক মুক্তির চাঁদা পাঠান নাই—আগামী ১৬-১-৫৯ তারিখের মধ্যে তাঁহাদিগকে মুক্তির বাকি চাঁদা পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। উক্ত তারিখের মধ্যে মুক্তি কার্য্যালয়ে টাকা না পৌছিলে—২০শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা হইতে তাঁহাদের মুক্তি পাঠান বন্ধ করিতে বাধ্য হইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ—মুক্তি

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

বিহার-প্রেমীদের অত্যাচার

পটমদা থানার গাগিবুরু গ্রাম হইতে গোবর্দ্ধন মাহাত জানাইতেছেন : —পটমদা থানার অন্তর্গত গাগিবুরু মৌজায় গত ২রা ডিসেম্বর তারিখে রিভিজনাল সার্ভেয়ার ইন্সপেক্টার আসে ও লাইন পরিদর্শন করে, ইন্সপেক্টর-আমিনের লাইন নাকচ করিয়া এমনভাবে লাইন করে যাহার ফলে আমার ৬টি পলাশ গাছ কাটা হয়। তন্মধ্যে ৪টি গাছে লাহা ছিল, তাহা মূলে কাটা হইল, এবং তাহা আমার ধান ক্ষেতের উপর ফেলিয়া দেওয়া হয়। যে ২টি পলাশ গাছে বর্ত্তমান বৎসরে লাহা ছিল না তাহা উপরে কাটা হইয়াছে বা ডালে কাটান হইয়াছে। আরও দেখিবার বিষয়, যে গাছে লাহা ছিলনা তাহার ডাল কাটা হইয়াছে ও যে গাছে লাহা ছিল তাহা নিচে কাটা হইয়াছে, গাছগুলি এমন ভাবে কাটান হয় যেন ধান খেতে পড়ে ও ধানের ক্ষতি হয়। আমি লোক সেবক সংঘের কর্ম্মী, আমিনকে ঘুস ও খাবার দি নাই এবং জনগণের টিপ সহি লইয়া হিন্দী রেকর্ড করার প্রতিবাদ জানাই। কংগ্রেসী দালালদের বাড়ীতে সার্ভেয়ারগণ থাকেন ও তাহাদের যুক্তি পরা শর্শন সার্ভেয়ারগণ বলেন ইন্সপেক্টর কংগ্রেসীগণের সহিত লাইন কাটার অজুহাতে আমার এই ক্ষতি করিয়াছে। বর্ত্তমান রিভিজনাল সার্ভে অফিসারগণ যে কিরূপ নিরপেক্ষভাবে কার্য্য করিতেছেন, তাহার উদাহরণ স্বরূপ এই ঘটনাটি জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানাইলাম।

UNIQUE OPPORTUNITY.
PHONETIC COMMERCIAL INST.
PURULIA, (January Session)
and Raghunathpur.

Admission going on in Shorthand, Typewriting (English & Hindi), Telegraphy (Railway & Postal standard), A. S. M's Course, Book-keeping etc. Lodging available with moderate charge. 95% of the passed students from this branch getting appointments both in Govt & Railway Offices every year.

Apply with one anna stamp to the Principal, Phonetic Commercial Institute, P. O. Purulia. Seats limited.

বিজ্ঞাপন

একটী নূতন রহট পাম্প (বলদ বাহিত জলসেচের যন্ত্র) বিক্রয় করিতে চাই। অনুসন্ধান করুন।

ডাঃ সুধাংশু মুখার্জ্জী
পোঃ—বাগদা, পুরুলিয়া।

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Notice having been given of the loss of Policy numbered N 22579 on the life of Mr. Badi Gangman, Gang No. 19, S. E. Rly. Kantadih issued by the Unit : Eastern Railwaymen's Co-operative Life Insurance Society, Chakradharpur. Duplicate Policy will be issued unless objection is lodged with us within one month from this date.

Jamshedpur, Dated 5-1-59 — P. Asstt. Divisional Manager.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৭শে পৌষ ১৩৬৫—১২ই জানুয়ারী ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গে
ধান ও চাউল সম্বন্ধে চাষীদের লাইসেন্স লইবার বিধান

চাষীদের ধান ও চাউল বিক্রী ও মজুত রাখিবার সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার লাইসেন্স লইবার যে আদেশ জারি করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল—

সরকারী আদেশে যে এলাকাগুলি বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে (স্পেসিফাইড এরিয়া,—ইহার ব্যাখ্যা শেষে দেওয়া হইল), সেই সব এলাকার বাহিরে যাহারা যাহারা বাস করে তাহাদের লাইসেন্স লইবার বিধান এই—

তাহারা নিজেরাই হউক, পরিবারের লোকের সাহায্যেই হোক, বা মজুরী দিয়া কামীন, মুনিষ খাটাইয়াই হোক, বা আধিয়ার বর্গাদার বা ভাগীদার দিয়াই হোক—জমিতে চাষ করিয়া তাহারা ধান উৎপাদন করিলে—যদি তাহারা এক থোকে ১০০ মণের উপর ধান বিক্রয় করে, অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ১০০ মণের উপর ধান মজুত রাখে তবে তাহাকে সরকারী লাইসেন্স লইতে হইবে। লাইসেন্স বি (১) ফরমে লইতে হইবে।

যদি কোন চাষী ১০০ মণের উপর ধান কেবল মজুতই রাখে তবুও সরকার ধরিয়া লইবে যে তাহা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যেই মজুত রাখা হইয়াছে। এক্ষেত্রে চাষীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে—ইহা সে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে

মজুত রাখে নাই।

স্পেসিফাইড এরিয়াতে অর্থাৎ সরকার যে অঞ্চলগুলি বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে সেই সব অঞ্চলে চাষীরা যদি এক থোকে ধান বা চাউল অথবা দুইটাই ১০ মণের বেশী বিক্রয় করে অথবা ১০ মণের বেশী ধান বা চাউল বা উভয়ই যদি বিক্রয়ের জন্য মজুত রাখে তবে তাহাদেরও ঐ বি (১) ফরমে লাইসেন্স লইতে হইবে।

লাইসেন্স লইবার জন্য ৩৲ টাকা মূল্যের ধান জুডিসিয়াল ষ্টাম্প দিয়া—"সাবডিভিজনাল কণ্ট্রোলার অফ ফুড এণ্ড রাইসের" নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

স্পেসিফাইড এরিয়া—স্পেসিফাইড এরিয়ার অর্থ হইল এই যে—পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহার ১৯৫৭ সালের ধান ও চাউল নিয়ন্ত্রণ আদেশে যে যে এলাকাগুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাদের ঐ আদেশ বলবৎ করিয়াছেন। **ইহার মধ্যে—সমগ্র পুরুলিয়া জেলা, বাঁকুড়া বীরভূম প্রভৃতি জিলাও পড়ে।** তাহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে সীমানা হইতে ২মাইল এলাকা পর্য্যন্ত বিশেষ নির্দ্দিষ্ট অঞ্চল অর্থাৎ স্পেসিফাইড এরিয়াবলিয়া ধরা হইবে।

পুরুলিয়া জেলার সম্বন্ধে মোট ব্যাপার এই দাঁড়াইয়াছে যে—পুরুলিয়া জিলায় যে সমস্ত চাষী চাষ করিয়া জমিতে ধান্য উৎপাদন করে তাহারা যদি এক থোকে ১০ মণের বেশী ধান বা চাউল অথবা দুইটাই বিক্রয় করে অথবা ধান বা চাউল মিলিত ভাবে ১০ মণের বেশী বিক্রয়ের জন্য মজুত রাখে তবে তাহাদের ঐ ৩৲ টাকা ফি দিয়া বি (১) ফরমে লাইসেন্স লইতে হইবে।

সরকারী যাহা বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছে তাহাতে এই দশ মণের ব্যাপারে একটু অস্পষ্টতা রাখা হইয়াছে। এই দশ মণের ক্ষেত্রেও কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে—চাষী যদি ১০ মণের বেশী ধান মজুত রাখে (বেশীর ভাগ চাষীকেই তাহা রাখিতে হয়) এবং সে যদি তাহা বিক্রয় নাও করে তাহা হইলেও কি সরকার ধরিয়া লইবে যে, সে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যেই মজুত রাখিয়াছে এবং চাষীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে সে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মজুত রাখে নাই?

তারপরে চাষী যে ধান মজুত রাখিয়াছে তাহা যে সে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যেই মজুত রাখে নাই ইহা সে কেমন করিয়া প্রমাণ করিবে? পূর্বেই কি ভাবে প্রমাণ দিতে হইবে যাহাতে সরকারের মনে বিশ্বাস হইবে যে ধান বিক্রয়ের জন্য মজুত রাখা হয় নাই? এগুলি সব ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া জনসাধারণকে জানান দরকার। নয়তো লক্ষ লক্ষ চাষী গোলমালে পড়িবে—এই কণ্ট্রোল বিভাগের তথা পুলিস ও অন্যান্য বহু বিভাগের ছোট বড় কর্ম্মচারীদের পাওনার শিকার হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবে, একটা দেশব্যাপী বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অথবা সরকারের প্রচার বিভাগ এ বিষয়ে পরিষ্কার করিয়া অবস্থাটা কি তাহা 'মুক্তিতে' প্রকাশের জন্য লিখিয়া পাঠাইবেন কি? আমরা আগামী সংখ্যাতেই তাহাদের বিবৃতি প্রকাশ করিতে চাই।

এই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যদি ইহাও জনসাধারণকে জানান যে—লাইসেন্সের ব্যাপারে কেহ কোনরূপ ঘুষ চাহিলে বা অন্যায় মত দাবী করিলে তাহা জানাইলেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিকার করা হইবে তাহা হইলে ভাল হয়। কারণ এখানকার কণ্ট্রোল বিভাগের ব্যাপার আমরা জানি।

কেরোসিন তেলের মূল্য বৃদ্ধি

কিছুদিন পূর্ব্বে পুরুলিয়াতে ৵১৯/১০ আনায় এক বোতল কেরোসিন তেল পাওয়া যাইত। বর্তমানে এক-বোতল কেরোসিনের দাম হইয়াছে ।৵০/।৵১০ আনা খুচরা বিক্রেতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে গুদাম হইতে তাহাদিগকে ৬।০/৬।০ টাকা দরে টিনবাদে কেরোসিন খরিদ করিতে হইতেছে। টিন সহ লইলে ৮ টাকা। অতি মুনাফা নিরোধ বিলের ইহাই কি পরিণতি?

মুক্তি

২৭শে পৌষ, সোমবার

বাংলার শিক্ষা, ঐতিহ্য ও শাসন

বাংলার কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে অত্যন্ত দুঃখের সহিতই আমাদের বলিতে হইতেছে যে এমন একটা অযোগ্য শাসন ব্যবস্থা আমরা কোন-দিনই কল্পনা করিতে পারি নাই। আমাদের ধারণা ছিল কংগ্রেস-পরিচালিত হইলেও বাংলার শাসন ব্যবস্থায় শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আছেন—নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ পর্য্যায়ে তাহা-দেরই ব্যবস্থা করিতেছেন, পরিচালনা করিতেছেন, সুতরাং নীতিগতভাবে যাহাই হোক না কেন ব্যবস্থাগতভাবে ইহার দক্ষতা, যোগ্যতা অন্যান্য স্থানের তুলনায় ভাল হইবে, আদর্শ শাসন না হোক —অন্ততঃ একটা আদর্শের দিকে লক্ষ্য থাকিবে। কিন্তু বলিতেই হইবে যে—এবিষয়ে দেশবাসীকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, ইহাদের অযোগ্যতা ও অব্যবস্থায় বাঙ্গালী মাত্রকেই লজ্জিত হইতে হইতেছে। ইহা বাংলার ও বাঙ্গালীর পক্ষে কলঙ্ক বহন করিয়া চলিয়াছে।

ধারা দেখিয়া প্রথমেই ইহা উপলব্ধি হয় যে—এই শাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত কেন্দ্রীত, সেণ্ট্রালাইজড। জেলার অধিকারীদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত, ঘর পোড়ার জন্য ১০৲ টাকা সরকারী সাহায্য দিতে গেলেও বিভাগীয় কমিশনার তথা সেক্রে-টারিয়েটের অনুজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। আর সেক্রেটারিয়েটের যে কোন বিভাগই হোক না কেন—আর মন্ত্রীমণ্ডলীতে যাহারা এবং যে কোন সংখ্যক মন্ত্রীই থাকুক না কেন—সমস্ত ক্ষমতা সেই একজন মুখ্য মন্ত্রীতেই কেন্দ্রীভূত। তাহারা কৃষ্ণ-নগরের মাটির পুতুলের মতো সেক্রেটারিয়েটের বিভিন্ন বিভাগের আলমারীতে আবদ্ধ থাকিয়া ড্রইংরুমের শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন মাত্র। জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তির কথায় বলিতে হয় তাহারা কচ্ছপধর্ম্মী, অর্থাৎ কার্য্যক্ষেত্রে যখন তাহারা কাজ করিতে আসেন তখন মুখ্যমন্ত্রী তাহাদের চীৎ করিয়া রাখিয়া দেন—নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবার উপুড় করিয়া দিলে তাহারা গুটী গুটী বাড়ী যান—যা কিছু করেন তিনি, ভাবেন তিনি, ঘটান তিনি অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী।

প্রথমতঃ ইহাতে অব্যবস্থা অনিবার্য্য। ইহার পরে আসে উচ্চ মধ্য ও অধস্তন কর্ম্মচারীদের কথা—যাহারা কার্য্যক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে রূপ দিতেছেন। আমরা সকলের কথা বলিতেছি না কিন্তু এই সামান্য কয়েক বৎসরেই যে অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করিলাম তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, এমন অবাধ দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারীতা যে একটা শাসন ব্যবস্থার মধ্যে হইতে পারে—এবং তাহা সত্বেও কেমন করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে—তাহা একটা গবেষণার বিষয়। ঘুসের দাবী ও পরিমাণ সর্ব্বক্ষেত্রে উচ্চ, উচ্চতর এবং ব্যাপক হইয়া চলিয়াছে। কমিউনিটি প্রজেক্ট ও ব্লকের ক্ষেত্রগুলি বি,ডি ও এবং তাহাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের সর্ব্বপ্রকারের বিহারের ক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছে। পুলিশ বিভাগ—কংগ্রেসী সেবাদলে পর্য্যবসিত হইয়াছে; প্রশাসনিক বিভাগ স্বেচ্ছাচারের চূড়ান্ত করিয়া চলিয়াছে; দেওয়ানী আদালতে মুন্সেফের রায়, এস, ডি, ও নাচক করিয়া ১০৭ ধারা চালান, ইহা কেহ শুনিয়াছেন কি? বাংলার শাসন ক্ষেত্রে কিন্তু ইহা অবাধে চলিয়াছে! পৃথিবীর সব গণ-তান্ত্রিক দেশগুলিতেই পার্টি দ্বারা শাসন নীতি পরিচালিত হয় কিন্তু পার্টির যন্ত্ররূপে শাসন ব্যবস্থা চলে না—তাহা হইলেই বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়, কিন্তু এখানে তাহাই চলিতেছে এবং সে জন্য আইন কানুনের কোন মর্য্যাদা নাই, ব্যবস্থার কোন বালাই নাই, জন জীবনে একটা বিপর্য্যয়ের সূত্র-পাত হইতে চলিয়াছে। বাংলার শিক্ষা, বুদ্ধি ও ঐতিহ্যের পক্ষে ইহা সত্যই একটা লজ্জা, ও কল-ঙ্কের বিষয়! শাসনযন্ত্রে যাহারা আছেন তাহার ইহা একটু ভাবিয়া দেখিবেন কি?

পুরুলিয়ার সাবডিবিজন কণ্ট্রোলার

পুরুলিয়ার শ্রীমৃগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি পুরুলিয়া সাবডিবিজন কণ্ট্রোলারের আচরণ সম্বন্ধে একটি ঘটনা প্রকাশিত হইল। জনসাধারণের কাজে, জনসাধারণের সহিত তাহার অশিষ্ট ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা আরও বহু অভিযোগ পাইয়াছি। সরবরাহ বিভাগের সহিত জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। কাজ কর্ম্মে সর্ব্বদাই ইহাদের সংস্পর্শে আসিতে হয়। সৌজন্য ও ভদ্রতা প্রকাশ করিলে মানুষ ছোট হয় না বড়ই হয়। হাকিমী প্রভুত্বের প্রদর্শন দ্বারা হাকিম বড় হয় না হাকিম ছোটই হয়—আমাদের এই সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যাহারা জনসাধারণের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাহাদের এই কথাটা সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার যে—যে উচ্চ বেতন তাহারা পান তাহা জনসাধারণের প্রদত্ত অর্থ—যে ঘর হইতে তাহারা কাহাকেও বাহির হইয়া যাইতে বলেন—তাহা জনসাধারণেরই ঘর—যে মন্ত্রীর ভরসায় তিনি মেজাজ দেখান সে মন্ত্রীকেও জনসাধারণের কৃপার উপর নির্ভর করিয়াই মন্ত্রী হইতে হয়

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে—একজন শিক্ষিত বাঙ্গালী জনসাধারণের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কাজ লইয়া যিনি আছেন—তাহার নিকট হইতে স্বাভাবিক সৌজন্য বোধও কি আশা করা যায় না! এ ব্যাপার মোটেই উপেক্ষনীয় নয়। থানায় থানায় পুলিস বিভাগের Teh Commandments টাঙ্গান আছে। অফিসে অফিসে তাহা টাঙ্গান না থাকিলেও—অধঃ হইতে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা যাহাতে ভদ্র আচরণ করে সে সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ কি অবহিত হইবেন?

ডেপুটি কমিশনারের নিকট মৃগেন বাবু অভিযোগ জানাইয়াছেন—এ বিষয়ে তিনি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহা জনসাধারণের জানা দরকার। সরবরাহ বিভাগ সম্বন্ধে আমরা আজ আর বেশী আলোচনা করিলাম না। কিন্তু আমরা আশা করি এই সব কর্ম্মচারীরা তাহাদের আচরণ সম্বন্ধে অবহিত হইবেন।

কংগ্রেসী জিলাবোর্ডের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ

গত ৩০শে ডিসেম্বর জিলাবোর্ডের সদস্যদের এক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ডেপুটী কমিশনার। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সরকারী মনোনীত সদস্য সর্ব্বশ্রী রাজকিশোর মাহাত, দুলাল দাস, এবং নির্ব্বাচিত সদস্য সর্ব্বশ্রী তুলসী মাহাত, হরিপদ মাহাত, লখু মাঝি ফণী মাহাত, (সকলেই কংগ্রেসী) এবং গঙ্গাধর সিং স্বতন্ত্র।

এই সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে—জিলাবোর্ডের আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় যে সাধারণ কাজ চলাও দুষ্কর—কর্ম্মচারীদের বেতন দেওয়াও যাইতেছে না সরকারও কোন প্রকার অর্থের সাহায্য করিতেছে না অন্য কাজের তো কোন কথাই নাই—সুতরাং গবর্মেণ্টকে বলা হইতেছে যে—হয় তুমি টাকা দাও নয়তো সমস্ত বোর্ডটাই লইয়া লও।

কংগ্রেসী বোর্ড, কংগ্রেসী গবর্মেণ্ট। তাহারা যদি অর্থাভাবে বোর্ড চালাইতেই পারিতেছেন না—বা সরকারও টাকা দিতেছে না তবে তাহারা পদত্যাগ করুন না কেন? অবশ্যই মাসে মাসে কিছু টি, এর টাকা লোকসান হইবে—তাহা হইলেও এই আত্মসমর্পণের প্রস্তাব অত্যন্ত লজ্জাকর।

কংগ্রেসী গবর্মেণ্ট বোর্ডকে ভাল করিয়া গঠন করিবার জন্য বিধিমত পুনর্নির্ব্বাচনও করিবেনা, টাকাও দিবে না, কংগ্রেসী সদস্যরাও দরবার করিয়াও টাকা পাইবেনা অথচ ইহাদের মেম্বারও থাকিতে হইবে। শাসন যন্ত্রের একটা পরিহাসনীয় ব্যবস্থার পরিচয় এই বোর্ডের মারফত প্রকাশ হইতেছে—আর প্রকাশ হইতেছে জন অধিকারের নির্লজ্জ উপেক্ষায় কংগ্রেসী মাতব্বরদের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ।

পুরুলিয়া
সরবরাহ অফিসারের দম্ভের উন্মাদনা

সীমাহীন অভদ্রতার চরম অভিব্যক্তি

ইহারাই কি জনসাধারণের ভৃত্য?

ইহাদের হাতে ক্ষমতার অর্থ—প্রভুত্ব ও অহমিকার নির্লজ্জ আস্ফালন

জেলার সর্ব্বজন সুপরিচিত বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীমৃগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় স্থানীয় ডেপুটিকমিশনারের নিকট বিগত ১০ই ডিসেম্বর' ৫৮ তারিখে এক পত্র দ্বারা এই মর্ম্মে লিখিত অভিযোগ দাখিল করিয়াছেন যে—"অদ্য আমি বেলা ১০-৫০ মিঃ সময়ে পুরুলিয়স্থ সাবডিভিজনাল কণ্ট্রোলার অব ফুড এণ্ড সাপ্লাইজ এর অফিসে গিয়াছিলাম-আমার মাতুল শ্রীকে, এম, গঙ্গোপাধ্যায়ের এক দরখাস্ত লইয়া, উক্ত দরখাস্তে চাণ্ডিল (বিহার) হইতে নিজ চাষের চাল পুরুলিয়াতে আনিবার অনুমতি চাওয়া হইয়াছিল। আবেদন পত্র খানি স্থানীয় সদর মহকুমা হাকিমের উদ্দেশ্যে করা হইয়াছিল। সদর মহকুমা হাকিম ১০ই ডিসেম্বরই উক্ত দরখাস্তের উপরে আদেশ দেন—"এস, সি (ফুড) প্রয়োজনীয় অনুমতি অনুগ্রহ করিয়া দিবেন"।

যখন আমি সবডিভিজনাল কণ্ট্রোলার অব ফুড এণ্ড সাপ্লাইজের খাস কামরায় প্রবেশ করি তখনই তিনি উদ্ধত ও অভদ্র ব্যবহার করেন। আমি, তাঁহাকে দরখাস্তের বিবরণ ও এস' ডিওর আদেশের কথা বলি, কিন্তু তিনি দরখাস্ত খানি আদৌ দেখেন না এবং কর্কশ ভাষায় ও উদ্ধতপূর্ণ ভাবে বলেন—"দরখাস্ত পাশের ঘরে রাখিয়া দিয়া যান এবং এই স্থান ত্যাগ কর।' আমি, তাঁহাকে প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে অনুরোধ করি। তাহাতে তিনি হুকুম দিবার ভঙ্গীতে বলেন—"যাহা বলিয়াছি তাহা কর—অথবা অফিস ঘর ত্যাগ করিয়া যাও।" আমি এই ব্যাপারের কথা আপনাকে বেলা ১২-৫ মিঃ মৌখিক ভাবে জানাই তাহাতে—আপনি আমাকে লিখিত ভাবে জানাইতে উপদেশ প্রদান করেন।

এই অফিসারের ব্যবহার অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং অপমান জনক। সাধারণের প্রতি তাঁহার ব্যবহারও অত্যন্ত উদ্ধত ও আপত্তিজনক এবং মনে হয় তিনি জনসাধারণের ও যাঁহাদের সহিত তাঁহাকে কার্য্য করিতে হয় তাঁহাদের প্রতি তিনি উপযুক্ত ব্যবহার করিতে জানেন না।

আপনার হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয়। আপনি এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন তাহা শীঘ্র জানাইলে আমি বিশেষ রূপে বাধিত হইব।"

তদুত্তরে ডেপুটিকমিশনার পুরুলিয়া, ১১ই ডিসেম্বর তারিখে এক পত্র দ্বারা জানান যে—সাবডিভিজনাল ফুড এণ্ড সাপ্লাই অফিসারের অভদ্র ব্যবহারের বিষয়ে আপনি যে অভিযোগ করিয়াছেন সে বিষয়ে আপনাকে জানাই যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

আমরা জানিতে চাই ডেপুটিকমিশনার মহাশয় এ পর্য্যন্ত কি প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা জনসাধারণকে জানানো প্রয়োজন।

কৃষিকর্ম্মে ভারত ও জাপান

শ্রীউমাপদ মজুমদার

ভারতের যেখানেই সংগঠন কিম্বা সংস্কারের কাজ হচ্ছে, সেখানে কর্মনির্দ্ধারণে তত্ত্ববিষয়ক বিশুদ্ধতা থাকিলেও কর্মক্ষেত্রে হতাশব্যঞ্জক আপোষকারী মনোভাব প্রবল। অর্থনীতিক্ষেত্রে দুর্বল চিত্তপুষ্ট অসহায় মনোভাব সংস্কার-উপযুক্ত নয়। সরকারের সকল প্রচেষ্টার মধ্যে এমন একটা অস্পষ্টতা আছে যাতে পুরা-

তনের কঠোর আঘাতে নূতনের বিনাশ অঙ্কুরেই হচ্ছে। কর ব্যবস্থার মধ্যে, শিল্পনিয়ন্ত্রণের মধ্যে কঠোর মনোভাবের অভাবেই সর্বপ্রকারের ব্যতিক্রম সম্ভব হয়েছে। এইরূপ দুর্বল ও অপটু পরিচালনার জন্য স্বাধীনতার ১১ বৎসর পরও ভারতের কৃষির আভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্য সম্পন্ন হল না। কৃষি সংস্কার কৃষি উৎপাদন বাড়ান ছাড়াও গ্রাম্য উন্নয়ন ও গ্রাম্য জীবনকে আধুনিক ছাঁচে গড়ে তোলবার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। চীন, জাপান, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ কৃষি সংস্কারের মধ্য দিয়ে বৃহৎ অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়েছে

এতদিন গ্রাম্যজীবনে কোন পরিবর্তন আসে নাই তার প্রধান কারণ পুরাতন ব্যবস্থা নাকচ করবার উৎসাহ যেমন দেখা যায়নি, ঠিক সেই রকম নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করবারও কোন রকম মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সরকার সংস্কার করতে গিয়ে এক পা এগুচ্ছেন আর তিন পা পেছিয়ে পড়ছেন। যাঁদের মত সংস্কার পরিপন্থি—তাঁরাই কর্মসূচীর ধাপে ধাপে সহায়করূপে পরামর্শ দিচ্ছেন। এঁদের অনেকেই সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর অর্থ অনুধাবন করতে পারেননি। যাঁরা পেরেছেন তাঁরা এই রকম মনোভাবকে মনোবিকার বলে গ্রহণ করে গুরুত্ব দেননি। তাঁরা জানেন যে প্রধান মন্ত্রীর ভাবপ্রবণতায় পশ্চিমী রুচি বর্তমান আর তিনি তথাকথিত সমাজতন্ত্রের জন্য যতই বাগ্র হন না কেন তাঁহার সহকর্মীরা কেহই ঐরূপ সমাজ বিবর্তনে সাহায্য করিবেন না। সুতরাং তাঁর বাগ্রতা অচিরেই বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যাবে। যদি তা না যায় তাহলে অবশ্যই জনসাধারণের উপর তাঁর প্রভাব কমাতে হবে।

এই শ্রেণীর ব্যক্তি কৃষিক্ষেত্রে সকল প্রকার বন্ধন ঘৃণার চোখে দেখেন। তাঁদের মতে ভূমি সংস্কারে যদি এই খণ্ড জমি একত্রিত না হয়ে বড় আবাদ ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হয় তাহলে কৃষিপদ্ধতি আরও নিয়মানী হতে বাধ্য। ভূমির মালিকানা বেঁধে দিলে আধুনিক কেতা দুরস্ত চাষ আবাদ করা সম্ভব হবে না। ইহাতে উৎপাদন কমে যাবে, খাদ্যদ্রব্যের আরও অনটন হবে। তাঁরা আরও নজীর দেখান যে যদি প্রতি পরিবারকে দুই একর জমি দিতে হয় তাহলে ১০০ মিলিয়ন একর জমি দরকার। ২০ একর জমির আয়তনে যদি জমির মালিকানা সীমাবদ্ধ হয় তাহলে মাত্র ৬৩ মিলিয়ন জমি পূর্ণ বণ্টন করবার জন্য পাওয়া যাবে। এতে কি হবে? যখন ২ একর জমিই uneconomic holding তখন তার কম কি কাজে লাগবে? আবার তাঁরা একধারে যেমন সামান্য হারে ক্ষতিপূরণ পছন্দ করেন না আবার করের থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ায় সঙ্গত নয় মনে করেন, তাঁরা ভূমি সংস্কারের অন্য রাস্তাও বাতলান না, শুধু অপরিষ্কারভাবে বলেন, "ওসব এখন না করাই ভাল"।

তাঁদের একটি মস্ত ভুল হচ্ছে যে শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশের ভূমি সংস্কার মালিকানা সীমাবদ্ধ করেনি, বহু ধনতান্ত্রিক দেশও এই পন্থা গ্রহণ করেছে। আমেরিকানরা যাঁরা ধনতন্ত্রের একনিষ্ঠ উপাসক তাঁরা বলেন যে ক্ষুদ্র আয়তনের জমিতে বেশী সার, পরিমাণ মত জল ও ভাল বীজ দিয়ে একর প্রতি যে ফসল ফলান যায় তা বৃহৎ আবাদী ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। G, C, Allen তাঁর বই—"Japan's Economic Recovery"তে বলেছেন যে যুদ্ধের আগে ও পরে জাপানে কৃষির যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল তার কারণ ছিল প্রচুর সারের ব্যবহার আর Paddy strainএর উন্নয়ন। ভারতে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বাওয়েলস বলেছিলেন "The Argument that small holdings of land in the hand of individual owners will mean less production is simply not valid."

জাপানের কৃষি পদ্ধতি সমস্ত এসিয়ার একটি গর্বের বস্তু। স্বাবলম্বী সামান্য মধ্যবিত্ত চাষী ক্ষুদ্র আয়তনে জমি কর্ষণে কি প্রকারের নিপুণতা দেখাতে পারে তার নিদর্শন জাপানী কৃষিশিল্পে প্রভূত পাওয়া যায়। যুদ্ধের সময় ও পরে জাপানে যে অর্থনৈতিক অবসাদ এসেছিল তা কৃষিশিল্পকে পঙ্গু করে ফেলেছিল। ১৯৪০ সালে মার্কিন সামরিক কর্তারা জাপানী ভূমি ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য সংস্কার প্রবর্তন করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন গ্রামের বড়লোক ব্যবসায়ী, ফ্যাসিষ্ট রাজনীতিবিদ জমিদাররা এই সংস্কার বন্ধ করবার জন্যও বিশেষ সচেষ্ট হল। কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ম্যাকার্থার ১৯৪৬ সালে জাপানী ডায়েটকে তাঁর অনুমোদিত সংস্কার আইন গ্রহণ করতে বাধ্য

করলেন এই আইনের বৈপ্লবিক তাৎপর্য বিশেষ স্মরণীয়। সমস্ত জমিদারী একটি আইনের খোঁচায় উঠে গেল। এই জমিদারী উচ্ছেদের ব্যাপারে কোনরকম দুর্বলতা দেখান হয়নি, কিম্বা ক্ষতিপূরণ বিষয়ে কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়নি। আইন প্রণয়নকারীরা সম্মুখের দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন পিছনের দিকে তাকিয়ে বারবার হোঁচট খাননি। ১৯৪৬ সালের ভূমি আইনের আগে শতকরা ৪৫ জন চাষী জমিহীন চাষী ছিল কিন্তু সংস্কারের পর ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা শতকরা ৭।৮ ভাগের বেশী নয়। ১৯৪৬ সালের ভূমি আইনের পরই ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা কমে যায়। শতকরা ৯২ জন চাষী কিছু না কিছু জমির মালিক হয়। ফলে এই দাঁড়াল যে বেশীর ভাগ আবাদী জমির আয়তন ছোট হয়ে গেল। এতে কিন্তু উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধিই পেল, কমল না। ১৯৫১ সালের মধ্যে ৪·২ মিলিয়ন চাষী জমির মালিক হবার সুযোগ পায়। ৬।৭ মিলিয়ন একর জমি জমিদারদের হাত থেকে নিয়ে ৪০ লক্ষ জমিহীন চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা হ'ল। অনুপস্থিত জমিদারদের কোন জমিই দেওয়া হ'ল না, বাসিন্দা জমিদারদের আড়াই একর দেওয়া হ'ল। এর সঙ্গে ভূমির মালিকানা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হল। চাষী পরিবাররা ৫ একরের বেশী চাষের জমি পাইনি। বলতে গেলে শতকরা ৯৫ ভাগ চাষী ৫ একর জমি চাষ আবাদ করছে কিন্তু তাদের কি অবস্থা? অর্থনৈতিক জীবনের কোনখানেই তারা অসহায় অনাদৃত নয়। ছোট জমি হইলে কি হয়, উৎপাদনের ক্ষমতা বেড়েই চলেছে। যুদ্ধের বৎসর ভিত্তি বৎসর ধরলে ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৩৪ বিন্দু হয়েছে। কিভাবে জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে তার তালিকা নীচে দেওয়া হল:

ফসল	১৯৪৮-৫২ (গড়পড়তা) কিলোগ্রাম/হেকটার (১ হেকটার=২·৪৭ একর) কিলো/হেকটার	১৯৫৬
গম	১৮৫০	২০৯০
মিলেট	১১৩০	১২৯০
ধান	৪০০০	৪২২০
আলু	১১,৭০০	১৩২০০
বাদাম	১২৯০	১৮২০
তুলা	১২০	১৩০
তামাক	১৭০০	২০১০

ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা নীচে দেওয়া হ'ল। সমস্ত ফসলের উৎপাদনই কম ও এই সময় উৎপাদন হার বিশেষ বাড়েনি।

ফসল	১৯৪৮-৫২ (গড়পড়তা) কিলোগ্রাম/হেকটার	১৯৫৬ কিলো/হেকটার
গম	৬৬০	৭১০
মিলেট	৩৭০	৩৮০
ধান	১১০০	১৩৬০
আলু	৬৯০০	৬০০০
তুলা	৯০	১০০
তামাক	৭৫০	৭১০

জাপানের জমি ভারতের জমির চেয়ে কোন অংশ ভাল নয়। উৎপাদন ক্ষমতার মূল কারণ হচ্ছে পর্য্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থা, সারের ব্যবহার ও উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহার। ভারতের সঙ্গে তুলনা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে জাপানে সারের ব্যবহার কত বেশী।

	ভারত	জাপান	বৎসর
নাইট্রোজেন সার	৭৯,৬০০	৬,৩২,৫০০	১৯৫৪-৫৫
	৮২,০০০	৭,৭০,৬০০	১৯৫৬-৫৭
সালফেট সার	১৬,০০০	৩,১৪,০০০	১৯৫৪-৫৫
	১৪,০০০	৩,৮১,৯০০	১৯৫৬-৫৭

জাপানের জমির পরিমাণ কত কম কিন্তু সারের ব্যবস্থা এত বেশী।

জাপানের আবাদী জমির আয়তন

আয়তন (একর)	শতাংশ
·৭৫	৬·০
·৭৫—১·২৫	৮·৭
১·২৫—২·৫	২৭·৬
২·৫—৫·০	৩৪·৭
৫·০—১২·৫	১৫·২
১২·৫—২৫·০	৫·৩
২৫	২·৬

জাপানের কৃষি উন্নতির অনেকখানি নির্ভর করছে সমবায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের উপর। ছোট ছোট জমির মালিক যাতে সর্বপ্রকার আধুনিক ব্যবস্থার সুযোগ পায় তার জন্য হাজার হাজার সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। শত করা ৯৫ টি কৃষি পরিবার সমবায় সমিতির সভ্য ও তাদের প্রয়োজনের ৪০ ভাগ ধান সমবায় সমিতির কাছ থেকে পেয়ে থাকে। ধান চাল গম বিক্রয়ের ব্যবস্থা

সমবায় সমিতি করে। প্রায় ৯৬ ভাগ ফসলের বিক্রয় ব্যবস্থা সমবায় প্রথায় হয়। ৩৫০০০ প্রাথমিক সমিতি কাজ করছে। কাগজে কলমে নয়, সত্যিকার কাজ করা যাকে বলে। এর মধ্যে multipurpose হচ্ছে ১৪০০০'৭০ মিলিয়ন লোক এই সমিতির সভ্য। প্রতিটি সমিতির গড়পড়তা সভ্যসংখ্যা ৬০০ ও মাথাপিছু লগ্নী ৪৫ টাকা। প্রত্যেক সমিতি বৎসরে ৩ লক্ষ টাকার মত কারবার করে। ১৪,০০০ হাজার multipurpose সমিতির আমানত ৩৯০ কোটী টাকার মত্ত। সমবায়কে জাপানী কৃষির মেরুদণ্ড বলা চলে। আর ভারতে!

(আর্থিক প্রসঙ্গ, অগ্রহায়ণ—১৩৬৫)

পুরুলিয়া হাসপাতালে অব্যবস্থা ও ডাক্তারদের হৃদয়হীন আচরণ

পুরুলিয়ার সদর হাসপাতালে অব্যবস্থা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং ডাক্তার ও কর্মচারীদের হৃদয়হীন, অমানবোচিত আচরণ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা মুক্তিতে আলোচনা করিয়াছি। রোগীর অনুপাতে ডাক্তার, নার্স, মেথর, মেথরাণী, বেড এবং কর্মচারীর সংখ্যা অতি নগণ্য ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ইহার কোন প্রতিকার হয় নাই এবং কংগ্রেসী রাজত্বে প্রতিকারের সম্ভাবনাও কম। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ন্যায় অবাস্তব এবং অকার্যকরী কার্যে কোটী কোটী টাকা খরচ করা যায়—তাহাতে স্বজন-পোষণ ও দলের স্বার্থ রক্ষা হয় এবং পার্টি ফাণ্ডে টাকাও আসে, উপরন্তু বিদেশীদের নিকট বাহাদুরীও পাওয়া যায় কিন্তু কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করিয়া জনসাধারণের নিঃস্বার্থ উপকার করিলে তাহার কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাই আজ কংগ্রেসী রাজত্বের আসল রূপ।

পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিলাম। লোকচক্ষুর অগোচরে আরও কত ঘটনা হাসপাতালে নিত্য ঘটিতেছে তাহার হিসাব কয় জন রাখে?

(১) গত ২৯শে ডিসেম্বর পুরুলিয়া থানার রামপুর গ্রামের জনৈক সুশীলা বাউরিণীকে হাসপাতালে আনা হয় সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় বেলা আনুমানিক ১০॥০ টার সময়। তাহার সাথীরা লেডী ডাক্তারের নিকট তাহাকে পরীক্ষার জন্য লইয়া আসিলে তিনি টিকিট করাইয়া লইয়া আসিতে বলেন। আউটডোর বিভাগের রোগী ও রোগিণীদের নাম রেজেষ্ট্রি করেন জনৈক কম্পাউণ্ডার। তাহার নিকট গেলে তিনি নাম রেজেষ্ট্রী করিতে অর্থাৎ টিকিট দিতে অস্বীকার করেন। সকলে পুনরায় লেডী ডাক্তারের নিকট গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন টিকিট করা হইয়াছে কিনা। তাহারা জানায় যে জ্যোতিষ কম্পাউণ্ডার টিকিট কাটিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ইহার কোন প্রতিকার না করিয়া লেডী ডাক্তার জানান যে ১০॥ টা বাজিয়া গিয়াছে। তিনি আর রোগী পরীক্ষা করিবেন না। রোগিণীর জ্ঞান এই সময় ফিরিয়া আসে। তাহাকে ইনডোরে ডি, এম, এর নিকট লইয়া যাওয়া হয়। ডি, এম, ও একটি অপারেশনের কার্য্য শেষ করিয়া আসিয়া রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া তাড়াতাড়ি হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া লন এবং ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার মন্তব্য হইতে জানা যায় যে রোগিণী ব্লাড প্রেসারে আক্রান্ত হইয়াছে।

(২) বান্দোয়ান থানার তুলসিডি গ্রামের মণিরাম মাহাত পায়ে পুরাতন গভীর ক্ষত লইয়া হাসপাতালে আসে গত ২-১-৫৯ তারিখে। সমস্ত পাটি ভয়ানক ফুলিয়া গিয়াছে, ঘা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ গড়াইয়া পড়িতেছে, ময়লা ন্যাকড়া দিয়া ক্ষত স্থানটিকে ঢাকা হইয়াছে। আউটডোর বিভাগের কম্পাউণ্ডার তাহাকে টিকিট দিলেন না। রোগিকে ইনডোর ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডে লইয়া যাওয়া হয়। ডাক্তার ইনচার্জ্জ ন্যাকড়া ঢাকা পায়ের উপর চক্ষু বুলাইয়া রোগীকে বৈকালে আসিতে বলিলেন। বৈকালে মণিরাম উপস্থিত হইলে ঐ ডাক্তার বাবু ক্ষতস্থান পরীক্ষা না করিয়াই একটি কাগজে কয়েকটি ঔষধের নাম লিখিয়া দিয়া এবং তাহা বাজার হইতে খরিদ করিতে বলিয়া রোগীকে পুনরায় একমাস পরে হাসপাতালে আসিবার নির্দেশ দিলেন। দুরাগত রোগীর ঘা পরীক্ষা কিম্বা উহা পরিষ্কার করিয়া ড্রেসিং করানোর কোন প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

(৩) গ্রামের ডাক্তারের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ না করায় ঐ ডাক্তারের পরামর্শে মানবাজার থানার চেপুয়া গ্রামের জনৈকা ললিতা মাহাতানি গত ২।১।৫৯ তারিখের সকালে সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি হইবার জন্য আসে। লেডী ডাক্তার তাহাকে বৈকালে আসিতে বলেন। বৈকালে আসিলে তাহাকে জানান হয় "আজ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, পরীক্ষার সুবিধা হইবেনা কাল আসিবে।" পরদিন সকালে আসিলে রোগিণীর মুখ হইতে রোগের বিবরণ শুনিয়াই তিনি একটি প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দেন এবং ঔষধগুলি বাজার হইতে ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিবার নির্দ্দেশ দিলেন। তাহাকেও একমাস পরে পুনরায় আসিতে বলা হয়। রোগিণীকে দুইবার ফিরাইয়া দিবার পূর্ব্বে ডাক্তার একবারও চিন্তা করিলেন না যে এই প্রচণ্ড শীতে রোগিণী থাকিবেই বা কোথায় কিম্বা খাইবেই বা কি এবং ঔষধপত্র ক্রয় করিবার সামর্থ্যই বা তাহার কতটুকু আছে! দূর গ্রামের রোগীরা গ্রাম্য চিকিৎসায় হতাশ হইলে বা সামর্থ্যে না কুলাইলেই সদর হাসপাতালের শরণাপন্ন হয়। রোগী পরীক্ষার পূর্বে কিম্বা তাহাদিগকে বাজার হইতে ঔষধপত্র খরিদ করিতে এবং একমাস পরে আসিবার নির্দ্দেশ দানের পূর্বে ডাক্তার বাবুদের রোগীদের সুবিধা-অসুবিধা, অভাব অনটনের কথা চিন্তা করা উচিত নয় কি?

জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জনসাধারণের আর্থিক অবস্থাও দিন দিন শোচনীয়তর হইয়া উঠিতেছে। প্রাইভেট ডাক্তারের ভিজিটের টাকা ও ঔষধের টাকার অভাবে লোকে হাসপাতালে ছুটিতেছে দায়ে পড়িয়াই। আউটডোর এবং ইনডোরে রোগীর সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু রোগীর তুলনায় ডাক্তার এবং কম্পাউণ্ডারের সংখ্যা অতি অল্প। সমগ্র হাসপাতালে মাত্র চারিজন ডাক্তার। আউটডোরে ২০০।২৫০ রোগীর জন্য মাত্র ২ জন ডাক্তার এবং ঔষধ বিতরণ করেন মাত্র ২ জন কম্পাউণ্ডার। রোগ পরীক্ষা ও ঔষধের জন্য রোগীদিগকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই হাসপাতালের বিশেষত্ব। কিন্তু পুরুলিয়া হাসপাতাল দেখিলে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। হাসপাতালের রান্নাঘরের পার্শ্বে স্তূপাকার জঞ্জালের রাশি দেখিলে ইহাকে মিউনিসিপ্যালিটীর ময়লা ফেলিবার জায়গা বলিয়াই ভ্রম হয়। ফিমেল ওয়ার্ডের ভিতরে এবং বাহিরের চতুর্দ্দিকে ময়লা, অপরিষ্কার কাপড়ের গাদা, রোগিণীদের উচ্ছিষ্ট ফলের খোসা এবং উচ্ছিষ্ট বাসনের ছড়াছড়ি—নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ওয়ার্ডের ভিতরে অর্দ্ধভুক্ত বার্লি বা সাবুর বাসন পড়িয়া থাকে। সময় সময় ছাগল বা কুকুরকে তাহা ঘরময় ছড়াইয়া ফেলিতেও দেখা যায়। কর্ত্তব্যরতা নার্সদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও কোন ফল হয় নাই।

হাসপাতাল সংলগ্ন ক্ষুদ্র টি, বি, ওয়ার্ডের ৯টি সিট বার মাসই পূর্ণ থাকে। নূতন মরণাপন্ন রোগী আসিয়া পড়িলে তাহাদিগকে হয় আইসোলেসন ওয়ার্ডে কিম্বা জেনারেল ওয়ার্ডের একপার্শে স্থান করিয়া দিতে হয়। টিটেনাস রোগীর সহিত একই কামরায় টি, বি, রোগী রাখা হইয়াছে—ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। পুরুলিয়ার সহরে এবং পল্লীগ্রামে টি, বি, রোগ অতিদ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইতিপূর্বে আমরা হাসপাতালে বেডের সংখ্যা বাড়াইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে কথায় কর্ত্তৃপক্ষ কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অথচ হাসপাতাল মেরামতের নামে ৬০।৬৫ হাজার টাকা খরচ হইয়া গেল।

কয়েক বৎসর পূর্বে বেকারবাঁধ বা রাজাবাঁধের নিকট হাসপাতালের একটি বিভাগে সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে রাখা হইত। বিহার সরকার তাহা তুলিয়া দিয়া হাসপাতালের মধ্যেই উক্ত রোগীদিগকে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের ঐ ঘরখানি বর্ত্তমানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। উক্ত ঘরগুলি মেরামত করিয়া সমগ্র টি, বি, ওয়ার্ড ও ক্লিনিকটিকে কিম্বা আইসোলেসন ওয়ার্ডটিকে উক্তস্থানে স্থানান্তরিত করিলে রোগীদের পক্ষেও ভাল হয়, বেডের সংখ্যা বাড়ান চলে এবং সাধারণ রোগীরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

বিহার আমলেও হাসপাতালের চাকুরীর ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকদিগকেই গ্রহণ করা হইত। বাংলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর আজ পর্যন্তও কোন স্থানীয় ব্যক্তি বা ফিমেল নার্স হাসপাতালে চাকুরী পায় নাই (ভ্রাম্যমান চিকিৎসাকেন্দ্রের কয়েকজন মেডিসিন-বিয়ারার বাদে)।

ডাক্তার কম্পাউণ্ডার হইতে সাধারণ ড্রাইভার, পিয়ন, পর্য্যন্ত খাস ডাইরেক্টোরেট হইতে আমদানী করা হইতেছে। ষ্টোরকিপারের কার্য্যের জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার সদর দপ্তর হইতে দুইজন লোক পাঠান হইয়াছে। উচ্চপদে লোক নিয়োগের জন্য কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই। পুরুলিয়াতে কয়েকজন শিক্ষিতা পাশকরা নার্স থাকা সত্ত্বেও কলিকাতা হইতে নার্সের দল আসিয়াছে। ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের সবকয়টি ডাক্তার এবং কম্পাউণ্ডার কলিকাতার স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া পুরুলিয়ায় আসিয়াছে। হাসপাতাল মেরামতের জন্য ঠিকা দেওয়া হইতেছে অপর জেলার অধিবাসীদিগকে। ইহার পর হয়ত শোনাযাইবে—স্বাস্থ্যমন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা কিম্বা জেলা-বিশেষ হইতে রোগীগণও পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের বেডগুলি দখল করিবার জন্য আসিতেছে এবং স্থানীয় কংগ্রেসী মোসাহেবের দল তাহাদিগকে সাদরে বরণ করিবার জন্য নগ্নপদে পুরুলিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছে।

আবেদন চাই

শিক্ষিত বেকারদের কর্ম্মসংস্থান এবং গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনা

কেবলমাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পাশ বেকারদের জন্য

কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট কর্তৃক প্রবর্ত্তিত 'শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান এবং গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনা' অনুযায়ী কেবল মাত্র বেকার শিক্ষিত যুবকদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। তাহাদের কাজ হইবে গ্রামে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করা।

কাহারা আবেদন করিতে পারেন

১। ১লা মার্চ, ১৯৫৯ তারিখে যাহাদের বয়স ২০ বৎসরের নীচে বা ৩০ বৎসরের উর্দ্ধে হইবে না।

২। কেবলমাত্র যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন তাহারাই দরখাস্ত করিতে পারিবেন। প্রার্থীর যদি ম্যাট্রিকুলেশন অপেক্ষা উচ্চতর ডিগ্রি থাকে—এবং সে যদি এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে রাজীও থাকে তাহা হইলেও তাহার আবেদন গ্রাহ্য হইবে না। অথবা প্রার্থী যদি দরখাস্ত করিবার দিনে সরকারী অথবা বেসরকারী কোন কাজে নিযুক্ত থাকে তাহা হইলেও তাহার আবেদন গ্রাহ্য হইবে না।

আবেদনের শেষ তারিখ

১। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯। আবেদন পত্রের খামের উপরে "কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রবর্ত্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষকের পদের জন্য দরখাস্ত"—ইহা লিখিতে হইবে।

আবেদনের ফর্ম

১। আবেদনের জন্য সরকারী ফর্মে দরখাস্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক সার্কেলের স্কুল সাব ইন্‌স্‌পেক্টারের নিকট এই ফর্ম্ম ২০ খানা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রার্থীরা এই ফর্ম তাহাদের নিকট হইতে বিনামূল্যে পাইবেন। মুক্তি অফিসেও এই ফর্মের নমুনা রাখা হইয়াছে। যে কোন প্রার্থী আসিয়া এই ফর্ম দেখিয়া যাইতে পারেন।

বেতনের হার

১। মনোনীত প্রার্থী যিনি নিযুক্ত হইবেন তিনি মাসিক ৬২৲ বেতন পাইবেন। তাহাদিগকে বেসরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টার অফ্ স্কুলস এর অনুরোধ ক্রমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইল)

UNIQUE OPPORTUNITY.
PHONETIC COMMERCIAL INST.
PURULIA, (January Session)
and Raghunathpur.

Admission going on in Shorthand, Typewriting (English & Hindi), Telegraphy (Railway & Postal standard), A. S. M's Course, Book-keeping etc. Lodging available with moderate charge. 95% of the passed students from this branch getting appointments both in Govt & Railway Offices every year.

Apply with one anna stamp to the Principal, Phonetic Commercial Institute, P. O. Purulia. Seats limited.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২৩শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৫ই মাঘ ১৩৬৫—১৯শে জানুয়ারী ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

সাবজজের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী কমিশনারের মামলা

শ্রীনলিনী রঞ্জন হালদার ওরফে বাঁটুল বাবুর একটী বাড়ী পুরুলিয়ার সাবজজ শ্রীজগদীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তি ভাড়া লইয়া বাস করিতেছেন। বাঁটুল বাবু বর্তমানে পুরুলিয়ার একজন কংগ্রেসী মাতব্বর এবং মিউনিসিপ্যালিটীর কংগ্রেসী কমিশনার।

গত ২৩া জানুয়ারী নলিনীবাবু এস, ডি, ও র আদালতে সাবজজ মহাশয়ের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৫০০ ও ৫০৪ ধারায় এক মানহানি প্রভৃতির মামলা আনিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে—গত ১৬ই ডিসেম্বর সাবজজ মহাশয় বাঁটুল বাবুকে কাছারিতে তাহার খাস চেম্বারে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে বলেন যে—চোরে তাহার বাড়ীর জানলার সিক বাঁকাইয়া ঘরে ঢোকে। সেই সিক এখনও কেন মেরামত করা হইল না। বাঁটুল বাবু বলেন তিনি পুরুলিয়ায় ছিলেন না শীঘ্রই সারাইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে সাবজজ মহাশয় রাগিয়া যান এবং ননসেন্স, রাসকেল প্রভৃতি বলেন। বাঁটুল বাবু মৃদুভাবে প্রতিবাদ করিলে তাহাকে চীৎকার করিয়া বাহির হইয়া যাইতে বলা হয়। অভিযোগ পত্রে বলা হইয়াছে যে—দরখাস্তকারী যদি নিজেকে সংযত না করিতেন তবে শান্তিভঙ্গ হইয়া যাইত।

এই মামলায় তিনি তাহার পক্ষে তিনজন সাক্ষীর নাম দিয়াছেন—সর্ব্বশ্রী (১) প্রাণ কৃষ্ণ সরকার, নামোপাড়া স্কুলের হেড পণ্ডিত; (২) গৌর মোহন দত্ত, মধ্যবাজার, এবং দ্বারিকা নাথ ব্যানার্জি উকিল, পুরুলিয়া।

প্রকাশ যে সাবজজ মহাশয়ও শ্রীবাঁটুল হালদারের নামে একটী মামলা দায়ের করিয়াছেন।

তিক্ত জীবন ও তিক্ত আটা

বর্ত্তমান কংগ্রেস শাসনে ভারতবাসীর জীবনটা সবদিক দিয়াই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে—বিশেষ করিয়া পুরুলিয়া জিলার অধিবাসীদের।

সম্প্রতি পুরুলিয়া সহরে দোকান হইতে আটা উধাও হইয়াছে। রেশনের দোকানে কিছু কিছু আটা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু বহুস্থান হইতে অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে যে, যে আটা পাওয়া যাইতেছে তাহা রুটী করিয়া খাইবার সময় তিতা লাগে। আমরাও দেখিয়াছি সত্যই তিতা। রেশনের দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে—আমরা যাহা পাইতেছি তাহাই দিতেছি, —কোন উপায় নাই।

দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে—বাংলা দেশের যেখানে যত গুদাম-পচা আটা ছিল তাহা পুরুলিয়ায় আনিয়া কাটান হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ—পশুরও অখাদ্য জিনিষ নিতে বাধ্য করিয়া পুরুলিয়াবাসীর জীবন আর বেশী তিক্ত ও বিড়ম্বিত করিবেন না। পুরুলিয়ার অধিবাসীরা তাহাদেরই মতো মানুষ!

যদি গম পাওয়া যাইত তাহা হইলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু তাহাও রেশনের দোকানে দুর্লভ।

এখন প্রশ্ন আসে—অখাদ্য, লোকের অসুখ হইতে পারে—এরূপ আটা বা খাদ্য দ্রব্য সরকার হইতে সরবরাহ করা হইতেছে ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? এই সব ব্যাপার নিবারণে সরকারের আইন আছে। কিন্তু সরকারের নিজেদের বেলায় এই আইন—আইনরূপে থাকে না। তখন তাহার বিপরীতটাই আইন হইয়া দাঁড়ায়।

পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট অতি মুনাফা নিরোধ আইন প্রবর্তন করিবার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ কয়েকজন ব্যবসায়ীর নাম অনুমোদন করিয়া সরকারের নিকট পাঠায় যাহারা মিল হইতে সরকারী নির্ধারিত মূল্যে আটা পাইবে এবং নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করিবে। এই লিষ্টটি তৈরী হইয়াছে কি ভাবে তাহার বিশদ আলোচনা করিতে গেলে—যে সব কথা বলা প্রয়োজন তাহার জন্য আদালতী প্রমাণ আমাদের কাছে নাই—সম্ভবও নয়, কাজেই সে আলোচনায় বিরত রহিলাম। যাহা হউক আটা আসে ঠিকই কিন্তু পুরোনো অখাদ্য তিতা আটা যাহা এখানে ও অন্যান্য স্থানে মজুত আছে তাহা ফেলিয়া দিয়া লোকসান—কোন ব্যবসায়ী বা গবর্মেণ্টও করিতে পারে না। সুতরাং সরকারী হোক আর ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীই হোক সেই সব আটাগুলি রেশনশপের মারফত লোককে কিনিতে বাধ্য করিবার মতো সোজা উপায় কেন ছাড়িবে? সরবরাহ বিভাগ যখন ক্রেতা তখন পচা আটা বিক্রয় হইবে না কেন? সরকারী গুদামে গম জমা আছে কিন্তু রেশনের গম ছাড়া হইবে না—যতদিন না পশুরও অখাদ্য এই পচা আটা পুরুলিয়ার মানুষেরা খাইয়া ফুরাইতেছে—এবং নিজেরাও ফুরাইবার পথ করিতেছে। কী চমৎকার কংগ্রেসী সুশাসনে আমরা বাস করিতেছি!

এখানে কর্ত্তৃপক্ষকে, উপরোধ্যাত্মমন্ত্রীকে বলিয়া কোন লাভ নাই। সরবরাহ কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য সরবরাহ করা এবং তজ্জন্য যে মাশুল আদায় হয় তাহার বণ্টন সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করা। পচা আটা খাইয়া পুরুলিয়ার লোক যদি মরে—তবে তাহাতে এখানকার সাবডিভিজনাল কন্ট্রোলার অথবা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কি আসে যায়? এক্ষেত্রে যাহা দেখা যাইতেছে তাহা এই যে, এখানকার ডিপুটীকমিশনারই বলুন বা এস, ডি, ও বলুন সকলেই একেবারেই অসহায়! অনেকে প্রশ্ন করিতেছেন—সরবরাহ অফিসার কি মন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের আত্মীয়—বা সরবরাহ ডিরেক্টরেটের কোন চাঁইয়ের কুটুম্ব যাহার জন্য এখানকার প্রশাসনিক কর্ত্তৃপক্ষও নিরুপায় বা অসহায়?

তিক্ত পচনধরা কংগ্রেসী গবর্মেণ্ট—তিক্ত আটাই লোককে খাওয়াইবে, ব্যবসায়ীরা তাহার মাধ্যম হইয়া ক্রোরপতি হইবে এবং সরকারী কর্মচারীদের দালান তুলিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। কংগ্রেসী এবং তাহাদের চাঁইরা সিনেমা হাঁর নাচাইয়া পুলিশ দিয়া লোকের মাথা ফাটাইবে আর পাঁচ বৎসর অন্তর দেশের লোক ভোট দিয়া ইহাদের গদীতে বসাইবে। হায় দেশবাসী, পচা আটাকে যদি পচাই মনে কর, তিক্ত আটা যদি তিক্তই মনে হয়—তবে একটু নড়িয়া চড়িয়া ইহাদের মুখের গ্রাসও একটু তিক্ত করিয়া তোল—তখনই একমাত্র খাইবার উপযোগী আটাই বল আর যাহাই বল—দেখিবে ঠিক পাওয়া যাইতেছে।

মুক্তি

৫ই মাঘ, সোমবার

নাগপুর কংগ্রেসে নটীর নৃত্য

এবার নাগপুরে গত ৯ই, ১০ই, ও ১১ই জানুয়ারী নিখিল ভারত কংগ্রেসের বার্ষিক প্রকাশ্য অধিবেশন হইয়া গেল। কংগ্রেস সভাপতি ডেবর এবার ৬৪টী বলদ-বাহিত রথে শোভাযাত্রা করিয়া দেখাইলেন—কংগ্রেসের রথ এখনও বলদেই চালাইতেছে।

কংগ্রেসের এটা ঠিক বার্ষিক অধিবেশন নয়, বার্ষিক আড়ম্বর। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া কয়েক দিনের মধ্যে একটা অস্থায়ী সহর গড়িয়া তোলা হয়—কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের তিন দিন যাবত বক্তৃতা দিবার জন্য; শতকগুলি বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রস্তাব পাশ হয়—যাহার সম্বন্ধে দেশের লোক কোন প্রকার আগ্রহ বা ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না। কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা যতই কমিতেছে, ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বর প্রদর্শন করিয়া চোখ ধাঁধাইবার চেষ্টাও ততই বাড়িতেছে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান বার্ষিক অধিবেশনগুলি তাহারই প্রদর্শন।

কংগ্রেসের প্রস্তাব সম্বন্ধে দেশের লোকে কোন গুরুত্ব দেয় না এই জন্য যে, এগুলি ফাঁকা বুলি বলিয়া তাহারা বড় তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে তাহারা অনেক বড় এবং সারগর্ভ বাণী, বাক্য, উপদেশ শুনিতেছে কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ দেখিয়া—যেসব কথা কংগ্রেস নেতারা বলেন, যে সব প্রস্তাব পাশ করেন—সেগুলি তাহারা উপহাসেরই বিষয় বলিয়া মনে করে। বরঞ্চ তাহারা এই ভাবিয়াই অনেক সময় শঙ্কিত হয় যে, ইহারা ভাল তো কিছুই করিতে পারিবে না মন্দটাই না করিয়া বসে। বাস্তবে হইতেছেও তাহাই। সুতরাং একমাত্র একটা বড় তামাসা ছাড়া—যেখানে সকলেই মুখোস পরিয়া ভণ্ডামী করে—কংগ্রেসের বিশেষ মূল্য তাহারা দেয় না।

বর্ত্তমানের কংগ্রেস অধিবেশনগুলির ব্যবস্থা একরূপ রাজ্যগবর্মেণ্টই করিয়া থাকে। অর্থ সংগ্রহ করা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ব্যবস্থাই প্রধানতঃ সরকারী শক্তির সাহায্যেই ব্যবস্থিত হয়। দৃশ্যতঃ ইহা বে-সরকারী হইলেও কার্য্যতঃ ইহা একটা সরকারী অনুষ্ঠান মাত্র। বর্ত্তমানে ইহার রূপ ইহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই অধিবেশনগুলির সহিত জনসাধারণের যোগাযোগ কোথাও নাই। যাহা আছে তাহা এই যে, জনসাধারণ একটা বিরাট তামাসা দেখিতে আসে, আর যেখানে তাহাদের কিছু পাওয়ার ব্যবস্থা থাকে সেখানে তাহারা ভীড় জমায়।

বর্ত্তমান নাগপুর অধিবেশনে অনেক প্রস্তাবই গৃহীত হইল। পরিকল্পনা, ভূমি সংস্কার প্রভৃতি লইয়া আলোচনাও হইল। কিন্তু জনসাধারণের জীবনে ইহার মূল্য কোথায়? কংগ্রেস সরকারী শাসননীতি নিয়ন্ত্রণ করে না—সরকারী শাসননীতিই কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তুতঃ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটাই কংগ্রেস গবর্মেণ্টের একটা বাহক প্রতিষ্ঠানরূপে পরিণত হইয়াছে এবং সেই জন্যই কংগ্রেসের অস্তিত্বই নির্ভর করিতেছে সরকারী শক্তির উপর—জনসাধারণের শক্তির উপর নয়। এই জন্যই সরকারী শক্তি না থাকিলে কংগ্রেসের অস্তিত্বই থাকা দুরূহ হইবে।

সেই জন্যই কংগ্রেস চেষ্টা করিতেছে আড়ম্বর, তামাসা প্রভৃতি দ্বারা জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের ধোঁকার মধ্যে রাখা। কংগ্রেস গবর্মেণ্টের টাকা দরকার—তাহাদের খেয়াল মত

কতকগুলি অবাস্তব পরিকল্পনার জন্য। ইহার মধ্যে সেভিং সার্টিফিকেটের নামে দেশের লোকের নিকট হইতে টাকা ধার করাটা একটা উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। লোকে ইহাতে বিশেষ সাড়া দেয় না। তাই কংগ্রেসে নটীর নাচ দেখাইয়া লোকের কাছে টাকা আদায়ের অপূর্ব্ব পরিকল্পনায় নাগপুর কংগ্রেসে—কংগ্রেসের একটা অতি কদর্য্যরূপের প্রকাশ পাইয়াছে।

নাগপুর কংগ্রেসে প্রদর্শনীতে যাইবার জন্য টীকেট কিনিতে হইলে ১০৲ টাকার সেভিং সার্টিফিকেট কিনিতেই হইবে। সরকার ঘোষণা করিল যে- যে এই সেভিং সার্টিফিকেট কিনিবে তাহাকে কংগ্রেস মণ্ডপে নটীর নাচে যাইতে দেওয়া হইবে। ব্যবস্থা হইল ৪০ জন খ্যাতনামা চিত্র-তারকা ১১ই জানুয়ারী তারিখে কংগ্রেস মণ্ডপে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নাচিবেন, গান করিবেন। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে এবার বাহিরের লোকের ভীড় খুব বেশী হয় নাই, কিন্তু এই নটীর নৃত্যে লক্ষ লক্ষ লোকের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। লক্ষ লক্ষ লোক সেভিং সার্টিফিকেট কিনিয়া কংগ্রেস মণ্ডপে নাচ দেখিতে মণ্ডপে সমবেত হইল—আর সেই পরিমাণ লোক বাহিরে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল ঢুকিবার চেষ্টায়। যাহা হয়—জনতা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া গেল। জহরলাল আসিলেন, বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী চ্যবন আসিলেন, কে কাহার কথা শোনে। শেষে পুলিশ আসিল—দমাদম লাঠি চালাইয়া লোকের মাথা ফাটাইল, ৬২ জন আহত হইয়া মাটিতে পড়িল। কিন্তু চিত্র তারকাদের নৃত্য তখনও চলিতেছে, তাহাদের প্রাণমাতান গানের লহরী তখনও কংগ্রেস প্রতিনিধিদের অন্তরে আলোড়ন জাগাইয়া চলিয়াছে। ইহাই নাগপুরে বর্ত্তমান কংগ্রেসের অধিবেশনের সংবাদ; কংগ্রেসের সত্যকার রূপের পরিচয়।

কংগ্রেস কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! ১৯২২ সালে এই নাগপুরে কংগ্রেস অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী তাহার ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব দিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধারূপে কংগ্রেস সংগঠনকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা আজ নটীর নৃত্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে—হইবেই। আজ তাহার ৩৭ বৎসর পরে স্বাধীন ভারতে ১৯৫৯ সালে এই নাগপুরেই কংগ্রেসের আর এক অধিবেশনে চিত্র তারকা নটীদের নাচাইয়া—পুলিশের লাঠিতে লোকের মাথা ফাটাইয়া তাহার উত্তরাধিকারী জহরলাল পুষ্পকরথে দিল্লী যাত্রা করিলেন। কংগ্রেস ও কংগ্রেস শাসন লোকের মাথা ফাটাইয়া—বেহেস্তের হুরী লইয়া উদ্দাম নৃত্য করিয়া চলিয়াছে—এই কুৎসিত, কদর্য্য ও অমনুষিক বর্ব্বরতা দেশবাসী আর কতদিন বরদাস্ত করিবে—তাহাই ভাবিতেছি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পুরুলিয়ার সদর রাস্তার উপরে এবং বিশেষ কয়েকটি গলিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বড় বড় ট্রাকগুলিকে রাস্তা জোড়া করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। ট্রাকের সামনে এবং পিছনে কনেষ্টবল এবং থানার দারোগাদিগকেও ঘোরাঘুরি করিতে দেখা যায়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন ট্রাক ড্রাইভারের পাঁচ-আইন হইয়াছে কিনা তাহা জানা নাই। অথচ রিক্সশ্রমিকেরা রাস্তায় কয়েক মিনিট দাঁড়াইলেই তাহাদিগকে পাঁচ আইনের কবলে পড়িতে হয়। সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসী সরকারের পুলিশ পুঙ্গবেরা প্রভুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে—তাহাতে বিচিত্র কি?

রাস্তা জোড়া করিয়া ট্রাকগুলির দাঁড়ানর ফলে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় পথচারী জনসাধারণকেই। বিপরীত দিক হইতে কোন ট্রাক কিম্বা গাড়ী অতিক্রম করিলে সমস্ত রাস্তাটি বন্ধ হইয়া যায়, ফলে সাময়িকভাবে রাস্তা চলাচল বন্ধ হয়। এ ব্যাপারে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বান্দোয়ান ও কংগ্রেসী শাসন

(বিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত)

আমি কেবল কতকগুলি ঘটনা—যেমন ভাবে সেইগুলি ঘটিয়াছে—সেইভাবেই তাহাদের বিবরণ দিতেছি: ইহার মধ্যে মামলার বিবরণই মুখ্য। এই মামলাগুলির মধ্যে কয়েকটি বিচারাধীন, সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করিব না কারণ তাহা প্রচলিত আইনে নিষিদ্ধ। তবে কার্য্য ও কারণের মতই সে গুলি স্বয়ংপ্রকাশ।

খণ্ডিত পুরুলিয়া জেলা বাংলায় অন্তর্ভুক্ত হইবার পরে বাংলা কংগ্রেসী সরকারী নীতি হিসাবে যাহা প্রথম শোনা গেল তাহা হইতেছে—রাজ্যান্তরিত পুরুলিয়া জিলায় 'হ্যাটাস কো' অর্থাৎ বিহারের সময়ে যে সব অবস্থা ছিল—সেই স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে হইবে। এই স্থিতাবস্থা বজায় রাখিবার অন্যতম কারণ এই ছিল যে, বিহার ও বাংলা এলাকা হস্তান্তর আইনে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত প্রচলিত আইন বলবৎ থাকিবে ইহাই বিধান ছিল।

ইহা হইল আইনের দিক দিয়া। কিন্তু ইহা ছাড়াও বে-আইনী কতকগুলি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, যথা—কংগ্রেস কর্ম্মীদল (তখন বিহারে রাখিবার জন্য সংগ্রামী সৈন্য) কর্ত্তৃক লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীদের প্রতিগুণ্ডামী—পুলিশ কর্ত্তৃক তাহার রক্ষণ—ম্যাজিষ্ট্রেট অর্থাৎ প্রশাসনিক অধিকারী কর্ত্তৃক তাহার পোষণ ও বর্দ্ধন। সেই জন্য পাইকারী হারে কারণে অকারণে ১৪৪, ১০৭ ও দণ্ডবিধির অন্যান্য ধারা অবিরাম গতিতে প্রবর্ত্তিত ও ব্যবহৃত হইত। ইহা প্রচলিত সাধারণ ব্যবস্থা ছিল। এই অবস্থাটা আবার বন্দোয়ান অঞ্চলে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা তাহার ক্ষয় ক্ষতি সম্বন্ধে অরাজনৈতিক কোন অবস্থা ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভজহরি মাহাতর শ্যালকের শ্যালক—ধরা যাক রাম মাহাত—তাহার আফরের ক্ষেত কাড়ায় চরিয়া একেবারে আফরশূন্য করিতেছে—এই অবস্থাতে যদি কাড়াকে ক্ষেত হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিল—সেই সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসী গুণ্ডার দল আসিয়া ঠেঙ্গাইয়া তাহার মাথা ফাটাইল, পা ভাঙ্গিয়া দিয়া গান্ধীজীকি জয় করিতে করিতে থানায় গেল। তাহার দুই দিন পরেই রাম মাহাত, ভজহরি মাহাতু, তাহার জামাই অটল মাহাত আর ঐ তল্লাটে যত লোক সেবক সংঘের কর্ম্মী আছে সকলের বিরুদ্ধ Desperate character অর্থাৎ অতি ভয়াবহ চরিত্রের লোক বলিয়া ১০৭, ১৪৪ এর নোটিশ পাইকারী ভাবে হইয়া গেল। বিচারে সকলের সাজা—পরে জজকোর্ট, হাইকোর্ট কখনও কখনও সুপ্রীম কোর্টে যাইয়া তাহারা খালাস পাইত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জজকোর্ট ও হাইকোর্টের উপর যাওয়ার প্রয়োজন হইত না। দুর্ভাগ্যের কথা যে, বিহার কংগ্রেস গবর্মেণ্ট—বাংলা কংগ্রেস গবর্মেণ্টের বেলায় পোড়া মাটীর নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। থানা, পুলিশ ও হাকিমদের জন্য একটী রেকর্ড বা একটী কাগজও রাখিয়া যান নাই তাহা না হইলে স্থিতাবস্থা সম্বন্ধে বহু প্রকারের বহু দিকের এবং বহু আকারের বিবিধ ও বিচিত্র ঘটনা হইতে বাংলা কংগ্রেস এবং স্থানীয় ও প্রাদেশিক সরকার স্থিতাবস্থার আরও অনেক ব্যবস্থার রসদ পাইতেন।

ব্যাপারটা বুঝাইবার জন্য আমি সামান্য একটা দিকের ব্যাপার নমুনা স্বরূপ দিলাম মাত্র।

বাংলা গবর্মেণ্টের অধীনে পুরুলিয়া আসিবার পর আইনের দিক দিয়া স্থিতাবস্থা রক্ষার জন্যই শুধু কর্ত্তৃপক্ষ অবহিত হন নাই—পরম বিশ্বস্ততার সহিত উল্লিখিত অবস্থা যাহাতে সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকে তাহার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইলেন এবং এখনও আছেন বলিয়া বিশেষভাবে গর্ব ও আনন্দ বোধ করিতেছি! শাসনযন্ত্র দলীয় রাজনীতির ঊর্দ্ধে থাকিবে—ইহাই গণতন্ত্রের দাবী। বিহার সরকারের শাসনযন্ত্র মানভূমে একমাত্র সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে সংগঠিত, পরিচালিত, প্রবর্তিত ও ব্যবহৃত হইত—ইহাই ১৯৫৬ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত মানভূম জিলার স্থিতাবস্থা ছিল—১লা নভেম্বর হইতে এই স্থিতাবস্থাও সংহত বজায় রাখা হইয়াছে। আমি বান্দোয়ান থানারই কতকগুলি ঘটনা, মামলা, মোকদ্দমা বিবৃত করিতেছি—দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তো বটেই বাংলার অন্যঃ হইতে উর্দ্ধতন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষও যদি অন্য কোন যুক্তি সঙ্গত সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন আমাকে জানা-

ইলে আমি নিশ্চয়ই আমার ভুল স্বীকার করিয়া লইব। এই ঘটনাগুলির বেশীর ভাগই মুক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে—সেজন্য সংক্ষেপে দিতেছি।

১। ৭ই নভেম্বর ১৯৫৬ঃ বান্দোয়ানঃ বঙ্গভুক্তি অনুষ্ঠান উৎসব উপলক্ষ্যে লোক সেবক সংঘের শোভাযাত্রী কর্মীদের উপর কংগ্রেসীদের আক্রমণঃ ১৬।১৭ জন কর্মী আহতঃ পুলিশের নিষ্ক্রিয়তাঃ অন্যান্য উপদ্রবঃ

৭ই নভেম্বর বঙ্গভুক্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শত শত কর্মী ও সহস্র সহস্র লোক যখন বান্দোয়ানে শোভাযাত্রা করিয়া আসিতেছিল তখন পারগেলা পড়াস্যার জনাকয়েক কংগ্রেসী তাহাদের আক্রমণ করিয়া প্রায় ১৬।১৭ জনকে আহত করে। আহতরা সকলেই থানায় আসিয়া ঘটনা জানায়। পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না।

উপরন্তু স্থানীয় পুলিশ ঐ কংগ্রেসীদের সহায়তা দিয়া সংঘের কর্মীদের জমি হইতে ধান্য অপহরণের সুযোগ ও দণ্ড হইতে রেহাই পাইবার ব্যবস্থা করে। পুলিশ সাহেবকে সমস্তই জানান হয়।

লোক সেবক কর্মীরা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করে। মোকদ্দমা এখনও চলিতেছে—বিচারাধীন।

ধাদকা গ্রামে লোক সেবক সংঘের জনসভায় কর্মীদের উপর মারপিট করিতে কুইলাপালের কংগ্রেস কর্মীরা অর্থাৎ পুলিশ-দাগী গুণ্ডার দল—বংশী সিং, রাজেন সিং আমীন সিং প্রভৃতি আসে কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

২। ১৩ই জানুয়ারী ১৯৫৭ঃ বান্দোয়ান

লোক সেবক কর্মী হলুদ গ্রামনিবাসী মনু মাহাতর নিকট হইতে ধবনী পঞ্চায়েতের চীফ অফিসার পবন মাহাত (বিহারের আমলের হিন্দীবাদী) টুসু গানের বই কড়িয়া লইয়া ছিঁড়িয়া দেয়, ধাক্কা দিয়া মারামারির চেষ্টা করে।

পারগেলার যতীন সিং বাবু, স্বরূপ কুমার, শ্রীনাথ মাহাত, ভূষণ মাহাত, বিজয় সিং প্রভৃতি সমাজ বিরোধী বিশিষ্ট গুণ্ডা ও কংগ্রেসী—লোক সেবক কর্মী ও সমর্থকদের নানারূপ ভীতি প্রদর্শন করিতে থাকে।

কোন ক্ষেত্রেই পুলিশ কোন প্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে না।

৩। ১৫ই জানুয়ারী ১৯৫৭, ১লা মাঘ ১৩৬৪ঃ বান্দোয়ানঃ কংগ্রেসী দল কর্তৃক ঢিলহার খেলাই-চণ্ডী মেলায় প্রকাশ্য গুণ্ডামী, মারপিটঃ ভজহরি মাহাত এম, পির বিরুদ্ধে সাইকেল চুরীর অভিযোগে গৃহে খানাতল্লাসীঃ লোক সেবক কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলায় পুলিশের সক্রিয় সহযোগিতাঃ মামলার বিচারে লোক সেবক কর্মীরা খালাস

১৯৫৪ সালের স্থিতাবস্থা—১লা মাঘ টুসুর গান, টুসুর পরব, টুসু সত্যাগ্রহী সহস্র সহস্র লোক সেবক কর্মী ঢিলহার খেলাই চণ্ডী মেলায় সমবেত হইলে—কয়েকজন কংগ্রেসী তাহাদের উপর যথেচ্ছ মারপিট করে। সত্যাগ্রহীরা অহিংস থাকে। সত্যাগ্রহীদের উপরই মামলা করা হয়। বিহার সরকারের আদালতেও ঐ সব মামলা টিকিতে পারে নাই।

১৯৫৭ সালে স্থিতাবস্থা বজায়—

১লা মাঘ বান্দোয়ান ও সংলগ্ন জামতোড়িয়া থানার প্রায় ১ হাজার লোক সেবক কর্মী ঢিলহার খেলাই চণ্ডী মেলায় দলে দলে সমবেত হইতে থাকেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষও মেলায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষের নেতৃত্বে একদল কর্মী মেলায় প্রবেশ করিবার পরে সর্ব্বশ্রী ভজহরি মাহাত এম, পি, কুশধ্বজ মাহাত, বনমালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট লোক সেবক কর্মীরা এক বিরাট দলের নেতৃত্বে মেলায় প্রবেশ করিতে গেলে একদল লাঠিধারী কংগ্রেসী তাহাদের বাধা দেয়। তাহারা বিহার আমলেরই কুখ্যাত হিন্দীবাদী কংগ্রেসী উপদ্রবকারী। ইহারা লাঠী, জোরা প্রভৃতি ও কংগ্রেস পতাকা লইয়া উপস্থিত ছিল। ভজহরি বাবুরা তাহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলেন। ইহাদের পাণ্ডা পারগেলার শ্রীনাথ মাহাত (বঙ্গভুক্তি উৎসবে লোক সেবক কর্মীদের উপর অন্যতম আক্রমণকারী) ও কয়েকজন ব্যক্তি আগাইয়া আসিয়া বনমালীবাবু, কুশধ্বজবাবু প্রভৃতির গলা টিপিয়া ধরে ও ধাক্কা দিতে থাকে।

মেলায় সমবেত জনতা ইহা দেখিয়া উত্তেজিত হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকে আক্রমণকারীদের হাত হইতে কর্মীদের উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে। জনতার মধ্যে দুই চারজন লোক আক্রমণকারী শ্রীনাথ মাহাতকে ও আক্রমণকারীদের ২।১ জনকে প্রতিশোধাত্মক মারধর আরম্ভ করে। শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা দেবী ও লোক সেবক কর্মীরা জনতাকে তৎক্ষণাৎ শান্ত করেন। নচেৎ সেদিন এই সব লোকগুলির চিহ্ন ধূলাতেও পাওয়া যাইত না।

ঘটনা স্থলে দুইজন পুলিশ ছিল। তাহারা নিষ্কাম ও নিস্পৃহ ছিল। অথচ শান্তি স্থাপনের পর তাহারা শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা দেবীকে আসিয়া বলে—লোক সেবক সংঘের কর্মীরা তাহাদের মারিয়াছে। তিনি বলেন যাহারা মারিয়াছে তাহাদের দেখান এবং তাহারা যে লোক সেবক তাহা কিরূপে জানিলেন বলুন। তাহারা নিরুত্তর থাকেন। কিছুদিন পূর্বে লোক সেবক কর্মীরা থানার দুইজন কনেষ্টবলের নামে ঘুষের অভিযোগ আনিয়াছিলেন। সরকারী তদন্তের ফলে এই দুইজন ঘুষের অভিযোগে পরে বরখাস্ত হন।

এই দিনই সন্ধ্যায় আক্রমণকারী গুণ্ডারা থানায় সমবেত হন—পরামর্শ চলিতে থাকে। এই সব আক্রমণকারীদের মধ্যে দাগী, পেশাদার গুণ্ডা—যাহারা বন্দুক, টাঙ্গী প্রভৃতি লইয়া বিহার আমলে লোক সেবক কর্মী রেবতী বাবুকে মারিয়া মৃত মনে করিয়াছিল—তাহারাই পাণ্ডা ছিল। ইহাদের মধ্যে কংগ্রেসী প্রার্থী মানবাজার থানার দীঘীর অতুল মাহাত ও তাহার দলবলও ছিল। সমস্ত নাম মুক্তির ২৮শে জানুয়ারী ১৯৫৭ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

লোক সেবক সংঘের কর্মীরা ঘটনা থানাতে জানায়। প্রকাশ, কংগ্রেসীরা অভিযোগ করে যে—শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ কংগ্রেসীদের পতাকা ছিনাইয়া লইতে ও উহাদিগকে মারপিট করিতে হুকুম দেন।

শ্রীভজহরি মাহাতর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়—তাহারা কংগ্রেসীদের মারপিট শুধু করেন না তাহাদের সাইকেল ও টাকা ছিনাইয়া লন।

ভজহরি বাবুর জামাতা শ্রীঅটল মাহাতর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে তিনি কংগ্রেসীদের পতাকা পুড়াইয়া দেন ইত্যাদি।

পুলিশ কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন মনে করিল না। কিন্তু কালবিলম্ব না করিয়া তখনই এম, পি শ্রীভজহরি মাহাতর বাড়ীতে বিনা ওয়ারেন্টে সাইকেল চুরীর কংগ্রেসী অভিযোগে ঘর খানাতল্লাসীর উপদ্রব করে।

অতঃপর ভজহরি মাহাত, কুশধ্বজ মাহাত প্রভৃতি লোক সেবক সংঘের কয়েকজনকে আসামী করিয়া মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোক্তা কংগ্রেসী শ্রীনাথ মাহাত প্রভৃতি—পরিচালক পুলিশ।

লোক সেবক সংঘের কর্মীরা মামলায় বেকসুর খালাস পায়।

এই ঘটনা মুক্তিতে বিশদভাবে প্রকাশিত হইলেও একটু বিশদভাবেই পুনরুদ্ধৃত করিয়া দিলাম—পটভূমিকাটা যাহাতে পরিষ্কার হয়।

এবার আসুন, আমরা একের পর এক একটী মামলার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া যাইব—সবগুলিতেই পুলিশের সক্রিয় সহায়তায় বাদী কংগ্রেসী—আসামী লোক সেবক সংঘের কর্মী। কংগ্রেসীরা লোক সেবক কর্মীদের জমি, বাঁধ প্রভৃতির উপর হামলা করিতেছে—আর পুলিশ ১০৭ ধারা, ১৪৪ ধারা—মায় ৩৭৯ ধারা লইয়া হাজির আছে। মোকদ্দমায় খালাস পাইলেও রেহাই নাই—সঙ্গে সঙ্গে ১০৭ বা ১৪৪। এই সবগুলির সন তারিখ দিবার দরকার নাই। সমস্তই ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর বঙ্গভুক্তি দিবস হইতে বর্ত্তমান ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী এই দুই বৎসরের মধ্যে।

৪। ঢিলহার স্কুল বিষয়ে মামলা—ধারা ১০৭

ঢিলহা নিবাসী মৃগেন বাবু অন্ধ—কিন্তু উৎসাহী লোকসেবক কর্মী। বিহার আমলে বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া বাংলা স্কুল একটী করিয়াছেন—জমি ঘর প্রভৃতি সমস্তই স্কুলের জন্য ব্যবস্থা আছে। বাংলা স্কুল বলিয়া বিহারের আমলে অনুমোদন পায় নাই—এবং বোধ হয় বাংলা ভাষা রক্ষার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া বাংলার আমলেও বহু চেষ্টার পরেও অনুমোদন পায় নাই। কয়েক মাস আগে কংগ্রেসীরা এই স্কুলটিকে ভাঙ্গিবার জন্য জমি ও ঘর আছে এই মিথ্যা দরখাস্ত করিয়া একটী ছাঁচতলায়

কংগ্রেসী স্থল করিয়া অনুমোদন পায়। এটী তারপরে বর্ত্তমানে স্পেশাল ক্যাডার স্থল রূপে অনুমোদিত হইয়াছে। কংগ্রেসী জুয়াচুরী ও জালিয়াতীর একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত।

কংগ্রেসীরা পুরাতন স্থলটীকে উৎখাত করিবার আপ্রাণ চেষ্টায় স্থলের জমি প্রভৃতি লইয়া অভিযোগ ও গোলমাল করে। অন্ধ মৃগেন বাবু প্রভৃতিকে চক্ষুষ্মান পুলিশ ১০৭ ধারার আসামী করে।

বিচারে তাহারা খালাস পান কিন্তু রেহাই নাই পরে আবার আর একটী মোকদ্দমা করা হইয়াছে।

৫। ঋষি মাহাতঃ শশি মাহাতঃ ভূষণ মাহাতঃ কাশবহালঃ ৩ বার ১৪৪ঃ

কাশবহাল গ্রামের ইহারা এক পরিবারের ৩ ভাই—সমস্ত পরিবারটি লোক সেবক কর্মী। ঋষি মাহাত মারা গিয়াছেন। ইহারা কেন্দ্র করিবার জন্য বহু জমি দান করিয়াছেন। বান্দোয়ানে ইহাদের একটি ছোট দোকান আছে।

(১) বান্দোয়ান থানার ধাদকা গ্রামে ইহাদের একটি বাঁধের ব্যাপার লইয়া কংগ্রেসীরা গোলমাল করে। মোকদ্দমা হয় ইহাদের বিরুদ্ধে। পুলিশ আছেই। **মোকদ্দমায় ইহারা খালাস পায়।**

(২) বান্দোয়ান থানার পাশে হাট। হাটের উপরে বড় রাস্তার ধারে—পুরাতন ঘাটোয়াল স্বরূপ গঞ্জনের কিছু খাস জমি ইহারা বন্দোবস্ত লয়। ৭৮ বছর ধরিয়া ঘর করিয়া আছে। দোকানও আছে। বিহার আমলে পুলিশ একবার উঠাইবার চেষ্টা করে ১৪৪ ধারা জারি করিয়া—শশীরা মোকদ্দমা জিতে।

পরের ঘাটোয়াল গোলক নাগ—নূতন এবং ভয়ানক কংগ্রেসী—১৯৫৬ সালের ঘাটোয়াল। তাহার অভিযোগে—পুলিশের রিপোর্টে—১৪৪ ধারা জারী হইল। **এস, ডি, ও স্বয়ং তদন্তে যান—কাগজ পত্র সাক্ষী প্রমাণ সব দেখিয়া তিনি শশীদের দাবী বহাল রাখেন এবং আদেশ দেন যে অভিযোক্তা দেওয়ানী করিতে পারে।**

এস, ডি, ওর এই আদেশের পরে আবার পুলিশ রিপোর্ট—আবার এস, ডি, ওরই স্বাক্ষরিত ১৪৪ এর নোটীশ।

এস, ডি, ওই আবার এই ১৪৪ ড্রপ করেন।

সম্প্রতি আবার ১৪৪ এর নোটীশ হইয়াছে। মামলা বিচারাধীন। বাদী অদ্বৈত নাগ। আবার তদন্তের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

চিলহার স্কুলের জমির ব্যাপারেও এই গোলক নাগ।

৬। জিতানের জমিঃ ভজহরি মাহাতর দুই ভাই মহেন্দ্র এবং হরেন্দ্র আসামীঃ ১০৭ ধারা—

ধারা একই। নিজেদের জমি চাষ করে—কংগ্রেসীরা হামলা করে—পুলিশ রিপোর্ট দিয়া—দুই ভাইকে ১০৭ ধারার আসামী করিয়া চালান করে।

আদালতে মোকদ্দমা কিছুতেই টেঁকে না—লোক সেবক কর্মীরা রেহাই পায়।

৭। ভজহরি মাহাতর বাবারও রেহাই নাইঃ তিনি পুলিশের ৩৭৯ ধারার আসামীঃ

ব্যাপারটা বুঝুন—বৃদ্ধ অসুস্থ। ৪২এর আন্দোলনে বাপবেটা মিলিয়া বছরের পর বছর জেল খাটিয়াছে। বড় বড় কাড়া গরু সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া গিয়াছে—ভ্রূক্ষেপ নাই—ইংরাজ তাড়াও! নাম চুনারাম মাহাত। তাহার তেজ, তাহার সাহস, তাহার নিষ্ঠা তাহার ত্যাগ—দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে, বাংলার মাতৃভাষার সংগ্রামে অনির্বাণ হইয়া জলিয়াছে—আজও জলিতেছে। কিন্তু বাংলায় আজ সে লোক সেবক সংঘ সুতরাং ৩৭৯ ধারার চুরির আসামী! বাংলার কংগ্রেসী রাজনীতির করঙ্ক বাহকরূপে বাংলার শিক্ষিত পুলিশের কর্তব্যনিষ্ঠা আজ সমস্ত বাঙ্গালীকে কি লজ্জা দিতেছে না?

মোকদ্দমায় তিনি বেকসুর খালাস পান।

৮। কেন্দাপাড়ায় লোক সেবক কর্মী দল গোপাল নাপিত প্রভৃতিঃ ১৪৪ ধারাঃ ১০৭ ধারা

লোক সেবক কর্মীরা বেশীর ভাগ চাষী—জমিজমা কিছু থাকিবেই। হিন্দীর আমলে পুলিশের পক্ষপুটে থাকিয়া যাহারা লোক সেবকের মাথায় সোজা ডাণ্ডা মারিত—এখনও পুলিশের নিরাপদ আশ্রয়ে তাহারা জমির মাথায় দাঁড়াইয়া বেদখলের বাস্তু বাজাইয়া ১৪৪, ১০৭ ধারার তাণ্ডব চালায়। কেন্দাপাড়ার গোপাল নাপিত প্রভৃতি নিষ্ঠাবান লোক সেবক কর্মী—সুতরাং ১৪৪।

এই মামলায় বেকসুর খালাস হইল। কিন্তু পুলিশ পিছনে আছে, লোক সেবক কর্মী পলাইবে কোথায়?

আদালত হইতে রেহাই পাইয়াই দেখে ১০৭ ধারা নোটীশ। আশ্বস্ত হইল যাহা হউক এখনও পুণ্য ক্ষয় হয় নাই। এই মোকদ্দমা বিচারাধীন, মন্তব্য করিব না।

৯। সুপুড়ির পরেশঃ সেই জমির মামলাঃ

সুপুড়ির পরেশ মাহাত লোক সেবক কর্মী। কংগ্রেসীরা দেখে কোন্ ধারায় ইহাকে ফাঁসান যায়? তাহার জমিতে হামলা কর—সোজা উপায়। ইহারা বুদ্ধি বাহির করিয়াছে মন্দ না। লোক সেবকের জমিতে হামলা করিলেই লোক সেবক আসামী হইবেই—পুলিশ তৈরী। পরেশ আসামী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিল। মামলা হইল—**পরেশ বেকসুর খালাস।**

১০। সরকারী রিলিফের কাজে সরকারেরই বিরুদ্ধে দারোগার ১৫৪ ধারা জারিঃ যেহেতু লোক সেবক কর্মীরা কাজ দেখিতেছে:

আবার আর একবার চিল্ আসুন। অনেকের পরের জমি দেখাইয়া টাকা ধার নেয়। এখানকার কংগ্রেসী নেতা সত্য সেন অন্য স্থল ও জমি নিজেদের বলিয়া লিখাইয়া স্থলের মঞ্জুরী লয়। এই চিলায় রিলিফের রাস্তা হইতেছিল—জে, এল, আর এর সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে—গ্রামবাসী, লোক সেবক কর্মীরা আপ্রাণ খাটিতেছে—রিলিফের টাকা চুরী হয় না—কংগ্রেসীরা ক্রুদ্ধ! সরকারী জমির উপর দিয়া রাস্তা যাইবে—কংগ্রেসীরা যাইতে দিবে না। দারোগা হাজির—রিলিফের কাজে একেবারে ১৫৪ ধারা জারি। জে, এল, আর মহাশয় আসিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না—তিনি জাগ্রত না স্বপ্ন দেখিতেছেন! রাস্তা অবশ্যই হইল। তবে বান্দোয়ানের কংগ্রেসীরা মিলিয়া জে, এল, আর এর বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিয়াছেন। জে, এল, আর ভুল করিয়াছেন—১০ চৌকাকে ২০ চৌকা দেখাইয়া ২০৲ টাকার ১০৲ টাকা কংগ্রেসীদের দিলে দারোগা ১৫৪ ধারা জারি করিতেন না—তাহার বিরুদ্ধে দরখাস্তও হইত না।

১১। সরকারী কুয়াতেও বিপদঃ এখানেও ১০৭ঃ

ডেভেলাপমেণ্ট কাউন্সল হইতে বান্দোয়ানের মাহাত পাড়ায় একটী কুয়া মঞ্জুর হইয়াছে। তল্লাটে খাবার জল নাই। নিঃস্ব রাম মাহাত জমি দিয়াছে। গৌর মাহাত এজেণ্ট। মুস্কিল এই দুজনেই লোক সেবক কর্মী। পাড়ার মাহাত ভাইরা পরিশ্রম করিতে লাগিল—কুয়া হইতে লাগিল। কংগ্রেসী পাণ্ডা শ্রীচন্দ্র প্রমাদ গণিল—দারোগা ভরসা দিলেন ভয় নাই আমি আছি। কোথাকার নিষ্পর্কে একটি বৃদ্ধাকে আনিয়া জমির উপর দাবী দেওয়ান হইল—ফল কিছু হইল না। কুয়া চমৎকার হইল—যে কোন বিশেষজ্ঞ আসিয়া দেখিতে পারেন—কী চমৎকার কুয়া হইয়াছে রেজেষ্ট্রীকৃত জমির উপর। অনেক দিনই কুয়া হইয়াগিয়াছে—ফাইনেল বিল হইয়া গিয়াছে। তবে সম্প্রতি পুলিশের রিপোর্টে এই কুয়ার জমি লইয়া আবার ১০৭ ধারারও নোটিশ হইয়াছে শুধু জমি যে দিয়াছে তাহার নামেই নয় আশে পাশে যাহারা বাস করে এমন কয়েক জনেরও উপরে। মোকদ্দমা বিচারাধীন শেষ হইলে মন্তব্য করিব।

১২। গুপরুড়ির বাঁধঃ মোকদ্দমা জিতিয়াও খালাস নাইঃ

মহেশ্বর মাহাত লোক সেবক কর্মী। জাতি গোষ্ঠি দু'একজন কংগ্রেসী। পুলিশ পিছনে থাকিলে কংগ্রেসীরা একাই একশ, যদি লোক সেবকের জমি বা বাঁধ হয়।

সাগা মৌজার টোলা গুপরুড়ির বাঁধ মহেশ্বরদের খনন করা। কিন্তু হইলে কি হইবে—বিপক্ষ পরাক্রম সহকারে মাছ ধরিতে আসিলে মহেশ্বররা বাধা দেয়। ফলে ইহাদেরই নামে ৩৭৯, ১৪৪ প্রভৃতি হয়। মোকদ্দমা চলিতে থাকে। **বিচারে মহেশ্বররা খালাস পায়—এজমাল** বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং বিপক্ষদের দেওয়ানী করিতে বলা হয়।

অতঃপর মহেশ্বররা মাছ ধরিতে যায়। কিন্তু বিপক্ষের খুঁটী আছে তাহারা নৃশংসভাবে মহেশ্বরদের মারপিট করে—দু একজন গুরুতর আহত হয়। মার হয় কিন্তু মারামারি হয় না।

বিপক্ষ ১৪৪ করে কিন্তু আদালতে হারিয়া যায়।

পুলিশ বিপক্ষদের বিরুদ্ধে মামলা অবশ্যই করিয়াছে—কিন্তু আবার মহেশ্বরদের বিরুদ্ধেও তাহাদের আসামী করিয়া মামলা করিয়াছে। মোকদ্দমা বিচারাধীন সুতরাং এই রহস্য সম্বন্ধে কিছু বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

১৩। সাগা মৌজা টোলা তুলসীডির বাঁধঃ

তুলসীডি গ্রামটী বড় গ্রাম। একটী বড় বাঁধ আছে।

ঐ বাঁধের মালিক শ্রীভাকড়ু মাহাত ও শ্রীকান্ত মাঝি—উভয়েই লোক সেবক সংঘের কর্মী। গ্রামে গোবিন্দ মাহাত কংগ্রেসের পাণ্ডা।

ঘটনার আরম্ভ ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ বঙ্গ-ভুক্তির কিছু পূর্বে। কংগ্রেসী গোবিন্দ মাহাত অন্যান্য কংগ্রেসী ও গুণ্ডাদের বাঁধে সমবেত করিয়া ভাকড়ু মাহাত প্রভৃতির সাথে গোলমাল করে। পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে।

২৩শে নভেম্বর বঙ্গভুক্তির পরে—ভাকড়ু মাহাত ও সুরেন্দ্র মাহাতর ধান চুরী হয়—থানায় ডাইরী দেওয়া হয়, কিছু হয় না।

১৯শে মার্চ ১৯৫৭—এই তারিখে মোকদ্দমা ফাইল হইয়া গেলে ভাকড়ু প্রভৃতি ২০ তারিখে ১৪৫ ধারায় বিচারের আশায় এস, ডি, ওর নিকট আবেদন করে। ২১ তারিখে সে নিজে থানায় নোটীশ দিয়া আসে—গ্রামে যাহাতে শান্তিভঙ্গ না হয় তাহার জন্য গ্রামে একজন পুলিশ পাঠান হয়।

২২শে মার্চ তারিখে কংগ্রেসী গোবিন্দ মাহাত স্থানীয় আরও কংগ্রেসী ও গুণ্ডার দল সমবেত করিয়া বহু তীর ধনুক, তরোয়াল ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বাঁধে জোর করিয়া মাছ ধরিতে আরম্ভ করে। থানায় যাইবার রাস্তা আটক করা হয়। লোক মারফত থানায় সংবাদ দেওয়া হয়, ঘটনাস্থলে পুলিশ আসিয়া উভয় পক্ষের উপর ১৪৪ ধারা জারী করে।

২৩শে মার্চ—গোবিন্দ মাহাতর নেতৃত্বে কংগ্রেসী দল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পুলিশের ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া আবার বাঁধে মাছ ধরিতে নামে। থানায় যাইবার রাস্তা আটক করে। কাজেই জিতান গ্রামে শ্রীভজহরি মাহাতকে লোক মারফত সংবাদ পাঠাইলে তিনি থানায় সংবাদ দেন। ঘটনাস্থলে দারোগাবাবু আসেন। কিন্তু কংগ্রেসী দল দারোগাবাবুকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া মাছ ধরিতে থাকে—দারোগাবাবু অসহায় ও নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকেন। শ্রীভজহরি মাহাত তখন ১২ মাইল দূরে বরাবাজারে আসিয়া পুরুলিয়ায় পুলিশ সাহেবকে তার করেন। সন্ধ্যার সময় একজন ডি, এস, পি গ্রামে ও ঘটনাস্থলে আসেন। তিনি মাছ, মাছ ধরিবার জাল সব ঘটনাস্থলে পান—এবং সিজ করেন। দুই মণ বার সের মাছ নীলামে বিক্রয় করেন।

২০শে মে—ভাকড়ু মাহাতদের সাক্ষী, ভজহরি মাহাতর জামাতা তুলাসডির শ্রীঅটল মাহাতর ১৬ কাহনের বিরাট খড়ের গাদায় রাত্রিতে আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দেওয়া হয়। থানায় ডাইরী করা হয় কিছুই হয় না।

৩০শে জুন—পার্শ্ববর্তী শুখুংডি গ্রামের রূপাই মাঝির ঘরে চুরি হয়—থানায় ডাইরী হয়।

ইহার পর—শ্রীঅটল মাহাতর আলু ও আখ চুরি হয়—থানায় ডাইরী করা হয়।

বাঁধের মালিক শ্রীকান্ত মাঝির ধান চুরি হয়—থানায় ডাইরী হয়।

সাক্ষী আর এক গোবিন্দ মাহাতর ১০০০ মরিচ গাছ রাত্রিতে উপাড়িয়া ফেলা হয়—থানায় ডাইরী হয়।

সাক্ষী রাঙ্গা মাহাতর ঘরে চুরি হয়—থানায় ডাইরী হয়।

সাক্ষী ভুগরু মাহাতর ধান চুরি হয়—থানায় ডাইরী হয়।

সাক্ষী রাঙ্গা মাহাতর ঘরে চুরি হয়—থানায় ডাইরী হয়।

বাঁধের মালিক ভাকড়ু ও তাহার খুড়া সুরত মাহাতর খেতের বহু ধান রাত্রিতে কাড়ার দ্বারা খাওয়াইয়া দেওয়া হয়—থানায় ডাইরী হয়।

৯৪৫ ধারায় মামলা চলিতে থাকে। এস, ডিও ধারা ১৪৬ (এ) অনুযায়ী মুন্সেফের নিকট মামলা পাঠান।

৯৬ই আগষ্ট ১৯৫৮ তারিখে মুন্সেফ ১ম পক্ষ শ্রীভাকড়ু মাহাতর স্বপক্ষে এবং ২য় পক্ষ শ্রীগোবিন্দ মাহাত দিগরের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত রায় দেন—

"That the miscellaneous case be allowed to contest with costs against the 2nd party. It is hereby decided that the 1st Party was in possession of the Suit tank and its ails prior to attachment."

অর্থাৎ ভাকড় মাহাতই বাঁধের স্বত্বাধিকারী।

৩৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৮ এস, ডিও মুন্সেফের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আদেশ দেন যে—

"Seen the decision of the Civil Court I hold 1st party in possession of the property at the date of the initiatory order. I order declaring 1st party to be entitled to possession thereof until evicted therefrom in due course of law and forbid all disturbance of such possession until such eviction. The attachment order is withdrawn, inform all concerned accordingly."

অর্থাৎ ভাকড়ু মাহাত বাঁধের মালিক—তাহার দখলে কোন রকম বাধা দেওয়া আমি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করিতেছি।

পাঠকবর্গ মনে করিতেছেন এইখানেই বুঝি ইহার যবনিকাপাত হইল—কিন্তু আর একটু ধৈর্য্য ধরুন—

২২ নভেম্বর ১৯৫৮—জোর হইতে দেখা যায় কংগ্রেসী গোবিন্দ মাহাত, বাঁকা মাহাত প্রভৃতির নেতৃত্বে একদল কংগ্রেসী তীর ধনুক, লাঠি ও মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাঁধ ঘেরাও করিয়াছে। তাহারা তুলসিড়ী প্রভৃতি গ্রামের লোককে বাঁধের দিকে যাইতে দেয় না—গ্রামবাসীর চলা ফেরা বন্ধ। থানায় যাইবার পথ বন্ধ করিয়া দেয় অর্থাৎ কাহাকেও যাইতে দিবে না একেবারে সামরিক অবরোধ। সারারাত্রি ধরিয়া তাহারা সশস্ত্র হইয়া বাঁধে অবস্থান করে—পরদিন অর্থাৎ ২৩ তারিখেও তাহারা বাঁধ ঘিরিয়া রাখে। তারপর ভীতি প্রদর্শন তো তুচ্ছ কথা, লোক সেবক সংঘের কেহ আসিলে তাহার কাঁচা মাথাটা আগে বাঁধের জলে ফেলিয়া তবে তাহার অন্য কাজ করিবে—ইহা গর্জন করিয়া বলিতে থাকে। তুলসীড হইতে বান্দোয়ান থানা খুব বেশী দূরে নয়। পুলিশ, নির্বাক, নিষ্কাম, নিষ্ক্রিয়—এই ক্ষণ ভঙ্গুর সংসারে একমাত্র কংগ্রেসীরাই ব্রহ্ম—আর সব মায়া!

সিঃ চৌধুরী পুলিশ সাহেব তখন ছিলেন—শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ তাহাকে ঘটনা জানান, শ্রীঅটল মাহাত কাগজ পত্র লইয়া তাহার সহিত দেখা করেন—তিনি বলেন একটা দিন ঠিক করুন আমি নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মাছ ধরাইব। তারপর তিনি বদলী হইয়া যান।

বাঁধের মালিক ভাকড়ু মাহাত, শ্রীকান্ত মাঝি ও অটল মাহাতর বিরুদ্ধে এস, ডি,ও কর্তৃক ১০৭ ধারার একটী নোটিশ ঃ

২২শে নভেম্বর পর্য্যন্ত কংগ্রেসী গোবিন্দ মাহাত প্রভৃতি কর্তৃক বাঁধের উপর চড়াও এর কার্য্য চলিতে থাকে। **২৩শে নভেম্বর ১৯৫৮ তারিখে বান্দোয়ানের পুলিশ নিম্নলিখিত রিপোর্ট দেয়—**

(ভাবিয়াছিলাম বাংলাই তর্জ্জমা করিয়া দিব কিন্তু ইংরাজীটা না দিলে ব্যাপারটীর রসহানী হইবে বলিয়া মূলটাই দিতেছি—)

1st Party—Bhakru Mahato (2) Sreekant Majhi (3) Atal Mahato

2nd Party—Gobinda Mahato & 11 others.

REPORT

True history of the case is this that the quarrel between the 1st party and the 2nd party over the Saga Bundh is continuing last 1957.

A case U/S 145 Cr P. C. was pending at court and the disputed tank was attached but recently the 1st party has got decree and the attachment order of the tank has been withdrawn as a result of which the 1st party is now willing to take possession forcibly by collecting persons from different places with deadly weapons. They being persons of desperate nature want to take law in their own hands.

অর্থাৎ প্রথম পক্ষ ভাকড়ু মাহাত দিগর আদলতের রায়ে বাঁধের দখল পাইয়াছে ফলে তাহারা বিভিন্ন স্থান হইতে মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্রাদি সহ লোক সংগ্রহ করিয়া জবরদস্তি দখল লইতে ইচ্ছুক। তাহারা অত্যন্ত ভয়ানক চরিত্রের লোক। নিজের হাতে তাহারা আইন লইতে চায়।

(এ পর্য্যন্ত ১০৭, ১৪৪ ধারায় যতগুলি নোটিশ হইয়াছে সব গুলিতেই লোক সেবক সংঘের কর্মীরা desperate nature এর লোক বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে)

এই রিপোর্টের পরেই এস, ডি,ও কর্তৃক ভাকড়ু প্রভৃতিকে প্রথম পক্ষ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ১০৭ ধারার নোটীশ জারি হয়—

২৫শে নভেম্বর ১৯৫৮: এস, ডি,ও কর্তৃক আদালতে ডিগ্রি প্রাপ্ত বাঁধের মালিকদের বিরুদ্ধে ১০৭ ধারা জারি ঃ

১০৭ ধারার নোটিশটি হইতে মূল ইংরাজী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

1st Party—(1) Bhakru Mahato (2) Sreekanta Majhi (3) Atal Mahato

To the 1st Party—

I am satisfied from the report of the officer-in-charge Bandwan P. S. that you the members of the 1st party are fighting with the 2nd party and are likely to cause a serious breach of peace due to dispute over catching of fish from the tank known as Saga Sayar as also due to litigation. You are reported to be collecting men around with deadly weapons with a view to commit a serious breach of peace with the second party. You are reputed to be men of desperate nature and are likely to take law in your own hands. You are threatning the 2nd party with assault and doing mischief and wrongful overtacts therefor.

You are therefore directed U/S 107 Cr. P. C. to appear before me on 27-12-58 at 10 A.M. and show cause as to why you should not be induced to execute a bond of Rs 1000/ each with surities of like amount to keep peace for a period of one year.

25th Nov, 1958

অর্থাৎ "হে প্রথম পক্ষ, সাগা সায়রে মাছ ধরা লইয়া তোমরা ২য় পক্ষের সহিত ঝগড়া করিতেছ এবং তাহাদের সহিত লড়াই করিতেছ। তোমরা ২য় পক্ষের বিরুদ্ধে (গোবিন্দ মাহাত প্রভৃতি) ভীষণ শান্তিভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে চারিদিক হইতে মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্রাদি সহ লোক সংগ্রহ করিতেছ। তোমরা অত্যন্ত ভয়াবহ চরিত্রের লোক বলিয়া খ্যাত এবং তোমাদের নিজের হাতে আইন লইবার সম্ভাবনা আছে। তোমরা ২য় পক্ষকে মারিবার ভয় দেখাইতেছ—এবং সেই জন্য প্রকাশ্যে অন্যায় ও ক্ষতিকর কার্য্য করিতেছ।

অতএব তোমরা ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে বেলা ১০টায় আমার আদালতে উপস্থিত হইয়া ১০৭ ধারা অনুযায়ী ১০০০, টাকার জামীনে কেন আবদ্ধ হইবে না তাহার কারণ দেখাও।"

ভাকড়ু মাহাত প্রভৃতি কারণ দেখাইয়াছে, তবে এই মামলা এখনও বিচারাধীন।

৪ঠা জানুয়ারী ১৯৫৯ঃ আর একটী ১৪৪ ও আর একটী ১০৭ ধারার নোটিশ জারিঃ ১০৭ ধারায় এবার ভাকড়ু মাহাত প্রভৃতি ২য় পক্ষঃ

৪ঠা জানুয়ারী কয়েক দিন্তা ১৪৪ ও ১০৭ ধারার নোটীশ থানা হইতে প্রায় ৫০।৬০ জন লোক সেবক কর্মীর নামে বিতরিত হইতে দেখা গেল। এই নোটীশে তুলসী ডর নিকটে, দূরে, সুদূরে লোক সেবক সংঘের কোন কর্মীকে বাদ রাখা হয় নাই।

এক নম্বর ১৪৪ এর নোটীশ—ঐ সাগা সায়রে মাছ ধরিবার ব্যাপার লইয়া নিষেধাত্মক আদেশ। এই নোটীশে অটল মাহাত ও ২৯ জন প্রথম পক্ষ এবং গোবিন্দ মাহাতের দলের সত্যবান মাহাত ও ৬জন ২য় পক্ষ। এই প্রথম পক্ষে বাঁধের মালিক ভাকড়ু মাহাত ও শ্রীকান্ত মাঝি নাই—কিন্তু আছেন ভজহরি মাহাত জিতান, ভূষণ মাহাত কাশবহাল, মায় শ্রীরেবতী চ্যাটার্জিও আছেন। তারপর কেন্দাপাড়া, বারঘুটু, চিলা, পারগেলা, গুড়ুর প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামের লোক সেবক কর্মীরা তো আছেনই।

দুই নম্বর ১০৭ ধারার নোটীশ—প্রথম পক্ষ সুকদেব মাহাত ও ২৬ জন এবং ২য় পক্ষ অটল মাহাতের ভাই দেবসাগর মাহাত ও ২৬ জন। এই দলে আছেন ১৪৪ এর দলে যাহারা আছেন—তাহারা তো বটেই তাহা ছাড়া বাঁধের ডিগ্রী-প্রাপ্ত মালিক ভাকড়ু মাহাত ও শ্রীকান্ত মাঝি—যাহারা ২৭শে ডিসেম্বর আর একটী ১০৭ ধারার প্রথম পক্ষ হিসাবে জবাব দাখিল করিয়া আসিয়াছেন। ১৪৪ এর তারিখ ২রা ফেব্রুয়ারী ও ১০৭ এর তারিখ ৬ই ফেব্রুয়ারী পড়িয়াছে। নোটীশের বয়ান বা পুলিশের রিপোর্ট আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন মনে করিলাম না। কারণ তাহার নমুনা পূর্বেই দিয়াছি।

একটা ঘটনার উল্লেখ করা দরকার যে মুন্সেফ মহাশয়ের রায়ের পরে লোক সেবক সংঘের কোন ব্যক্তিই থানায় কোন ডাইরী কোন বিষয়ে দেয় নাই।

মোকদ্দমা বিচারাধীন। কোন মন্তব্য করা বে-আইনী। কিন্তু আমরা সুধী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পর পর এইগুলি মিলাইয়া পড়িতে বলি—

১। ১৬ই আগষ্ট ১৯৫৮—মুন্সেফের রায়

২। ৩১শে অক্টোবর ১৯৫৮—এস, ডি, ও র অর্ডার

৩। ২৩শে নভেম্বর১৯৫৮

—বান্দোয়ানের পুলিশ রিপোর্ট

৪। ২৫শে নভেম্বর ১৯৫৮

—এস, ডি ও কর্ত্তৃক ১০৭ ধারা জারি

৫। ৪ঠা জানুয়ারী১৯৫৯

—এস, ডি ও কর্ত্তৃক ১৪৪ ও ১০৭ ধারা জারি

কোন মন্তব্যই নিষ্প্রয়োজন।

পঁপরকচার মাঝিরা, ভজহরি মাহাত প্রভৃতি :

১০৭ :—বান্দোয়ান থানার পঁপরকচা গ্রামের নিরীহ মাঝিদের উপর ভালু প্রভৃতি গ্রামের কংগ্রেসীরা এক গরু কাটার মিথ্যা অভিযোগে নানাভাবে পীড়ন করিতে থাকে। ভালুং কংগ্রেসীরা প্রবল পক্ষ, নিরীহ সাঁওতালরা দুর্ব্বল পক্ষ। এ বিষয় লইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সহিতও আমাদের আলোচনা চলে। তদন্তের আশ্বাস পাওয়া যায়। অকস্মাৎ দেখা গেল—পঁপরকচার কয়েকজন মাঝি, তাহাদের দলে ভজহরি প্রমুখ কয়েকজন লোক সেবক কর্মী ও ভালুরও কয়েকজনের উপর ১০৭ ধারা জারী হইয়াছে।

বান্দোয়ান থানায় লোক সেবক সংঘের দুইটী কর্মী খুন

১। ১৯৫৭ সালে ৮ই জুলাই কুঁচা গ্রাম নিবাসী লোক সেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্মী কালিপদ সিং ভূমিজকে রাত্রে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তাহার ঘাড়ে চোট, বুকের হাড় কাটা, পেটে ছোরা মারা, পায়ে ৫।৬টী চোট, বাঁ হাতের গোটা হাতটিই প্রায় খণ্ড বিখণ্ড, মুখের চামড়া ও দাঁতগুলি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কালিপদ মদ চোলাই ও জুয়াখেলা বন্ধ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত—অবশ্যই এ কাজটা কংগ্রেসীদেরই একচেটিয়া ব্যাপার ছিল। মদের ব্যাপারে সে আবগারী বিভাগকেও জানায়—জুয়ার ব্যাপারে থানায়ও জানায়। তবে থানায় ডাইরী দিতে গেলেই প্রথমেই জিজ্ঞাসিত হয়—তুমি কোন দলের লোক? হত্যাকাণ্ডটি রাজনৈতিক। তাহাকে হত্যা করিয়া দেড় দুই মাইল দূরে একটী পাথরকাটা খাদে জলের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

২। ১৯৫৮ সালে ১৩ই মে মঙ্গলবার ঘটনা ঘটে। বান্দোয়ানের টোলা বড়ঘুটুতে রবি মাঝিকে শ্যাম মাঝি নৃশংস মারপিট করে—ফলে সে মারা যায়।

নিহত রবি মাঝি ১৯৪২ এর আন্দোলনে আমাদেরই সহকর্মীরূপে ৩।৩ বছর আমাদের সঙ্গেই জেল খাটে। নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মী ছিল। তারপরে সে আমাদেরই সহিত লোক সেবক কর্মীরূপেও কাজ করে।

হত্যাকারী শ্যাম মাঝি বিহার সরকারের আমলে হিন্দী প্রচারক, সহায়ক ও উপদ্রবকারী কংগ্রেসী ছিল। তখনও সে পুলিশের অনুচররূপে এবং বাংলার আমলেও সে পুলিশের অনুচররূপে ছিল।

শ্যামের মারে রবির মাথার খুলি ফাটিয়া যায়। মাথার ঘিলু বাহির হইয়া গড়াইয়া পড়িতে থাকে, তাহাকে মার হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া কুঞ্জ মাঝিও আহত হয়। দুজনে কোন প্রকারে থানায় যায়। থানায় ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন—ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ঔষধ দিয়া ছাড়িয়া দিলেন—দারোগা কোন ব্যবস্থা করেন না। রবি কুঞ্জর সাহায্যে কোন প্রকারে বাড়ী যায়। বুধবার পরের দিন বেলা ৯।০ টায় রবি মারা যায়।

রবি মারা যাইবার পরেও ২।৩ দিন পর্য্যন্ত আসামী শ্যাম মেজাজে বান্দোয়ানে বেড়াইতে থাকে—দারোগা তাহাকে ধরেন না। মারাত্মক আঘাতে যখন রবি মৃতপ্রায় দারোগা তখন তাহাকে মাতাল বলিয়া মন্তব্য করেন। পুরুলিয়ায় পাঠাইবার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই।

ব্যাপারটার তদন্তের জন্য শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ ঘটনাস্থলে যান—সমস্ত ব্যাপার পুলিশ সাহেবকে জানান—তার চিঠিও মুক্তিতে প্রকাশিত হয়। আমিও এই ব্যাপারে পুলিশ সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করি। অগত্যা আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তাহার কয়েক বৎসর জেল হয়।

বান্দোয়ানের কংগ্রেসীরা নকুল মাহাত প্রভৃতি শ্যামকে বাঁচাইবার বহু চেষ্টা করেন। শ্যামের জমি কোন কংগ্রেসীদের কাছে বিক্রয় করা হইয়াছে তাহা জানা সহজ

কারণ—আদিবাসীদের জমি বিক্রয় বা হস্তান্তরিত করিতে হইলে ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি প্রয়োজন। ইহাকে কি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বলা চলে না?

পরিশেষে

এবার সমাপ্তি করিতেছি। লোক সেবক সংঘ নিষ্ঠার সহিত অহিংসার পথে বিশ্বাস করে ইহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয় না। নচেৎ বান্দোয়ানেই শুধু নয় এই জিলার মুষ্টিমেয় কংগ্রেসীরা বিহার আমলেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত, তাহাদের পাত্তাও কেহ পাইত না—সরকারের যত কামান বন্দুকই থাকুক না কেন। বিহার আমলের ১০৭, ১৪৪ এর প্রাবল্য বহিয়াছিল—কিন্তু একটী মোকদ্দমাও উচ্চতর আদালতে টেঁকে নাই। সব মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। আমি জোর করিয়া এবং যে কোন লোককে আহ্বান করিয়া বলিতে পারি ১৯২২ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত লোক সেবক কর্মী কংগ্রেস কর্মী ছিল এবং যে সমস্ত কংগ্রেস কর্মী লোক সেবক কর্মী হইয়াছে—তাহাদের বিরুদ্ধে একটিও হিংসাত্মক কাজ বা প্ররোচনা কেহই প্রমাণ করিতে পারিবে না। বিহার গবর্মেণ্টও যাহা পারে নাই—বাংলা গবর্মেণ্ট কি তাহাই করিবার চেষ্টা করিতেছেন?

তবুও এই ধারা চলিয়াছে। বাংলা গবর্মেণ্টের পক্ষে আত্মঘাতী ধারা। হায়রে বাংলার কংগ্রেস, বাংলার কংগ্রেসী সরকার, লোক সেবক সংঘকে তোমরা মোকদ্দমা করিয়া বা পীড়ণ, হয়রাণ করিয়া পর্য্যুদস্ত করিতে চাও? হায় ক্ষমতালুব্ধ মোহান্ধ! ভোটের রাজনীতির উপর লোক সেবক সংঘের অস্তিত্ব নির্ভর করে না।

কেরালা গবর্মেণ্ট সম্বন্ধে অভিযোগ উঠিয়াছে—কম্যুনিষ্ট কংগ্রেস জনদের গবর্মেণ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পীড়ণ করিতেছে—খুন করিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহার জন্য বহু প্রকার দলিল দস্তাবেজ, যুক্তিতর্ক, আইন, কানুন প্রচার চলিয়াছে। আমি একটি ক্ষুদ্র বান্দোয়ান থানার বিবরণ দিলাম—কংগ্রেস গবর্মেণ্টের কেরালা গবর্মেণ্টের সম্বন্ধে অভিযোগ করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে কি? সুধী ব্যক্তিরাই বিচার করুন।

ভাবিয়াছিলাম বাংলা গবর্মেণ্টের আমলে এগুলি লিখিবার প্রয়োজন হইবে না। বাঙ্গালীর শিক্ষা বাঙ্গালীর প্রতিভা, বাঙ্গালীর বুদ্ধি, বাঙ্গালীর ঐতিহ্য—কংগ্রেসী হইলেও নিকৃষ্ট ঐতিহ্যের অনুসরণ করিবে না। কিন্তু আজ বড় দুঃখেই বলিতে হইতেছে যে, বাংলার কংগ্রেস ও কংগ্রেসী শাসন যাহা করিয়া চলিয়াছে তাহাতে সমগ্র বাঙ্গালীর লজ্জাই সৃষ্টি করিয়াছে।

—•—

ভ্রম সংশোধন

১১ই জানুয়ারী মুক্তির ২য় সংখ্যায় 'ধান ও চাউল সম্বন্ধে চাষীদের লাইসেন্স লইবার বিধান' শীর্ষক লেখায়—মুক্তির ২য় পৃষ্ঠায় ৫ম লাইনে লেখা হইয়াছে—"লাইসেন্স লইবার জন্য ৩৲ মূল্যের **ধান জুডিসিয়াল** ষ্ট্যাম্প দিয়া" "ধান জুডিসিয়াল" এর পরিবর্ত্তে **"নন জুডিসিয়াল"** হইবে। অনিচ্ছাকৃত এই ছাপার ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

—মুক্তি সম্পাদক

(২)

এই সংখ্যার মুক্তিতে শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত লিখিত "বান্দোয়ান ও কংগ্রেসী শাসন" শীর্ষক প্রবন্ধের ৮ম পৃষ্ঠায় ৫ নং উদাহরণের (১) নং কেসের শেষ লাইনে "মোকদ্দমায় ইহারা খালাস পায়" ছাপা হইয়াছে। উহা "মোকদ্দমা dropped হয়"—এইরূপ হইবে।

উক্ত প্রবন্ধের ৫ নং উদাহরণের (২) নং কেসের ২য় প্যারাগ্রাফের ৩য় লাইনে "পুলিশের রিপোর্ট—১৪৪ ধারা জারী হইল"—ছাপা হইয়াছে। উহার পরিবর্তে "ঘাটোয়ালী কেসে নোটীশ হয়"—এইরূপ পড়িতে হইবে।

—মুক্তি সম্পাদক

—•—

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র লেখকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। পত্রেপত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

পুঞ্চার বি. ডি. ও হাকিম

পুঞ্চা থানার পাকবিড়রা হইতে শ্রীসর্বেশ্বর মাহাত জানাইতেছেন:—পুঞ্চার বি, ডি, ও জনসাধারণের উন্নতির জন্য কি করিতেছেন তাহাদের বিবরণ দিতেছি। লোক সেবক সংঘের কোন কর্মী যদি বি, ডি, ওকে জিজ্ঞাসা করে যে—কোন রাস্তা বা বাঁধে কত টাকা খরচ হইয়াছে, কত মজুর হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি রাগিয়া যান; তাহাতো বলেনই না ই কাইয়া দেন। অপমান করেন। পুঞ্চা থানায় হাজার হাজার সরকারী টাকা যাহা খরচ হইয়াছে—তাহা কেবল অপব্যয়ই হইয়াছে জনসাধারণের কোন কাজেই লাগে নাই। কোন বাঁধে জল সেচনের উপযোগী জল নাই, রাস্তাগুলি চলাচলের উপযুক্ত নয়। বিশেষ বিশেষ গ্রামের বিশেষ বিশেষ লোককে খয়রাতী দেওয়া হইতেছে অন্য জায়গায় নামে মাত্র। লোনের ব্যাপারেও তাই—ইহা কেবল বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ। পাকবিড়রা গ্রামে খেজুর গুড় উৎপাদনের কেন্দ্র করা হইয়াছে, শিক্ষার্থীরা ভালভাবেই শিক্ষা লাভ করিতেছে, খেজুর রস গাছ প্রতি ১।০ সের হইতে ২ সের পর্য্যন্ত পড়ে হয়, কিন্তু একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যেদিন গ্রামে পুলিস পাহারায় আসে, সেদিন রাত্রিতে খেজুর রস চুরি হইবেই। বি, ডি, ও মহাশয় গত ২৪শে ডিসেম্বর পাকবিড়রা যাইয়া গ্রামবাসীদের কদর্য্য ভাষায় গালি গালাজ করেন এবং কেন্দ্র তুলিয়া দিবার ভয় দেখান। তার পরে মিথ্যা রিপোর্ট তো আছেই। লোকে তাহার নিকট কোন বিষয়ে কোন সাহায্য চাহিলে তিনি বলেন—যাও লোক সেবক সংঘ সাহায্য দিবে আমার কাছে হবে না।

এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীতরুণ কান্তি ঘোষ মহাশয় এই জনসেবকটীর মাহাত্ম্য কি একবার স্বচক্ষে দেখিয়া উপলব্ধি করিয়া যাইবেন যে, ব্লকের বি, ডি,ওরা কেমন করিয়া জনসাধারণের সেবা করিতেছে?

লোন আদায় এখন স্থগিত রাখা হোক

গবর্মেণ্ট হইতে চাষীদের যে সমস্ত লোন দেওয়া হইয়াছে—এখনই তাহা আদায়ের জন্য অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। ফলে চাষীরা মহা বিপদে পড়িয়াছে।

এ বৎসর ধান খুব ভাল হয় নাই। গড়ে আট আনাও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ধান না হওয়াতে একমাত্র ভারতবাসী বলিয়া তাহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারিয়াছে। কারণ এ দেশবাসী জনসাধারণের না খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবার এবং মুখ বুঁজিয়া অসহনীয় দুঃখ সহ্য করিবার একটা অসীম ক্ষমতা আছে। তাহা না হইলে গত দশ বৎসরের কংগ্রেসী শাসনকে তাহারা ধূলিসাৎ করিয়া ছাড়িত—যেমন এসিয়াই অন্যান্য দেশের জনসাধারণ—অত্যাচারী ও অযোগ্য শাসন সত্তাকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছে।

যাহা হউক চাষীদের এবার বাস্তবিকই লোন পরিশোধ করিবার ক্ষমতা নাই। যাহা কিছু ধান হইয়াছে তাহা ক্ষেত হইতে খামারে তুলিয়া সেখান হইতেই বিক্রয় করিয়া লোনের তাগিদ মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্ততঃ এবৎসর লোন আদায়টা স্থগিত রাখা দরকার।

সরকার লোককে রিলিফের কাজ দিতে বাধ্য হইয়াছে, লোকের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার জন্য—অথচ এ দিকে তাহাদের ঘটি বাটী বিক্রয় করাইয়া আবার লোন পরিশোধের জন্যও জোর চলিতেছে। তাহাদের লোন আদায় এবার স্থগিত রাখিলে রিলিফের প্রয়োজন কম হইতে পারে। এই সহজ যুক্তিকে সরকার বুঝিবে না ইহাই দুর্দৈব। আমরা আশা করি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অবহিত হইয়া লোন আদায়টা এবারের মতো স্থগিত রাখিবেন।

UNIQUE OPPORTUNITY.
PHONETIC COMMERCIAL INST.
PURULIA, (January Session)
and Raghunathpur.
Admission going on in Shorthand, Typewriting (English & Hindi), Telegraphy (Railway & Postal standard), A. S. M's Course, Book-keeping etc. Lodging available with moderate charge. 95% of the passed students from this branch getting appointments both in Govt & Railway Offices every year.
Apply with one anna stamp to the Principal, Phonetic Commercial Institute, P. O. Purulia. Seats limited.

শিক্ষক চাই

কেবলমাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পাশ বেকারদের জন্য

কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট কর্তৃক প্রবর্ত্তিত 'শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান এবং গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনা' অনুযায়ী কেবল মাত্র বেকার শিক্ষিত যুবকদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। তাহাদের কাজ হইবে গ্রামে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করা।

কাহারা আবেদন করিতে পারেন

১। ১লা মার্চ, ১৯৫৯ তারিখে যাহাদের বয়স ২০ বৎসরের নীচে বা ৩০ বৎসরের উর্দ্ধে হইবে না।

২। কেবলমাত্র যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন তাহারাই দরখাস্ত করিতে পারিবেন। প্রার্থীর যদি ম্যাট্রিকুলেশন অপেক্ষা উচ্চতর ডিগ্রি থাকে—এবং সে যদি এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে রাজীও থাকে তাহা হইলেও তাহার আবেদন গ্রাহ্য হইবে না। অথবা প্রার্থী যদি দরখাস্ত করিবার দিনে সরকারী অথবা বেসরকারী কোন কাজে নিযুক্ত থাকে তাহা হইলেও তাহার আবেদন গ্রাহ্য হইবে না।

আবেদনের শেষ তারিখ

১। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯। আবেদন পত্রের খামের উপরে "কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষকের পদের জন্য দরখাস্ত"—ইহা লিখিতে হইবে।

আবেদনের ফর্ম

১। আবেদনের জন্য সরকারী ফর্মে দরখাস্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক সার্কেলের স্কুল সাব ইন্‌স্‌পেক্টারের নিকট এই ফর্ম্ম ২০ খানা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রার্থীরা এই ফর্ম তাহাদের নিকট হইতে বিনামূল্যে পাইবেন। মুক্তি অফিসেও এই ফর্মের নমুনা রাখা হইয়াছে। যে কোন প্রার্থী আসিয়া এই ফর্ম দেখিয়া যাইতে পারেন।

বেতনের হার

১। মনোনীত প্রার্থী যিনি নিযুক্ত হইবেন তিনি মাসিক ৬২৷৷০ বেতন পাইবেন। তাহাদিগকে বেসরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টার অফ্ স্কুলস এর অনুরোধ ক্রমে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইল)

PURULIA POLYTECHNIC

PURULIA.

Applications are invited to reach the undersigned by the 29th January, 1959 for the undermentioned Posts. The applicants must state clearly their qualifications and experience with dates, their age on the 1st January, 1959, their name, father's name and address.

1) Librarian :—1 post. Pay scale Rs. 130-5-180/- + D.A. Rs. 20/- P.M.

Minimum qualifications :—Passed Intermediate Examination of a recognised University with special Library Training.

2.(a) Fine Mechanic—1 post.

(b) Carpenter Mistry Instructor – 1 post.

Pay scale – Rs. 110-4-150/- + D. A Rs. 20/- P. M.

Minimum qualifications :—Highly skilled craftsman with not less than 5 years experience. For post 2(a) must be capable of repairing and adjusting Survey Instruments and ordinary Electrical and Mechanical measuring Instruments. For post 2. (b) must be capable of reading workshop drawings and imparting training to students and experience in pattern making.

3 Duftry :– 1 post. Pay :—fixed pay of Rs. 50/- per month inclusive of all allowances. Must be a skilled book binder and neat in ruling-work.

Interview at Purulia. No travelling allowance permissible.

Principal,
Purulia Polytechnic.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১২ই মাঘ ১৩৬৫—২৬শে জানুয়ারী ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

বিশ্ববন্দ্য গান্ধীজীর স্মৃতিবার্ষিকী দিবস

৩০শে জানুয়ারী, ১৬ই মাঘ, শুক্রবার

জাতির জনকের অবিস্মরণীয় স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি

৩০শে জানুয়ারী বিশ্বের জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিবস। জাতির সাধক [illegible] হিংসার চিরপূজারীর যোগ্য শান্তির সঙ্গে বীরের মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুতেও যিনি অমৃত, স্মরণের [illegible] চির-জাগ্রত আদর্শ, বিশ্ববরেণ্য সেই যুগমানবের অপূর্ব্ব জীবন আদর্শের স্মরণ ও মননের [illegible] আমরা যেন যোগ্য নিষ্ঠা ও দায়িত্ব লইয়া যোগদান করি—এই কামনা।

আমরা এই কয়দিনের মধ্যে ২৩শে জানুয়ারী মহান নেতাজীর জয়ন্তী অনুষ্ঠান ও ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতার স্মরণ দিবস উদ্‌যাপিত করিয়াছি। আজ আবার জাতির জনকের জীবন আদর্শের ভাব বহন করিয়া আমরা যেন বিবিধ গঠন কর্মের অনুসরণে এই অবিস্মরণীয় দিবস উদ্‌যাপন করি—এই প্রার্থনা।

নিবেদক—অতুলচন্দ্র ঘোষ
পরিচালক—লোক সেবক সংঘ

চীন ও ভারত

কয়েকদিন পূর্ব্বে রাষ্ট্রসংঘের একটি সংবাদ খবরের কাগজ মারফত পরিবেশিত হয়। ইহা হইতে জানা যায় যে, সমগ্র বিশ্বে চাউল রপ্তানীকারক দেশসমূহের মধ্যে বর্ত্তমান বৎসরে লালচীন প্রথম স্থান অধিকার করিবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কুয়োমিণ্টাং শাসিত চীনে দুর্ভিক্ষ ছিল নিত্য-সহচর; অর্দ্ধাহার এবং অনাহারে অধিকাংশ লোক ছিল অভ্যস্ত; পৃথিবীর মধ্যে চাউল আমদানীকারক দেশ হিসাবে চীনের স্থান ছিল সকলের উপরে। অথচ মাত্র কয়েক বৎসরের ব্যবধানে চীন চাউল রপ্তানীতে প্রথম স্থান, ইস্পাৎ শিল্পে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে এবং বস্ত্র রপ্তানীতে জাপান ও ভারতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে এশিয়ার বাজার দখল করিয়াছে—দেশ হইতে চিরকালের জন্য দুর্ভিক্ষকে দূর করিয়া দিয়াছে। এদিকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির একাদশ বর্ষেও বিদেশ হইতে ভারতবর্ষের পরিচালকবর্গ কোটী কোটী টাকার খাদ্যশস্য আমদানী করিতেছে, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া ঋণের প্রত্যাশায় বিদেশীর দরজায় ধর্ণা দিতেছে। আর হতভাগ্য ভারতবাসী করভারে ন্যুব্জদেহে, অর্দ্ধাহারে, অনাহারে নিজের মন্দ ভাগ্যকে ধিক্কার দিতেছে।

একটি দেশ দিন দিন রিক্ত, নিঃস্ব, ভিক্ষুক হইতেছে আর তাহারই প্রতিবেশী অপর রাষ্ট্র দিন দিন সুখ, সমৃদ্ধি আর [illegible] হইয়া উঠিতেছে—ইহার কারণ কি [illegible] ত জাদুবিদ্যা এবং ভোজবাজীতে চীনের খ্যাতি [illegible] এই [illegible] সমগ্র দেশের এই উন্নতি ভোজবাজির দ্বারা হয় নাই। সামগ্রিক উন্নতির বিষয় এখানে আলোচনা করিতেছি না, খাদ্যশস্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে চীন যে অসামান্য উন্নতি করিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে—জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের অগ্রাধিকার দান, জনগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, সমবায় প্রথায় চাষ এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন। ভারতের মত বৃহৎ বৃহৎ মাথাভারী, অকেজো পরিকল্পনায় ইহারা সময়, অর্থ এবং জনশক্তির অপচয় করে নাই।

কিরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে চীন এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতেছে "আর্থিক প্রসঙ্গ" পত্রিকা হইতে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"চীনের জনসংখ্যা ভারতের মতই প্রচুর আর ary, কম; সেইজন্য এখানে যন্ত্রের পরিবর্তে জনবলকে sts. লাগান হইতেছে। সুপরিকল্পিত প্রণালীতে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্ষেতমজুর ও ছোট ছোট ভূস্বামী চাষীকে একত্র করিয়া যৌথখামার বা সমবায় খামার সৃষ্টি করিতেছে। আমাদের প্রথম পরিকল্পনার দুই বৎসর পরে ১৯৫৩ সনে চৈনিক রাষ্ট্রের প্রথম পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়। মাও-সে-তুংএর একটি বিবৃতিতে দেখা যায়—১৯৫৩ সনে যৌথখামার ছিল ১৪০০ টি; ১৯৫৫ সনে ঐ সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬,৫০,০০০ টিতে এবং ১ কোটি ৬৯ লক্ষ কৃষক পরিবার এই সব যৌথখামারে আসিয়াছে। শতকরা ৮০টি খামারের উৎপাদন ব্যক্তিগত খামারের উৎপাদনের চেয়ে বেশী হইয়াছে

চীনের সমবায় খামার সংগঠনের দুইটি লক্ষনীয় বিষয় আছে। প্রথমতঃ চীনের বর্তমান সরকার সাম্যবাদী দল দ্বারা গঠিত হইলেও রাষ্ট্রীয় সংগঠনে তাঁহারা আমাদের দেশের মতই মিশ্র অর্থনীতি (mixed econmy) গ্রহণ করিয়াছেন; দেশের সমগ্র ভূমিসম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ব করেন নাই; জমির মালিক, চাষী ও মধ্যবিত্ত উভয়ই আছে। দ্বিতীয়তঃ জোর করিয়া কাহাকেও সমবায় নীতি গ্রহণে বাধ্য করা হইতেছে না। স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী যে এলাকায় যতটা সম্ভব ততখানি অগ্রসর হইতেছে; ১০।১৫টি কৃষক পরিবার লইয়া গঠিত ছোট খামার হইতে ৭০০।৮০০ পরিবার লইয়া সুবৃহৎ খামার পর্য্যন্ত নানা আয়তনের খামার গঠন করা হইতেছে। চীনের কৃষকের অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে মাও-সে তুং বলিয়াছেন—"আমাদের দেশেরজন সংখ্যা বিপুল; চাষের জমি কম; দেশের সমগ্র কৃষিজমি ধরিলে মাথাপিছু ৩ মৌ জমি আছে (১ মৌ = ⅙ একর = ⅓ বিঘা)। দক্ষিণের প্রদেশগুলিতে মাথাপিছু ১ মৌ বা তাহারও কম। বন্যা, অনাবৃষ্টি শিলাবৃষ্টি, তুষারপাত ও কীটপতঙ্গের উপদ্রবে প্রতি বৎসরই দেশের শস্যহানি হয়।

(৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

১২ই মাঘ, সোমবার

গান্ধীজী স্মরণে

৩০শে জানুয়ারী গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ দিবস। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী নাথুরাম গডসে তাহার দেহকে বিনাশ করিয়াছিল। গান্ধীজীর অনুবর্ত্তীরা যাহারা সেই নাথুরাম গডসেকে বিচার করিয়া ফাঁসী দিয়াছিল তাহারাই আজ গান্ধীজীর আদর্শকে হত্যা করিয়া চলিয়াছে—ইহাদের বিচার কাহারা করিবে? এই ৩০শে জানুয়ারীতে দেশবাসী সম্মিলিত হইয়া কোন সংকল্প গ্রহণ করিবে? ভারতের জাতীয় জীবনে কাহারা কোন ভাবধারার প্রবাহ সৃষ্টি করিবে? কোন লক্ষ্যে জাতির গতি প্রধাবিত হইবে? গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ দিবসে আজ ইহাই তো জাতির বিচার্য্য, স্মরণীয় ও করণীয়।

পূজা আমরা অনেক করিয়াছি অনেক করিতেছি। গান্ধীজীর দেহ ভস্ম-তীর্থে তীর্থে, ত্রিবেণী সঙ্গম হইতে সাগর সঙ্গমে, সমস্ত স্থানে নিক্ষেপ করিয়াছি—তাহার বড় বড় মূর্ত্তি চৌমাথায় স্থাপন করিয়াছি, অফিসে আদালতে, বিধান সভায়, লোক সভায় তাহার বড় বড় ছবি টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছি, 'সত্যমেব জয়তে'—সরকারী মন্ত্র করিয়াছি, ৩০শে জানুয়ারী তারিখে রাষ্ট্রপতি ভবনের শ্বেত প্রস্তরের চত্বর হইতে দিল্লীর রাজঘাটের দাহ স্থান হইতে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে জাতির জনককে স্মরণ করিয়া জাতির নিকট তাহার বাণী পরিবেশন করিতেছি—আর শাসনের অহিংস লগুড়াঘাতে দেশবাসীর মাথা ফাটাইয়া গান্ধীজীর স্বরাজের মন্ত্রে তাহাদের উদ্বোধিত করিতেছি। জাতির জনকের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা ভারতবর্ষের জমিদারী পাইয়াছি—গান্ধীজীর নামে গোষ্ঠী গোত্র মিলিয়া আমরা তাহা ট্রাষ্টী অর্থাৎ অছিরূপে ভোগ করিতেছি। তোমরা ৩০শে জানুয়ারী তারিখে আমাদের জয়ধ্বনি দাও! আমরা গান্ধীজীর জয়ধ্বনি দিই! জাতির জনকের আত্মা মোক্ষলাভ করুক, জাতির জনক যাহাদের জন্য বাঁচিয়া ছিলেন যাহাদের জন্য মরিয়াছেন তাহারা অহিংস ধর্ম আচরণ করুক, আর আমরা অর্থ ও কাম লাভ করি—ইহাই গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ দিবসের স্মরণ-অনুষ্ঠানে গান্ধীজীর উত্তরাধীকারীদের আন্তরিক প্রার্থনা। ৩০শে জানুয়ারী তারিখে ইহাই তাহাদের স্মরণ অনুষ্ঠান!

গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণের এই স্মরণ-অনুষ্ঠান দিবসে গান্ধীজীর একটী বিস্মৃত বাণী দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। তিনি বলিয়াছেন—"ক্ষুধার্ত্ত মানুষের কাছে ভগবান রুটীর রূপেই আবির্ভূত হন"। আজ শাসন ব্যবস্থায় দেশবাসী জনসাধারণের নিকট হইতে এই ভগবান ক্রমশঃই সরিয়া যাইতেছেন—তাহাকে ষড়ৈশ্বর্য্য মণ্ডিত করিয়া শাসক গোষ্ঠি সানুচর তাহাদের প্রাসাদে সরাইয়া লইয়াছেন। এই ভগবান—আজ ক্ষুধার্ত জনসাধারণকে লাভ করিতে হই[illegible] প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহার জন্য যে [illegible] যে সাধনা যে কর্ম, যে উদ্যোগ, যে ব্যবস্থা ও সংগ্রাম প্রয়োজন তাহার জন্য দেশবাসীকে সংকল্পবদ্ধ হইতে হইবে—উদ্বোধিত হইতে হইবে। ক্ষুধার্ত্ত মানুষের নিকট এই ভগবানকে আবির্ভূত করাইবার পথ গান্ধীজী তাহার জীবনে কর্মের সাধনার পথে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া আছি। আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার ভিত্তিতে জনশক্তিকে জাগ্রত, উদ্যত ও কর্মশীল হইতে হইবে। ইহাই বর্তমান স্মরণ-অনুষ্ঠান দিবসের কার্য্যকরী অনুষ্ঠান। দেশবাসীকে এই লক্ষ্যে আয়োজন করিতে বলি।

সুভাষ জয়ন্তী

২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ৬৩তম জন্ম জয়ন্তীর অনুষ্ঠানের দিবস ছিল। ভারতবর্ষে তাহার অনুরাগী—তাহার আদর্শের প্রতি অনুরক্ত যাহারা, তাহারা এই জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অনেক কথাই বলিয়াছেন—মায় রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ পর্য্যন্ত দিল্লীতে এক জনসভায় তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা দিয়াছেন! তিনি নেতাজীকে শহীদ বলিয়া আখ্যাত করিয়া বলিয়াছেন যে—জাতীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাহার স্থান খুবই উচ্চ; তাহার জীবন নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও দেশসেবার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—ইহা ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে নিয়ত প্রেরণা দিতে থাকিবে।

নেতাজী মারা গিয়াছেন কি বাঁচিয়া আছেন সে সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত ভাবে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তিনি মারাই গিয়াছেন ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বর্ত্তমান কংগ্রেস নেতৃবর্গ নানা প্রকারে চেষ্টা করিলেও সে বিষয়ে জোর করিয়া কিছু বলিবার মতো ক্ষমতা তাহাদের হয় নাই। সুতরাং আজ তাহাকে 'শহীদ' বলিয়া আখ্যাত করিবার নিশ্চিত তথ্য রাষ্ট্রপতি কোথায় পাইলেন, তাহাই প্রশ্নের বিষয়।

যাহা হউক তিনি যে ভাবে যেখানেই থাকুন না কেন—ভারতবাসীর জীবনে তিনি অমর হইয়াই রহিয়াছেন এবং অমর হইয়াই থাকিবেন—একটা জ্বলন্ত ও জীবন্ত আদর্শরূপে, একটী খাঁটি মানুষরূপে, সাধক, তপস্বী ও দেশপ্রেমের অনির্বাণ শিখারূপে। জাতির বহু সাধনার ফলে জাতির মধ্যে এমন একটী মানুষ আসে—যে ধ্রুব তারার মতো জাতিকে পথ নির্দ্দেশ করে। মানুষ মরদেহ লইয়া চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না—কিন্তু এই মর-জগতে সে তাহার অবদানের মধ্যে অক্ষয় হইয়া থাকে। নেতাজী আমাদের জাতীয় জীবনের গতিপথে অক্ষয় সম্বল রাখিয়া গিয়াছেন—আমরা যাহারা এখনও আছি তাহারা সেই সম্বলকে অবহেলা করিব, না উপযোগ করিব তাহারই উপর নেতাজীর জন্ম জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে আমাদের আন্তরিকতা নির্ভর করিতেছে। একটা প্রাণহীন, উদ্দেশ্যহীন, সংকল্পহীন অনুষ্ঠান দ্বারা আমরা তাহার জন্ম জয়ন্তীকে অমর্য্যাদা করিতেছি কিনা তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে।

যদি সত্যই আমরা এই নেতাজী জয়ন্তীকে জাতির জীবনে সফল করিতে চাই, তবে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—জাতির জীবনে এই যে একটা অক্ষম, দূষিত ও ক্লেদাক্ত নেতৃত্ব চলিতেছে তাহা শাসন ক্ষেত্রেই হোক বা অন্য যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন—তাহার অবসানের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ও উদ্যোগী হওয়া। এখানে কোন আপোষ নাই—হিসাবী বুদ্ধির কোন স্থান নাই। যাহা চলিতেছে তাহা সম্পূর্ণরূপে উৎসাদিত করিয়া জাতির জীবনে নূতন ভিত্তির পত্তন করিতে হইবে। এই নেতৃত্বকে নেতাজী ভাল করিয়াই জানিয়াছিলেন, চিনিয়াছিলেন এবং তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে—ভারতের জীবনে ইহারা কেবল দুর্দ্দৈবকেই ডাকিয়া আনিবে। তাহার উপলব্ধি আজ জাতীয় জীবনে সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। নেতাজী আজ ভারতবর্ষে উপস্থিত থাকিলে এই নেতৃত্বকে তিনি নির্ম্মূল করিয়া ছাড়িতেন—তিনি উপস্থিত নাই, কিন্তু তাহার উত্তর সাধক বলিয়া যাহারা নেতাজীর জন্ম জয়ন্তীতে আজও অনুষ্ঠান করিতেছেন—তাহারা যদি এই আপোষহীন সংগ্রামে উদ্যোগী হন তবেই এই জয়ন্তী প্রকৃত অনুষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে।

২৬শে জানুয়ারী

পরাধীন ভারতে ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতবাসী স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করিত—স্বাধীন ভারতে তাহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য, ইহাকে সাধারণতন্ত্র দিবস বা প্রজাতন্ত্র দিবসরূপে আখ্যাত করিয়া কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকার একটা প্রহসনের অভিনয় করিয়া চলিয়াছে।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পরে প্রজাতন্ত্র বা সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই—যাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা স্বৈরতন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসী কায়েমী-স্বার্থবাদীদের শোষণতন্ত্র। এই প্রজাতন্ত্রে প্রজাদের স্থান কোথায় বলিতে পার? প্রজাদের স্থান পাঁচ বৎসরে একবার ভোটের সময় আর তাহার পরে আগামী ভোট পর্য্যন্ত শোষণের ক্ষেত্ররূপে। শাসন ক্ষেত্রে প্রজার স্থান নাই—মানুষ হিসাবে ভারতের জনগণের বর্তমান নেতৃত্বের, নিকট কোথায়, কতটুকু মূল্য আছে দেখাইয়া দাও দেখি? শিক্ষাহীন, কর্মহীন, অন্নহীন, মানুষের বাঁচিবার মতো ন্যূনতম সম্বলহীন নরনারী জাতির জীবনে প্রেতাত্মার মতো বিচরণ করিতেছে—আর তাহাদের জীবনের সম্বল লইয়া ভারতের ভাগ্যের নিয়ন্তৃক হইয়া ভাগ্য বিধাতারা ইন্দ্রের পারিজাত বনে মধু সেবন করিতেছে। এই তো আমাদের প্রজাতন্ত্রের রূপ! ইহার অনুষ্ঠান যাহারা করিতেছে তাহারা কেবল বেয়নেটের বহর দেখাইয়া প্রজাকে সতর্ক করিয়া দিতেছে যে—আমরা রাজা—তোমরা প্রজা, আমরা শাসক—তোমরা শাসিত, আমরা প্রভু—তোমরা আমাদের খিদমতগার; আমরা যাহা বলিতেছি, যাহা করিতেছি তাহাতে তোমরা কেবল নির্বিবাদে এবং নির্বিচারে—প্রজাতন্ত্রের জয় বলিয়া জয়ধ্বনি দাও—ইহাই প্রজাতন্ত্রের বাৎসরিক অনুষ্ঠান!

সরকারী পুলিশ ও সৈন্যের কুচকাওয়াজই ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্রের অনুষ্ঠান; সরকারী প্রসাদভোজী আমীর ও ওমরাহদের সমাবেশই এই অনুষ্ঠানে জনসমাবেশ; রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর আত্মপ্রসাদের ধোঁকাবাজী এই প্রজাতন্ত্র দিবসের বাণী—আর কোটী কোটী প্রজা জনসাধারণের অনশন, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, বেকারী এবং দুর্বহ জীবনই এই প্রজাতন্ত্রের আশীর্ব্বাদ।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতা প্রজা জনসাধারণের জন্য আসে নাই—আসিয়াছে লুব্ধ শাসক-গোষ্ঠী ও তাহাদের পারিষদবর্গের জন্য। এই ব্যবস্থার উৎসাদন করিবার সংকল্প আজ ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতবাসী জনসাধারণকে গ্রহণ করিতে হইবে—কার্যকরী করিতে হইবে। স্বাধীন ভারতে সত্যাকারের প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিবার দৃঢ় সংকল্পই প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান হইতে পারে—বর্ত্তমান প্রহসন ২৬শে জানুয়ারীর অনুষ্ঠান নয়।

পরলোকে ভারত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

গত ৭ই মাঘ বুধবার ভারতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। তিনি প্রায় দুইমাস যাবৎ দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন।

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ১৮৯৪ সালে পুরুলিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। গিরিডি হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে আই, এস, সিতে ভর্ত্তি হয়। ১৯১৫ সালে রসায়ন শাস্ত্রে এম, এস, সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯১৮ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন শাস্ত্রে গবেষণাকার্য্যে বহুসারিধককাল লিপ্ত থাকিয়া প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া ডাঃ জ্ঞান ঘোষ ১৯২১ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯২১ হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। ইহার পর হইতে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তিনি ভারতের বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া ভারতের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

পুরুলিয়ার জনসভায় তীব্র প্রতিবাদ

পুরুলিয়া-বেগুনকোদর রেললাইন তোলা ও লোকোসেড অপসরণ করা চলিবে না

বিভিন্ন দলের সম্মেলন ঃ জনসভায় প্রস্তাব গৃহীত

কেন্দ্রীয় সরকারের রেল কর্তৃপক্ষ পুরুলিয়া-বেগুনকোদর রেল লাইন তুলিয়া দিবার ও পুরুলিয়া লোকোসেড অপসারণ করিবার জন্য যে অপচেষ্টা করিতেছেন তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ও তাহার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে গত ২৫শে জানুয়ারী পুরুলিয়ার রাস ময়দানে পুরুলিয়ার বিভিন্ন বিরোধী দলের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সর্বসম্মতি ক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই সম্মেলনের পরে বেলা প্রায় ৫টার সময় ঐস্থানেই এক বিরাট জনসভা হয়। পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন এলাকা হইতে বহু লোক দলে দলে এই রেললাইন তোলার বিরুদ্ধে, বিশেষ ভাবে রচিত গান গাহিয়া শোভাযাত্রা সহকারে এই সভায় যোগদান করেন। শ্রীবিভূতি ভূষণ দাস গুপ্ত এম, পি এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভার প্রারম্ভে একটী দল এই রেললাইন ও লোকোসেড তোলার বিরুদ্ধে নিজেদের রচিত একটী টুইগান করেন। পরে যথাক্রমে সর্বশ্রী মিহির কুমার চট্টরাজ (ফরোয়ার্ড ব্লক), অমূল্য কর্মকার (কং), অলক চৌধুরী (আর, এস, পি), প্রহ্লাদ বাউরী (বিড়ি মজদুর সংঘ) অরুণ চন্দ্র ঘোষ (লোক সেবক সংঘ) ও শ্রীমহাদেব মুখার্জি বক্তৃতা করেন।

বক্তাগণ এই রেললাইন তোলা, লোকোসেড অপসারণের সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার ও রেল কর্তৃপক্ষ যে অন্যায় মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন তাহার তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিয়া ইহার সহিত পুরুলিয়ার আর্থিক স্বার্থ ও জনস্বার্থের যে সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহার বিভিন্ন দিক বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। প্রয়োজন হইলে সংঘবদ্ধ জনশক্তির দ্বারা ইহার প্রতিকার ও প্রতিরোধ করিতে হইবে বলিয়া বক্তাগণ জনগণকে উদ্বোধিত করেন।

শ্রীপ্রবীর মল্লিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবটী জনসভায় উপস্থিত করেন এবং এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায় ইহার সমর্থন করেন। জনসভায় প্রস্তাবটী—সর্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটী নিম্নে দেওয়া হইল।

পরিশেষে সভাপতি তাহার সমাপ্তি বক্তৃতাতে এই রেললাইন উঠাইয়া দিবার ও লোকোসেড অপসারণের সম্বন্ধে রেলমন্ত্রী, রেলওয়ে বোর্ড ও পশ্চিমবাংলার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সহিত যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার বিবরণ দেন।

বিরাট উৎসাহের সহিত জনসভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

জনসভায় যে প্রস্তাবটী সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হইয়াছে তাহার নকল নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট পাঠান হইয়াছে—১। ভারতের প্রধান মন্ত্রী—দিল্লী; ২। রেল মন্ত্রী—দিল্লী; ৩। রেলওয়ে বোর্ডের চ্যায়ারম্যান—দিল্লী; ৪। ডাঃ বিধান রায়, মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ—কলিকাতা; ৫। শ্রীভূপতি মজুমদার—শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ, কলিকাতা।

জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব

"কেন্দ্রীয় সরকার ও রেল কর্তৃপক্ষ পুরুলিয়া হইতে বেগুনকোদর পর্য্যন্ত রেলপথটি তুলিয়া দিবার এবং পুরুলিয়া হইতে 'লোকো এবং ক্যারেজ শেড্' অপসারণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে। জেলার বিভিন্ন দল ও মতের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ এই সিদ্ধান্তকে অপচেষ্টা বলিয়া মনে করিতেছেন এবং ইহার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সম্মেলন মনে করে যে, কেন্দ্রীয় সরকার ও রেল কর্তৃপক্ষের এই অপচেষ্টার ফলে পুরুলিয়ার অনুন্নত আর্থিক জীবন আরও বিপর্য্যস্ত হইবে এবং এই জেলাবাসী রেল শ্রমিক ও কর্মচারীদের জীবন বহু ভাবে বিপন্ন হইবে।

এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রেল কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের সহিত কোনরূপ পরামর্শ করেন নাই এবং ইহাও জানা গিয়াছে যে রেল কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের সহিত এ বিষয়ে কোনো পরামর্শ করেন নাই। এই প্রস্তাবিত অপসারণের পক্ষে যে সকল সম্ভাবিত কারণ জানা গিয়াছে তাহা গ্রহণের অযোগ্য ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত তথা জনগণের ক্ষতিকর বলিয়া এই সম্মেলন মনে করে। কেন্দ্রীয় সরকারকে ও রেল কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে এই অবিচার প্রসূত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিবার দাবী জানাইতেছে।

এই সম্মেলন ইহাও জানাইতে চায় যে বেগুনকোদর হইতে রাঁচী পর্য্যন্ত রেলপথ যখন 'ব্রড গেজে' পরিণত হইতেছে তখন জেলার জনস্বার্থের প্রয়োজনে পুরুলিয়া-বেগুনকোদর 'ন্যারো গেজ' রেলপথটিও 'ব্রডগেজে' রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্যই করিতে হইবে।

সম্মেলন ইহাও দাবী করে যে পুরুলিয়ার লোকো শেডটীও 'ব্রড গেজের' উপযোগী করিয়া উন্নততর 'শেডে' পরিণত করিতে হইবে এবং এই শেডের সহিত 'ডিজেল' ও বৈদ্যুতিক ট্রেনের মেরামত ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজের জন্য কারখানাও পুরুলিয়া ষ্টেশনে স্থাপন করার ব্যবস্থা অবলম্বনও করিতে হইবে।

এই সম্মেলন কেন্দ্রীয় সরকার ও রেল কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়া দিতে চায় যে যদি তাঁহারা তাঁহাদের এই অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়াই চলিতে চান এবং জনসাধারণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও পুরুলিয়া বেগুনকোদর রেলপথ ও লোকোশেড তুলিয়া দিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে অনিবার্য্যভাবেই জনসাধারণকে তাহাদের অপরিহার্য্য প্রতিরোধ প্রচেষ্টার পথই অনুসরণ করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষের অবাঞ্ছিত এই সিদ্ধান্তকে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থার সম্মুখীন হইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।"

নেতাজীর ৬৩তম জন্ম-জয়ন্তী

পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন মহল্লায় বিশেষ উৎসাহ ও আড়ম্বরের সহিত বালক বালিকাদের কুচকাওয়াজের ধ্বনি, জয়লগ্ন পালনকল্পে শঙ্খধ্বনি, জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করা হয়। এবং বৈকালে ছোট ছোট জনসভায় নেতাজীর আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনাদি করা হয়।

মুরাডিতে নেতাজী জন্ম জয়ন্তী

মুরাডি সাহিত্য মন্দিরের উদ্যোগে সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম দিবস সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। সভায় গ্রামস্থ ও পার্শ্ববর্তী গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ যোগদান করেন। প্রথমে 'জনগণ মন' সঙ্গীত হয় তার পর নেতাজীর প্রতীককে মাল্যদান পরে সকলে মিলিয়া বাদ্যভাণ্ড সহ গ্রামের সমস্ত রাস্তা ভ্রমণ করা হয়।

পুরুলিয়া হইতে খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলার বদলী

পুরুলিয়া হইতে খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলার শ্রী পি, আর সেনগুপ্তের বিষ্ণুপুরে বদলীর সরকারী আদেশ হইয়াছে বলিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে জানা গেল। এই জানুয়ারী মাসের মধ্যেই তিনি বদলী হইতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

ইহার এবং ইহার খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে জনসাধারণের বহুবিধ গুরুতর অভিযোগ ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া উঠিতেছিল। সম্প্রতি পুরুলিয়ার সাংবাদিক শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত কণ্ট্রোলার মহাশয়ের উদ্ধত ও অশিষ্ট আচরণের প্রতি বিশেষভাবে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এই সমস্ত বিষয়েই সংবাদপত্রে আলোচনা, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের এবং খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। যাহা হউক বিলম্ব হইলেও যে কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন —ইহা উল্লেখযোগ্য!

এই সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের কেবল বদলী করিয়াই জনসাধারণের অভিযোগের প্রতিকার হয় না বলিয়া

আমরা মনে করি। ইহাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগের প্রকাশ্য তদন্ত হইয়া ইহাদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান হওয়া প্রয়োজন! ব্যাপকভাবে তাহাই ইহাদের নিয়ন্ত্রণ করিবার উপযুক্ত পন্থা।

বিচারে বিলম্বহেতু জনসাধারণের হায়রাণী

"বিচারে বিলম্ব করা—বিচারে সুবিধা না দেওয়ারই সমান" এইরূপ কথা ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কলিকাতার ইনকর্পোরেটেড ল সোসাইটির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে এক শুভেচ্ছাবাণীতে জানাইয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—সম্প্রতি বিচারে যে দীর্ঘ বিলম্ব ঘটিতেছে তাহাতে আমি খুবই উদ্বিগ্ন হইয়াছি। * * * বিলম্বে বিচার করা, বিচারে সুবিধা না দেওয়ার সমান।

শ্রীনেহেরু অনেক কথাই বলেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ অতি অল্পই দেখা যায়। এবং যাহাদের উপর এই ভার থাকে তাহারাও গ্রাহ্য করেন না।

আমরা বলিতেছি—এই জেলার আদালতগুলিতে এমন বহু মামলা দিনের পর দিন ফেলিয়া বিচারপ্রার্থীদের অযথা হায়রাণী করা হইতেছে। এবং এস, ডি, ও কর্তৃক কোন বিষয় জুডিশিয়াল ইনকোয়ারীর জন্য কোন মামলার বিষয় কোন ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রদান করিলে দিনের দিন—সেই ম্যাজিষ্ট্রেট ইন্‌কোয়ারী রিপোর্ট দাখিল না করাতে বিচার প্রার্থীগণ হাজির হইতেছেন এবং "ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই" এই কথা শুনিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। শ্রীনেহেরুর এই কথাটির প্রতি এইসব ম্যাজিষ্ট্রেটদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বিংশতিতম জেলাবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

আগামী মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান "মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথির" উদ্যোগে পুরুলিয়াতে জেলা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন ও শাখা অধি বেশনরূপে—"জেলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন" "জেলা সঙ্গী সম্মেলন" "মহিলা সম্মেলন", "জেলা শিল্প প্রদর্শনী মেলা এবং সঙ্গীত সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হইবে। অন্যা বৎসরের ন্যায় ভারতের খ্যাতনামা সাহিত্যিক, সুধীজ এবারের সম্মেলনসমূহে অংশ গ্রহণ করিবেন। জেলা বাসীর প্রত্যেকের সহযোগিতা কামনা করিয়া আবে দন জানান হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্পাদক "মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথি" পোঃ পুরুলিয়া, এই ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

২৯শে, ৩০শে ও ৩১শে জানুয়ারী তিনদিন পুরুলিয়া হইতে চক্রধরপুর দুইটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন বন্ধ

রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে—১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই মাঘ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার—এই তিন দিন—

(১) সন্ধ্যা বেলায় যে ট্রেনটি আদ্রা হইতে চক্রধরপুর যায়, সেটি পুরুলিয়া পর্য্যন্ত আসিয়া আর যাইবে না।

(২) সকাল বেলা যে ট্রেনটি চক্রধরপুর হইতে আদ্রা যায় সেই ট্রেনটি চক্রধরপুর হইতে না ছাড়িয়া একেবারে পুরুলিয়া হইতে ছাড়িবে। পুরুলিয়ায় ট্রেন আসিবার ও পুরুলিয়া হইতে ট্রেন ছাড়িবার সময়ের কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

হাওড়া-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ও চক্রধরপুর হইতে হাওড়া প্যাসেঞ্জার যথারীতি চলিবে।

জনসাধারণ এই তিন দিন এই অনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া লউন।

(২য় পৃষ্ঠার পর হইতে)

আর কৃষির পদ্ধতিও অত্যন্ত সেকেলে; কাজেই অধিকাংশ কৃষক অত্যন্ত দরিদ্র। কৃষকগণের এই বিরাট অংশকে যদি দারিদ্র্য হইতে মুক্তিলাভ করিতে হয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলাইতে হয়, তবে সমবায়ের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হইয়া সমাজতান্ত্রিক পথে চলিতে হইবে। কৃষির উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। তবেই গ্রামাঞ্চলে কুটীর শিল্প গড়াইয়া দিয়া, ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হইবে এবং দ্রুত শিল্পায়নের পথ উন্মুক্ত হইবে। কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা না বাড়াইলে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়াইয়া কোন লাভ হইবে না। কৃষির উৎপাদন প্রসারের জন্য ট্রাক্টর, রাসায়নিক সার, যান্ত্রিক পরিবহন, বিদ্যুৎ অথবা তেল পরিচালিত শক্তি এসবের ব্যবহার ক্রমশঃ অপরিহার্য হইবে। কিন্তু বৃহদাকার কৃষিক্ষেত্র ছাড়া এসব উপকরণ কাজে লাগান যায় না। সুতরাং প্রথম পর্যায়ে দরিদ্র কৃষকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডগুলিকে সমবায়ের মাধ্যমে একলপ্ত করিতে হইবে।"

"মাও-সে-তুং এর বর্ণনায় কি আমাদের দেশের কৃষক ও কৃষির চিত্রও ফুটিয়া উঠিতেছে না? ভারতের মাথাপিছু সামগ্রিক জমি ২ একরেরও কম (১'৯৮ একর); তাহার মধ্যে কৃষিযোগ্য জমি ১ একরেরও কম; কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে ½ একরের কিছু বেশী ('৬৯ একর)। পশ্চিমবঙ্গে জনতার চাপ অধিকতর। এ রাজ্যে সামগ্রিক হিসাবে মাথাপিছু জমি আছে '৮ একর; কৃষির জমি মাথাপিছু '৬ একর এবং শতকরা ৫৮ জন কৃষির উপর নির্ভরশীল। প্রতি কৃষক পরিবারে ৫ জন লোক ধরিলে এক একটি পরিবারের ভাগে গড়ে কৃষির জমি আছে ৫ একর। ধান্য উৎপাদনের হার প্রতি বিঘায় তিন মণ; রাজ্যের মোট প্রয়োজনের ২/৩ অংশ রাজ্যে উৎপন্ন হয় অবশিষ্ট ⅓ অংশ আমদানি করিতে হয়।"

ব্যয় সঙ্কোচের বহর

এতদিন এক একটি করিয়া পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হইয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরেই অর্থাভাবের সম্মুখীন হইয়া হাত গুটাইয়া লওয়া হইয়াছে। যখনই এই ধরণের কোন অঘটন ঘটিয়াছে তখনই কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্রগণ সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার উপর নির্দ্দেশ জারী করিয়াছেন—ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইবে।

কিন্তু অপরকে ব্যয় সঙ্কোচ করার উপদেশ দিলেও তাঁহাদের নিজেদের আচরণে সে চেষ্টা আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে দেখা যায়, বিভিন্ন খাতে অমিত ব্যয়ের বান ডাকিয়া যাইতেছে। রাষ্ট্রীয় থানাপিনা বা বিদেশস্থ দূতাবাসসমূহের জন্য ত বটেই, অন্যান্য বাবদেও অপব্যয়ের অন্ত নাই। গত বৎসর কয়েকজন মন্ত্রী যে পরিমাণ ভ্রমণ-ভাতার বিল করিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু—	২০,০০০৲
প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী—	৩৫,৫৫২৲
বর্তমান অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই—	৩৩,১৪৭৲
প্রচারমন্ত্রী কেশকার—	২৯,০৪০৲
খাদ্যমন্ত্রী অজিতপ্রসাদ জৈন—	২৩,৭৮৭৲

অতিথি-আপ্যায়ন ভাতা লইতেও অনেকে আদৌ কার্পণ্য করেন নাই। যথা—

শ্রীনেহেরু—	৫,৫৫০৲
মোরারজী দেশাই—	৬,০০০৲
কৃষ্ণমেনন—	৬,০০০৲
লাল বাহাদুর শাস্ত্রী—	৫,২১৭৲
সত্যনারায়ণ সিংহ—	৫,৫০০৲
কেশকার কিঞ্চিদধিক—	২,৭০০৲
এস, কে, দে কিঞ্চিদধিক—	২,৭০০৲

গৌরী সেনের টাকা খরচ হইতেছে জলের মত। মন্ত্রীগণ ব্যয় সঙ্কোচের পরামর্শ দিয়াই কর্তব্য শেষ করিতেছেন।

(ভারত জ্যোতিষ সৌজন্যে)

ভ্রম সংশোধন

গত ৫ই মাঘের ৩য় সংখ্যা 'মুক্তিতে' শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত লিখিত 'বান্দোয়ান ও কংগ্রেসী শাসন' শীর্ষক প্রবন্ধের ২য় প্যারাগ্রাফের ৭ম লাইনে "...হস্তান্তর আইনে ১০ বৎসর" ছাপা হইয়াছে—উহা "হস্তান্তর আইনে ১ বৎসর" হইবে।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। পত্রেপত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয়।

চুরি না রাজনৈতিক প্রতিহিংসা

বান্দোয়ান হইতে শ্রীভজহরি মাহাত জানাইতেছেন :

বিগত ১০ই জানুয়ারী রাত্রিতে বান্দোয়ান থানার জিতান গ্রামের সর্বশ্রী কালিরাম মাহাত, মতিদাস, ফাগু মাহাত ও ভেঠু মাঝির বাড়িতে চুরি হইয়াছে। চোরেরা থালা, ঘটি, চাউল, ধান্য ইত্যাদি লইয়া পলায়ন করিয়াছে। থানা পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। পুলিশ নামেমাত্র তদন্ত করিয়া আপন কাজ করিয়া আসিয়াছে।

ইংরাজ আমলে বান্দোয়ান থানার কংগ্রেসী গ্রাম এই জিতান। অকথ্য অত্যাচার সহ্য করিয়াছে এই জিতান গ্রামের গ্রামবাসীগণ। বিহার আমলেও বহু অত্যাচার চলেছে এই জিতান গ্রামের গ্রামবাসীদের উপর। কিন্তু কোন দিন চুরি হয় নাই। এখন বাংলার শাসনের সহিত যুক্ত হইতেই শুরু হইল চুরি। বিগত ভাদ্র মাসে এই গ্রামের থুকু ভূমিজের বাড়ীতে সিন্দ হইয়াছিল। এই চুরিও রাজনৈতিক। এই থানায় অন্যান্য থানা হইতে কয়েকজন গুণ্ডা শ্রেণীর লোক আসিয়া নিকটবর্তী গ্রামেই বসবাস করিতেছে। এ বিষয়ে থানা পুলিশে সংবাদ দিয়াও কোন প্রতিকার হয় নাই। হবার আশাও নাই। কারণ লোক সেবক সংঘের বিরুদ্ধে ইহাদের দ্বারা পুলিশ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার আশায় তাদের সমর্থন করিয়া চলিয়াছে। এই চুরিতে অঞ্চলের লোকের মনে আতঙ্ক আসিয়াছে—এই জন্যই যে, ইংরাজ আমল হইতে বিহার আমল পর্য্যন্ত যেখানে কোন রকম চুরি হয় নাই, চোরেরা চুরি করিবার সাহসও করে নাই, সেই গ্রামে বাংলার আমল আসার এক বৎসর পর হইতেই চুরি হইল—এই সাহস আসিল কেমন করিয়া?

শিক্ষক চাই

কেবলমাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পাশ বেকারদের

কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট কর্তৃক প্রবর্ত্তিত 'শিক্ষিত বেকার কর্মসংস্থান এবং গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার পরিকল্পনা' অনুযায়ী কেবল মাত্র বেকার শিক্ষিত যুব দের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে তাহাদের কাজ হইবে গ্রামে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক করা।

কাহারা আবেদন করিতে পারেন

১। ১লা মার্চ, ১৯৫৯ তারিখে যাহাদের বয়স বৎসরের নীচে বা ৩০ বৎসরের উর্দ্ধে হইবে না।

২। কেবলমাত্র যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফা ন্যাল পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন তাহারাই দরখাস্ত করি পারিবেন। প্রার্থীর যদি ম্যাট্রিকুলেশন অপেক্ষা উচ্চ ডিগ্রি থাকে—এবং সে যদি এই পরিকল্পনা অনু গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে রাজী থাকে তাহা হইলেও তাহার আবেদন গ্রাহ্য হ না। অথবা প্রার্থী যদি দরখাস্ত করিবার দিনে সরকা অথবা বেসরকারী কোন কাজে নিযুক্ত থাকে তা হইলেও তাহার আবেদন গ্রাহ্য হইবে না।

আবেদনের শেষ তারিখ

১। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ১০ই ফে য়ারী ১৯৫৯। আবেদন পত্রের খামের উপরে "কে সরকার কর্তৃক প্রবর্ত্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রার্থি শিক্ষকের পদের জন্য দরখাস্ত"—ইহা লিখিতে হইবে

আবেদনের ফর্ম

১। আবেদনের জন্য সরকারী ফর্মে দরখাস্ত করি হইবে। প্রত্যেক সার্কেলের স্কুল সাব ইন্‌স্‌পেক্টরে নিকট এই ফর্ম ২০ খানা করিয়া দেওয়া হইয়াছে প্রার্থীরা এই ফর্ম তাহাদের নিকট হইতে বিনামূ পাইবেন। মুক্তি অফিসেও এই ফর্মের নমুনা র হইয়াছে। যে কোন প্রার্থী আসিয়া এই ফর্ম দে যাইতে পারেন।

বেতনের হার

১। মনোনীত প্রার্থী যিনি নিযুক্ত হইবেন তি মাসিক ৬২৲ বেতন পাইবেন। তাহাদিগকে বে কারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টার অফ্ স্কুলস এর অনুরোধ ক্র এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইল)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৯শে মাঘ ১৩৬৫— ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

স্বর্গীয় মৌলানা আজাদ কর্তৃক কংগ্রেস নেতাদের স্বরূপ প্রকাশ

মহাত্মা গান্ধীর হত্যা, ভারত বিভাগ প্রভৃতির জন্য কংগ্রেস নেতৃবর্গ দায়ী

'ভারতের স্বাধীনতা লাভ' নামক গ্রন্থে মৌলানা আজাদ কর্তৃক কংগ্রেসী নেতাদের সম্বন্ধে চাঞ্চল্য কর তথ্য প্রকাশ

স্বর্গীয় আবুল কালাম আজাদ যিনি কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিলেন—তিনি জীবিতাবস্থায় এক-খানা বই লিখিয়া সে সম্বন্ধে এই নির্দেশ দেন যে—এই বইখানি তাহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইবে। স্বাধীনতা দিবসের দিন অর্থাৎ ২৬শে জানুয়ারী তাহার সেই বইখানা "ভারতের স্বাধীনতা লাভ" (India wins freedom) এই নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই পুস্তকে মৌলানা আজাদ স্বর্গীয় সর্দ্দার প্যাটেল ও গান্ধীজীর হত্যা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—**"গান্ধীজী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন সর্দ্দার প্যাটেল তাহার প্রতি রাগান্বিত ছিলেন। গান্ধীজীকে হত্যা করার পর জনসাধারণ যখন প্রকাশ্যেই সর্দ্দার প্যাটেলের কর্তব্যহীনতা বা অযোগ্যতার সমালোচনা করিতে লাগিলেন তখন তিনি ভীষণ আঘাত পাইলেন এবং নিজেকে অবদমিত বোধ করিতে লাগিলেন।"**

জহরলাল সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে—"**ভারত বিভাগ সম্বন্ধে জহরলাল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের দ্বারা প্রধানতঃ বিশেষ ভাবে** প্রভাবিত হইয়াছিলেন। এবিষয়ে লেডী মাউন্টব্যাটেনই জহরলালের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।" এই—ভারত বিভাগের জন্য জহরলালের উপর বর্তমান দেশরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেননও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া মৌলানা আজাদ লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"কৃষ্ণ মেনন প্রায়ই জহরলালকে ভুল পরামর্শ দিতেন।"

এই বইখানি প্রকাশিত হইবার পরে দিল্লীতে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। তবুও তো মৌলানা আজাদের লেখা এই বইখানীর অনেক কিছুই ছাপা হয় নাই তাহা অপ্রকাশিত রাখা হইয়াছে।

মুক্তি

১৯শে মাঘ, সোমবার

কি বিচিত্র এই ধাপ্পা !

কংগ্রেস হইতে ফার্মান বাহির হইয়াছে—কংগ্রেস জনদের পদযাত্রা করিয়া দেশে ঘুরিতে হইবে—অর্থাৎ পায়ে হাঁটিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া গণ সংযোগ করিতে হইবে। যাহারা এই পায়ে হাঁটার দলে থাকিবেন না তাহাদিগকে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস হইতে প্রার্থীর মনোনয়ন দেওয়া হইবে না। ইহারা পায়ে হাঁটিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কি করিবেন? কৃষকদিগের নিকট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের জন্য উৎসাহ দিবেন, ধান্যের উৎপাদন বাড়াইবার দিকে ইহারা সচেষ্ট হইবেন। পদযাত্রা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

জয় মহৎ! উদ্দেশ্য সাধু!! প্রচেষ্টা উত্তম!!! আমরা সচকিত হইয়া দেখিতেছি শ্রীজহরলাল নেহেরু গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে দৌড়াইয়া ফিরিতেছেন - বৃদ্ধ খেড়িয়ার ঘরে মাটিতে বসিয়া তিন দিনের বাসী ভাত কাঁচা পিঁয়াজ দিয়া পরম তৃপ্তির সহিত খাইতেছেন; পণ্ডিত পন্থ শম্বুক গতিতে পটমদার পাহাড়িয়া পথে উঠিতে উঠিতে হিন্দীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্লোক আওড়াইতেছেন; কংগ্রেসের ভাবী সভাপতি শ্রীমতী ইন্দিরার জুতা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, মিঠি মেঝান এর ঘরে শূন্য হাঁড়ির দিকে তাকাইয়া আছেন; পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ষ্টেথিস্কোপ কানে লাগাইয়া পড়াশুনা গ্রামের মৃত লোকটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন—লোকটা না খাইয়া মরিতে পারে কি না; জনৈক ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভাপতি হাঁপাইতে হাঁপাইতে একপা দুইপা চলিয়াই বলিতেছেন -চলিতেই হইবে—না হইলে নমিনেশন পাওয়া যাইবে না, একটু মৃত সঞ্জীবনী পাইলে ভাল হইত—কংগ্রেস আইনে এটা মানা নাই। জিলার ক্ষেত্রে ঘুরিয়া দেখিতেছি একদিকে ভূদানের দল হরিণ্ড করিতে করিতে রামনিয়ার টাঁড়ে 'সব জমি রামকা' বলিয়া মাদল বাজাইয়া চলিতেছেন পদযাত্রায়, আর একদিকে কংগ্রেসকর্মী সর্দ্দার বংশী সিং দুই বগলে দুই মদের বোতল লইয়া, কাঁধে বন্দুক ঝুলাইয়া টাঙ্গী ঘুরাইতে ঘুরাইতে পদযাত্রায় টলিতে টলিতে "সব ধান সরকারকা" "লোক সেবক মুর্দাবাদ" বলিয়া ধ্বনি দিতেছেন। কংগ্রেসের মেরুদণ্ড শ্রীকুইরী মহাশয় রিলিফের রাস্তায় পদযাত্রায় চলিতে চলিতে আভাঙ্গা মাটীর ঢেলায় হোঁচট খাইয়াও বলিতেছেন—রিলিফ চাই এখনও দালান অনেকের শেষ হয় নাই—জয় কংগ্রেস; বল—রিলিফের টাকা চাই; আর তাহার পিছে পিছে ঢোল বাজাইয়া দলবল মাটির চৌকা না কাটিয়াও কেমন করিয়া মাটির মাপ হয়—তাহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিতে করিতে পদযাত্রায় চলিতেছেন।

পদযাত্রার নির্দেশে দেখা যাইতেছে—কংগ্রেসের কর্তারা মনে করিতেছেন যে—গণ সংযোগ নাই, আগামী ভোটের ব্যাপার খুব সুবিধা মনে হইতেছে না—ভারতবাসী জনসাধারণ ধাপ্পা ছাড়া বোঝেনা। পঞ্চ বার্ষিকীর ধাপ্পা আর চলিতেছে না—এই দশ বৎসরে লোকের পেট ও পিঠ এক হইয়া গিয়াছে, চাষীর জমি যাইতেছে, জমি যাহার আছে তাহারও চাষের ব্যবস্থা করিবার শক্তি কমিয়া আসিতেছে। শতকরা ৯০ জন চাষী আকণ্ঠ ঋণে ডুবিয়া আছে তাহার উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্রমবর্দ্ধমান ট্যাক্সে তাহারা যখন শ্বাসরুদ্ধপ্রায়—তখন কংগ্রেস আইন করিয়া চাষীর ঘরে ১০ মণের বেশী ধানের উপর লাইসেন্সের ডাণ্ডা চালাইয়া পদযাত্রী কংগ্রেসীকে পাঠাইয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের ভাঁওতা দিবার বক্তৃতা শুনাইতেছে! সত্যই কি বিচিত্র এই দেশ! কি বিচিত্র এই দেশের শাসন!! কি বিচিত্র এই কংগ্রেসের ভাঁওতা!!!

লোক এতদিন কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্যদের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া নিষ্ক্রিয়তাকে নিরাপদ বলিয়া মনে মনে করিয়াছে—এবার তাহাদের পদযাত্রার পদধ্বনি কি বারতা বহিয়া আনিবে—তাহাই ভাবিতেছে।

দেশে চাষীদের অবস্থার অবনতি হইয়াছে—উৎপাদন—খাদ্যের উৎপাদন বাড়িবে কেমন করিয়া? বৃষ্টির জন্য হাঁ করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া যখন বৃষ্টি আসেনা—তখন জমির ধান শুকাইয়া খড় হইয়া যায়। উপরে জল আছে, তলে জল আছে সে জল কৃষির উৎপাদনের কাজে লাগাইবার কোন ব্যবস্থা নাই; বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতিতে চাষ করিতে শিখাইবে কে—দেখাইবে কে? তাহার আয়োজন কে করিবে? সরকারী কৃষি বিভাগ? ইহাদের দেওয়া বীজ ধান চাষ করিয়া চাষী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে—বলরামপুর থানায় ইহার নজীর আছে। জল সেচের জন্য বাঁধ, জোড় বাঁধা এবং অন্যান্য উপায় সরকারের দপ্তরে কাগজেই আছে—ইহার জন্য ভাণ্ডারে টাকাও জমা আছে, কিন্তু তাহা এই কাজের নামে ভোটের জন্য লোক পুষিতেই খরচ হইয়া যায়। চাষীর কপালে চুঁইয়া যাহা পড়ে তাহাতে—যে রাস্তায় আগে চলা যাইত সে রাস্তায় পদযাত্রাও হয় না। কত দেখিতে চাও দেখাইয়া দিতেছি।

জনগণ আত্ম নির্ভরতার শক্তিতে—সমবেত ও সংঘবদ্ধভাবে উৎপাদনের কি ব্যবস্থা করিতে পারে আজ তাহাই দেশের সমস্যা! সরকারী শক্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে আগামী এক পুরুষেই জনসাধারণকে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে বা নরকে যাইয়া বাস করিতে হইবে। আজ কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি সরকারী গোষ্টির গরজে নয় চাষীদের নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির গরজে, নিজেদের বাঁচিবার গরজে করিতে হইবে। আজ জনগণ—চাষীরা নিজেদের সমবেত শ্রমশক্তি, বুদ্ধিশক্তি ও অর্থশক্তি দ্বারা কি ভাবে নিজেদের পথ নিজেরা করিয়া লইতে পারে—নিজেদের উৎপাদন সমস্যার উন্নতি ও বৃদ্ধি করিতে পারে, যাহার ফল নিজেরাই ভোগ করিতে পারিবে, তাহারই ব্যবস্থা প্রয়োজন; আজ তাহাদের সামনে তাহা করিয়া দেখাইতে হইবে।

আমাদের এই মানভূম জিলায় এই জলে, এই ডাঙ্গায়, এই মাটিতে বহু জিনিষ উৎপন্ন হইতে পারে যাহা দ্বারা চাষীরা আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারে। কিন্তু তাহা তাহারা জানেনা, কেহ জানাইবার ব্যবস্থা করেনা, দেখাইবার চেষ্টাও করেনা। পৃথিবীর নানা দেশেই শুধু নয় ভারতবর্ষেই নানা গবেষণার ফলে কৃষির সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা, যে তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ঐ গবেষণাগারে বা সরকারী কৃষি বিভাগেই পড়িয়া আছে—চাষীকে তাহা জানাইবার, তাহার সম্মুখে তাহা করিয়া দেখাইয়া তাহাকে এবিষয়ে উদ্যোগী করিবার সংগঠন, ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গী কোথায়? কৃষি বিভাগ শত শত মন সালফেট এমোনিয়া বিক্রী করে—চাষীরা তাহার ব্যবহার জানেনা, ব্যবহার করিয়া জমি নষ্ট করে—এই তো কংগ্রেস সরকারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা! দেশের লোক—চাষীরা বড় তিক্ত ভাবেই উপলব্ধি করিতেছে যে কোন বিষয়েই, কৃষি উৎপাদন বিষয়েও সরকারী ব্যবস্থার উপর সামান্যও নির্ভর করা চলেনা—তাহাতে উৎপাদন কমিবে বই বাড়িবেনা। সরকার চাষীর ঘরে ধান হইলে ধান কাড়িয়া লইতে পারে কিন্তু ধান জন্মাইবার, উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে না। ভোটের ক্ষেত্র তৈরী করিবার উদ্দেশ্যে ইহার প্রতিবাদে দামোদর বাঁধের ভাঁওতা হয় তো কেহ চীৎকার করিয়া দেখাইতে পারেন কিন্তু তাহাতে বাস্তব অবস্থার কোন পরিবর্তনই হইবেনা।

এই অবস্থা সম্মুখে রাখিয়া 'লোক সেবক সংঘ' এক কৃষি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। তাহার বিশদ বিবরণ পরে যথাসময়ে দেওয়া যাইবে। এই পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য সমবেত জনশক্তির দ্বারা জিলার কৃষি উৎপাদন শক্তি, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এজন্য কাজ আরম্ভ হইয়াছে—গ্রামবাসীরা শত শত বিঘা জমি দান করিয়া সংঘের এই কর্ম প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছে। বহু অঞ্চলে, গ্রামে জনগণ আত্ম নির্ভরতার শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে।

এবিষয়ে লোক সেবক সংঘ হইতে প্রচার পত্রে বলা হইয়াছে—"আমাদের জীবনে ইহা এক নূতন পরীক্ষা। বিরাট কর্মী শক্তিকে নিয়োগ করিয়া বিপুল উৎপাদন ও আর্থিক শক্তি কিভাবে করা সম্ভব—তাহার পরীক্ষা আমাদের দিতে হইবে। ইহার মধ্য দিয়া সমবেত শক্তিতে, নূতন নূতন পরীক্ষায় কৃষি ও শিল্পের দ্রুত উন্নয়ণ কিভাবে হইতে পারে—তাহা আমাদের দেখাইতে হইবে। * * * আজ এই বিরাট পরিকল্পনার উপযোগী আত্মবল, বুদ্ধি, প্রেরণা, নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও কর্মশক্তি লইয়া আমাদের ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে।"

লোক সেবক কর্মীরা এই পরিকল্পনাকে সফল করিবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে—গ্রামবাসীরা অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করিতেছেন—এই নিরাশার মধ্যে একটা আশার দৃষ্টি লইয়া তাহারা ইহার দিকে আজ তাকাইতেছেন।

কিন্তু কংগ্রেসীরা কোন কোন অঞ্চলে এই উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টার বিরোধীতা করিবার জন্য বিরোধী প্রচার করিতে করিতে পদযাত্রা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। লোক সেবক সংঘ হইতে বিতাড়িত বর্তমান কংগ্রেসী এম, এল, এ, শ্রীভীম মাহাত ও তাহার কয়েকটী সাম্প্রতিক অনুচর কংগ্রেসেরই অন্যতম কার্য্যক্রম হিসাবে ইহার বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের নিকট প্রচার করিবার জন্য পদযাত্রা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। গ্রামবাসীরা তাহাদের উপযুক্ত জবাব দিতেছে—মানবাজারেও তাহা হইতেছে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়—আসল ব্যাপারটা যাহা দেখিতেছি তাহা এই যে,—কংগ্রেস পরিচালিত গবর্মেণ্ট চাষীদের ঘরে ১০ মণের বেশী ধান থাকিলে লাইসেন্স লইবার জন্য আইন করেন—কংগ্রেস নির্দেশ দেন উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কংগ্রেস জনদের পদযাত্রা করিতে হইবে, —আর কংগ্রেস কর্মীরা পদযাত্রা করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষীর উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধির ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারের অভিযান চালান। শ্রীভীম মাহাত প্রভৃতির চাষীর ১০ মণ ধানের জন্য লাইসেন্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সাহস হয় নাই; কংগ্রেসী এই একটা উদ্ভট, অবান্তব চাষীদের সর্বনাশকর আইনকে সমর্থন করিয়াই তাহারা প্রসাদ লাভ করিয়াছেন—কিন্তু চাষীদের উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য যে প্রচেষ্টা হইতেছে তাহার বিরুদ্ধে প্রচার করিবার জন্য লাফে লাফে তাহারা পদযাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন।

পদযাত্রার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সামান্য বাস্তব নমুনা দিলাম মাত্র। দেশবাসী অবধান করুন! আগামী নির্বাচনে ইহাদেরই ভোট দিয়া কংগ্রেসী পদযাত্রার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করুন! এবং পাঁচমনের বেশী ধান যাহাতে চাষীর ঘরে না থাকিতে পারে তাহার জন্য ইহারা আইন ও ব্যবস্থা করিলে ইহাদের ঢাক বাজাইয়া, ভোট দিয়া আরতি করুন।

সত্যই কি বিচিত্র এই দেশ! কি বিচিত্র এই কংগ্রেসী পদযাত্রা!! আর কি বিচিত্র এই কংগ্রেসী ভাঁওতা !!!

সেবক শাসক ?

দিল্লীতে ভারতের শাসন কর্মচারীদের ট্রেনিং এ
জন্য বহু লক্ষ টাকা খরচ করিয়া একটী সরকারী প্রতিষ্ঠা
স্থাপিত হইল। সরকারী কর্মচারীরা কিভাবে কা
করিবেন—সে বিষয়ে এখানে তাহাদের ট্রেনিং দেও
হইবে। গত ৩১শে জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজে
প্রসাদ তাহার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক ভাষ
দেশের শাসন কর্মচারীদের লক্ষ্য করিয়া তাহাদের কর্ত
সম্বন্ধে বলেন যে—"রাষ্ট্রে যাহারা শাসন কার্য্যে আছে
তাহাদের কর্মদক্ষতা একান্তভাবে চাই এবং সেই সং
আরও একটী মৌলিকগুণ না থাকিলেই নয়। যে সমস্
তাহাকে সমাধান করিতে হইবে এবং যে কর্মসূচী
রূপায়ণের দায়িত্ব তাহার উপর রহিয়াছে, মানবিক দৃষ্টি
ভঙ্গী লইয়া সেইটী করিতে তিনি তৎপর হইবেন। ইহা
অর্থ এইযে কার্য্যক্ষেত্রে তাহাকে সেবার মনোভাব লই
থাকিতে হইবে সেবকরূপে কাজ করিতে হইবে।
তিনি আরও বলেন যে—"দেশের শাসন পরিচালনাকে
যদি কার্যকরী করিতে হয় এবং সমালোচনার উর্দ্ধে
রাখিতে হয়, তাহা হইলে সর্বশ্রেণীর লোকের সহি
রাষ্ট্র শাসকদের যোগাযোগ রাখিয়া না চলিলে নয়।
কারণ গণমত ও গণ প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া
তাহাদিগকে কার্য্যপন্থা স্থির করিতে কিংবা কর্মসূচী
অবলম্বন করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী প্রভৃতি সময়ে সময়ে প্রা
সর্বদাই যে সব মূল্যবান বাক্যাদি বলিয়া থাকেন তাহাদে
তাহারা নিজেরাই যে বিশ্বাস করেন না এবং যাহাদে
উদ্দেশ্যে তাহারা এই সব কথা বলেন তাহারাও যে
ইহার কোন মূল্য দেয়না—দেশবাসী তাহাদের জীবনে
প্রতিনিয়ত ইহাই দেখিতেছে। ইহার সম্বন্ধে বলা
কিছু নাই, কারণ যিনি বলিতেছেন তিনিও ভাঁওতা
দিতেছেন এবং যাহাদের জন্য বলা হইতেছে তাহারাও
এই ভাঁওতা কার্যকরী করিবার জন্যই আছেন। আমা
দের শাসন ক্ষেত্রে সেবক, সেবা, জনসাধারণ, মানবিক
দৃষ্টিভঙ্গী এসব কিরকম ভাবে চলিতেছে তাহা জন
সাধারণ অতি তিক্ত ভাবেই উপলব্ধি করিতেছে—তাহারা
শুধু একান্তভাবে ইহাই প্রার্থনা করিতেছে যে—শাসন
ক্ষেত্রে যাহারা বিরাজ করিতেছেন তাহারা জনসাধারণের
উপর তাহাদের মালিক হিসাবে যে ডাণ্ডা চালাইয়া
যাইতেছেন—সে ডাণ্ডা তাহারা একটু লোকের মাথা
বাঁচাইয়া চালান—এইটুকু সেবা এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর
পরিচয় পাইলেই দেশবাসী কৃতার্থ হইবে।

অবস্থা ও পরিস্থিতি

(বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত)

গত ৫ই জানুয়ারী হইতে ২৪শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত বিহারের অন্তর্ভুক্ত বাংলাভাষী চাণ্ডিল,—পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত পুরুলিয়া জিলার বান্দোয়ান, পুঞ্চা, ছড়া, মানবাজার থানার অংশবিশেষে ঘুরিলাম। অবস্থা যাহা দেখিলাম তাহাতে ইহাই ধারণা হয়, যে শাসন চলিতেছে তাহা ভারতবর্ষ বলিয়াই টিকিয়া আছে। শাসন আছে—কিন্তু তাহা সর্বতোমুখী এবং সমগ্রভাবে ক্রমবর্দ্ধমান কুশাসন।

বিহার

চাণ্ডিল ও বিহারে অবস্থিত মানভূমের বাংলা-ভাষী অঞ্চল—শাসন বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব এখানে নাই। চাণ্ডিল, ইচাগড় ও পটমদা থানা মানভূম হইতে খণ্ডিত হইয়া বিহারের মধ্যে অসহায় হইয়া হিন্দীর চাপে রুদ্ধশ্বাসপ্রায় হইয়া আছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এই তিনটী থানাকে বিহারকে দাতব্য করিয়া যে 'উদার' মনোভাবের প্রদর্শন করিয়াছেন—তাহা নিষ্ঠুর ও অমানুষিক হৃদয়হীনতার প্রকাশ। ইহাদের শাসন জনতার গরজে বা স্বার্থে চলে না নিজেদের খেয়াল এবং অনভিজ্ঞতার অহঙ্কারে চলে।

পাকিস্থানের সম্বন্ধে বলা হয় সেখানে আর কিছুদিনের মধ্যেই আর কোন হিন্দুর অস্তিত্ব থাকিবে না—হয় তাহাদিগকে যেমন করিয়াই হোক চলিয়া আসিতে হইবে, নয় তো মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া ভারত বিভাগের জয়ধ্বনি করিতে হইবে। চাণ্ডিল ইচাগড় ও পটমদা সম্বন্ধেও অনুরূপ কথাই বলা চলে। চাষ চন্দনকিয়ারী ও অন্যান্য বাংলাভাষী অঞ্চলগুলির সম্বন্ধেও অনুরূপ অবস্থাই চলিতেছে।

চাণ্ডিল, ইচাগড় পটমদায় বাংলা ভাষা ও বাংলা স্কুলগুলি সম্বন্ধে হিন্দী জেহাদ আরম্ভ হইয়াছে। সমগ্র চাণ্ডিল থানাতে একটীও হাইস্কুল নাই—বাংলার মাধ্যমে বিহার সরকার কোন হাইস্কুল করিবে না।

সর্বাপেক্ষা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে—জমির মাপ ও হিন্দীতে জমি সংক্রান্ত সমস্ত রেকর্ড করার ব্যাপার লইয়া। নূতন করিয়া জমির মাপ ও রেকর্ড তৈরী হইতেছে। জমির মাপের বেলায় অর্থাৎ ফিল্ড গুজারতে প্রথমতঃ প্রকাশ্যে এবং অবাধে টাকার খেলা চলিতেছে, দ্বিতীয়তঃ সমগ্র বাংলাভাষী অধিবাসীদের আবহমান কালের বাংলায় পড়চা, খতিয়ান, নক্সা প্রভৃতি লইয়া সম্পূর্ণ হিন্দীভাষী আমীন ও কাননগুরা বিপর্য্যয় উপস্থিত করিয়াছে; তৃতীয়তঃ সেখানকার নক্সা, পড়চা, খতিয়ান ও জমি সংক্রান্ত সমস্ত রেকর্ড হিন্দীতে করিবার ব্যবস্থা হইতেছে, চলিতেছে। জনসাধারণ প্রতিবাদ করিতেছে, করিবে। কিন্তু অবস্থাটা অনুমেয়। লোক সেবক সংঘ ইহা লইয়া যাহা করিবার করিতেছে—করিবেই। কিন্তু—বাংলা কংগ্রেস বা কংগ্রেস গবর্মেণ্টের কথা বলিব না—ইহারা বাঙ্গালী নহেন, ইহারা কংগ্রেসী—সমগ্র বাংলা দেশ বা বাঙ্গালী সমাজের—তাহা পুরুলিয়াই হোক বা বাংলার অন্যান্য জেলারই হোক—এবিষয়ে উদ্যোগী ও সচেষ্ট না হইলে—বিহারে অবস্থিত বাংলাভাষী অঞ্চলের বাঙ্গালী এবং বাংলাভাষা বিলুপ্ত হইবে বলিয়াই আমি মনে করি।

পশ্চিম বাংলায়

বান্দোয়ান—বান্দোয়ান, চিলহা, জিতান, গঙ্গামারা, মধুপুর, পারবেলা প্রভৃতি গ্রামগুলি দেখিলাম। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইবার পরে এই থানায় লোক সেবক সংঘের কর্মীদের উপর কিরূপ অভূতভাবে বহু মিথ্যা মোকদ্দমার লণ্ডড় চালাইয়া, কংগ্রেসী দলীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে গণতান্ত্রিক সরকারী শাসন যন্ত্রের কিরূপ অপপ্রয়োগ করা হইতেছে তাহা বান্দোয়ান সম্বন্ধে মুক্তির গত সংখ্যার বিবরণে প্রকাশ করিয়াছি।

শিক্ষা—বান্দোয়ান থানা আদিবাসী প্রধান। এই থানায় গুটিকয়েক মাত্র নিম্ন প্রাথমিক স্কুল ভাঙ্গা ঘর আশ্রয় করিয়া ধুঁকিতেছে। সমস্ত থানায় একটীও মাইনর স্কুল পর্য্যন্ত নাই। ঋষি নিবারণচন্দ্র বিদ্যাপীঠ একমাত্র একটী স্কুল যেখানে ছাত্রেরা মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পায়। গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই স্কুল হইতে কয়েকটী ছেলে প্রাইভেট ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া পাশ করিয়াছে। এই স্কুলে কিন্তু সরকারী অনুমোদন নাই। কারণ লোক সেবক সংঘের সংশ্রব এই স্কুলটীর

সঙ্গে আছে—এবং লোক সেবক সংঘের অপরাধ যে বিহার আমলে কঠিন সংগ্রাম করিয়া এই স্কুলটিকে হিন্দীতে পরিণত হইতে দেয় নাই। পাশাপাশি বিহার আমলের ছাত্রশূন্য একটী অনুমোদিত হিন্দী বিদ্যালয় বাংলা গবর্মেণ্টের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া নিয়মিত অর্থও প্রাপ্ত হইতেছে। বান্দোয়ানের জনসাধারণ সংকল্প করিয়াছে—তাহারা সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠকে একটী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়া চালাইবে। সেজন্য জনসাধারণ গ্রামে গ্রামে ধান আদায় দিতেছে।

বিহার আমলে যে সমস্ত বাংলা প্রাথমিক স্কুলগুলি জনসাধারণ লড়াই করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—সেই সব স্কুলগুলিকে সরকারী অনুমোদন দেওয়া হইতেছে না—কারণ সে গুলিকে বাঁচাইবার চেষ্টার সঙ্গে লোক সেবকেরও প্রচেষ্টা ছিল। এখন সেই সব স্কুলগুলিকে নষ্ট করিবার জন্য কংগ্রেসীরা পাশাপাশি জাল স্কুল আরম্ভ করিয়া নিজেদের জমি, বাড়ী না থাকা সত্ত্বেও—পুরাতন স্কুলের জমি, বাড়ী নিজেদের বলিয়া দেখাইয়া কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মীদের অনুমোদনে সরকারী অনুমোদন ও সাহায্য পাইতেছে। চিলা গ্রামে কংগ্রেসী সত্যাসেন প্রতিষ্ঠিত এরূপ একটী তথাকথিত কংগ্রেসী স্কুল চলিতেছে। শিক্ষা বিভাগের উচিত অন্ততঃ পক্ষে—এই প্রকাশ্য জালীয়াতী যাহারা করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে আইন মাফিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা। কিন্তু ঘুঘুর এই—এগুলি কংগ্রেসী স্কুল।

স্কুল সাবইন্‌সপেক্টারের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ জনসাধারণ ও বহু স্কুলের মাষ্টার করিল। আমি নিজে দেখিলাম স্কুল সাবইন্‌সপেক্টার মহাশয় পিঠে বন্দুক ঝুলাইয়া সাইকেলে করিয়া মধুপুরের রাস্তায় যাইতেছেন। বন্দুক ঘাড়ে করিয়া শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীরা স্কুল পরিদর্শন করে ইহা এই প্রথম দেখিলাম। ইংরাজী বা বিহারী আমলে ইহা দেখি নাই। বাংলার শিক্ষা বিভাগ এবিষয়ে একটু নজর দিবেন কি? পরিদর্শক মহাশয় কি প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রদের বন্দুক ছুঁড়িতে শিখাইতেছেন?

সত্য কায়েতের কংগ্রেস—আমি যাইবার কিছুদিন পূর্বে পুরুলিয়া হইতে দু এক জন কংগ্রেসী উকিল বান্দোয়ানে যাইয়া কিছু লোক লইয়া এক মহতী কংগ্রেসের মিটিং করেন এবং বান্দোয়ানের কংগ্রেসের প্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। আমাদেরই একটী লোক সেবক কর্মী শ্রীঅটল মাহাত হিন্দী কংগ্রেসী শ্রীনকুল মাহাতকে মিটিং চলিবার সময় রাস্তায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে—তোমাদের মিটিংএ যাও নাই কেন? সে বলে—ওটা সত্য কায়েতের কংগ্রেস—আমাদের কংগ্রেস আলাদা। বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই।

বুধবার হাটের দিন চারিদিকে বহু লোকের সঙ্গেই দেখা হইল। আর্থিক পরিস্থিতি অতি শোচনীয়—বেশীর ভাগ লোকের চাষের ধানে ফাল্গুন মাসও পার হইবে না। কয়েকজন গ্রামের লোক জিজ্ঞাসা করিল—হেঁ আজ্ঞে—১৯২২ সাল থেকে ৪২ পর্য্যন্ত বান্দোয়ানে এত লড়াই চলিল তারপরে ৮ বছর ধরিয়া এখানে হিন্দী বাংলার লড়াই চলিল, পুরুলিয়ার অমুক অমুক উকীলবাবুরা তো কোন দিনই আসেন নাই—আজইবা কেন আসিতেছেন—ভেদটা কি বলুন দেখি? বলিলাম—তাহাদেরই জিজ্ঞাসা করিও। একজন বলিল—যদি বলেন তো বলি। বলিলাম—বল। সে বলিল—আজ্ঞে আমরা মূর্খ লোক, অতসব ভেদ বুঝি না, তবে আমরা মনে করি এখন পুরুলিয়ায় ইহাদের ওকালতী ভাল চলিতেছে না, এখন গ্রামে ভাঁড়াভাঁড়ির একটা ভেদ খুঁজিতেছেন। ঘটনার বিবরণ দিলাম মাত্র।

পুলিশ ও শাসন—এ সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল। একটা বিষয়ে উল্লেখ করা দরকার যে—আপামর জনসাধারণ সকলেই অনুভব করিতেছে যে—যে সব কর্মচারীরা অন্য জেলা হইতে আসিয়াছে তাহারা এই জিলার মানুষকে ঠিক মানুষের পর্য্যায়ে দেখিতেছে না। অবশ্যই ইহার ব্যতিক্রম যে নাই তাহা নয়—তবে ইহা সাধারণ ব্যাপার এবং জনসাধারণ অতি তিক্ততার সহিত উপলব্ধি করিতেছে। এখানকার মুখ্য মুখ্য কংগ্রেস জন যাহাদের বলা হয় তাহারা থানায় দারোগার চা-বাহক। এই-পুলিশ থানাটিতে—'বান্দোয়ান থানা কংগ্রেস অফিস' এই সাইন বোর্ডটী টানাইয়া রাখিলেই ঠিক পরিচয় দেওয়া হইত বলিয়া লোকেরা মনে করিতেছে।

পুঞ্চা—পুঞ্চা থানায় ভূতাম, টাটারি, পুঞ্চা, পাকবিড়রা, লাথরা, দেউলী, বাগদা, গোপালনগর, ছিকড়ি, চন্দনপুর প্রভৃতি গ্রাম ঘুরিলাম। এখানে রাজত্ব করিতেছেন বি, ডি, ও, এবং ভি, এল, ডব্লিউ অর্থাৎ সরকারী গ্রামসেবকেরা। বহু স্থানে রিলিফের কাজ হইয়াছে কিন্তু শতকরা ৯৫ টাকা চুরি হইয়াছে। টাটারির আগে যে রাস্তা পুঞ্চার দিকে হইয়াছে—তাহাতে যে কোন লোক পায়ে হাঁটিতে চেষ্টা করিলেও আছাড় খাইয়া পড়িবে। খাদকী হইতে যে রাস্তা লাথরা পর্য্যন্ত করা হইয়াছে—পাকবিড়রা হইতে খানিকটা যাইয়া যে কেহ সে রাস্তা দেখিয়া আসিতে পারেন। তারপর বিশপুরিয়ার দিকের রাস্তা। কয়েক কোদাল মাটী এখানে ওখানে পড়িয়া ঠাট্টা করিতেছে। এই সব রাস্তার পে-মাষ্টার ছিলেন লড়ার শ্রীরাম মুদী; মোহরাররা সবই বাহিরের। গ্রামের লোককে বিশেষ পাত্তা দেওয়া হয় নাই। সবই ব্লকের অধীনে হইয়াছে। সরকারী উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কেহ একবার জীপ লইয়া পরিদর্শন করিয়া আসুন না? লোকে বলিতেছে—অনেক চুরি দেখিয়াছি, বাঘ চুরি, কুঁয়া চুরি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এমন রাস্তা চুরি দেখি নাই যাহা পুঞ্চার বি, ডি, ও সাহেব দেখাইলেন।

গ্রামের লোকের সহিত তাহার ব্যবহার, আচরণ প্রভৃতির বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ব্লকের কোন কাজ নাই, প্রধান কাজ লোকের উপর তম্বী করা। ঘটনার বিশদ বিবরণ দিতে গেলে একটী গ্রন্থ তৈরী করিতে হয়। নমুনা দিলাম মাত্র।

লোকের হতাশা—গ্রামের লোকে কংগ্রেস গবর্মেণ্ট সম্বন্ধে একেবারে সমস্ত দিক দিয়া ভরসাহীন হইয়া পড়িয়াছে। আমি প্রায় সব স্থানেই গ্রামের জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি—এই কংগ্রেস গবর্মেণ্ট জনসাধারণের জন্য কোনদিন কিছু করিতে পারে এমন কোন আশা কি তোমাদের আছে? সকলে সমস্বরে বলিয়াছে—কোন আশা আর নাই। দু একজন বলিয়াছে—ভরসা নাই তবে ভয় আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—কিসের ভয়? বলিল—যেটুকু ঝড়তি পড়তি এখনও বাকী আছে সেটুকুও না লইয়া ইহারা ছাড়িবে না। গ্রামের চাষীদের একটা যষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে—কিছু করিতে পারুক আর না পারুক—ভাবা তাহাদের থাক আর না থাক—সত্যটা উপলব্ধি করিতে পারে।

পুঞ্চা থানায় কয়েকটা ধান ভানাই কল হইয়াছে। ভাচাতিরা বেকার হইয়াছে, চাউলের ভিটামিন আর নাই। গ্রামে গ্রামে বেকার যুবক ক্রমবর্দ্ধমান। কাজ খুঁজিয়া মরিতেছে, কোথায় কাজ? কোন শিল্প কোথাও নাই। চাকুরিও যে দু চারটা হয় তাহাতে এ জিলার লোকের স্থান নাই। দুইটী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামগুলি কেবল উৎসন্নের পথে আগাইয়া চলিয়াছে।

ছড়া—এই থানার একটী ঘটনার কথা বলি। পড়াশ্যা নিবাসী নীল মোড়লের বিধবা স্ত্রী বয়স ৪৫। একটী গাঢ় বৎসরের ছেলে ছিল। নীল মোড়ল মারা যাইবার কিছু পূর্বে ছেলের নামে প্রতিপত্তিশালী দ্বারক নাথ পাত্রের নিকট হইতে আন্দাজ ৪।৫ বিঘা জমি প্রজাবন্দোবস্ত করিয়া লয়। ছেলেটীও মারা গিয়াছে।

সহায়হীনা বিধবা স্ত্রীলোকটী ভাগে চাষ করিয়া কোনমতে চালাইত। শ্রীদ্বারিক বাবু এবার ক্ষেতের ধান জোর করিয়া লইয়া যাইতে থাকেন। ২।৩ বছর এম'ন চলে। মেয়েটী রোধেড়ার পঞ্চায়েতের শরণাপন্ন হয়—তাহাদের হস্তক্ষেপে ধান কিছু ফেরত দেয়। কিন্তু দ্বারিকাবাবু জমি জোর করিয়া চাষ করিতে থাকেন।

এবছর চাষের সময় মেয়েটী আপত্তি করে। কোন ফল হয় না। নভেম্বরের শেষে ধান কাটার সময় আপত্তি করিতে গেলে দ্বারক বাবুর লোকেরা মেয়েটীর মাথা ফাটাইয়া দেয়। রক্তাক্ত মাথায় থানায় গেলে দারোগা তাহাকে হাসপাতালে দেয়—কোন পুলিশ কেশ করে না।

মেয়েটী হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া অগত্যা কোন রকমে পুরুলিয়ায় আসিয়া এস, ডি, ওর নিকট দরখাস্ত করে। উকীল বলে—এফ, আই, আর, আর ডাক্তারের সার্টিফিকেট আন। মেয়েটী চেষ্টা করিয়াও জোগাড় করিতে পারে না। শুনিলাম নাকি একটা তদন্ত হইয়াছে। তবে প্রতিকার কিছু হয় নাই—মেয়েটী এখন ভিক্ষা করিয়া খাইতেছে। তার ঘরও নাই—পড়িয়া গিয়াছে।

এই রকম ব্যাপার অহরহই ঘটিতেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই—ইহার প্রতিকার কি আমাদের শাসন ব্যবস্থায় কিছু আছে? কে করিবে? পুলিশ, মাজিষ্ট্রেট? এই ভিক্ষুকে পরিণত অসহায় বিধবাকেই দুর্নাম দিয়া দোষী করিয়া তদন্তের রিপোর্ট তৈয়ারী হইবে! আমাদের সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মানুষের সম্পত্তি এবং প্রাণ সম্বন্ধে নিরাপত্তার অধিকারের এই একটী সামান্য নমুনা। আমাদের শাসন ব্যবস্থার প্রকৃত রূপ উদ্দিপরা অফিসার নয়—নীল মোড়লের বিধবা পত্নী।

গ্রাম রক্ষী দল—রোখেড়া গ্রাম হইতে লাঠী লইয়া কিছু লোক হৈ হৈ করিয়া হুড়া থানায় গেল। সারাদিন অভুক্ত থাকিয়া কোন বড়সাহেবকে কুচকাওয়াজ দেখাইয়া রাত্রে গ্রামে ফিরিল। গ্রামের লোক বলিল যাহাদের রক্ষা করিবার কিছু নাই রক্ষীদল তাহাদের মধ্য হইতেই করা হইয়াছে। গ্রামের লোকের সঙ্গে কোন পরামর্শ করা হয় নাই। যাহাদের সম্পত্তি আছে এই রক্ষী দলে তাহারাও যোগ দিতে পারিত। কিন্তু তাহাদের ডাকে কে?

মানবাজার—ভূতাম হইতে আরম্ভ করিয়া চাঁদড়া গ্রাম পর্য্যন্ত ঘুরিলাম। ১নং ব্লকের বি, ডি, ও এখানে বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোটের ক্ষেত্র তৈরীর ব্যাপারে তাহার দান সামান্য হইবে না।

গত ১৯৫৮ সালে বাজেট আলোচনা কালে লোকসভায় কম্যুনিটি প্রজেক্ট সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা হয়। তাহারই ভিত্তিতে মন্ত্রী শ্রীএস, কে, দেব সভাপতিত্বে একটী কমিটীতে ব্লকের অফিসারদের সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়—"The objective is the transformation of the bureaucracy to be the servants of a welfare State" ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিক কর্মচারীদের এই কল্যাণরাষ্ট্রের ভৃত্য—সেবকরূপে পরিবর্তিত করাই উদ্দেশ্য। ব্লক অঞ্চলগুলি বিশেষ করিয়া মানবাজার ১নং ব্লকের অধিবাসীদের মধ্যে ঘুরিয়া আসিলে এই প্রার্থনাই শোনা যাইবে যে—ভগবান এই ব্লক ও বি, ডি, ওর হাত হইতে রক্ষা করুন ইহাই তাহাদের কামনা। গ্রামের পর গ্রাম জিজ্ঞাস করিয়াছে—আজে এই ব্লকগুলি কি স্থায়ী ভাবেই থাকিবে, না কিছুদিন পরে যাইবে? স্থায়ী থাকার সম্ভাবনা শুনিয়া লোকে বিমর্ষ হইয়াছে। লোকসভার সদস্য হিসাবে নিশ্চয়ই কিছু ক্ষমতা আছে—এই ভ্রান্ত ধারণায় লোকে আমাকে অনুরোধ করিয়াছে—মন্ত্রীদের বলিয়া এই ব্লকটা কি বাতিল করিতে পারেন না? যদি বলেন আমরা দরখাস্ত করিতে পারি।

আমি বহু গ্রামে জিজ্ঞাসা করিতেছি—বি, ডি, ও কোনদিন গ্রামে আসিয়াছে? তোমাদের সুখ দুঃখের কোন খবর কোনদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছে? লোকে বিস্মিত হইয়াছে—দু একটী গ্রামের লোকের নিকট শুনিলাম—হাঁ আসিয়াছিল—ভি, এল দুবার—বি, ডি, ও একবার—অনাহারে লোক মরিয়াছিল তাহা ছাপি করিতে।

১নং মানবাজার ব্লক—ব্লকের বিহার ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

পুলিশের প্রেষ্টিজ ও সরকারী প্রেষ্টিজ

মানবাজারে একটী ঘটনার কথা শুনিলাম—বহু লোকের নিকট হইতে। ২নং ব্লকের বি, ডি, ও ভদ্রলোক নূতন আসিয়াছেন। লোকে বলিল—ভাল লোক, ভদ্রলোক। আমি লোকের কথাই বলিতেছি—আমার সঙ্গে বি, ডি, ওর আলাপও নাই পরিচয়ও নাই। এবিষয়ে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম—কারণ আমি তাহাকে ভাল লোক বলিলেই লোক সেবকের সঙ্গে বিরোধিতা নাই এই রিপোর্টে ভদ্রলোককে ট্রান্সফার হইতে হইবে। বড় তিক্ত অভিজ্ঞতাতেই এ কথা লিখিতেছি। বিহার আমলেও লোক সেবকের নাম শুনিলেই অধস্তন, ঊর্ধ্বতন গঙ্গাজলে পবিত্র হইতেন। এখন আর একটু বেশী—গঙ্গাসাগরের জলে ইহারা পবিত্র হন। ২নং বি, ডি, ও ভদ্রলোক, লোকজনের সঙ্গে মেশেন—মানবাজারের লোক এই কথাই বলিল।

বেশীদিন নয় কয়েকদিন পূর্ব্বের কথা ৩০শে ডিসেম্বর। ২নং বি, ডি, ও সকালের লালবাসে পুরুলিয়া আসিবেন বলিয়া পিয়নকে পাঠাইলেন বাসে একটা জায়গা রাখিতে। কণ্ডাক্টার সামনেই জায়গা ঠিক করিয়া দিল—পিয়ন বি, ডি, ও আসিবার অপেক্ষায় সীটে বসিয়াছিল।

থানার দারোগাবাবু সপরিবারে পুরুলিয়া আসিবেন, হুকুম হইল, বাস থানায় লইয়া চল। থানায় বাস আসিলে দারোগাবাবু ধমকাইয়া পিয়নকে নামাইয়া নিজে ফার্ষ্ট ক্লাসের একটি মাত্র সিটে বসিলেন। পিয়ন বি, তি, ওর জন্য রক্ষিত সিটের কথা বলিলে—সে আবার ধমক খাইল। তিনি কণ্ডাক্টারকে পর্য্যন্ত ধমক দিতে ছাড়িলেন না। বি, ডি, ও ভদ্রলোক আসিলেন, দেখিলেন—দারোগাবাবু মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছেন। বি, তি, ও অগত্যা পরের বাসে আসিলেন। আমাদের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ এই দারোগার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা দেখিবার জন্য জনসাধারণ অপেক্ষা করিতেছে। ইতিমধ্যে কোন "দায়িত্বশীল" অফিসার তদন্ত করিতে কিনা এবং বি, ডি,ও আসিয়াছেন লোক-সেবকের সংস্রবে আছেন—এমন কোন রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন কি না তাহা আমার জানা নাই। কিন্তু ঘটনার অভিজ্ঞতায় যদি সিদ্ধান্তে আসিতে হয় তাহা হইলে ইহা হইতে পারে বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলে বুঝ ত হইবে—কংগ্রেসী সরকারে পুলিসের প্রেষ্টিজের কাছে সরকারী প্রেষ্টিজও গৌণ। রাজ্যপালিকা পদ্মজা নাইডু কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের নামে এরকম অভিযোগই করিয়াছেন। শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর সম্বন্ধে কিছু করিবার উপায় নাই—কিন্তু বি, ডি, ওর সম্বন্ধে উপায় আছে—লোক সেবক বলিয়া রিপোর্ট দিতে বাধা নাই।

পুলিশ ও দারোগাদের বাসে ফার্ষ্ট ক্লাস ছাড়া প্রেষ্টিজ থাকে না। লোককে নামাইয়াও ফার্ষ্ট ক্লাসেই তাহাকে বসিতে হইবে, সে একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের পর্য্যায়ের লোকই হোক না কেন। থানাতে থানাতে বড় বড় অক্ষরে 'টেন কমাণ্ডমেণ্টস' এর টানান প্লাকার্ডের দিকে যখন তাকাইয়াছি মনে হইয়াছে এগুলি বিদ্রূপ করিতেছে। পুলিশ দারোগারা যদি বাসে জনসাধারণের সঙ্গে থার্ড ক্লাসে দাঁড়াইয়া যান তবে তাহাদের প্রেষ্টিজ বাড়িবে বই কমিবে না। বাসের ফার্ষ্ট ক্লাসটা প্রভুত্বের আভিজাত্য; বাসের থার্ড ক্লাসটা সেবকের সম্মান—এই ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রে (!) ইহাই কি প্রকৃত প্রেষ্টিজ নয়? দারোগাবাবু প্রেষ্টিজের খেয়ালে একটা বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন নাই। পুলিশের প্রেষ্টিজ বজায় রাখিতে যাইয়া গোটা সরকারের প্রেষ্টিজই নষ্ট করিয়াছেন।

ধবনীর বাঁধ—পায়রাচালী অঞ্চলে ধবনীর নিকট একটি বাঁধের কথা গত বৎসর হইতে হইতেছে। অঞ্চলটি আদিবাসী অঞ্চল। ইহাদের দুর্দ্দশার শেষ নাই। জমি আছে, জলাভাবে চাষ করিতে না পারিয়া গ্রাম ছাড়িয়া পুবে খাটিতে যায়—যাহারা যাইতে পারে না তাহারা উপাস করিয়া মরে। গরমের দিনে কেহ এক গ্লাস পানীয় জল চাহিলে ইহারা বিপদে পড়ে। ঘাটোয়ালী জমিতে বাঁধ হইবার কথা, জমি লইয়া কোন গোলমাল নাই। গ্রামের লোক বলিতেছে—যত জমি চাই সরকারকে দিতেছি, বাঁধটি করিয়া আমাদের বাঁচাও। ১০।১২টী গ্রামের আদিবাসীরা বাঁচিবে। ইহা রিলিফে করিবার কথা হইয়াছিল—হয় নাই যে কেন তাহার হদিস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোথায় বাধা? তদন্ত হইয়াছিল, ইহার যৌক্তিকতা স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু বাঁধ হয় নাই। শোনা গেল বি, ডি, ও প্রভৃতি নাকি অন্য জায়গায় একটী বাঁধ করিবার জন্য তদন্ত করিতেছেন—যেখানে বাঁধও হইবে না, লোকেরও কোন কাজে লাগিবে না। ধবনীর বাঁধটী হইলে সহস্র সহস্র সাঁওতাল ও আদিবাসী বাঁচিয়া যায়।

কংগ্রেস সরকারে কি মানুষ নাই?—পুরুলিয়ার কিছু অংশের যে অভিজ্ঞতার কথা বলিলাম তাহা নমুনা মাত্র। বর্ত্তমান পরিস্থিতি অনুধাবন করিয়া কেবল ইহাই মনে হইতেছে যে—বাংলার সরকারী ক্ষেত্রে কি একটীও মানুষ নাই? পুরুলিয়া বাংলায় আসিবার পরে এই সরকারী মহলে মানুষ খুঁজিতেছিলাম, যাহারা বাংলা ও বাঙ্গালীর জন্য কাজ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাই যদি হইত তবে তাহারা মানভূমের পরিস্থিতি একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতেন। মানভূম বাংলা ও বাঙ্গালীর গর্ব। ঐ যে অজ্ঞ সরল দরিদ্র লোকটি মাঠে কোদাল চালাইয়া ভোগা পরিয়া তোমার চোখের সামনে উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে তাহার ইতিহাস নাও—দেখিতে পাইবে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করিবার জন্য হাসিমুখে সে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, তাহার যে টুকু ছিল সবই ত্যাগ করিয়াছে। ইহাদের বুকে

তুলিয়া লইবার মতো বাংলার শাসন ক্ষেত্রে বাঙ্গালী কেহ নাই, তাইতো আজ ক্ষোভ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে; লজ্জা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে; এই বিশ্বাস ও উপলব্ধি দৃঢ়তর হইতেছে যে—কংগ্রেসী শাসন যন্ত্রে মানুষ বলিয়া কেহ আছে কিনা সন্দেহ।

আমাদের ও দেশের জনসাধারণের প্রয়োজন কত সামান্য—দাবী কত অল্প! ভোগার জায়গায় একটি ঠেঁটি পাইলে কৃতার্থ মনে করে; এক বেলা পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাইলে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করে; ছেলেপিলের সামান্য একটু লেখা-পড়ার ব্যবস্থা হইলে কতই না গর্ব অনুভব করে; বিপদে একটু পাশে দাঁড়াইলে কৃতজ্ঞতা জানাইবার ভাষা পায় না—অথচ ইহাদেরই উপর নির্বিচারে অবিচার চলিয়াছে—শ্রাবণের অবিরাম ধারার মতো। ইহাদের অতি সামান্য সম্বলের উপরে দুর্নিবার লোভ লইয়া শাসনের—ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ ক্ষমতা ও দায়িত্ব আজ অঙ্গুশ উদ্যত করিয়া রহিয়াছে। শাসন যন্ত্রটা ডিজেল ইঞ্জিনের মতো অচেতন ও স্বয়ংক্রিয় নয়। মানুষের জন্যই মানুষ এখানে ক্ষমতা ও দায়িত্ব লইয়া আছে। তাহারা যদি সমগ্রভাবে বিবেকহীন, দরদহীন, মনুষ্যত্বহীন হইয়া এই দায়িত্ব ও ক্ষমতাকে—অর্থ ও রাজনীতির লক্ষ্যে—সুযোগরূপে ব্যবহার করে তবে এই শাসন ব্যবস্থা জনসাধারণের নিকট বিভীষিকায় পরিণত হয়। আজ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দেখিতেছি লোকের নিকট এই শাসন ব্যবস্থা বিভীষিকায়ই পরিণত হইয়াছে, ইহাকে লোকে ঘৃণা করিতেছে—ইহার বিরুদ্ধে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইতেছে—এবং কোন স্থানে বিশ্বাস বলিয়া কিছু নাই। বিচ্ছিন্ন ভাবে হইলেও ইহাই বিপ্লবের উপাদান। এই উপাদান স্থানে স্থানে সঞ্চিত হইয়া রহিতেছে। যে কেহ আসিয়া এগুলি সমবেত করিয়া সামান্য একটু স্ফুলিঙ্গের স্পর্শে ইহাকে প্রজ্জ্বলিত করে। দেশের অবস্থা দেখিয়া ইহাই মনে হইতেছে যে—ইহা বুঝি আর বেশী দিন স্তিমিত থাকিবে না—থাকিতে পারে না। আজ যাহাদের উপেক্ষা করা হইতেছে, যাহাদের নিপীড়িত করা হইতেছে—নির্জীব মনে করা হইতেছে—তাহাদেরও যে দহন শক্তি আছে একথা ভুলিলে—ভুল করা হইবে। দেশ এখন যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে তাহাদের শেষ উপায় স্বরূপ যে কোন পথ গ্রহণ করিতে পারে। ইহা কে কবে কেমন করিয়া করিবে বা হইবে তাহা এখন বলিতে পারি না—তবে অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে লোকের পক্ষে কিছু না করিয়া তাহাদের যে আর কোন উপায় থাকিতেছে না—পরিষ্কার চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহাই দেখাইয়া দিতেছে।

—*—

হারাইয়াছে

বিগত ১০ই মাঘ, শুক্রবার (ইং ২৪শে জানুয়ারী) তারিখে আমার পুত্র শ্রীশুভাষচন্দ্র সেনাপতি বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে। আজ পর্যন্ত তাহার কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। সে প্রায় এক বৎসর কাল মহাবীর গেরেজে কাজ করিত। ছেলেটির বয়স প্রায় ১৭। বৎসর তাহার পরণে একটি হাফ পেণ্ট, একটি ফুল সার্ট ও চাদর (নীল রংয়ের) ছিল। ছেলেটির বাঁ হাতের মণিবন্ধ স্থানে একটি কাল দাগ (জিহ্বড়) আছে।

কোন ব্যক্তি তাহার সংবাদ পাইলে দয়া করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় খবর দিবেন।

শ্রীভগবানচন্দ্র সেনাপতি, মানপুর
পোঃ—চাকলতা, থানা—হড়া।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত
দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোঁ কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যা যে কোন রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, য মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করি হয় না। মাণ্ডুয়া নির্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাঙ্গি আলসার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদে প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গান্ধী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পা য়াছেন। ১২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৫৲ টাকা স্পেশ্যাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ; বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৬শে মাঘ ১৩৬৫—৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

উপমন্ত্রীর আগ্রহে পশ্চিমবঙ্গের জমি পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে উপমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ

উপমন্ত্রীর কণ্ঠে মুস্লীম-লীগী হুঙ্কার ঃ বিধান পরিষদে তুমুল বাদানুবাদ

চাপে পড়িয়া কংগ্রেসী-উপমন্ত্রীর নিজ "হুঙ্কার" প্রত্যাহার

পাকিস্থানের দাবী ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহাদের আব্দার মিটাইবার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রতিবারই নিজ (!) দেশের কিছু অংশ তাহাদের দান করিতেছেন। তাহার এই তোষামোদী-নীতির ফল ভোগ করিতে হইতেছে দুর্ভাগা পশ্চিমবঙ্গকে। প্রতিবারই তাহাকে নিজ দেহ হইতে কিছু না কিছু অংশ প্রধানমন্ত্রীর খামখেয়ালী চরিতার্থ করিবার জন্য দান করিতে হইতেছে। গত শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে শ্রীশশাঙ্ক শেখর সান্যাল মহাশয় মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পাকিস্থানকে দান করার ব্যাপারে কংগ্রেসী-উপমন্ত্রী শ্রীকাসেম আলি মির্জ্জার উৎসাহের কথা উল্লেখ করেন। তাহার উত্তরে উপমন্ত্রী বলেন যে ১৯৪৬-৪৭ সালে (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে) তাহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর হেলনে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় রক্ত বন্যা বহিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। এই উক্তিকে কেন্দ্র করিয়া পরিষদে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে পরিষদের চেয়ারম্যান তাহার উক্তি পরিষদের মর্য্যাদাহানিকর বলিয়া নির্দ্দেশ দিলে কংগ্রেসী-উপমন্ত্রী তাহা প্রত্যাহার করেন।

—*—

গণতান্ত্রিক সরকারের জনমত উপেক্ষার অপূর্ব্ব নিদর্শন।

ব্যক্তির জিদ বজায় রাখিতে মাতৃভূমির অঙ্গ-চ্ছেদের ব্যবস্থা।

নেহেরু-নূন চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বেরুবাড়ী অঞ্চল পাকিস্থানের হাতে তুলিয়া দিবার প্রস্তাবে পশ্চিম-বঙ্গবাসীদের মনে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পায়। পশ্চিম-বঙ্গ রাজ্য বিধান মণ্ডলীর গত অধিবেশনে বেরুবাড়ী এলাকা পাকিস্থানে হস্তান্তরের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানাইয়া সর্ব্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়ও উহা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকটও যথারীতি প্রেরণ করা হই-য়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের জনমতের চাপে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ও তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলী বিরোধীপক্ষের সহিত একযোগে এই হস্তা-ন্তর প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে বাধ্য হন। আশা করা গিয়াছিল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকারও জনমতের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিবেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন সম্প্রতি কলিকাতায় সাংবাদিকদের নিকট যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে কংগ্রেসী সরকারের নিকট জনমত অপেক্ষা নেহেরুর জিদেরই মূল্য বেশী। তিনি বলেন যে এই প্রশ্নটিতে দেশের মর্য্যাদা জড়িত। সুতরাং নেহেরু-নূন চুক্তি কার্য্যকরী করিতেই হইবে। আইনবিগর্হিত কার্য্য করিতে যে প্রধান মন্ত্রী বদ্ধপরিকর; তাহার গোঁ বজায় রাখিতেই হইবে নইলে দেশের মর্য্যাদা হানি হইবে—ইহা এক তোষামোদপ্রিয় কংগ্রেসী মন্ত্রীর মুখেই শোভা পায়। শ্রীঅশোক সেন পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ অপেক্ষা নেহেরুর মর্য্যাদাই বেশী করিয়া দেখিতেছেন ও ওকালতি করি-তেছেন কিসের জন্য? পশ্চিমবঙ্গবাসী এই তথাকথিত দেশসেবীকে যদি না চিনিয়া রাখেন তবে ভবিষ্যতে আরও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। বেরুবাড়ী পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত বলিয়াই বোধ হয় কেন্দ্রীয় সরকারের এইরূপ বিমাতৃসুলভ আচরণ। অন্য কোন প্রদেশের হইলে আচরণ অন্যরূপ হইত। সীমা কমিশনের ব্যাপারেও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণের কথা পশ্চিমবঙ্গবাসী এ শীঘ্র ভুলে নাই। কেন্দ্রে হয়ত বেরুবাড়ী প্রস্তাব নেহে ভোটের জোরে পাশ করাইয়া লইবেন; তখন ঐ প্রস্ত বের বিরুদ্ধে বলিবার মত সংসাহস কংগ্রেসী সদস্য দেখাইবেন কি? বার বার নিজ অঞ্চল অপরকে দি দেশের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার দায়িত্ব কি কেবল পশ্চি বঙ্গের? আশা করি লোকসভার সদস্যগণ এই হস্তা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত দিয়া জনমতের প্রতি উপযু মর্য্যাদা ও গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দিবেন দেশের স্বার্থের কাছে কাহারও ব্যক্তিগত জিদ মর্য্যাদা বড় নয়—বা হইতে পারে না—ইহাই আ বোঝাইয়া দেওয়া দরকার।

পুরুলিয়ার সরবরাহ অফিসারের দুর্ব্যবহা বিরুদ্ধে জেলা সংবাদিকগণের প্রস্তাব গ্রহ

মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

গত ২৮শে জানুয়ারী ৫৯ তারিখে বিভিন্ন সংবা পত্রের স্থানীয় প্রতিনিধিগণ ও জেলার বিভিন্ন সাপ্ত ঠিক, পাক্ষিক পত্রিকা সমূহের প্রতিনিধি ও সম্পাদ গণের এক বিশেষ সম্মেলনে পুরুলিয়া জেলা সাবডি জনাল কণ্ট্রোলার অব ফুড এণ্ড সাপ্লাইজ কর্ জেলার বিশিষ্ট সাংবাদিক ও নাগরিক শ্রীমৃগেন্দ্র ন মুখোপাধ্যায়ের প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ অভদ্রজনোচিত দুর্ব্যব সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং উপস্থিত সাংবাদিক কর্ত্তৃক সর্ব্ববাদিসম্মতি ক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা উক্ত সরকারী কর্মচারীর আচরণ সম্পর্কে গভী উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হ এবং উক্ত অফিসারের এই জেলা হইতে অবিলম্বে বদ দাবী করা হয় এবং উক্ত অফিসারের সম্পর্কে স্থানী পত্র পত্রিকায় যে সমুদয় অভিযোগ প্রকাশিত হইয়া তাহা এবং শ্রীমুখোপাধ্যায়ের অভিযোগের ঘটনাবলী জন্য উক্ত অফিসারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবল করিবারও দাবী করা হয়। প্রস্তাবের নকল পশ্চি বঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রী, পুরুলিয়া জেলা শাসক বিভিন্ন সংবাদপত্র ও স্থানীয় পত্র পত্রিকায় পাঠানে প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

মুক্তি

২৬শে মাঘ, সোমবার

পাকিস্তান ও ভারত

গত অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করিয়া সামরিক শাসনের প্রবর্ত্তন করেন জেনারেল মির্জ্জা সাহেব। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া জেনারেল আয়ুব খাঁ সমগ্র পাকিস্তানের ডিক্টেটর হইয়াছেন। সামরিক শাসন চালু করিয়া তিনি দেশ হইতে দুর্নীতি দমনে বদ্ধপরিকর হন। অতি মুনাফাকারী, ঘুসখোর, খাদ্যে ভেজাল মিশ্রন-কারী, চোরা কারবারী প্রভৃতিদের জেল, জরিমানা বেত্রদণ্ড ইত্যাদি কঠোর শাস্তি দানের ব্যবস্থা করিয়া ঐ সকল দুর্নীতি হইতে দেশকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ফলও পাওয়া গিয়াছে চমৎকার। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য দ্রুত হ্রাস পাইয়া সহজলভ্য হইয়াছে। সরকারী ট্যাক্স-ফাঁকীবাজরা গুপ্তঅস্ত্রের ট্যাক্সও সরকারের নিকট জমা দিয়া আসিতেছে জেল এবং বেত্রদণ্ডের ভয়ে। গ্রাম এবং সহরগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য আয়ুব খাঁ সমগ্র দেশে অভিযান চালাইয়াছেন। আবার—সংবাদে প্রকাশ যে, গত ২৪শে জানুয়ারী জেনারেল আউব খাঁ ঘোষণা করিয়াছেন—পশ্চিম পাকিস্তানে সামন্ততন্ত্রের অবসানের জন্য বিশেষ ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হইবে! তিনি বলেন যে, ভূমির সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্ধারণ, বিনা ক্ষতি পূরণে জায়গীরসমূহ রাজেয়াপ্ত, লাভজনক পর্য্যায়ের নীচে আসিয়া যাইবার মত জমি বিভাগ নিষিদ্ধকরণ, বিভক্ত জমি বাধ্যতামূলক একত্রী-করণ এবং প্রজাগণকে তাহাদের স্বত্বের নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান করা হইবে।

পাকিস্তান সামরিক শাসনের আওতায় আসি-বার সময় যাঁহারা "পাকিস্তানে গণতন্ত্রের সমাধি হইল" "দেশ জাহান্নামে গেল" প্রভৃতি রব তুলিয়া-ছিলেন সেই সব গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী কংগ্রেসী শাসকবর্গের হাতে ভারতে কি হইতেছে?

কাগজে-কলমে অতি মুনাফা নিরোধ বিল চালু হইতেছে, ভেজাল নিষিদ্ধকরণ আইন পাশও হইয়াছে, ক্ষতিপূরণ দিবার সর্তে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করা হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যকালে পর্ব্বত-সমূহ মূষিক প্রসব করিয়াছে। অতি মুনাফা নিরোধ বিল চালু হওয়া সত্বেও দ্রব্যমূল্য কমে নাই বরং বাড়িতেছে। আবার কয়েকটি দ্রব্যের বাজার দর অপেক্ষা চড়া দর বাঁধিয়া দিয়া সরকারই অতিমুনাফা অর্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। খোলাবাজার হইতে আটা, চাল, গম প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্য উধাও হইয়াছে। বিলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নাই, সুতরাং মুনাফাশিকারীরা অল্প টাকা জরিমানা দিয়া ডবল টাকা লাভ করিতেছে। দুর্বৃত্তকারীরা আইনের ফাঁকে এবং টাকার জোরে সাজা হইতে রেহাই পাইতেছে। ভেজাল নিষিদ্ধ হওয়া সত্বেও চালে কাঁকরের সংখ্যা বাড়িতেছে—আটা ময়দা প্রভৃতির ত কথাই নাই। সরকারী অর্থ চুরি এবং ঘুষ প্রদান ও ঘুষ গ্রহণ প্রকাশ্যেই চলিতেছে। ভূমি সংস্কারের নামে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকম অকার্য্যকরী আইন পাশ হইয়াছে। ভূমির সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্দ্ধারণের ব্যাপারে যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে—জমিদার এবং বড় বড় চাষীরা আত্মীয় কুটুম্ব এবং দেবতা প্রভৃতির নামে জমি বেনামী করিয়া দিতেছে। ফলে ভূমিহীনদের জমি বিতরণের জন্য অতি অল্প পরিমাণ জমি উদ্বৃত্ত থাকিবে। উক্ত জমিও বিতরণে বিলম্ব করা হইতেছে বোধ

হয় এই কারণে যে—আগামী সাধারণ নির্বাচনে ভূমিহীন কৃষকদের জমির লোভ দেখাইয়া কংগ্রেস নেতারা নির্বাচন-বৈতরণী পার হইবেন। চড়া দরে ক্ষতি পূরণ দিবার সর্ত্তে জমিদারী দখল করা হইয়াছে। ফলে কংগ্রেসী সমর্থক একদল নূতন পুঁজীবাদীর সৃষ্টি হইয়াছে। নেহেরু-ডেবর-পন্থ পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের শাসন নীতির কি অপূর্ব্ব নমুনা!

পাকিস্তানের ডিক্টেটর জেনারেল আউব গায়ের জোরে স্বদেশের রাজ্য সীমা বৃদ্ধি করিতেছেন আর ভারতের ডিক্টেটর শ্রীনেহেরু আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতির মোহে অবৈধ ভাবে স্বদেশের ভূমি দান করিয়া গণতন্ত্রের মহিমা প্রচার করিতেছেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

তত্তদ্দিন লোকে খায় কি?

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন—গত বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে পশ্চিমবঙ্গের চাউল পরিস্থিতি সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে প্রকাশ করেন যে 'জনসাধারণ খোলা বাজারে নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা বেশী মূল্য চাউল না কেনার জন্য দৃঢ় সংকল্প হইলে এক মাসের মধ্যেই চাউলের দুষ্প্রাপ্যতা দূর হইবে" মন্ত্রী হিসাবে তিনি সরকারী তক্তে আসীন থাকিয়া—মোটা বেতন ও টি, এ গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিধান পরিষদের মত নিরাপদ স্থান হইতে—জনসাধারণের প্রতি এইরূপ "বাণী" শোনাইতে পারেন। কিন্তু তিনি কি জানেন না সারা পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৯৫ জন গরীব মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা এখনই দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরিয়া খাইতে পায় না—তাহারা এখনই জীবন্মৃতের মত কোন মতে বাঁচিয়া আছেন। ঐ শ্রেণীর জনসাধারণেরা একমাস কি খাদ্যমন্ত্রীর 'বাণী' চর্ব্বন করিয়া পেটে গামছা বাঁধিয়া দাঁতে দাঁত দিয়া মাটিতে পড়িয়া থাকিবে?

কংগ্রেস সভাপতির পদে নেহেরু-দুহিতা

শ্রীজহরলাল নেহেরুর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও উড়িষ্যা ছাড়া আর সব প্রদেশ হইতে শ্রীমতীর নাম প্রস্তাবিত হয়। সংবাদে প্রকাশ, অভয়ঙ্কর নগরে অতুল্য ঘোষের নেতৃত্বে দশজন পশ্চিমবঙ্গীয় ডেলিগেট মহীশূরের শ্রীনিজলিঙ্গপ্পার নাম সমর্থন করিয়া এক প্রস্তাব করেন। কিন্তু পরে কোন অজ্ঞাত কারণে শ্রীনিজলিঙ্গপ্পা নিজেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকেই সমর্থন করেন ও নিজ নাম প্রত্যাহার করেন। অপর এক প্রার্থীর নাম অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হয়। খবরে প্রকাশ যে শ্রীমতী গান্ধী যাহাতে নির্বাচিত হন তাহার জন্য কংগ্রেসের গত অধিবেশনে কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ড বস্তুত নির্দেশ জারী করেন।

শোক সংবাদ

বরাবাজার থানার আমড়াবেড়া গ্রামের লোক সেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীবনমালী মাহাত কিছু দিন রোগে ভুগিয়া মারা গিয়াছেন। তিনি চিকিৎসার জন্য কিছুদিন পুরুলিয়ার হাসপাতালে ছিলেন।

শ্রীবনমালী মাহাত—১৯৩০ সালে কংগ্রেসে যোগদান করিয়া স্বাধীনতার সংগ্রামে যখনই প্রয়োজন হইয়াছে কারাবরণ করিয়াছেন। লোক সেবক সংঘ গঠনের সময় সকলের সঙ্গে তিনিও কংগ্রেস ছাড়িয়া লোক সেবক সংঘে যোগ দিয়া সমস্ত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। ইনি লোক সেবক সংঘের একজন বিশিষ্ট ও নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন। তাহার পুত্র শ্রীগৌর মাহাতও লোক সেবক সংঘের একজন বিশিষ্ট কর্মী।

তাহার মৃত্যুতে আমরা তাহার পুত্র ও পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত

কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীদীরেন্দ্রনাথ রায় নামক জনৈক ব্যক্তি ভাগ্যাধীন কোলিয়ারী হইতে টাটানগর যাইবার সময় পুরুলিয়া স্টেশনে নামিয়া চা খাইতেছিলেন ইতিমধ্যে ট্রেনটি ছাড়িয়া দেয়। তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া চলন্তট্রেনে চাপিতে চেষ্টা করিলে ট্রেন হইতে পড়িয়া যান ও তাহার একটি হাত কাটা যায়। অজ্ঞান অবস্থায় তাহার সোনার বোতাম, হাতঘড়ি ইত্যাদি খোয়া গিয়াছে। ট্রেনের কামরায় রক্ষিত তাহার একটি ব্যাগেরও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

পুরুলিয়া জেলায় শিক্ষা বিভাগের চূড়ান্ত অব্যবস্থা

শিক্ষকদের দুর্দ্দশা ও দুর্গতি বৃদ্ধি

জনসাধারণের মনে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি।

আপন মায়ের কোলে ফিরে যাবার বিপুল আগ্রহে মানভূম জেলাবাসী বৎসরের পর বৎসর যাবৎ অন্যায় ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ভোটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছেন। সংগ্রামের মাঝ পথে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরাট সম্পদশালী মানভূম জেলা খণ্ডিত হলো এবং কয়েক লক্ষ অধিবাসী হিন্দীসাম্রাজ্যবাদীদের এলাকাভুক্ত হয়ে থাকলো। সমগ্র জেলার মাত্র ১৬টি থানা ১৯৪৬ সালের ১লা নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত হলো। খনিজ ও বনজ সম্পদে পূর্ণ বিরাট এলাকা জেলা থেকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মানভূম জেলার অধিবাসীদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বাঙ্গে বিপর্য্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করতে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদীদের যে অপচেষ্টা চলেছিল—তা থেকে মাত্র যে অংশটুকু পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত হলো সেই এলাকার অধিবাসীগণ রক্ষা পেলেন—এই আশায় অনেকের মনেই স্বস্তির নিশ্বাস পড়েছিল বলেই আমরা জানি। পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত হওয়ার পর মানভূম জেলার ঐতিহ্যমণ্ডিত নামের বিলুপ্ত ঘটিয়ে—"পুরুলিয়া জেলা" নাম রাখা হলো সরকারের তরফ থেকে। পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত এই জেলাবাসীগণ বড় আশা করেছিলেন—এবারে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমউন্নতি সাধিত হবে—এককালে যে সব অবিচার অন্যায় জুলুম প্রভৃতি চলেছিল তার অবসান ঘটবে—কিন্তু তা হয় নি। ভাষার পরিবর্তন হয়েছে বটে কিন্তু ভাবের পরিবর্ত্তন হয় নি।

পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত এই পুরুলিয়া জেলায় ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বরের পর থেকে—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বহু তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে এবং এখনও প্রতিদিনই সংগ্রহ হচ্ছে। প্রত্যেকটি বিভাগের কার্য্যকলাপ পৃথক পৃথক ভাবে বারান্তরে আলোচনা করা হবে। তৎপূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা বিভাগের কয়েকটি কার্য্যকলাপ আলোচনার দ্বারা এর উদ্বোধন করা হলো।

পুরুলিয়া জেলার শিক্ষা বিভাগের কার্য্যকলাপকে প্রথম আলোচ্য বস্তু হিসাবে গ্রহণ করার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, এই বিভাগের যে সকল কার্য্যের ফলে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুতর ক্ষতি ঘটান হচ্ছে, এবং সমগ্র জনমনে গভীর অসন্তোষের মাত্রা বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে, সেই সব অন্যায় কার্য্যের প্রতিকারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, আর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় এবং শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের যে—একটু সক্রিয় হবার প্রয়োজন জরুরী হয়ে পড়েছে—তাই জানানো।

প্রথম দৃষ্টিতেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এই জেলায় শিক্ষা বিভাগের কার্য্যকলাপ—ইতিহাসের মহম্মদ তোগলকের কার্য্যকলাপের সীমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে—যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শিক্ষা বিভাগের নীতি ও কার্য্যকলাপের উপর জনগণ বিরাগ ভাজন হয়ে উঠছেন। জেলার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই ভাবছেন—অবাধে এই জেলায় এতসব কাণ্ড দিনের পর দিন চলছে, এর কি কোন প্রতিকার নেই? অনেকে ভাবছেন শিক্ষা, বিভাগের উপরতলার লোকদের গৃহীত নীতির জন্যই এই সব ঘটনা ঘটা সম্ভব হচ্ছে। আজ এমন একটা সময় এসেছে যে—এ বিষয়টাও জনসাধারণের কাছে পরিষ্কার হওয়া দরকার। নতুবা এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী—তার দায় ও দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী ও প্রাদেশিক বিভাগের কর্ণধারদের উপর বর্ত্তাবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে—শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী কয়েকবারই এই জেলায় সফর করে গিয়েছেন—কোন প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে অথবা আরও অন্য কোন উপলক্ষে। হয়ত তখন তাঁর ভ্রমণকালীন—এখানে যে সব ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে সেগুলি তখন তলিয়ে অথবা আদৌ দেখবার, জানবার

বা প্রতিকার করবার মত অবসরই তিনি পাননি বা করেননি। আর পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য মন্ত্রী মহোদয়গণ বিভিন্ন কার্য্যে এ জেলায় সফর করে গিয়েছেন, কিছু লোক হয়ত তাঁদেরকে চোখেও দেখেছেন—কিন্তু আজ দুঃস্বপ্নের বেশী হয়ে গেল—শিক্ষা বিভাগের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী এই জেলায় এসে শিক্ষা সম্বন্ধে যে ত্রুটি ও অব্যবস্থা ঘটছে সে সম্বন্ধে অবহিত হবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি।

প্ল্যানিং কমিটি—বিহারের সময় প্ল্যানিং কমিটি মারফৎ শিক্ষক নির্ব্বাচন করা হতো। নির্ব্বাচিত শিক্ষকদের নামের তালিকা অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হতো নিয়ম মত, শিক্ষকদের জানানো হ'তো, এমন কি পরবর্ত্তী সময়ের জন্য কারা নির্ব্বাচিত হয়ে থাকলেন তাও জানানো হতো। বিহার এল, এস, জি এ্যাক্ট রুল (৫) ৬৫ (সি) এই আইন অনুযায়ী শিক্ষকদের প্যানেল তৈরীর ভার সম্পূর্ণ উক্ত সরকার নির্ব্বাচিত কমিটির উপর ন্যস্ত ছিল। জেলাবোর্ডের পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান একজন প্রতিনিধি রূপে যোগদান করতেন। বর্ত্তমানে উক্ত প্ল্যানিং কমিটির কোনরূপ অস্তিত্ব না থাকায় এবং উক্ত প্ল্যানিং কমিটির নামে পুরুলিয়া জেলার ডি, আই, ও ডি, এস, ই মহাশয় সম্পূর্ণ বে আইনী কার্য্যকলাপ সুরু করায়—জেলাবোর্ডের পক্ষ থেকে বার বার আপত্তি জানানো হয় এবং সেই কারণে জেলাবোর্ডের প্রতিনিধিরূপে চেয়ারম্যান এতে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। বর্ত্তমান ডি, এস, ই মহাশয় এই আইনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করে বেপরোয়াভাবে খেয়াল খুসী মত কাজ করে যাচ্ছেন। অবশ্য অজুহাত দেখান যে "জবারি এবং নেপোটিজম্" বেড়ে যাচ্ছে বলেই তিনি এই রকম করছেন। তাঁর কাজের নমুনা যথা—এক ফতোয়া জারী করা হলো, জেলার শিক্ষকদের সদরে আসতে—কারণ শিক্ষক নির্ব্বাচন করা হবে। এজন্য কোন রাহা খরচ অবশ্য দেওয়া হয় নি। ডি, এস, ই মহাশয়ের হুকুম মতো প্রায়- ৮০০ আট শতেরও অধিক শিক্ষক বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সদরে এলেন। কর্ত্তার হুকুম মত যথা নির্দ্দেশিত স্থানে দুদিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। এই দুদিন গরীব শিক্ষকেরা গাঁঠের কড়ি খরচ করে সহরে খেলেন—কোথায় মাথা গুঁজে রাত কাটালেন-তার কোন স্থিরতা থাকলো না। জেলার ডি, আই, অথবা ডি, এস, ই মহাশয় আইনসঙ্গতভাবে কার্য্য করবেন এই আশা নিয়ে শিক্ষকেরা নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেলেন। কিন্তু তাঁরা আজও কেউ জানতে পারলেন না কারা নির্ব্বাচিত হলেন এবং কারাই বা পরবর্ত্তী কালের জন্য নির্ব্বাচিত হয়ে থাকলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল চুপি চুপি কয়েকজনকে নিয়োগ করা হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে। শুধু এই একটি বিষয় নয়—আরো কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—

হৃদয়হীন ব্যবহার—১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাস হতে বেতন বৃদ্ধির বিষয় বন্ধ করে রেখেছেন—ফলে জেলার মিডিল স্কুল, নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের—চরম দুর্দ্দশার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। জেলার ডি, আই অথবা ডি, এস, ই মহাশয় গরীব শিক্ষকদের প্রতি এভাবে আচরণ করবে বলে কেউ আশা করেনি।

আর একটি অদ্ভুত কাণ্ড—সিনিয়ার বেসিক ট্রেনিং টিচার নির্ব্বাচন বিষয়ে শিক্ষা বিভাগের আর এক অদ্ভুত কাণ্ডের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। এই নির্ব্বাচনের জন্য জেলার মিডিল স্কুলের ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একদিন "লিখিত পরীক্ষা" আর একদিন "ইণ্টারভিউ" দিতে ডাকা হয়। পেটে জ্বালায় ও নির্ব্বাচিত হবেন এই আশায় শিক্ষকেরা নিজ খরচায় আসেন, থাকেন ও খাওয়া দাওয়া করেন। শিক্ষকদের আসা-যাওয়া ছুটাছুটি ও পরীক্ষা দেওয়া সার হোল। হঠাৎ এত কাণ্ডের পর এই জেলা হুকুমদারী শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন—মিডিল স্কুলের শিক্ষক বলে তাঁদের গ্রহণ করা হবে না। এই সিদ্ধান্তই যদি মনের মধ্যে ছিল, তা হলে পূর্ব্বে এ' না জানিয়ে মিডিল স্কুলের শিক্ষকদের—আর্থিক ক্ষতি, ও হয়রাণি করার কি প্রয়োজন ছিল এতে জনমনের ধারণা কিরূপ হয়ে উঠেছে—আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ তা উপলব্ধি করতে পারেন।

কর্ত্তাদের আদেশ ও কাজ—সরকারের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ ছিল—পূজার পূর্ব্বে শিক্ষকদের মাসিক বেতন দেওয়ার; কিন্তু বাগমুণ্ডি থানার গরীব শিক্ষক সম্প্রদায় হিন্দুর শ্রেষ্ঠ পর্ব্ব দুর্গাপূজার পূর্ব্বে বিল পেলেন না, এমন কি পূজার মধ্যেও পেলেন না। অশেষ দুর্গতি ভোগ করে এই থানার শিক্ষক সমাজ—জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান, ডি, আই; ডি, পি, আই প্রমুখের কাছে সকরুণ আবেদন জানান। শিক্ষক কুলের এই আবেদনখানি যে কোন চিন্তাশীল হৃদয়বান ব্যক্তির চক্ষু জলসিক্ত করবে কিন্তু এই জেলার শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তাদের—হৃদয় টলল না। উক্ত থানার শিক্ষকদের বেতন পাবার কোনই সুরাহা হল না। জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হচ্ছেন—এই জেলারই ডেপুটি কমিশনার। তিনি এ বিষয়ে কোন চেষ্টা করেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু শিক্ষকরা বেতন পান নাই।

শিক্ষকদের প্রতি স্থানীয় শিক্ষাবিভাগ থেকে টাকা জমা দেওয়ার বিষয়ে কড়া নির্দ্দেশ দেওয়া হয়—টাকা জমা দিতে বিলম্ব করলে "তছরুপকারী বলে গণ্য করা হবে—এ্যাকসন নেওয়া হবে"। বেশ ভাল কথা—কিন্তু অপর দিকে শিক্ষকদের পেমেণ্ট সম্বন্ধে কোন স্থিরতা বা সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া হয় না—এটা শুধু কর্ত্তাদের খেয়াল খুসীর উপর ছেড়ে দেওয়ার অলিখিত আদেশ দেওয়া আছে কি? জনসাধারণ এটা স্পষ্ট ভাবে জানতে চায়।

আইন থাকতে পারে—বিহার এল, এস, জি, এ্যাক্টের ৫৪ বি রুল প্রি ধারা মতে বোর্ডের স্থায়ী ও নূতন শিক্ষকগণ যে সকল সুযোগ সুবিধা এত দিন পেয়ে আসছিলেন এবং এখনও পাবার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী, তারা নির্বিচারে ১৯৫৬ সালের নভেম্বর থেকে এই আইনের আওতায় প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অবিলম্বে এর প্রতিকার দাবী করে জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ বারবার বহু পত্রাদি দ্বারা স্থানীয় ডি, এস, ই মহাশয়কে লিখে আসছেন। ডি, এস, ই গোড়ার দিকে এই সব চিঠির কোন জবাবই দেন না—অনেক লেখালেখির পর হঠাৎ এক পত্রাঘাতে জানান "জেলাবোর্ড তার দেয় টাকা না দেওয়াতে এ কার্য্যকরী করা হবে না।" স্থানীয় ডি, এস, ই মহাশয় এই জাতীয় উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে শিক্ষাবিভাগের প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শ বা নির্দ্দেশ মত এই কথা জানিয়েছেন কিনা—আশা করি এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় বা ডি, পি, আই মহোদয় আলোকসম্পাত করবেন। জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত জবাব পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডি, এস, ই মহোদয়কে পত্রদ্বারা জানান "ডিষ্ট্রিক্ট এডুকেশন ফাণ্ড" হতেই এই ব্যয় নির্দ্ধারিত হয়েছে এবং জেলাবোর্ডের অন্যান্য শিক্ষকগণের ন্যায় নূতন শিক্ষকগণও উক্ত আইনে বর্ণিত সুযোগ সুবিধা পাবার আইন সঙ্গত অধিকারী। এই চিঠিখানি পাওয়ার পর আজ পর্য্যন্তও জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ আর কোনরূপ উত্তরাদি পেয়েছেন বলে জানা যায় নি। অপরদিকে শিক্ষকগণও অদ্যাবধি তাঁদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন।

জেলা বোর্ড কে?—জেলায় আর একটি আইন চালু আছে তা হচ্ছে বিহার এল, এস, জি এ্যাক্ট ৬২ বি—এই আইন মতে জেলাবোর্ডের সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় সমূহের জন্য নূতন শিক্ষক নিয়োগ, বদলী, কর্ম্মচ্যুত করা প্রভৃতি আরো কয়েকটি বিষয়ের জন্য জেলাবোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করবার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে—কিন্তু জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা ও আইনকে অগ্রাহ্য করে ডি, এস, ই মহাশয় কার্য্যাদি করছেন। বোর্ডের পক্ষ হতে এসম্বন্ধে জানতে চাইলে সেই পুরাতন কথাই জানান হচ্ছে—বোর্ড যখন টাকা দেয় নাই তখন বোর্ড কে?

কলমের এক আঁচড়ে—বাগমুণ্ডি থানার তুষ্ডি বোর্ড মিডিল স্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিগত ১লা হতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ৫৮ সালের অসুস্থতার দরুণ পুরা বেতনে উক্ত সময়ের জন্য ছুটি মঞ্জুর হয়। তিন মাস যাবৎ তিনি সাপ্লিমেণ্টারী বিল না পাওয়াতে জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক আবেদন করেন। জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ অবিলম্বে তাঁর বকেয়া বেতন দিবার নির্দ্দেশ প্রদান করেন। তথাপি ডি, এস, সি মহাশয়ের কাছ থেকে কোন জবাব না পাওয়াতে শিক্ষক মহাশয় পুনরায় জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ১৫দিন অপেক্ষা করার

পর আবার ও আবেদন করেন। প্রায় তিন-সপ্তাহ গত হয়ে যাবার পর কর্ম্মব্যস্ত ডি. এস, ই মহাশয় এক পত্র দ্বারা জানান—"He is informed That neither his sanctioning memo, of medical leave nor his bills for the Period 1st to 16th Feb' 58 have been received by this office. He is advised to apply to the District Board first for his leave" আশ্চর্য্যের ব্যাপার দেখুন—ডি, এস, ই মহাশয় অফিস আসা যাওয়া করেন—কলমের খোঁচায় হুকুম জারী করেন অথচ জেলাবোর্ডের কর্তৃপক্ষ প্রায় ৬ মাস চারিদিন পূর্বে উক্ত শিক্ষকের ছুটি মঞ্জুর করেন এবং তৎসংক্রান্ত নির্দ্দেশ প্রদান করেন এমন কি তার পরেও চিঠি দিয়ে অবিলম্বে বকেয়া বেতন দেবার নির্দেশ সূচক পত্র দেন—কাগজে কলমে দেখাযায় ডি, এস, ই মহাশয় যথাযথ সময়ে উক্তপত্র সমূহ পেয়েছেন কিন্তু অদ্ভুত অথবা খেয়াল খুসিমত এইরূপ নির্দ্দেশ দেন কি করে সেটা তদন্ত করে দেখা দরকার। এভাবে শিক্ষকের কাছে চিঠি দেওয়ার অর্থই বা কি যেখানে জেলাবোর্ডের কর্তৃপক্ষ শিক্ষকের ছুটি মঞ্জুরের উপযুক্ত অথরিটি। তাদের কাছে খোঁজ না নেওয়ার অর্থ ইহাই দাঁড়ায় যে জেলাবোর্ড কর্তৃপক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা ও অগ্রাহ্য করা নহে কি?

আর একটি তোগলকী কাণ্ড—মানবাজার নামোপাড়া উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২য় শিক্ষক ১৯৫৭ সালের তাঁহার অবকাশকালীন বেতন আইনসঙ্গত ভাবে যাহা প্রাপ্য আছে তাহা দাবী করিয়া এক পত্র দেন তাহাতে ডি, এস, ই মহাশয় প্রায় ছয়মাস পরে এক পত্র দ্বারা জানান যে—"উক্ত অবকাশ কালীন ছুটি অর্দ্ধেক বেতন সহ মঞ্জুর হইল।" এই আদেশ দেওয়ার ঠিক ১৫দিন মধ্যেই উক্ত ডি, এস, ই মহাশয়উক্ত শিক্ষক মহাশয়কে দ্বিতীয় পত্র দ্বারা জানান যে—পূর্বোক্ত আদেশ বাতিল করিয়া মাত্র ১৫ দিনের অর্দ্ধেক বেতন ও বাকী দিনগুলি বিনা বেতনে মঞ্জুর করা হইল। এই ধরণের পরস্পর বিরোধী আদেশ পাইয়া গরীব শিক্ষক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন—যদি কোন পথ থাকে এই আশা লইয়া সজল চক্ষে জেলাবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান সমীপে আবেদন করিলেন। জেলাবোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান এক জন বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়ী—তিনি এক জরুরী পত্র দ্বারা ডি, এস, ই মহাশয়ের কাছে জানিতে চাহিলেন যে "কোন্ আইনে উক্ত শিক্ষকের ছুটি ও বেতন প্রথম পত্রে মঞ্জুর করা হইল এবং ঠিক তাহার দুই সপ্তাহ পরেই দ্বিতীয় পত্র দ্বারা নামঞ্জুর করা হইল তাহা অবিলম্বে জানান হউক। শিক্ষকদের অভাব বাড়ুক, সমস্যায় জর্জ্জরিত হউন ডি, এস, সি মহাশয় এই পত্রখানি উত্তর দিলেন প্রায় একমাস পরে—তাতে জানালেন ওয়েষ্টবেঙ্গলের ছুটির রুলের—ছাপা একখানি হ্যাণ্ডবিল এই সঙ্গে পাঠালাম।" এই ছাপা হ্যাণ্ডবিল ও পত্র পেয়ে জেলাবোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান নিম্নলিখিত পত্র দিলেন—"With reference to your letter No 4140 deted 3-11 57 I am to inform you that in the aided schools under the Board having no particular leave rules for teachers, the model leave rules as fromed by the Board of secondary Education Bihar vide there Resolution dated 27-11-53 as reproduced in Bihar Education Code used to have been followed by the managing Committe of aided Primary and Middle Schools under the Manbhum D. B. from the new printed leave rules as sent with your above letter it could not be ascertained as tothe date from which these were introduced in this District and were enforced under what authority?

As rules of the Bihar state are still in force I failed to understand how the W. B rules could be enforced in this transferred area unless Acts and Rules there under are repealed by the specific notification of state Government. I think that no advantage to punish a teacher should be taken when they are still being deprived of the benefits of West Bengal Rules with regard to their Pay and other Privildages.

I am however to request you again to report on the points at an early date is enable me to dispose of the teacher's appeal.

Copy to the D. P. I. W. B. Calcutta for favour of infor mation and issuing neceesary instruction the matters early. 2-1-58. এই চিঠি ভাইস-চেয়ারম্যান দেওয়ার পর কোন উত্তর না পেয়ে গত মার্চ ৫৮ সালের দ্বিতীয় সপ্তাহের পরে ডি, পি, আইকে "রিমাইণ্ডার" দিলেন—এই চিঠি পাওয়ার পর প্রাদেশিক ডি, পি, আই মহাশয় গড্ডালিকা প্রবাহগতিতে প্রায় ৯ মাস পরে—স্থানীয় জেলার শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষকে—ডি, আইকে, "দ্রুত" ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। ইত্যবসরে জেলাবোর্ডের কর্তৃপক্ষকে ডি' এস, ই মহাশয় জানান যে—বোর্ড যে আইনের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য এবং প্রাইমারী ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য বিহার সরকার কোন ছুটির আইন না করায়—এই জন্য এই অফিস উক্ত ছুটির আইন জারী করিয়া যুক্তি সঙ্গত কার্য্য করিয়াছেন।

এই জিলা এখন শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে অবস্থান করছে। কোন আইনে কেমন করে চলাহবে এ দু বছরেও তার কোন সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করা সম্ভব হল না। শিক্ষকরা বাংলা দেশের আইনেও বেতন পান না—বিহারের আইনেও নয়। অবস্থা যে ভাবে চলছে তাতে একথাই মনে হচ্ছে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করবার কোন লোক নেই—যে যা খুশী করে যাচ্ছে তার কোন মাথামুণ্ড কিছুনেই। যাই হোক শিক্ষা বিভাগ কি অবিলম্বে বর্ত্তমান অব্যবস্থা ঘোচাবার জন্য চেষ্টিত হবেন?

স্কেল ও নির্দ্দেশ—গ্রাম্য এলাকার শিক্ষকদের ১-৪-৫৮ থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্কেল অনুযায়ী বেতন দেওয়া হবে বলে জানান হয় কিন্তু কে কি পাবেন তা আজও পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। কার দপ্তরে এ বিষয়টি এখনও চাপা পড়ে আছে—জেলার শিক্ষকদের ও জনসাধারণের অবগতির জন্য এটাও তদন্ত হওয়া দরকার কারণ সরকারের এ নির্দ্দেশ এখনও কার্য্যকরী করা হয়নি ফলে শিক্ষকেরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

বিলডিং গ্রাণ্ট ও আসবাবাদি—স্কুল গৃহ গুলি জরাজীর্ণ অবস্থায় সমুপস্থিত—সংস্কারাভাবে অনেকগুলি স্কুল গৃহ ও চালাগুলি ভেঙ্গে পড়ার মত ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে আছে। এই বিলডিং গ্রাণ্টের টাকা ও আসবাবাদি কেনার জন্য এপর্য্যন্ত শিক্ষা বিভাগ থেকে এক কপর্দ্দকও খরচ করা হয় নাই। শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বিহারের সময়ে বিহার সরকার এডুকেশন ফাণ্ডে এই বাবদ টাকা রেখে গিয়েছেন কি না এবং থাকলে সে টাকাগুলি কিসের বাবদে খরচ করা হচ্ছে?

পৈশাচিক হাসি

শ্রীযুক্ত লেদু মাঝি এম, এল, এ (লোক সেবক সংঘ) তাহার একটি অভিজ্ঞতার কথা জানাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"গত ৩০শে জানুয়ারী জেলা হইতে আমি এক পত্র পাই যে—ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার মহাশয় পুরুলিয়ায় আসিবেন। ৩১শে তারিখে বেলা ১০ টায় পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে—আমি উপস্থিত হই। মিটিংএ জেলার আদিবাসী ও হরিজনদের শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা হয়। আমি জেলার গরীব আদিবাসী ও হরিজনদের দুরবস্থার কথা জানাই এবং বলি যে—এ বৎসর জেলায় ভাল ফসল না হওয়ায়, অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ঐ গরীব চাষীরা পূর্ব্ব অঞ্চলে কাজ করিতে যায়। কিন্তু কাজ না পাইয়া ফিরিয়া আসে, এইরূপ বারংবার আসা-যাওয়া করিতে থাকে; এই জেলার মধ্যেও কোন কাজের ব্যবস্থা নাই। এই কথা শুনিয়া কংগ্রেসীরা হো হো করিয়া হাসিতে থাকেন। মিটিং প্রায় ১ঘণ্টা ছিল।

এই দুর্দ্দিনে জেলার এই রকম দুরবস্থার কথা জানাইলে—কংগ্রেসীরা কোন চিন্তা না করিয়া দুরবস্থাকে হাস্যকর বলিয়া মনে করিতেছেন।"

কংগ্রেসীরা আদিবাসীদেরই শুধু নয়, দেশের দুঃখে হাসিবেন ইহা আশ্চর্য্য কিছু নয়। কারণ বুভুক্ষু বেকার আদিবাসীরা পূর্ব্বাঞ্চলে যাইয়া কাজ পাইতেছে না—এখানে ফিরিয়াও কাজ পাইতেছে না—এমন অদ্ভুত কথা শুনিয়া কংগ্রেসীরা না হাসিয়া কেমন করিয়া থাকিতে পারেন! তবে মানুষ মানুষের দুঃখে হাসে না—অন্যের জন্য দুঃখ সৃষ্টি করিয়া একমাত্র পিশাচ প্রকৃতির জীবেরাই হাসে। ভারতবর্ষের কংগ্রেস যে প্রেতেরই বিচরণ ভূমি হইয়াছে—ইহার প্রমাণ ইহারা নিয়তই দিতেছেন। এই রকমই হাসি একদিন ফ্রান্সের সম্রাট লুই ও রাশিয়ার জার হাসিয়াছিলেন।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। পত্রেপত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয়।

পুলিশী জুলুম

বান্দোয়ান থানার বান্দুডাবু গ্রাম হইতে লোক সেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্মী কানু সবর জানাইতেছেন :—গত ২৬শা পৌষ তারিখে আমার গ্রামের চৌকিদার আমার বাড়ীতে গিয়া আমার স্ত্রীর নিকট বলিয়াছে, কানু শবর কোথায় গিয়াছে, থানার বড় দারোগাবাবুর ডাক আছে। তাহাকে থানায় যাইতে হইবে। আমার স্ত্রী চৌকিদারকে জবাব দেয়, ও২৭শা পৌষ তারিখে মামলার দিন আছে বলিয়া সে ২৬শা পৌষ তারিখে পুরুলিয়ার মোক্তারবাবুর বাড়ীতে গিয়াছে। ২৬শা পৌষ তারিখে আমার স্ত্রী চৌকিদারকে বলা সত্ত্বেও আমার বাড়ীতে বারংবার চৌকিদার হানা দেয়। আমি বাড়ীতে না থাকা সত্ত্বেও চৌকিদার হানা দেয়। ইহার কারণ কি? আমি রাত্রি ৮।৯ টার সময় পুরুলিয়া হইতে বাড়ী পৌছি। ২৮শা পৌষ তারিখে প্রাতঃকালে চৌকিদার আমার দেখা পায়। চৌকিদার দেখা পাইবা মাত্র আমাকে বলে যে, অদ্য তিনদিন ধরিয়া খোঁজ করিয়াছিলাম—পাই নাই। এখনি থানার বড় দারোগা-বাবু ডাকিয়াছে তোমাকে থানায় যাইতে হইবে। আমি চৌকিদারকে জবাব দিই, আমাদের বান্দোয়ান থানার লোক সেবক সংঘ সভাপতি মহাশয়ের নিকট নির্দেশ না লইয়া, থানায় যাইতে পারি না। তৎক্ষণাৎ বান্দুডাবু গ্রাম হইতে চৌকিদার থানায় গিয়া আমার বিবরণ সংবাদ দেয়।

২৯শা পৌষ তারিখে পুনরায় চৌকিদার বান্দুডাবু গ্রামের আমাকে সংবাদ দেয়, তোমাকে জমাদারবাবু যাইতে বলিয়াছে আমি তখন চৌকিদারকে জবাব দিই, আমি থানায় যাইব না।

১৩৬৫ সাল ৫ই মাঘ তারিখে বাঁদোয়ান থানার জমাদারবাবু, সিপাহি একজন লইয়া বান্দুডাবু গ্রামে আমার বাড়ীতে দিয়াছিল বেলা ৪ চারিটার সময়। সেই সময় আমি বাড়ীতে ছিলাম। আমাকে জমাদারবাবু ডাকিয়া বলেন—কানু, তোমার শ্বশুর বাড়ী কোথায়, তোমার শ্বশুরের নাম কি? কোন গ্রাম, কোন থানায়। তোম পিতার নাম কি? আমি প্রতি উত্তরে বলি, আ পিতার নাম ৺রূপায় শবর। পুনরায় জিজ্ঞাসা ক তোমার ছেলে কয়টী, তোমার স্ত্রী আছে কি না। শবর তুমি অনশন সত্যাগ্রহ করিতে গিয়াছিলে। উ বলা হয়, হাঁ গিয়াছিলাম। পুনরায় জমাদারবাবু জি করে, অনশন সত্যাগ্রহ করাতে কি লাভ হল, কি হল, রিলিফ সত্যাগ্রহ করাতে কি ফল হল, এই টুরু সত্যাগ্রহ কেন করলে না, ইহার কারণ কি জমাদারবাবু বলিয়াছে কানু শবর তোমার নামে উ কাগজ পাঠাইলাম। এই বলিয়া পুলিশ বান্দুডাবু হইতে বাঁদোয়ান থানায় চলিয়া যান।

ফেরত চাই

গত ইংরাজী ২৯শে ডিসেম্বর বেলা আন্দাজ ১ টার সময় একজন অপরিচিত যুবক আন্দাজ ২ বৎসরের, পোষ্ট আফিসে মনি অর্ডার ফরম লিখি জন্য আমার নিকট ফাউন্টেন পেন চাহিলে আ তাঁহাকে আমার পুরাণ মডেলের ব্লাক বার্ড ফাউ পেনটি দি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ফেরৎ পাই নাই। ভদ্র লোকের নিকট আমার অনুরোধ, তিনি যদি মুক্তি অফিসে বা নিম্নঠিকানায় ফেরৎ দেন তাহা হ বিশেষ বাধিত হইব। ইতি—

শ্রীহরিসেবক ঘোষ
টাইপিষ্ট জজকোর্ট, পুরুলিয়া।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত
দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যা যে কোন রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করি হয় না। মাগুরিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যা আল্‌সার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রী প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গান্ধী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে প যাছেন। ১২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৫৲ টা স্পেশ্যাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ; বি, এ
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পো: দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা (বিহা

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৪ঠা ফাল্গুন ১৩৬৫—১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে প্রায় ৪ কোটী টাকা ঘাটতি

বিধান সভার অধিবেশনে ১৯৫৯-৬০ সালের বাজেট পেশ

গোঁজামিল দিয়া ঘাটতি পূরণ

গত বুধবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ১৯৫৯-৬০ সালের পশ্চিম-বঙ্গের বাজেট পেশ করেন। উক্ত বাজেটে দেখা যায় রাজস্বখাতে আনুমানিক আয় হইবে ৭৯ কোটী ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা এবং ব্যয় হইবে ৮২ কোটী ৬৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। কাজেই ঘাটতি পড়িবে ৩ কোটী ৬২ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। নূতন কোন করধার্য্যের প্রস্তাব করা হয় নাই।

কোন খাতে কত ব্যয় হইবে :—

	গত বৎসর—	আগামী বৎসর—
পুলিশ—	৭ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা।	৭ কোটী ৯৩ লক্ষ ৭২ হাজার
শিক্ষা—	১২ ,, ৭৪ ,, ১ হাজার টাকা	১৩ ,, ৪৭ ,, ৫০ ,,
চিকিৎসা—	৫ ,, ১৪ ,, ২২ ,, ,,	৫ ,, ৮৪ ,, ৫৪ ,,
জনস্বাস্থ্য—	২ ,, ৪ ,, ৫৮ ,, ,,	২ ,, ৬৭ ,, ৪৬ ,,
খাদ্য—	৩ ,, ৩৬ ,, ৬২ ,, ,,	২ ,, ৬১ ,, ৪২ ,,
দুর্ভিক্ষ—	৭ ,, ৫২ ,, ৬৩ ,, ,,	৩ ,, ৮৪ ,, ৯ ,,
কৃষি—	৪ ,, ৫০ ,, ২২ ,, ,,	৪ ,, ৭৫ ,, ২৯ ,,
শিল্প—	৭৭ লক্ষ ১৮ হাজার ,,	৯৮ লক্ষ ৩৫ হাজার।
কুটীর শিল্প—	১ কোটী ১০ লক্ষ ৯০ হাজার ,,	১ কোটী ২৬ লক্ষ ১ হাজার
পূর্ত্ত—	৩ ,, ৯৭ ,, ১৮ ,, ,,	৪ ,, ৫৮ ,, ৮৪ ,,
জেল—	১ ,, ৭ ,, ৭১ ,, ,,	১ ,, ৩ ,, ২ ,,

পুলিশ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি : খাদ্য খাতে বরাদ্দ হ্রাস।

দরিদ্র জনসাধারণের অর্থ লইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারে

ছিনিমিনি খেলা।

ব্যবসায়ে বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান।

যে দেশের লোক আজ অন্ন বস্ত্রের জন্য হাহাকার করিয়া মরিতেছে, যাদের মাথা গুঁজিবার ঠাঁই নাই, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, রোগে এক ফোঁটা ওষুধ পর্য্যন্ত পায় না, সেই দেশের তথাকথিত গণদরদী সরকার জনসাধারণের কষ্টার্জিত অর্থ লইয়া ব্যবসায়ের নামে কি ভাবে অপচয় করিতেছেন তাহার কতকগুলি উদাহরণ নিম্নে দেখান হইল। জনসাধারণকে গুরু করভারে জর্জ্জরিত করিয়া সেই টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে আজ কংগ্রেস সরকারের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যবসা করিয়া লাভের জন্য রাষ্ট্রীয় পরিবহন (কলিকাতা), গভীর সমুদ্রে মাছধরা, কাঠের ব্যবসা, ইট ও টালি তৈয়ারীর ব্যবসা, হাওড়া ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদিতে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করিয়া বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান দিতেছেন।

সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবসায়ের নমুনা :—

কলিকাতার রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থা—৪ কোটি ৭৭ লক্ষ ৩০ হাজার (নিয়োজিত মূলধন)

আয়—২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা
ব্যয়—২ ,, ৫৭ ,, ৬৯ ,, ,,
ঋণের সুদ— ১৩ লক্ষ ২৩ ,, ,,
ঘাটতি— ৩ লক্ষ ৩০ হাজার। ,,

আগামী বৎসরে যে আয় ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহাতেও ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা।

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা—২৩ লক্ষ ৩৮ হাজার (নিয়োজিত মূলধন)

আয়—১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা
ব্যয়—৭ ,, ৭০ ,, ,,
ঋণের সুদ—২৩ ,, ,,
ঘাটতি—৬ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা।

আগামী বৎসরের আয় ব্যয়ের বরাদ্দ অনুযায়ী ঘা
পরিমাণ দাঁড়াইবে ৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

কাঠের ব্যবসা— ৩০ লক্ষ ৯ হাজার (নিয়োজিত
আয়— ৮৩ হাজার টাকা
ব্যয়—১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা
ঋণের সুদ—১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।
ঘাটতি—১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা।

আগামী বৎসরের আয় ব্যয়ের বরাদ্দ অ
লোকসানের পরিমান দাঁড়াইবে ২ লক্ষ ২৪ হাজার

ইট ও টালি তৈয়ারী—৮৬ হাজার টাকা (নিয়োজিত
আয়—২০ হাজার টাকা
ব্যয়—৮০ ,, ,,
ঋণের সুদ— ২ ,, ,,
ঘাটতি— ৬২ হাজার টাকা।

আগামী বৎসরের বাজেটে যে হিসাব ধরা
তাহাতেও সরকারের লোকসানের পরিমা
হাজার দাঁড়াইবে।

হাওড়া ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প উন্নয়ন—৩ লক্ষ ৭৫ হাজার (নিয়োজিত
আয়—৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা
ব্যয়—৭ ,, ৭১ ,, ,,
ঋণের সুদ— ১৫ হাজার টাকা।
ঘাটতি—৩ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা।

আগামী বৎসরও উক্ত পরিকল্পনায় ১ লক্ষ ৫০
টাকা লোকসান যাইবে।

সরকারের দোকান :—২ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা
আয়— ৬২ হাজার টাকা।
ব্যয়—১ লক্ষ ৪ ,, ,,
ঋণের সুদ—১১ হাজার টাকা।
ঘাটতি— ৫৩ ,, ,,

আগামী বৎসরও ঘাটতির পরিমাণ হইবে ৪৫ হাজার

উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলিতে সরকারের মোট
সান হইতেছে—১৬ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা।

—*—

মুক্তি

৪ঠা ফাল্গুন, সোমবার

সমবায় পদ্ধতিতে চাষ

দেশের লোকের বিশেষ করিয়া গ্রামের চাষীদের একটা বিষয় সম্বন্ধে এখন হইতে অবহিত হইয়া থাকা ভাল—বলা যাইতে পারে প্রস্তুত হইয়া থাকাই উচিত। প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল জিদ্ ধরিয়াছেন যে চাষের ব্যবস্থা সমবায় পদ্ধতিতে করিতে হইবে, না হইলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িবে না। তাহা ছাড়াও সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর রাষ্ট্রে তো ধীরে ধীরে ক্রমশঃ সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করিয়া রাষ্ট্রগত বা সমবায়গত মালিকানার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে—না হইলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কেমন করিয়া হইবে! সুতরাং সমস্তই যখন সেই একই লক্ষ্যে চলিয়াছে তখন জমি ভূমি সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা করিতেই হইবে—এবং এখন হইতেই করিতে হইবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যাহা ১৯৬১-৬২ সাল হইতে চালু হইবে এবং যে পরিকল্পনায় দশ হাজার কোটী টাকা বরাদ্দ হইতে চলিয়াছে—সেই পরিকল্পনায় এই সমবায় পদ্ধতিতে চাষের উপর খুব জোর দেওয়া হইতেছে।

এ সম্বন্ধে এখনও সমস্ত খুঁটিনাটী ঠিক করিয়া পরিকল্পনা বা আইন তৈরী হয় নাই। তবে সরকারী দপ্তরে—চাষের সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ বড় বড় লোক মিলিয়া যে শীঘ্রই এ সম্বন্ধে একটা সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং দরকার হইলে সে সম্বন্ধে উপযুক্ত আইনের ব্যবস্থা করিবেন তাহা ধরিয়াই লওয়া যাইতে পারে! এ সম্বন্ধে যাহা শোনা যাইতেছে তাহাই একটু হদিস দেশবাসীকে জানাইতেছি—ইহা একেবারে এখনও প্রামাণ্য না হইলেও, ইহা কিছু নয় বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়াও চলে না।

গ্রামে চাষীরা সমবায় সমিতি গঠন করিয়া তাহাদের যাহার যাহা জমি তাহা একত্র করিয়া একসঙ্গে চাষ করিবে। ইহার মধ্যে একটা বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এই সমবায় সমিতিগুলিই চাষের সম্বন্ধে সরকারী সাহায্য—অর্থাৎ লোন, কৃষি লোন, গরু কাড়া খরিদের লোন এবং অন্যান্য সাহায্যাদি পাইবে। যে সমস্ত চাষী এই সমবায়ের মধ্যে আসিবে না তাহারা কোন সরকারী সাহায্য অর্থাৎ লোন প্রভৃতি যাহা এতকাল প্রয়োজন হইলে পাইয়া আসিয়াছে তাহা পাইবে না।

মোটামুটি পরিকল্পনা এই। এখানে একটা বিষয় যাহা দেখা যাইতেছে তাহা এই যে পৃথিবীতে একমাত্র কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি অর্থাৎ রুশ, চীন ও তাহাদের অনুগত রাষ্ট্র ছাড়া ঠিক সমবায় পদ্ধতিতে চাষ কোথাও সফল হয় নাই। বহু দেশে সমবায় পদ্ধতিতে অন্যান্য সমস্ত কাজই সম্ভব হইয়াছে কিন্তু চাষের ব্যাপারটা সম্ভব হয় নাই। হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক সুইডেন প্রভৃতি যে সব দেশে সমবায় পদ্ধতি খুবই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং প্রধানতঃ সমবায়ের মাধ্যমেই প্রায় সমস্ত কাজই চলে সেখানেও চাষটা সমবায় পদ্ধতিতে চলে না—জাপানেও তাহাই। সে সব দেশে কৃষকদের সমবায় সমিতি আছে এবং খুব কম কৃষকই সমবায় সমিতির বাহিরে আছে কিন্তু সে সব সমবায় সমিতি চাষের ব্যবস্থার জন্য—এবং চাষে যাহা উৎপন্ন হয় তাহার ব্যবস্থার জন্য। আমেরিকাতে বিরাট বিরাট যৌথ কোম্পানি বিরাট বিরাট চাষ করিয়া থাকে। ছোট, মধ্যম চাষী ও যথেষ্ট আছে নিজের নিজের জমি চাষকরে তবে তাহাদের সংঘ অথবা সমিতি আছে এবং চাষের ব্যাপারে কোন দিক দিয়াই প্রয়োজন হইলে সাহায্যের অভাব হয় না।

রুশ এবং চীনে সমস্ত জমি রাষ্ট্রায়ত্ত। সেখানে নিজেদের ক্ষেত জমি বলিয়া সাধারণতঃ কিছু নাই। রুশে চাষের ব্যবস্থা কালেক্টীভ ফার্মের দ্বারা করা হয়। অর্থাৎ সরকারী জমিতে লোকে সংঘবদ্ধ হইয়া চাষ করে তাহার জন্য তাহারা বেতন প্রভৃতি এবং উৎপাদনেরও অংশ পায়।

চীনে একটী নূতন প্রথা চালু হইয়াছে—তাহাকে বলে কমিউন অর্থাৎ গ্রামের লোকদের নিজেদের বলিয়া কিছু নাই। তাহারা সরকারী জমিতে চাষ করে—থাকা খাওয়া শিক্ষার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার করে। মোটামুটি এই ব্যবস্থা।

সমবায় পদ্ধতিতে চাষ নীতির দিক দিয়া খুবই ভাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা দুইভাবে হইতে পারে—প্রথমতঃ স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া আর দ্বিতীয়তঃ আইনের দ্বারা বাধ্য করিয়া। যেখানে স্বেচ্ছায় লোকে করিবে সেখানে কোন কথাই নাই, কিন্তু যদি আইনের বাধার ধকতায় করিতে হয় তবে তাহার জন্য যে ব্যবস্থা, সংগঠন, শাসনযন্ত্রের যে দৃষ্টিভঙ্গী ও গঠন তাহা সঙ্গত ও উপযুক্ত ভাবে না হইলে—ইহা শুধু যে ব্যর্থ হইবে তাহা নয়—ইহা দ্বারা চাষীদের মধ্যে বিপর্যয়ই উপস্থিত হইবে। বর্ত্তমান যে শাসনযন্ত্র কাজ করিতেছে ইহা দ্বারা দেশের কি কোন কল্যাণমূলক কাজ সম্ভব? এই শাসনযন্ত্র যেভাবে ব্যবস্থিত, যেভাবে পরিচালিত এবং যেভাবে গঠিত তাহাতে দেশের আপামর জনসাধারণ ইহার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্যই আকুল হইয়া উঠিয়াছে। যে সমবায় পদ্ধতি অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইতেছে তাহার ব্যাপার তো দেশবাসী অহরহ প্রত্যক্ষ দেখিতেছে। এ বিষয়ে খুব বেশী আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই। সরকারী যন্ত্রের কি অবস্থা তাহা গত ১১ বৎসর যাবত দেশবাসী ভুগিয়া বুঝিতেছে। রিলিফের মতো যেটা একান্তভাবেই আর্ত্তত্রাণমূলক ব্যবস্থা, সেই রিলিফের কাজই যখন কর্ম্মচারী বিশেষের এবং গোষ্টিবিশেষের প্রভূত ধনার্জনের একটা সহজ উপায় হইয়া পড়ে তখন অন্য ব্যবস্থার সম্বন্ধে তো বলিবারই কিছু নাই। এই অবস্থায় বাধ্যকরীভাবে সমবায় পদ্ধতি চাষীদের চাষের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে গেলে—যাহারা প্রবল, যাহাদের বেশী জমি ও শক্তি আছে, সমবায়ের নামে তাহারা সরকারী শক্তির প্রশ্রয়েই তদপেক্ষা দুর্ব্বল ও কম শক্তিশালী চাষীদের দৌলতে ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার বৃদ্ধিই করিবে।

সমবায় হইতে পারিবে না কেন—ভালভাবে হইতে পারে—যদি সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যবস্থা এবং পরিচালনা ও প্রয়োগ যোগ্যভাবে হয়। গান্ধীজীর পরিকল্পনা অনুযায়ী শাসন শক্তির পুনর্বিকেন্দ্রীকরণ করিয়া গ্রামের জনসাধারণের উপর সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিয়া দেশের সমস্ত শাসন ব্যবস্থা গঠিত না করিলে—সমবায় কেন—কোন কিছুরই প্রাথমিক ভিত্তি তৈরী হইতে পারে না। দেশের জনসাধারণকে যে কোন বিষয়ে হোক না কেন উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে, তাহাদের যে শক্তি অপচয় হইতেছে, তাহা সমবেত কল্যাণ কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইলে—যে পথ বর্ত্তমান কংগ্রেস গবর্মেণ্ট এবং কংগ্রেস নেতৃবর্গ গ্রহণ করিয়াছেন—সে পথে হইবে না। ইহা পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। ইহারা কথা যাহাই বলুন না কেন নিজেদের কার্য্যদ্বারা দেশে এমন মনোভাবেরই সৃষ্টি করিয়াছেন যে, দেশের লোক ইহাদের কোন কাজে বিশ্বাস করে না। ইহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেই দেশবাসী নিয়ত সন্দিহান। পরিষ্কার এবং স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে ইংরাজ গবর্মেণ্টের শাসন যন্ত্র সম্বন্ধে দেশের লোকের যেটুকু আস্থা বা ভরসা ছিল বা বিশ্বাস ছিল এই স্বাধীন ভারতবর্ষে কংগ্রেস গবর্মেণ্ট ও তাহাদের উদ্দেশ্য ও কাজ সম্বন্ধে দেশের লোকের সেটুকু আস্থাও নাই। একদিকে ইহা যেমন দুঃখ পরিতাপের কথা আর একদিকে ইহা এই স্বাধীন দেশের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক পরিস্থিতি। কিন্তু ইহা শুনিবেই বা কে—আর বুঝিবে বা কে? ইহা আরও অধিকতর বিপদজনক।

শ্রীজহরলালের জিদে কতকগুলি অবাস্তব পরিকল্পনা হইতেছে তাহার পরিষদেরা তাহার জয়ধ্বনি দিতেছেন, এবং যাহার যাহা লুটিবার লুটিতেছেন আর দুর্দ্দশা বাড়িয়া চলিয়াছে দেশের জনসাধারণের। দেশের লোকে স্বেচ্ছায় দুর্দ্দশা বৃদ্ধির জন্য অলিখিত সমবায় গঠন করিয়াছে—না হইলে আজ ইহারা দেশের লোকের কন্ধালের উপর দাঁড়াইয়া এই সমস্ত বাচালতা করিবার জন্য থাকিতনা।

সরকারী শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রথম বলি

চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের সেণ্টার পরীক্ষা

পুরুলিয়া জেলার প্রায় চারি সহস্রাধিক চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি প্রকাশ্য পরীক্ষা এবং পরীক্ষার ফি গ্রহণের এক নির্দ্দেশনামা স্থানীয় শিক্ষাবিভাগ জারী করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটি এলাকাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আগামী ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী উক্ত পরীক্ষা গ্রহণের দিন ধার্য্য হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই জেলায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু আছে। বাধ্যতামূলকভাবে পরীক্ষার ফি গ্রহণের নির্দ্দেশ দানের ফলে অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকাশ, এই সম্পর্কে অভিভাবকগণ শিক্ষা-বিভাগ এবং পৌর-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আপত্তি জানাইয়াছেন। শিক্ষাবিভাগের দ্বারা প্রদত্ত আদেশের ফলে সৃষ্ট অবস্থার বিষয়ে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির ৬ জন কমিশনার "বিশেষ জরুরী সভা" আহ্বানের এক দাবী পেশ করেন। জানা গিয়াছে—আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী উক্ত বিশেষ জরুরী সভার অধিবেশন হইবে।

কংগ্রেসী সরকার সমগ্র ভারতে উচ্চ শিক্ষা সঙ্কোচের জন্য এক কুনীতি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার জন্য "একাদশ শ্রেণীর উচ্চ বিদ্যালয়" এবং "তিন বৎসরে ডিগ্রী পরীক্ষা"র প্রচলন করা হইতেছে। ইহারই প্রথম ধাপ হিসাবে ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকাশ্য পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হইতেছে। জেলাস্কুল, ভিক্টোরিয়া স্কুল প্রভৃতি বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং অন্যান্য অপরিচিত পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রে অসংখ্য অপরিচিত পরীক্ষকের সম্মুখে ৮।৯ বৎসর বয়স্ক অপরিণত বুদ্ধির শিশুদের বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিবেই, মেধাবী ছাত্র ছাত্রিগণও হতভম্ব হইয়া যাইবে। এবং এই পরীক্ষা গ্রহণের যাহা উদ্দেশ্য—তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল হইবে। অর্থাৎ শতকরা ৭৫ জন ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া পড়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে। অতীব দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সম্প্রদায় নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য অনশন ধর্ম্মঘট, বিধান সভা অভিযান প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্যসূচী গ্রহণ করিতেছেন —কিন্তু সরকারের শিক্ষা সংহার নীতির প্রতিরোধে আজ পর্য্যন্তও কোন কার্য্যসূচি গ্রহণ করিয়াছেন কি না কিম্বা কোন প্রতিবাদ করিয়াছেন কিনা তাহা জানা যায় নাই।

এ সম্বন্ধে সহযোগী যুগবাণী যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"শিক্ষাক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকারের বদ মতলব সফল হইতে চলিয়াছে। বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় বানচাল হইতে বসিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট, বিধান-সভা, কলেজ—কে যে তাহাদের দুর্গতির জন্য দায়ী তাহা সঠিক বুঝিতে না পারিয়া ছাত্ররাও বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছে।.....ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্ট এক হুকুম জারী করিয়াছেন—চতুর্থ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের প্রকাশ্য পরীক্ষা গৃহীত হইবে, প্রস্তুত হইতে সময় দেওয়া হইল মাত্র সপ্তাহ দুয়েক।"

".....প্রথম ছাঁকুনি এইখানে হইবে। তারপর অষ্টম শ্রেণীতে নিশ্চয়ই আর এক ছাঁকুনি হইবে। সবশেষে থাকিবে একাদশ শ্রেণী অন্তে প্রবেশিকা পরীক্ষা। কলেজে দেড় হাজার ছাত্র রাখিবার জন্য উপর হইতে চাপ দিয়া সুবিধা হইতেছে না, তাই এবার তলা হইতে ছাঁটাই সুরু হইয়া গিয়াছে। ইহাই হইবে মোক্ষম ছাঁটাই। কংগ্রেস সরকার উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর, শিক্ষা-সঙ্কোচ নীতি তাহারই যড়যন্ত্র। বুদ্ধিমান বাঙ্গালী ইহা আজও বুঝিতে চাহিতেছে না, ঐ ফাঁদে ক্রমেই নিজেকে গভীরভাবে জড়াইয়া ফেলিতে চলিয়াছে।"

স্থানীয় সংবাদ

প্রতীক ধর্ম্মঘট।

পশ্চিমবঙ্গ লাইসেন্সিয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ড্রাফ্‌ট্‌-ম্যানশিপ ছাত্র সংঘের আহ্বানে পুরুলিয়া পলিটেকনিকের ছাত্রবৃন্দ ১০ই ফেব্রুয়ারী' ৫৯ তারিখে বিভিন্ন শিক্ষা অব্যবস্থার আশু প্রতীকারের দাবীতে একদিনের জন্য ধর্ম্মঘট পালন করে।

সরকারী এক নূতন আইনের বিরুদ্ধে লোক-সেবক সংঘের সিদ্ধান্ত

ধান-লাইসেন্স আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

এই অবাধ জুলুমের প্রতিরোধ চাই

ক্ষতিকর এইআইনচিন্তাহীন, হাস্যকর, আজগুবিওযুক্তিহীন

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া ফতোয়া দিলেই তাহা আইনরূপে গণ্য হয় না

দেশের কল্যাণ, রক্ষা, অগ্রগতি ও জনস্বার্থের উদ্দেশ্যে রচিত বিধিবিধান আইনরূপে গণ্য হয়

অভিসন্ধি প্রণোদিত ব্যক্তিদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে রচিত এই ব্যবস্থা শোষণের যন্ত্র মাত্র

এই আইন স্বৈরাচারী সরকারী ব্যক্তিদের অবাধ শোষণের সুযোগ দিবে

জনগণ দৃঢ়তার সহিত এই আইন অস্বীকার করিবে

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক আজগুবি আইন জারী করিয়াছেন। সমগ্র বাংলা দেশে এ বিষয়ে যে আইন জারী হইয়াছে—পুরুলিয়া জেলার জন্য তাহা হইতেও আরো কড়া আইন অর্থাৎ অধিকতর জুলুমের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমগ্র বাংলা দেশের জন্য ধার্য্য আইনটি এই :—

যে কোনো ব্যক্তি তাহার ঘরে বা দোকানে ১০০ (একশত) মণ ধান রাখিবে—তাঁহাকে ৩৲ তিন টাকা ফি দিয়া লাইসেন্স করাইতে হইবে। সে ইহা বিক্রয়ের জন্য রাখুক, আর না রাখুক—সরকার তাহাকে বিক্রেতা বলিয়া ধরিবেন।

আর পুরুলিয়া জেলার জন্য আরো কড়া আইন এই যে—যে কোনো ব্যক্তি এই জেলায় ঘরে বা দোকানে মাত্র ১০ (দশ) মণ ধান বা চাউল রাখিবে—তাহাকেই ৩৲ তিন টাকা দিয়া লাইসেন্স করাইতে হইবে। এইরূপ কড়া ব্যবস্থা আরো ২১টি জেলায় করা হইয়াছে।

আইনের ব্যবস্থা এইরূপ যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরুলিয়া গিয়া এই লাইসেন্স করাইতে হইবে। এবং আরো ব্যবস্থা এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি সরকারী অফিসারদের বুঝাইয়া সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, তিনি ঘরে খাইবেন—বিক্রয় করিবেন না—তাহা হইলে তাঁহাকে লাইসেন্স করাইবার দায়িত্ব হইতে মুক্তি দেওয়া যাইবে।

এই আইনের মধ্যে সরকারী উদ্দেশ্য কি হইতে পারে তাহাই বিচার্য্য। কংগ্রেস সরকারের আসল যে উদ্দেশ্য আছে—তাহার কথা এখন ছাড়িয়া দিয়াও যদি আমরা ধরিয়া লই যে, একজন গৃহস্থের নিজের খরচ বাদ দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইবে—তাহা যেন চোরাকারবারীদের হাতে না পড়ে বা ধান চাউল সরকারী নিয়ন্ত্রিত দরের বেশী যেন কেহ না লইতে পারে—তজ্জন্যই সরকার নজর রাখিতেছেন—তজ্জন্যই সরকার সকলের চালের হিসাব রাখিতেছেন ও দেশের ধান চাল নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনিতেছেন। ইহাই যদি সত্যই সরকারের উদ্দেশ্য হয়,—তাহা হইলেও বলিতে হইবে—এই আইন নিতান্তই আজগুবি, যুক্তিহীন ও উদ্ভট।

ইহা সকলের কাছে সহজেই বোধগম্য যে যতই গরীব হউক—কোনো গৃহস্থের সংসার ১০ (দশ) মণ ধানে চলিতে পারে না। সুতরাং দশ মণ ধানের মালিকের আর উদ্বৃত্ত থাকিতেছে কোথায়? তবে তাহার ধানের হিসাব রাখিবার প্রয়োজন কি? এই দরিদ্রকে লাইসেন্স লওয়াইবার জুলুম তবে কি জন্য? এবং তাহার উপর এই উপদ্রবের অর্থই বা কি?

বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটিও নিতান্ত বিচারহীন ও অব্যবস্থাজনক। যাহার দশ মণ বা দশ মণেরও কম ধান আছে—তাহাকেও জীবনের অপরিহার্য্য তাগিদে সেই ধানের কিছু কিছু অংশ কখনো বিক্রয় করিতে হয়। বিক্রয় না করিয়া চালাইতে পারিলে—সে এই ক্ষুধার অন্ন বিক্রয় করিতে চায় না। সুতরাং তাহাকে বিক্রয় করিতে হইবে কি, না, পূর্ব হইতে তাহা বহু লোকে বলিতে অসমর্থ। যদি বলিতে না পারো—তবে নিতান্ত দরিদ্রকেও আজ এই জুলুমের লাইসেন্সের জন্য টাকা দিয়া অনাহারে মরিতে হইবে।

অর্থাৎ তাহা হইলে অবস্থাটা যাহা দাঁড়াইতেছে—তাহা এই :—আজ এই সময়ে ভূমিহীন নিতান্ত দরিদ্র একজন গরুবাগাল বা মহিষবাগালও সারা বৎসর খাটিয়া বেতন স্বরূপ ১০ মণ ধান পাইয়াছে। সেই দশ মণের জন্য তাহাকে লাইসেন্স করাইতে হইবে। লাইসেন্স করাইবার জন্য তাহাকে পুরুলিয়া যাইতে হইবে। যাতায়াত বাস ভাড়া দু, আড়াই বা তিন টাকা; হোটেলে খাওয়া খরচ বারো আনা প্রভৃতি লাগিবে। সরকারী ফরমে তথ্যাদি সহযোগে নিজ হিসাব পূরণ করিয়া দাখিল করিবার উদ্দেশ্যে অফিসের সন্ধান বা ফরম সংগ্রহের জন্য দালালের হাতে পড়িতে হইবে; ফরম পূরণকারী লেখকের হাতেও পড়িয়া দুই এক টাকা যাইবে। তাহার উপর তিন টাকা লাইসেন্স। গরীবের সারা বৎসরের সামান্য ধানের পুঁজিরও খানিকটা অংশ বিক্রয় করিয়া তবে তাহাকে এই কাজ সারিতে হইবে। এবং ইহাতেও আবার তাহার নিস্তার নাই—তাহার উপর তাহাকে বৎসরে কয়েকবার রিটার্ণ দাখিল করিতে হইবে। অর্থাৎ একজন নিরক্ষর পল্লীবাসী গৃহস্থকে সরকারী ফরম সংগ্রহ করিয়া সেই ফরম পূরণ করিয়া, বৎসরের মাঝে মাঝে হিসাব দিতে হইবে যে, বুভুক্ষিত দরিদ্রের ক্ষুধার অন্নের কতটা বিক্রয় করা হইল—কতটা থাওয়া হইল—কতটা থাকিল। সে নিজে পারিবে না—তজ্জন্য সারা বৎসর অবিরত তাহাকে দালাল খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে। এবং তাহাদের হাতে পড়িয়া আরো বিপন্ন হইতে থাকিবে। অন্নাভাবে বঞ্চিত মানুষের প্রতি এই ক্ষতির নির্দেশের সঙ্গে তাহাকে হায়রাণ করিবার বহুবিধ ব্যবস্থা রাখা হইল। চাষীদের প্রতি—দেশের খাদ্য পরিস্থিতির প্রতি ইহাই আজ সমাজতান্ত্রিক সরকারের গণতান্ত্রিক কর্ত্তব্য পালন!

ইহার মধ্যেও আবার লাইসেন্সের জুলুম হইতে রেহাই পাইবার এক অভিনব পন্থা করিয়া দেওয়া আছে। সে আর এক জুলুম। যদি তুমি হাকিমদের সন্তুষ্ট করিতে পারো যে, তুমি চাউল বিক্রয় করিবে না, উহা ঘরের খরচের জন্য ব্যবহার করিবে—তাহা হইলে হাকিম তোমাকে রেহাই দিতে পারেন। কিন্তু পৃথিবীতে কেহ কখনো প্রমাণ করিতে পারিবে না, যে, সে বিক্রয় করিবে না। আজ যদি সে স্থিরও করে যে, বিক্রয় করিবে না—তবে এমন অবস্থা ঘটিতে পারে যে, বিক্রয় না করিলে উপায় নাই। তাহা ছাড়া, বিক্রয় যাহা করা হইল, তাহা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে অথবা ঘর খরচ উঠাইবার উদ্দেশ্যে তাহাই বা কে বলিতে পারিবে? সুতরাং অফিসারদের কি করিয়া সন্তুষ্ট করা যাইবে? তবে রাজকর্মচারীদের সন্তুষ্ট করিবার অন্য প্রচলিত পথ অবশ্যই আছে। গরীবের সামান্য পুঁজির খানিকটা বিক্রয় করিয়া অফিসারদের বা কর্মচারীদের সন্তুষ্ট করিবার বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে পারিলেই এই কাজ সহজেই হইবে। অর্থাৎ এই নূতন বিধি বিধান আশ্রয় করিয়া ব্যাপক অনাচার, জুলুম ও অসাধুতা চলিতে থাকিবে। নূতন নূতন আইনের মধ্যে নিত্যই এই ব্যাপার দেখিতেছি। সরকার আইন প্রনয়ন করেন, কিন্তু তাহা চালাইবার সততা এবং ক্ষমতা সরকারের বিন্দুমাত্র নাই। বিভিন্ন সময়ে এইরূপ ক্ষতিকর বিভিন্ন আইন প্রবর্তন করা হয়—যাহাতে জনগণকে শোষণ করিয়া সরকারী ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিরা ও তাহাদের অনুগ্রহভাজনেরা স্বার্থসাধন করিতে পারে। স্বৈরশাসনের ইহাও এক স্থায়ী কর্মধারা।

দশ মণের উপরেই লাইসেন্স করা হউক, আর একশত মনের উপরেই লাইসেন্স করা হউক—প্রত্যেক গৃহস্থের উপর এই সমান নির্দেশ সঙ্গত হয় না। কার ঘরের লোক সংখ্যা কত—তাহার ভিত্তিতে ঘরের ধান্য খরচ নির্ণয় করিয়া—তাহার বাড়তির জন্য লাইসেন্স করার বিধান হইলেও না হয়—কিছু বলিবার অবস্থা রাখে। আর

বাড়তির জন্য লাইসেন্সেরও কোনো অর্থ হয় না—কারণ আসল যাহারা বড় বড় ব্যবসাদার—তাহারা লক্ষ লক্ষ টাকার অসাধু কারবার করে, মুনাফা শিকার করে, চোরা-কারবার করে—অথচ তাহারা বরাবরই গোপন সরকারী ছাড়পত্র পায়। আর সরকারী জুলুম চলে—দরিদ্র জনগণের উপর অন্যায়ভাবে, আইনের স্বৈরাচারী শক্তি দ্বারা। ধনীদের সহযোগে সরকারী ব্যক্তিদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র জনগণকে শোষণ ও প্রবঞ্চিত করার অবাধ কর্মধারা চলিতে থাকে। ইহাই আজ শাসন ও আইনের সত্যকার স্বরূপ। এবং বর্ত্তমানের এই আইনও সেই কর্মধারারই এক অঙ্গ। সুতরাং এই অবিচারী স্বৈরাচারী আইনের সম্পূর্ণ প্রতিরোধই আজ কাম্য।

এই আজগুবি আইনের দ্বারা জনশোষণ ছাড়া সরকারের অন্য আর কি উদ্দেশ্য সাধন করিবার আছে তাহা কাহারও বোধগম্য হইবার নয়। ধান বিক্রয়ের ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন আর ঘরের প্রয়োজনে ধান বিক্রয় করা—এই দুইটি পৃথক ব্যাপার। সরকার ধানের ব্যবসায়ীদের নজরে রাখিতে পারেন তজ্জন্য দেশের সকল গৃহস্থকে এই ভাবে জড়িত করা নিতান্তই অযৌক্তিক ব্যাপার হইতেছে। অতিলোভ নিবারণ ও মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্য জারী রাখিতে পারেন এবং তদ্বিষয়ে পূর্ব তদারক ব্যবস্থাও করিতে পারেন। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জনগণকে খাদ্য সরবরাহের জন্য সরকার ক্রয় বিক্রয়ের বাজারে চোরা-কারবারীদের খাদ্য সংগ্রহ করিতে না দিয়া নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেক মানুষের জীবনে ভরসা জোগাইতে পারিতেন। কিন্তু এই সকল আসল কাজের প্রতি সরকারের যেমন আদৌ লক্ষ্য নাই তেমনি এইগুলি প্রবর্ত্তন করিবার মত যোগ্যতা, সততা, বুদ্ধি, পরিকল্পনা, দৃঢ়তা, ক্ষমতাও কিছুই নাই। সরকারের করিবার মধ্যে আজ রহিয়াছে—বিশৃঙ্খলাপূর্ণ উদ্ভট আইন প্রবর্ত্তন করিয়া জনগণের জীবনে অশান্তি ও বিপর্য্যয় সৃষ্টি করা—শাসন জীবনে কোন সত্যকার সুবিধা বা কল্যাণকর উদ্দেশ্য সাধন না করিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও ভীতিগ্রস্ত করিয়া—তাহাদিগকে বিপন্ন করিয়া অসাধু সরকারী ব্যক্তিদের দ্বারা তাহাদিগকে বঞ্চিত শোষিত করার অবাধ সৃষ্টি করা। আলোচ্য এই আইনটিও আজ জেলার পক্ষে এবং দিকে যেমন অত্যন্ত ক্ষতিকর—শাসনের দিয়াও ইহা তেমনি নিতান্ত অসুবিধাজনক, অযৌক্তি উদ্দেশ্যমূলক ও অর্থহীন। সুতরাং এই জুলুমের আজ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

লোক সেবক সংঘের জেলা ব্যবস্থা পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের সংকল্প এই আমাদের লোক সেবক সংঘ তথা সংঘের কর্ম এই আইন কখনই স্বীকার করিবে না। এবং সঙ্গে জনসাধারণ তাহাদের অধিকার ও কল্যাণ রক্ষার আইনের নিকট নতি স্বীকার করিবেন না—ই আমাদের বিশ্বাস।

পুরুলিয়া
১৩।২।৫৯

নিবেদক—অতুল চন্দ্র ঘো
পরিচালক, লোক সেবক

রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ
(সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম)

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী বাজেট অধিবেশনের প্রারম্ভে সভা ও রাজ্য সভার সদস্যদের যুক্ত অধিবেশনে রা যে বাৎসরিক সরকারী ভাষণ দেন তাহার সংক্ষি নিম্নে দেওয়া হইল। ভাষণে তিনি বলেন—

১। আমার গবর্মেণ্টের জাতীয় বিকাশ প (ন্যাশনাল ডেভেলাপমেণ্ট কাউন্সিল) স্থির করি যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে (যাহা এখন তেছে) ৪৫০০ কোটী টাকা খরচ করা হইবে।

২। আমাদের সাময়িক অসুবিধাগুলি দূর ক জন্য আমার গবর্মেণ্ট যে বিদেশী সাহায্য ও ঋণে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সফল হইয়াছে। কর্জ্জের জন্য কথাবার্তা চলিতেছে।

৩। আমাদের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সালে আরম্ভ হইবে) শেষ হইলে আমাদের শিল্প, উৎপাদন ও গ্রামাঞ্চলের প্রভূত উন্নতি হইয়া আ আর্থিক অবস্থা আত্মনির্ভরশীল হইবে এবং নিজের জোরে বাড়িয়া চলিবে।

৪। এই বৎসরের শেষ ভাগেই তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া তৈরী হইয়া যাইবে। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হইতেছে জাতীয় আয় বৃদ্ধি, দ্রুত শিল্প-করণ, বেকারী নিবারণ এবং আয় এবং সম্পত্তির মধ্যে অসাম্য দূর করা অর্থাৎ বড়লোক গরীব লোক বলিয়া কেহ থাকিবেনা।

৫। খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্য নিবারণের জন্য গবর্মেণ্ট ১৯৫৮ সালের ১১ মাসে ৩ কোটী ৫৯ লক্ষ ৯৮ হাজার মন খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছে। কিন্তু খাদ্যশস্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ না হইলে চলিবেনা সুতরাং গবর্মেণ্ট কৃষি সংস্কার, সমবায় এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্থাপন করিবে।

৬। পূর্ব বৎসর হইতে এবৎসর শস্যের অবস্থা ভাল। চালের দাম কিছু কমিয়া গিয়াছে। যদিও গম এবং ডালের দাম কিছু বাড়িয়াছে। গবর্মেণ্ট খাদ্যশস্য মজুত করিবে এবং খাদ্যশস্যের সরকারী ব্যবসা ক্রমশঃ প্রসারিত করিবে। তবে গবর্মেণ্ট যে সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছে যথা ক্ষুদ্র জলসেচ প্রভৃতি তাহাতে চাষের সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ খুবই আশাপ্রদ।

৭। তারপর, কম্যুনিটী প্রজেক্ট দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে গণতন্ত্র প্রসার হইতেছে। লোকে যাহাতে ইহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। পঞ্চায়েত—যাহা গণতন্ত্রের ভিত্তি তাহাকে আরও বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে। গ্রাম্য সমবায় সমিতি সমূহ এই সমবায়ের মধ্যে আসিয়া পড়িবে।

৮। বড় বড় শিল্প, লোহার কারখানা তৈরী হইতেছে—হইয়াছে। শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে সম্প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কাজের ব্যবস্থা হইতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

৯। সরকারী ভাষা কমিশনের রিপোর্ট দাখিল হইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যরা ইহা আলোচনা করিবার সুযোগ পাইবেন।

১০। পূর্ব্বপাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যা দ্রুত সমাধানের পথে চলিয়াছে। গত বৎসর ৬০ হাজার উদ্বাস্তু ক্যাম্প ছাড়িয়া পুনর্বাসন লাভ করিয়াছে। এই বৎসর জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের সমস্ত ক্যাম্প তুলিয়া দেওয়া হইবে। বাকী ৩৫ হাজার উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্যে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

১১। ১৯৫৮ সালে পার্লিয়ামেণ্টে ৪৯টী আইন পাশ হইয়াছে—গত বছরের জের বাবত আরও ১৩টী বিল পার্লিয়ামেণ্টের সামনে আছে।

১২। পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যগণ! আমরা যে ভাবে জাতীয় অগ্রগতি ও বিকাশকে সফল করিয়া তুলিয়াছি তাহাতে আমরা নিজেই নিজেদের ধন্যবাদ দিতে পারি।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ইহাই সারমর্ম। দেশবাসী এবার খতাইয়া দেখুন আপনারা কোথায় আছেন!

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। পত্রেপত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয়।

প্রকাশ্য মেলাতে পুলিশের সহযোগিতায় ঝাণ্ডি অর্থাৎ জুয়া খেলা"

বান্দোয়ান থানার বারঘুটু গ্রাম হইতে শ্রী অদ্বৈত মণ্ডল এবং পূর্ণচন্দ্র হালদার জানাইতেছেন :—গত ১৩ই মাঘ বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত এবং থানার নিকটবর্ত্তী—শিরিষগোড়া গ্রামে ভানসিং পরব (মেলা) হয়, সেখানে গিয়া দেখি একজন পুলিশ (নাম অভয়) মেলাতে উপস্থিত আছেন ও দুইদল লোক দুইটি ঝাণ্ডি লইয়া বসিয়াছে, খেলা খোলাখুলি ভাবে চলিতে থাকে। উক্ত বিষয়ে পোশাক পরিহিত পুলিশ শ্রীঅভয়কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি, কিন্তু তিনি অজুহাত দেখান যে তিনি একজন আসামীর খোঁজে আসিয়াছেন, ঝাণ্ডি খেলা সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা লইতে অক্ষম। বিহার আমলের হোমগার্ড সুরেন্দ্র মণ্ডল খেলার তদারক করিতেছিল। সে জানায় যে থানা হইতে হুকুম লইয়া খেলা চলিতেছে।

পুলিশের সহযোগিতায় যে সমস্ত ঝাণ্ডি খেলা—বান্দোয়ান থানার বিভিন্ন স্থানে—চলিয়াছে—তাহার নির্ঘণ্ট দিলাম,—

১। গত ৩রা মাঘ—টটকো পরবে।

২। গত ৪ঠা মাঘ—বান্দোয়ানের নিকটবর্ত্তী মুদিডি গ্রামে।

৩। গত ৮ই মাঘ মাংলা গ্রামের পরবে।

টটকোতে পুলিশের দারোগাও সাদা পোষাকে উপস্থিত ছিলেন। ৪ঠা মাঘ ঝাণ্ডিখেলার সম্বন্ধে থানায় জানানো হয়, পুলিশ সেখানেও ছিল। কিন্তু পুলিশ উদ্দেশ্যমূলক ভাবে দেরী করায় ঝাণ্ডি ওয়ালারা সুযোগ পায় এবং খেলা সারিয়া চলিয়া যায়।

১৪ই মাঘ উক্ত শিরিষগোড়া গ্রামের ঝাণ্ডি খেলা সম্বন্ধে বড় বাবুকে বলিলে তিনি জবাব দেন, "সকল জায়গায় পুলিশ পাঠান সম্ভব নয়।" অথচ প্রতিটি পরবে (মেলাতে) পুলিশ উপস্থিত ছিল। ইহা হইতে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে পুলিশ চুক্তি করিয়া এই সমস্ত সমাজ বিরোধী লোকদের প্রশ্রয় দিতেছে এবং কখনও কখনও দু একজনকে ধরিয়া পুলিশী কর্ত্তব্যের অপূর্ব্ব নমুনা দেখাইয়া কিছু ঘুষ লইয়াই ছাড়িয়া দিতেছে।

বাগমুণ্ডি থানায় গার্ড, ফরেষ্টারদের জুলুম

বাগমুণ্ডি থানার সুইসা হইতে শিশির গুপ্ত জানাইতেছেনঃ—বাগমুণ্ডি থানার প্রায় সকলেই কাঠ জ্বালাইয়া রন্ধন ইত্যাদির কার্য্য করিয়া থাকে—কারণ সেখানে কয়লার আমদানি নাই।

কৃষিকার্য্য, গৃহ নির্ম্মান তথা বিভিন্ন কাজের উপকরণ সংগ্রহের জন্য জঙ্গলের কাঠ নিতান্ত অপরিহার্য। কিন্তু গত কয়েক মাস যাবৎ বাগমুণ্ডি থানার গার্ড, ফরেষ্টারগণ কাঠ বিক্রয় কারী ও ক্রেতাদের উপর নানা জুলুম, অত্যাচার তথা জরিমানা প্রভৃতি এক তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে।

এমনকি বর্ডার এলাকায় অর্থাৎ বিহারের জঙ্গল হইতে যে সব কাঠ আমদানি হইতেছে তাহাও জুলুম করিয়া বন্ধ করিতেছেন।

তজ্জন্য থানার জনসাধারণের মনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, এবং এক আন্দোলনের আশঙ্কা দেখা যাইতেছে।

এ বিষয়ে জেলা কর্ত্তৃপক্ষ, জঙ্গল বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

"OLd BOYS OF J. K. COLLEGE PURULIA, are requested to contact the Principal for forming an Association to elect a member to the Governing Body. Registration fee of Re. 1/ with details of years of study, caree and present address required."

K. P. Bhattacharyya, M.A
PRINCIPAL,
J. K. College, Purul

ভারত লণ্ড্রী ও ভারত হোটেল

একই জায়গায় অবস্থিত। আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

প্রোপ্রাইটার—জি. সেনগুপ্ত
রাঁচী রোড, পুরুলিয়া

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত
দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যা যে কোন রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করি হয় না। মাগুরিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যা আলসার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রী প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গাঙ্গী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে য়াছেন। ১২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৫৲ টা স্পেশ্যাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ; বি, শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা (বিহা

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১১ই ফাল্গুন ১৩৬৫—২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশান (কেন্দ্রীয়) নিয়মাবলী, ১৯৫৬ এর ৮ নং ধারা অনুসারে "মুক্তি" পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত বিবরণ :—

ফরম—৪

১। প্রকাশের স্থান—পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

২। প্রকাশের সময়—সাপ্তাহিক (সোমবার)

৩। মুদ্রাকরের নাম—রামচন্দ্র অধিকারী
জাতীয়তা—ভারতীয়

৪। সম্পাদকের নাম—বিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত
জাতীয়তা—ভারতীয়

৫। সংবাদপত্রের মালিকের নাম—অতুলচন্দ্র ঘোষ
ঠিকানা—এন, সি, দাশগুপ্ত রোড, নামোপাড়া পুরুলিয়া
প্রকৃতি—শিল্পাশ্রম, পুরুলিয়া

৬। প্রকাশকের নাম—রামচন্দ্র অধিকারী
জাতীয়তা—ভারতীয়
ঠিকানা—এন, সি, দাশগুপ্ত রোড, নামোপাড়া পুরুলিয়া

আমি রামচন্দ্র অধিকারী ঘোষণা করিতেছি যে উপরিলিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

২৩।২।৫৯

স্বাঃ রামচন্দ্র অধিকারী
প্রকাশক, মুক্তি

চিন্তাহীন লক্ষ্যহীন আশাহীন বাজেট

দেশের আশা আকাঙ্খা পূর্ণ করিবে না

আইনসভায় লোকসেবকসংঘের আইনসভাসদস্যের বক্তৃত

দেশের প্রধানতম সমস্যা যে কৃষি তার প্রতি গুরুত্ববোধের কোন চিহ্ন নাই

২২৮ কোটি টাকার বাজেটে কৃষি উন্নয়নের জন্য মাত্র চার কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ

দুর্গত দেশে এক মাত্র যে সেচব্যবস্থা কোটি কোটি লোকের আশা ভরসা তারজন্য ২কোটিটাকাথ

ব্রিটিশ আমলের মতই কায়েমীস্বার্থবাদীদের অনুকূলে রচিত এই বাজে

অযোগ্য শাসনের হাতে দেশের আর্থিক অগ্রগতি বিপন্ন

১৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ এই বক্তৃতা দেন:

বছরের পর বছর আজকাল বাজেটের সম্মুখীন হ'য়ে যে কথা ভেবেছি—যা উপলব্ধি করেছি—আজও সেই কথাই মনে হচ্ছে। বাজেট নিতান্তই গতানুগতিক হয়েছে। প্রায় ইংরেজ আমলের সেই ধারা বহন ক'রেই আজও আমাদের নিজেদের বাজেট গঠিত হয়ে চলেছে।

এই বাজেটের গতানুগতিক জীবন ধারা যে—নিতান্তই নিরুপদ্রব নিষ্ক্রিয় জীবন-ধারা-তা নয়, এই গতানুগতিকতা—সেই পূর্ব্বের ক্ষতিকর, অকল্যাণকর মারাত্মক জীবন ধারারই অনুবৃত্তি। ইংরেজ আমলে—কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থের প্রয়োজনে—লক্ষ লক্ষ জনগণকে বঞ্চিত-শোষিত করে—বুভুক্ষিত জনগণের কাছ থেকে কৌশল করে—বাজেটের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা হোত। সেই তহবিলের অংকই—মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের স্বার্থসাধনের লক্ষ্যে—বাজেট রচিত হোত। আজও সেই ধারাই অনুসৃত হচ্ছে। কোনো ব্যতিক্রম নেই।

এই বাজেট ঘাটতিই হোক, আর বাড়তিই হোক—কিছু যায় আসে না। কারণ শোষণের মাত্রা তীব্রতর ক'রে—কর বাড়িয়ে—ঘাটতি বাজেটকে পূরণ করাও যেমন কর্তৃপক্ষের খুসীর ওপর নির্ভর করছে; তেমনি শোষণের কাজকে অধিকতর চালাবার জন্যে অনুঘাত রূপে বাজেটকে ঘাটতি করাও—কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ওপরই নির্ভর করছে। কল্যাণকর শাসনের কল্যা যদি প্রতিবৎসর জনগণের জীবনে—সত্যকার সমৃ দেখা দিত—এবং জনগণ যদি অগ্রগতির পথে পাওয়া টাকার অংশ থেকে স্বেচ্ছায় সরকারকে দিতে মনে আনন্দ ও বিশ্বাস রাখতো—যে, এই সরকার তহবিলের এই প্রাচুর্য্য দিয়ে—যথার্থই জনগণের কল্যা করবে;—তবেই সেই তহবিলের শক্তিতে গঠিত বাজেট —উদ্বৃত্ত বাজেট বলার অর্থ হোত।

কিন্তু ক্রমাবর্ণত দেশ-জীবনের হাহাকার, অবিচ্ছি কুশাসন ও শোষণের মধ্যে—অনিচ্ছুক বুভুক্ষু জনসাধার কাছ থেকে—জোর করে আদায় করা অর্থের ভিত্তিতে মুষ্টিমেয় জন গোষ্ঠীর স্বার্থের প্রয়োজনে গঠিত যে বাজে তাকে বাঞ্ছিত বাজেট, শক্তিশালী বাজেট বা বাঞ্ছা বাজেট বলার কোনো অর্থ হয় না।

এই বাজেট আজ যদি বাড়তি বাজেটও হয়—তা যদি বাড়তিসংজ্ঞাই আমরা দিই—তবে সেই বাজেটে তহবিল গরীব জনসাধারণকে অধিকতর শোষণ কর ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। সেই তহবিলের শ নিয়োজিত হবে—গরীব জনসাধারণকে—আরো ক্রূর তর ভাবে—শোষণের ধারা সৃষ্টি করার জন্য—কা স্বার্থবাদের কল্যাণের লক্ষ্যে—এ ছাড়া আর বাজে অন্য কিছু পরিচয়-সত্তাই নেই।

(৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

১১ই ফাল্গুন, সোমবার

রাষ্ট্রপতির ভাষণ

লোক সভার বা রাজ্য বিধান সভার যে অধিবেশনকালে কেন্দ্রের বা রাজ্যের আয় ব্যয়ের ফিরিস্তি দাখিল করিয়া আলোচনা সমালোচনার পরে তাহা গৃহীত হয় তাহাকে চলতি কথায় বাজেট অধিবেশন বলে।

আমাদের গণতন্ত্র বিলিতি ধাঁচে তৈরী। আমাদের সংবিধানের সঙ্গে দেশের মাটীর কোন সম্বন্ধ নাই। খানিকটা বিলাতের, খানিকটা আমেরিকার, খানিকটা অষ্ট্রেলিয়ার, খানিকটা কানাডা প্রভৃতি বিদেশী রাজ্যের সংবিধান হইতে লইয়া আমাদের সংবিধান তৈরী হইয়াছে। সুতরাং আমাদের রাষ্ট্রপতির কার্য্যধারা ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্টের রীতি অনুসরণ করিয়া চলে; আমাদের লোকসভা ও রাজ্যসভাও বিলাতের পার্লিয়ামেন্টের অনুকরণে কার্য্য নির্ব্বাহ করে। তবে ইহা মনে করা ভুল হইবে যে—তাহাদের যে সমস্ত ভাল দিক আছে আমাদের ধারা তাহা গ্রহণ করিয়াছে—মোটেই তাহা নয়; আমাদের রাষ্ট্রপতির বা পার্লিয়ামেন্টের ধারা তাহাদের কতকগুলি অর্থহীন অনুকরণ মাত্র।

ইংলণ্ডের অনুকরণে—অর্থাৎ সেখানকার রাজা সেখানকার পার্লামেন্টের অধিবেশনের প্রারম্ভে ভাষণ দেন—তাহার একটা ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে। আমাদের তাহা থাকুক বা না থাকুক বাজেট অধিবেশনের পূর্ব্বে রাষ্ট্রপতি সাড়ম্বরে আসিয়া রাজ্যসভা ও লোকসভার সদস্যদের এক যুক্ত বৈঠকে একটী ভাষণ দেন। সেই ভাষণে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার কি করিয়াছেন—বা কি করিতে যাইতেছেন তাহার একটা দিগ্‌দর্শন থাকে। মোট কথা ইহাই বলা যায় যে রাষ্ট্রপতি সরকারী কাজের বিগত বৎসরের খতিয়ান ও আগামী বৎসরের নীতি প্রকাশ করেন। ইহাই রাষ্ট্রপতির বাৎসরিক ভাষণ।

এবারেও রাষ্ট্রপতি এই ভাষণ দিয়াছেন। প্রত্যেক বৎসরই তিনি একই কথা বলেন। একটা তৈরী করা বক্তৃতা গ্রামোফোন রেকর্ডে তুলিয়া প্রতি বছর বাজেট অধিবেশনের পূর্ব্বে তাহা বাজাইলে যাহা হয় রাষ্ট্রপতির বক্তৃতায়ও তাহাই। আমরা তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম গত সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। পড়িলে ইহাই বুঝা যায় যে—দেশে দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, দারিদ্র্য নাই, বেকারী নাই, অন্নাভাব নাই, শিক্ষার অভাব নাই—রাম রাজত্ব বিরাজ করিতেছে। তারপরে সরকারী কাজের ফিরিস্তি হইতেছে যে—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে ৪৫০০ কোটী টাকা খরচ হইতেছে; তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে দশ হাজার কোটী খরচ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে—সর্বোপরি বিদেশী রাজ্যের নিকট হইতে প্রচুর কর্জ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং কোন চিন্তা বা ভাবনার কোন প্রয়োজন নাই—কোন কারণও নাই। দেশবাসী কেবল খাও, দাও আর ঘুমাও—দুঃখ কষ্টতো কিছু নাইই সুতরাং তাহার উল্লেখেরই প্রয়োজন কোথায়?

কতকগুলি ফাঁকা কথায় ও ফাঁকিবাজী দ্বারা আমাদের দেশের শাসন চলিয়াছে। রাষ্ট্রপতির ভাষণ তাহারই একটী সজীব ও জলন্ত নমুনা। সহরে যাহারা খবরের কাগজ পড়েন তাহারা যখন এই সব ভাষণ বা বক্তৃতা পড়েন—তখন তাহারা বাস্তব অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া এই সব কথাগুলির অসারত্ব হয়তো উপলব্ধি করেন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৮০ জন লোক যাহারা

শিক্ষাবিহীনই শুধু নয় কোন সংবাদ যাহাদের নিকট পৌঁছায়ই না তাহারা কেবল নিজের দৈনন্দিন দুঃখ কষ্টটাই অনুভব করে, কিন্তু তাহাদের দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবনকে যে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তাহাদেরই রাষ্ট্রপতি যে অম্লান বদনে তাহাদেরই এক সুখ ও সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবনের অলীক চিত্র আঁকিয়া দুনিয়ার সামনে পেশ করিতেছেন তাহার সংবাদ তাহারা রাখে না এবং এ খবরও তাহারা রাখে না যে—এই রকম কতকগুলি অলীক কথার জন্য তাহাদেরই নির্বাচিত কংগ্রেসী প্রতিনিধিরা দু হাত তুলিয়া রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদের প্রস্তাব সমারোহে সংখ্যাধিক্যের ভোটের জোরে পাশ করিতেছে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের সমালোচনা অপ্রয়োজনীয়। দেশের জনসাধারণ এই ভাষণের সহিত তাহাদের জীবনের বাস্তব অবস্থাটা তুলনা করিয়া দেখিয়া এই প্রকাশ্য ফাঁকিবাজীর শাসনের সম্বন্ধে নিজেদের কর্তব্যটা স্থির করিয়া সক্রিয় হউন। কারণ দেশের লোকে যতদিন আফিমের নেশায় ঝিমাইবে তাহাদের আরও নেশায় মশগুল করিয়া রাখিয়া রাষ্ট্রপতিরাও তাহাদের বাস্তব অবস্থা অস্বীকার করিয়া নিজেদের জয়ডঙ্কা বাজাইবেন! ভারত রাষ্ট্রের অধিবাসীরা একটু চোখ খুলিয়া রাষ্ট্রপতি অথবা রাষ্ট্রের কর্ণধারদের দিকে তাকান—ফাঁকিবাজী বন্ধ হইতেই হইবে।

জন-স্বার্থ-বিরোধী সরকারের শিক্ষা-সঙ্কোচ নীতির সমর্থনে

পুরুলিয়া পৌরসভার কংগ্রেসী-সদস্যদের "প্রভু-তুষ্টি"র মনোভাব

নাগরিকদের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার

২১শে ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়া পৌরসভার কমিশনারগণের একটী বিশেষ সভা হয়। এই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল ২৬শে ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শেষ পরীক্ষা গ্রহণ এবং পরীক্ষা ফি আদায় সম্পর্কে বিবেচনা করা।

সভা সুরু হওয়ার পর নাগরিক সংঘের কমিশনার শ্রীঅমূল্য কর্ম্মকার নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং শ্রীনির্মল মুখার্জি উহা সমর্থন করেন।

"যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার মান সংরক্ষণের নামে জেলা স্কুলপরিদর্শকের বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলির ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ কার্য্যত বালক বালিকাদের শিক্ষার সুযোগ প্রাথমিক স্তরেই বিপন্ন ও সঙ্কুচিত করিবে, এবং যেহেতু বর্তমান আইন ও বিধানগুলি জেলা স্কুলপরিদর্শককে ঐরূপ পরীক্ষা গ্রহণের অধিকার দেয় নাই, সেই হেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক উক্ত ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতির পরিবর্ত্তে তাঁহার বিভাগ কর্ত্তৃক উক্ত পরীক্ষা গ্রহণ উচিতও হইবে না, বাঞ্ছনীয়ও হইবে না।

অধিকন্তু, যেহেতু পুরুলিয়া পৌরসভায় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত আছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রদের নিকট হইতে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পর কোন প্রকার ফি আদায় করা হয় না, জেলা স্কুলপরিদর্শক কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত পরীক্ষা ফি লাগু করা একটী পশ্চাৎগামী পদক্ষেপ হইবে এবং উহা ছাত্রদের দরিদ্র অভিভাবকদের উপর আরো একটী ভারস্বরূপ হইবে এবং উহা পরীক্ষা দেওয়ার বিষয়ে দরিদ্র ছাত্রদের নিরুৎসাহ করিবে।

সুতরাং এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে কোন প্রকার পরীক্ষা ফি আদায় না করিয়া অথবা উহা ইতিমধ্যেই আদায় হইয়া থাকিলে তাহা ছাত্রদের ফেরত দিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের প্রধান শিক্ষকগণকে ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে দিবার জন্য জেলা স্কুলপরিদর্শকের মারফৎ রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে অনুরোধ করা হউক।"

প্রস্তাবটীর সমর্থনে নাগরিক সংঘের কমিশনারগণ জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেন। কিন্তু কংগ্রেসের কমিশনারগণ বলেন যে এই বিষয়ে তাঁহাদের কিছুই করিবার নাই। নাগরিক সংঘের কমিশনার শ্রীঅমূল্য কর্ম্মকারের প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং উহা ৯-১১ ভোটে নাকচ হয়। পরে কংগ্রেস কমিশনারগণ আর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নাগরিক সংঘের কমিশনারগণ ঐ প্রস্তাবটীর বিরোধীতা করেন কিন্তু উহা ১১-৯ ভোটে গৃহীত হয়। কংগ্রেসী কমিশনারদের এই প্রস্তাবের মূল বক্তব্য হইল—জেলা স্কুলপরিদর্শকের বিভাগ কর্ত্তৃক প্রাথমিক স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ এবং ১৲ 'এক টাকা করিয়া পরীক্ষা ফি ধার্য্য করা সম্পর্কে তাহাদের কিছুই করিবার নাই।

বাজেট অধিবেশনে লোক সেবক সংঘের আইনসভা সদস্যের বক্তৃতা

রাজ্যপালের ভাষণ নৈরাশ্যের প্রতিচ্ছবি

কাজের তথ্য পরিসংখ্যানই সরকারী অযোগ্যতার মূর্ত্তরূপ

বর্ত্তমান প্রতিকূল অবস্থাও সময়কালের মধ্যেও যোগ্যশাসনে দেশ বহুদূর আগাইতে পারিত

সরকারের কাজের দৃষ্টিও যেমন নাই, কাজের সততা বা ক্ষমতাও নাই

সেচ ও কৃষি দেশের এই প্রধানতম সমস্যার গুরুত্ব বিষয়েও সরকারের কোনো ধারণা নাই

লক্ষ লক্ষ লোকের শ্রমশক্তিকে নিয়োজিতকরার কোনো ব্যবস্থা আজনাই

পুরাতন আমলাতান্ত্রিক ধারা আজ দেশশাসনের অনুপযোগী

লোক সেবক সংঘের আইন সভার সদস্য শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বাজেট অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের উদ্বোধনী ভাষণের সমালোচনা করিয়া যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহা এই :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়!

মাননীয়া রাজ্যপালের ভাষণের প্রতি প্রশংসাসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর ভাষণে দেশের বাস্তব পরিস্থিতির রূপ যথাযথভাবে পরিস্ফুট না হওয়ায়—এবং প্রাদেশিক শাসনের অযোগ্যতার বিভিন্ন দিক অনুধাবন করে যে প্রতিকার ব্যবস্থার নির্দ্দেশ তাঁর কাছ থেকে আসা উচিত ছিল—তা না থাকায় এই প্রশংসাসূচক প্রস্তাবটি সমর্থনে আমি অসমর্থ হচ্ছি।

মাননীয়া রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন, তা যেমন আশাহীন গতানুগতিক আবৃত্তির নিদর্শনরূপে প্রতিভাত হয়েছে—তেমনি তা' বর্ত্তমান প্রাদেশিক শাসনের দৈন্য ও অযোগ্যতাকে মূর্ত্ত করে তুলেছে।

সরকারী তথ্যাদিই আজ সরকারী অযোগ্যতার মূর্ত্তরূপ

জীবনের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর সরকার কত কাজ করেছেন—তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে তা' তিনি দেখাতে বহু প্রয়াস করেছেন। কিন্তু এই বহু কাজের তালিকা এবং তথ্য পরিসংখ্যানই তাঁর সরকারের অসামর্থ্যের নজীর রূপে আজ অভ্রভেদী মাথা তুলে দেখা দিয়েছে।

জাগ্রত জনসাধারণ আজ উন্নত শাসনের রূপ কি তাহা জানে

দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশের নিগৃহীত শোষিত বঞ্চিত জনগণের জরুরী চাহিদা কি—তা আজ দেশের লোকের মনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই চাহিদা মেটাবার দায়িত্ব নিয়ে যে সরকার অগ্রসর হয়েছেন তাঁর যোগ্যতা, সদিচ্ছা ও পরিকল্পনার শক্তি কি পরিমাণ থাকলে—এই দায়িত্ব

পালনের শক্তি—কি সময় পর্য্যায়ে কোন্ গতিতে কতটা সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারে—তার ধারণাও আজ দেশের মনে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে।

অযোগ্যব্যক্তি প্রতিকূলতার দোহাই দেয়: যোগ্যব্যক্তি প্রতিকূলতার মধ্যেই গড়ে

যিনি পরিচালনায় অসমর্থ—তিনি অবিরতই প্রতিকূল অবস্থার দোহাই দিয়ে থাকেন। যোগ্যতার শক্তির পরিচয় অন্যরূপ। পৃথিবীতে এর নজিরও অনেক ঘটেছে। সমস্যা-মথিত এই পৃথিবীতে বহু ভয়াবহ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যদিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সুযোগ্য সরকারেরা নিজেদের অপরিমেয় উদ্যম ও অভাবনীয় শক্তিতে কিরূপ দ্রুত গতিতে সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছেন—তার বিস্ময়কর ইতিহাসও আজ আমাদের সকলেরই সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

বর্ত্তমান শাসন ধারা আশাহীন, চিন্তাহীন, যোগ্যতাহীন

অগ্রগতির পথে এই সব বিরাট সাফল্যের বলিষ্ঠ জীবন্ত তথ্য পরিসংখ্যানের মাপকাঠী দিয়ে,—আমরা যখন মাননীয়া রাজ্যপালের প্রদত্ত পরিসংখ্যানগুলি বিচার করে দেখছি, তখন দেখছি—এগুলি যেমন নির্জ্জীব, আশাহীন, চিন্তাহীন ও যোগ্যতাহীন শাসন জীবনের অবাধ অব্যবস্থার পরিচায়ক,—তেমনি এগুলি এই দরিদ্র দেশের বিপুল পরিমাণ অর্থ অপব্যয়ের বিনিময়ে—শাসককুলের অসামর্থ্য ঢাকবার ব্যর্থ কৈফিয়ৎরূপেই দেখা দিয়েছে মাত্র।

একসঙ্গে এত কাজ লওয়া কাজের দৃষ্টির অভাবই সূচিত করে

মাননীয়া রাজ্যপালের ভাষণে আমরা জাতীয় জীবনের বহু দিকের বহুবিধ কাজের অজস্র তথ্য পরিসংখ্যান দেখছি। হিসাবের এই বহুমুখীন তথ্য পরিসংখ্যানই শাসন-জীবনে কাজের দৃষ্টির অভাব ও যোগ্যতার অভাবই সূচিত করেছে। অন্যান্য দেশের সুযোগ্য পরিচালকেরাও একসঙ্গে এত কাজ হাতে নেবার সাহস ও সমীচীনতা বোধ করেন নি। দেশের অতি জরুরী কাজগুলিকে বাস্তব ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে, একটার পর একটা বলিষ্ঠ ভিত্তি ভূমি রচনা করে—দ্রুত অগ্রগতির পথে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন।

আসন বজায় রাখার জন্য শাসনের অভিনয়

আর আমাদের সরকারের কাজের দৃষ্টি, সদিচ্ছা সততা নেই। আসন বজায় রাখবার জন্যে—জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্যে, অপরের দেখে, বহুবিধ কাজের আ নয় করা হচ্ছে মাত্র। এবং তার ফল হচ্ছে—বিভ্রান্তি ব্যর্থতা, বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলা; এবং জনসাধারণে জীবনে আত্ম অবিশ্বাস ও নৈরাশ্য। এবং তাকে ঢাকা জন্যে—ব্যর্থ প্রয়াসরূপে মাননীয়া রাজ্যপালের ভাষণ। যার অবদান হচ্ছে—শুষ্ক, নির্জীব, শূন্যগর্ভ তথ্য পরিসংখ্যানের সমষ্টিজাল—যার সত্যকার প নেই আমাদের বাস্তব জীবনে। এদিকে বাস্তব জী আমাদের দৈন্যদশা আরো দীনতর, আরো বিভ্রান্তি আরো অবনত ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হয়ে উঠছে।

দেশের চাহিদার তুলনায় কাজ আজ বহু পিছ

মাননীয়া রাজ্যপালের সরকারের কাছে আমা নিবেদন এই যে, তথ্য পরিসংখ্যানের বহুমুখী হি আপনারা দাখিল করতে পারেন; কিন্তু সেই হি দেশের চাহিদার তুলনায় যেমন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ব্যর্থ, তেমনি বাস্তব জীবনের পক্ষে তা ভিত্তিহীন অ অসত্য—এই সত্যের উপলব্ধি যেন তাঁদের হয়।

নিছক ফাঁকির ভিত্তির উপরে সরকারী তথ্য পরিসংখ্যা

সরকারী তথ্য পরিসংখ্যান, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্প প্রভৃতির কাজ আজ অনাবিল ফাঁকির ধারাতেই প্র হিত হয়ে চলেছে। কুয়া হয়েছে জল নেই;—ই হয়েছে নাম মাত্র,—জলাধার নেই; স্কুল হয়েছে সরকা খাতায় স্কুলের—অস্তিত্ব নেই;—রিলিফ দেওয়া হয়ে কাগজে কলমে—আর্ত্তমানুষে তা পায়নি। এই ভা জনগণের ভাণ্ডার ও সরকারী কাজ—অবাধ অপ ও লুণ্ঠনের পথে অধিকাংশ নিঃশেষ হয়ে গেছে। এদে জীবনের ক্ষেত্রে গঠনের কোন চিহ্ন নেই—কে অযোগ্যতা অসামর্থ্য স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে—দিকে দিকে এর জলন্ত জাগ্রত প্রমাণ অলঙ্ঘ্যনীয় হয়ে দাঁড়ি আছে—আমাদের জীবনে। যাদের সাহস আছে যাচাই করার জন্যে তাদের প্রতি আহ্বানও আ জাগ্রত হয়ে রয়েছে

শাসনের কাজ আজও সেই আমলাতান্ত্রিক ধারায়

বিদেশীর উত্তাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আমলাতান্ত্রিক ধারাতেই আজও শাসনের কাজ চলেছে। আসলে এর নামই পরাধীনতা। দেশের দুর্গততম অরণ্যের মানুষও আজ আত্মশাসনের অধিকারের অংশ পাবে,—আত্মচেতনায় স্বাবলম্বনের দায়িত্ব বোধে,—দেশের সম্পদ গঠনের কাজে অংশ গ্রহণ করবে—এই ধারাতেই স্বরাজ এবং সাফল্য রয়েছে।

কোটী কোটী মানুষের শক্তিকে নিয়োজিত করার কোন লক্ষ্য নেই

কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান শাসনধারা এর থেকে আজ বহু দূরে। শাসন যেমন আজও বিকেন্দ্রিত ধারায় গঠিত হয় নি—তেমনি দেশের পরিকল্পনার কাজে কোটী কোটী মানুষের শক্তিও আজ আদৌ নিয়োজিত হয় নি। এর চেয়ে জাতীয় জীবনে ব্যর্থতা আর কি হতে পারে? বাস্তব সত্য আজ এই যে—দেশের বর্ত্তমান শাসন শক্তি আজ দেশের আত্মশক্তি সংগঠনের কাজে নিয়োজিত নয়। শাসনের সাফল্য বিষয়ে-পরাজিত মুষ্টিমেয় এক গোষ্টিকে আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্যেই শাসনের সমস্ত শক্তি আজ নিয়োজিত। তারই প্রয়োজনে আজ সরকারী অর্থের অপচয় ঘটছে এবং কুশাসনের বিরোধী শক্তিগুলিকে শাসন সুযোগে দলিত করার ব্যবস্থা চলেছে।

মহান কৃষি সমস্যার প্রতি কোন ধারণা নেই

মাননীয়া রাজ্যপাল বলেছেন—"কৃষিই আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার মূলে—সেজন্য আমার সরকার একেই সর্ব্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন।" এর থেকে আমাদের ধারণা হয়েছে—আমাদের দেশের কৃষিকে সর্ব্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার বাস্তব রূপ কি হতে পারে—তা এঁদের ধারণাতেই নেই।

পরিকল্পনার মধ্যে সেচই শ্রেষ্ঠ বিষয় হওয়া উচিত ছিল

আকাশ-নির্ভর—সেচ-ব্যবস্থা-বিহীন কৃষিই আজ ভারতবর্ষে সমস্ত অগ্রগতির প্রতিবন্ধক—এবং সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। দু'একটা পঞ্চবার্ষিকীতে আমাদের দেশের পরিকল্পনার সমস্ত অর্থ—সমস্ত শক্তি দেশের ব্যাপক সেচ ব্যবস্থার জন্যই ব্যয়িত করা উচিত ছিল। লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র সার্থক সেচ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে দেশের কোটি কোটি মানুষের শ্রম শক্তি আজ সারা বৎসর কর্ম্মে যুক্ত হতে পারতো।

কিন্তু আজ অজস্র রকমের নূতন পরিকল্পনার জাল সৃষ্টি করে—তার মধ্যে কৃষিকে অন্যতমের একটা বিষয়রূপে খাড়া ক'রে—কোনো দিকেই আমরা কিছুই করতে পারিনি। একাগ্রমুখী সেচ ও কৃষিকে ভিত্তি করে কৃষি সহায়ক সমবায়কে ও কৃষি সহযোগী কুটিরশিল্পকে যে স্থান গতি দেওয়া উচিত ছিল—তারও আজ কিছুই করা হয় নি।

তার ফল দেশের ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক অধোগতি

তার ফল এই হয়েছে—যে, বছরের পর বছর পঞ্চবার্ষিকীর বিরাট অপব্যয় হয়ে চলেছে—আমরা আদৌ এগুতে পারিনি। বেকার সমস্যা ও ব্যাপক অনাহার ক্রমবর্দ্ধমান গতিতেই আজ এগিয়ে চলেছে। সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতিও তাই নিত্যকার ভয়াবহ সমস্যা হয়েই রয়েছে।

সেজন্য আজ একদিকে জাতীয় ভিক্ষা অপর দিকে দুর্নীতি

আমরা আহার্য্যের জন্যে বিদেশে ভিক্ষা করতে যাচ্ছি;—অর্থের জন্য বিদেশে ভিক্ষা করতেও যাচ্ছি;—খাদ্য সংকট নিবারণে আইন কানুনের নিত্য বেড়াজালও সৃষ্টি করছি; অথচ অপর দিকে—ভয়াবহ অনটন, অবাধ চোরাকারবার, ঘুনাফাশিকার, মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্য-গোপন প্রভৃতির কাজ অব্যাহত ধারাতেই চলেছে। তবুও কিন্তু সত্যকে স্বীকার করা হয় নি।

এর কারণ সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে সরকারের বন্ধুত্ব

এর কারণ এই যে,—এই সব শ্রেণীর সঙ্গেই আজ সরকারের বন্ধুত্বের সম্বন্ধ ঘটেছে। দুঃখের হলেও তা আজ না বলে উপায় নেই। অবিসংবাদিতরূপে এর প্রমাণও ঘটেছে পরিষ্কারভাবে। কিন্তু এর প্রতিকার কিছুই হয়নি। মাননীয়া রাজ্যপাল এবিষয়ে নীরব থেকে দেশের শাসন জীবনের প্রতি অবিচার এবং ক্ষতি সাধনই করেছেন—তা বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি।

উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গে রাজ্যপালের অবাঞ্ছিত উক্তি

মাননীয়া রাজ্যপাল উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গে বলেছেন—সীমান্তের অপর পার্শ্ব থেকে যারা নিজেদের কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে—তাদের প্রতি সহানুভূতিতে অন্ধ হলে চলবে না। এর অর্থ এই যে, তাদের জন্য আমাদের এখানে স্থান নেই। একথা তাঁর ভাষণে আশা করি নি। কংগ্রেস নেতৃত্বই আজ ঐ সব মানুষকে ভয়াবহ জীবন পরিবেশে বাধ্য করেছে। সেখানে বসবাস তাদের অসহনীয় হলে—তাদের জন্য দায়িত্ব বোধ এবং হস্ত প্রসারিত রাখতে আজ আমাদের সরকার বাধ্য। সমগ্র ভারতেরই এই দায়িত্ব। এর জন্য আজ যোগ্যতার সঙ্গে বলিষ্ঠ ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং তাদের প্রতি দৃঢ় আশ্বাসও জানাতে হবে।—কিন্তু আমাদের নেতৃশক্তি অপরের বিপদের মূলে নিজেদের নেতৃত্ব বহন করেন এবং দায়িত্ব এসে পড়লে কথার চাতুরী দিয়ে তাকে এড়ানোর উপায় আবিষ্কার করেন। এই দুর্বল নেতৃত্বই আজ দেশের জীবনে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। মাননীয়া রাজ্যপালের তা সমর্থন করা আদৌ উচিত হয় নি।

বেরুবাড়ীর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে রাজ্যপাল নীরব

এই সূত্রে বলি—বেরুবাড়ী সম্পর্কে নীরব থাকাও মাননীয়া রাজ্যপালের উচিত হয় নি। পশ্চিমবঙ্গের বিধান মণ্ডলীর সামনে আজ প্রশ্ন এই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সংবিধান-বিরোধী কাজের সঙ্গে তাকে যুক্ত হতে হবে এবং না হলে অপমানিত হতে হবে;—অথবা তাকে সংবিধানের তথা ভারতীয় জনগণের মর্য্যাদা ও অধিকার রক্ষায় তার কর্তব্য পালন করে চলতে হবে। সময়োচিত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয়া রাজ্যপালের কাছ থেকে কোনো অভিমত না দেখে দুঃখ বোধ করছি।

বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে আজ সব বিষয়ে সরকারী বিভ্রান্তি

বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী, কর্ম ধারণা ও কাজের ধারা অনুসারেই দেশের, শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভ্রান্তি, পল্লী শাসন প্রতিষ্ঠায় অসামর্থ্য, অনুন্নত শ্রেণী সমূহের উন্নতি ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল বিষয়ে অযোগ্যতা স্বাভাবিক দেখা দিয়েছে। এই সব বিষয়ে শাসনের স যোগ্য ব্যবস্থা করাও এই সরকারের দ্বারা সম্ভব হ

সেইজন্য আমরা মাননীয়া রাজ্যপালের ভাষণের প্রশংসাসূচক প্রস্তাব সমর্থন করতে অসমর্থ হচ্ছি।

—•—

কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচার নমুনা

সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় এক প্রশ্নের উ পূর্ত-মন্ত্রী জানান যে ১৯৪৭ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র বিভিন্ন সরকারী ভবনে ব হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৪৮টি শুধু মন্ত্রী ও শাসন বি অফিসারদের জন্য এবং ৩২টি হাসপাতালের ও পচারের কক্ষের জন্য বসানো হইয়াছে। হাসপাত মুমূর্ষু রোগীদের কোন ওয়ার্ডে ও শীতাতপ নি যন্ত্র বসান হয় নাই। তাহাতে অনেক টাকার হ বলিয়া মন্ত্রী মহাশয় বলেন। মফঃস্বলের কোন পাতালেও এই যন্ত্র বসান হয় নাই। রাইটার্স বি সের ১৪৮টি কক্ষের জন্য ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টা ১৫টি ঠাণ্ডা ঘর প্রভৃতির জন্য ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার খরচ হইয়াছে। গুরুতর অসুস্থ রোগীদের জন্য ট অভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র বসান হইল না, মন্ত্রী ও অফিসারদের জন্য টাকার অভাব হইল আত্মীয় স্বজন পোষণ, বড় বড় ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দুর্নীতি বৃদ্ধি করা, মুনাফাশিকারীদের রক্ষা বড় বড় পরিকল্পনার মাধ্যমে চুরির ব্যবস্থা, সঙ্কোচ নীতি চালু করিয়া প্রদেশ অধিবাসীদের মেয়েদের জীবন বিপর্য্যস্ত করা, নূতন নূতন ট্যাক্স সাধারণের উপর চাপান প্রভৃতি মহান কার্য্যগুলি ক গেলে মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখা অবশ্য কর্তব্য। সুত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ অনিবার্য্যরূপে দরকার। পাতালে রাম, শ্যাম, যদু মরিলে কার কি ক্ষ কিন্তু এই সব দেশসেবী পূর্ব্বে দেশসেবার দ্বারা দে জনসাধারণকে ধন্য করিয়াছেন তারই বদলে আজ এ আরামের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁও নিজের জন্য নয় দেশের মঙ্গল চিন্তার জন্য। নেহেরু কংগ্রেসের সম তান্ত্রিক ধাঁচায় দেশ গড়িবার পথে ইহা এক পদক্ষেপ মা

(২য় পৃষ্ঠার পর হইতে)

চিন্তাহীন লক্ষ্যহীন আশাহীন বাজেট

এই সরকারেরই অধীনে-বছরের পর বছর বাজেট তৈরী হয়েছে—এবং প্রত্যেকটি বাজেটের মুখবন্ধে বহু কথার চাতুরীও রচনা করা হয়েছে। কিন্তু জনগণের বাস্তব জীবনে কল্যাণের লক্ষ্যে কোনো পরিবর্তন আজও ঘটেনি—পরিবর্তন ঘটে চলেছে—নিয়ত—অধোগতির পথে।

বাস্তব জীবনের দৃষ্টিতে যেমন এর মূল্য কিছু নেই—এর পরিকল্পনার ছকের মধ্যেও—জাগ্রত জাতির নূতন ভাগ্যগঠনেরও কোনো জীবন—ভূমিকা নেই। দেশকে বোঝার কোনো লক্ষণ নেই;—দেশের চাহিদাকে উপলব্ধির কোনো পরিচয় নেই;—দেশের সংকটের প্রতিও কোনো সচেতনতা নেই;—দেশের দুঃখ বেদনা আশা আকাঙ্খার প্রতি অনুভূতি নেই;—দেশের প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য-নিষ্ঠার কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। এর প্রমাণ রয়েছে—বাজেটের প্রতি ছত্রে, তারই বিষয়ে আজ দু এক কথা বলব।

দেশের সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতি আজ দেশের অন্যতম, প্রধানতম সমস্যা। দেশের কৃষি শক্তির দ্রুত অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তাও আজ দেশের মর্মে মর্মে। এবং এই কৃষির সার্থক অগ্রগতি নির্ভর করছে—দেশের ব্যাপক সেচ শক্তির ওপর।

কংগ্রেসের প্রধানতম ব্যক্তি থেকে—নিম্নতম ব্যক্তি পর্য্যন্ত আজ এই কৃষির প্রতি—সর্বোচ্চ দায়িত্ব, মহান অঙ্গীকার, জরুরী অগ্রাধিকার—এমন কি প্রতিজ্ঞায় মৃত্যুপণ পর্য্যন্ত—নিয়ত ঘোষণা করছেন। সেই কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতির রূপ এই বাজেটে যে ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাতে সহজেই উপলব্ধি হয়েছে যে—কৃষির প্রতি আন্তি-শয্যের এই ঘোষণা—উপহাস মাত্র। ২২৮ কোটি টাকার বাজেটে—কৃষি উন্নয়ন অনাহুতের মত—নগণ্য এক স্থান পেয়েছে—মাত্র চার কোটি টাকার এক অঙ্কে।

আর এই কৃষির প্রাণ শক্তি যে সেচ—যে সেচ আমাদের দেশজীবনে অর্থনৈতিক সমস্যার প্রধানতম বিষয়—তার স্থান হয়েছে ২ কোটি টাকারও কমের এক অঙ্কে। এই সামান্য দুটি নগণ্য অঙ্কের মধ্যেই রয়েছে—বাজেট পরিকল্পনার চরম দৈন্য।

কৃষিকেন্দ্রিক সমবায়ের আজ যে গভীর প্রয়োজনীয়তা আছে—তার স্থান হয়েছে দেড় কোটি টাকারও কম এক অঙ্কে। কৃষি সহায়ক পল্লী শিল্পের স্থানও যেখানে আজ কম নয়—তার উন্নয়ন ব্যবস্থার স্থানও আজ এক কোটি টাকার নীচে।

সরকারী কর্তৃত্বের কল্যাণে দেশের বনসম্পদ আজ প্রায় অন্তর্ধান করেছে। জ্বালানী, বর্ষা এবং কৃষি-সম্পদের দৃষ্টিতে এর গভীর প্রয়োজনীয়তা থাকলেও এই বনসম্পদ উন্নয়নের দাবী স্থান পেয়েছে—মাত্র ৩৪ লক্ষের এক অঙ্কে।

ভাতীয় সম্পদ উৎপাদনের প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি-যেন এই সরকারের গভীর বিরাগের সম্বন্ধ রয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ ব্যাপক জনগণের সম্পদ ও সমৃদ্ধি এই সরকারের কাম্য নয়। তাদের জীবনে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও দুর্গতির ওপরই নির্ভর করছে—সেই সব লোকের স্বার্থ—যাদের জন্য এই সরকার গঠিত;—যাদের শক্তিতেই এই সরকার পরিচালিত।

বাজেট বিচারের মধ্যে বাজেটের অঙ্কটাই বড় নয়। দেশ জীবন বা দেশের অর্থনৈতিক জীবনের গঠন রূপ-টাই আসল কথা। শোষণের গঠন ধারাকে অটুট রেখে তার ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন খাতে—অর্থের বরাদ্দের তারতম্য করলেই—বাঞ্ছিত অর্থনীতির পন্থা অনুসরণ করা হয় না।

বাজেটের ছবির ভেতর দিয়ে যখন দেখা যাবে—দেশের শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো—নূতন উজ্জ্বল, আশাময়, স্পষ্টরূপ ধারণ করেছে—তখনই তার যথাযথনে বাজেটের অঙ্ক সার্থক রূপে গণ্য হবে। এই বাজেট তার থেকে আজ বহু দূরে। সুতরাং এই বাজেটকে আজ জনগণের অন্তর থেকেও বহু দূরেই থাকতে হবে। তার নাগাল পাবে না।

———

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বের জন্য নির্ব্বাচনীসূচী ১৯৫৬ সালের গণপ্রতিনিধিত্বের নিয়মানুযায়ী প্রস্তুত করা হইয়াছে। পরিদর্শনহেতু তাহার একটি নকল নদিয়া (কৃষ্ণনগর) জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যালয়ে রাখা থাকিবে এবং ইহা ছাড়াও বিভিন্ন থানায় সেই থানার সংশ্লিষ্ট নির্ব্বাচনীসূচী পরিদর্শনের জন্য রাখা থাকিবে।

ঐ সূচীতে কোন নাম অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য আবেদন কিম্বা সূচীতে অন্তর্ভুক্ত কোন নাম কিম্বা সূচীতে লিখিত অন্য বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি করিতে হইলে তজ্জন্য ২৪ মার্চ্চ, ১৯৫৯ সাল কিম্বা তৎপূর্ব্বে আবেদন করিতে হইবে। বিভিন্ন মহকুমার জন্য ঐরূপ আবেদনপত্রগুলির পূর্ণবিচার করিবার ভার তথাকার মহকুমা হাকিমের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।

নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য কোন আবেদন ৯নং ফর্ম্মে এবং আপত্তিজ্ঞাপক আবেদন ৫নং ফর্ম্মে করিতে হইবে।

প্রতি আবেদনপত্রই মহকুমা হাকিমকে উদ্দেশ্য করিয়া করিতে হইবে এবং সেগুলি ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার কিম্বা নির্ব্বাচনী অধিকারীকের নিকট কিম্বা ডাকযোগে মহকুমা হাকিমের নিকট পাঠাইতে হইবে।

ঐ আবেদন পত্রগুলির উপর মহকুমা হাকিমের পূর্ণবিচার করিবার শেষদিন ১০-৩-৫৯ ধার্য্য করা হইয়াছে।

স্বাঃ এন, কে, সাহা
২০।২।৫৯
(পক্ষে) জিলা অধিকর্ত্তা, পুরুলিয়া

গুঁড়া দুধ বিক্রয়

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান হইতেছে যে, রূপচাঁদ পণ্ডিত লেনে নামোপাড়া দুগ্ধকেন্দ্রে Skimed milk powder প্রতি Ration card পিছু ১ পাউণ্ড এ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ৭৬ নয়া পয়সা মূল্য ধার্য্য হইয়াছে। পুরুলিয়া ডায়ারী প্রোডিউস কোং উক্ত দুগ্ধ উৎকৃষ্ট ভাবে পলিথিন ব্যাগে বিক্রয় করিতেছে। জনসাধারণ দুগ্ধ ক্রয় করিবার সময় যেন রেশন কার্ড সঙ্গে করিয়া আনেন।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত
দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোদ, কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কোন রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাগুরিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্ট্রিক আলসার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গান্ধী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাইয়াছেন। ১।২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৫৲ টাকা। স্পেশাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ; বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

ভারত লণ্ড্রী ও ভারত হোটেল

একই জায়গায় অবস্থিত। আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

প্রোপ্রাইটার—জি, সেনগুপ্ত।
রাঁচী রোড, পুরুলিয়া

ভ্রম সংশোধন

মুক্তির বিগত সংখ্যায় ধানের লাইসেন্সের সম্পর্কে আমার যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে—তাহাতে লেখা হইয়াছে—সমগ্র বাংলায় ১০০ মণ ধানে ও পুরুলিয়া ও আর ২।১টি জেলায় ১০ মণ ধানে লাইসেন্স লইবার বিধান হইয়াছে। তাহার স্থলে যথাক্রমে হইবে—১০০ মণের উপর ধানে ও ১০ মণের উপর ধানে।

—অতুলচন্দ্র ঘোষ

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯ তারিখের ৭ম সংখ্যা মুক্তিতে "সরকারী শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রথম বলি" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম প্যারার পঞ্চম লাইনে "আগামী ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী উক্ত পরীক্ষা গ্রহণের দিন ধার্য্য হইয়াছে" লেখা হইয়াছে। উহা "২৬ ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী পরীক্ষা গ্রহণের দিন ধার্য্য হইয়াছে" হইবে।

—মুঃ সঃ

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৮ই ফাল্গুন ১৩৬৫—২রা মার্চ্চ ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশান (কেন্দ্রীয়) নিয়মাবলী, ১৯৫৬ এর ৮নং ধারা অনুসারে "মুক্তি" পত্রিকার মালিকান ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত বিবরণ ঃ—

ফরম—৪

১। প্রকাশের স্থান—পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
২। প্রকাশের সময়—সাপ্তাহিক (সোমবার)
৩। মুদ্রাকরের নাম—রামচন্দ্র অধিকারী
জাতীয়ত—ভারতীয়
ঠিকানা—এন, সি, দাশগুপ্ত রোড, নামোপাড়া পুরুলিয়া
৪। প্রকাশকের নাম—রামচন্দ্র অধিকারী
জাতীয়তা—ভারতীয়
ঠিকানা—এন, সি, দাশগুপ্ত রোড, নামোপাড়া পুরুলিয়া
৫। সম্পাদকের নাম—বিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত
জাতীয়তা—ভারতীয়
৬। সংবাদপত্রের মালিকের নাম—অতুলচন্দ্র ঘোষ
ঠিকানা প্রভৃতি—শিল্পাশ্রম, পুরুলিয়া

আমি রামচন্দ্র অধিকারী ঘোষণা করিতেছি যে উপরিলিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাঃ রামচন্দ্র অধিকারী
প্রকাশক, মুক্তি

"নেহেরু সমাজতন্ত্র" সম্বন্ধে বিদেশীদের মতামত

ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থায় যে "ওয়েলফেয়ার টেট" হতে পারে না—সোস্যালিজমের নামে "পাবলিক সেক্টর" করে শ্রীনেহেরু যা করেছেন সেটা যে স্টেট ক্যাপিটালিজম, একথা "ওয়ার্ল্ড মার্কসিষ্ট" পত্রিকায় সোভিয়েট পণ্ডিত ইউদিন বলেছেন ও ভারতের শিল্প ক্ষেত্রের কয়েকটা তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়েছেন:—"ভারতে বিদেশীদের লগ্নী মূলধনের শতকরা ৮০ ভাগ বৃটিশ—১৯৫১ সালের সরকারী হিসাব (অবস্থা এখনও বিশেষ বদলায়নি) অনুসারে ভারতের তৈল শিল্পের শতকরা ৯৭ ভাগ, রবার শিল্পের শতকরা ৯৩ ভাগ, কয়লা শিল্পে শতকরা ৬২ ভাগ, খনি শিল্পে শতকরা ৭৩ ভাগ, দেশলাই শিল্পে শতকরা ৯০ ভাগ, পাটের শতকরা ৮৯ ভাগ, চায়ের শতকরা ৭৬ ভাগ বিদেশী মূলধনের কবলিত।" এরপর বৈদেশিক ঋণ সাহায্য সরকারী নূতন কিছু শিল্প গড়ে তোলা হচ্ছে যার নাম "পাবলিক সেক্টর" এবং যাকে ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক সংগঠন বলা হয়। (উদ্ধৃতি)

* * * *

মাদ্রাজের ডক্টর চন্দ্রশেখর দেড় মাস ধরে চীন ঘুরে এসে বলেছিলেন শ্রীনেহেরুর সমাজতন্ত্রের কথা বললে চীনা নেতারা হাসে আর বলে, ও একটা প্রকাণ্ড ভাঁওতা।

১৯৫৭-৫৮ সালে চা বাগানের ইংরেজ মালিকগণ ভারত হইতে ৫ কোটী ১০ লক্ষ টাকা মুনাফা ঘরে পাঠাইয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রিটিশ কোম্পানীর শাখা অফিসগুলি মুনাফা ৪ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা এবং বাকী টাকা ভারতে রেজিষ্ট্রীকৃত যৌথ প্রতিষ্ঠান সমূহের লভ্যাংশ।

সম্প্রতি লোক সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই উপরোক্ত তথ্য পরিবেশন করেন।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোদ, কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কোন রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাগুরিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্ট্রিক আল্সার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গাঙ্গী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাইয়াছেন। ১২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৫৲ টাকা স্পেশাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ; বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যায় যে, ১৯৫৯ সালের নির্ব্বাচক সূচী প্রস্তুত করণ কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এ বৎসর পুরুলিয়া ও ঝালদা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের তালিকা বিশদভাবে তদন্তের দ্বারা প্রস্তুত করা হইবে। এ সকল ক্ষেত্রে আমাদের গণনাকারীগণ গৃহে গৃহে গিয়া বিশদভাবে অনুসন্ধানের পর নির্ব্বাচক তালিকা লিপিবদ্ধ করিবেন। জনসাধারণ ও রাজনৈতিক দলগুলিকে, গণনাকারীগণের প্রতি সহযোগীতা প্রদর্শন করিয়া, তাহাদের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

পুরুলিয়া ও ঝালদা নির্ব্বাচন ক্ষেত্র ব্যতীত অপরাপর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রগুলির বর্তমান তালিকার উপর শুদ্ধিপত্র প্রস্তুত করা হইবে। এইসকল ক্ষেত্রের যে সব যোগ্যতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম তালিকাভুক্ত হয় নাই, তাঁহারা আগামী ৩১।৩।৫৯ তারিখের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরিত অধিকারীর নিকট দরখাস্ত করুন। মনে রাখিতে হইবে দরখাস্ত ঠিক সময়ে না পৌছিলে বা ফরম যথাযথ ভাবে পূরণ করা না হইলে, তাহা তালিকা ভুক্ত করা সম্ভবপর হইবে না।

স্বাঃ—এস, কে, চক্রবর্তী
নির্ব্বাচনিক নিবন্ধন আধিকারিকের পক্ষে।

(মুক্তি অফিসে এই ফরমের নকল রাখা হইয়াছে। যে কেহ আসিয়া এই ফরম দেখিতে পারেন।)

মুক্তি

১৮ই ফাল্গুন, সোমবার

ভূমিসমস্যার সমাধানে

এতদিনে আবার কংগ্রেস আর একটী অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে। বিক্ষুব্ধ জনমতকে ঠেকাইবার জন্য কিছুদিন আবাদীর সমাজতান্ত্রিক ধাঁচায় কাজ চলিয়াছে—কিছুদিন আবার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মহিমায় কাজ চালান হইতেছিল। যখন এই সবের বাজারে ভাঁটা পড়িয়া আসিল—তখন সংসা আবার নাগপুর কংগ্রেসের অধিবেশনে নূতন এক কর্ম-মহিমার অভ্যুদয় হইয়াছে। কংগ্রেসের ভূমি সমস্যার সমাধানে—নূতন এক প্রস্তাব। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তথা কংগ্রেসের সমর্থক সংবাদপত্র গুলি হইতে জোর দাবী করা হইতেছে যে—এই প্রস্তাব কংগ্রেসের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে—কংগ্রেসের জ্ঞানসাগর আলোড়িত করিয়া এক অভিনব পথ-নির্দ্দেশ উৎসারিত হইবার উপক্রম হইয়াছে—এবং এই এক সিদ্ধান্তের দ্বারাই কংগ্রেস আজ আবার এক মুহূর্তে সমগ্র জাতির তথা সমগ্র জনসাধারণের অন্তর দখল করিয়া ফেলিয়াছে।

এই আত্মপ্রসাদ বিহ্বলতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। নাগপুর কংগ্রেসের ভাগ্যমতীর রঙ্গমঞ্চে যাহা ঘটিয়াছে—জাতির কোনো অংশে তাহার ছায়াপাত করে নাই। ইহার দুইটি কারণ। প্রথমতঃ দেশ পরিষ্কার বুঝিয়াছে যে, কংগ্রেস যাহা বলে তাহা করে না এবং এই সমস্যার বা কোনো জাতীয় সমস্যার সমাধানে কংগ্রেসের কোনো শক্তি বা চিন্তা সম্পদ নাই; দ্বিতীয়তঃ লোক জানে যে, ভূমি সমস্যার বিষয়ে যে সমস্ত তত্ত্বকথা অনির্দ্দিষ্টভাবে কংগ্রেস বলিতেছে—তাহার সেই তত্ত্বগুলির ভিতরে আদর্শবাদের লক্ষ্যে যে আহ্বান আছে তাহা মানিবার মতো কোনো লোকই আজ কংগ্রেসে নাই। লোকে মনে করে যে—দেশের জনগণের সুবিধার নামে কংগ্রেস যে কিছু নতুন ব্যবস্থা করিবে—তাহাতে কংগ্রেসের অনুগ্রহভাজনরাই জনগণকে প্রবঞ্চিত করিয়া সুযোগের ক্ষেত্র রচনা করিবে, নতুন বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। যাহাই হউক, ভূমি সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত যে প্রস্তাব লইয়া আজ এই তথাকথিত আলোড়ন দেখা দিয়াছে—তাহা কি তাহাই এখন দেখা যাক।

এই নাগপুর প্রস্তাবে—কংগ্রেস বলিয়াছেন যে, দেশের জরুরী কৃষি সমস্যার সমাধানের জন্য ভূমি সমস্যার সমাধান অত্যন্ত জরুরী। ইহার উপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে। সুতরাং এই ভূমি সমস্যার সমাধানে প্রত্যেক চাষীর জোতের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে—এবং দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে যৌথ কৃষি ব্যবস্থায় পরিণত করিতে হইবে। ইহাই নাগপুর সিদ্ধান্তের মোটামুটি কথা।

নাগপুরে এই সিদ্ধান্তের পরই এই বিষয় লইয়া কংগ্রেসের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া গিয়াছে—একদল বলিতেছেন ভূমির সর্ব্বোচ্চ জোতের পরিমাণ বাঁধিতে গেলে কৃষির সর্ব্বনাশ হইবে—দেশে বিশৃঙ্খলা হইবে। কংগ্রেসের কেহ আবার বলিতেছেন—যৌথ কৃষি দেশের সমূহ ক্ষতি করিবে—ইহা অসম্ভব ইত্যাদি।

ভূমিসমস্যার এই ব্যাপার দুইটি লইয়াই কংগ্রেসের চৈ চৈ চলিয়াছে। কিন্তু ভূমি সমস্যার ইহাই সব নয়। ইহার সহিত আরো কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে—কংগ্রেস আজ তাহা এড়াইয়া দুই একটি বিষয় লইয়া হেঁয়ালী সৃষ্টি করিয়া সময় কাটাইতে চাহিতেছেন। ভূমি সমস্যার সমাধান করিতে হইলে—ইহার সমস্ত দিকগুলিই আজ দেখিতে হইবে। দিনকতক আগে শ্রীনেহেরুজী এক জনসভায় বলেন যে, জমির মালিকত্ব প্রজার না থাকিয়া রাষ্ট্রের হওয়া উচিত। কিন্তু এবিষয়ে বিশ্বের নানা দেশের সংকটসংকুল পরিস্থিতি দেখিয়া দেশের বহু জনের মতিগতি দেখিয়া শ্রীনেহেরুজী এবিষয়ে একেবারে চুপ করিয়া গিয়াছেন। এবং নাগপুর প্রস্তাবে তাহার উচ্চবাচ্য নাই। এবিষয় লইয়া একদিন রাশিয়ায় বহু অনর্থ ঘটিয়াছে—চীনে আজ গৃহ বিরোধ সুরু হইয়াছে। সুতরাং শ্রীনেহেরুজীও আজ তাহা বাদ দিয়াছেন। কিন্তু বাদ দিলে চলিবে না—এ বিষয়ে জাতিকে একটা সিদ্ধান্তে—একটা সত্যপথে অবশ্যই দাঁড়াইতেই হইবে—হয় এদিক নয় ওদিক।

ভূমি সমস্যার বহু দিক রহিয়াছে—যাহা এক সঙ্গে বিচার করিতেই হইবে।—সে প্রশ্নগুলি এই :—

১) জমির মালিকত্ব কাহার হইবে (২) জোতের পরিমাণ কি হইবে (৩) যৌথ কৃষির পথ কি (৪) ভূমি লেন দেনের ব্যবস্থা বিধান কি ভাবে ও কাহার হাতে থাকিবে ৫) দেশের প্রবর্দ্ধমান জনসংখ্যা অনুপাতে জমির পরিমাণ ও জমির জোগানের ক্ষমতার প্রশ্ন। কংগ্রেস এই প্রশ্নগুলির যেমন অনেকগুলি এড়াইয়া গিয়াছে—তেমনি বিচার্য্য প্রশ্ন দুটির বিষয়েও কোনো পরিষ্কার পথের ইঙ্গিতও করিতে পারে নাই। এবং কংগ্রেসের দ্বারা তাহা সম্ভবও নহে।

ভূমি সমস্যার সমাধান সহজ নহে। ইহা ছেলে খেলাও নহে। ইতিহাসের অন্ধকার যুগ হইতে মানুষ এই ভূমি সমস্যার প্রশ্ন লইয়া কত কাহিনী—ব্যবস্থার কত পর্য্যায় রচনা করিয়াছে, ইতিহাস নিজের গতিতে ধারা রচনা করিয়া গিয়াছে। আজ ইহার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন বাঞ্ছিত ব্যবস্থা ধারা রচিত করিতে গেলে—তাহার জন্য বহু চিন্তাশীল মানুষের সংযোগিতা চাই—পথের সন্ধানী সাধকদের দ্বারা দেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে গভীর পরিচয় চাই—ব্যাপক তথ্য চাই এবং সর্বোপরি—ব্যাপকভাবে পরীক্ষার পূর্বে প্রত্যেক প্রশ্ন লইয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জাতীয় পরীক্ষা চাই। দেশের মানুষের—দেশের চাষীর জীবনের সকল সমস্যার মুখোমুখী দাঁড়ান চাই। তাহাকে অন্তর দিয়া উপলব্ধি করা চাই। এতদ্ব্যতীত, দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে ভূমি সমস্যার পরিকল্পনা রচিত করা চাই। এই সকলের অভাবে পৃথিবীর কোনো দেশে আজও ইহার শান্তিপূর্ণ স্থায়ী সমাধান হয় নাই। কর্ম্মহীন সাধনাহীন, চিন্তাহীন কংগ্রেস নির্বাচনের দৃষ্টিতে সততাহীন যে উক্তি করিতেছে—যে অপূর্ণ বিচারের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেছে—তাহার দ্বারা এই মহান সমস্যার সমাধান কখনো হইতে পারে—ইহা চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র।

জেলার কৃতিসন্তান শ্রীজগদীশ চ
মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের লোকা

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি দুই ঘটিকার স
মানভূমের কৃতি সন্তান খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী শ্রদ্ধে
শ্রীজগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয় পরলোক গ
করিয়াছেন। জেলার জন- জীবন হইতে একজন ম
বিশিষ্ট জন-নেতা লোকান্তরিত হইলেন। জে
অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

বিগত ১২৮৩ সালের ৮ই মাঘ বাঁকুড়া জেলার গ
গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার
৮৩ বৎসর হইয়াছিল। ১৯০১ সালে তিনি আ
ব্যবসায়ে যোগদান করেন। ১৯৫০ সালে তিনি অ
গ্রহণ করেন। দীর্ঘ এই ৫০ বৎসরের কর্মজীবনে
তাঁহার কর্মক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। আ
তিনি বহুবিধ জনসেবার কাজের সহিত জড়িত ছি
সাহিত্য মন্দির, মুন্সেফডাঙ্গা দুর্গা মন্দির, গেলের
বিদ্যালয় ও আরো বিবিধ প্রতিষ্ঠানে তাঁহার বহুবিধ
এই সকল প্রতিষ্ঠানকে অশেষ শক্তি ও সহা
দিয়াছে।

রাজনৈতিক জীবনেও তাঁহার বহুবিধ কর্ম
নেতৃত্ব জেলার ইতিহাসে তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রা
য়াছে। তিনি জনসেবী হিসাবে সর্ব্বদাই স্বাধীন-চ
তেজস্বী জননায়ক ছিলেন। ব্যক্তি জীবনে তাঁ
অমায়িক মধুর ব্যবহার, সকলের অন্তরে তাঁহার
স্মরণীয় আসন দান করিয়াছে।

তাঁহার লোকান্তরে আমরা আমাদের অন্তরের গ
শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। এবং তাঁহার শোকস
পরিবারবর্গ ও তাঁহার অগণিত বন্ধুবান্ধব ও গুণগ্রাহী
প্রতি আমাদের অন্তরের গভীর সমবেদনা জা
করিতেছি।

মুক্তির আগামী সংখ্যায় তাঁহার জীবন-কথা আ
চিত হইবে।

লোক সেবক সংঘের জেলা সম্মেলন

বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন

আগামী ২৮ ও ২৯শে মার্চ, ১৪ ও ১৫ই চৈত্র, শনি, রবিবার

স্থান—বলরামপুর থানার সাগমা গ্রামে নব প্রতিষ্ঠিত কৃষি কেন্দ্র

দুইদিনব্যাপী কার্য্যক্রমের মধ্যে সমবেত বিরাট কৃষিকর্ম্ম এবং আলোচনা সভার বিবিধ কর্ম্মধারা

কর্ম্মীরা প্রত্যেকে ২৭শে মার্চ্চ, ১৩ই চৈত্র, শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ সাগমা গ্রামে অবশ্যই পৌঁছিবেন

পরদিন ভোর হইতে কৃষিক্ষেত্রের কয়েক শত বিঘা জমির উপর সমবেত শ্রমের বিবিধ কাজ সুরু হইবে

প্রত্যহ সারাদিন শ্রমযজ্ঞ এবং সন্ধ্যা হইতে আলোচনা সভা হইবে

তিনচারি হাজার কোদাল গাঁইত, শতাধিক কুরল, শতাধিক হাল চলিবে

নূতন কর্ম্মধারায় নূতন পরিকল্পনা নূতন প্রাণশক্তি আনিবে

সংঘের নূতন কর্মধারা : অর্থ নৈতিক কর্মপরিকল্পনা

সংঘের এই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন এক বিশেষ কাজের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন। এই অধিবেশনে সংঘের নূতন কর্ম পরিকল্প-া - অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনার রূপদান করা হইবে। অর্থনৈতিক কর্ম পরিকল্পনার লক্ষ্য—(১) অর্থনৈতিক গঠন কর্ম—(২) অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণ (৩) অর্থ নৈতিক সংগ্রাম। অর্থাৎ (১) স্বাবলম্বন তথা আত্মশক্তির ভিত্তিতে ব্যাপক জনজী'নে বিরাট উৎপাদন কর্মপ্রচেষ্টা তথা আদর্শ সমাজের দৃষ্টিতে অর্থ নৈতিক ভাবধারার প্রসার (২) বৈষম্যময় আর্থিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনশক্তির পথে অর্থ নৈতিক জীবন ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ (৩) অর্থ নৈতিক জীবনে সার্ব্বজনীন কল্যাণের পরিপন্থী বিরোধী শক্তি সমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

সংঘের অন্যবিধ সমস্ত কর্মধারার নবতর ব্যবস্থারূপ

সংঘের কর্ম জীবনে ইহা এক নূতন ইতিহাসের অধ্যায় সুরু হইবে। জাতীয় অগ্রগতির পথে সংঘের যে বিবিধ কর্মধারা রহিয়াছে—তাহার মধ্যে অন্যতম এই অর্থ নৈতিক কর্মধারাকে পূর্ণাঙ্গ রূপে গ্রহণ করা হইবে। এবং সংঘের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক কর্মধারা কর্মমুক্ষ্য সমূহকে নবতর কার্য্য ব্য স্থা ও আয়োজনে গঠিত করিবার কর্ম-পরিকল্পনা এই সম্মেলনে গৃহীত হইবে।

অগণিত মানুষের কর্মশক্তিকে কর্মে নিয়োগের লক্ষ্যে সংঘের নূতন কর্মপরিকল্পনা

সাগমায় কয়েক শত বিঘা ভূখণ্ডে যে কৃষি ক্ষেত্র করা হইয়াছে—সেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাম্প ও দীর্ঘ পাইপ সহযোগে উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জাতীয় উৎপাদনে শ্রমশক্তিই সর্বপ্রধান সম্পদ। দেশের দারিদ্র্য এবং অভাব মোচনের জন্য আজ দেশের অগণিত মানুষের কর্মশক্তিকে কাজে লাগাইবার কর্মধারা গড়িতে হইবে। এই কর্মধারার পথ প্রদর্শনে—এই আদর্শ স্থাপনে সংঘ আজ দৃঢ়সংকল্প লইয়া তাহার সর্বশক্তি নিয়োগ করিবে। সেজন্য শক্তি ও শ্রমকে কাজে লাগাইবার আয়োজন সমূহের ব্যবস্থা করিয়া—বহু জনের কর্মশক্তিকে কর্মে নিয়োগ করিবার লক্ষ্যে—সংঘ যে সকল বৃহৎ পরিকল্পনার পথে অগ্রসর হইতেছে—সাগমা কৃষিকেন্দ্র তাহার অন্যতম। সেজন্য এই কেন্দ্রে সম্মেলন নূতন ধারা সূচিত করিতেছে। সমগ্র দেশে নূতন ভাবধারা সমূহ গঠনের জন্য যেমন কথার প্রয়োজন—তেমনি কথার সঙ্গে আজ জাতীয় জীবনের বহুমুখী কাজে নিজে-

দের প্রত্যেকের সাধ্যমত শ্রম এবং সাধনা নিয়োগ করিতে হইবে। তাই আজ আমাদের এই সম্মেলনের জন্য আলোচনা ও কাজের সময়য়ে কর্মতালিকা রচিত হইয়াছে। ইহা কৃষি ও কর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে নূতন জাতীয় ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত করিবে।

সাগমা কৃষি ক্ষেত্রে বিরাট কর্ম্মী বাহিনীর সমবেত কর্মের সম্ভাবিত রূপ

সেজন্য আজ এই সম্মেলনে সংঘের প্রত্যেক কর্ম্মী অবশ্যই যোগদান করিবেন। বিরাট কৃষিক্ষেত্রে সহস্র সহস্র কর্ম্মী কয়েক শত বিঘা জমিতে সহস্র সহস্র কৃষি যন্ত্র লইয়া কুবল করিবে—জমি তৈরী করিবে, বড় বড় জলাধার তৈরী করিবে—বড় বড় ধানের ক্ষেত করিবে—কৃষিকর্মের আরো বহুবিধ কাজ করিবে। কর্ম্মের এক বিরাট সাড়া দেখা দিবে। অজস্রধারায় পাম্পের জলস্রোত প্রবাহিত হইবে। দেখিতে এক আনন্দজনক দৃশ্য হইবে। নিষ্ঠাবান সহস্র সহস্র কর্মীর আন্তরিক পরিশ্রম—বলিষ্ঠ শ্রমশক্তি সম্মিলিত বুদ্ধিবল ও শৃঙ্খলাপূত সংগঠন শক্তি—মিলিত হইলে দুই দিনেও কি করিতে পারে—তাহার অভাবনীয় পরিচয় লাভ হইবে।

কর্ম্মীদের প্রতি জরুরী নির্দ্দেশ

সেজন্য আজ জেলার দায়িত্বশীল কর্ম্মীদের প্রতি নির্দেশ এই যে, অবিলম্বে থানায় থানায় সমস্ত কর্ম্মীদের কাছে সম্মেলনের সংবাদ দিবার সঙ্গে সঙ্গে সংঘের আগামী কর্ম্মধারা বিষয়ে কর্ম্মীদের অন্তরে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিবেন। থানা ব্যবস্থাপককে অবিলম্বে থানা কর্মী সম্মেলন করিয়া যাতায়াত সুবিধা বুঝিলে থানার অঞ্চলে অঞ্চলে কর্ম্মী সম্মেলন করিয়া এবিষয়ে কর্ম্মীদের পূর্ণভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলুন। থানা সম্মেলনে যাহা স্থির করিতে হইবে তাহা এই :— (১) কর্ম্মীরা প্রত্যেকেই কোদাল অথবা গাঁইতি অবশ্যই আনিবেন। ইহা আমাদের কর্মের প্রতীক স্বরূপ—এবং সম্মেলনের জন্য ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ—সুতরাং কেহই বাদ দিবেন না। ইহা নিজ কর্তব্য স্বরূপ হইবে। (২) সম্মেলনে যাইবার পথে কি ভাবে দল বাঁধিয়া যাওয়া হইবে—তাহা স্থির করিয়া লইতে হইবে। (৩) সাগমাকেন্দ্রের আশ পাশের থানা হইতে কুবল, হাল ও বলদ প্রভৃতি আনিবার জন্য কিছু কর্ম্মীদের ভার দেওয়া। (৪) দূরবর্ত্তী স্থানের কর্ম্মীরা বাসযোগে আসিবেন—আশপাশের থানা হইতে যাহারা আসিবেন তাঁহারা সম্ভবমত পদব্রজে আসিবেন। চলার পথে সম্ভবমত গানের দল প্রস্তুত থাকিবে।

সাগমায় যাইবার পথ নির্দ্দেশ

উমা ষ্টেশনের লাগাও হাটতলার আমবাগানের কাছ হইতে সাগমার দিকে রাস্তা গিয়াছে। পুরুলিয়া হইতে বলরামপুরের পথে যাইতে এই আমবাগানের কাছে—বাঁদিকে রাস্তা গিয়াছে। উমা হইতে তিন মাইল দূরে।

কর্ম্মীদের শ্রমশক্তি নিয়োগ ও কর্ম্মীশিক্ষা ব্যবস্থা

নূতন কর্ম্মধারাগুলির মধ্যে অন্যতম জরুরী লক্ষ্য এই যে, ব্যাপক ভাবে কর্ম্মীদের নিষ্ঠাপূত শ্রমশক্তি কাজে লাগাইবার জন্য এবং উপযুক্ত কর্ম্মী শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সম্যক পরিকল্পনা লওয়া হইবে।

এই প্রচার পত্র বিষয়ে নির্দ্দেশ

প্রত্যেক থানার থানা ব্যবস্থাপকগণ থানার কর্ম্মী বৈঠকগুলিতে এই প্রচার পত্রটি ভাল ভাবে পড়িয়া বুঝাইয়া দিবেন—এবং সম্মেলনের কর্ম্মলক্ষ্য বিষয়ে কর্ম্মীদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনার প্রতি থানা ব্যবস্থাপক ও থানার অগ্রণী কর্ম্মীরা লক্ষ্য রাখিবেন।

সম্মেলনের সাফল্য

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রত্যেকে সাধ্যমত ভাবিয়া আলোচনা করিয়া সম্মেলনে যাইবেন। সকলের মিলিত শক্তিতে সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হোক এবং আমাদের লক্ষ্য অনুযায়ী যেন আমরা দৃঢ়পদক্ষেপে আগাইতে পারি—এই প্রার্থনা।

পুরুলিয়া
২৮।২।৫৯

নিবেদক—অতুলচন্দ্র ঘোষ
পরিচালক—লোক সেবক সংঘ

শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কে অভিযোগ সমূহের তথ্য সংগ্রহ

জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা বিভাগের সর্ব্ববিধ কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে। শিক্ষক, অভিভাবক, স্কুলম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও জনসাধারণকে শিক্ষা বিভাগের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অভিযোগ সমূহ যথাশীঘ্র সম্ভব আমাদের 'মুক্তি' পত্রিকার ঠিকানায় পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি।

—অরুণচন্দ্র ঘোষ

জনসাধারণের সেবক (?)

পুরুলিয়া সহরে চুরির ঘটনাগুলি "মুক্তি"র অজ্ঞাত দেওয়া হইয়াছে। যাহাদের ঘরে বা দোকানে চুরি হইয়াছে বা চুরির চেষ্টা হইয়াছে তাহাদের অনেকেই থানায় খবর দেন নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে হায়রানীর ভয়ে ও প্রতিকার হইবে না জানিয়াই তাঁহারা থানায় খবর দেন নাই। পুলিশ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে এ ধারণা হইল কি জন্য? তার জন্য দায়ী কে?

রাষ্ট্র পুলিশ বিভাগ থাকে দেশের জনসাধারণের শান্তির ব্যবস্থার জন্য। দুর্নীতি দমন ও শিষ্টের পালনই পুলিশের কাজ হওয়া উচিত। আমাদের স্বাধীন ভারতে কিন্তু ইহার বিপরীত। দুর্বৃত্ত পালন, মুনাফাশিকারীদের সহায়তা করা, অপরদিকে নিরীহ, শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে হয়রান করাই পুলিশ বিভাগের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া জনসাধারণ মনে করে।

তাহারা যে "জনসাধারণের সেবক"—তাহাদের মনোভাব ও কার্য্যকলাপ দেখিলে তাহা ত মনেই হয় না বরং বিপরীতটাই বেশী করিয়াই মনে হয়। পুরুলিয়া জিলায় তাহারা ত রাজাজীর মনোভাব পোষণ করিয়া থাকে। লোকের বাড়ীতে চুরি, ডাকাতি হইলে পূর্ব্বে থানায় গেলে ভাইরী লওয়া হইত—প্রতিকারের চেষ্টা হইত। আজকাল লোকে থানায় কাজ থাকিলেও যাইতে চাহে না। কারণ প্রতিকার ত হইবেই না উপরন্তু হায়রানী ভোগ করিতে হইবে। উপরওয়ালাদের খবর দিলেও প্রতিকার পাওয়া যায় না, উপরন্তু তাহা নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের কানে পৌঁছায় ও অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া যায়। গরীব বিক্রীওয়ালাদের পাঁচ আইনে ফেলিয়া জব্দ করিতে পুলিশ যেরূপ কর্মতৎপরতা দেখায়—বড় বড় গুদামের সামনে রাস্তা আটক করিয়া পথচারীদের অসুবিধা করিয়া যখন মালবাহী ট্রাকগুলি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকে—তখন পুলিশের পাত্তা পাওয়া যায় না। বারবার বলিয়াও ইহার প্রতিকার পাওয়া যায় না। পুলিশের চোখের সামনে জুয়া খেলা চলে। থানায় ভাইরী দিয়াও চুরি, ডাকাতির কোন কিনারা হয় না। লোকেরও সেজন্য থানায় খবর দেওয়ার আগ্রহ থাকে না। চোরাই মাল অবাধে পুলিশের চোখের সামনেই পাচার হয়। গরীব বেগুন বা আলু বিক্রেতার উপর পুলিশের সজাগ দৃষ্টির অভাব হয় না। অথচ এই সব শান্তিরক্ষকদের পিছনেই দেশের গরীবদের বহু টাকা ব্যয় হইতেছে। সরকার বাজেটে পুলিশখাতে ব্যয় বৃদ্ধি করিতেছেন। ইহাদের শান্তিরক্ষার বহর দেখিয়া আজ জনসাধারণ কপালে হাত দিয়া ভাবিতেছে যে আর শান্তিরক্ষার দরকার নাই—রক্ষকেরা বিদায় হইলেই বাঁচি।

স্থানীয় সংবাদ

চুরির হিড়িক

পুরুলিয়া সহরে চুরির সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের দোকানে বা বাড়ীতে অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে রহস্যজনকভাবে চুরি হইয়াছে বা চুরি করিবার চেষ্টা হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত এবিষয়ে কোন অপরাধী ধৃত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

১। সাব রেজিষ্ট্রারের বাড়ী (চণ্ডীকর লেন)
সন্দেহক্রমে একজনকে ধরা হইয়াছে।
২। শঙ্করলাল সিংহানিয়ার বাড়ী—সদরপাড়া।
৩। গভর্ণমেণ্টের রিলিফ গুদামে—রিলিফের কাপড়, ইত্যাদি কয়েক হাজার টাকা মূল্যের।
৪। রেলওয়েমেন্স ইউনিয়নের অফিস হইতে টাইপ রাইটার মেসিন চুরি।
৫। শ্রীশান্তি ব্যানার্জীর বাড়ী—নামোপাড়া।
৬। Marketing officer এর বাড়ী—কুক সাহেবের হাতা।
৭। শ্রীঅবনী দত্তর বাড়ী—নীলকুঠিভাঙ্গা।

ইহা ছাড়াও সহরের বিভিন্ন মহল্লায় ও সদর বাজারে অবস্থিত বহু দোকান ঘরে চুরি হইয়াছে বা চুরির চেষ্টা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে অনেকেই এ বিষয়ে থানায় খবর দিতে ইচ্ছুক নহেন।

কুয়ায় পড়িয়া মৃত্যু

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার জনৈক অজিত প্রসাদ লাল নামক জনৈক যুবক কাঁদিয়ানের ধর্ম্মশালার কুয়ায় পড়িয়া মারা গিয়াছেন। প্রকাশ যে, তিনি পুরুলিয়া

আসিয়াছিলেন কালী মন্দিরে তাহার মানসিক শোধ দিতে। তিনি আসিয়া ধর্মশালায় ওঠেন। মুখ ধুইবার জন্য কূয়ায় জল তুলিবার সময় দৈবক্রমে কূয়ার ভিতরে পড়িয়া যান। জনৈক ব্যক্তি তাহাকে উদ্ধারের জন্য কূয়ায় ঝাঁপ দেয় কিন্তু খুঁজিয়া পায় না। পরে খোঁজাখুঁজির পর তাহার মৃতদেহ কূয়া হইতে তোলা হয়।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী ঝালদা থানাতে একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে। প্রকাশ যে, ঝালদা থানার গড়িয়াটাঁড় টোলা চাইকাতে রঘুনাথ কুমার নামক জনৈক ব্যক্তি তবলা দ্বারা নিজ কাকাকে হত্যা করে। পরে নিজের মাতাকেও তবলা দ্বারা গুরুতর ভাবে আহত করে। তাহার খুড়তুতো ভাই রসিক কুমারও তাহার দ্বারা গুরুতর ভাবে আহত হয়। রসিক কুমারের পুত্র চাঁদুকেও রঘুনাথ তবলা দ্বারা গুরুতর ভাবে আহত করে। সকলকেই হাসপাতালে পাঠান হয়। রঘুনাথের খুড়তুতো ভাই হাসপাতালেই মারা যায়। রঘুনাথ কুমারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

পুরুলিয়া হইতে বরাবাজার (ভায়া চাকোলতোড়) রাস্তার অবস্থা

বরাবাজার থানার সুকুরগুটু হইতে শ্রীজয়নাথ মাহাত জানাইতেছেন :—পুরুলিয়া হইতে বরাবাজার (ভায়া চাকোলতোড়) রাস্তাটি পুরুলিয়া হইতে বরাবাজার পর্যন্ত ২০ কুড়ি মাইল। ইহার মধ্যে পুরুলিয়া হইতে চাকোলতোড় ছয় মাইল রাস্তা বাস চলা চলের পক্ষে উপযুক্ত কিন্তু বাকী ১৪ মাইল একেবারে খারাপ। এ রাস্তার উপর দিয়া চারখানা বাস চলাচল করে। বাসগু কুইলাপাল হইতে বান্দোয়ান, বরাবাজার ও চাকো তোড় দিয়া পুরুলিয়া যায়। বাসগুলি অতিরিক্ত যা এবং মাল বোঝাই করে। অধিকাংশ বাসের অব কাহিল, তাহার উপর অতিরিক্ত ভার বোঝাই এ রাস্তা খারাপ হেতু বাসগুলি সময় মত গন্তব্যস্থানে পৌঁ ইতে পারে না। বর্ত্তমানে চাকোলতোড় হইতে বরাবাজা পর্য্যন্ত যে ১৪ মাইল মেটে রাস্তা আছে যাহার উপ কোনরূপ পাথর বিছান নাই তাহা মেরামতের অভা বাস চলাচলের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়াছে। এই রাস্তা উপর যে কোন মুহূর্ত্তে যে বাস দুর্ঘটনা হইয়া বহুলোক প্রাণ হানি ঘটিতে পারে সে বিষয়ে যে সন্দেহ নাই এই রাস্তার উপর দিয়া কোন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের গা যাতায়াত করে কিনা বা করিলেও ইহা তাঁহাদের দৃ গোচর হইয়াছে কিনা জানি না। অবিলম্বে এই রাস্ত টির প্রতি এবং রাস্তার উপর দিয়া যে সমস্ত বাস চল চল করে তাহার প্রতি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আক করিতেছি।

বরাবাজার থানার আগাঝোর হইতে শ্রীনিতাই সিং সর্দ্দার জানাইতেছেন :—এই বৎসর এই অঞ্চলে ভালভাবে চাষ হয় নাই। আমার ক্ষেতের ধান্য কতকগু লোক তাহাদের কাগজপত্র না থাকা সত্ত্বেও জোরপূর্ব কাটিয়া লয়। আমি থানায় দারোগা বাবুকে জানা কিন্তু তিনি কিছুই করেন নাই। পরে পুলিশ সাহেবে জানাই। তিনি ঘাইতে বলেন ও দারোগাবাবুকে কে করিতে বলিব বলেন। ২৫।১১।৫৮ তারিখে আমি থানা যাই। দারোগাবাবু আমার জমির ধান্য কাটার ইন কুয়ারী করেন। আমাকে দলিল দেখাইতে বলিলে আ দলিল দেখাই। পরে ইন্সপেক্টারবাবু ইনকুয়ারী করিতে যান। এখনও পর্য্যন্ত কোন কিছুই হয় নাই। আপনা বহুল প্রচারিত পত্রিকা দ্বারা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃ আকর্ষণ করিতেছি ও আমি যেন এক মুঠো ধান্যতে পা তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

তাং ৭ই ফাল্গুন'৫৮

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৫শে ফাল্গুন ১৩৬৫—৯ই মার্চ ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

লোক সেবক সংঘের আইনসভা সদস্যের চিকিৎসা বিষয়ে বক্তৃতা

উন্নত চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই

সরকারের নিদারুণ অবহেলা

বঙ্গভুক্তির এই দুইবৎসরে ও সরকার কিছুই করেন নাই

জেলার সদর হাসপাতাল বিষয়ে জনগণের গুরুতর বিবিধ অভিযোগ

গ্রামাঞ্চলের সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিও আদৌ সন্তোষজনক নয়

জেলার সমগ্র চিকিৎসা ক্ষেত্র আজ অনাথ বালকের মত

বিগত ২৬-২-৫৯ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় শ্রীচৈতন মাঝি চিকিৎসা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমাদের জেলা আর্থিক জীবনে অত্যন্ত অনুন্নত জেলা। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সাহায্য বিষয়ে চিরকাল অবহেলা পেয়েছে।

সহরে যে একটা কেন্দ্রীয় হাসপাতাল আছে—সেটা উপযুক্ত করা উচিত ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই দু বছরে বিশেষ কিছুই করেন নি। উন্নত চিকিৎসার বহুবিধ ব্যবস্থা বা উপযুক্ত লোক ব্যবস্থা নেই।

হাসপাতালটি সম্পর্কে অবিরত বহু প্রকারের অভিযোগ জনসাধারণ করছেন।

চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে বহু গুরুতর অভিযোগ নিত্যই হচ্ছে। বহুদিন ধরে বহু কথা বলা হয়েছে—কিন্তু চিকিৎসা বিভাগ—নীরব।

গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিও সন্তোষজনক নয় এবিষয়েও বহু অভিযোগ রয়েছে। শুনবার কেউ নেই। জেলার চিকিৎসা ক্ষেত্র অনাথ বালকের মত।

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর হইতে)

১৫। পুরুলিয়া হইতে বেঙ্গনকোদর পর্য্যন্ত Narrow gauge অর্থাৎ ছোট লাইনটিকে Broad gauge (ব্রড গেজ) অর্থাৎ বড় লাইনে রূপান্তরিত করা আবশ্যক।

১৬। রেলওয়ে টাইম টেবিলগুলি সমস্ত রাজ্যের ভাষায় সঙ্কলিত করা আবশ্যক।

১৭। সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জেনদিগকে ২য় গ্রেড হইতে ১ম গ্রেডে উন্নীত করণ বিষয়ে অব্যবস্থা রহিয়াছে। তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

১৮। সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের commercial (বাণিজ্যিক) বিভাগে অব্যবস্থা দূর করা আবশ্যক।

১৯। রেল বিভাগের আদ্রা জেলার কর্ম্মচারীদের নূতন নিয়মানুসারে প্রমোশন বিষয়ে বিলম্ব এবং পক্ষপাতিত্ব করা হইতেছে। তাহা বন্ধ করা আবশ্যক।

২০। পুরুলিয়া ষ্টেশনের firemen (pass shun ফায়ারম্যান পাসশান্টার দিগকে (shunters) শ পদে উন্নীত করা আবশ্যক।

২১। পুরুলিয়ার লোকো সেডে যে সমস্ত (re অবসর প্রাপ্ত লোক দিগকে নেওয়া হইয়াছে তাঁ বেতন পুনর্ধার্য্য করা এবং উচ্চ নিম্নগ্রেডের করার প্রশ্ন বিষয়ে নির্দ্ধারণ আবশ্যক।

২২। নিমডি এবং বরাভূম ষ্টেশনের (super pointsmen) তদারককারী পইণ্টসম্যান এবং পই দের কার্য্য বিভাগ করা (job analysis o duties) আবশ্যক।

২৩। আদ্রা জেলার পইণ্টসম্যানদিগকে শান্ট পদে উন্নত করার প্রশ্ন বিষয়ে নির্দ্ধারণ আবশ্যক।

২৪। চাণ্ডিল-আদ্রা জেলার পাবলিক বিভাগে অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগে অব্যবস্থা আবশ্যক।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যায় যে, ১৯৫৯ সালের নির্ব্বাচক সূচী প্রস্তুত করণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এ বৎসর পুরুলিয়া ও ঝালদা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের তালিকা বিশদভাবে তদন্তের দ্বারা প্রস্তুত করা হ এ সকল ক্ষেত্রে আমাদের গণনাকারীগণ গৃহে গৃহে গিয়া বিশদভাবে অনুসন্ধানের পর নির্ব্বাচক তালিকা লি করিবেন। জনসাধারণ ও রাজনৈতিক দলগুলিকে, গণনাকারীগণের প্রতি সহযোগীতা প্রদর্শন করিয়া, তা কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

পুরুলিয়া ও ঝালদা নির্ব্বাচন ক্ষেত্র ব্যতীত অপরাপর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রগুলির বর্তমান তালিকার শুদ্ধিপত্র প্রস্তুত করা হইবে। এইসকল ক্ষেত্রের যে সব যোগ্যতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম তালিকাভুক্ত হয় তাঁহারা আগামী ৩১।৩।৫৯ তারিখের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরিত অধিকারীর নিকট দরখাস্ত করুন। মনে রা হইবে দরখাস্ত ঠিক সময়ে না পৌছিলে বা ফরম যথাযথ ভাবে পুরণ করা না হইলে, তাহা তালিকা ভুক্ত সম্ভবপর হইবে না।

স্বাঃ—এস, কে, চক্রবর্তী
নির্ব্বাচনিক নিবন্ধন আধিকারিকের

(মুক্তি অফিসে এই ফরমের নকল রাখা হইয়াছে। যে কেহ আসিয়া এই ফরম দেখিতে পারেন।)

মুক্তি

২৫শে ফাল্গুন, সোমবার

হুঁসিয়ার হও

দুর্ভাগ্য এই দেশের জীবনে আজকাল প্রতি বৎসরই এক বিড়ম্বনার দীর্ঘ অধ্যায় আসিয়া দেখা দেয়। ফাল্গুন পার হইতে না হইতেই দেশের চারিদিকে ব্যাপক জনজীবনে দুর্ভিক্ষের ক্লিষ্ট মূর্ত্তি ঘনাইয়া উঠিতে থাকে। যাঁহাদের শাসন পরিচালনার চরম অযোগ্যতার কারণে দুর্ভিক্ষের এই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, তাঁহাদের নিকটেই জনগণ প্রতিকারের জন্য আর্ত্ত আবেদন করিতে থাকে। আর দুর্ভিক্ষের স্রষ্টা এই বিধাতা পুরুষগণের তখন প্রথম কাজ হয়, দেশের অনটন ও দুর্ভিক্ষের অবস্থাকে প্রাণপণে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা। এবং যখন অবস্থা ভয়াবহ হইয়া দাঁড়ায় তখন এই বিধাতাপুরুষগণ জনমতের চাপে পড়িয়া হুড়াহুড়ি করিয়া, অবশেষে সাহায্য করেন সত্য; কিন্তু সেই সাহায্য পরিকল্পনাহীন, অনুপযুক্ত, অপচয়পূর্ণ ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ একটি আবর্জ্জনাস্তূপের রূপ ধারণ করে মাত্র। জাতির জীবনে প্রতি বৎসরই আজ এই দীর্ঘ বিড়ম্বনার অধ্যায়—এই দুর্ভিক্ষ, এই শাসন তান্ত্রিক অস্বীকার ও সহায়তার নামে অনাচার নিত্য সঙ্গী হইয়া উঠিতেছে।

শাসন কর্ত্তারা যখন দেশের দুর্ভাগ্যময় অবস্থাকে অস্বীকার করেন—তখন তাহা বড় বড় সরকারী পণ্ডিত ও বিভাগের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতেই করিতেছেন বলিয়া তাঁহারা দাবী করেন। কিন্তু আমরা সরকারী তথ্যের স্বরূপ জানি। বড় বড় সরকারী বিশেষজ্ঞের দ্বারা রচিত দেশের অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কিত পরিসংখ্যানগুলিও যে সম্পূর্ণ জাল তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হয়—সম্পূর্ণ মিথ্যাচার, অসাধুতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার উপর গঠিত হয়—এবং কেন্দ্রীয় তথা প্রাদেশিক মন্ত্রীরাও যে সেই সকল মিথ্যাচারের ষড়যন্ত্রে সক্রিয় ভাবে জড়িত হন—ইহা বহুবারই এই জেলা হইতে আবিষ্কারীরূপে প্রমাণিত করা হইয়াছে।

ভারতে একনায়কত্বের প্রতিভূ শ্রীনেহেরুজীর যে, ক্ষুদে সংস্করণগুলি জেলায় জেলায় বর্ত্তমান—সেই ডেপুটি-কমিশনার, এস, ডি, ও প্রভৃতির তথ্যজ্ঞান যেমন সমগ্র ধারারই সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ—তেমনি জেলার অতি কাছাকাছি থাকিয়াও জেলার সত্যতথ্য সম্পর্কে ইঁহাদের আচরণও বৈচিত্র্যপূর্ণ। সত্যতথ্য জানিলেও ইঁহাদের বলিবার কোনো ক্ষমতা বা সাহস থাকে না। ইংরাজ আমলের মত আজও এই পদগুলির কাজ দামী মোটর গাড়ী ও দামী কোট প্যাণ্টের আড়ম্বরের প্রভাবে গ্রামের অনগ্রসর ব্যক্তিদের মধ্যে হাকিমী প্রদর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; ইঁহাদের সত্যকার কাজ কিছুই নাই। তাহা ইঁহারাও জানেন বলিয়াই দেশের অবস্থার প্রতি ইঁহারা উদাসীন, দেশ সম্বন্ধে অজ্ঞ, এবং এই সকলের ফলে দেশ তথা জনগণের প্রতি ইঁহারা দরদহীন। ইহাই আজ দেশের পরিস্থিতি। এবং এই সকল বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যেই আজ নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার কঠোর কাজের জন্য প্রতিবৎসরই জনগণের প্রতি আহ্বান দেখা দেয়।

যাঁহারা আমাদের তথ্য সরবরাহ করেন—তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা সম্প্রতি ব্যাপকভাবে জেলার বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়া জেলার অবস্থা অনুধাবন করিয়াছেন। তাঁহাদের তথ্যের ভিত্তিতে আমরা আজ সংশ্লিষ্ট সকল শাসন বিভাগ তথা সকল সরকারের প্রতি এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করিতেছি যে,—অবিলম্বে আপনারা সচেতন হোন—নতুবা অবস্থা এবংসরও পুনরায় আয়ত্তের বাহিরে যাইবে। ইতিমধ্যেই বহুদিকে কাজের অভাবে অগণিত লোক অস্থির হইতে আরম্ভ করিয়াছে; এবং এবংসরও দলে দলে লোক কাজের সন্ধানে জেলার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

জেলার যে সকল স্থান অতিশয় বিপদগ্রস্ত—যাহাদের তালিকা আমরা পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি—সেই সকল স্থানে অবিলম্বে কাজ দেওয়া দরকার। এখনকার আবাদের জন্য এবং লাক্ষার জন্য কৃষিঋণও দিবার ব্যবস্থাও আজ অবিলম্বে প্রয়োজন। অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্তুগুলির সরবরাহের কাজও যেমন নামমাত্র—খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কাজও তেমনি অযোগ্যতাপূর্ণ। খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশন সরবরাহ আজ অবিলম্বে দরকার। মাটি কাটার কাজ ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার ব্যাপক কর্ম্মতালিকাকে কেন্দ্র করিয়াই চলা উচিত। রাস্তার কাজ বহু ক্ষেত্রেই অকেজো হইয়াছে এবং সেগুলি মূর্ত্তিমান অপচয়ের নামান্তর রূপেই দেখা দিয়াছে। সরকারী অনুগ্রহ ভাজনেরা এই রাস্তার কাজই চায়, এবং বহু রাজকর্ম্মচারীরও এই বিষয়ের প্রতি ঝোঁক বেশী। মানবতার দৃষ্টিতে এবং কৃষি কাজের প্রতি জরুরী সহায়তার দৃষ্টিতে এই ঝোঁক বাঞ্ছনীয় নহে। পরিবর্তন দরকার।

চারিদিকের এই অবস্থার মধ্যে সেজন্য আজ সরকারী বিভাগগুলিকে আহ্বান জানাই যে, তাঁহারা হুঁসিয়ার হউন—অবিলম্বে কাজ, ঋণ, খয়রাতী সাহায্য, রেশন দোকান প্রভৃতি যেমন দরকার তেমনি এবারের রিলিফ কাজ যেন শক্ত হাতে ঠিকমত চলে তাহাও দেখিতে হইবে। জনসাধারণও আজ হুঁসিয়ার হউন—বিড়ম্বনা ঘনাইয়া আসিতেছে—অবিলম্বে জনদাবী জাগ্রত হইতে থাক এবং রিলিফের অনাচার রোধ করিতে লক্ষ লক্ষ লোক সচেতন হউন। এবং পরিশেষে সমগ্র কংগ্রেস সরকারের প্রতি আজ আমাদের সাবধান বাণী এই যে, ক্ষুধা ও মানুষের চরম দুঃখের আগুনের সঙ্গে খেলা বেশীদিন আর চলিবে না—তাহার দিনও ঘনাইয়া আসিতেছে—হুসিয়ার হউন।

জেলার বিভিন্ন রেলওয়ে ষ্টেশনে যাত্রীদের নানাবিধ অসুবিধ

রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের অভাব অভিযোগ ঃ ষ্টেশনে জল সরবরাহের অব্যবস্থা

ন্যারো গেজকে ব্রডগেজে পরিণত করা প্রভৃতি সম্পর্কে লোক সভায়

শ্রীবিভূতিভূষণ দাসগুপ্তর ছাঁটাই প্রস্তাব

পার্লিয়ামেণ্টের লোক সভার বর্তমান অধিবেশনে রেলওয়ে বাজেট সম্পর্কে মানভূম লোক সেবক সংঘের লোক সভার সদস্য শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত কাট (cut) মোশান (ছাঁটাই প্রস্তাব) উত্থাপন করেন।

রেল কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলি কায়েম রাখায় রেলমন্ত্রীর চাহিদামত বিভিন্ন খাতে কতকগুলি বরাদ্দের প্রত্যেক বরাদ্দের পরিমাণ হইতে একশত করিয়া কাটিয়া লইবার (কাট মোশন) ছাঁটাই প্রস্তাব দেন।

জনসাধারণের অসুবিধাগুলির মধ্যে কতকগুলি অসুবিধা অপসারণের জন্য এবং কতকগুলি সুবিধা দিবার জন্য ছাঁটাই প্রস্তাব (cut motion) গুলি দেওয়া হয়। অসুবিধা ও সুবিধাগুলি এই :—

১। সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে পুরুলিয়া হইতে আসানসোল হইয়া হাওড়া পর্য্যন্ত কোনো বরাবর ট্রেন না থাকায় ঐরূপ ট্রেন হওয়া আবশ্যক।

২। পুরুলিয়া ষ্টেশনের উত্তর দিকের রেলওয়ে ক্রশিং অর্থাৎ রেলের উপর দিয়া লোক যাতায়াতী রাস্তার ফাটক (gate) ঐ স্থান হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা আবশ্যক।

৩। সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের মুরি এবং তোড়াং ষ্টেশনের মধ্যে একটী ফ্লাগ (flag) ষ্টেশন অথবা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের হল্‌ট্ (halt) না থাকায় ঐরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

৪। ইষ্টার্ণ রেলওয়ের একাউণ্ট বিভাগের কেরাণীদের ১ নং ও ২ নং গ্রেড্ মিলিত করা আবশ্যক।

৫। পুরুলিয়া ষ্টেশনের কর্ম্মচারীদের জন্য অধিক সংখ্যক বাসগৃহ না থাকায় এবং পুরাণ বাসগৃহগুলিকে নূতন ভাবে তৈয়ার না করায়—ঐগুলির ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

৬। ইষ্টার্ণ রেলওয়ের একাউণ্টস বিভাগের কর্ম্মচারীদের এসোসিয়েশনকে রেলকর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

৭। পুরুলিয়া ষ্টেশনের (Loco) লোকো অধিবাসীদের শিক্ষা বিষয়ে—সুবিধাগুলি না থাকায় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৮। পুরুলিয়া ষ্টেশনে লাইনের উপর প্যাসেঞ্জার চলাচলের ব্রীজটির পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন।

৯। পুরুলিয়া ষ্টেশনে প্যাসেঞ্জারদিগকে (যাত্রীদিগকে) এবং রেলওয়ে বস্তিতে অস্বাস্থ্যকর ও অপর্যাপ্ত জল সরবরাহ করা হইতেছে। তাহা বন্ধ করিয়া বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা আবশ্যক।

১০। পুরুলিয়া ষ্টেশনে Loco (লোকো) সহিত Traffic (ট্রাফিক) বস্তির—যোগাযোগ সাধন করিয়া একটি (Over briedge) (ওভার ব্রীজ) আবশ্যক।

১১। পুরুলিয়া হইতে আসানসোল পর্য্যন্ত কোনো ট্রেন নাই। সেটল ট্রেনের ব্যবস্থা আবশ্যক।

১২। আদ্রা হইতে আসানসোল Suttle (শাটল) ট্রেনটি পুরুলিয়া পর্য্যন্ত চলাচলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১৩। ভারতীয় রেল সমূহের ট্রেনগুলিতে তৃতীয় শ্রেণীর প্যাসেঞ্জারদের অত্যাধিক ভীড় নিবারণের কোনো ব্যবস্থা হয় নাই। তাহার ব্যবস্থা আবশ্যক।

১৪। রেলের ট্রেনগুলিতে প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভেদ এবং (Air condition Coaches) কনডিশসন কোচগুলি অর্থাৎ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ীগুলি উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

লোকসেবক সংঘের আইনসভা সদস্যের এসেম্বলিতে শিক্ষাবিষয়েবক্তৃতা

শিক্ষাক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত অব্যবস্থা ও বিভ্রান্তি

কিন্তু শুনিবার কেহ নাই

একদিকে শিক্ষানীতিও শিক্ষাধারা বিষয়ে চূড়ান্ত বিভ্রান্তির সৃষ্টি

অন্য দিকে শিক্ষাক্ষেত্রের পরিচালনব্যাপারে অন্তহীন বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থা

বিহার ও বাংলা এই দুই প্রদেশের আইনের জটিলতার বিপাকে জেলার শিক্ষাক্ষেত্রের হায়রানী

শিক্ষা বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে জনগণের বহু অভিযোগ অনাদৃত

বিহার আমলে অনুষ্ঠিত অবিচার সমূহের প্রতিকারে আজও পর্য্যন্ত বাংলা সরকার আনচ্ছুক

শিক্ষা বিভাগকে একদিন শিক্ষা পাইতে হইবে-ইহা অবধারিত

বিগত ১৪, ২, ৫৯ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন ঃ—

শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই যে কথা মনে হচ্ছে তা এই যে—শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় জীবনকে নূতন পথ, নূতন অগ্রগতি, নূতন প্রেরণা দেওয়া দূরে থাক, আমাদের সরকার শিক্ষাজীবনের সমস্ত কিছু হাতে নিয়ে পুরানো ধারার সাধারণ শৃঙ্খলাও আজ বজায় রাখতে পারছেন না।

শিক্ষাধারা ও শিক্ষানীতি বিষয়ে যেমন চূড়ান্ত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রের পরিচালনায়েও অপরিসীম বিশৃঙ্খলা এবং অব্যবস্থার দুঃখপরিচয় দিয়ে চলেছেন। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা যে, এই শাসনে কোনো কিছু শোনবার বোঝবার মন নিয়ে কেউ নেই। দুবছরের শাসনের ভেতর আমাদের জেলায় আমরা উপলব্ধি করেছি, পশ্চিম সমগ্র শাসন ব্যবস্থার কি অব্যবস্থা। এই সর্ব্বাঙ্গীন অব্যবস্থার সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য নিয়েই প্রদেশের শিক্ষা ও চলছে।

মানভূমের সঙ্গে বিহারের আইন ব্যবস্থার কাঠামোর বাংলার কর্ম্মপরিচালনা দেখা দিল। কিন্তু এই বছরের মধ্যেও বাংলার আইন প্রবর্ত্তিত হ'বার কোনো হ'লো না। অথচ বাংলার আইন রক্ষকের দল কিন্তু আইন মানার লোক ন'ন। বিহারের আইন চালু রয়েছে কিন্তু তাকে শ্রদ্ধা করে চলবার মত তাঁদের ধৈর্য্য নেই।

বিহারের আইনের চতুঃসীমার অভ্যন্তরেই জুলুমের উপযোগী বাংলার আইন ও আদেশ সুবিধামুসারে গায়ের জোরেই চালিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে। অথচ বিহারের আইনের সুযোগ সুবিধাও যথাযথ দেওয়া হচ্ছে না—বাংলার আইন হ'তে যাচ্ছে বলে। জেলার ভার হাতে নেওয়ার পর থেকে আজও পর্য্যন্ত বিহারের আইন অনুযায়ী জেলার শিক্ষাক্ষেত্রে প্ল্যানিং কমিটী করা হয় নি। পরামর্শদাতা কমিটিও করা হয়নি, এর সুযোগে অফিসারদের আইন বহির্ভূত জুলুম ও অরাজকতা চলছে। অভিযোগ কবেও প্রতিকার হয়নি। অথচ, বাংলার আইন প্রবর্ত্তিত করবার কোনো বাধা না থাকা সত্ত্বেও আজও বাংলার আইন প্রবর্ত্তিত হ'চ্ছে না। দরিদ্র পল্লীশিক্ষকেরা বাংলার বর্দ্ধিত হারের বেতনের সুযোগ আজও দু বছরের মধ্যে পেলেন না। ওদিকে আইন বহির্ভূতভাবে বাংলার আইন অনুযায়ী পরীক্ষার ফিও আদায় করা হ'চ্ছে। অর্থাৎ জেলার শিক্ষাক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি আজ অব্যাহত রূপে চলেছে।

শিক্ষাবিভাগের অফিসারদের বিরুদ্ধে দুর্ব্ব্যবহার ও অন্যায় আচরণ সমূহের বহু অভিযোগ উত্থাপিত হ'য়েছে আবেদন নিবেদনও ফল হ'য়নি। গুরুতর অভিযোগ ঘটলে সত্য কি মিথ্যা অবিলম্বে সরকারের দেখা উচিত।

অন্যায় ঘটে থাকলে জনসাধারণ প্রতিকার পেতে অধিকারী, অন্যায় না ঘটলে কর্ম্মচারীর সুনাম রক্ষা করা শাসনের দিক থেকে প্রয়োজন। কিন্তু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাই যাঁর ধর্ম এবং লক্ষ্য—সুবিচারের আবেদন তাঁর কাছে পৌঁছবে কি করে?

বাংলাভাষার দাবীও মর্য্যাদা রক্ষায় যে স্কুলগুলি লড়েছিল, যাঁদের সংগ্রামও দুঃখ বরণের দৌলতে বাংলা সরকারআজ পুরুলিয়ার ওপর কর্ত্তৃত্বের অধিকার পেয়েছেন অত্যন্ত দুঃখের কথা, মঞ্জুরী বঞ্চিত সেই স্কুলগুলি বাংলা সরকারের হাত থেকে আজও মঞ্জুরী পায়নি। এর কারণ আর কিছু নয়, কারণ রাজনীতি। এই সব স্কুলের ম্যানেজিং কমিটী যাদের নিয়ে গঠিত, যারা ভাষার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছিল, তারা অন্যায়ের তাঁবেদারী করার লোক নয়, কর্ত্তৃপক্ষ এটা উপলব্ধি করেছেন। সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াইয়ের দৃষ্টিতে এই শিক্ষাক্ষেত্রগুলিকে বিহার আমলের মত পঙ্গু করেই রাখতে হ'বে আর এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। এই সূত্রে ঐতিহাসিক বান্দোয়ান ঋষি নিবারন চন্দ্র বিদ্যাপীঠের কথাই বলি। স্কুলটিকে মঞ্জুরী না দেবার উদ্দেশ্যে জেলা শিক্ষা বিভাগ কতকগুলি উদ্ভট কুযুক্তির অবতারণা করে আইন বহির্ভূত সর্ত্ত আবিষ্কার করেন। দীর্ঘ দুটি চিঠিতে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ তাদের অন্যায় অভিসন্ধির স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে স্কুলের ন্যায় সঙ্গত দাবী ও যোগ্য প্রতিপাদন করেন। শিক্ষাবিভাগের এই চিঠির উ দেবার ক্ষমতা আজও পর্য্যন্ত হয়নি। কিন্তু তথা শিক্ষাবিভাগ গোপনে ষড়যন্ত্র চালিয়ে বিদ্যাপীঠের আ সাধন করার বহু অপচেষ্টা করেন এবং মঞ্জুরী আ রেখে দেন। এবং ঐ বিদ্যাপীঠের ক্ষতি সাধন করার তার পাশে একটি বেআইনি জাল স্কুলকে অন্যায় সংগঠিত উৎসাহিত, ও পরিচালিত করেন ও অন্যায় সহায়তা দেন। উপযুক্ত তথ্যাদি সহ, এই অভিযো সত্যতা দাবী করে সংবাদ প্রকাশিত হ'য়েছে সক আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু তদন্তের সাহস ক হয়নি। শিক্ষা বিভাগের যে অফিসারেরা এই বেআ রাজনীতির পরিচালক, তাঁরা আজও পর্য্যন্ত মুক্ত। সরকারই এই রাজনীতিরস্রষ্টা এবং বিধাতা।

বিহার আমলের জের নিয়ে যে ন্যায় সঙ্গত অভি ও দাবী রয়েছে, তার কথাও বহুবার বলে ফ হয় নি।

শিক্ষাক্ষেত্র সম্পর্কিত আরও বহুবিধ অভিযোগ জেলাবাসীর পক্ষ থেকে করা হ'চ্ছে কিন্তু ফল হ'চ্ছেনা। হয়ত আজকেও ফল কিছু হবে না, তবু করে যেতে হবে। আজও তাঁরা উপেক্ষা করে পারেন, কিন্তু আমরা জানিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে এই চলতে থাকলে এই শিক্ষাবিভাগকে এবং তার সমস্ত শাসন বিভাগকে একদিন শিক্ষা পেতে এ অবধারিত।

স্বর্গত শ্রীজগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের জীবন

বাঁকুড়া জেলার গেলিয়া গ্রামে ১০ই জানুয়ারী ১৮৭৭ সালে শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ছয় ছেলের মধ্যে ৫ম পুত্র ছিলেন। ইহার পিতা সামান্য বেতনে পুরুলিয়ায় আবগারী কর্মচারী ছিলেন—কায় ক্লেশে বৃহৎ সংসার তাহাদের চলিত। জগদীশ চন্দ্র তাহার ছয় ভাইয়ের মধ্যে এবং গেলিয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রথম বি, এ পাশ করেন। ইনি ছয় বৎসর বয়সে পুরুলিয়া মাদ্রাসাতে ভর্ত্তি হন—তথায় মাত্র ১ বছর এবং স্কুলে ১ বছর পাঠ করিয়া—ইহার গ্রাম হইতে ৬ দূরে "রাজগ্রাম হাই স্কুলে" ৮ বছর বয়সে ভর্ত্তি ১৬ বছর বয়সে Entrance পাশ করেন।

ইহার পিতার আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় বর্দ্ধমান রাজ কলেজে তখন বিনা মাহিনায় পড়ার ব্যবস্থা থাকায়—ওই কলেজে ভর্ত্তি হন। অবকাশ কালীন বর্দ্ধমান হইতে ২১ মাইল পথ

নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন ও পুনরাগমন করিতে হইত কারণ গোযানে যাইবার মত তাহার আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। এই কলেজে পাঠকালীন ইহার দ্বিতীয় ভ্রাতা ৺সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহার নিজের আর্থিক অনটন সত্বেও কিছুকাল যাবৎ তাঁহার পাঠ খরচের জন্য যথাসাধ্য সহায়তা দান করেন। এই সহায়তা তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করে। জীবনে বহুভাবে তিনি এই সাহায্যের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিতেন।

বর্দ্ধমান কলেজ হইতে first arts পাশ করিয়া কলিকাতায় repon college হইতে বি, এ এবং আইন দুই পাশ করেন। পিতা মাতার বা অন্যান্য কাহারো নিকট হইতে কোনরূপ উল্লেখ যোগ্য রা নিয়মিত আর্থিক সাহায্য পাইবার উপায় হয় নাই—তবু অদম্য ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং অমানুষিক শ্রম স্বীকার করিয়া, নানান উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি নিজে এবং তাহার পরলোকগত স্নেহভ্রাতা শরৎ চন্দ্রকে সাহায্য করিয়া বি, এ পাশ করেন। কলিকাতায় নিকৃষ্টতর মেসে এবং ততোধিক নিকৃষ্টতর খাদ্যদ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াও তিনি লেখাপড়া করিয়া যাইতেন। ফলে তিনি ঐ সময় হইতে উদরাময় রোগাক্রান্ত হইয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই ব্যাধিগত কষ্ট পাইয়াছেন। বি, এ পাশ করার পর তিনি ৫ বছর যাবৎ যথাক্রমে Entally School of Sir S. N. Banerjee এবং Bidhumukhi H. E. School Vhadarhati তে ২২ বছরে বয়সে প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়া ছিলেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আইন পড়াও চালাইয়া যাইতেন। ১৯০৩ সালের ১৬ই মে শনিবারদিন তিনি পুরুলিয়ায় আইন ব্যবসা সুরু করেন এবং একাধিক্রমে ৫০ বছর ঐ কার্য্য কৃতিত্ব ও সম্মানের সহিত করিয়া ঐ কর্মক্ষেত্রে অবিসম্বাদী নেতৃত্বের আসনে অবসর গ্রহণ করেন।

অবসর গ্রহণের পর তিনি ধর্ম্ম—চর্চ্চার জীবনে আত্ম নিয়োগ করেন। বহু পুরাতন ও নূতন মক্কেলরা তাহাকে অত্যধিক পয়সা দিবার প্রলোভন দেখাইয়াও তাহাকে লুব্ধ করিতে পারে নাই।

ব্যবসা যে দিন সুরু করেন সে দিন তাহার সম্বল ছিল মাত্র দুটি টাকা—কিন্তু দীর্ঘ এই ৫০ বৎসরের কর্ম জীবনে তিনি গভীর আত্ম-বিশ্বাস ও কর্ম্মশক্তির দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া জেলার অন্যতম ধনশালীরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

ইহার স্বভাব ছিল অপূর্ব্ব মধুর। জীবনে তাঁহার বাক্য বা আচরণ দ্বারা তিনি কাহাকেও ক্ষুব্ধ বা আহত করেন নাই এবং তিনি সর্ববিষয়ে স্বাবলম্বী ছিলেন। নিজের জন্য কাহাকেও এমন কি পুত্র বা পুত্রবধূদেরও কোনরূপ আদেশ করিতেন না—স্বেচ্ছায় সেবা করিতে গেলেও তিনি সহাস্যে মৃদু প্রতিবাদে তাহা প্রত্যাখান করিতেন।

নিজের অতি প্রিয় বস্তু কিছুই ছিল না—কোনরূপ গোঁড়ামী বা কুসংস্কার ছিল না—খোলা মনে তিনি সব কিছুই দেখিতেন বা করিতেন। সকলের সহিত তিনি ব্যবহার একই প্রকার করিতেন, ধনী কি নির্ধন।

অল্প বয়সেই স্ত্রী-বিয়োগ হয়। বহুজনের অনুরোধ ও প্ররোচনা সত্বেও তিনি আর দারপরিগ্রহণ না করিয়া পুত্র কন্যাদের প্রতি এক কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালন করেন।

জীবনে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী পুরুষ ছিলেন। এবং অন্যায়ভাবে কাহারো নিকট কোনরূপ সুযোগ সুবিধার প্রত্যাশী তিনি ছিলেন না। সমগ্র জীবন তিনি বহু আত্মীয় ও অনাত্মীয়কে বহুভাবে সাহায্য করিয়াছেন—জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত। পরিচিত অপরিচিত কোন ব্যক্তির কোনরূপ বিপদ আপদের সংবাদ পাইলে তিনি দীন দরিদ্র ধনী নির্বিশেষে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। প্রভূত বিত্তের অধিকারী হইলেও দরিদ্রের প্রতি তিনি কোনরূপ ঘৃণা বা অসৌজন্য প্রকাশ করিতেন না। সমগ্র জীবনে তিনি কখনও কোনরূপ বিলাসিতা করেন নাই—প্রয়োজনাতিরিক্ত কোনরূপ অযথা অপব্যয় তিনি করিতেন না।

জেলার রাজনৈতিক জীবনে তাঁহার দান কম নয়। তিনি তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকে হিন্দু-মহাসভার অন্যতম নেতা ছিলেন। স্বাধীনতার সংগ্রাম দিনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বহু ভাবে সহায়তা দিয়া ছিলেন। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্নে জেলার সংগ্রাম ও আন্দোলনে তিনি— নির্ভিকতার সহিত বিহার সরকারের স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে বরাবর সম-

ভাবে কাজ করিয়া গিয়াছিলেন। বাংলা সরকারের আগমনের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সহরের বুদ্ধিজীবিদের এই কংগ্রেসী স্বৈরশাসন ও দাসত্বের ফাঁদে জড়াইবার প্রলুব্ধ করার যে অপকৌশল সমূহ সুরু হয়—তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সেই সমস্ত হইতে নিজেকে মুক্ত রাখেন এবং জনসাধারণের গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধার পাত্র হন।

শ্রীহরিপদ সাহিত্য মন্দির, দুর্গা মন্দির প্রভৃতি বহুবিধ জন-প্রতিষ্ঠানে তিনি যে প্রশংসনীয় দান করিয়া গিয়াছেন—তাহার স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ সহরের বুকে সাহিত্য মন্দির ভবনে বিরাট সভা কক্ষের ললাট দেশে তাঁহার স্মরণীয় নাম বহন করিতেছে জগদীশ চন্দ্র হল। জেলার ইতিহাসে ও জনগণের অন্তরেও তিনি স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

লোক সেবক সংঘের আইনসভা সদস্যের জনস্বাস্থ্য বিষয়ে বক্তৃতা

জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সরকার উদাসীন

ভয়াবহ কুষ্ঠ রোগের প্রতীকার চেষ্টা নাই

ব্যয়বহুল ব্যবস্থার চেয়েও আজ স্বাস্থ্যবিষয়ে জনশিক্ষার বেশী প্রয়োজন

জাতীয় সরকারের এই জাতীয় দায়ীত্বের প্রতি আদৌ লক্ষ্য নাই

মহামারী সমূহের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্র গতিতে সংগ্রামের উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই ঃ অপব্যয় ঘটিতেছে

জনস্বাস্থ্য বিষয়ে জনগণের সঙ্গে আজ সক্রিয় সচেতন যোগাযোগ চাই

বিগত ২৬।২।৫৯ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় সদস্য শ্রীলেতু মাঝি জনস্বাস্থ্য বিষয়ে নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন :—

জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সরকারী কাজ কি রকম চলছে—পুরুলিয়া জেলাই তার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

এই জেলায় কুষ্ঠ রোগের প্রসার ভয়াবহ। এবং এই জেলা এ বিষয়ে ভারতের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান।

কিন্তু এই বিরাট সমস্যা বিষয়ে সরকার যে ভাবে সম্পূর্ণ উদাসীন—তাতে সরকারী কর্ম ধারা কি প্রকার তা প্রকাশ পাচ্ছে।

যে সব কারণে রোগ প্রসারিত হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—অজ্ঞতা।

ব্যয়-বহুল ব্যবস্থার চেয়েও আজ জন-শিক্ষার বেশী প্রয়োজন।

এই লক্ষ্যে কোনো কাজই নেই জনস্বাস্থ্যের নামে ব্যয় হচ্ছে—ব্যয়ের উপযোগী আদৌ কাজ হচ্ছে না অপব্যয় হচ্ছে।

জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের ধারা নেই।

সেজন্য জরুরী অবস্থায় দ্রুত সহায়তা নেই—বহু ক্ষেত্রে কোনো সহায়তাই নেই।

স্থানীয় সংবাদ

রেলের চাকায় আত্মহত্যা

গত ৫ই মার্চ্চ বৈকাল বেলায় আলোক সরকার নামক একজন ১৬ ১৭ বৎসর বয়স্ক কিশোর রেলের চাকার নীচে আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ যে, সে স্থানীয় রেলওয়ে সাব পি, ডব্লু আইয়ের ভ্রাতা। আত্মহত্যাকারী আত্মহত্যা করিতেছে তাহার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে—এইরূপ একটি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা | পুরুলিয়া, সোমবার ২রা চৈত্র ১৩৬৫—১৬ই মার্চ ১৯৫৯ | বার্ষিক মূল্য—৬৲ নগদ মূল্য—৵০ বা [illegible] ১৩ পয়সা

বিচারকের বেআইনী ষড়যন্ত্র

বিনা তদন্তে মামলা বিষয়ে চূড়ান্ত রিপোর্ট

পুরুলিয়ার ডেপুটি পুলিস সুপারের বিরুদ্ধে শ্রীমিনি সর্দ্দারিনের মামলার পরিণতি

এক বৎসরের মধ্যেও অফিসারের নৃশংস আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত হইল না

গ্রামের দরিদ্র বিধবা একটি স্ত্রীলোকের বৎসরকাল ধরিয়া হায়রানী

গণতান্ত্রিক সরকারের বিচার ব্যবস্থার নামে অদ্ভুত প্রহসন

বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত খেড়িয়াডির শ্রীমতী মিনি সর্দ্দারিণ প্রায় এক বৎসর হইল পুরুলিয়ার ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে মারধোরের অভিযোগে এক ফৌজদারী মামলা দায়ের করে।

উক্ত শ্রীমতী মিনি সর্দ্দারিণের অভিযোগ ইহাই ছিল যে, তাহার কন্যার উপর পুলিসের অবৈধ অত্যাচারের অভিযোগের তদন্ত করিতে যাইয়া ডেপুটি পুলিস সুপারিনটেনডেণ্ট শ্রীমতী মিনি সর্দ্দারিণের পিঠে নৃশংস ভাবে বুটজুতার গুরুতর আঘাত করে।

দীর্ঘ এক বৎসর ধরিয়া মামলাটির কোনো বিচারের ব্যবস্থা তো দূরে থাক—ইহার প্রাথমিক তদন্ত পর্য্যন্ত আজও হয় নাই। এদিকে গ্রামের এই অতি দরিদ্র বিধবা স্ত্রীলোকটি বৎসরকাল ধরিয়া মামলার দিনে দিনে হাজিরা দিবার হায়রাণী ভোগ করিয়া যাইতেছে। লোকে সন্দেহ করিতেছেন যে, পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে এই মামলার সাক্ষী ভাঙ্গাইবার জন্য এইভাবে সময় কাটান হয়। ইতিমধ্যে এই ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা বিনা তদন্তে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের এক আবশ্যক ঘটনার উদ্ভব হয়। তাহা এই :—

প্রথমে ঐ মোকদ্দমাটি পুরুলিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী দাশগুপ্তকে তদন্তের জন্য দেওয়া হয় কিন্তু তিনি ৪।৫ মাস মধ্যে কোনরূপ তদন্ত করেন নাই। ইতিমধ্যে তিনি পুরুলিয়া হইতে বদলী হইয়া গেলে শ্রী এস, পি, সেনগুপ্ত

মহাশয়কে তদন্তের জন্য পাঠান হয় কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ফেরৎ দেন। তখন ঐ মোকদ্দমাটি শ্রী এ, আর, বোস ম্যাজিষ্ট্রেটকে তদন্তের জন্য পাঠান হয়।

শ্রী বোস ৪।৫ মাস মধ্যে বাদীনিকে বা বাদীনীর উকিলকে কোনওরূপ নোটিশ দেন নাই এবং বিনা নোটীশেই নানারূপ অজুহাত দেখাইয়া মোকদ্দমা ডিস-মিস করিবার জন্য এস, ডি, ও সাহেবকে রিপোর্ট দেন।

শ্রী বোসের উক্ত হুকুমের বিরুদ্ধে বাদীনি এক দরখাস্ত দেন তাহাতে তিনি এস, ডি, ও সাহেবকে জানান যে বাদীনি বা বাদীনির উকিল তদন্ত সম্বন্ধে কোন নোটীশ পান নাই। উক্ত বাদীনি বিশ্বাস করে যে, তাহার মোকদ্দমা উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, সেই কারণ অন্য কোন ম্যাজিষ্ট্রেটকে তদন্তের জন্য দেওয়া হউক—ইহাই বাদীনি আবেদন করে।

এস, ডি, ও উক্ত দরখাস্ত পাইয়া ঐ মোকদ্দমাটী অন্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী এস, কে মৈত্র মহাশয়কে তদন্তের জন্য পাঠাইয়াছেন।

ইহাও সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, এই মামলার মধ্যে পুলিসের বড় অফিসার জড়িত থাকায় তাঁহাকে রেহাই দিবার জন্য উপরোক্ত ঐ অতিশয় নিন্দ-নীয় বেআইনী পন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। এখন এই মামলার গতি কিভাবে চলে তাহা দেখিবার জন্য জনসাধারণ ব্যগ্র রহিয়াছেন।

বিচ্ছিন্ন-পুরুলিয়া অঞ্চলসমূহের জরিপে পড়চার ভাষা বাংলায় হইবে বলিয়া অফিসারের স্বীকার

বিহার সরকারের পক্ষ হইতে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হইয়াছিল যে, বর্তমান জরিপের ফলে চাতিল, ইচা-গড়, পটমদা, চাস, চন্দনকেয়ারী থানাগুলিতে মাপের যে কাগজপত্র জনসাধারণকে দেওয়া হইবে—সেই কাগজপত্র অর্থাৎ পড়চা হিন্দীতেই হইবে। এই সিদ্ধান্তের প্রতি-বাদে ঐ সকল অঞ্চল হইতে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

পটমদা প্রভৃতি থানা হইতে বাংলাভাষায় পড়চার দাবী করিয়া বহু গ্রামের অধিবাসীরা বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন পত্র পাঠান। ভারতীয় আঞ্চলিক কমিটির কাছেও তাঁহারা ঐ মর্মে আবেদন পাঠান। মুখ্যমন্ত্রীকে আরো জানান হয় যে, হিন্দীভাষী আমিন পাঠান হই-তেছে—ইহাতে অসুবিধা ঘটিতেছে—বাংলাভাষী আমি-নের জন্য অনুরোধ জানান হয় এবং আমিনদের দ্বারা ব্যাপকক্ষেত্রে যে দুর্নীতিমূলক আচরণ করিতেছে—তাহার অভিযোগ করিয়া আশু প্রতিকার চাওয়া হয়।

অফিসারের স্বীকারোক্তি

বিগত ২১।২।৫৯ তারিখে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার মিঃ জে, সি, জেটলী লোক সেবক সংঘের পট-মদা থানার সংঘ ব্যবস্থাপক শ্রীগোবর্দ্ধন মাহাতকে এক লিখিত পত্রে যে তথ্য সরবরাহ করেন তাহা এই :—

This is to inform you that the final parcha which shall be given to the public after the Final Publication of Record (settle-ment) shall be in Bengali language

J. C. Jetli I. A. S.
Camp—Patamda

অর্থাৎ—আপনাকে জানাইতেছি যে, মাপের রেকর্ড পত্রাদির চূড়ান্ত প্রকাশের পর চূড়ান্ত পড়চা যাহা জনসাধা-রণকে দেওয়া হইবে—তাহা বাংলাভাষাতেই হইবে।

জে, সি, জেটলী, আই, এ, এস
এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার
ক্যাম্প—পটমদা

দায়িত্বশীল অফিসার যখন উহা লিখিতভাবে জানা-ইয়াছেন—তখন তাহা যথার্থ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বিহার সরকারের ব্যাপার যাঁহারা জানেন তাঁহাদের কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এই বিষয়ে জন বিক্ষোভ সাময়িকভাবে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্যও হয়তো এইরূপ একটা ভিত্তিহীন আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। যাহাই হউক, অফিসারের উক্তি সত্য হইলে, বুঝিতে হইবে বিহার সরকার বুদ্ধিমানতার কাজই করিয়াছেন। উক্ত অফিসারের এই উক্তি বিহার সরকারের সিদ্ধান্তের ভিত্তি-তেই দায়িত্বপূর্ণভাবে করা হইয়াছে কিনা—তাহা যাচাই করিবার জন্য বিহার সরকারকে পত্র দেওয়া হইতেছে।

অরুণচন্দ্র ঘোষ

মুক্তি

২রা চৈত্র, সোমবার

দিল্লীর ফতোয়া

অতি আগাইয়া চলিয়াছে। সম্পদে, স্বাস্থ্যে বা কৃষি উৎপাদনে নয়,—শিক্ষা, শান্তি বা আত্মশাসন শক্তিতে নয়;—আগাইয়া চলিয়াছে—দিল্লীর মসনদে বসিয়া ফতোয়া দিবার শক্তিতে, অজস্র ধারায় ফতোয়া নামিতেছে। নামিতেছে—দিল্লীর রাজসিংহাসন হইতে—প্রদেশের রাজধানীগুলি হইতে—কংগ্রেসের অন্দর মহল হইতে আর কংগ্রেসের সর্ব্বাধিনায়ক শ্রীজওহরলালজীর ভাব স্রোত হইতে। ইহার বিরাম নাই। অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে—দেশের কল্যাণকর প্রত্যেক বিষয়ে অন্তহীন ফতোয়া।

সম্প্রতি কংগ্রেসের অন্দর মহল ওয়ার্কিং কমিটি হইতে ফতোয়া আসিয়াছে—ভূমি সংস্কারের কাজকে আজ কার্য্যে রূপায়িত করিতেই হইবে—তজ্জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে আজ কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সেবা সমবায় সমিতি গঠনের অগ্রাধিকার অবশ্যই চাই। ইহাই কংগ্রেসের আধুনিকতম ফতোয়া।

কংগ্রেস যখন ভূমি সংস্কার চাহিতেছে—তখন তাহার প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে তো কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সেবা সমবায় সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত অবশ্যই হইবে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এবং এই কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সেবা সমবায় সমিতি গঠনের জন্যও প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে কাজও তো অনেক আগাইয়া গিয়াছে ইহাও স্বাভাবিক। কারণ উৎপাদন বৃদ্ধি ও সেবা সমবায়ের প্রাথমিক ক্ষেত্র রচিত হইতেছে—বুভুক্ষিত চাষীর ১০ মণ ধানের উপর লাইসেন্স আদায়ের মধ্যে—অকালে ঋণ প্রাপ্ত বিপন্ন ফসলহীন চাষীর উপর ঋণের সার্টিফিকেট জারীর নিষ্ঠুর আদেশের মধ্যে—কেন্দ্রীভূত পুঁজির শক্তিতে চাষীর উৎপাদিত দ্রব্যসমূহকে গোদাম জাত করিয়া চাষীর শত্রু সমাজ-বিরোধীদের মুনাফা শিকারের সুযোগকে অবাধ সহায়তা দানের মধ্যে।—আর সর্ব্বোপরি, ভূমি সমস্যার সমাধানে বাঞ্ছিত জনমত সৃষ্টি না করিয়া—দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে ভূমি সমস্যার বিষয়ে বাজারে কতকগুলি অপরিণত, অপরিকল্পিত পরিকল্পনা ছাড়িয়া দিয়া—চাষীর জীবনের মধ্যে ঘোর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়া দেশের মধ্যে ব্যাপক অশান্তি, বিরোধ, আত্মকলহ, ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার মধ্যেই আজ কংগ্রেসী অগ্রগতির ক্ষেত্র রচিত করা হইতেছে।

যে ক্ষেত্রে চাষীকে বলদ মহিষের ঋণ দেওয়া হই-তেছে—সে ক্ষেত্রে চাষীর জল নাই ও পুঁজি নাই—অন্ন নাই। যে ক্ষেত্রে চাষীর সামনে ও পিছনে সেচের স্রোত ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে সেক্ষেত্রে চাষীর বলদ মাংস নাই—সার নাই—চাষের পুঁজি নাই। আর যে ক্ষেত্রে চাষীর ঘাড়ে তাহার কল্যাণের জন্য অবরুদ্ধ রাসায়নিক সারের স্তূপ চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে—সে ক্ষেত্রে আবার চাষীর বীজ ধান নাই—সারের ব্যবহার জ্ঞান নাই—সারের বিষ-ক্রিয়া বিনষ্ট করার মত জৈবিক সার বা প্রচুর জল নাই—জমি টক হইয়া গিয়া কৃষি পণ্য উৎপাদনের চমৎকার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছে। ইহাই আজ কংগ্রেসের সুপরি-কল্পিত পরিকল্পনার নিত্য অগ্রগতি,—ইহাই আজ কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা—ইহাই আজ কংগ্রেসের অন্তহীন ফতোয়ার প্রাণস্পন্দ।

ইহার ভিতর দিয়াই দেশ আগাইয়া চলিয়াছে—খাদ্যে না হউক—পণ্যে না হউক—স্বাস্থ্যে না হউক—জ্ঞানে না হউক—আগাইয়া চলিয়াছে কংগ্রেসী ভাটের অক্ষয় ক্ষেত্র অজেয় অক্ষুণ্ণ রাখার কাজে। কংগ্রেস আজ আনন্দে ভরপুর—এই অভিনব অস্ত্রের অভ্রান্ত প্রয়োগ আজ অব্যর্থ রূপেই পরিচালিত।

আর ওদিকেও দেশ অবশ্যই আগাইয়া চলিয়াছে—সম্পদে, স্বাস্থ্যে বা কৃষি উৎপাদনে নয়—শিক্ষা, শান্তি বা আত্মশাসন শক্তিতে নয়; আগাইয়া চলিয়াছে—নিত্যকার লাঞ্ছনা, অপমান, উৎপীড়নের আঘাতে দ্রুত আত্মচেতনার মধ্যে—নিত্যকার প্রবঞ্চনা, নিরাশ্বাস, ও প্রত্যাখ্যানের আঘাতে প্রতিরোধের পথে আত্মশক্তির মধ্যে—নিত্য-কার কুশাসন, অবিচার ও শোষণের আঘাতে—জনশক্তি রচনার পথে সংগ্রাম চেতনার মধ্যে। দিল্লীর ফতোয়া আজ নিত্য অভ্রান্তরূপে তাহারই ক্ষেত্র রচনা করি-তেছে।—ইহা অবধারিত।

পুলিস ও পুলিসের নিয়োগকর্ত্তারা আজ

সমাজে সবচেয়ে অপরাধ প্রবণ শ্রেণী

স্বরাজ জীবনের এগারো বৎসরের গ্লানীজনক অভিজ্ঞতা

ব্যাপক জীবনে সকল রকম অপরাধজনক কাজই পুলিস করিয়াছে

শাসনের আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের কদর্য্য যন্ত্র এই পুলিস

বিহারসরকারের পুলিসের কার্য্যধারা আজ বাংলা পুলিসেরদ্বারা অনুসৃত

সেই অনাচার সেই পুলিসী দমনপীড়ন আজও অব্যাহত

পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় বিগত ৩রা মার্চ্চ তারিখে লোক সবক সংঘের পক্ষে শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ নিম্নলিখিত ভাষণ প্রদান করেন :—

আজ একথা দৃঢ়তার সঙ্গে দাবী করার রয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের পুলিস বিভাগ আজ সম্পূর্ণ এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই পরিচালিত। শাসনের আসনে যারা উপবিষ্ট তাঁদের অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং গোষ্ঠীস্বার্থ পালন করাই আজ পুলিশের মূল কর্মধারা হয়েছে। আমাদের জেলার জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতা থেকেই আজ একথা মর্ম্মে মর্ম্মে আমরা উপলব্ধি করেছি।

খুবই দুঃখের কথা—বিহার আমলে—সাম্রাজ্যবাদী এক কর্মনীতির প্রয়োজনে, তদানীন্তন সরকার পুলিসকে যে ভাবে—সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতি ও বড়যন্ত্রমূলক কাজে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করতেন, আজও—এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঠিক সেই নয় স্বৈরাচার, বড়যন্ত্র, ও দুর্নীতির পথেই —দলীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, এই পুলিস বাহিনীকে পরিচালিত করছেন।

বিহার আমলে এই ধারার ফল যা হয়েছিল—আজও তাই হচ্ছে। পুলিশ বাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক উপদ্রবের সঙ্গে ব্যক্তিগত অনাচারও—ব্যাপক এবং তীব্র ভাবে দেখা দিয়েছে। শাসন ও শৃঙ্খলার শুদ্ধতা এবং প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। দেশের নৈতিক জীবনের ধারা ও শাসন শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্যে—পুলিশের দায়িত্বই আজ সর্ব্বপ্রধান। পুলিস দেশের সমাজ-বিরোধী অপরাধ প্রবণদের শাসিত করে রাখবে—এটাই পুলিশ জীবনের মূল কথা।

কিন্তু আমাদের এই দীর্ঘ ১১ বৎসরের স্বাধীন জীবনে আমাদের জেলার ব্যাপারে আমার এই দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, ভারতীয় স্বরাজ জীবনে আজ সবচেয়ে অপরাধ প্রবণ এই পুলিস বাহিনী—সবচেয়ে সমাজ বিরোধী এই পুলিস মণ্ডলী। দীর্ঘ ১১ বৎসরের মধ্যে দেখলুম—এরা না করেছে এমন কাজ নেই। বিহার আমলের ধারা বজায় ক'রে বাংলার পুলিসও আজ সেই পথেই গড়ে উঠছে।

যদি কোনো নিরপেক্ষ ব্যাপক তদন্ত হয়—সেই তদন্তের দ্বারা যে তথ্য বিবরণ লোক সমাজে উদ্ঘাটিত হবে—তাতে বিস্মিত হতে হবে যে, এই পুলিস বাহিনীকে আমাদের জাতীয় সরকার—কি ভয়াবহ হিংস্র বাহিনীরূপে নিয়োগ করেছেন!

পুলিসের কাছ থেকে কাজ নেওয়া হচ্ছে—সুতরাং পুলিশকে আজ বেপরোয়া হবার সব রকম সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন—কে এই পুলিসকে সুযোগ দিচ্ছে—কে এই পুলিসকে অবাঞ্ছিত এই রাজনৈতিক কাজে নিয়োগ করছে? একথা আজ কারো অবিদিত নেই যে এ হচ্ছে স্বয়ং আমাদের এই সরকার; এ হচ্ছে—পুলিস বাহিনীর ওপরে যাঁরা প্রদেশের পরিচালক আছেন—তাঁরাই।

পুলিসের যেসব ভয়াবহ কীর্ত্তি কাহিনী দেখছি তা এই :—আমাদের জেলায় এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনেই লোক খুন করবার ষড়যন্ত্রের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছে—এই পুলিস। লোকের ন্যায় সঙ্গত সম্পত্তি বিরাট চক্রান্তে লুঠ করবার আয়োজনে যুক্ত হয়েছে, এই পুলিস। গ্লানীজনক উপদ্রব, বর্ব্বর আক্রমণ ও অপরাধজনক বিবিধ আচরণের অভিযোগের সঙ্গে জড়িত হয়েছে এই পুলিস।

দিনের পর দিন মিথ্যা অভিযোগে—রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে দলের পর দল জন-সেবী কর্ম্মীদের, একের পর এক ভিত্তিহীন মামলায় জড়িত ক'রে দিনের পর দিন হায়রাণ করে চলেছে—এই পুলিস। এর প্রত্যেকটি কাহিনী তথা প্রমাণে আজ পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

জাতীয় শাসনের পুলিস সম্বন্ধে আমাদের মনে যে কল্পনা ও আশা ছিল—আজ তা একেবারেই বদলে গেছে। আমাদের আজ এই ধারণা হয়েছে যে, যাদের কারাগারের অভ্যন্তরে রেখে—সমাজকে সুস্থ রাখতে হয় —সেই অপরাধ প্রবণ সমাজ বিরোধীদের চেয়েও— পুলিস আজ অপরাধ-প্রবণ শ্রেণী।

কিন্তু এর জন্য আজ দায়ী কে তা আমরা বুঝেছি। যারা দায়ী তারা আজ এই পুলিসবাহিনীর চেয়েও অনেক বেশী—অপরাধ-প্রবণ শ্রেণী। তারা আর কেউ নয়— তারা এই আমাদের জনগণের রক্ষা কর্ত্তার আসনে উপবিষ্ট—এই সরকার।

এর ফল হচ্ছে এই যে—মন্ত্রীমণ্ডলী ও রাজ কর্ম্মচারী মণ্ডলীর সহযোগে—শাসনের নামে—অবিচার, অত্যাচার, ঘুষ, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি অবাধ গতিতে চলেছে এবং এই কর্ম্মধারার প্রধান যন্ত্র রূপে আজ ব্যবহৃত হ'চ্ছে— এই পুলিস।

আমরা জানি—একথা অস্বীকার করবার সাহস আজ কারো নেই। তবে আমরা আশা করব—কামনা করব —এই সত্যের সম্মুখীন হবার এবং প্রতীকারের পথ— খুঁজবার সাহস—সরকারের হোক। যদি তা না হয়— আমরা বিশ্বাস করি—এর আমূল প্রতিকারের পথে অগ্রসর হবার সাহস—জনজীবনে—অচিরে একদিন অবশ্যই দেখা দেবে—ইতিহাসের এই লিখন।

পার্লিয়ামেণ্টের লোক সভার বর্ত্তমান অধিবেশনে রেলওয়ে বাজেট বিষয়ে

লোকসেবক সঙ্ঘের লোকসভার সদস্য শ্রীবিভূতিভূষণ দাসগুপ্তের বক্তৃতা

রেলওয়ে বাজেট বিষয়ে গত ২৭া মার্চ্চ তারিখে শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত যে বক্তৃতা দেন তাহা নীচে দেওয়া হইল :—

আমি কেবল দুইটি বিষয় সম্বন্ধে বলিব। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুর্দ্দশা এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্নীতি বিষয়ে।

সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং গভর্মেণ্টেরও যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে—ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুঃখ কষ্টের যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা মনে হয় না। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনো ঠিক্ সেই মতই আছে। ১৯১৭ কিম্বা ১৯ ৮ সালে মহাত্মা গান্ধীজী এই সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে আমি কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি। তাঁহার কথাগুলি এই :—"আমার অভিজ্ঞতা এই যে সরকারী কর্ম্মচারীরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে মানুষ বলিয়া মনে করেননা—ভেড়া বলিয়া মনে করেন। তাহারা ইহাদের সঙ্গে ঘৃণার সহিত কথা কহেন এবং ইহাদের কোনো প্রত্যুত্তর বা যুক্তিতর্ক সহ্য করিতে পারেন না। চাকরকে যেমন তাহার প্রভুকে মান্য করিতে হয়, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে সেইরূপ সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে মান্য করিতে হয়। সরকারী কর্ম্মচারীরা ইহাদিগকে প্রহার করেন এবং ভয় দেখাইয়া ইহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করেন কিন্তু তজ্জন্য ইহাদিগকে কোনো জবাবদিহি করিতে হয় না। যাত্রীদের যৎপরোনাস্তি অসুবিধা ঘটাইয়া টিকিট দেওয়া হয় তজ্জন্য ইহাদিগকে অনেক সময় ট্রেন ফেল করিতে হয়। আমি নিজ চক্ষে এই সব দেখিয়াছি।"

এখন বর্ত্তমানে কি ঘটিতেছে? ইহার কোনোরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি? বাংলা দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার ইংরাজি

অনুবাদ আমি আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি। তাহা এই :—"নাগপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাহা হাবড়া ষ্টেশন হইতে সকাল ৮টা ৪৫মিঃ সময়ে ছাড়ে তাহাতে যাইবার জন্য আমি গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী হাবড়া ষ্টেশনে যাই। আমি ৮টা ১৫মিঃ সময়ে হাবড়া ষ্টেশনে পৌঁছি এবং টিকিট ঘরে গিয়া সারিতে দাঁড়াই। তারপর যখন টিকিট পাই তখন ৮টা ৫০ মিঃ। ৫মিঃ আগে ট্রেনটি প্লাটফর্ম ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি ট্রেন ধরিতে পারিলাম না। কেবল আমি একাই নহি—অনেকে ৫০-৫৫ মিঃ আগে আসিয়াও আমার মতই তাহাদের অবস্থা হইল।"

মেদিনীপুর খারুই ইউনিয়ন হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীচিন্ময় ভট্টাচার্য্য যুগান্তরে চিঠিটি লিখিয়াছেন।

বর্ত্তমানে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অবস্থা এই। দেশ স্বাধীন হইবার পর আশা করা গিয়াছিল—তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুঃখকষ্ট দূর হইবে—কিন্তু তাহা হয় নাই।

এইরূপ অবস্থার কারণ কি? ইহার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে—রেলবিভাগের উন্নয়ন কার্য্য ধারায় তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ বিষয়ে যে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ছিল তাহা দেওয়া হয় নাই। আমি মনে করি—যে পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ বর্ত্তমান দুঃখকষ্ট ও হায়রানি হইতে মুক্ত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত উন্নয়নের কোনো মানেই হয় না। তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ বিষয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দিলে যাত্রীদের দুঃখকষ্ট দূর হইত, কিন্তু তাহা করা হইতেছে না।

তৃতীয় শ্রেণীতে যাত্রীদিগকে ভ্রমণ বিষয়ে যেটুকুসুখ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তাহা আবশ্যকের অনুরূপ নহে। ১৯৫৭-৫৮ সালে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখসুবিধার ব্যবস্থার জন্য ৩কোটি ২৩লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে কিন্তু ইহাদের নিকট হইতে রেলকর্তৃপক্ষের ১১৯ কোটি টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৫৯-৬০ সালে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখসুবিধার ব্যবস্থার জন্য ২ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। কিন্তু এই যাত্রীদের নিকট হইতে ১১৮'২৯ কোটী টাকা আয় হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। যাত্রীদের নিকট হইতে আয় এবং ইহাদের সুখসুবিধার ব্যবস্থার জন্য ব্যয়ের হিসাব করিলে দেখা যায় তাহাদের অনুপাতে বিস্তর পার্থক্য রহিয়াছে। এই আয়ও ব্যয়ের অনুপাতে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।

মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলিয়াছেন—এই সব করিবার মত টাকার অভাব। তাহা সত্ত্বেও যাহা আয় হয় তাহা হইতেই তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ বিষয়ে সুখসুবিধার উন্নত ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান অবস্থাতেই ইহার জন্য টাকার সংস্থান হইতে পারে। টাকার সংস্থানের প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি এক হিসাব দিতেছি। পূর্ব্বে যতগুলি ক্যারেজ (carriage) অর্থাৎ যাত্রীবাহী গাড়ী ছিল এবং ওয়াগণ (wagon) অর্থাৎ মালবাহী গাড়ী ছিল তাহাদের অতিরিক্ত যাত্রীবাহী গাড়ী ও মালবাহী গাড়ীর সরবরাহে যত টাকা গত ৩ বৎসরে ব্যয় করা হইয়াছে তাহার হিসাব আমি আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি, তাহা হইতেই প্যাসেঞ্জার গাড়ী ও মালবাহী গাড়ী সম্বন্ধে বর্ত্তমান অবস্থা প্রতীয়মান হইবে। ১৯৫৮-৫৯ সালে অতিরিক্ত প্যাসেঞ্জার গাড়ী সরবরাহের জন্য ৯কোটি ৭৬লক্ষ টাকা এবং মালবাহী গাড়ীর জন্য ১৪কোটি ৩৯লক্ষ টাকা এবং ১৯৫৯-৬০ সালে প্যাসেঞ্জার গাড়ীর জন্য ৭কোটি ৩৭ লক্ষ এবং মালগাড়ীর ২৭ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে প্যাসেঞ্জার গাড়ীর সংখ্যা ছিল ১৩০১ এবং মালগাড়ীর সংখ্যা ছিল ৩২০২৪। এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে প্যাসেঞ্জার গাড়ীর সংখ্যা ১৪০৮ এবং মালগাড়ীর সংখ্যা ২৯৬২৩৪ ছিল। বর্ত্তমান বৎসরের সংখ্যা আমি পাই নাই।

যেমন যেমন শিল্পের উন্নতি হইতেছে মালচলাচল এবং মালচলাচলের জন্য অধিকতর সুযোগের চাহিদা হইতেছে, কিন্তু মালচলাচলের সুযোগ দিবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী লোকদের সুযোগ সুবিধার দিকেও লক্ষ্য করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে মানুষের মূল্য, মালের মূল্যের অপেক্ষা নীচু হওয়া উচিত নহে। তজ্জন্য দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

যদি আমাদের লক্ষ্য হয় যে—আমরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অর্থাৎ জন সাধারণ যাত্রীদের অবস্থার উন্নতি বিধান করিব যদি উচ্চবর্গের লোকদের যাঁহারা ১ম শ্রেণীতে এবং শীতাতপ আরাম কোচে ভ্রমণ করেন তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি বিধান করা আমাদের লক্ষ্য না হওয়া জনসাধারণ

যাহারা তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি বিধান করা আমাদের লক্ষ্য হয়—তাহা হইলে বর্ত্তমান আয়ের সংস্থানের মধ্যেই আমরা তাহাদের জন্যের তাহাদের অবস্থার উন্নতি বিধান করিতে পারি।

মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি একটি স্থানীয় দুঃখের কথা জানাইতেছি। বর্ত্তমানে যাত্রীদের নিকট হইতে যে আয় হয় তাহা কমিয়া যাইতেছে। পুরুলিয়া হইতে রাঁচী পর্য্যন্ত একটি ছোট লাইন আছে এইটী ৬০ বৎসর যাবৎ রহিয়াছে। এইটি একটি পুরাতন লাইন। পুরুলিয়া হইতে প্রথম ২২ মাইল বাদে বাকী লাইনকে বড় লাইন করা হইতেছে। শীঘ্রই এই ছোট লাইনে যাত্রী যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

আমি মন্ত্রী মহোদয়কে কৃপাপূর্ব্বক এই বিষয়টি প্রতির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করি। কতগুলি ট্রেন দেওয়া হইয়াছে—কতগুলি ট্রেনের লাইন বিস্তৃত করা হইয়াছে ইহার বিবরণ আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কতগুলি প্যাসেঞ্জার ট্রেন—উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তজ্জন্য জনসাধারণ কি কষ্ট ভোগ করিতেছে—তাহার বিবরণ দেওয়া হয় নাই। ঝরিয়া-ধানবাদের কয়লাখনি অঞ্চলে-যাহা শিল্প প্রধান অঞ্চল এবং ঘনবস্তি পূর্ণ যেখানে ধানবাদ-পাথর ডি অংশে এবং ধানবাদ চন্দ্রপুরা অংশে জনসাধারণের অসুবিধা করিয়া কতকগুলি ট্রেন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তজ্জন্য ট্রেন যাত্রীরা যাত্রার যানবাহনে যাতায়াত করিতে বাধ্য হইয়াছে।

পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে যুক্তি দেখান হইতেছে যে এই গাড়ীর লাভ হয় না এবং কেবল ২২ মাইলের জন্য ছোট লাইন রাখিয়া দিলে লোকসানই হইবে। সত্য বটে ইহাতে লোকসান হইবে। কিন্তু এই লোকসানের জন্য দায়ী কে? এই ছোট লাইনটিকে অক্লেশে বড় লাইন করা যাইতে পারে। এবং আমার মনে হয় ইহাতে ৫।৬ লক্ষ টাকার বেশী খরচ হইবে না। এলাহাবাদ এবং ধানবাদ প্রভৃতির ন্যায় জংশনে বড় বড় গৃহ পুনর্নির্মাণে যখন আমরা কোটি কোটি টাকা খরচ করিতেছি তখন এই ছোট লাইনটিকে বড় লাইন করিতে আমরা অক্লেশেই টাকা দিতে পারি। এই অঞ্চল শীঘ্রই শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে পরিণত হইবে। এক্ষণে যে অঞ্চল দিয়া এই ছোট লাইন যাইতেছে সেই অঞ্চলের সহিত দুর্গাপুরের ও শিয়ালদহের কোনো সহজ যোগাযোগ নাই। অদূর ভবিষ্যতে এই অঞ্চল হইতে দুর্গাপুরে চুণপাথর লইয়া যাইবার আবশ্যকতা দেখা দিবে। সেই জন্য আমার বক্তব্য এই যে—রেলওয়ে বোর্ডের ইহার প্রতি নজর দেওয়া দরকার—যেন শীঘ্রই ইহা বড় লাইনে পরিণত হয়।

যদি বলা হয়—ইহাতে লাভ হইতেছে না—বলিয়া লাইনটি বন্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে আমাদিগকে রেলের প্রত্যেক লাইনের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় এবং যদি কোনো লাইনে লাভ হইতেছে না দেখা যায় তাহা হইলে আমাদিগকে সেই লাইনগুলিও বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

এয়ার লাইনস (air lines) অর্থাৎ হাওয়াই জাহাজ করপোরেশনকে এই ব্যবসায়ে লোকসান দিতে হইতেছে। সুতরাং আমরা কি সেই যুক্তিতে এয়ার লাইনস্ করপোরেশনকেও বন্ধ করিয়া দিব? ইহা কোনো যুক্তিসিদ্ধ কথা নহে। তজ্জন্য পুরুলিয়া অংশের ছোট লাইনটিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত হইবে না।

দুর্নীতি সম্বন্ধে বেশী কথা বলিয়া লাভ নাই। এই সম্পর্কে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের সম্মুখে কেবল দুইটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিতেছি। একটি সাউথ ইষ্টার্ণ রেলের চাণ্ডিল জংশন। এখানে যে অস্থায়ী শ্রমিকেরা নিযুক্ত হয় তাহারা ৩৬৲ টাকা করিয়া পায় এবং যাহার অধীনে ইহারা কাজ করে তাহাকে প্রতি জনকে ৭৲ টাকা করিয়া দিতে হয়। তাহারা উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষের নিকট ইহা জানাইয়াছে কিন্তু কোনো ফল হয় নাই। এক প্রকার তদন্ত হইয়াছে বটে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছু করা হয় নাই। বরং যে টাকা লইয়াছে তাহার প্রমোশন হইয়াছে। যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইহার সংক্রান্ত কাগজপত্র অথবা বিবরণ চাহেন তাহা হইলে আমি তাহাকে তথ্যাদি দিব।

২য় দৃষ্টান্ত :—কলিকাতার শত শত ফল বিক্রেতা, ডিম বিক্রেতা, শাকসব্জি বিক্রেতা এবং অন্যান্য ছোট ছোট ব্যবসায়ীর বিষয় মন্ত্রী মহোদয়ের গোচরে আনিতেছি। ভারতীয় রেলওয়ে এক্টের ৭৭ ধারায় আছে—"যদি কেহ জন্তু অথবা অন্যদ্রব্য রেলে চালান দেন তাহা

হইলে তজ্জন্য বেশী মাশুল লাগিয়া থাকিলে অতিরিক্ত মাশুল ফেরৎ পাইবার জন্য অথবা ঐসব জিনিষ রেলে খোয়া গেলে অথবা নষ্ট হইয়া গেলে তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার জন্য তিনি যদি নিজে অথবা তাহার পক্ষে অন্য কাহারও দ্বারা রেল কর্তৃপক্ষকে ৬ মাস মধ্যে লিখিত দাবি না দেন, তাহা হইলে অতিরিক্ত মাশুল বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না।"

"তাঁহার দ্বারা বা তাঁহার পক্ষে অন্য কাহারও দ্বারা দাবি দেওয়া" এই কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। ডিম, এবং ফল ও শাকসব্জি প্রভৃতি দক্ষিণ হইতে কলিকাতার বাজারে বিক্রীর জন্য রেলে আসে। ছোট ব্যবসায়ীরা কলিকাতার বাজারে সরবরাহ করিবার জন্য দক্ষিণ হইতে এইসব জিনিষ রেলে আমদানী করে।

দক্ষিণ হইতে কলিকাতা পৌঁছিতে ৪ দিন হইতে ৬ দিন লাগে। কখনো কখনো সেগুলি খোয়া যায় এবং কখনো কখনো নষ্ট হইয়া যায়। তখন এই ব্যবসায়ীরা সাউথ ইষ্টার্ণ রেল কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি পাঠায়। এতদিন যাবৎ এই দাবি তাহারা তাহাদের পক্ষে প্রকৃত ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট দ্বারা পাঠাইত। এতদিন এই দাবি গ্রাহণ ব্যাপারে কোনো গোলমাল হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে এসিষ্ট্যাণ্ট কমারশিয়াল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া এক নূতন অফিসার আসিয়াছেন। তিনি ইহাদের সমস্ত দাবির কাগজগুলির কোনো কিনারা না করিয়া ফাইলজাত করিয়া রাখিয়াছেন। এই সব দাবির পরিমাণ ৫০ হইতে ৬০ হাজার টাকা। যাহারা দাবি দিয়াছে তাহাদের নিকট পত্র লিখিলে যেসব চিঠি পাঠাইয়াছেন তাহা এই ঃ "আপনার দাবি সংক্রান্ত কাগজপত্র ও দুএকটি যদি অসুবিধা থাকে তাহা হইলে আমি এই চিঠি পাইবার ১৫ দিনের মধ্যে আমার সময় সংক্ষেপ বলিয়া আমি বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারিতেছি না। সেগুলি তিনি কেন ফাইলজাত করিয়াছেন তাহার জন্য হওয়া আবশ্যক। এই দাবি ছোট ছোট ব্যবসায়ী এমন গড়ে ইহাদের একটি দাবির পরিমাণ ২০ টাকার মধ্যে দুইশত হইতে দুইশত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত। তিন চারিদিনকে কারিয়া

নিখিল বঙ্গ সাংস্কৃতিক সম্মেলনে মানভূমের শিল্পীদের যোগদান

বিগত ৮ই মার্চ্চ হইতে কলিকাতায় এক বিরাট সাংস্কৃতিক সম্মেলন হইতেছে। ২২শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত চলিবে।

উক্ত সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ লোক সেবক সংঘকে অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, ঐ সম্মেলনে মানভূমের লোক নৃত্য, লোক সঙ্গীত প্রভৃতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে। মানভূমের এই লোক নৃত্য ও সঙ্গীতের জন্য একটি দিন পৃথকভাবে ধার্য্য হইয়াছে—১৮ই মার্চ। ঐ দিনে সব দেখানো শেষ না হইলে ১৯শেও বাকী অংশ দেখানো হইবে। ছৌ-নাচের ২৩টি বিখ্যাত দল, নাটুয়া তালবিখ্যাত দল—ঢাক বাদ্যের খ্যাতনামা দল এবং কয়েকজন ঝুমুর গায়কদের লইয়া সংঘের কর্মীরা ১৭ই মার্চ কলিকাতায় যাইতেছেন। সম্মেলনে অনুষ্ঠানের পর কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইবে।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত
দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, পোর, কুরণ্ড, কুষ্ঠ, শ্বেত, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কোন রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাণ্ডবিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গিরি আল্‌সার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাঝাত বি, এ, (গাজী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাইয়াছেন। ৩।২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৬৲ টাকা স্পেশ্যাল ১৫৲ টাকা। ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ; বি, এল
শান্তি আশ্রম ৫৫ লাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

—শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তিপ্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৯ই চৈত্র ১৩৬৫—২৩শে মার্চ ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য ৵০
বাষ্কয়া ১৩ পয়সা

প্রদেশের সাধারণ শাসন বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় লোক সেবক সংঘ সদস্যের বক্তৃতা

শাসনযন্ত্র আজ সম্পূর্ণ বিকৃত ও ধিকৃত

স্বৈরাচারের নামান্তর

শাসকবর্গ ও কর্ম্মচারীদের কাজই আজ নগ্ন রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার সদস্য শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ বিগত ৩৩।৫৯ তারিখে প্রদেশের সাধারণ বিষয়ে নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন ঃ—

বৃটিশের কাছ থেকে পাওয়া শাসনের কাঠামোকে অন্তহীন কাল ধরে চালাবার উদ্দেশ্য নিয়ে—আমরা স্বরাজ-জীবন আরম্ভ করিনি। উদ্দেশ্য ছিল—জনগণের আত্মশাসনের উপযোগী শাসনের কাঠামো গঠন করা—বিকেন্দ্রিত জন শাসন প্রবর্ত্তিত করা। কিন্তু মনে হচ্ছে—বর্ত্তমান শাসন জনগণের আত্মশাসনের সেই চাহিদাকে চিরকাল বঞ্চিত রেখে—বৃটিশ আমলের ধারাকেই—ধরে রাখতে চান।

বর্ত্তমান পঞ্চায়েতী শাসন আমলাতান্ত্রিক ধারারই এক অঙ্গ মাত্র

এর মধ্যে পঞ্চায়েতী শাসন ধারার কথা উঠতে পারে। যে পঞ্চায়েৎ গঠনের পরিকল্পনা হয়েছে—সেই পঞ্চায়েৎ—কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক শাসনধারারই এক অঙ্গ মাত্র। ওপর থেকে অনুগ্রহ করে দেওয়া ক্ষমতার ছায়ামাত্র। পঞ্চায়েতী শাসন—অর্থাৎ পল্লী স্বরাজ শাসনের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সমগ্র শাসনের কাঠামো গড়ার পরিকল্পনা বা লক্ষ্য এতে নেই।

জন পঞ্চকে বঞ্চিত করাই এই পঞ্চায়েতের লক্ষ্য

দিল্লীর ও কলকাতার মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের সহজ অধিকারের মত সমগ্র প্রদেশে বা সমগ্র ভারতে পল্লী বা জেলা মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের অবধারিত সহজ অধিকার আজও প্রবর্ত্তিত হয় নি। জনগণের অন্তরে বহুদিনের দাবী আছে বলে—বৃটিশ আমলের স্বায়ত্ব শাসনের পরিকল্পনার মত—পঞ্চায়েতী শাসনের পরিকল্পনা অবশ্যই করা হচ্ছে।

কিন্তু তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে—পঞ্চায়েতী শাসনের অভিনয় ক'রে—কি ভাবে জনগণের এই পঞ্চায়েতী আত্মশাসনকে ব্যাহত করা যায়।

উদ্ভট বিহার পঞ্চায়েৎ বজায় রাখার অপচেষ্টা

জনগণকে এইভাবে বঞ্চিত করার দৃষ্টিতে বিহার আমলের পঞ্চায়েতী পরিকল্পনা আমলাতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে আরো উপযোগী ছিল। বাংলার পঞ্চায়েতী পরিকল্পনার চেয়েও—আরো উদ্ভট, আরো অদ্ভুত, আরো যে পঞ্চায়েৎ পরিকল্পনা—সেই বিহার পঞ্চায়েতী পরিকল্পনাকে—কি ভাবে পুরুলিয়া জেলার মাথায়—আরো দীর্ঘকাল চাপিয়ে রাখা যায়—আজ তারই ষড়যন্ত্র চলেছে। এই মর্মেই আজ এক বিলেরও অভ্যুদয় হয়েছে। এই সমস্ত ব্যাপারে সূচিত করছে—জনগণের আত্মশাসন ব্যবস্থাকে বঞ্চিত করে কেন্দ্রীভূত শাসন বজায় রাখার আগ্রহ।

শাসনে আজও সেই বাংলা বিহার আইনের জটিলতা

সাধারণ শাসন পরিচালনা ব্যাপারেও বিহারের আইন ও বাংলার আইনের বিভ্রান্তি ও জটিলতার থেকে মুক্ত—এক পরিষ্কার ধারা প্রবর্তন করার শক্তি এবং তৎপরতা আজও দেখা দিল না। উভয় আইন ধারার মধ্যে যেগুলি জনগণের অসুবিধাজনক ও জনগণকে শোষণের উপযোগী—সেইগুলি বাছাই করে আমাদের জেলার প্রতি-প্রয়োগ করা হচ্ছে। পঞ্চায়েৎ, কোর্ট ফি প্রভৃতি বহু উদাহরণই এই বিষয়ে আছে।

শাসন ধারার গ্লানীকর রূপ

এই ভাবে শাসন ধারা বিষয়ে যেমন বহু কথা বলার আছে—শাসন ব্যবস্থা বিষয়েও গুরুতর অভিযোগ সমূহও রয়েছে। এই শাসন ধারা পক্ষপাতদুষ্ট নগ্ন রাজনীতিরই পরিচায়ক। বিহার সরকার যে বিষদুষ্ট শাসন ধারা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন—সেই শাসনের উপযোগী ভয়াবহ সমাজ-বিরোধী অনুচর-মণ্ডলী তৈরী করে দিয়ে গেছেন—অত্যন্ত নোংরা এবং জঘন্য হ'লেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির—অতি সহজ সেই উপায়ের আশ্রয়কে—পরিত্যাগ করবার লোভ—এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিত্যাগ করতে পারেন নি। ইতিহাসে অতি কুখ্যাত সেই বিহার সরকারের ধারাকে এই সরকারও দ্বিধাহীন চিত্তে অনুসরণ করে চলেছেন।

নগ্ন বিসদৃশ রাজনীতি

কংগ্রেসী কুশাসনের বিরোধী শক্তিগুলিকে দমন করার জন্য জেলা শাসন শক্তি—আইনের সুযোগে, আইনের নামে—সম্পূর্ণ আইন-বহির্ভূত ভাবে নগ্ন বিসদৃশ দমনের ধারা বহন ক'রে চলেছেন।

জনসেবী কর্মীদের নামে পুলিস মিথ্যা-অভিযোগের বিবরণ সৃষ্টি করছে—বিচারের দরবারে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে—মামলা বাতিল হয়েছে—কিন্তু একই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ যেমন বারম্বার মিথ্যা অভিযোগের বিবরণ প্রদান করে গেছেন—শাসন বিভাগীয় রাজকর্মচারীরাও তেমনি বারম্বার সেই একই বিষয়ে মিথ্যা মামলার অবতারণা করে গেছেন।

ষড়যন্ত্রের আয়োজনে শাসন কর্তৃপক্ষ

শাসনযন্ত্রের দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত ব্যক্তিদের উপদ্রবে—অধিকার বঞ্চিত মানুষ আদালতের আশ্রয়ে গিয়ে সম্পত্তির অধিকার লাভ করেছে—তবু—তার সেই সম্পত্তি থেকে তাকেই বঞ্চিত করার জন্য রাজকর্মচারীদের দ্বারা—একের পর এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

কিন্তু এর প্রতিকার কোথাও নেই। সমস্ত জেলা-ব্যাপী শাসনের নামে অবিচার—জন সহায়তার নামে লুঠ, শাসন ও শৃঙ্খলার নামে রাজনীতি, নিরাপত্তার নামে অত্যাচার ও দমন আজ অবাধে চলেছে।

এই চক্রান্ত চক্রে রাজকর্মচারী ও প্রধান কর্তৃপক্ষ

এই সমস্ত কর্মধারার পেছনেই সমগ্র শাসন যন্ত্র আজ জড়িত—রাজকর্মচারীরা আজ জড়িত। অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ সমূহ করা সত্ত্বেও—এসব বিষয়ে প্রাদেশিক ও জেলা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও—তদন্ত বা প্রতিকার দূরের কথা, এই ধারা ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

অন্যায়ের প্রতিকারে উদাসীন সততাহীন সরকারের রূপ

এসবের বিষয়ে অভিযোগের সমুদীন হবার সাহস সরকারের নেই—এ সব অস্বীকার করবার শক্তি সরকারের নেই—এবং আমরা উপলব্ধি করেছি—এ সবের প্রতিকার করবারও সদিচ্ছা, সততা বা কর্মক্ষমতা আদৌ সরকারের নেই।

মুক্তি

৯ই চৈত্র, সোমবার

রেল বিভাগ ও জেলার দাবী

রাঁচির পথে পুরুলিয়া-বেগুনকোদর রেল লাইনটি ক্রমে ক্রমে এখন সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে এক আসন্ন সংগ্রামের বিষয়বস্তু হইয়া উঠিতেছে। বৎসরাধিক কাল হইতে এই রেলপথটি তথা ইহার সংশ্লিষ্ট লোকোশেডটি তুলিয়া দিবার এক একবার সরকারী হুকুম দেখা দিতেছে—এবং তাহার সঙ্গে জন-বিক্ষোভ, বাদপ্রতিবাদ, সভা সমিতি, কেন্দ্রে ও প্রদেশে যোগাযোগ প্রভৃতি চলিতেছে। এবং তাহার পরই আশ্বাস দেওয়া হইতেছে যে, তুলিবার প্রস্তাব স্থগিত করা গেল। বার দুই এই অবস্থা ঘটে। এখন আবার তৃতীয় পর্য্যায়ে সহসা এক নূতন পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে। জানা গেল কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম সব দ্বিধা কাটাইয়া অবশেষে মতি স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন যে, এই রেললাইনটি তুলিয়া দিতে হইবে এবং তাহার সহিত লোকো শেডটিরও স্থানান্তর গমন ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রীরামের এই সংকল্পের সংবাদ সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট মহলের অনেকের মুখেই শোনা যাইতেছে যে, খুব শীঘ্রই নাকি শ্রীরাম তাঁহার সেনানীকে এই লাইন-দাহনের কাজে লাগাইয়া দিবেন।

চন্দ্রপুরা হইতে একটি রেল লাইন বেগুনকোদর মুরি হইয়া রাঁচি যাইবে—তাহার কাজ সুরু হইয়াছে। ইহা বড় মাপের লাইন হইবে। এদিকে বেগুনকোদর হইতে পুরুলিয়ার এই ছোট মাপের এই যৎসামান্য রেল লাইনটুকু উঠাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বোঝা গেল যে, ইহা উঠাইয়া না দিলে রেল বিভাগ নাকি বিপন্ন হইয়া পড়িবে! সাধারণ লোকের ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, বেগুনকোদর হইতে পুরুলিয়ার এই রেল লাইনটি বড় মাপের রেল লাইনে রূপান্তরিত করিয়া সবটার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া দিলেই সকলের পক্ষে সুবিধা ও ব্যবস্থার দিক দিয়া সহজ হইত। কিন্তু সকলের সহজ সুবিধার ব্যবস্থা করার মত ইহাদের আগ্রহ ঘটিবে—সে রকম সহজ ব্যবস্থা নহে।

রেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এই যে, পুরুলিয়া হইতে বেগুনকোদর পর্য্যন্ত ছোট লাইনটি রাখিলে বৎসরে ১১ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইতে থাকিবে। কারণ যাহা ধারণা করা গেল তাহা এই যে, এইটুকু ছোট লাইনের জন্য বহু আয়োজন রাখিতে হইবে। জনসাধারণের বক্তব্য এই যে, ঐ লাইনটিকে অতিশীঘ্র বড় মাপের লাইন করিয়া দিলে—এবং লোকোশেডকে তাহার উপযোগী করিলে ঐ ক্ষতি হইবে না—এবং যতক্ষণ না বড় লাইন হয়—ততক্ষণ ঐ ক্ষতিটুকু স্বীকার করা উচিত হইবে। কারণ দেশব্যবস্থা বা সরকারী ব্যবস্থা শেঠজীর ব্যবসায়ের গদীর মতন এমন ব্যবসায়ের কারবার নয় যে, লাভ হওয়াই চাই—প্রশ্ন এখানে জনগণের সুবিধা। সে দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তো এই কংগ্রেস সরকারকেই উঠাইয়া দিতে হয়—কারণ প্রতি বৎসরান্তে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির বাজেট খতিয়ানে সরকারের কাজই হইতেছে—ঘাটতি, আর জনগণের অসুবিধা সৃষ্টি। এই রেলপথটি না উঠাইবার পক্ষে জনগণের বক্তব্যের মধ্যে আরো বহু যুক্তি ও অনুকূল তথ্যাদি আছে।

সরকারী এই অবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনসাধারণ আপত্তি জানাইতেছেন—আর তাহার বিরুদ্ধে সরকারী সেই এক জেদ প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু জনগণের দিক হইতে কি যুক্তিসমূহ আছে, সুবিধা অসুবিধার কি প্রশ্নসমূহ আছে—তাহা বুঝিবার জন্য সরকারের কোনো আগ্রহ বা চেষ্টা নাই। গণতান্ত্রিক সরকারের এই আচরণ সমীচীন নহে। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা সামন্ততান্ত্রিকতার বংশধররূপে এই রাজগদী পান নাই।

জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাহাদের যুক্তির পক্ষে অনুকূল তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে। প্রতিবাদ প্রতিরোধের পথে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আর একবার যুক্তি ও তথ্যাদি সহকারে কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবার চেষ্টা করা দরকার হইবে আমরা মনে করি; এবং কর্তৃপক্ষেরও হটকারিতার সহিত কিছু না করিয়া জনগণের যুক্তি তথা জন-মত অনুধাবন করার মত মনো-

ভাব রাখিয়াই ধীরে সুস্থে কাজ করা সমীচীন হইবে আমরা মনে করি। আমরা জানি যে, সরকারের পক্ষে ইহার পথে অনেক বাধা আছে। কারণ একে কংগ্রেস সরকার—তাহাতে আবার রেল মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম। বিহারের এই কংগ্রেসী নেতা দীর্ঘকাল ধরিয়া মানভূমের উপর সন্তুষ্ট নহেন। সেজন্য অনেকে মনে করিতেছেন—হয় তো বা তাহার কারণেই জেলার জনসাধারণের কথা তাঁহার ভিতরে প্রবেশের পথ পাইতেছে না—অথবা হয় তো সেই কারণেই তিনি রেলের ক্ষতি ও অপচয়ের অগণিত ছিদ্র পথের কথা ছাড়িয়া দিয়া পুরুলিয়া জেলার এই প্রয়োজনীয় রেল পথটুকু উঠাইয়া রেলের ক্ষতি নিবারণে সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। ইহাই যদি কোনো অংশে সত্য হয়, তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, লোক সেবক সংঘের উপর তাঁহার রাগ থাকিতে পারে—তজ্জন্য তিনি অন্য বিবিধ উপায়ে সেই বেয়াড়া লোকগুলির উপর শাস্তি বিধান করুন—ক্ষতি নাই; কিন্তু দায়িত্বের আসনে বসিয়া বহু জনগণের বহু ক্ষতি ও অসুবিধার কারণ তিনি হইবেন—ইহা তাঁহার নিকট হইতে জনগণ আশা করে না। আমাদের অনুরোধ—সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ধীরভাবে জনগণের দাবী অনুধাবন করুন।

যদি দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই সুবিবেচনা না দেখা দেয়—তবে বহু বিক্ষোভ ও আন্দোলন মথিত জেলার জীবনে আর একটা বিশেষ বিক্ষোভ ও আন্দোলনের সৃষ্টি নিশ্চয় করিবে—এবং তাহা ঘটা জেলাক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকারের দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু প্রভাবের উপর আর একটা বড় আঘাত দেখা দিবে—ইহাও নিঃসন্দেহ।

"উষ্মা" প্রকাশকারী মুখ্যমন্ত্রীকে সমুচিত জবাব দিবার দিন আসিয়াছে

সাধারণ শাসনখাতে ব্যয় বরাদ্দ লইয়া পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় গত ৪ঠা মার্চ্চ আলোচনাকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়—"সংবাদ পত্রের আচরণে উষ্মা" প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে—সাংবাদিকের সহিত তাঁহার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু তাঁহাকে এই সম্পর্কে নূতনভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে" তাঁহার বক্তৃতায়—'তিনি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেন যে—সাংবাদিকের ব্যবহারে তিনি তুষ্ট নন।' ডাঃ রায়ের এই উক্তিতে শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলেন যে তিনি শুনিয়াছেন যে "সংবাদপত্র প্রতিনিধিদিগকে রাইটার্স বিল্ডিংসে একতলায় পাঠাইয়া দিবেন। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কেন না সরকারের যে সকল কুৎসিত কার্য্যকলাপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহার শতকরা ৭৫টি ঘটনা সংবাদপত্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেইগুলি সবই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।"

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের উষ্মার কারণ এবং সাংবাদিকদের সম্পর্কে নতুন ভাবে ভাবিয়া দেখার হুমকী—বাজলার সাংবাদিকগণ ইহা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন জানি না। তবে আমরা মনে করি এবং প্রতিনিয়তই দেখিতে পাইতেছি—এক শ্রেণীর সংবাদপত্র ও সাংবাদিক ডাঃ রায়ের প্রসাদ লাভের আশায় চাটুকারিতা ও ফলাও করিয়া তাঁহার ফটো ও সংবাদ প্রকাশ করিয়া স্তুতি করিতে ব্যস্ত এবং প্রকৃত সাংবাদিকতার ক্ষেত্র হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছেন। এই শ্রেণীর সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের বাদ দিয়াও যাঁহারা আজও সরকারের অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার ও দুর্নীতিপরায়ণতা সম্বন্ধে সরল ও সুষ্ঠুভাবে ঘটনা প্রকাশ ও জনমত সৃষ্টির মহান কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাহারা একযোগে নিশ্চয় ডাঃ রায়ের এই উষ্মার জবাব দিবেন। যাহাতে অহঙ্কারে মত্ত ডাঃ রায় বুঝিতে পারেন যে দেশে আজও সংবাদপত্র ও প্রকৃত সাংবাদিক আছেন যাহারা ডাঃ রায়কে সমুচিত শিক্ষা দিতে জানে। আমাদের বিশ্বাস সং সংবাদপত্র ও সাংবাদিকগণ ইচ্ছা করিলেই এই উষ্মাপ্রকাশকারী মুখ্যমন্ত্রীকে একই দিনে পথের ধুলায় বসাইতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকগণ যদি আপাততঃ ডাঃ রায়ের বক্তৃতা, ফটো প্রভৃতি প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন—তাহা হইলেই ডাঃ রায়ের দৌড় কতদূর বুঝিতে পারিবেন।

জেলার খাদ্য সরবরাহের উন্নতিকল্পে মাছের চাষের প্রতি সরকারী লক্ষ্য নাই ঃ অথচ জেলায়

মাছের আবাদের বিরাট সম্ভাবনা আছে

কিন্তু সরকারী চিন্তায় পরিকল্পনা নাই

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় লোক সেবক সংঘের সদস্য শ্রীলেটু মাঝি বিগত ৬।৩।৫৯ তারিখে নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়

অর্থনৈতিক জীবনে আমাদের জেলা অনুন্নত। কাঁকর পাথরের অনুর্ব্বর মাটিতে ফসলের উৎপাদন নৈরাশ্যজনক। সেও বছরে মাত্র একটা ফসল। সুতরাং জেলাবাসীর খাদ্য সরবরাহ এবং আর্থিক উন্নতির জন্য নানা উপায় আজ প্রয়োজন।

আমাদের জেলায় উঁচুনিচু জমিতে জলাধার বহু হতে পারে। মাছের আবাদের বিরাট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সেদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনো চেষ্টা নেই। মাছের ব্যবস্থা হবে কোথায়—দুর্ভিক্ষে অনাহারে অর্ধকষ্টে আজ আমরা জলছাড়া ডাঙ্গার মাছের মতই ছটফট করছি। আর ওদিকে রাজনৈতিক ধীবরেরা আমাদের দুঃখের সুযোগে স্বার্থ সাধনের মাছ ধরে বেড়াচ্ছেন। সরকার আমাদের জেলার প্রতি এবিষয়ে নজর দেবেন কি?

জাতির সম্পদ জঙ্গল আজ নিঃশেষপ্রায়

অযোগ্য সরকারী ব্যবস্থার ভয়াবহ ফল

বন বিভাগ আজ সরকারের রাজনীতির আখড়া ও অফিসারদের স্বার্থসাধনের ব্যবস্থা

অন্যদিকে লোকের ন্যায় সঙ্গত জঙ্গলের অধিকার গুরুতরভাবে বিপন্ন

জঙ্গল রক্ষার নামে আজ ঘুস, চুরি ও বরবাদের রাজত্ব

পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার সদস্য শ্রীচৈতন মাঝি এম, এল, এ বিগত ৮-৩-৫৯ তারিখে নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন :—

আমরা এই সভায় বহুবার বলেছি যে—জঙ্গল উজাড়ের যেটুকু বিহার সরকার বাকী রেখেছিলেন বাংলা সরকার সেটুকু পূরণ করলেন। বিহার সরকারের আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত জঙ্গল—রাজনীতির আখড়া এবং অফিসারদের স্বার্থ সাধনের ব্যবসা।

এই জঙ্গলখানীর ফল আজ অনাবৃষ্টি, অজন্মা হচ্ছে; অপরিহার্য্য জ্বালানী আজ নেই—জ্বালানীর অভাবে বহু শিল্পী আজ বিপন্ন—জ্বালানীর অভাবে মানুষ খড় পুড়িয়ে ভূষি পুড়িয়ে বাঁচছে। চোরাকারবারীদের সংযোগে রাজ কর্মচারীরা জঙ্গলের বড় বড় গাছ বিনষ্ট করছে। কিন্তু জঙ্গলের পাতা দাঁতন, শুকনো ঝুরি বিক্রি করে যে সমস্ত অতি দরিদ্র ব্যক্তি বাঁচত—তারা আজ তা থেকে বঞ্চিত।

এই জঙ্গল ব্যাপারে অবাধ ঘুষের রাজত্ব চলেছে। অথচ অত্যন্ত জরুরী জ্বালানী পাবার উপায় নেই—লোকে বহু কষ্ট করেই এক আধটু পাচ্ছে। এদিকে কয়লারও সরবরাহ নেই।

প্রতিকার চেয়ে দেখেছি—দেশ যেমন মরুভূমি হতে চলেছে—কর্তৃপক্ষের অন্তরও আজ তেমনি মরুভূমি।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।

দায়ী কে?

বিগত ১২ই মার্চ্চ ১৯৫৯ সালে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার অন্তর্গত ও শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয় ও রাজকীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পরীক্ষার দিন স্থিরিকৃত ছিল। জানা গিয়াছে যে—উভয় বিদ্যালয়েরই কিছু সংখ্যক ছাত্রী উক্ত পরীক্ষার তারিখ ও সময় সম্পর্কে বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক মহোদয়ের নিকট হইতে ভুল রুটিন পায়—ফলে তাহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে উক্ত পরীক্ষা হইতে বঞ্চিত করা হয়।

আরও প্রকাশ যে, পরীক্ষা কেন্দ্রের জনৈক শিক্ষয়িত্রী যিনি গার্ড হিসাবে শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয় হইতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহাকে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কিছু সংখ্যক ছাত্রীর অনুপস্থিতি সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি তাহাতে কোনরূপ কর্ণপাত করেন নাই কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে জনৈকা শিক্ষয়িত্রী মহোদয়া তাঁহার জনৈকা সুপরিচিতা ছাত্রীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হইবার জন্য লোক মারফত ডাকিয়া পাঠান।

ইহার ফলে কিছু সংখ্যক ছাত্রী গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পরীক্ষা হইতে বঞ্চিত হন এবং তাহার ফলে তাহাদের ফলাফলের সম্বন্ধে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। শিক্ষয়িত্রীদের সামান্য দৃষ্টি দেওয়ার ফলে যদি ছাত্রীদের সামান্য উপকারটুকু সাধিত হইত তাহা হইলে শিক্ষয়িত্রীদের এইটুকু দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল না কি?

এমতাবস্থায় পুরুলিয়া সহরে ছাত্রীদের বিশিষ্ট স্কুলগুলিতে এইরূপ দায়িত্ব জ্ঞানহীনভাবে যদি শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীরা কার্য্য করেন তাহা হইলে জনসাধারণকে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

এই বিষয়ে মহামান্য জেলা শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। ইতি

জনৈক অভিভাবক

খয়রাতির সাহায্য কি বন্ধ?

বালিগাড়া গ্রাম হইতে আদু আনসারী জানাইতেছেন যে:—পুরুলিয়া থানার অন্তর্গত বালিগাড়া গ্রামবাসী গরীব জনসাধারণের তরফ থেকে আমি জানাতেছি যে, সরকার থেকে যে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইতেছিল তাহা দেওয়া কি বন্ধ আছে? তা না হলে কার্ত্তিক মাসের শেষ থেকে আজ চারি মাস দেওয়া হয় না কেন? অনাহারে কিম্বা জনগণের টাকা কি হইতেছে? সরকার থেকে উক্ত টাকা বরাবর দেওয়া হইতেছিল কিন্তু যে গ্রামে চারজন লোক অনাহারে মারা গেল সরকার অস্বীকার করতে পারিলেন না—সেখানকার জন্য এইরূপ অন্যায় মনোভাব কেন? এবিষয়ে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি

কাশীপুর থানার মতিহারা গ্রাম হইতে শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য জানাইতেছেঃ—আমরা সার্কেলের সাবইন্সপেক্টার শ্রীযুক্ত দেবব্রত বাবুর সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম বাস্তবিকই তিনি দেবব্রত (ভীষ্ম)। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দেখিতেছি তিনি দুর্য্যোধন অপেক্ষাও অধম। এই কি শিক্ষিতের উপযুক্ত কাজ? বুঝিতেছি বর্ত্তমান সময়ে বি, এ, বা এম, এ পাশ করিলেই প্রকৃত শিক্ষিত হয় না। যে শিক্ষক মহাশয়গণ বালকবালিকাগণের মধ্যে জ্ঞানের সঞ্চার করেন স্বাধীন দেশের ভাবী নাগরিক বা নেতা তৈরী করেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে কিরূপ কষ্টসাধ্য তাহার মর্ম্ম যাঁহারা বুঝেন না তাঁহাদিগকে শিক্ষা বিভাগে না দিয়া পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

দুই বৎসর পাঁচ মাস আমাদের পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত হইয়াছে। স্বদেশ হিতৈষিণী নেত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ বা আপনাদের সঙ্ঘের অন্যান্য এম, এল, এ মহাশয়গণের নানারূপ প্রতিবাদের ফলে গত মার্চ্চ হইতে শিক্ষক মহাশয়গণ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগীয় বেতন পাইবেন সে জন্য বিল করা হইতেছে। দেবব্রত বাবু প্রত্যেক শিক্ষকের নিকট ১০৲ টাকা হইতে ১৫৲ বা ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার আদায়ের ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। ইহাতে প্রায় ২০০০৲ দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত তাঁহার আদায় হইবে। শিক্ষকগণের এই সামান্য চাকরীতে যাহাতে আঘাত না হয় সেজন্য বাধ্য হইয়া শিক্ষক মহাশয়গণ ও স্বীকৃত হইয়াছেন।

কোন বিদ্যালয়ে হয়ত আদৌ কাজ হয় না, কয়েকটী ছেলের নাম হাজিরা খাতায় লিখিয়া বিল করিতেছেন ও এস, আই মহাশয়কে প্রণামী দিয়া বিল আদায় করিতেছেন।

কোন কোন বিদ্যালয়ে দৈনিক উপস্থিতি ৩০ জনের বেশী নাই। খাতায় ৭৫জন ছাত্রের নাম দিয়া ৩জন শিক্ষকের বিল পাইতেছেন ও এস, আই মহাশয়কে মাসিক ১৫৲ টাকা প্রণামী দিতেছেন। এরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে শীঘ্র মধ্যে—Transfer করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মানবাজারে ১নং ব্লকের নকল প্রদর্শনী

মানবাজারের সর্ব্বশ্রী অসুজাক্ষ সেন, সত্যকিঙ্কর দত্ত, শ্যামকিঙ্কর দত্ত, আশুতোষ সেন ও যশোদা সেন জানাইতেছেন:—গত ২রা ও ৩রা চৈত্র ১৩৬৫ যে কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী যাহা মানবাজার ১ নং ব্লক অফিসে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে কৃষি ও শিল্পের যে সমস্ত জিনিষ প্রদর্শনিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে প্রকৃত শিল্পী ও সত্যিকার কৃষকজাত দ্রব্যের প্রতি সুবিচার না হইয়া, যাহা মানবাজার থানার শিল্পীদের কৃত নহে এবং বাজারের খরিদ বা সংগ্রহকারীদেরই উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য পুরস্কার অধিকাংশ বিতরিত হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিলেই সহজেই জানিতে পারা যাইবে।

ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে সরল কৃষকদের কষ্টার্জ্জিত উৎপন্ন দ্রব্য এবং প্রকৃত শিল্পীদের সহানুভূতি না থাকায় এই প্রদর্শনীটী একটী হাস্যকর প্রদর্শনীতে পরিণত হইয়াছে, এতগুলি সরকারী অর্থ অনর্থে পরিণত হইল। এ বিষয়ে প্রকৃত সুব্যবস্থার ভরসা করি।

স্থানীয় সংবাদ

বিরাট জনসভা

৯ই মার্চ্চ বেলা ৪টায় ইচাগড় থানার চিরুগোড়া গ্রামে এক বিরাট জনসভা হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভূতপূর্ব্ব এম, পি শ্রীযুক্ত ভক্তহরি মাহাত সভার সভাপতিত্ব করেন।

লোক সেবক সংঘের স্থানীয় পরিচালক শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু দাসগুপ্ত সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন যে জনসাধারণের জাগরণই অনাচার দূরীভূত করিবার একমাত্র উপায়।

স্থানীয় সমস্যা সম্বন্ধে দুই একজন কর্ম্মী বক্তৃতা করেন।

শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য ও শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ সভায় বক্তৃতা করেন। জরিপ ও উন্নয়ন বিভাগের কর্মে যে সব অনাচার হইতেছে তাহার বিরুদ্ধে আলোচনা হয়।

শ্রীরথু মাহাত, শ্রীরাজেন্দ্র মাহাত, শ্রীরমেশ মাহাত কর্ম্মীগণ সভার উদ্যোগ করেন।

সেটেলমেণ্টের পরচা যাহাতে বাংলা হয় এবং বাংলা স্থলগুলির যাহাতে ক্ষতি না হয় তজ্জন্য সভায় আলোচনা হয়। সভায় সংশ্লাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। গ্রাম পঞ্চায়েৎ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়।

বাস দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত

গত ২০শে মার্চ্চ আনুমানিক বেলা ৫টার সময় স্টার মোটর বাস কোং এর একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টাইয়া যাওয়ার ফলে একজনের মৃত্যু এবং ৩৪।৩৫ জন আরোহী অল্পবিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হয়।

সংবাদে প্রকাশ যে, অতিরিক্ত যাত্রী এবং নূনের বস্তা আলুর বস্তা, তেলের টিন প্রভৃতি নানারকম মাল বোঝাই করিয়া পুরুলিয়া হইতে বাসটি অতিশয় বেগে যাইতেছিল। গিড়গিড়ির নিকট একটি গরুর গাড়ীকে পাশ কাটাইতে গিয়া উল্টাইয়া যায়।

আহতদের মধ্যে ১৫জন হাসপাতালে এবং পাঁচজন প্রাইভেট ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিল এবং ১৪।১৫জন সামান্য আঘাত পাইয়াছে—বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

পার্লিয়ামেণ্টের লোকসভার বর্ত্তমান অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী ভাষণের সমালোচনা করিয়া

লোক সেবক সঙ্ঘের লোকসভার সদস্য শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্তর বক্তৃতা

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবের উপর গত ১৩।২।৫৯ তারিখে শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত যে সংশোধনী প্রস্তাব দেন তাহা এই :—

রাষ্ট্রপতির প্রতি ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক :

১। "কিন্তু পরিতাপের বিষয়—বিহারের বাংলা-ভাষী জনগণের—বিশেষতঃ পশ্চিমবাংলার সীমা সংলগ্ন বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চল সমূহের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকার সমূহ রক্ষা করিতে গভর্ণমেণ্ট অপারগ হইয়াছেন।

২। "পরিতাপের বিষয়—বিহারের সংখ্যালঘু জনসমষ্টির, বিশেষতঃ পশ্চিমবাংলার সীমা-সংলগ্ন বিহারের অঞ্চল সমূহে তাহাদের অধিকার সমূহ রক্ষা করিতে গভর্ণমেণ্ট অসমর্থ হইয়াছেন।

৩। "পরিতাপের বিষয়—ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য-পুনর্গঠন অসম্পূর্ণভাবে করায় দেশে যে অসন্তোষ ও অসুবিধাসমূহ রহিয়াছে তদ্বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণে কোনো উল্লেখ নাই। রাজ্যসমূহের সীমানার ন্যায্যভাবে এবং উপযুক্তরূপে পুনর্বিন্যাস করিবার উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট দেশের জনগণকে যথোপযুক্ত আইনকানুন প্রণয়নের কোনো আশ্বাস দেন নাই।

৪। (ক) "দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীভূত শাসনক্ষমতা বিকেন্দ্রিত করিয়া গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাকে প্রথম প্রশাসনিক সংস্থা করিয়া ক্রমোচ্চস্তরের প্রশাসনিক সংস্থা-সমূহ গঠিত করিবার জন্যও তাহাদিগকে ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করিবার জন্য কোনো কার্য্যকরী পন্থা গ্রহণ করা হয় নাই।

খ) "একটি আইনসম্মত সংস্থা করিয়া যাহা জাতীয় পরিকল্পনার ভিত্তি ও মূলস্বরূপ হইবে—তাহার মাধ্যমে ভারতের অসংগঠিত কোটি কোটি জনগণকে সংগঠিত করিবার কোনো কার্য্যকরী পন্থা গ্রহণ করা হয় নাই।

গ (১) "কৃষকেরা যে জমিতে চাষ আবাদ করে তাহাতে তাহাদের স্বত্ব দখল সংরক্ষিত করিয়া—

(২) "তাহাদিগকে কৃষি কার্য্যের উপযোগী যন্ত্রপাতি ও পশু সহজভাবে সরবরাহ করিয়া

(৩) "গ্রামে গ্রামে কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া তাহার মাধ্যমে কৃষকদিগকে যথোপযুক্ত কৃষি ঋণ সহজে দিবার ব্যবস্থা করিয়া

(৪) "কৃষি বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত যে সব উন্নততর ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী বাহির হইয়াছে তাহা কৃষকদিগকে কার্য্যকরীভাবে দেখাইয়া তদ্বিষয়ে তাহাদিগের জ্ঞান-সঞ্চার করিয়া—ও

(৫) "যাহাতে কৃষিকার্য্য কেবল বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে না হয় তদুদ্দেশ্যে যুদ্ধকালীন অবস্থায় যেরূপ তৎপরতার সহিত কাজ করিতে হয় সেইরূপ তৎপরতার সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থাগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিয়া—

কৃষকদিগের কাজ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার কোনোরূপ কার্য্যকরী পন্থা গ্রহণ করা হয় নাই।"

ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক :—

"কিন্তু পরিতাপের বিষয়—কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট খাদ্য দ্রব্যের এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি রোধ করিতে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

"কেরোসিন তেল যাহা গ্রামাঞ্চলের পক্ষে অনিবার্য্যরূপে আবশ্যক বস্তু—তাহার স্বল্পতা বিষয়ে এবং আগের দর বৃদ্ধি করিবার বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণে কোনো উল্লেখ নাই।"

এই প্রস্তাবের শেষে এই কথাগুলি যোগ করা হউক :

"দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন রাজ্যের ভূমি সমস্যার সমাধান করিতে

জোত জমির (holding এর) পরিমাণের সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া ভূমি সংস্কার করিতে

ভূমিহীন কৃষকদিগকে ভূমি বণ্টন করিয়া দিতে—যেখানে যেখানে ভূমি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে সেখানে খাজনা কমাইয়া দিতে, এবং কৃষকদের ঋণ ভার কমাইবার উদ্দেশ্যে তাহাদের অত্যধিক বাকী খাজনা এবং তাগাবী ঋণ রেহাই দিতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট অপারগ হইয়াছেন।"

এই প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক :—

"পরিতাপের বিষয়—কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বিশিষ্টভাবে উচু করিতে এবং বেকারদিগের কাজ দিতে অপারগ হইয়াছেন"।

এই প্রস্তাবের শেষে এই কথাগুলি যোগ করা হউক :

"দুঃখের বিষয়—বিস্তর টাকা ব্যয় করা সত্ত্বেও সমাজ উন্নয়ন ব্লকগুলি এবং ন্যাশানাল এক্সটেন্শন্স ব্লকগুলি খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে জনগণকে প্রেরণা দিতে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন"।

এই প্রস্তাবের শেষে এই কথাগুলি যোগ করা হউক :

"পরিতাপের বিষয় কমনওয়েল্থের গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া আসিবার ইচ্ছার কোনোরূপ নিদর্শন দেওয়া হয় নাই"।

এই প্রস্তাবের শেষে এই কথাগুলি যোগ করা হউক—

"দুঃখের বিষয়—পাকিস্তানকে আমেরিকা যে সামরিক সাহায্য দিতেছে তদ্বিষয়ে কোনো প্রতিবাদ করিবার বিষয়ে কোনো আভাস দেওয়া হয় নাই"।

"পরিতাপের বিষয়—রাষ্ট্রপতির ভাষণে বেরুবাড়ী ইউনিয়ন যাহা ভারতের এক সম্পূর্ণ অংশ তাহা হস্তান্তর করার বিষয়ে—কোনো উল্লখ নাই; এবং পাকিস্তান কর্ত্তৃক ভারতের সীমানার মধ্যে আক্রমণ চালান বন্ধ করার বিষয়ে কোনো আশ্বাস দেওয়া হয় নাই।

এই প্রস্তাবের শেষে এই কথাগুলি যোগ করা হউক :

"দুঃখের বিষয়—সরকার দ্বিভাষিক বোম্বাইকে বিভক্ত করিয়া দুইটি একভাষিক রাজ্য—সংযুক্ত মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং মহাগুজরাট রাজ্য গঠন করিবার বিষয়ে কোনোরূপ আশ্বাসসূচক ব্যবস্থা করিতে অপারগ হইয়াছেন"।

এই প্রস্তাবের শেষে এই কথাগুলি যোগ করা হউক :—

"পরিতাপের বিষয়—রাষ্ট্রপতির ভাষণে পশ্চিম বাংলার ফরক্কা ব্যারেজ (বাঁধ) নির্মাণ করা সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নাই"।

এই প্রস্তাবের শেষে এই কথাগুলি যোগ করা হউক :—

"দুঃখের বিষয় রাষ্ট্রপতির ভাষণে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ যাহা পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সন্তোষজনক হইতে পারে—সেরূপ বিবরণের কোনো উল্লেখ নাই।"

এই প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক :—

"দুঃখের বিষয়—সিদ্রি ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরীর অসন্তোষজনক কার্য্যাবলীর কোনো উল্লেখ রাষ্ট্রপতির ভাষণে নাই।"

এই প্রস্তাবের শেষে এই কথাগুলি যোগ করা হউক :—

"দুঃখের বিষয়—রাষ্ট্রপতির ভাষণে স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত সাধারণ কর্পোরেশনগুলির উপর কার্য্যকরী নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো উল্লেখ নাই।"

"দুঃখের বিষয়—কেন্দ্রীয় সরকার দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক উৎপন্ন বিদ্যুৎ বেসরকারী বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বিক্রয় করিতে পশ্চিম বাংলা রাজ্যকে উপদেশ দিতে পারেন নাই।"

"পরিতাপের বিষয়—বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সার্ভে করিয়া দেশের সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতির কথা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির ভাষণে কোনো নিদর্শন নাই।"

এই প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক :—

ক) "পরিতাপের বিষয়—শিল্প সংস্থাগুলির জাতীয় করণ শ্রমিকদের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায়—সেগুলির জাতীয় করণ বন্ধ করিবার বিষয়ে,

খ) "যে শিল্প সংস্থাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যাহার ফলে ৩০ হাজার শ্রমিক বেকার হইয়াছে সেগুলিকে সরকার নিজ পরিচালনায় লইবার বিষয়ে এবং

গ) প্রেস কমিশনের অনুমোদনগুলি সরকারের বিবেচনাধীনে থাকাকালীন সময়ে যে সমস্ত কার্য্যরত সংবাদপত্রের কর্ম্মচারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইবে তদ্বিষয়ে—তাঁহাদিগকে আশ্বাস দেওয়া বিষয়ে—রাষ্ট্রপতির ভাষণে কোনো উল্লেখ নাই।"

এই প্রস্তাবের শেষে এই কথাগুলি যোগ করা হউক :—

"দুঃখের বিষয়—কেন্দ্রীয়সরকার যথেষ্ট পরিমাণে চাউল সরবরাহ করিতে অক্ষম হইয়াছেন।"

এই প্রস্তাবের শেষে এই কথাগুলি যোগ করা হউক :—

"দুঃখের বিষয়—চিনাকুড়ি কলিয়ারী দুর্ঘটনায় তদন্তকারী কোর্টের রিপোর্ট সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির ভাষণে কোন উল্লেখ নাই।"

এই প্রস্তাবের শেষে এই কথাগুলি যোগ করা হউক :—

"পরিতাপের বিষয় গোয়া এবং পর্ত্তুগালের অধীন খণ্ড গুলিকে মুক্ত করিবার বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণে কোনো উল্লেখ নাই।"

"পরিতাপের বিষয়—একই প্রণালীর বর্ত্তমান বিভিন্ন স্কুলগুলির বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার মান উঠাইয়া দিয়া সর্ব্বত্র শিক্ষার মান সমান করা বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণে কোনো উল্লেখ নাই।"

"পরিতাপের বিষয়—কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে বিভিন্ন খাতে ব্যয় করিবার জন্য যে অর্থ সাহায্য করেন—তাহার সদ্ব্যবহারের উপর কার্য্যকরী নিয়ন্ত্রণ রাখার বিষয়ে এবং অর্থ সাহায্যের সমানতা করার জন্য যে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য করা হয় (matching grants) তাহা বন্ধ করিয়া দিবার বিষয়ে কোনো উল্লেখ নাই।"

শ্রীমতী মিনি সর্দ্দারিণের মামলা ও ম্যাজিষ্ট্রেটের বেআইনী আচরণ

এই সম্পর্কে মুক্তির বিগত সংখ্যায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত লেখাটি আমিই লিখিয়াছি। কিন্তু নাম দিতে ভুল হইয়াছে। কোর্ট অবমাননার অপরাধ নামক আইনটি খাড়া রাখিয়া তাহার আড়ালে বহু সময় বিচারের নামে অবিচার, দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্র সমূহ চালাইবার এক ভাল সুযোগ করিয়া রাখা হইয়াছে। কোর্ট অবমাননার অজুহাতে বহু সময়ে সত্য তথ্যকে চাপা দেওয়া হয়। বিহার আমলে ইহার বহু জলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি। তথ্য প্রমাণ দ্বারা বিচারকদের অন্যায় অপকর্ম সমূহের বিরুদ্ধে দাঁড়ানও যেমন জাতীয় কর্ত্তব্য—তেমনি প্রয়োজন বোধে কোর্ট অবমাননা সম্পর্কিত এই আইনটির প্রতিও সমুচিত উপেক্ষার প্রয়োজন হয়।

বিগত মুক্তির ১১শ সংখ্যায় লিখিত পত্রটি কোন দৃষ্টিতে কিভাবে লিখিত হইয়াছে—জনসাধারণই তাহার বিচার করিবেন। সিংহাসনে আরূঢ় বিচারকদের খাঁড়া যদি উদ্যত হয়—তাহাতে মাথা বাড়াইয়া দিবার জন্য—এই পত্রে আমিও আমার দায়িত্ব স্বীকার করিলাম।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত
দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোদ, কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কোন রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাগুরিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্ট্রিক আল্‌সার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গান্ধী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাইয়াছেন। ১২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৫৲ টাকা। স্পেশাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ ; বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান,
পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষায়তন
"দক্ষিণী" অনুমোদিত
রবীন্দ্র পরিষদ, পুরুলিয়া

শিক্ষায়তনের নূতন বর্ষারম্ভ আগামী ১লা বৈশাখ হইতে। ১৮ই চৈত্র (১লা এপ্রিল) হইতে ১লা বৈশাখ (১৫ এপ্রিল) নতুন পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিবে। শান্তিনিকেতনের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ শিক্ষায়তনে শিক্ষাদান করেন। অন্তপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের "দক্ষিণী" প্রদত্ত ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে শ্রীমৃদুলা সিংহের নিকট এবং শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে বিশদ বিবরণের জন্য খোঁজ করুন।

যুগ্ম সম্পাদক
রবীন্দ্র পরিষদ, পুরুলিয়া

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তিপ্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৬ই চৈত্র ১৩৬৫—৩০শে মার্চ ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য ৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

পুরুলিয়ায় রেলের সময় তালিকা
ও রেল সংক্রান্ত অসুবিধা সম্বন্ধে
রেল কর্ত্তৃপক্ষের অভিমত

লোকসভার সদস্য শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত পুরুলিয়ার রেলযাত্রী জনসাধারণের যে অসুবিধা হইতেছে সে সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব করিয়া রেল কর্ত্তৃপক্ষকে জানান এবং সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে অনুরোধ করেন। এবিষয়ে রেল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে জবাব পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে প্রকাশ করা হইল।

বিভূতিবাবুর প্রস্তাব

১। (ক) বর্ত্তমান ১ এএ আপ্রা-আসনসোল সাটল ট্রেনটি পুরুলিয়া হইতে রাত ৪৷৷ টার সময় ছাড়িবার ব্যবস্থা করা হোক যাহাতে আসনসোলে গোমো-হাওড়া এক্স-প্রেসটি ধরিতে পারে।

খ) এই ট্রেনটি অতঃপর আসনসোল হইতে ছাড়িয়া পুরুলিয়ায় বেলা ১০।১১ টায় পৌছিয়া চাঙ্গিল যাইবে।

রেল কর্ত্তৃপক্ষের জবাব

১। ১ এএ ও ২ এএ সাটল ট্রেনটি পুরুলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তার করা সম্বন্ধে গভীরভাবে বিবেচনা করা হইয়াছে। কিন্তু অসুবিধাগুলি এতো অসংখ্য যে কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা তাহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইল না। কারণ এই—

ক) পুরুলিয়াতে গাড়ীটি রাখিবার জন্য কোন বাড়তি লাইন নাই।

খ) পুরুলিয়াতে ইঞ্জিন ঘুরানোর কোন ব্যবস্থা নাই।

গ) ইহা চাণ্ডিল হইতে ছাড়িয়া পুরুলিয়ায় বেলা ৩টায় পৌছিবে এবং তথা হইতে আদ্রা হইয়া আসনসোল যাইবে।

ঘ) ইহা আবার আসনসোল হইতে ছাড়িয়া রাত্রে পুরুলিয়ায় পৌছিবে এবং সেখানে রাত্রে থাকিয়া ভোর ৪॥ টায় আসনসোল রওয়ানা হইবে।

২। পুরুলিয়া হইতে সন্ধ্যা ৬ টায় যে গাড়ী কলিকাতার জন্য ছাড়ে তাহার সময় রাত্রি ৮টা করা হোক।

৩। পুরুলিয়া ষ্টেশনের উত্তরে বাঁকুড়া রোডের উপর যে রেলওয়ে ক্রসিং আছে—তাহার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় চলাচলের নিতান্ত অসুবিধা হইতেছে—সুতরাং হয় কোন আণ্ডার গ্রাউণ্ড ক্রসিং অথবা অন্য ব্যবস্থা করা হোক।

গ) পুরুলিয়া হইতে আনাড়া লাইনে যে মালগাড়ী চলিতেছে—তাহা এতো বেশী যে আর বেশী কোন গাড়ী চালাইতে পারা যাইবে না। উপরন্তু মালগাড়ীর সংখ্যা আরও বেশী বাড়িবার সম্ভাবনা আছে।

ঘ) ইহা চালান সম্ভবপর নয়।

২। প্রধানতঃ সকালে হাওড়াতে অল্প সময় বাদে বাদে বহু গাড়ী আসে। সুতরাং প্লাটফরম খালি পাওয়ার ব্যবস্থার সহিত এই গাড়ীটির হাওড়া পৌছিবার সময়ের সঙ্গতি রাখা দরকার।

৩। সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক ইহা পরীক্ষাধীনে আছে এবং এবিষয়ে যথাসময়ে পত্র দ্বারা জানান হইবে।

পুরুলিয়া বেগুনকোদর ছোট লাইন ও পুরুলিয়া লোকোসেড উঠাইবার সম্বন্ধে বিবৃতি

গত ২৯শে মার্চ্চ শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত এম, পি নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

ধানবাদের চন্দ্রপুরা হইতে একটী নূতন বড় রেলওয়ে লাইন বেগুনকোদরের নিকট জয়দাকতে আসিয়া পুরুলিয়া রাঁচী ছোট লাইনের সহিত মিশিয়াছে, এখান হইতে রাঁচী পর্য্যন্ত ছোট লাইনের পরিবর্ত্তে বড় লাইন বসান হইবে। কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

এবিষয়ে বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পাওয়া যায় যে পুরুলিয়া হইতে জয়দাকু (বেগুন কোদর) পর্য্যন্ত এই প্রায় ২২ মাইল ছোট লাইনটী সম্পূর্ণ তুলিয়া দেওয়া হইবে। পুরুলিয়া হইতে ছোট লাইন সংক্রান্ত লোকো সেডটীও নাকি স্থানান্তরিত করা হইবে।

প্রথম অবস্থায় এবিষয়ে শুনিয়া আমি রেল মন্ত্রী শ্রীজোগ জীবন রামের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে বলেন যে—ছোট লাইন তুলিবার এখন কোন কথা নাই। এই সংবাদ মুক্তিতে প্রকাশিত হয়।

গত ডিসেম্বর মাসে আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারি যে পুরুলিয়া হইতে বেগুন কোদর পর্য্যন্ত ছোট লাইনটী তুলিয়া দিবার আদেশ হইয়াছে। ইহা জানিয়া আমি রেলওয়ে বোর্ডের কর্তৃপক্ষের সহিত দেখা করি। তাহারা বলেন এরকম কোন আদেশ দেওয়া হয় নাই। তাহারা আরও জানান যে—কোন প্রদেশে যে রেল লাইন দশ বৎসরের পুরাতন—তাহা তুলিয়া দিতে হইলে রাজ্য গবর্মেণ্টের সহিত পরামর্শ না করিয়া তোলা হয় না।

এই তথ্যের ভিত্তিতে আমি শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদারের সহিত কলিকাতায় দেখা করি। তিনি আমাকে জানান যে বাংলা গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে এই লাইনটীকে (পুরুলিয়া হইতে বেগুন কোদর) বড় লাইনে পরিণত করিতে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ছোট লাইনটী তুলিয়া দিবার সম্বন্ধে রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষহইতে তাহাদের নিকট কোন সংবাদ বা নোটিশ আসে নাই।

ইহার পরে আমার সভাপতিত্বে পুরুলিয়াতে একটী সর্ব্বদলীয় সম্মেলনে ও জনসভায় রেল লাইন ও লোকো সেডটী তুলিয়া দিবার বিরুদ্ধে একটী প্রস্তাব গ্রহণ করা

(১০মপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

১৬ই চৈত্র, সোমবার

রিলিফ—টেষ্ট রিলিফ

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি—কিন্তু এখনই দেশে হাহাকার আরম্ভ হইতে চলিয়াছে—অন্ন নাই, খাদ্য নাই, কাজ নাই, খাদ্যের ব্যবস্থা নাই। মধ্যবিত্তের মেরুদণ্ড ভগ্নপ্রায়, যাহা পায় তাহা দ্বারা কিছুতেই আর চালান সম্ভব হইতেছে না, ছোট খাট ব্যবসাদার যাহারা দিন মজুরের মতো উদয়াস্ত খাটে তাহারা কোন কূল কিনারা পাইতেছে না দরিদ্র জনসাধারণ সে চাষীই হোক আর মজুরই হোক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতেছে। ধান হইলেই কি, আর না হইলেই কি—অবস্থার হের ফের নাই। ইংরেজ আমলে দুর্ভিক্ষটা একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ছিল কংগ্রেসের স্বরাজী আমলে এটা বাৎসরিক ব্যাপার! চিরন্তন !!

সেই জন্যই জিলায় জিলায় একটা স্থায়ী রিলিফ কমিটী খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে—চৈত্র মাস আসিলেই তাহারা রিলিফের জন্য মিটিং করে এবং টেষ্ট রিলিফের টাকার জন্য তাহাদের ফিরিস্তি পাঠায়। টাকা আসে—রিলিফের নামে সেটা রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সমর্থকদের মধ্যে ষোল আনার মধ্যে বারো আনা বণ্টিত হয়। বাকী চার আনার কাজ হয়তো হয়। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশিত হয় পুরুলিয়া জিলায়—২১ লক্ষ টাকা রিলিফে খরচ করা হইয়াছে।

রিলিফের কাজে কর্তৃপক্ষের একটা বিশেষ উৎসাহ রাস্তার ব্যাপারে দেখা যায়। রাস্তার কাজের জন্য রিলিফে ইহাদের ভয়ানক উৎসাহ—অধস্তন পর্য্যায় পর্য্যন্ত খুসিতে মসগুল। ২১ লক্ষ টাকার জায়গায় ৪২ লক্ষ টাকা দাবী করিবে বল—চাসিমুখে ইহারা তোমাকে ধন্যবাদ দিবে—ভূতপূর্ব্ব ও ভাবী আমীন মোহরার তোমাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে। কারণ যত বেশী টাকা রিলিফে বরাদ্দ হয় তত বেশী ইহাদের লাভ—বিশেষতঃ রাস্তার কাজে। বিনা মূলধনে বাস্তবিক এমন হাজার হাজার টাকা—লাভের মহান সেবাব্রতের ব্যবসায় আর কি আছে? এই দুর্ভিক্ষের দিনে গত বছর যখন না খাইয়া লোক মরিতেছে, তখন গ্রামের একটী লোক দালান তুলিতে লাগিল। লোকে আশ্চর্য্য হইল পাড়ার মেয়েরা দালানীর মাকে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ গো এই যে সে দিনই তুই আমাদের ঘর থেকে ধান ধার করে নিয়ে এলি—আজ দালানের পয়সা কোথায় তোর বেটা পেল? গর্বিতা মাতা উত্তর দিলেন—জানিস না, বেটা যে আমার এখন রিলিফের কারবার করে?

হাজার হাজার লোক পেটের জ্বালায় রাস্তার মাটী কাটে—তার চেয়ে বেশী লোকের অনশনে দিন কাটে, আর তাহাদের প্রাপ্য কাটিয়া আমীন মুহুরী, সি, ও, সুপারিশকারী ও তদ্বিরকারীর শূন্য তহবিল ভরিয়া ওঠে, ভরা তহবিল উপচিয়া পড়ে। সরকার তাহার "রিলিফ ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল"—রিপোর্টে লেখে পুরুলিয়ার রিলিফের জন্য খরচ ২১ লক্ষ টাকা। ভাগীদাররা ঠিক করে আসছে বারে ডবলের জন্য দাবী করিতে হইবে; এবার এক তালা হইয়াছে যত বছর রিলিফ চলিবে এক তালার উপর তত তালা উঠিতে থাকিবে।

তবুও রাস্তা যাহা হইয়াছে তাহা যদি কোনক্রমে চলিবার মতো হইত—কথা ছিল। কোন কোন রাস্তা তৈরী করিতে যাইয়া গ্রামের গো-গাড়ীর চলাচল পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে—এমনি রাস্তা! তুমি হাকিমদের বল—মৃদু হাসিয়া তোমায় তাহারা ঠাণ্ডা করিয়া দিবে—রাস্তা কিন্তু আর হইবে না। চোর, চুরি তুমি হাতে ধরিয়া, চৌকা গুণিয়া কাগজে কলমে, সাক্ষ্য প্রমাণ মায় রাস্তার অনস্তিত্ব দেখাইয়া—প্রতিকার করিতে বল, তাহারা আশ্বস্ত করিবেন—ব্যবস্থা করিতেছি। ব্যবস্থা হইবে—ব্যবস্থা হয়—চোরকে আর একটা রাস্তায় নিযুক্ত করিয়া হাজার টাকার জায়গায় দশ হাজার টাকা চুরির অবাধ সুযোগ দিয়া। লোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে—রিলিফের টাকার ভাগ নাই কার?

বর্ত্তমান সময়ে—বর্ত্তমান বৎসরে এখন হইতেই রিলিফ ও টেষ্ট রিলিফের কাজ বিশেষ করিয়া কতকগুলি স্থানে

একান্তভাবে হইবার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। কিন্তু দোহাই কর্তৃপক্ষের—এবার যদি রিলিফের টাকার ব্যবস্থা করিতেই হয়—রাস্তার জন্য নয়—কেবল বাঁধের জন্য করিও। একুশ লাখ টাকার মধ্যে বিশলাখ টাকা এমনিতেই বিলি হইবেই—তবু যদি লাখখানেক টাকা যদি খরচই হয় তাহা যেন কেবল সেচের জন্যই হয় জলের জন্যই হয়। পুরুলিয়া জিলায় যদি কিছু চাই—জল। হে ভাগ্য বিধাতারা, পুরুলিয়ার হতভাগ্য অধিবাসীদের চোখ হইতে পড়িবার মতো জলও নাই—শুকাইয়া গিয়াছে। তাহাদের রিলিফের রাস্তার আভাঙ্গা ঢেলায় আর হোঁচট না খাওয়াইয়া—কিছু জলের ব্যবস্থা যদি করিয়া দাও—অর্থ ও পুণ্য দুইই তোমাদের লাভ হইবে।

আমরা বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতেছি শিক্ষিত ভদ্র দায়িত্বের ভার লইয়া যাহারা আছেন এই ভারতবর্ষে তাহাদের মনুষ্যত্বের মান কি শোচনীয় পর্য্যায়ে আসিয়া নামিয়াছে! দেশের নামে কংগ্রেস সরকার অগণিত মানুষের দুঃখ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে আর সেই মনুষ্য সৃষ্ট-দুর্দশাকে পণ্য করিয়া তাহাদের শাসনযন্ত্র ব্যবসায়ে নামিয়াছে, আর সেই ব্যবসায়ের এজেন্টরূপে দেশের যত গৃধ্র ও শকুনি ক্ষুধার্ত্ত মানুষের হাড় হইতে চামড়া ঠোকরাইয়া খাইতেছে—এইতো টেষ্ট রিলিফের স্বরূপ!

তবুও রিলিফ না হইলে চলিবে না—এমনিই অবস্থা! মানুষ একদিকে ক্ষুধায় অমানুষ হইতেছে আর একদিকে লোভে অমানুষ হইয়াছে। এ বড় ভয়ানক অবস্থা! এই ক্ষুধিত অমানুষরাই যদি একদিন সত্যই অমানুষের মতো আচরণ করিয়া বসে—তখন তোমরা তাহাদের শায়েস্তা করিবার জন্য শাসন প্রহরণ প্রয়োগ কর। কিন্তু এইটাই সব সত্য নয়। এই অমানুষরাই একদিন অমানুষিকভাবে লুব্ধ অমানুষদের চামড়া ছাড়াইয়া লইয়া তাহাতে নূতন শাসন ব্যবস্থার সংবিধান রক্তের অক্ষরে লিখিয়া থাকে। ইহাই ইতিহাসের ধারা। তাই আজ বলিতেছি—হে ভাগ্য বিধাতারা তোমরা দিল্লীতেই থাক, কলিকাতাতেই থাক আর জেলাতেই থাক—একটু মানুষ হও—মানুষের কল্যাণের জন্য না হইলেও নিজেদের কল্যাণের জন্যই।

স্থানীয় সংবাদ

আবার চুরি

গত ৬ই মার্চ রাত্রি বেলায় রিফিউজি অফিসের তালা ভাঙ্গিয়া টাইপ রাইটারটি চুরির চেষ্টা হয়। প্রকাশ যে চোর চুরি করিয়া পলাইবার সময় কোন কারণে টাইপ ম্যাসিনটি রাস্তায় ফেলিয়া যায়। থানায় সংবাদ দেওয়া হইলেও ৭ তারিখে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত পুলিশ তদন্তে যায় নাই।

গত ১২ই মার্চ সন্ধ্যা ৬-৩০টার সময় নীলকুঠি ডাঙ্গার শ্রীলাল বিহারী চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে চুরি হয়। ঐ সময় কেহই ছিলেন না। ফাঁকা ঘর পাইয়া চোরে আনুমানিক ৫০টি ধুতি সাড়ি প্রভৃতি লইয়া চম্পট দেয়।

লাগদায় চুরি

৮ই মার্চ লাগদা গ্রামের জনৈক শ্রীশক্তিপদ ব্যানার্জির বাড়ীতে রাত্রিকালে সিঁদ দিয়া চোরে সমস্ত কিছু লইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, শক্তিবাবুর আর্থিক অবস্থা খারাপ। চোরে সমস্ত চুরি করার ফলে তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ ভীষণ সঙ্কটে পড়িয়াছেন।

চুরির অভিযোগ হইতে অব্যাহতি

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী চণ্ডিকর লেনে অবস্থিত শ্রীপ্রাণনাথ সরকার নামক জনৈক সাব রেজিষ্ট্রারের বাড়ীতে দিনের বেলায় চুরি হয়। তাঁহার অভিযোগ ক্রমে পুলিশ তাঁহার বালক ভৃত্য শ্রীজ্ঞানদা প্রসাদ ব্যানার্জিকে গ্রেপ্তার করে পরে যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। প্রকাশ যে, সাব রেজিষ্ট্রার কথিত তাঁহার বালক ভৃত্য সাবরেজিষ্ট্রী অফিসের স্থায়ী পিয়ন এবং সে সাব-রেজিষ্ট্রারের বাড়ীতে রাধুনীর কাজ করিত।

মানভূম লোক সেবক সংঘের জেলা কর্ম্মী সম্মেলন গত ১৪ই ও ১৫ই চৈত্র বলরামপুর থানায় সাগমা গ্রামে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আগামী সংখ্যায় মুক্তিতে প্রকাশিত হইবে। —মুঃ সঃ

বর্ত্তমান লোকসভার অধিবেশনে সাধারণ বাজেট সম্পর্কে বিভিন্ন খাতে টাকা বরাদ্দের চাহিদা

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে লোক সেবক সঙ্ঘের লোকসভার সদস্য শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত বিভিন্ন খাতে টাকা বরাদ্দের চাহিদা হইতে ১০০ টাকা কমাইবার যে ছাঁটাই প্রস্তাব (cut motion) গুলি দিয়াছেন তাহা নীচে দেওয়া হইল :—

১। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাজের জন্য টাকার বরাদ্দের চাহিদা হইতে ১০০ টাকা কমাইয়া দেওয়া হউক।

উদ্দিষ্ট বিষয়গুলি

(ক) সংবিধানের (constitution এর) ৩৪৭ ধারা মতে বিহার প্রদেশে বিশেষতঃ সিংভূম, ধানবাদ ও সাঁওতাল পরগণা জেলায় বাংলা ভাষাকেও সরকারী ভাষা বলিয়া স্বীকার করিবার আবশ্যকতা—

(খ) সংখ্যালঘু ভাষীদিগের অধিকার সমূহ রক্ষার উদ্দেশ্যে যে কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐ কমিশনকে ক্ষমতাসম্পন্ন কার্য্যকরী সমিতিরূপে গড়িয়া না তোলায়—

(গ) বিহার প্রদেশে অহিন্দীভাষী সংখ্যালঘু দিগের অধিকার সমূহ রক্ষার জন্য বিহার সরকারকে নির্দ্দেশ না দেওয়ায়

(ঘ) শাসন বিভাগে দুর্নীতি উচ্ছেদ করিতে অপারগ হওয়ায়

(ঙ) তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদিগকে উপযুক্ত বেতন না দেওয়ায়।

(চ) শাসন বিভাগে উপযুক্ত কর্মদক্ষতা (efficiency) আনয়নে অপারগতা।

(ছ) শাসন বিভাগে কর্মদক্ষতার এক মান (standard স্থাপন না করায়।

(জ) প্রদেশ সমূহে সংখ্যালঘু ভাষীদের অধিকার রক্ষার জন্য রাজ্য পুনর্গঠণ কমিশনের সুপারিশ কার্য্যে পরিণত না করায় এবং সংবিধানের (constitution এর) ২৯ এবং ৩০ ধারার বিধান অনুসারে ও তাহাদের অধিকার রক্ষা না করায়।

(ঝ) বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক না করায়।

(ঞ) ভাষার ভিত্তি অনুসারে প্রদেশগুলি পুনর্গঠনের আবশ্যকতা।

২। লোকগণনার (census) খাতে টাকা বরাদ্দের চাহিদা হইতে ১০০ টাকা কমাইয়া দেওয়া হউক :—

উদ্দিষ্ট বিষয়গুলি

(ক) বিহার প্রদেশের সেন্‌সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গত ১৯৫৬ সালে জুন মাসে যে ভাষা পুস্তিকা (Language handbook) প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতে মানভূম্ জেলার পুরুলিয়া সদরের বিভিন্ন গ্রামের পৃথক পৃথক ভাষীগণের যে সংখ্যা দেখান হইয়াছে তাহা সংশোধন করিয়া প্রকৃত সংখ্যা দেখাইবার আবশ্যকতা।

(খ) সেনসাসের কার্য্যাদি পরিচালনার জন্য একটী কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠান (effective machinery) গঠনের আবশ্যকতা।

(গ) বিহার প্রদেশে লোকগণনায় বিভিন্ন ভাষীদের প্রকৃত সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একটী পৃথক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান (machinery) গঠনের আবশ্যকতা।

(ঘ) লোকগণনার কার্য্যাদি সম্বন্ধে জনসাধারণের অভিযোগ সমূহের বিচারের জন্য—বিচার প্রতিষ্ঠান সমূহ (tribunals) গঠনের আবশ্যকতা।

৩ আইন দপ্তরের জন্য (Ministry of law) টাকা বরাদ্দের চাহিদা হইতে একশত টাকা কমাইয়া দেওয়া হউক।

উদ্দিষ্ট বিষয়

জনগণ বিচারালয় সমূহে যাহাতে কম খরচে, সহজে এবং শীঘ্র বিচার পাইতে পারে তজ্জন্য সেইরূপ সহজ বিচার কার্য্য বিধি প্রণয়ন করা আবশ্যকতা।

৪। নির্ব্বাচন (elections) খাতে টাকা বরাদ্দের চাহিদা হইতে ১০০ টাকা কমাইয়া দেওয়া হউক।

উদ্দিষ্ট বিষয়গুলি

(ক) ইলেকশন কমিশন কর্তৃক ইলেকশন সংক্রান্ত মোকদ্দমাগুলি তৎপরতার সহিত নিষ্পত্তির আবশ্যকতা।

(খ) ভোটার তালিকা (electoral rolls) শুদ্ধভাবে তৈয়ারী না করায়।

(গ) ধানবাদ সিংভূম ও সাঁওতাল পরগনা জেলায় ভোটার তালিকা বাংলা ভাষায় প্রস্তুত করিবার অবশ্যকতা।

(ঘ) নির্বাচন কালে গ্রাম্য নির্বাচন ক্ষেত্রগুলিতে ভোট দিবার স্থানে (polling booths এ) ভোটারদের সুবিধার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা না করায়।

৫। পূর্বাঞ্চলিক (eastern zonal) কাউন্সিলের টাকা বরাদ্দের চাহিদা হইতে ১০০ টাকা কমাইয়া দেওয়া হউক।

উদ্দিষ্ট বিষয়গুলি

(ক) পূর্বাঞ্চলিক কাউন্সিল তাহার এলাকাধীন রাজ্যগুলির সংখ্যালঘু ভাষীদের অসুবিধাও অভাব অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য না দেওয়ায় এবং।

(খ) সেইগুলির প্রতিকার জন্য সুপারিশ না করায়।

—•—

সার্ভে সেটেলমেণ্ট রেকর্ড তৈয়ার ব্যাপারে হিন্দীর অভিযান

অধুনা বিহারের অন্তর্গত চাণ্ডিল, পটমদা প্রভৃতি সম্পূর্ণ বাংলাভাষী অঞ্চলে সার্ভে সেটেলমেণ্ট রেকর্ডের পড়চা তৈয়ার করা হইতেছে হিন্দীভাষায়। বিহার সরকার বাংলাভাষায় অনভিজ্ঞ হিন্দীভাষী আমিন প্রভৃতি কর্মচারীগণকে এই কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা রায়তদিগের বাংলা দলিল দাখিলা প্রভৃতি পড়িতে পারেন না—এমন কি ইহাদের ভাষাও বুঝিতে পারেন না। তজ্জন্য রায়তগণ বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছে। তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না কাহার জায়গা কাহার নামে মাপ হইতেছে। ভবিষ্যতে তাহারা নিজেদের জায়গার স্বত্ব দখল প্রভৃতি ব্যাপারে বিশেষ গোলযোগে পড়িবে এবং বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

এই সব অঞ্চলের স্কুল সমূহে হিন্দীর আক্রমণ চলিতেছে। এমন কি নিম্নপ্রাথমিক বাংলা স্কুলের শিক্ষকদিগকে হিন্দীতে ট্রেনিং লইবার জন্য বাধ্যকরা হইতেছে।

লোক সভার সদস্য শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত এই সব বিবরণ জানাইয়া নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে পত্র লিখিয়াছেন :—

১। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু
২। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ
৩। আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন
৪। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী
৫। কংগ্রেস সেক্রেটারী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী
৬। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
৭। Chairman Linguistic Minority Commission, এলাহাবাদ

(সংখ্যালঘু ভাষী কমিশনের চেয়ারম্যান—এলাহাবাদ)

জাগো! কুম্ভকর্ণ!

পুরুলিয়া জিলায় শান্তিরক্ষকের দল কি ভাবে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিতেছেন তাহার আলোচনা আমরা পূর্বসংখ্যা মুক্তিতে করিয়াছি। পুরুলিয়া সহরে ও গ্রামাঞ্চলে চুরির সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। কতকগুলি চুরির ঘটনা আমরা পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছিলাম। এবারেও আরও কতকগুলি ঘটনা প্রকাশ করা হইল। কোন ঘটনারই অপরাধী আজ পর্যন্ত ধরা পড়িয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যায় নাই। চুরী ছাড়া সহরে সাইকেল চুরির সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান পুলিশ সাহেব কার্য্যে যোগ দিয়াই টাটা পর্যন্ত ধাওয়া করিয়া এক পলায়নপর ট্রাককে ধরিয়াছিলেন। আশা করা গিয়াছিল ইঁহার কর্ম্ম তৎপরতার গুণে জিলায় চুরি ও দুর্নীতির সংখ্যা কিছু কমিবে। কিন্তু যে হারে চুরি ও অন্যান্য দুর্নীতি বাড়িতেছে তাহাতে আমাদের সে আশা করা নিরর্থক মনে হইতেছে। বর্ত্তমান পুলিশ সাহেবের যে কর্ম্মতৎপরতা কার্য্যারম্ভে দেখা গিয়াছিল তাহা কি আশার ঝিলিক মারিয়াই অস্ত গেল? গরীব জনসাধারণের দেওয়া করের পয়সায় পুষ্ট এই শান্তিরক্ষকদের জাগ্রত নিদ্রা কবে ভাঙিবে?

পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় প্রদেশের সেচ ব্যবস্থা বিষয়ে লোক সেবক সংঘের সদস্যের বক্তৃতা

দেশব্যাপী সেচ সম্বন্ধে সরকার উদাসীন

অথচ এই সেচই ভারতের প্রাণশক্তি

অযোগ্য সরকারের হাতে ভারতের কৃষি আজ বিপন্ন

পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় সদস্য শ্রীলেটু মাঝি বিগত ২৭।২।৫৯ তারিখে নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন :—

আমাদের ধারণা ভারতের সর্বপ্রধান সমস্যা আজ সেচ। স্বাধীনতা লাভের পর ১১ বছর পার হল আজও লোক না খেয়ে মরে।

দেশের মানুষের বাঁচবার মত প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভিত্তি আজ চাই। সেই ভিত্তি আজ সম্ভব কৃষিতে। এবং সেই কৃষি আজ সম্ভব সেচে।

যতবড়ই পরিকল্পনা হোক দেশের কোটী কোটী মানুষের শক্তি যদি আজ কাজে না লাগে তবে পরিকল্পনা ব্যর্থ। গ্রামে গ্রামে সমস্ত ভারতব্যাপী সেচ ব্যবস্থাই দেশের কোটী কোটী মানুষকে সারা বছর কাজ দিতে পারে এবং এই শক্তিই দেশকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু এই সেচ পরিকল্পনার কোনো ধারনাই সরকারের হয় নি।

চিন্তাহীন ভাবে সামাজ যে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা করা হচ্ছে—তাতে অপব্যয়ের স্রোতই বইছে। এবিষয়ে আমাদের কাছে বহু অভিযোগ আছে—তদন্ত করার সাহস সরকারের যদি আছে—তবে অগ্রসর হোন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেচের নামে রাজনীতি হচ্ছে—অনুগ্রহ ভাজনদের পোষণ এবং পালন।

রাজনীতিই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে সেচের অভিনয়ে দেশ বাঁচবে না।

—•—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার শিল্প প্রসঙ্গে লোকসেবক সংঘ সদস্যের বক্তৃতা

অনুন্নত জেলায় শিল্পের প্রয়োজন ছিল

কিন্তু শিল্পোন্নতির কোনো চেষ্টা নাই

এই কংগ্রেস সরকারে শিল্পকে রূপ দেবার কোনো শিল্পী নাই

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিগত ১১।৩।৫৯ তারিখে লোক সেবক সংঘের সদস্য শ্রীচৈতন মাঝি বাজেট প্রসঙ্গে শিল্প বিষয়ে আলোচনাকালে নিম্নলিখিত ভাষণ প্রদান করেন :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমাদের অনুন্নত জেলায় কৃষি কাজের যে অবস্থা তাতে নূতন শিল্পের পত্তন অতি জরুরী ছিল। এবং এই জেলা শিল্পের অনুকূল ছিল। কয়লা কাছে, খনিজ-দ্রব্য কাছে, জেলাতেই বহু খনিজ দ্রব্য। কিন্তু কোনো চেষ্টা নেই।

এখানে কাগজের শিল্প হতে পারে, লোহার শিল্প হতেপারে এর ক্ষেত্র ও কারীগর বহু রয়েছে। সিমেণ্টের শিল্প হতে পারে। মার্কেল পাথরের শিল্প হতে পারে আরো বহু কিছু শিল্প হতে পারে।

কিন্তু শিল্পকে রূপদেবার শিল্পীরই আজ অভাব। সেজন্য সব সুযোগ থেকেও আমাদের কিছুই হচ্ছে না।

—•—

মানভূম (পুরুলিয়া) জেলা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বিংশতিতম অধিবেশন ও

জেলা কৃষি, কারু, চারু, শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের আয়োজন

মানভূম (পুরুলিয়া) জেলার কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান "মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথির উদ্যোগে আগামী এপ্রিল মাসের ২১শে হইতে অথবা ২৪শে এপ্রিল ৫৯ হইতে—"জেলা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন" ও শাখা অধিবেশন রূপে জেলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন "জেলা সঙ্গীত সম্মেলন ও জেলা কৃষি, কারু, চারু, শিল্প ও শিল্প প্রদর্শনী প্রভৃতি অন্যান্য বৎসরের মত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সঙ্গীত শিল্পী, সুধীজন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সম্মেলন সমূহে সভাপতিত্ব, উদ্বোধন কর্ত্তা ও প্রধান অতিথিরূপে যোগদান করিবেন। বিশিষ্ট কীর্ত্তনীয়া, বাউল সম্প্রদায় ও জেলার ছৌ নৃত্য, লাটা নৃত্য, ঝুমুর প্রভৃতির বিশিষ্ট বিভিন্নদলকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান হইতেছে। জেলা শিল্প প্রদর্শনীতে দ্রব্যাদি প্রদান করিতে জেলার সকল সরকারী আধা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও উৎসাহী ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতেও অনুরোধ জানান হইয়াছে। প্রদর্শনীতে প্রদত্ত প্রশংসনীয় দ্রব্যাদির জন্য গুণানুসারে পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র প্রদান করা হইবে। সম্মেলন সমূহ সর্বাঙ্গীন সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে জেলাবাসী সকলকে সর্বপ্রকারে ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রদান করিতে আবেদন করা হইয়াছে। সম্মেলন সংক্রান্ত অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণের জন্য শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক, মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথি পোঃ পুরুলিয়া জেঃ পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

শোক সংবাদ

বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত গুড়ুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সিংহ দেব গত ১৯শে ফাল্গুন মঙ্গলবার রাত্রি ৮টায় সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল।

তিনি তিন পুত্র, এক কন্যা বহু নাতি নাতিনী ও আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। কেশববাবু ও তাঁহার বাড়ীর সকলেই সর্ব্বদা দেশের ও দশের কল্যাণের পথে সেবামূলক কাজে ব্রতী ছিলেন। বর্তমানে তাঁহার বাড়ীর সকলেই লোক সেবক সংঘের সমর্থক ও কর্মী হিসাবে কাজ করিতেছেন। প্রথমে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন, পরে যখন মানভূমে বাংলা ভাষার উপর অত্যাচার সুরু হইল তখন কংগ্রেসের কাজে ইস্তফা দিয়া বাংলা ভাষা রক্ষার জন্য মানভূমে লোক সেবক সংঘের যে কোন আন্দোলন আসিয়াছে তাহার কোনটিতেই পিছনে ছিলেন না। টুই আন্দোলনে ও বঙ্গ অভিযানে তাঁহার দুই পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিন্দ্রনাথ সিংহ দেব ও শ্রীহরিপদ সিংহ দেব যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি বহু দিন হইতে গীতা, রামায়ণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ প্রত্যহ পাঠ করিতে ও তদনুসারে কর্ম্ম করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। মৃত্যুকালেও তিনি অপরের মুখে গীতা শুনিতে শুনিতে ও নিজে রাম নাম করিতে করিতে সজ্ঞানে পরলোক গমন করিয়াছেন।

এই শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন এবং তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার শান্তি কামনা করি।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।

বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত বারঘুই (আমবাগান) গ্রাম নিবাসী শ্রীহরিপদ নাপিত জানাইতেছেনঃ—যে গত ১৬ই মার্চ্চ সোমবার দিন রাত্রি প্রায় ১২।০, ১টার সময় আমার বাড়ীর চতুর্দ্দিকে কে বা কাহারা অগ্নিসংযোগ করে। আমরা সকলেই নিদ্রিত ছিলাম। আমার ঘরটী খড়ের ছাউনী, সেই জন্য অতি অল্প সময়েই আগুন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে এবং আগুনের আঁচ পাইবা মাত্র আমরা জাগ্রত হই। আমরা এই আকস্মিক বিপদে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়ি এবং নিজেরা কোনমতে শিশু সন্তান সন্ততি ও গরু বাছুর সহ বাড়ীর বাহিরে যাই, কিন্তু ঐ আগুনের কবল হইতে কোন জিনিষ পত্র বাহির করিতে সমর্থ হই নাই। আমার ৮ পুড়া ধান্য পরিমাণ ৮০/মণ, চাউল ১০/মণ, খড়ের গাদা দুইটী এবং ঘরের অন্যান্য যাবতীয় সামগ্রী পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া যায়। আমার চীৎকারে বান্দোয়ানের বহুলোক ও প্রতিবেশীগণ জমায়েত হন কিন্তু আগুনের প্রাবল্য এতদূর বাড়িয়া উঠে যে নীরব দর্শকের মত দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। ঘরের মধ্যে কেহ প্রবেশ করিতে না পারায় উক্ত ধান, চাউল, বাসন কোসন, গহনাপত্র ও নগদ টাকাকড়ি সহপ্রায় ৭০০।৮০০ টাকা মূল্যের জিনিষ আগুনে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া যায়।

এমতাবস্থায় আমি সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছি। সংসার চালাইবার ও মাথা গুঁজিবার কোন সংস্থান নাই। যাহাতে উপযুক্ত সরকারী সাহায্য পাই তজ্জন্য আপনার 'মুক্তি' পত্রিকার মধ্য দিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাইতেছি।

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রতিবাদ

গত ৯ই চৈত্র তারিখে আপনার মুক্তি পত্রিকার ১২শ সংখ্যায় আদ্রা সার্কেলের সাবইনসপেক্টার মহোদয়ের নামে মতিহারা গ্রাম নিবাসী হরিপদ ভট্টাচার্য্য নামিত পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ উক্ত মন্তব্য সম্বন্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করি।

১। মতিহারা নামে কোন গ্রাম কাশীপুর বা সাঁতুড়ি থানায় কিম্বা এঅঞ্চলে আছে বলিয়া শুনি নাই, ঐ নামকে যদি মনিহারা বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই যে মনিহারা বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে হরিপদ ভট্টাচার্য্য নামে ব্যক্তি নাই। এমন কি মনিহারা গ্রামে আজ পর্য্যন্ত কোন ভট্টাচার্য্য উপাধিধারী ব্যক্তি বাস করে না।

২। সাবইনসপেক্টার মহাশয়ের নামে যে অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহা ভিত্তিহীন, ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত কারণ আমাদের মনিহারা কেন্দ্রের শিক্ষকগণের পক্ষ হইতে ইহা আমরা স্থির ভাবে জানাইতেছি যে অর্থ সংক্রান্ত কোনরূপ চুক্তি তাঁহার সহিত কাহারও হয় নাই, বা এরূপ কোন সংবাদও অবগত হই নাই।

আশা করি অভিযোক্তা এ বিষয়ে নিজের নাম ঠিকানা প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশিত করিয়া সৎসাহস ও সুবিবেচনার পরিচয় দিবেন। অজনামের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া এক জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা অবশ্যই অত্যন্ত নিন্দাজনক ব্যাপার। আশাকরি আমাদের এই প্রতিবাদ পত্র পরবর্ত্তী মুক্তি সংখ্যায় ছাপাইয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি—

মনিহারা কেন্দ্রের শিক্ষকগণের স্বাক্ষর—

শ্রীদাশরথি বন্দোপাধ্যায়—মনিহারা বালক প্রাইমারি স্কুল, শ্রীশরৎ চন্দ্র গাঙ্গুলী—অদালি প্রাইমারি স্কুল, শ্রীপশুপতি আচার্য্য—কেতন কিয়ারী প্রাইমারী স্কুল, শ্রীবসন্ত কুমার গাঙ্গুলী—আগবাবাদ প্রাইমারী স্কুল, শ্রীফকির চন্দ্র মিশ্র—এঙ্গারাডিহি নিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়, শ্রীবীরেন্দ্র নাথ মাহাত—ফুষড়া প্রাইমারী স্কুল, শ্রীক্ষিতিধর মুখোপাধ্যায়—ছেলিয়া স্কুল।

(২য় পৃষ্ঠার পর হইতে)

পুরুলিয়া বেগুনকোদর ছোট লাইন ও পুরুলিয়া লোকোসেড উঠাইবার সম্বন্ধে বিবৃতি

হয়। সেই প্রস্তাবটী কেন্দ্রীয় রেল কর্তৃপক্ষের নিকট আমি পাঠাই। বাংলা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর নিকট হইতে আমি তাহার প্রাপ্তি স্বীকার পত্র পাই। অতঃপর শোনা যাইতেছে যে লোকো সেডের জিনিষ পত্র নাকি স্থানান্তরিত করা হইতেছে।

এই রেল লাইনটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং জন স্বার্থের দিক দিয়া খুবই জরুরী। পুরুলিয়া পর্য্যন্ত এই ২২ মাইল রাস্তা ছোট লাইনকে বড় লাইনে পরিণত করিতে রেল কর্তৃপক্ষের আপত্তির কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষ যেরূপ মনোভাব দেখাইতেছেন তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।

জনসাধারণ—এবিষয়ে আতঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। এবং প্রয়োজন হইলে ইহার বিরুদ্ধে যে কোন আন্দোলন হইতে পারে। সাধারণতঃ লোকের এই ধারণাই প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে যে ইহার পশ্চাতে পুরুলিয়ার প্রতি অবাঞ্ছনীয় রাজনৈতিক মনোভাবের জন্যই এরূপ একটী যুক্তিহীন ও জনস্বার্থ বিরোধী কাজ হইতে চলিয়াছে। জনসাধারণের এই ধারণা হয়তো অমূলক নয়।

আমি আশা করি কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে অবহিত হইবেন। এই রেল লাইনের সহিত মানভূমের জনসাধারণের এবং পুরুলিয়া সহরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও জড়িত। ইহাকে উপেক্ষা করা কোন দিক দিয়াই সঙ্গত হইবে না বলিয়াই আমি মনে করি।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোদ, কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কোন রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাগুরিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্টিক আলসার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদেই প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গোল্ড) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাইয়াছেন। ১২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৫৲ টাকা। স্পেশাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ ; বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষায়তন

"দক্ষিণী" অনুমোদিত

রবীন্দ্র পরিষদ, পুরুলিয়া

শিক্ষায়তনের নূতন বর্ষারম্ভ আগামী ১লা বৈশাখ হইতে। ১৮ই চৈত্র (১লা এপ্রিল) হইতে ১লা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল) পর্য্যন্ত নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিবে। শান্তিনিকেতনের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ শিক্ষায়তনে শিক্ষাদান করেন। অন্তপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের "দক্ষিণী" প্রদত্ত ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে শ্রীমুদুলা সিংহের নিকট এবং শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে বিশদ বিবরণের জন্য খোঁজ করুন।

যুগ্ম সম্পাদক
রবীন্দ্র পরিষদ, পুরুলিয়া

শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী চাই

আগরডি জুনিয়ার হাই স্কুল ও বালিকা নিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের জন্য নিম্নলিখিত শিক্ষক মণ্ডলী ও শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতানুসারে। বাসস্থান ফ্রি। যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত আছে। সত্বর নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

১) ট্রেণ্ড বি, এ, একজন
২) বি, এস, সি, একজন
৩) ম্যাট্রিক কাব্যতীর্থ একজন
৪) লেডী ম্যাট্রিক টিচার একজন।

শ্রীজয়রাম মাহাত
সেক্রেটারী
পোঃ আগরডি
পুরুলিয়া

শ্রীরামচন্দ্র আধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তিপ্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৩শে চৈত্র ১৩৬৫—৬ই এপ্রিল ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য ৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

ভারতের জাতীয় সপ্তাহ সমাগত

৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত

১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল জন-চেতনার সূচনা দিবস

ঐ বর্ষে ১৩ই এপ্রিলে অনুষ্ঠিত জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি দিবস জাতির আত্মদানের প্রেরণা

স্বাধীনতার সংগ্রামজীবনের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়—জাতীয় সপ্তাহ। ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল, ভারত সেদিন এক নূতন ঐক্যবদ্ধ জাগরণে উদ্বুদ্ধ হয়। ঐ বর্ষে ১৩ই এপ্রিল ভারতের উদ্যত এই জন-চেতনাকে নিষ্পেষিত করিতে বিদেশী সরকার সেদিন যে নির্ম্মম দমনের তাণ্ডব চালায়—সেই বিপুল আঘাতকে সহ্য করিয়া ভারতের অন্তরাত্মাও সেদিন অহিংস সংগ্রামের পথে চলিবার মহান আত্মশক্তির পরিচয় প্রদান করে। এই দিবসের স্মরণ, মনন ও অনুষ্ঠানপালনের দ্বারা যেন আমরা জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করি—ইহাই অনুরোধ। ইতি

নিবেদক—অতুলচন্দ্র ঘোষ
পরিচালক, লোক সেবক সংঘ

(দশম পৃষ্ঠার পর হইতে)

জেলা সম্মেলন নূতন ধারায় উদ্‌যাপিত

করিয়া প্রস্তাবে দাবী করা হইয়াছে যে, অবিলম্বে সরকার জনগণের যুক্তি অনুধাবন করুন ও ভীতি নিরসনের ব্যবস্থা করুন। তাঁহাদের দাবী যুক্তি সঙ্গত হইলে সরকার তদনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। কুখ্যাত বিহার পঞ্চায়েতী ধারা আরো দীর্ঘকাল কায়েম রাখার ব্যবস্থা করায় সরকারের এই উদ্দেশ্যমূলক আচরণের তীব্র নিন্দাবাদ জানান। জেলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশের ক্রমবর্দ্ধমান অবাঞ্ছিত আইনবহির্ভূত কার্য্যধারা সমূহের প্রতি তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

সংঘের বর্তমান অর্থনৈতিক কর্মধারা অনুসারে কতকগুলি কার্য্যকরী কর্ম তালিকা গ্রহণ করা হয়। কর্মী শিক্ষার উপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিয়া এবিষয়ে একটি প্রস্তাব লওয়া হয়। সংঘের সংগঠন, সাগমা কৃষি কেন্দ্রের প্রসার, সংকটমুক্তি আন্দোলনের পরবর্ত্তী কর্মধারা প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয়। কর্ম্মীরা নব পরিকল্পিত কর্মধারা বিষয়ে এক নূতন দায়িত্ব অনুভব করিয়াছেন। তাঁহাদের কর্মজীবনে এক নূতন কর্মধারা নূতন শক্তি ও নূতন প্রেরণা দিয়াছে। সংঘের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় দেখা দিয়াছে।

ধ্বনি সহকারে সম্মেলনের শেষ অধিবেশন সমাপ্ত হয়। ধ্বনি পরিচালনা করেন—শ্রীচিত্ত ভূষণ দাসগুপ্ত। জনসভা ও সম্মেলনে সঙ্গীতাংশে যোগদান করেন :—শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত, শ্রীআহু আনসারী, শ্রীমানিক রাম মাহাত, শ্রীকৃষ্ণ কিশোর মাহাত, শ্রীচয়েন মাহাত, শ্রীরাজেন্দ্র মাহাত ও চাণ্ডিল ইচাগড় থানার দল। মাঝিড়িড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ "বাংলার মাটি বাংলার জল" সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করে। কর্ম্মীশিবির পরিচালনা করেন—শ্রীবলরাম মাহাত। সমবেত কৃষি কর্মপরিচালনা করেন—শ্রীচুনারাম মাহাত, শ্রীঠেলু মাহাত, শ্রীভজহরি মাহাত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ চৌধুরী।

সম্মেলন মণ্ডপ—ভারতের মহামানবদের প্রতিকৃতি, ও পদ্ম পলাশ পুষ্পে ও আম্রপল্লব ও আলিপনায় সজ্জিত হয়। জনমানব শূন্য এই প্রান্তর মধ্যে সম্মেলনের আয়োজন কৃষিকেন্দ্রের ভবিষ্যৎ আয়োজন সূচিত করিতেছিল। আশেপাশের গ্রামে গভীর সাড়া পড়িয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের উদ্যোগী ব্যক্তিরা সম্মেলনের আয়োজনে কয়েকদিন ধরিয়া অকুণ্ঠ পরিশ্রম ও সহায়তা প্রদান করেন। —এই গ্রামগুলির মধ্যে অন্যতম :—আদাবনা, মালডি, আমডি, দড়বেড়্যা, সাগমা, গাড়াসগমা, সুরিকদা, গুড়্যাডাং, নামোসোল, বাঘুনজোড়া, খয়রাডি, উরমা প্রভৃতি।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত
দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোদ, কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কোন রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাণ্ডবিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্ট্রিক আল্‌সার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গান্ধী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাইয়াছেন। ১২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৫৲ টাকা। স্পেশ্যাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ ; বি, এল
শান্তিআশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষায়তন
"দক্ষিণী" অনুমোদিত
রবীন্দ্র পরিষদ, পুরুলিয়া

শিক্ষায়তনের নূতন বর্ষারম্ভ আগামী ১লা বৈশাখ হইতে। ১৮ই চৈত্র (১লা এপ্রিল) হইতে ১লা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল) পর্য্যন্ত নূতন ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিবে। শান্তিনিকেতনের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ শিক্ষায়তনে শিক্ষাদান করেন। অন্তপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের "দক্ষিণী" প্রদত্ত ডিপ্লোমা ও সার্টিফকেট দেওয়া হয়। সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে শ্রীমুদুলা সিংহের নিকট এবং শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে বিশদ বিবরণের জন্য খোঁজ করুন।

যুগ্ম সম্পাদক
রবীন্দ্র পরিষদ, পুরুলিয়া

মুক্তি

২৩শে চৈত্র, সোমবার

পুরুলিয়ার কংগ্রেসী পৌরসভা

পুরুলিয়ার পৌরসভা বিষয়ে আজ এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশন করিব। পৌরসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অতি আধুনিক পদক্ষেপ। তবে, ইহার পূর্ব্বে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী পদক্ষেপগুলির একটা সামগ্রিক অনুস্মরণ করিয়া লইতে চাই। তাহার প্রয়োজন আছে। তবে তাহারও পূর্ব্বে কংগ্রেসী পৌরসভার যে নাটকীয় অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল—সে অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক পটভূমিকার একটা চিত্র আজ তুলিয়া ধরিতে চাই।

স্মরণ করুন পৌরসভার সেই ভোট প্রস্তুতির আলোড়ন মুখর দিনগুলি। সেই সবে কিছুদিন পূর্ব্বে পুরুলিয়া বঙ্গভুক্তি হইয়াছে। বাংলার কংগ্রেস তখন জনগণের কাছে এক নূতন বাণী লইয়া হাজির। সেদিন কংগ্রেসের আমন্ত্রণ বাণী এই যে—বিহার কংগ্রেসের সঙ্গে জনগণের বিরোধ ছিল, বিহার কংগ্রেস খারাপ ছিল এখন বাংলায় আসিয়াছ—বাংলা কংগ্রেস তোমাদের কেমন বন্ধু তাহা আজ পরখ করো। তোমরা বাংলা-ভাষার জন্য লড়িয়াছ—বাংলা কংগ্রেস তোমাদের সংগ্রাম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে—তোমাদের দুঃখ বঞ্চনা আঘাত দেখিয়া অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে—দীর্ঘকাল তোমাদিগকে, তোমাদের অর্থনৈতিক জীবনে অনুন্নত রাখিয়া তোমাদের যে বিপদ করা হইয়াছে—তজ্জন্য বাংলার কংগ্রেস মর্মাহত। তোমরা বাংলা কংগ্রেসে যোগ দাও। উকিল, মোক্তার, শিক্ষিত শ্রেণীরা অগ্রণী হইয়া কংগ্রেসে নেতৃত্ব করো—বাংলা কংগ্রেসের চেলা হইয়া তোমরা সরকারী যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাইবে—তাহাতে অবিলম্বে পুরুলিয়া জেলা অর্থ সম্পদে শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নতির পথে দ্রুত করিয়া আগাইয়া যাইবে। তোমাদের লোক সেবক সংঘ কংগ্রেসে যোগ দিতে রাজী হইতেছে না—তোমরা সকলে চাপ দিয়া তাহাকে মানাও—তাহার মাথাও মুড়াইয়া দিবার চেষ্টা করো—লোক সোক সংঘ যদি তাহাতেও রাজী না হয় তবে তাহাকে বয়কট করো-হটাইয়া দাও এবং জনগণকে আমরা বলিয়া রাখিতেছি—এইরূপ বেয়াড়া সংঘের সহিত যাঁহারা মিলিত থাকিবে—তাহারা উন্নয়নের ভাগ পাইবে না। উন্নতির ভাগ যদি চাও—বাংলা কংগ্রেসের একনিষ্ঠ তল্পীবাহক হও।

কংগ্রেসের এই আহ্বানে পুরুলিয়ার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক দল—লোক সেবক সংঘকে ধরিলেন—আসুন সবাই মিলিয়া কংগ্রেসে ঢুকিয়া পড়ি, তাহা হইলে কংগ্রেসী অনুগ্রহে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী ভাণ্ডার আমাদের কপালে উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। সংঘ উত্তর করিল—যদি তোমরা ভাল বোঝো তোমরা যাও। আমরা জানি যে, যে ঘানীর তৈল বিহার কংগ্রেস হইতে আসিয়াছে সেই ঘানীরই তৈল ঠিক সেই ভাবেই বাংলা কংগ্রেস হইতেও আসিবে—নিশ্চিন্ত থাকো।

সহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জনকয়েক নেতা সংঘের প্রতি ঘৃণায় ক্ষোভে রোষে অভিসম্পাৎ দিয়া কংগ্রেসী ভাণ্ডারের সন্ধানে নূতন অভিযানে রওনা হইলেন। কিছু লোকের চোখে তখন নবীন স্বপ্নের মোহজাল। কংগ্রেসে যোগ দাও—নূতন উষার স্বর্ণদ্বার—খুলিতে আর বিলম্ব কিছু নাই। তাঁহারা ডাক দিলেন—শাসন ও জীবনের সব ক্ষেত্রে যেমন আমাদের হাতে স্বর্গ আগাইয়া আসিবে—এই পৌরসভার ভোটে—সকলে কংগ্রেসী ভোটে মিলিতে পারিলে—আমাদের সহরেরও অধঃপতিত জীবনে নন্দন কাননের রাজত্ব দেখা দিবে। —সবাই মিলিয়া কংগ্রেসকে ভোট দিলে বাংলা কংগ্রেসের বিধাতা স্বয়ং শ্রীবিধান রায় নিজ হাতে পুরুলিয়ার সমস্ত ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। জলের কল কালই হইবে। পৌরসভার চির ঘাটতির জীবন রাতারাতি প্রাচুর্য্যে ভরিয়া উঠিবে—রাস্তাঘাট দিল্লীর পর্য্যায়ে উন্নীত হইবে—শিক্ষা-দীক্ষার জন্য বাংলার শিক্ষাপ্রেমী মন্ত্রীসভা পুরুলিয়ার জন্য যোগান দিতে খাজনাখানার লৌকপাট খুলিয়া দিবেন। নবদীক্ষিত কতক লোকে বলিল—জয় বাংলা কংগ্রেসের জয়। তাহাদের অনেকে লোক সেবক সংঘের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিল—যাও, ফাঁকিতে পড়িবে—আমরা ভাগ পাইবার জন্য চলিলাম।

সহরের যাঁহারা খুবই বিজ্ঞ এবং বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন, মুষ্টিমেয় এমন জনকতক ব্যক্তি আকাশের এই চাঁদ অতি সহজেই হাতে পাইবার ব্যবস্থাটা পাকা করিতে—

কংগ্রেসী ভোট পর্ব্ব চালাইতে না করিলেন এমন কোনো কর্ম রহিল না। তামাতুলসী, ব্রাহ্মণের পা ছোঁওয়া, লুচি পুরীর আড়ৎ, মদের বোতলের ফোয়ারা এবং নির্বাচক-নারায়ণের জন্য অবাধ দক্ষিনার অঢেল ব্যবস্থা চলিল। এই সকল বহু কুকীর্ত্তি অকীর্ত্তির পরিণাম স্বরূপ অবশেষে পৌরসভায় কংগ্রেসী সদস্যের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ হইল। পৌরসভার গদী কংগ্রেস দখলে আসিল। গদীতো কংগ্রেস দখলে আসিল—কিন্তু জনগণের ভাগ্যে কি আসিল? দীর্ঘ এই আড়াই বৎসরের বাংলা কংগ্রেসী শাসনে সমগ্র জেলাশাসনের এবং পৌরসভার দৃষ্টিতে জনসাধারণের সেই স্বপনের মোহের আজ কি অবস্থা হইল তাহাই দেখা যাক।

কিন্তু ইহা বুঝাইয়া বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। সংক্ষিপ্ত কাহিনী। সকলে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত কাহিনীর ভিতরেই জেলার মানুষের জীবনে দীর্ঘ এক দুর্ব্বিসহ দুর্ভোগ, হতাশা, বিক্ষোভ, এবং কংগ্রেসের প্রতি অভিশাপ আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া কবে শেষ হইয়া গিয়াছে। আর পৌরসভার কথা? সেও সেই একই কথা। সবই সংক্ষেপেই বলিব। সংক্ষেপের ভিতরেই ব্যর্থতা ও নিগ্রহের এক বিরাট যে কাহিনী ঘটিয়াছে—তাহাই শুনুন।

মস্তক মুণ্ডন করিয়া যাঁহারা কংগ্রেসে প্রবেশ করিলেন—মাত্র দুই দিন যাইতে না যাইতে তাঁহারা দেখিলেন—ভাগ পাইবার কথা দূরে থাক—তাঁহাদের কানেই টান পড়িতেছে। জেলা কংগ্রেসে যাঁহারা প্রতিষ্ঠার আসন চাহিলেন—তাঁহারা অসম্মানিতের মত প্রত্যাখ্যাত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন—তাঁহাদের চেয়েও প্রতি-ক্রিয়াপন্থী সমাজ-বিরোধীরাই কংগ্রেসের কাজে যোগ্যতরা। তাঁহারা দেখিলেন—বিহার কংগ্রেস আমলেও যেমন লুট, চুরি, অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক নোংরামী ছিল—বাংলা কংগ্রেস তথা বাংলা সরকারেও উহা তাহা হইতে কোনো অংশে কম নয়। বরং অব্যবস্থা ও অযোগ্যতায় ইহারা আরো বেশী। এই অভিশপ্ত বাংলা কংগ্রেসী শাসন আজ জেলায় ২১ বৎসর হইতে চলিল—কিন্তু জেলার কোনো উন্নতি—জেলার জন্য আগ্রহপূর্ণ সত্যকার কোনো ব্যবস্থা বা পরিকল্পনা কিছুই হইল না—না সহরে, না গ্রামে;—। উপরন্তু, জেলার উপর চলিল—মমস্ত কাজ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থা এড়াইয়া যাইবার কৌশল; বিবিধ বৈষম্যমূলক আচরণ, বাংলা বিহার আইনের বিভ্রান্তি, শোষণ ও পীড়নমূলক আইন সমূহের প্রবর্ত্তন, রাজনৈতিক দমন, রিলিফের নামে চুরি, শাসন-তান্ত্রিক অব্যবস্থার চরম নিদর্শন, পুলিসী অনাচারের রাজত্ব। বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষ—তাহার প্রতি চরম উদাসীনতা, জনমতের চাপে অকিঞ্চিৎকর রিলিফ এবং এমনকি, অনাহারে মৃত্যুর ঘটনার প্রতি গ্লানীজনক চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র। পুরুলিয়া জেলায় ইহাই বাংলা কংগ্রেসী শাসনের অভ্যুদয় ঘটিল।

আর এদিকে এই পৌরসভা—এই অভিশপ্ত কংগ্রেসী শাসনের উপযুক্ত পৌরসভারূপে দাঁড়াইয়া উঠিল। পৌর-সভার কায়েমী স্বার্থবাদী প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসী সদস্যেরা কংগ্রেসী তাণ্ডবকে পূর্ণ করিতে দক্ষযজ্ঞের পালা গানে উপযুক্ত নৃত্যগীত শুরু করিলেন। তাহাদের নব নব পদক্ষেপের পর্য্যায় চলিতে লাগিল—তাহাদের ব্যব-স্থাপনায় একে একে পৌরসভার অধিকারগুলি বিনষ্ট হইতে লাগিল। রাজ্য সরকার এই পুত্তলিকাগুলি খাড়া করিয়া ভোট লইয়া প্রদত্ত প্রাপ্তিস্বীকৃতি ও দায়িত্ব চুরি করিয়া আজ নীরব হইয়া বসিলেন এবং পৌরসভার কংগ্রেসী সদস্যরূপ কাঠের পুত্তলিকাগুলিও তাহার প্রতিবাদ জানাইবার মত আত্মসম্মান ও আত্মশক্তি বর্জ্জিত হইয়া কংগ্রেসী রজ্জুতে পুতুলনাচ খেলিতে লাগিল। এই সমস্ত অব্যবস্থার ফল স্বরূপে—বহু প্রচারিত জলের কলের শুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা আজ সমূলে উৎপাটিত; বিহার আমলে চাষীর জন্য এতাবৎ প্রদত্ত কম্পোষ্ট সারের দাম বাংলা সরকারের আমলে আজ দ্বিগুণ। (অথচ কৃষির শত্রু এই সরকার কৃষি উন্নতির কথা বলে!) কংগ্রেসী সদস্যদের ব্যবস্থাপনায় সহরের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ আজ ভয়াবহভাবে বিপন্ন। দূষিত ও আবর্জ্জনাপূর্ণ। কংগ্রেসী ব্যবস্থাপনাতেও পৌরসভার আর্থিক অবস্থা আজ দুঃখজনকভাবে শোচনীয়। নিজ্জীব পঙ্গু কংগ্রেসী কার্য্যকর্ত্তারা আজ শ্মশানসদৃশ্য পৌরসভার নিদ্রারত মালিক। ভোট লইয়া আরাম কেদারায় বসিয়া ইহারা সহরবাসীকে আজ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে।

এই গ্লানিজনক পরিবেশের মধ্যে এই কংগ্রেসী সদস্যেরা আজ আবার এক নবীনতম গ্লানীর ইতিহাস রচনা করিতে চলিয়াছেন। যাহার জন্য আজ সমগ্র সহরের জনসাধারণকে প্রতিরোধে দ্রুত আগাইতে হইবে। কংগ্রেসী সদস্যেরা—পৌরসভার অবৈতনিক সমগ্র শিক্ষা বিভাগকে নির্ব্বিবাদে আজ সরকারের হাতে তুলিয়া দিতে চাহেন। অর্থাৎ এতদিনকার পৌর সভার এই মহান অধিকারকে ইহারা বর্জ্জন করিয়া দিতে উদ্যত। সমাজবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল পৌরসভার শত্রু দের এই অপকীর্ত্তির বিরুদ্ধে—এই গ্লানিজনক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য সহরের চেতনাশীল জনগণের আজ কর্ত্তব্য আছে—তাহা ভাবিতে আহ্বান জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনায় লোক সেবক সংঘের সদস্যের ভাষণ

উন্নয়নবিভাগ কোন আশা দিতে পারে নাই

গঠনের নামে অপচয়ের নামান্তর

উন্নয়ন বিভাগের আমলাতান্ত্রিক ধারা জনগণের আত্মশাসনের ক্ষেত্রকে ব্যাহত করিতেছে

অনুন্নত পুরুলিয়া জেলার প্রতি যথার্থ উন্নয়নের কোনো দৃষ্টি নাই

পশ্চিমবঙ্গসরকার জনগণের আশাআকাঙ্খার প্রতিউদাসীন

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিগত ২৮।২।৫৯ তারিখে উন্নয়ন বিষয়ের আলোচনায় লোক সেবক সংঘের সদস্য শ্রীযুক্ত লেচু মাঝি নিম্নলিখিত ভাষণ প্রদান করেন :—

উন্নয়ন পরিকল্পনা—জাতীয় সম্প্রসারণ প্রভৃতি কেন্দ্র-গুলি—আমাদের অভিজ্ঞতায় একেবারে রাজনীতির আখড়া। যারা আজ আসনে আছেন তাঁদের আসন বজায় রাখবার অন্যতম যন্ত্র। এগুলি আবার কর্ম্মহীন-দের আড্ডা। তবে ভাল কাজের বিষয়েই কর্ম্মহীন। দেশের ক্ষতিকর কাজে এরা তৎপর।

বি, ডি, ও প্রভৃতির পদ সৃষ্টি হয়েছে—জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ট করতে। কিন্তু আমাদের বহু অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, এই অফিসারেরা জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন—শোষণ ও পীড়নের জন্য যেটুকু এদের জন-গণের সঙ্গে যোগ।

বিকেন্দ্রিত শাসনই বাঞ্ছিত শাসন। যে কাজ স্থানীয় জনগণ করতে পারতো—সেই কাজের নামে জনক্ষেত্রে আজ এক **পরগাছা শাসন** সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই শাসন ধারা বাঞ্ছিত নয়—এ আমলাতান্ত্রিক ধারা—স্বৈর-শাসনেরই উপযুক্ত। এই ব্যবস্থাগুলির দ্বারা সরকারী খাতায় কাজ হয়ত এগুচ্ছে—কিন্তু জনগণের জীবনে কাজ কিছুই এগুচ্ছে না। এই বিভাগগুলির বিষয়ে বহু অভিযোগ এবং তথ্য প্রমাণ আছে। কিন্তু তা সরকার শুনতে চান না আমরা অনেক বলেছি। জমি-দারী উচ্ছেদ হয়েছে—কিন্তু সরকার গ্রামাঞ্চলে এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নতুন জমিদার বসিয়েছেন। এই ধারার অবসান দরকার।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় দুর্ভিক্ষ বিষয়ে লোক সেবক সংঘের সদস্যের ভাষণ

এরাজত্বে দুর্ভিক্ষের অবসান নাই

স্থায়ী সমাধান ব্যবস্থাও নাই

দুর্ভিক্ষ হইলে উদাসীন নির্ম্মম সরকার স্বীকার করিতে নারাজ

জনমতের চাপে সাহায্য আসিলেও তাহা অবাধ লুটের সামগ্রী হয়

অনাহারের মৃত্যুকে চাপা দেওয়ার ঘটনা শাসনতান্ত্রিক চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয়

মানবতার পরিচয়হীন শাসনের কোনো অর্থ বা মূল্য নাই

পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় বিগত ৬৩৫৯ তারিখে দুর্ভিক্ষ বিষয়ের আলোচনায় আইনসভা সদস্য শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ নিম্নলিখিত ভাষণ প্রদান করেন :—

অর্ত্ত ক্ষুার্ত্ত মানুষের সহায়তার নামে ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে—সম্ভাবিত দুর্ভিক্ষের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে—সকলের কাছে এ আনন্দের কথা। কিন্তু মানবতার নামে যাহা—এই মূল্যবান অর্থের অধিকাংশ

কোথায় কি ভাবে তলিয়ে যাবে—তাও আমরা যেমন জানি—তেমনি আমরা জানি—আর্ত মানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবী এবং প্রয়োজনকে আমাদের শাসনকর্তাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের কত নিগ্রহ এবং বাধার সম্মুখীন হতে হবে।

বিগত রিলিফ ব্যবস্থায় আমাদের জেলাকে ২৫ টাকা দিয়েছেন ব'লে সরকার দাবী করেছেন। দিয়েছেন তা সত্য—যদিও চাহিদার তুলনায় বড় কম। কিন্তু কেন দিয়েছেন? জেলার যে খাদ্য সংকটের প্রতিবিধান-কল্পে সরকারকে এই অপরিহার্য সাহায্য দিতে হল—প্রদেশের খাদ্যমন্ত্রীর হিসাবে তো সে খাদ্য সংকটের আবির্ভাব হয়নি। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন—পুরুলিয়া জেলা খাদ্যশস্যে উদ্বৃত্ত জেলা। অর্থাৎ সেখানে খাদ্য সংকটের কারণ ঘটেনি। দুঃখের হলেও বলতে আমরা বাধ্য যে, দায়িত্বের আসনে বসেও উপযুক্ত তথ্য বিচার না করেই এঁরা এমন চিন্তাহীন অবাস্তব অভিমতের দাবী করে বসেন—এবং সেই দাবীর ভিত্তিতে—জেদের এমন অচল আসনে এঁরা বসে থাকেন যে, তার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতে জনসাধারণকে বহু বেগ, বহু দুর্গতি, বহু অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। এবং কাজ যখন হয় তা বহু বিলম্বে এবং তা বহু ক্ষতি হবার পর।

এই সূত্রে আমাদের জেলায় অনাহারে মৃত্যুর কথা উত্থাপন করি। আমাদের জেলায় অনাহারে মৃত্যুর অবিসম্বাদী ঘটনাগুলিকে চাপা দেবার জন্য বহুবিধ সরকারী ষড়যন্ত্র গোল—মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষ থেকেও দুঃখ-জনক বহু চক্রান্তের আয়োজন হল—এমন কি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে নানা ভীত্তিহীন তথ্য ও অযৌক্তিক অবিশ্বাস্য উক্তিও করেছিলেন—কিন্তু সমস্ত এই অসত্য এবং চক্রান্তের স্বরূপকে—উদ্ঘাটিত ক'রে—অপ্রতিরোধ্য যুক্তি ও তথ্য দিয়ে, ঘটনার তদন্ত করার জন্য আমরা যে দৃঢ় দাবী জানিয়েছিলুম—সেই তদন্তের সম্মুখীন হবার সাহস সরকারী পক্ষে আজও কারুর হয়নি। প্রাদেশিক শাসন বা জেলা শাসন কোনো পক্ষ থেকেই না। তদন্তের প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে আলোচনা ক'রে মন্ত্রীমহোদয়রা যে সব দুর্বল ও অর্থহীন, অভিমত প্রদান করেছিলেন সেগুলির খণ্ডন ক'রে যুক্তি সহ আমরা যা উত্তর প্রদান করেছিলুম—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তারও উত্তর দেবার আজও ক্ষমতা হয়নি।

মানুষের বাস্তব অবস্থাকে বোঝবার সদিচ্ছা না থাকলে—রিলিফের এই ব্যয় বরাদ্দের কোনো অর্থই হয় না। এই সদিচ্ছাহীনতার সঙ্গে অসৎ অভিপ্রায় থাকলে—এই ব্যয় বরাদ্দের টাকাও অধিকাংশই ব্যর্থ হয়ে যায়। এর বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। আমাদের জেলায় অনুষ্ঠিত রিলিফের কাজ সমূহ—বিরাট চুরির ষড়যন্ত্ররূপেই দেখা দিয়েছিল। অভিনব ব্যবস্থা-কৌশলে বেপরোয়া চুরির অদ্ভুত ক্ষেত্র সমূহ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এবিষয়ে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ এবং জেলা কর্তৃ-পক্ষের কাছে লিখিতভাবে বারম্বার জানানো হয়। বিরাট চুরির ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে সরকার তথা রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগসমূহ সংবাদপত্রে ও প্রচারপত্রে প্রকাশিত করা হয়। শুনে সমস্ত দেশের আজ বিস্মিত হবার কথা যে,—এই গুরুতর অভিযোগ সত্ত্বেও সরকার সম্পূর্ণ নীরব রয়েছেন। না তাঁরা তদন্তের ব্যবস্থা করেছেন—না তাঁরা অভিযোগকারীদের প্রতি বিচার ব্যবস্থা করেছেন। আমি আজ আবার আইনসভায় দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছি যে—রিলিফের সমস্ত কাজকে প্রকাণ্ড এক চুরির তথা লুণ্ঠনের ষড়যন্ত্ররূপে গঠিত করা হয়েছিল।

টি, আর,—জি, আর,—এম, আর—এল, আর প্রভৃতি রিলিফের সমস্ত ব্যাপারে এই লুটতরাজের নানা চক্রান্ত-কারী ব্যবস্থা ছিল। দুঃখের হলেও আমরা বলতে বাধ্য যে, সরকারের সকলের যোগাযোগেই এই লুট চলেছে। আমরা উপলব্ধি করেছি প্রাদেশিক সরকার জেনে বুঝেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই—চুরির উপযোগী অদ্ভুত বাধা সমূহ সৃষ্টি করেছিলেন। কারণ বারম্বার বলা সত্ত্বেও কোনো প্রতিকার হয়নি—দিনের পর দিন অবাধ লুট হতে দেওয়া হয়েছে। আজ্ঞাবাহী দুর্বল জেলা অফিসারেরাও সব জেনেও প্রতিকারে সাহসী হন নি।

এর মধ্যে প্রকাণ্ড চুরি ও বেপরোয়া লুটের ক্ষেত্র করে রাখা হয়েছিল—টি আর এ—মাটি কাটার

কাজে। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা—সমগ্র জেলায় লক্ষ লক্ষ টাকার এই কাজের ব্যাপারে জেলা কর্তৃপক্ষের দিক থেকে চেকিংএর কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি, কোনো দিন কোনো চেকিংএর ব্যবস্থাও করা হয় নি। এর জন্য আমরা বহুবার আহ্বান জানিয়েছি। আমাদের সঙ্গে যুক্ত তদন্তের সাহস কর্তৃপক্ষের হয়নি। এবং আমরা সমস্ত পরিস্থিতি থেকে বুঝেছি এবং দাবী করি যে,—প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই ধারা কায়েম করে—জেনে বুঝে—সরকারী ব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি ও লুট করা হয়েছে। এবং আমরা জানি যে, যে কোনো তদন্তে বিস্ময়কর তথ্যাদি উদ্ঘাটিত হবে।

এই রকম রিলিফের কাজে—রাজনৈতিক দৃষ্টিতে—পক্ষপাতিত্ব যে অবাধে চলছিল—তা স্বতঃসিদ্ধ। রিলি-ফের কাজে যোগ্য পরিকল্পনা বিষয়ে,—জন-সহায়তা বিষয়ে—জনগণের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আহ্বানও কোনো দিন কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছয় নি। এই ধারা অনুসরণ ক'রে—রিলিফের কাজ কখনো সার্থক হ'তে পারে না। অনাচার বিশৃঙ্খলা আজ শাসনের সর্ব্বক্ষেত্রে আছে। কিন্তু দুর্গত মরণাপন্ন মানুষের মুখের অন্ন নিয়ে এই অবাধ অনাচার—সত্যই অভাবনীয়। বহু কাজই এই সরকার করেছেন। আগামী রিলিফে এই ধারার যদি পরিবর্তন হয়—তবে তা সত্যিই হবে অভাবনীয়।

বলরামপুর থানার সাগমা গ্রামে আহূত লোকসেবক সংঘের

জেলা সম্মেলন নূতন ধারায় উদ্‌যাপিত

শ্রমযজ্ঞ ও আলোচনা সভার সমন্বয়

বিগত ২৮শে, ২৯শে মার্চ্চ ১৪ই ও ১৫ই চৈত্র, শনি রবিবারে অনুষ্ঠিত

প্রত্যহ দিবাভাগে কর্ম্মী বাহিনীর সমবেত শ্রমযজ্ঞে কৃষিতীর্থ প্রাণচাঞ্চল্যে মুখরিত হইয়া ওঠে

প্রত্যহ রাত্রিকালে সংঘ কর্ম্মীদের আলোচনা সভায় নূতন ভাবধারা ও কর্ম্মধারার রূপায়ন

অর্থনৈতিক সংগ্রাম, খাদ্যপরিস্থিতি ও বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আলোচিত

সম্মেলন নূতন কর্ম্মধারা নূতন দায়িত্ব ও নূতন প্রেরণা দিয়াছে

বিগত ২৮শে ও ২৯শে মার্চ্চ, বলরামপুর থানার সাগমা গ্রামে লোক সেবক সংঘের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন থানা হইতে সংশ্রাধিক কর্ম্মী সম্মেলনে যোগদান করেন। দুইদিন ব্যাপী কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল—শ্রমযজ্ঞ, আলোচনা সভা, পতাকা উত্তোলন ও জনসভা। এই সম্মেলনে সংঘের জীবনে এক বিশেষ কর্মধারা নূতনতরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে শ্রমযজ্ঞ ও আলোচনা সভার সমন্বয়পূর্ণ যে কর্ম-ধারার সূচনা সংঘের বিগত কাঁশবহাল সম্মেলনে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই এই সম্মেলনে পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপকতর রূপে কার্য্যকরী করা হয়। কর্ম্মীরা প্রত্যহ দিবাভাগে কৃষি-ক্ষেত্র নির্ম্মাণের পরিশ্রমসাধ্য শ্রমকর্মে নিযুক্ত থাকেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বহুজনের এই দুই দিনের নিষ্ঠাপূত সমবেত বিরাট কর্ম্মের দ্বারা কার্য্যকরীরূপে বহু কৃষি কাজও অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

আলোচনা সভার দৃষ্টিতেও সম্মেলনে এক নূতনতর ভাবধারা তথা কর্মধারা কর্ম্মীদের অনুপ্রাণিত করে।

জাতীয় জীবনের যে সকল লক্ষ্যের জন্য রাজনৈতিক জীবনের সংগ্রাম, আন্দোলন, সংগঠন ও দাবীসমূহ—অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনের সেই সকল জাতীয় লক্ষ্যের বিষয়ে কার্য্যকরী কর্ম্মধারার আয়োজনের পথে অগ্রসর হইবার জন্য লোক সেবক সংঘ সাম্প্রতিক কালে যে সকল প্রচেষ্টা করিতেছেন—এই সম্মেলনে সেই সকল বিষয়ে নবতর কার্য্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই সকলের মধ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি প্রধানতম। জেলার আসন্ন খাদ্য সংকট ও মানভূমের যে সকল অংশ বিহারে রহিয়া গিয়াছে সেই সকল অংশের তথা ধলভূমের বঙ্গভাষাভাষীদের প্রতি বিহার সরকারের সাম্প্রতিক তীব্রতর বৈষম্যমূলক নীতির বিষয় সম্মেলনে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

পূর্ব্বনির্দ্ধারিত কর্মতালিকা অনুসারে ২৭শে মার্চ্চ সন্ধ্যাকালে কর্ম্মীরা দলে দলে সকলে—কেহ গাঁইতি, কেহ কোদাল লইয়া সম্মেলন ক্ষেত্রে আসিতে আরম্ভ করেন। নব প্রতিষ্ঠিত সাগমা কৃষিক্ষেত্রের বিরাট প্রান্তরের এক প্রান্তে কুমারী নদীর তীরে সম্মেলন উপলক্ষ্যে বাঁশ খড়ে নির্ম্মিত শিবির থাকিবার স্থান হইয়াছিল। কর্ম্মীদের মধ্যে অধিকাংশ কর্ম্মীই পদব্রজে দলবদ্ধভাবে জাতীয় ধ্বনি সমূহ দিতে দিতে আগমন করেন। কৃষি কর্ম্মের প্রসার ও তদ্বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্র স্বরূপ তথা বঞ্চিত দরিদ্র জনসাধারণের সমবেত স্বাবলম্বন শক্তির পথে পথপ্রদর্শনের পরীক্ষা ক্ষেত্র স্বরূপ যে সকল কৃষি ক্ষেত্র লোক সেবক সংঘের পরিচালনাধীনে জন-প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সাগমা কৃষি কেন্দ্র তাহার অন্যতম এবং প্রধানতম। এই ক্ষেত্রে বিবিধ প্রকার আবাদের ক্ষেত্র তথা ধানের জমি তৈরীর কাজ সুরু হইয়াছে। কৃষিক্ষেত্র গঠনের এই প্রাথমিক কাজে কর্ম্মীরা সমবেত পরিশ্রম দিয়া জমি তৈরী করিবেন—ইহাই পরিকল্পনা ছিল।—তদনুসারে দুইদিনের এই সমবেত চেষ্টায় একটি ভালো আকারেরই বাঁধের কাঠামো তৈয়ারী হইয়াছে এবং বৃহৎ বৃহৎ আইল সহ ৫।৬ বিঘা ধানী বহাল জমিরও ভাল মতো কাঠামো তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে—যাহাতে এই বৎসরেই ধান রোপন করা হইবে। এই জমি তৈরীর কাজে কর্ম্মীদের কোদাল, গাঁইতি চলিতে থাকে। শত শত ঝুড়িতে মাটি ফেলার কাজ চলে। গ্রাম হইতে ২০।২৫ জোড়া মহিষ বলদের হাল কুরল জমি প্রস্তুতির কাজে সহায়তা করে। গ্রামবাসীরা সানন্দে ইহা সরবরাহ করেন এবং গ্রামবাসীরা এই হাল কুরল নিজেরাই পরিচালনা করেন।

কর্ম পরিকল্পনা ছিল যে, শতাধিক হাল ও শতাধিক কুরল চালাইয়া জমি তৈয়ারী হইবে। এই কর্ম তালিকা অনুসারে আশে পাশের গ্রাম হইতে গ্রামবাসীরা এই সমস্ত হাল কুরল সরবরাহ করিতে সম্মতি জানান। হাল কুরল চালাইবার জন্য পূর্ব্বে জমি ভিজাইয়া লইতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মেলনের ৫।৬ দিন পূর্ব্বে কৃষি কেন্দ্রের পাম্পটি বিশেষরূপে খারাপ হইয়া যায়। বহু চেষ্টা করিয়াও এই সময় মধ্যে সারান সম্ভব হয় নাই। এই শতাধিক হাল ও শতাধিক কুরলের কর্মতালিকা বাতিল করিতে হয়। তবে কৃষিকেন্দ্রের কতকগুলি জমি এই সময় পর্য্যন্ত এরূপ সরস যে, বিনা জল সেচনে সেগুলিতে হাল কুরল চালান সম্ভব হয়। সেজন্যই কতকাংশে এই কর্ম তালিকা অনুসরণ করা সম্ভব হয়। সংঘের পরিচালক শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ অসুস্থ ও বিশেষ দুর্ব্বল থাকা সত্ত্বেও যোগদান করেন। দিল্লী হইতে সংঘের এম, পি শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত আসিয়া যোগদান করেন। কলিকাতা আইনসভা হইতে সংঘের এম, এল, এ শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ, শ্রীযুক্ত চৈতন মাঝি, শ্রীযুক্ত লেতু মাঝি আসিয়া যোগদান করেন। একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই যে, বিহারে অবস্থিত পটমদা, চাতিগুল, ইচাগড়, চাস প্রভৃতি থানা হইতে অন্য বারের তুলনায় এবারে আরো অধিক সংখ্যায় কর্মীবৃন্দ গান, শোভাযাত্রা, ধ্বনি সংযোগে দলে দলে আসিয়া যোগ দেন। এই সকল অঞ্চলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। এই অঞ্চলের গঠন কর্মের প্রতিষ্ঠান চাতিগুল থানার নিমডি লোক সেবায়তন, চাস থানার সতনপুর লোক সেবা কেন্দ্রের কর্ম্মীবৃন্দ যোগদান করেন। সংঘের পরিচালনাধীনে পরিচালিত অন্যান্য কৃষিকেন্দ্র ও গঠনকেন্দ্র হইতে কর্ম্মীরা আগমন করেন। মাঝিঝিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণ ছাত্র সমভিব্যাহারে যোগদান করেন। সমবেত কৃষি-

কর্মের শিক্ষা গ্রহণের বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই এই ছাত্রেরা যোগ দেয়। আর, এস, পির নেতা, লোক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত ত্রিদিব চৌধুরী মহোদয় সংঘের কর্ম্মী সমাবেশ ও কার্য্যধারা দেখিবার আগ্রহে সম্মেলনে আসিয়া যোগ দেন। বন্ধু হিসাবে বিভূতি বাবু দিল্লীতে তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানান। আর, এস, পির বর্তমান নেতা ও সংঘের কর্ম্মীদের ভূতপূর্ব্ব সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত বীর রাঘব আচারীয়াও যোগ দেন। ত্রিদিব বাবু সম্মেলনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্মানিত অতিথিরূপে সম্মেলনের কার্য্যকলাপ অনুধাবন করেন। কর্ম্মীরা তাঁহাকে কাছে পাইয়া, গোয়া সত্যাগ্রহের নিভীক সৈনিকরূপে এবং বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট জন-নেতা রূপে তাঁহাকে এক বিশেষ সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে সম্বর্দ্ধিত করেন। কর্ম্মীদের পক্ষ হইতে মাল্যদান ও আন্তরিক সম্বর্দ্ধনার উত্তরে আন্তরিক ভাষায় সংঘের কার্য্যকলাপের প্রতি তিনি তাঁহার প্রীতি ও বন্ধুবর্গের প্রতি তাঁহার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন—সংঘকে এখন বৃহত্তর রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করিতে হইবে—এখন তাহার সময় আসিয়াছে।

জেলা সম্মেলন—প্রথম অধিবেশন

২৮শে মার্চ্চ সন্ধ্যা ৭টায় জেলা সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। পল্লীসঙ্গীত সহযোগে সংঘের নূতন কর্মধারাকে প্রসারিত করিবার লক্ষ্যে সংঘের যে সাংস্কৃতিক উদ্যোগ চলিতেছে—তাহার নিদর্শনরূপে কর্ম্মীরা এই উপলক্ষ্যে রচিত ঝুমর গান প্রভৃতি করেন। তদনন্তর সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ বিগত এক বৎসরের সংঘের কর্ম্মধারা ও সংঘের সম্মুখে উপনীত সমস্যাসমূহ ও আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপিত করেন। সংঘকে বিগত এক বৎসরে—সংঘের অর্থনৈতিক কর্ম্মধারা সমূহ অর্থাৎ অর্থনৈতিক গবেষণাক্ষেত্র, ও অর্থনৈতিক সংগ্রামক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্য কতকগুলি প্রয়োজনীয় কাজের ভিত্তি রচনা করিতে হইয়াছে—এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের অবস্থা সামলাইবার জন্য—উদাসীন সরকারকে সচেতন করার জন্য এবং রিলিফের কাজে অনুষ্ঠিত অবাধ ও ব্যাপক দুর্নীতি নিবারণের জন্য বহুবিধ কর্ম্মতালিকা লইয়া সংঘকে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছে। এই এলেকাগুলির শাসনভার হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে বাংলা-বিহারের আইন লইয়া শাসন অব্যবস্থার কারণে যে সকল বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে এবং বিহারস্থিত চাতিগুল প্রভৃতি থানার বাংলাভাষীদের হিন্দী পড়চা দিবার যে সকল সাম্প্রতিক অপচেষ্টা সমূহ চলিতেছে, তদ্বিষয়ে জনমত গঠন, প্রতিবাদমূলক আন্দোলন, সরকারের সহিত যোগাযোগ, বিবিধ আইন কানুন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অভিমত গ্রহণ প্রভৃতি বিবিধ কাজেও সংঘের কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে বিগত এই বৎসরে বহুভাবে ব্যাপৃত রাখিতে হয়। জনচেতনা ও কর্মীশক্তির সংগঠন, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ব্যাপক ও সমবেত কৃষি প্রচেষ্টা ও অর্থনৈতিক কর্ম্মধারা প্রভৃতি আলোচ্য বিষয় লইয়া সম্মেলনের আলোচনা অগ্রসর হয়।

জনসমাবেশ ও বক্তৃতা সভা

২৯শে মার্চ্চ জনসভা হইবে—ঘোষিত হয়। কিন্তু এইদিন (২৮শে মার্চ্চ) বৈকালে আশপাশ গ্রামের বহু জনসমাগম হওয়ায়—স্বল্পক্ষণের জন্য জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়। এবং দেশের পরিস্থিতি ও জনগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন—সংঘের বিশিষ্ট কর্মীদ্বয় শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত ও শ্রীযতীন্দ্র নাথ মাহাত।

জনসভার অনুষ্ঠান

২৯শে মার্চ্চ বৈকাল ৪ ঘটিকায় সংঘের জেলা পরিষদের বৈঠক সমাপ্তির পর ৪॥ ঘটিকায় সংঘ-পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান হয়। পতাকা উত্তোলন করেন—সংঘের পরিচালক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ। পতাকা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন—শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত। পতাকা বন্দনা গান করেন—শ্রীমতী গীতা ও শ্রীমিহির মুখার্জ্জী। তদনন্তর জনসভার অনুষ্ঠান হয়। জনসভায় কয়েকশত মহিলা সহ তিন সহস্রাধিক জনসমাবেশ হয়। সংঘের কর্ম্ম-সচিব জনসভার উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয় তথা সংঘের নূতন কর্ম্মধারার বিষয় উপস্থাপিত করার পর সংঘের প্রধান সচিব শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত জনশক্তি সংগঠনের পথে সংঘের কর্ম্মলক্ষ্য ও তাহার পন্থা সমূহ বিষয়ে সংঘের মূল বক্তব্যের উদ্বোধন করেন। দীর্ঘকালব্যাপী বক্তৃতায় তিনি বলেন—ব্যাপক জনচেতনা ব্যতীত জনস্বরাজ কখনই সম্ভব নহে—এবং বর্ত্তমান শাসনযন্ত্র তথা কংগ্রেস

প্রতিষ্ঠান কায়েমী স্বার্থের ভাবধারার পরিপোষক। সেজন্য আজ এই কংগ্রেসীশক্তির সহিত জনগণের মুক্তিকামী চেতনশীল শক্তিগুলির সংগ্রাম দেখা দিয়াছে। জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে এই ভাবধারার সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এবং এই সংগ্রামের সাফল্যের দ্রুততা ও উপযুক্ততা নির্ভর করিতেছে—বিবিধ গঠনকর্মের মাধ্যমে জনচেতনা ও জনশক্তিকে সমাকরূপে সংগঠিত ও পরিচালিত করার উপর। সেজন্যই সংঘের এই বিবিধ অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি কর্মধারা এবং সেজন্যই সংঘের এই লোকশক্তি সংগঠনের ক্ষেত্রে একাগ্র সাধনা।

শ্রীযুক্ত জিদিব চৌধুরী এম, পি, মহোদয় জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। সংঘসচিব তাঁহাকে জনসভায় ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ করায় শ্রীচৌধুরী তাঁহার সাবলীল মনোরম ভাষায় দীর্ঘ সময়ব্যাপী এক বক্তৃতায় সংঘের কর্ম্ম তথা জনসাধারণকে সবিশেষ আনন্দ দান করেন। তিনি দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভাষায় বর্ত্তমান কংগ্রেসী সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল কর্ম্মধারা ও অযোগ্য শাসনের ব্যর্থতা বিষয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—দুর্ভিক্ষ, অশান্তি, রাজনৈতিক বিভ্রান্তি সমূহ এই অযোগ্যতা হইতেই উদ্ভূত। ইহার পথে সার্থক সংগ্রামের প্রয়োজনে তিনি সাধারণ মানুষের সংগঠন ও শক্তি-চেতনার প্রয়োজনীয়তা আজ সমধিক বলিয়া মনে করেন। জনসংগঠনের লক্ষ্যে সংঘের কর্মধারাকে তিনি অভিনন্দিত করেন। এবং পুনরায় বলেন যে—লোক সেবক সংঘকে আজ বৃহত্তর রাজনৈতিক জীবনের জন্য সন্ধান করিতে হইবে।

সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ কৃষি শক্তি সংগঠন প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্মধারার ভিতর দিয়া দ্রুত জনশক্তি সংগঠনের সংঘপরিকল্পিত কর্মধারা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, দেশের সংঘগুলির সামনে তাহার প্রসারই আজ বড় কথা নহে; বহুভাবে অবনত ব্যাপক জনক্ষেত্রকে দ্রুত সংগঠিত, উন্নত ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পন্ন করার পরীক্ষাই আজ সংঘগুলির সামনে বড় কথা। বর্ত্তমানে দলবিভ্রান্তির যুগে এই পরীক্ষার সার্থক সাফল্যের উপরই যে কোনো সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের দ্রুত প্রসার ও প্রভাব নির্ভর করিতেছে। সম্মেলনের সাফল্যের জন্য অঞ্চলবাসী জনসাধারণের প্রতি তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এই জনসভায় সংঘের অন্যান্য বিশিষ্ট কর্ম্মীবৃন্দ শ্রীমনীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীভজহরি মাহাত, শ্রীচৈতন মাঝি বক্তৃতা প্রসঙ্গে জেলার নানাবিধ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির বর্ণনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভ্রান্তিপূর্ণ শাসনের নিন্দাবাদ করেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন : প্রস্তাব সমূহ

রাত্রি ৯ ঘটিকায় অধিবেশন আরম্ভ হয়। রাত্রি ১২ টা পর্য্যন্ত চলে। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় লইয়া কর্ম্মীরা আলোচনায় যোগদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ চৌধুরী, শ্রীপদক মাহাত, শ্রীভজহরি মাহাত, শ্রীসহদেব চক্রবর্ত্তী, শ্রীভোলানাথ হালদার, শ্রীকৃষ্ণ কিশোর মাহাত, শ্রীবাবুরাম মাহাত ও সচিবেরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। বিগত সম্মেলনের পর হইতে এপর্য্যন্ত স্বর্গত কর্ম্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও শোক জ্ঞাপন প্রস্তাব লওয়া হয়। এ বৎসরও এই সময় হইতে পুনরায় জেলার বহু অঞ্চলে বিশেষ খাদ্যকষ্ট অনুভূত হইতে থাকায় এবং যথারীতি সরকার এখনো উদাসীন থাকায় এক প্রস্তাবে উদাসীন সরকারকে ক্ষিপ্র তথা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে অগ্রসর হইতে দাবী জানান হয়। এবং মাটীকাটার বাঁধ এবারে মূলত সেচ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া যাহাতে হয়—তজ্জন্যও প্রস্তাবে দাবী জানান হয়। বিহারস্থিত বাংলাভাষীদের হিন্দী পড়চা দেওয়ার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তথা বাংলা শিক্ষার প্রতি ইদানীং ক্রমবর্দ্ধমান বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা সমূহে প্রসারের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এক প্রস্তাবে নিন্দাবাদ করিয়া প্রতিকার দাবী করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের কাছে এবিষয়ে সংঘ-অনুষ্ঠিত এক প্রতিনিধি মণ্ডলী প্রেরণের প্রস্তাব রাখা হয়। পুরুলিয়া জেলায় কংসাবতী পরিকল্পনা অনুসারে যে সকল প্রচেষ্টা চলিয়াছে—তাহাতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সমূহের অধিবাসীরা অত্যন্ত চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। জনগণের এ বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আক

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তিপ্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৩০শে চৈত্র ১৩৬৫—১৩ই এপ্রিল ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য ৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

পুরুলিয়ার সেচ ব্যবস্থা বিষয়ে
সেচ মন্ত্রীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার

পুরুলিয়া জেলার অভ্যন্তরে কাঁসাই বাঁধ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক পরিকল্পনা করিতেছেন। পুঞ্চা থানার কোনো এক স্থানে বাঁধ দেওয়া যায় কিনা তদন্ত হইতেছে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে যে সকল স্থানে বাঁধ দেওয়া বিষয়ে তদন্ত হইতেছে—সরকারী ব্যক্তিদের অভিমতে সেই সকল স্থানে বাঁধ হইলে বহু গ্রাম একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। এই সংবাদে সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসী অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কিছু গ্রামের ক্ষতি হইলেও ঐ বাঁধের দ্বারা জেলার ব্যাপক ক্ষেত্রে সেচ বিষয়ে প্রভূত কল্যাণ হইবে—এমন ভাবে গ্রামবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার মত ব্যবস্থা সরকার করিতে পারেন নাই। অন্যদিকে ঐ গ্রামগুলির যে ক্ষতি হইবে—তাহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া—গ্রামবাসীদিগকে কোনো স্থানে গ্রামের ভিত্তিতে বসবাস করাইবার মত সরকারের ক্ষমতা এবং সততা আছে এ হেন আশ্বাস দেওয়ার মতও ব্যবস্থা সরকার করিতে পারেন নাই। লোকে দেশের অন্যত্র যেমন দেখিতেছে—তেমনি ভাবিতেছে যে, পরিকল্পনা করিয়া বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়াও উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে, যোগ্যতার অভাবে, অব্যবস্থার কারণে—এই সরকার জেলার কল্যাণের উপযোগী একদিকে যেমন সেচ ব্যবস্থাও করিতে পারিবেন না—অন্যদিকে এতগুলি গ্রাম ডুবাইয়া জনগণের অশেষ ক্ষতি সাধন করিয়া সরকার সরিয়া পড়িবেন। সুতরাং এই সকল কারণে—সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীগণের মধ্যে নিরতিশয় ভীতি ও বিক্ষোভের সঞ্চার করিতেছে। সরকার অথবা অফিসারেরা এবিষয়ে যুক্তি বা জাতীয়তা বোধ দ্বারা জনগণকে কোনোভাবে উদ্বুদ্ধ তো করিতেই পারিতেছেন না—বরং আমি জানি (এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে)—ডি, ভি, সির অফিসারেরা প্রভুত্বের অহমিকা লইয়া গ্রামবাসীদের সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করিয়া গ্রামবাসীদিগকে আরো ক্ষুব্ধ ও বিরোধী করিয়া তুলিয়াছেন। পুঞ্চা থানার ঐ সকল গ্রামবাসীগণ আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাদিগকে প্রতিকার ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন—আমাদের আন্দোলন করিতে

বলিয়াছেন। আমরা বুঝিয়াছি এবিষয়ে জনসাধারণ কি বলিতেছেন জানা কর্তব্য—সরকার কি বলিতেছেন তাহাও জানা কর্তব্য—এবং উভয়ের দাবী বিচার করিয়া জনসাধারণের পক্ষের দাবী যুক্তিসঙ্গত হইলে—তাহা লইয়া আন্দোলন করা নিতান্ত কর্তব্য। তবে আমরা দেখিলাম—কাঁসাই বাঁধ বিষয়ে সরকারী পক্ষ হইতে তখনও পর্য্যন্ত তদন্তই চলিতেছে—কোনো কিছু সিদ্ধান্ত হয় নাই। সরকারের পরিকল্পনাও যেমন এখনো পর্য্যন্ত হয় নাই—তেমনি পুরুলিয়া জেলায় বৃহৎ এই কাঁসাই বাঁধের পরিকল্পনার পক্ষে সরকারী কি যুক্তি আছে তাহাও জানা যায় নাই। সুতরাং আমরা এবিষয়ে কোনো আন্দোলন করিবার পূর্ব্বে বিষয়টি ভালোভাবে জানার প্রয়োজন বোধ করিয়া প্রথমে সরকারের সহিত যোগাযোগের ব্যবস্থা করিলাম।

এ বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহের ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের যুক্তি ও বক্তব্য জানার যেমন আমরা প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছি—তেমনি আমরা উপলব্ধি করিয়াছিলাম যে, যেখানে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে—সেখানে বাঁধ দিলে যদি বহু ক্ষতি হয়—তবে সেখান হইতে বাঁধের স্থান সরাইয়া অন্যত্র কোনো উপযুক্ত স্থানে করা যায় কিনা—তাহা দেখা দরকার—যাহা দ্বারা সেচের কাজের পরিকল্পনাও সফলীভূত হইবে এবং ক্ষতিও বহু কম হইবে। সেই দৃষ্টিতে আমরা বিকল্প পরিকল্পনাও বিচার করিয়াছি। তবে ইহার অসুবিধা এই যে, সরকারী পরিকল্পনাটি না জানার জন্য বোঝা দুষ্কিল হইতেছে যে, এই বাঁধের দ্বারা সেচ বিষয়ে সরকারী লক্ষ্য কি—বাঁধের রূপ কি হইবে—কি ভাবে কত ক্ষতি হইতেছে এবং তাহার দৃষ্টিতে উন্নততর বাঁধের বিকল্প পরিকল্পনা কি হইতে পারে।

তাহা ছাড়া, আমরা মনে করি, বিশেষ কতকগুলি কারণে বৃহৎ বাঁধ বা বৃহৎ জলাধার করার প্রয়োজন হইলে সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু তাহা না হইলে—সারাবৎসর জলের পুঁজি থাকিতে পারে—ইহার উপযোগীরূপে ছোট ছোট বাঁধ বা সেচ পরিকল্পনা—নদী, নালা, জোড় প্রভৃতির জন্য করা দরকার। ইহাই সবচেয়ে উপযোগী বলিয়া আমাদের অভিজ্ঞতা, এবং বিশ্বাস। ইহাতে খরচ ও ক্ষতি অপেক্ষাকৃত অনেক কম হইবে—এবং তাহার স্থানে ব্যাপক ক্ষেত্রে অধিকতর লাভ হইবে বলিয়াও আমাদে অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস। এই দৃষ্টিতেও কাঁসাই বাঁ বিষয়ে সরকারী পরিকল্পনাটি বিচার করিয়া আমাদে এই ক্ষুদ্র তথা ব্যাপক সেচ প্রস্তাব যে তাহার স্থলে অধিক তর উপযোগী—ইহাও আমাদের দেখাইয়া দিতে হইবে এই সকল কারণে সরকারী পরিকল্পনাটি জানিবার জ সরকারের সহিত যোগাযোগ আরম্ভ করিলাম। এবিষয় ডি, ভি, সির এস, ডি ও র সহিত সাক্ষাৎ করিলাম তিনি বলিলেন—এখনো কোনো কিছু স্থির হয় নাই— কাজটি মাত্র তদন্তের পর্য্যায়েই চলিয়াছে। ডি, ভি, সি সংশ্লিষ্ট কোনো দপ্তরে যোগাযোগ করিলাম। লিখি উত্তর দিলেন—তাঁহাদের কাছে তথ্য নাই। পুরুলিয়া বিভিন্ন বিভাগে সন্ধান লইলাম। এ বিষয়ে তথ্য স বরাহে তাঁহারা সাহায্য করিতে পারিলেন না। কোথা পাওয়া যাইবে সন্ধান মিলিল না। সেজন্য কলিকাতা গিয়া সেচমন্ত্রী মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎকার করি মনস্থ করিলাম।

সেচমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে এই কাঁসাই বাঁধ বিষয়ে সাক্ষা করার যেমন প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছিলাম—তেম জেলার সমগ্র ক্ষেত্রের সেচ ব্যবস্থা বিষয়ে কথাবার্তা জন্য সেচমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিলাম। সুতরাং বিগত ৩রা এপ্রি তারিখে কলিকাতায় সেচমন্ত্রীর সহিত লোক সেব সংঘের পক্ষ হইতে সাক্ষাৎ করিলাম। প্রায় ১ ঘণ্টা কা তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা হইল। যে কথাবার্ত্তা হই তাহা নিম্নে দিলাম।

প্রথমে কাঁসাই বাঁধ সম্বন্ধে বলিলাম। কাঁসাই বাঁ সম্পর্কে এই প্রবন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছি— তাহাও তাঁহাকে মোটামুটি জানাইলাম। সংশ্লিষ্ট গ্রাম বাসীর ভীতি ও বিক্ষোভের কথা বলিলাম। তাঁহা বলিলাম—(১) এবিষয়ে কাজ এখন কোন পর্য্যায়ে আসি পৌঁছিয়াছে বা এবিষয়ে পরিকল্পনাটির বর্ত্তমান রূপ তাহা আমরা জানিতে চাই। (২) পরিকল্পনাটি যে র লইতে যাইতেছে বলিয়া আমাদের অনুমান— তাহা আমরা মনে করি উপযুক্ত সেচ পরিকল্পনার জন্য নির্বাচি স্থান সমূহের উন্নতিকল্পেই বিকল্প পরিকল্পনা যেমন দে

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

৩০শে চৈত্র, সোমবার

আবার সেই মানবতার আহ্বান

খাদ্য পরিস্থিতি সংকটজনক হইয়া আসিতেছে। সংকটকে যোগ্যতার পার করিবার দায়িত্ব আজ যাহাদের হাতে—সেই শাসন বিধাতারা জনগণের কল্যাণ করিবার নামে বসিয়া আছেন—শাসন আসনে। কিন্তু শাসন-বিধাতারূপ এই কলের পুতুলগুলির মানুষের সুখ দুঃখ বুঝিবার সহজ সহৃদয়তা আজ সত্যই নাই। কিছু করিতে হইবে—কিছু দেখাইতে হইবে—জনমতের চাপের সম্মুখে ভোটের ক্ষেত্র বজায় রাখিতে হইবে—সেজন্য তাঁহাদের সামনে রিলিফ, সেবা, সহায়তা ইত্যাদি কথাগুলি আসিয়া দেখা দিতেছে সত্য; কিন্তু সত্যকার আন্তরিকতা কোথাও নাই। কল্যাণের নামে কিছুটা দেখাইবার মত করিতে হইবে—তবে তাহার ভিতরে যতটা ফাঁকি দিতে পারা যায়—ইহাই সরকারী কর্ম্ম-নীতি। ইহা আমাদের আজ বাস্তব জীবনের অমোঘ অভিজ্ঞতা।

সেজন্যই আজ বৎসরের পর বৎসর সেই এক প্রহসনই চলিতেছে। খাদ্য সংকট ঘনাইয়া আসিলে—আমরা চেঁচামেচি করি—কর্তারা তীব্রবেগে অবস্থা অস্বীকার করিতে থাকেন। জনমতের চাপ প্রবল হইলে—হঠাৎ সেই সত্যটাই আবার কতকাংশে বুঝিয়া ফেলেন। এবং আবার কিছু করিয়াও ফেলেন—বাধ্য হইয়া। কিন্তু তাহা সহজ ও সত্য নহে। মানুষের দুঃখ বেদনা আগ্রহে বুঝিবার মত মন তাঁহাদের সত্যই নাই। কলের পুতুল। সর্বোচ্চ শাসনের সিংহাসনে উপবিষ্ট জন প্রতিনিধিগণ হইতে শাসনের জেলা প্রতিভূরা পর্য্যন্ত সকলের কাছে আজ মানুষের সুখ দুঃখের ক্ষেত্র অপরিচিত, —কাজের সত্যকার ধারণা অজ্ঞাত,—যথার্থ সহায়কের দল অবজ্ঞাত, প্রেরণা উৎসাহ উদ্যম প্রভৃতি অন্তরে একেবারে মৃত, মানুষের সঙ্গে সহযোগিতার সম্বন্ধ—সেও সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। একেবারে কলের পুতুল।

সেজন্য জাতির দুর্ভাগ্য আজ এহেন শাসন জীবনে বাৎসরিক দুর্ভিক্ষ অবধারিত রূপে দেখা দেয় তার চেয়েও দুর্ভাগ্য যে, সেই দুঃখের কথা ইহাদের বুঝাইবার কর্তব্য আসিয়া দেখা দেয়। দুর্গত নিঃশেষিত জীবনের এক পটভূমিকায় নূতন ফসলের আশাহীনী বৎসর দেখা দিয়াছিল—কয়দিন যাইতে না যাইতেই—দুঃখ বঞ্চনার সত্যকার রুদ্রমূর্ত্তি নিদাঘের কঠোর মূর্ত্তির সঙ্গেই দিকে দিকে দুঃসহ দহন লইয়া আবার দেখা দিয়াছে—নির্ম্মরূপে। ইহার কথা তুলিলেই আমরা অনুভব করি—জেলার রাজকীয় প্রাসাদে আসীন শাসন বিধাতা হইতে সিংহাসনে আসীন প্রাদেশিক বিধাতারা পর্য্যন্ত সকলেই উপহাসের হাসি হাসিতে সুরু করেন—"দেখ ইহারা আবার সেই চালাকি সুরু করিয়াছে। দুঃখের নাম করিয়া কিছু আদায় করার মতলব।" কিন্তু উপায় নাই। যতদিন না এই রাজতন্ত্রতা ভাঙ্গিয়া জনগণের দুঃখ বেদনা উপলব্ধি করার মত সহৃদয় শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে—যতদিন না কলের পুতুল নাচের অবসান হইয়া বলিষ্ঠ চিন্তাশীল মানবসেবীদের সত্যকার উদ্যম, উদ্যোগ, কর্ম ও আয়োজন দেখা দিবে—ততদিন এই কারচুপি, কল্যাণের অভিনয়, সুখাসীন মানুষের উপহাস এবং কাজ এড়াইবার কৌশল সৃষ্টির পালা শেষ হইবে না। এই কয়দিন আমাদের ধৈর্য্য ধরিয়া কলের পুতুল লইয়াই নিরুপায়ের কাজ আদায়ের চেষ্টা করিতে হইবে—হতাশ হইলে চলিবে না। কিন্তু এই টানা পোড়েনের মধ্যে কি অসহনীয় দুঃখের কাল পার হইতেছে—তাহা আমরা জানি এবং সে দুঃখের গভীর মর্ম্মবেদনা উপলব্ধি আজ করিবে কে?

বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির নিষ্ঠুর চক্রান্তে আজ মানুষের জীবনে যে কঠিন দুঃখ ও সন্তাপ দেখা দিয়াছে—সে দুঃখ বেদনার তীব্রতা সন্তপ্ত মানুষই আজ প্রতিনিয়ত অনুভব করিতেছে। ভারতীয় শাসনের মধ্যে যাহারা আজ আমাদের অতিঘনিষ্ঠ ক্ষেত্রে রহিয়াছে—সেই মানুষগুলির কথা আজ আমরা জানি। তাহারা আজ অতি সন্তপ্ত। তাহাদের জীবনে দেখা দিয়াছে—চিরন্তন সেই খাদ্যকষ্টের কাহিনী।

মানুষ রাষ্ট্রগঠন করে—সমাজ বন্ধন করে—শাসন-ব্যবস্থা করে—পরস্পরের আন্তরিক সহযোগিতার মধ্যে বাঁচিবার আশায়। সে আশা করে আমার গঠিত রাষ্ট্রশক্তি মায়ের মতন হইবে—আমার দুঃখে সে বেদনা পাইবে—আমার অশ্রুজল সে মোছাইতে ব্যগ্র হইবে—আমাকে বাঁচিবার পথে চালাইবার জন্য সে শক্তি বহন করিবে। কিন্তু মানুষের সব পরিকল্পনা ও সব ব্যবস্থা সার্থক হয় না সমাজের। বহু চেষ্টার ফল বহু সময়ে বিফলও হইয়া যায়। আমাদের ভাগ্যেও আজ আমাদের রাষ্ট্রশক্তি মায়ের মতন নয়। আমাদের ধন সম্মান সম্পদ অধিকার হাতে লইয়া—কল্যাণের প্রতিশ্রুতি বহন করিয়া—আজ সে পাষাণীর মূর্ত্তি ধরিয়াছে। সব কিছু ফাঁকি দিতে চায়। সব কিছু সে নিজে আত্মসাৎ করিতে চায়। আর আমাদেরও কাজ হইয়াছে আজ—কাঁদিয়া পাষাণ গলাইবার—বহু জনমতের চাপে পাষাণীকে তাহার কর্ত্তব্যে বাধ্য করিবার। যে নিজে আজ আমার সন্তাপের কারণ হইয়াছে—তাহাকে আজ কোন্ ভাষায় আমার দুঃখ বেদনার কথা উপলব্ধি করাইতে পারি?

তবু আজ পাষাণের কাছে আবেদন জানাইতে হইবে। তাহার প্রতি আহ্বান জানাইতে হইবে যে, কৌশলের দ্বারা সব সময় কাজ হাসিল করা যাইবে না। হে উদাসীন, আমাদের সহিত জনক্ষেত্রে নামিয়া মানুষের বাস্তব জীব-

নের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াও। তোমরাও মানুষেরই মধ্যে একজন—বিধাতা পুরুষ নও—দেবতা মধ্যে কেহ নও। বাস্তব জীবনে আসিয়া মানুষের দুঃখ বেদনার পরিমাপ করো। ইংরাজ আমলে দুর্ভিক্ষের দিনে গাছের শাখায় পাতা থাকিলে—মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় লাভ হইত। ইংরাজের সেই অভিধান যদি আজও তোমাদের হাতে,—তবে স্বতন্ত্র কথা। যদি তাহা না হয়—তবে আশার আলোর ক্ষীণ রেখা এখনো একটু আছে। আজিকার এই অপরিবর্তনীয় শাসন দুর্নীতির মধ্যেও এখনো হয়তো মানবতার নামে আমরা কিছু করিতে পারিব—আর্ত্তমানুষের অশ্রুজল হয়ত আজও এই পাষাণ গলাইতে পারিবে। তাই হোক—এই প্রার্থনা।

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর হইতে)

পুরুলিয়ার সেচ ব্যবস্থা বিষয়ে

যাইতে পারে—তেমনি জেলার দৃষ্টিতেও উপযুক্ত জলাধারের জন্য প্রস্তাবিত পরিকল্পনার চেয়ে অধিকতর উপযোগী জলাধার করা যাইতে পারিবে বলিয়া আমরা মনে করি। আমি সেচ মন্ত্রী মহোদয়কে বলিলাম—কাঁসাই বাঁধ বিষয়ে জনগণের যে আপত্তি, যুক্তি বা অভিযোগ—তাহা অবিলম্বে জানা আপনাদের দরকার। জনসাধারণ কি বলিতেছে—তাহাদের বিকল্প প্রস্তাব কি তাহাও বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়া আপনাদের দেখা দরকার। আপনাদের বিশেষজ্ঞ সেখানে গেলে—এই সম্পর্কে ভাল করিয়া বুঝিবার বিষয়ে তাঁহাদিগকে আমরা সহায়তা করিব।

মন্ত্রী মহোদয় বলিলেন—কাঁসাই বাঁধ সম্পর্কে তদন্ত এখনো চলিতেছে। তদন্ত শেষ করিয়া অফিসারেরা প্রস্তাব দাখিল করিবেন—তাহার পর উর্দ্ধতন বিশেষ জরা তাহা বিচার করিয়া পরামর্শ দেওয়ার পর আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব। বর্ষার পূর্ব্বে কাজ আরম্ভ হইবে না। —তদন্তের ফলাফল পাইতেই এখনো মাস দুই লাগিবে। তাহার পর পরবর্ত্তী বিচারসমূহ শেষ করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে আরো কয়েকমাস লাগিবে। সুতরাং পরিকল্পনা এখন আপনাদের দিতে পারিতেছি না। আমি বলিলাম—প্রাথমিক তদন্তের পরই যে প্রস্তাব করা হইবে—তাহা আমরা যেন পাই—কারণ চূড়ান্ত বিচারের পূর্ব্বে জনসাধারণের বক্তব্য ও বিকল্প প্রস্তাব সমূহ জানা প্রয়োজন—তাহা হইলেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা সুবিধাজনক ও সমীচীন হইবে। এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করার পূর্ব্বে বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়া জনগণের যুক্তি ও বক্তব্য যাচাই করিয়া লওয়া উচিত হইবে। মন্ত্রী মহোদয় ইহা যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া বলিলেন—দুই মাসের ভিতরে প্রাথমিক প্রস্তাবের খড়সা পাইলে আপনাদের তাহা দেখাইব। কাঁসাই বাঁধ পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের বিক্ষোভ, ভীতি ও আশঙ্কা সমূহের বিষয় সহানুভূতির সহিত অনুধাবন ও বিচার করিতে আমি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ জানাই।

তাহার পর সেচমন্ত্রীর সহিত জেলার সমগ্র সেচ ব্যবস্থার বিষয়ে আলোচনা করিলাম। তাঁহাকে বলিলাম জনসাধারণের আর্থিক জীবন সংগঠনের অন্যতম প্রধানতম উপায় আজ সেচ। এহেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজ আপনার হাতে। তাহা ছাড়া, পুরুলিয়া জেলার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার দৃষ্টিতে এই সেচ আজ পুরুলিয়ার পক্ষে আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানভূম দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে—ব্যবসা ও অন্যান্য আর্থিক ব্যবস্থার ক্ষেত্র আজ ঘোরতর ভাবে বিপন্ন হইয়াছে—জেলায় শিল্প বলিতে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই, লাক্ষাশিল্পেরও ভয়াবহভাবে অবনতি হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে এই জেলায় নূতন নূতন শিল্প প্রবর্তনের বা লাক্ষাশিল্প প্রভৃতির সংরক্ষণের জন্য আজও পর্য্যন্ত কোনো ব্যবস্থা হয় নাই। জেলার কৃষি ব্যবস্থাও অত্যন্ত অনগ্রসর। এহেন পরিস্থিতির মধ্যে আজ জেলার জনগণের বাঁচিবার সহজ ও প্রধানতম দ্রুত উপায় সেচ ও সেচকেন্দ্রিক উন্নত কৃষি ব্যবস্থা। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ সেচ আজ আপনার হাতে। জেলার সমস্ত লোক আপনার দিকে তাকাইয়া আছে। দীর্ঘ আড়াই বৎসর পার হইল—জেলার জনসাধারণ আপনার দপ্তরের কাজ কর্ম্ম কিছুই এখনো পর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই। অথচ বৎসরের পর বৎসর দুর্ভিক্ষ। জেলার খাদ্যপরিস্থিতি লইয়া সমগ্র জেলার মানুষকে এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ভয়াবহভাবে নিগৃহীত ও মথিত হইতে হইয়াছে। এই ব্যাপক দুর্গতির মধ্যে, বিশেষ করিয়া সেচ বিভাগের পক্ষ হইতে বিশেষ ও ব্যাপক কর্ম্ম অভিযানের যে প্রয়োজন ছিল—কিন্তু লোকে এপর্য্যন্ত তাহার কিছু উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আমি আরো বলিলাম যে, বিহার সরকার জেলার জনমতের চাপে পড়িয়া, জেলায় যে সকল সেচ পরিকল্পনার বিষয়ে তদন্ত করিয়াছিলেন—বঙ্গভুক্তির পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেগুলিও হাতে লন নাই। জনসাধারণ মনে করিয়াছে—পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিহার সরকার হইতেও উদাসীন আছে। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি বুড়দা কড়েং নদীর বাঁধ পরিকল্পনার বিষয় উল্লেখ করি। বলি যে, লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে বিহার আইনসভার সদস্যদের তথা জেলার জনগণের প্রচেষ্টার ফলে বিহার সরকার এই নদী বাঁধানো পরিকল্পনাটির বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু খরচ করিয়া তদন্ত করেন। এইরূপ কাগজগুলিও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুসরণ করা উচিত ছিল। কিন্তু এপর্য্যন্ত এ সকলের কিছুই হইল না। ফলে, এ বিষয়েও জনগণের মধ্যে গভীর বিক্ষোভ সঞ্চারিত হইতেছে।

মন্ত্রী মহোদয় আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন—

(৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মানভূমের পুরাকীর্ত্তির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা

বিহারে অহিন্দীভাষীদের ভাষা বিপন্ন

লোকসভায় বর্ত্তমান অধিবেশনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিষয় সম্বন্ধে

সংঘ সদস্য শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্তের

ছাঁটাই প্রস্তাব ও বক্তৃতা

বর্ত্তমান লোকসভার অধিবেশনে ১লা এপ্রিল তারিখে "বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সাংস্কৃতিক বিষয়" (Scientific Research and Cultural Affairs) সম্বন্ধে ব্যয় বরাদ্দের উপরে লোক সেবক সঙ্ঘের লোকসভার সদস্য শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত নিম্নলিখিত ছাঁটাই প্রস্তাব আনেন এবং সে বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

ছাঁটাই প্রস্তাব ঃ—

১। বাংলার সংলগ্ন বিহারের সীমান্ত অঞ্চলে বাংলাভাষী অধিবাসীগণের সাংস্কৃতিক জীবনের সংরক্ষণ, উন্নতি ও বিকাশ করা প্রয়োজন।

২। বিহারে অহিন্দীভাষী অধিবাসীগণের সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্ত বাধা আছে তাহার সম্বন্ধে তদন্ত ও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

৩। ভারতের আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতি ও বিকাশ করা প্রয়োজন।

৪। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জিলায় বুধপুরে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবশেষ রক্ষা করিতে গবর্মেণ্টের ব্যর্থতা।

৫। সিংভূম জিলায় জয়দাতে যে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে সে সম্বন্ধে সরকারের কোন প্রকার সক্রিয় সাহায্য ও ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা।

৬। জনসাধারণের সুবিধা ও কল্যাণের লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক এবং যান্ত্রিক তথ্যাদি যথেষ্ট ও উপযুক্তভাবে জনসাধারণকে জানাইবার ব্যবস্থা করিতে সরকারের ব্যর্থতা।

৭। ভারতের সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক কীর্ত্তি সমূহের সম্বন্ধে একটি ভাল 'গাইড বুকের' প্রণয়ন দরকার।

বক্তৃতা ঃ—

বিভূতি দাসগুপ্ত (পুরুলিয়া)—বক্তৃতার সময় দশ মিনিট না পনের মিনিট?

ডেপুটী স্পীকার—দশমিনিট।

বিভূতি দাসগুপ্ত—ডেপুটী স্পীকারকে ধন্যবাদ জানাইতেছি যে তিনি আমাকে এই সংসদের সমক্ষে জনসাধারণের অভিযোগ উপস্থিত করিতে সুযোগ দিয়াছেন। জনসাধারণের সাধারণ অভিযোগ এই যে—গবর্মেণ্ট দেশের এই সাংস্কৃতিক দিকটার সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব দেন না। বাজেটে বরাদ্দের দিকে যখন দেখি—তখন দেখিতে পাই যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক ব্যাপার সম্বন্ধে বরাদ্দের পরিমাণ মাত্র শতকরা ২·৩ টাকা। যদি আমরা কেবল মাত্র সাংস্কৃতিক বিষয়ে বরাদ্দের ব্যাপারই ধরি তাহা হইলে দেখা যাইতেছে সে ক্ষেত্রে শতকরা ১ টাকারও কম বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টভাবে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে—আমাদের জাতীয় জীবনে সাংস্কৃতিক দিকটা সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট কোন গুরুত্বই দেন না।

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তাহার উদ্বোধনী বক্তৃতাতে বলিয়াছেন যে—

"আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে—আমরা সম্প্রতি দেশের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কার্য্যের আরম্ভ করিয়াছি। ইহার উদ্দেশ্য এই যে যাহাতে এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য এবং অন্যান্য চারুকলার সম্বন্ধে কিছু পরিচয় লাভ করিতে পারে।"

ভালকথা! কিন্তু লক্ষ্যটা কি? সরকারের লক্ষ্য কেবল মাত্র ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতির সংরক্ষণ, উন্নতি

ও বিকাশ হইতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়—তাহার লক্ষ্য ইহাও হওয়া উচিত যে—আমাদের দেশে পৃথক পৃথক সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপের মধ্যেও যে ঐক্য আছে সকলের মধ্যে এই সত্যের উপলব্ধিকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে। যদি ইহা না করা হয় তবে আমি মনে করি যে সাংস্কৃতিক কার্য্যাবলী যথার্থ এবং উপযুক্ত পথে পরিচালিত করা হইতেছে না। একটী শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান হইতেছে, পরস্পরের সহিত যুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ হইবার অনুকূল মানসিক ভাবাবেগ সৃষ্টি করা—এবং এই ভাবাবেগ সৃষ্টির পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে গবর্মেণ্ট ইহা কার্য্যকরী করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং কোন কোন স্থানে একটা বিশেষ সংস্কৃতির উপর যে মারাত্মক আক্রমণ চলিয়াছে—তাহা নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়াছেন।

সংবিধানের ২৯ ধারায় বলা হইয়াছে যে—ভারতের যে কোন অধিবাসী, ভারতের যে স্থানেই বাস করুক না কেন—তাহার নিজস্ব ভাষা, লিপি ও কৃষ্টি রক্ষা করিবার অধিকার তাহার আছে। সুতরাং ইহাকে রক্ষা করিবার নিশ্চয়তা দেওয়া হইয়াছে। এই নিজস্ব বিশেষ ভাষা, লিপি ও কৃষ্টিকে রক্ষা করা ও উন্নত করার জন্য কেবল রাজ্য গবর্মেণ্টেই দায়ী নয়—ভারত গবর্মেণ্টেরও এবিষয়ে দায়িত্ব আছে—বিশেষ করিয়া যে মন্ত্রী সাংস্কৃতিক ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহার বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে।

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তাহার উদ্বোধনী ভাষণে ভারতের আধুনিক ভাষাগুলির বিকাশের দিকে বিশেষভাবে জোর দিয়া বলিয়াছেন যে—

"এই বিভাগের অন্যান্য কার্য্যাবলীর মধ্যে আমি ভারতের আধুনিক ভাষাগুলির বিকাশের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি, উৎসাহ ও প্রেরণা দিতে প্রস্তাব করিতেছি। আমি নিশ্চিতভাবেই জানি সংসদ ইহা স্বীকার করিবেন যে—আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও আধুনিক বিজ্ঞান এবং যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি ভারতের সাধারণ নর ও নারী যাহাতে তাহাদের নিজের নিজের ভাষায় পাইতে পারে—তাহাই আমাদের অবশ্য লক্ষ্য হইবে।"

যদি ভারতের সাধারণ স্ত্রী এবং পুরুষকে তাহাদের নিজের নিজের ভাষার মাধ্যমে এই সমস্ত তথ্য ও জ্ঞান দিতে হয় তবে ভারতের সর্বত্র নর ও নারীর নিজের নিজের ভাষাকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু আমি এই সংসদের সম্মুখে বিশেষ করিয়া সাংস্কৃতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহাশয়ের সম্মুখে কি ইহা উপস্থিত করিতে পারি যে—কোন কোন রাজ্যে অহিন্দী ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতিকে বিনাশ করিবার জন্য কিরূপ মারাত্মক আক্রমণ চলিয়াছে? লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষী অধিবাসী যাহারা বিহারের সীমান্ত এলাকায় বাস করে···

শ্রী পি, কে, দেও (কালাহাণ্ডী)—আমার মনে হয় এই বিষয়টী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত···

বিভূতি দাসগুপ্ত—সাংস্কৃতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ভাষার সহিতও সংশ্লিষ্ট।

···তাহাদের পক্ষে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করা একটা সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। সরকার যে নীতি চালাইতেছে তাহাতে তাহাদের জমিজমা সম্পর্কীয় দলীল পত্রাদি যাহা বরাবর বাংলা ভাষায় আছে তাহা হিন্দীতে করা হইতেছে। আমি কেবল একটী উদাহরণ স্বরূপ ইহা সংসদের সম্মুখে রাখিতেছি। ভারতের সর্বত্র যাহাতে ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষিত হয় তাহা আমাদিগকে অবশ্যই দেখিতে হইবে। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা কোন দিক দিয়াই কার্য্যকরী হইবে না। ভাষা লিপি ও সংস্কৃতি পরস্পরের সহিত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। একটা হইতে আর একটাকে পৃথক করিতে পারা যায় না। ভাষাকে বাদ দিয়া সংস্কৃতির সম্বন্ধে আমরা বিবেচনা করিতে পারি না। সুতরাং ভাষার উপর যদি আক্রমণ হয় তবে তাহাতে সংস্কৃতিও ব্যাহত হয়। সুতরাং আমি এই সংসদকে এবং মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি যে—তাহারা এদিকে দৃষ্টিপাত করুন যে, দেশে সংস্কৃতির বিকাশ করিতে হইলে প্রত্যেক স্থানে ভাষাকেও রক্ষা করিতে হইবে। বিশদ বিবরণের মধ্যে আমার যাইবার প্রয়োজন নাই। অতি দুঃখময় কার্য্যাবলি অধ্যায় যদি আমি এখানে উন্মুক্ত করিতে পারিতাম তবে আমি ইহাই বলিতে পারিতাম যে—ইহা জাতির মধ্যে অনৈক্যের ভাবাবেগের পরিবেশই সৃষ্টি করে।

তুলে। আমাদের জাতীয় জীবনে আমাদের বিচ্ছিন্ন হইবার বীজই বপন করা হইতেছে। ইহা অতীব প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ইহাকে হাল্কাভাবে একটা স্থানীয় সমস্যা বলিয়াই মনে করিলে চলিবে না—ইহা একটি জাতীয় প্রশ্ন। সংস্কৃতিকে যদি আমরা কেবল গান ও পুতুল নাচের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাই তবে সংস্কৃতির উপর আমরা একেবারেই সুবিচার করিব না।

এবার আমি কয়েকটী স্থানীয় প্রশ্নের অবতারণা করিতেছি। আমি দুঃখিত যে গবর্মেণ্ট দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক পুরাকীর্ত্তি সমূহ আছে সেগুলির সম্বন্ধে অনেক সময় মনোযোগ দেন না এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের পুরুলিয়া জেলায়ই বহু প্রাচীন কীর্ত্তি রহিয়াছে। মন্ত্রী মহাশয় হয়তো বুধপুর ও পাকবিড়রায় অবস্থিত জৈন পুরাকীর্ত্তির সম্বন্ধে জানেন। কিন্তু এগুলি ধ্বংস হইয়া যাইতেছে—ইহার সম্বন্ধে যত্ন লইবার কেহই নাই। স্থানীয় সরকারকে জানাইয়াও কোন ফল হয় নাই। অন্যান্য প্রাচীন কীর্ত্তির সঙ্গেই এগুলিও ধ্বংস হইয়া চলিয়াছে।

সম্প্রতি সিংভূম জিলার জয়দাতে গ্রামের লোক মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে কতকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছে। ইহা পাঁচশত কি ছয়শত বৎসরের পুরাতন হইতে পারে। গবর্মেণ্টকে জানাইয়াও এবিষয়ে কোন ফল হয় নাই। গ্রামের লোকেরা নিজেরাই মাটি খুঁড়িয়া প্রাচীন কীর্ত্তি বাহির করিতেছে কিন্তু সরকারের এদিকে কোনই লক্ষ্য নাই। এবিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

ডেপুটী স্পীকার—মাননীয় সদস্য মহাশয়ের এখন শেষ করা উচিত।

বিভূতি দাসগুপ্ত—আমি একটী প্রস্তাব দিয়াই শেষ করি। অনেকেই বলিয়াছেন যে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক পুরাকীর্ত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে সুসংবদ্ধভাবে পরিচিতির কোন একটী গাইড বই নাই। সমস্ত ভারতবর্ষের পুরাকীর্ত্তি সম্বন্ধে এরূপ একটী গাইড বই হওয়া দরকার।

জনৈক সদস্য—কানিংহামের তৈরী একটী বই আছে ডেপুটী স্পীকার—মাননীয় সদস্যকে বলিতে দিন।

বিভূতি দাসগুপ্ত—তাহারা এরূপ একটী গাইড বই তৈরী করিতেছেন—তাহারা যাহাতে ভারতের সমস্ত স্থান এবং আবশ্যকীয় পুরাকীর্ত্তি সম্বন্ধে পরিচয় ও বিবরণ থাকিবে।

মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীরের জবাব

"বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারের" মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর তাহার জবাবী বক্তৃতায় বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত কর্তৃক উপস্থাপিত অভিযোগ ও প্রস্তাব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত জবাব দেন:—

শ্রীহুমায়ুন কবীর—আমার মাননীয় বন্ধু শ্রীদাস গুপ্ত দেশে বিভিন্ন জন সমষ্টির সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং উন্নতি বিধানের আবশ্যকতার কথা বলিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই বিরাট এবং প্রাচীন দেশের মধ্যে বৈষম্যের মধ্যে ঐক্যের (unity in diversity) উপর বিশেষ ভাবে জোর দিয়াছেন। আমি মনে করি যে এই মন্ত্রী-বিভাগের সমস্ত কার্য্যধারা এই দৃষ্টিভঙ্গী ও লক্ষ্যেই পরিকল্পিত হইয়াছে। এই জন্যই আমরা বলিয়াছি যে—আমরা ভারতের প্রত্যেকটী ভাষাকে উৎসাহ দিতে চাই সমস্ত প্রকার সম্ভাব্য সাহায্য দিতে চাই। এ বিষয়ে কতকগুলি ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হইয়াছে।

অন্যান্য যে কতকগুলি প্রশ্নের তিনি অবতারণা করিয়াছেন তাহা সরাসরি এই মন্ত্রী বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট নয় বলিয়া আমি সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু আমি এই কথাই বলিতে পারি যে—সত্যকার কোন অভিযোগ থাকিলে এবং তাহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের গোচরে আসিলে তাহা নিশ্চয়ই দেখা হইবে। আমি এই মাত্র বলিতে পারি—এই মন্ত্রী বিভাগের সহিত যতদূর সম্পর্ক আছে তাহাতে ভারতের প্রত্যেকটী ভাষার বিকাশ ও উন্নতির জন্য আমরা চেষ্টা করিব। এবং এদিক দিয়া ইতিমধ্যেই কার্য্য শুরু করা হইয়াছে। আমি নিজেই আমার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলিয়াছি যে আমাদের আভ্যন্তরিক সংস্কৃতির ব্যাপারে আমি এই বিষয়টীর (ভাষার) উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে চাই।

মাননীয় বন্ধু পুরাকীর্তির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলি ঠিকভাবে সংরক্ষিত হয় না। এই দেশে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ৫০০০ পাঁচ হাজার প্রাচীন কীর্তি রহিয়াছে, সাধারণ-ভাবে সেগুলিকে ভালভাবেই রক্ষা করা হইয়া থাকে। ভারতের এবং ভারতের বাহিরের লোকেরা এ বিষয়ে আমাদের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। এবিষয়ে যাহারা বিশেষজ্ঞ তাহারা বলেন যে এদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ বেশ দক্ষতার সহিত কাজ করিতেছে।

শ্রীফিরোজ গান্ধী—বিদেশীরাই কি বলিতেছেন?

শ্রীহুমায়ুন কবীর—বিদেশী এবং ভারতীয় উভয়েই। আজ এই সংসদে মাননীয় সদস্য মহাশয় উপস্থিত ছিলেন না—না হইলে তিনি শুনিতে পাইতেন যে বহু সদস্যই এই বিভাগের কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রীডি, সি, শর্মা—এবিষয়ে পাঞ্জাব অত্যন্ত অবহেলিত।

শ্রীহুমায়ুন কবীর—আমি মাননীয় বন্ধু শ্রীদাস গুপ্তের এই অভিযোগ স্বীকার করিতেছি যে—একটী ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক পরিচিতি (Archaeological guide) সত্যই প্রণীত হয় নাই। কিন্তু আমরা এবিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছি—এবং যত শীঘ্র সম্ভব আমরা ইহা প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিতেছি।

———— * ————

পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় বিচার বিভাগ বিষয়ে লোক সেবক সংঘের সদস্যের ভাষণ

বিচার বিভাগ অবিচারের নামান্তর

বিচার ক্ষেত্রে অযোগ্য ও বিশৃঙ্খলা

বিচারের নামে জঘন্ত নগ্ন রাজনৈতিক চক্রান্তের কীর্তিকলাপ

কুখ্যাত সমাজবিরোধী ব্যক্তিকে বিচার পদে রাখিয়া বিচার বিভাগকে অশ্রদ্ধেয় করার সরকারী চেষ্টা

পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় বিগত ৭।৩।৫৯ তারিখে বিচার বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনায় আইন-সভা সদস্য শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন:—

সমগ্র শাসন ব্যবস্থার কাছ থেকে যে-বিচার ধারা আমরা লাভ করছি—বিচার বিভাগের কাছ থেকেও আমরা আজ সেই বিচার ধারাই পেয়ে আসছি।

এবিষয়ে বলতে গেলে সেই একই কথা বারবার বলতে হয়—পুনরাবৃত্তি ক'রে বলতে গেলে বলতে হয় যে, বিচারের দৃষ্টি নিয়ে বিচার ব্যবস্থা করা বিষয়ে এই বিচার বিভাগ যেমন আত্মস্থিত; তেমনি—এর বহু স্তরেই রাজনৈতিক শ্রেণী বুদ্ধির ঘুণও আজ প্রসারিত।

সুতরাং বিচার ব্যবস্থার মধ্যে সত্যকার বিচারের আশা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না। বিশেষ করে, শাসন বিভাগের সঙ্গে বিচার বিভাগ জড়িত থাকার জন্য। এই স্তরেতে রাজনীতি যে নগ্নরূপে চলেছে—সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব কিছু নেই।

কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দরাও বলে থাকেন, বিলম্বিত বিচার—বিচার হীনতারই নামান্তর। কিন্তু এই কংগ্রেস শাসন-আমলেই বিচারের যে বিলম্বিত ধারা চলেছে—তা বিস্ময়কর এবং দুঃখজনক। ধৃত আসামী মাসের পর মাস—এমনকি বছরের পর বছর হাজত বাস করছে হয়তো সামান্য দিনের জন্যই কারাবাসের দণ্ড হবে—নয় তো মুক্তি পাবে। এরকম দৃষ্টান্তের আজ অভাব নেই।

আমাদের জেলায় বিচার বিভাগেও বিহার আইন ও বাংলার আইনের বিভ্রান্ত চলেছে। জামিন ব্যাপার বাংলার ধারায় চলবে কিন্তু কোর্টফি ব্যবস্থা বিহারের আইনের ধারায় চলবে। কারণ এই দুটিই জনগণের পক্ষে অসুবিধা-জনক। এই ভাবে বিচার বিভাগে অনির্দ্দিষ্ট ব্যাপারের বিশৃঙ্খলা গড়িয়ে চলেছে।

বিচার ক্ষেত্র বিষয়ে জনগণের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা পাওয়া সম্পর্কে ইংরেজ আমলের কর্তৃপক্ষেরও যে চেতনা ছিল আমাদের জাতীয় শাসনের আমলে—সেটুকুও আমরা পাচ্ছি না। আমাদের জেলায় কুখ্যাত একজন সমাজ বিরোধী ব্যক্তিকে অবৈতনিক বিচারকের সম্মান প্রদান করা হয়েছে। বিহার সরকার এই সম্মানের প্রবর্ত্তক ছিলেন—সব জেনে বুঝেও বাংলা সরকার আপের সরকারের পথই অনুসরণ করেছেন—রাজনৈতিক কারণে।

এবিষয়ে জেলা থেকে ব্যাপক প্রতিবাদ ওঠা সত্ত্বেও—এবিষয়ে বহু অভিযোগ সত্ত্বেও বাংলা সরকার এই সমাজ বিরোধী ব্যক্তিটিকে বিচারকের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত রেখে বিচার বিভাগকে অসম্মানিত এবং জনগণের কাছে অনাস্থা-ভাজন করতে চান।

বিচারের বিভাগ হাতে পেলেই বিচার হয় না—সুবিচারের প্রতি অন্তরের আগ্রহ, নিষ্ঠা, তৎপরতা এবং দৃঢ়তা দ্বারাই সুবিচার পরিবেশিত হতে পারে। এই সরকারী কাঠামো এবং পরিচালকদের বর্ত্তমান দৃষ্টিভঙ্গীর কাঠামোয়—সুবিচার হতে পারে না দেশের লক্ষ লক্ষ ভুক্তভোগী আজ তার সাক্ষী।

———— * ————

পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় পল্লীশিল্প বিষয়ে লোক সেবক সংঘের সদস্যের বক্তৃতা

পল্লীশিল্পে সরকারী খেলা চলিতেছে

গান্ধীজীর আদর্শকে জলাঞ্জলি প্রদান

কোটি কোটি মানুষের শ্রম শক্তিকে নিয়োগ করার দৃষ্টি নাই

উপেক্ষিত মানুষকে শোষণ করার সেই পুরাতন কায়েমী স্বার্থবাদী কেন্দ্রীভূত শিল্প ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ

পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় বিগত ১১।৩।৫৯ তারিখে লোক সেবক সংঘের সদস্য শ্রীলেডু মাঝি পল্লীশিল্প বিষয়ে আলোচনায় নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন:—

কৃষি প্রধান দেশে—পল্লীশিল্পের রূপ গান্ধীজী যা দিতে চেয়েছিলেন—সরকার তার মর্ম্ম উপলব্ধি করেন নি।

লক্ষ লক্ষ চাষী—চাষ উঠিয়ে বেকার বসে থাকে—তার শ্রমশক্তিকে ঘরে ঘরে ধরে নেবার জন্য—শিল্পের সেই মতো রূপ চাই। সরকার সেই সত্য বুঝে থাকলে আজ লক্ষ লক্ষ চাষীর শ্রম কাজে লাগতো।

শিল্পের জন্য কোটি কোটি টাকা আজ খরচ হচ্ছে—বড় বড় যন্ত্র হচ্ছে; কিন্তু দেশের বিরাট শ্রমশক্তি কাজে লাগছে না। দেশ বেকার থাকছে।

পল্লীশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সব টাকা খরচ হ'লে—শিল্পও হোত—দেশের বিরাট শ্রমশক্তি কাজে লাগত দেশের বেকারত্ব ঘুচত।

গান্ধীজী আজ চলে গেছেন গান্ধীজীর যাঁরা নাম নেন—তাঁরা গান্ধীজীর জ্ঞানের আলোও মন থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।

———— ❀ ————

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর হইতে)

পুরুলিয়ার সেচ ব্যবস্থা বিষয়ে

বিহার সরকার সেচ বিষয়ে যে সমস্ত তদন্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা চলিয়া যাওয়ার পর সেই সব বিষয়ে তদন্তের ফলাফল পাইতে আমরা চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা আমাদের দেন নাই। সেজন্য আমাদের সব কিছু তদন্ত নিজেদের নূতন করিয়া করিতে হইয়াছে। নানা অসুবিধার মধ্যে আমাকে কাজ করিতে হইয়াছে। কাজ করিতে চাহিলেও—কাজ চালাইবার অসুবিধায় সেচের জন্য বহু টাকা আটক পড়িয়া আছে। আমি বলিলাম—কিন্তু আপনাদের কোনো কাজই তো এপর্য্যন্ত সুরু হইল না। তাহাতে মন্ত্রী মহোদয় বলিলেন—পুরুলিয়া জেলায় কোথায় কি সেচের কাজ করা যায় সেবিষয়ে তদন্ত কার্য্য সুরু করিতেই আমাকে বহু বেগ পাইতে হইয়াছে। প্রথম তো তদন্তের জন্য জিপ ছিল না—তাহা জোগাড় করিতে হইল—তাহার পর জিপ পাইলাম তো রাস্তা পাই না। পুরুলিয়া জেলায় রাস্তার এত অসুবিধা। আমাকে কত কষ্ট করিয়া ওখানে কাজে আগাইতে হইয়াছে আমিই জানি। আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—এই সকল ব্যবস্থা করিবার পর কি কাজ আগাইল? মন্ত্রী মহোদয় বলিলেন—তাহার পর হইতে তদন্ত চলিতেছে। আমি বলিলাম—কিন্তু

আপনার বিভাগ হইতে কাজ এখনো তো কিছুই আরম্ভ হয় নাই। তাহাতে তিনি বলিলেন—কাজ আরম্ভ করার পূর্ব্বে তো সব বুঝিয়া লইতে হইবে। তদন্ত কার্য্য চলিতেছে। আমি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—আড়াই বৎসর যথেষ্ট সময় নয় কি—তদন্ত কার্য্য শেষ করিয়া বহু কাজ সুরু করিবার? এবং আমরা তো এপর্য্যন্ত আপনার বিভাগ হইতে আমাদের জেলায় তদন্ত কার্য্যেরও কোনো কিছু চলিতেছে—দেখিতে পাই নাই। আমরা এসম্পর্কে বহু প্রস্তাব দিয়াছি—কিন্তু সেগুলির বিষয়েও কোনো তদন্ত চলিয়াছে বা কার্য্য ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানি না। মন্ত্রী মহোদয় বলিলেন—যাঁহাদের এই সকল প্রস্তাব দিয়াছিলেন—তাঁহারাই বলিতে পারিবেন। আমি বলিলাম—আমাদের জেলায় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা কি ভাবে কি ধারায় গ্রহণ করা যায় এ সব বিষয়ে আপনার দপ্তরেই আমরা বহু প্রস্তাব দিয়াছি—উন্নয়ন বিভাগকেও বহু প্রস্তাব দিয়াছি আমাদের সংঘ ও আমাদের এম, এল, এদের পক্ষ হইতেই এ সকল দেওয়া হইয়াছে। আপনি হয়ত তাহা জানেন না। জনগণ এবিষয়ে সরকারকে সহযোগিতা দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন এবং তাঁহাদের ব্যগ্রতাও জানাইয়াছেন। জনসাধারণের প্রস্তাব বা সহযোগিতার মনোভাবের প্রতি এখনো পর্য্যন্ত সরকারের দৃষ্টি পড়ে নাই।

এসব বিষয়ে আমাদের বহু প্রস্তাব আছে। আমরা এবিষয়ে বহু কিছু তথ্যাদি ও সহযোগিতা দিতে পারি। জনসাধারণের এই অতি প্রয়োজনীয় সেচ ব্যবস্থা বিষয়ে জেলার জন্য আপনারা আন্তরিক আগ্রহ লইয়া এবিষয়ে পরামর্শ চাহিলে আমরা সকল সময়ে আপনাদের এ সম্পর্কে তথ্যাদি সরবরাহ করিতে, সহযোগিতা দিতে পারিব। আমরা চাই জেলায় দ্রুত উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা হউক। আপনি আমাদের জেলায় চলুন—অনুরত এই জেলায় অতি প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা কি ভাবে হইতে পারে তাহা সহানুভূতির সহিত অনুধাবন করুন। অর্থনৈতিক জীবনে নিগৃহীত জেলার বাঁচিবার পথ হোক। আপনি পরামর্শ তথ্যাদি যাহা চাহিবেন আমরা দিতে প্রস্তুত থাকিব। মন্ত্রী মহোদয় বলিলেন—আচ্ছা আপনারা জানাইবেন। আমি বিদায় লইলাম।

বিগত পরশু (৯ই এপ্রিলেই) হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড দেখিলাম—প্রথম পাতাতেই একটি সংবাদ রহিয়াছে যে—পুরুলিয়া জেলার কাঁসাই বাঁধ পরিকল্পনার প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট ২।৩ মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে। এই পরিকল্পনার দ্বারা বহুল পরিমাণে জেলার সেচ সমস্যার সমাধান হইবে। জেলার একটি রাজনৈতিক দল ঐ স্থানে বাঁধ পরিকল্পনা বিষয়ে আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে, ঐ বাঁধ হইলে বহু ধানের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই রাজনৈতিক দলটি এই বাঁধ পরিকল্পনার পরিবর্ত্তে জেলায় বহু ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার প্রস্তাব করিয়াছেন। আরও সংবাদ আছে—রাজ্যের সেচমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখার্জি জেলার সমস্যা অনুধাবন করিতে এক সপ্তাহ মধ্যে জেলায় আগমন করিতেছেন।

এই সংবাদটি দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম। সেচ মন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথন কালে তিনি ও আমি ছাড়া আর কেহ ছিল না। সুতরাং মন্ত্রীমহোদয়ের ব্যগ্রতাতেই এই সংবাদটুকু প্রকাশিত হইয়াছে—আমি বুঝিলাম সাক্ষাৎকালে আমার সঙ্গে আমার বক্তব্যের কতক অংশ একটি কাগজে লিখিতভাবে নোট করা ছিল। উহাও তাঁহাকে দিই। উনি দেখিয়া বলেন—এখন আপনি এই কাগজটি ফেরৎ লইয়া যান—আমাদের প্রাথমিক তদন্তের পর তাহা দেখিয়া ভালভাবে আপনাদের সঙ্গে কিছু এক সঙ্গে আমাকে লিখিয়া জানাইবেন। আমি কাগজটি ফেরৎ লই। সুতরাং একসঙ্গে আমাদের অভিমত যখন পরে জানিবেন তিনি স্থির করিয়াছেন তখন তাড়াহুড়া করিয়া এই ভাবে তাঁহার প্রচার কার্য্যে ব্রতী হওয়া তাঁহার পক্ষে শোভনীয় হয় নাই—আমি বিনয়ের সঙ্গে বলিতে বাধ্য হইলাম। ইহাও আমি না বলিয়া পারিতেছি না যে, স্থানীয় একটি রাজনৈতিক দল বলিয়া আমার সেদিনের আলোচনার যে প্রচ্ছন্ন উল্লেখ করিয়াছেন এবং আমার আলোচনার মন্তব্যরূপে যাহা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা সত্য নহে। একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর পক্ষে ইহা সমীচীন কাজ হয় নাই। জেলার প্রয়োজনীয় সেচ বিষয়ে সেচ মন্ত্রীর দুঃখজনক উদাসীনতা এবং এবিষয়ে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ও এবিষয়ে আমাদের আসন্ন কার্য্যধারা সমূহের বিষয়ে আমার কথা হইতে আভাষ পাইয়া তিনি বিচলিত হইয়াছেন—বলিয়া ধারণা হইল। সে জন্যই তিনি আমাদের সংঘকে অভিযুক্ত করিতে এবং সরকারী কর্ম্মের সাফাই জানাইতে—এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন—বোধ করিলাম। ইহার ফল ভাল না হইয়া খারাপই হইবে। সেচ বিষয়ে তাঁহাদের চরম উদাসীনতা আরো প্রকাশিত হইয়া উঠিবে। সেচমন্ত্রীর প্রতি আমার আবেদন এই যে, এই ভাবে তুচ্ছ তথা লঘু প্রচারের পথ না ধরিয়া মহান দায়িত্বপূর্ণ কাজের উপযোগী দৃঢ় ব্যবস্থার পথে অগ্রসর হইয়া মানবতার দায় পালন করুন—এই দীর্ঘ উদাসীনতার অপরাধ ক্ষালন করুন। —অরুণ চন্দ্র ঘোষ ১১-৪-৫৯

শ্রীরা মহাধিকারী বসুমতী প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৬ই বৈশাখ ১৩৬৫—২০শে এপ্রিল ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য ৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

ঋষি নিবারণচন্দ্র জন্মজয়ন্তী সমাগত

১২ই বৈশাখ, ২৬শে এপ্রিল রবিবার

এই অনুষ্ঠানের যোগ্য নিষ্ঠায় আমরা যেন জয়ন্তী পালন করি

মানভূমের জনক পুণ্য শ্লোক ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জন্ম জয়ন্তী সমাগত। যাঁর মহান আদর্শ, পবিত্র জীবন, ঐতিহাসিক কর্ম্ম আমাদের নিত্য প্রেরণা দান করিয়াছে ও আমাদের পথের সঞ্চয় রূপে জাগ্রত রহিয়াছে—তাঁর মহান জন্মজয়ন্তী যেন আমরা যোগ্য নিষ্ঠায় উপযুক্ত অনুষ্ঠানে পালন করি—এই প্রার্থনা।

নিবেদক—অতুল চন্দ্র ঘোষ
পরিচালক, লোক সেবক সংঘ

ঝালদা থানার দারোগা ও কনেষ্টবলের বিরুদ্ধে প্রহারের অভিযোগ

হাসপাতাল-ডাক্তারের হৃদয়হীন আচরণ

ঝালদা থানার আবগারী বিভাগের জনার্দ্দন কুইরী নামক জনৈক পিয়ন—ঝালদা থানার সাব ইন্সপেক্টর, য়্যাসিষ্টেন্ট সাব্‌ইন্সপেক্টর ও জনৈক কনেষ্টবলের বিরুদ্ধে—সদর মহকুমা হাকিমের নিকট তাহাকে গুরুতরভাবে প্রহার করার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আবগারী বিভাগের সাব ইন্সপেক্টরের অনুপস্থিতিতে তাঁহার বাড়ীতে চুরি হয়। গত ৪-২-৫৯ তারিখে বেলা ২ টার সময় ঝালদা থানায় জনৈক হাবিলদার আবেদনকারীকে থানায় ডাকিয়া লইয়া যায় এবং থানা ইনচার্জ—রাধা গোবিন্দ দাসপাল, এ, এস, আই—তিনকড়ি মুখার্জ্জী এবং ননী নামে একজন কনেষ্টবল আবেদনকারীকে প্রহার করিতে থাকে এবং বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত থানায় আটক রাখিয়া তাহার বাড়ী তল্লাসী করে কিন্তু কিছু পায় না। সন্ধ্যাবেলা থানা হইতে ছাড়া পাইয়া আবেদনকারী ঝালদা হাসপাতালে যায় কিন্তু ডাক্তারকে পাওয়া যায় না। পরদিন সকালে হাসপাতালে গিয়া ডাক্তারকে আঘাতজনিত ক্ষতগুলি পরীক্ষা করায়। কিন্তু ঘটনার বিবরণ জ্ঞাত হইয়া হাসপাতালের ডাক্তার তাহাকে "ইনজুরী রিপোর্ট" দিতে অস্বীকার করায় ৫-২-৫৯ তারিখেরাত্রি ৮ টার সময় পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে আসে। কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তার চৌধুরী তাহাকে পরদিন সকালে আসিতে বলেন। আবেদনকারী জনৈক প্রাইভেট ডাক্তারকে দিয়া ক্ষতগুলি পরীক্ষা করায় এবং পরদিন সকালে হাসপাতালে উপস্থিত হয়। ডাক্তার ক্ষতগুলি পরীক্ষা করেন কিন্তু পুলিশঘটিত ব্যাপার শুনিয়া সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করেন।

পুলিসের ডেপুটি সুপারিনটেনডেণ্টের প্রতি শমনজারির আদেশের প্রশ্ন

মান্দোয়ার থানার খেড়্যাডি গ্রামের শ্রীমতী মিনি সর্দ্দারিণকে লাথি মারিয়া অজ্ঞান করার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেনটের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হইয়াছিল—সেই মামলা সম্পর্কে তদন্তকার্য্যে জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক মামলাটি বাতিল করার অপচেষ্টারূপ অবৈধ আচরণ করার জন্য এই মামলাটির পুনরায় তদন্তের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী এস, কে, মৈত্রকে ভার দেওয়া হয়। শ্রী মৈত্র তদন্ত করিয়া অভিযোগটি বিচার্য্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন এবং ৩২৩ ধারা অনুসারে ডেপুটি পুলিশ সুপারিনটেনডেনটের প্রতি শমনজারি করার সুপারিশ করেন। —কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার আপত্তি তুলিয়াছেন যে, সরকারী কর্ম্মচারী বলিয়া ডি, এস, পির বিরুদ্ধে—মামলার জন্য সরকারী অনুমোদন লইতে হইবে। শ্রীমতী মিনি সর্দ্দারিণের আইনজ্ঞগণ এই আপত্তির বিরুদ্ধে অভিমত প্রদান করেন যে, সরকারী অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন নাই। অনুমতির প্রয়োজন আছে, কি, না—এই প্রশ্নে বিচারের জন্য এস, ডি, ও, ২০শে এপ্রিল দিন ধার্য্য করিয়াছিলেন, অদ্য উক্ত শুনানীর দিন ৭ই মে ধার্য্য হইল।

জমি বিক্রয়

আন্দাজ ১৩ কাঠা জমির উপর ছুকুঠুরী পাকা ঘর— কুয়া ও পায়খানা সহ। কসাই ডাঙ্গার মোড়ে (বিভূতি দাস রোড ও কেতিকা রোডের সঙ্গম স্থলে) অবস্থিত। নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীরজত গিরি সেন
কাপড়গলি
পুরুলিয়া

Just Out Just Out

A Modern Course of English Composition.

by Prof. K. Dey, M. A. (Beng.), (Eng.) and S. K. Bose, M. A. (Beng.) (Eng.)

(Intended for the students of classes IX, X & XI of Secondary and Higher Secondary Schools)

Published by
Swastika Publications
2A College Street Market
Calcutta—12

মুক্তি

৬ই বৈশাখ, সোমবার

কেন্দ্রীভূত শাসনের অবসান কেন চাই

সমগ্র ভারতের সকল মানুষের কাছে আজ যে রাজনৈতিক দাবী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধানতম সমস্যাগুলির অন্যতম—সেই রাজনৈতিক দাবীটির প্রতি আমরা আজ অত্যন্ত উদাসীন এবং সচেনতাবিহীন। তাহা হইতেছে—বিকেন্দ্রিত শাসনধারার দাবী। এই দাবীর পিছনে বহু যুক্তি ও উপযোগিতার আহ্বান রহিয়াছে—বহু ইতিহাস ও বহু মানুষের অভিজ্ঞতার আবেদন রহিয়াছে। কিন্তু কেন্দ্রীভূত শাসন-যন্ত্রগুলির বাকচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এবং রাজনৈতিক ধারণার ব্যাপক ক্ষেত্রে আমরা অনগ্রসর হইয়া, এই মহান দাবীর প্রতি আমাদের কর্তব্য বিষয়ে আজও আমরা নিতান্তই আত্মবিস্মৃত হইয়া আছি।

আমরা জানিতাম, বিদেশীর শাসন অধীনে থাকিলে আমাদের শুধু পরাধীন থাকিতে হইবে তাহাই নয়; তাহাতে আমাদিগকে শোষণ, প্রভুত্ব, অকল্যাণ ও শাসন অব্যবস্থার মধ্যে থাকিবে হইবে ও আমাদের দেশের মানুষের আত্মশক্তির বিকাশ ও আত্মগঠন হইবে না। তেমনি ইহাও আমরা জানি যে, বৈদেশিক শাসনের পরিবর্ত্তে কেন্দ্রীভূত স্বদেশী শাসন হইলেও তাহাতেই দেশের ব্যাপক কল্যাণ—যথার্থ কল্যাণ হয় না—বা তাহাতেই আত্মশক্তির গঠন হয় না। তাহা দেশের শাসন হইলেও তাহাতে শোষণ, প্রভুত্ব, অকল্যাণ ও শাসন অব্যবস্থা চলিতে পারে। সেজন্য দেশের গঠনযোগ্য শাসন হোক—ইহাই আমরা চাহিয়াছিলাম। উপযুক্ত শাসনের দৃষ্টিতে সেদিন আমরা কেন্দ্রীভূত শাসনকে সামান্য বিকেন্দ্রীত করিয়া, প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া জনগণের অধিকারকে প্রসার দান করিয়াছি। কিন্তু তথাকথিত এই বিকেন্দ্রিত শাসন এই পর্য্যন্ত আসিয়াই থামিয়া রহিয়াছে।

আমরা জানি—এবং মর্ম্মে মর্ম্মে আজ ইহার দুঃখ উপলব্ধি করি যে, জনক্ষেত্রের নিম্নতম পল্লীজীবনে আত্মশাসন প্রসারিত হওয়া দূরে থাক—জেলার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ শাসন-সীমানার ক্ষেত্রেও আজ পর্য্যন্ত এই বিকেন্দ্রিত শাসন প্রসারিত হইল না। এবং তাহার ফলে আমরা দেখিতেছি—শাসন জীবনে যাহা সব চেয়ে বড় প্রয়োজন—জনজীবনের সঙ্গে শাসনের যোগ—জেলার সেই জনজীবনের সঙ্গে জেলাশাসনের আজ কোনো যোগ নাই। বাহির হইতে কতকগুলি লোককে জেলা শাসনে চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে—যাহাদের বিষয়ে জেলার জনগণের কোনো সমর্থন নাই—জেলা বিষয়েও যাহাদের কোনো জ্ঞান নাই—এবং যাহারা জেলার জীবনে পরগাছার মতন থাকিয়া জেলার জনগণের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন—এবং জেলাকে শোষণ করিবার—জেলার সুযোগ ও ক্ষমতার ক্ষেত্রকে ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত প্রাদেশিক কর্ত্তাদের পরিকল্পনাকে সফল করিতে জেলার উপর শোষণ, বৈষম্য, অবিচার ও অনাচার চালাইতেছেন;—জেলাবাসীকে ন্যায়সঙ্গত অধিকারের জীবনে গঠিত হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিতেছেন।

আমরা দেখিতে পাইতেছি—শোষণের লক্ষ্য লইয়া শাসন গঠিত হইতেছে বলিয়া সেই শাসনের সুবিধার জন্য শাসনধারাকে বিকেন্দ্রিত না করিয়া কেন্দ্রীভূত রাখা হইতেছে। তেমনি আবার শাসন যত কেন্দ্রীভূত হইতেছে—কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, অব্যবস্থা ও শোষণও ততই আরো ভালভাবে চলিতেছে। জেলা শাসনে যদি কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা অনুসারে উপর হইতে জেলার উরপ ভাল শাসনকারীও নিয়োগ করা হয়—তাহাতেও জেলাশাসন জীবনে বহু অসুবিধা ও গোলমাল হইতে থাকিবে। কারণ উপর হইতে আগন্তুক ব্যক্তির জেলা বিষয়ে দুইচারি দিনে সমক্ষ ধারণা বা জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়—দুই দিনের জন্য আসে বলিয়া জেলার স্থায়ী সুখ দুঃখ কল্যাণের প্রতি তাহার সে আগ্রহ, সে মনোযোগ থাকে না। তাহা ছাড়া, যাহারা কাজকে নিজের বলিয়া গড়িবে—তাহাদের মধ্যে সে ব্যক্তি একজন নহে বলিয়া—তাহার মধ্যে সে একাত্মবোধও তাহার আদৌ থাকে না। সেজন্য তাহার অন্তরে সে দরদ—নিজের কাজরূপে সে মহান প্রেরণাও দেখা দেয় না। বাহিরের লোক হইলেই যে একাত্মবোধ, নিজের বলিয়া প্রেরণা আদৌ হইবে

না এমন কথা নয়। তবে যাহাদের হয়—সে লোকের শ্রেণী আলাদা। তাহারা সংখ্যায় বেশী নহে—কারণ তাহারা মানবপ্রেমী সাধক। এবং সর্ব্বোপরি, নিজের কাজের মধ্য দিয়া—নিজেদের কাজের সর্ব্বোচ্চ অধিকার ও সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হইয়া, মানুষ যে শিক্ষা ও অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারে—বাহির হইতে আমদানী করা মানুষের দ্বারা অধিকারের আসন—ক্ষমতা পরিচালনার কর্ত্তৃত্বের আসন জুড়িয়া থাকার ফলে জেলার মানুষের মধ্যে সে শিক্ষা, অগ্রগতি ও আত্ম-বিকাশ কখনই হইতে পারে না। এবং কেন্দ্রীভূত শাসন-ধারার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে দেখা দেয়—সর্ব্বসাধারণ জনগণের সঙ্গে শাসনের গভীর বিচ্ছেদ—যথার্থ যোগের অভাব। সেজন্যই বিশ্বের প্রধানতম মহান রাজনৈতিক মতবাদগুলি ধীরে ধীরে এই কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে—বিকেন্দ্রিত শাসন ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকিয়া বিকেন্দ্রিত আত্মশাসন ধারার মহান উপযোগিতার পরিপোষক হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বে চারিদিকে মানুষ নিজের নূতনতম এই অধিকারের বোধে জাগ্রত হইয়া ক্রমশঃই দাবী তুলিয়াছে—বিকেন্দ্রিত আত্মশাসন চাই। শুধু দেশী শাসন হইলেই চলিবে না—শুধু গণতান্ত্রিক শাসনের একটা কাঠামো হইলেই চলিবে না। জন-স্বরাজ যদি সত্যই কাম্য হয়—মানুষের অগ্রগতিই যদি লক্ষ্য হয়—তবে বিকেন্দ্রিত শাসন ব্যবস্থা চাই—নতুবা শাসন ব্যর্থ হইবে—শোষণ এবং প্রভুত্ব আসন জুড়িয়া অধিকার দখল করিয়া থাকিবে।

সদিচ্ছা লইয়া কেন্দ্রীভূত শাসন চালাইলেও তাহার মধ্যে যে এই সকল বিপদ রহিয়াছে—তাহা আমরা দেখিতেছি। —তাহার উপর যদি রাজনৈতিক অবাঞ্ছিত লক্ষ্য লইয়া কেন্দ্রীভূত শাসন পরিচালিত হয়—তবে তাহা যে কি ভয়াবহ এবং ক্ষতিকর হইতে পারে—তাহা বর্ত্তমান শাসন কাঠামো হইতে আমরা উপলব্ধি করিতেছি। লক্ষ লক্ষ মানুষের ওপরওয়ালারূপে একজন মানুষ জেলা শাসনের অধিকর্ত্তা হইয়া আসিতেছে—তাহাকে তাহার উপরওয়ালার অবাঞ্ছিত শাসনের লক্ষ্য পূর্ণ করিতে হইবে। সেই কারণে জেলায় আসিয়া জেলার সুখ দুঃখ যাহা সে দেখিতেছে—তাহা উপলব্ধি করিয়া সেই অনুসারে কল্যাণের কাজ করিবার তাহার কোনো অধিকার নাই—সে প্রাদেশিক শাসনের অসহায় যন্ত্র মাত্র—পরিপূর্ণ এক দাস। জেলার লক্ষ লক্ষ লোক যদি অনাহারের সম্মুখীন হয়—জেলার বহু লোক যদি অনাহারে মরে—তথাপি তাহার বলিবার কোনো সাহস বা নৈতিক বল নাই। কারণ জেলাকে উদ্বৃত্ত অঞ্চল বলিয়া দাবী করিয়া জেলার প্রতি কর্তব্যকে ফাঁকি দিতে, জেলাকে শোষণ করিতে, প্রাদেশিক শাসনের যে ষড়যন্ত্র রহিয়াছে সেই ষড়যন্ত্রকে—তাহার মিথ্যাচারকে অম্লান বদনে সমর্থন করিবার যন্ত্রমাত্র রূপে তাহাকে কাজ করিতে হইবে। নির্ব্বিচারে প্রভুকে সমর্থন করিয়া চলিবার জন্যই এই জেলাশাসক পদের সৃষ্টি। সেইজন্যই কেন্দ্রীভূত এই ব্যবস্থা। সত্য উপলব্ধি করিলেও—তাহা জানিলেও—বলিবার তাহার অধিকার বা সাহস নাই। নিজের বিবেক মত কল্যাণের কাজ করিবারও তাহার কোনো ক্ষমতা নাই।

জেলার জনগণের সমর্থনে—ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জেলা শাসনমণ্ডলী গঠিত হইলে—এই অবস্থা ধারার পরিবর্ত্তন হয়; জাতীয় অগ্রগতির পথে জেলার অবদানের বহুল সম্ভাবনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়। দেশের অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক চক্রান্ত সত্ত্বেও—জেলাক্ষেত্রগুলি তাহাকে ব্যর্থ করিয়া, শক্তি লাভ করিয়া বাঞ্ছিত অধিকারের ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে। কেন্দ্রীয় তথা প্রাদেশিক শাসন অবাঞ্ছিত হইলেও—তাহা দ্বারা শোষণের কর্ম্মধারা চলিতে থাকিলেও—তাহার মধ্যেও এই জেলা শাসন-মণ্ডলী নিজের অধিকার ও অংশ রক্ষায় সাহসের সহিত বহু কাজ করিতে পারে—প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও নিয়মতান্ত্রিক লড়াই প্রভৃতি করিতে পারে। তাহার বহু অবকাশ সে ক্ষেত্রে রহিয়াছে। ইহাতে জেলার মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও অধিকারের ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রসর হইবার সুযোগ পায়—এবং জেলা ক্ষেত্র হইতেও বৃহত্তর দেশ শাসনের কর্মে নিজেদের অবদান বহন করিতে পারে।—সমগ্র দেশে এই বিকেন্দ্রিত শাসন ধারা প্রবর্ত্তিত হইলে—দেশের রাজনৈতিক প্রবাহধারারও দ্রুত পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনার ক্ষেত্র অবশ্যই দেখা দিবে—তাহা নিঃসন্দেহ।

বিশ্বের যুগমানবেরা—এই বিকেন্দ্রিত আত্মশাসনের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের দেশও একদিন এই মহান দাবী তুলিয়াছে। কিন্তু শাসন জীবনের অতি প্রয়োজনীয় এই বিকেন্দ্রিত শাসনধারাকে কংগ্রেস—যে আজ শাসন আসনে অধিষ্ঠিত—সে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছে। দেশের জনগণের মধ্যে দাবী রহিয়াছে বলিয়া—জনসাধারণকে ভুলাইবার জন্য—কংগ্রেস সরকারগুলি পঞ্চায়েৎ প্রভৃতি গঠন করিতেছে সত্য; কিন্তু সেগুলির মধ্যে যথার্থ আত্মশাসনের ভিত্তি নাই। জনগণকে ফাঁকি দিবার লক্ষ্যে বিকেন্দ্রিত শাসনের অভিনয় করিয়া সম্পূর্ণ আমলাতান্ত্রিক এক অদ্ভুত কাঠামোই তাহারা গড়িয়া তুলিতেছে। পঞ্চায়েৎরূপ এই বস্তুগুলি যে কি, তাহা আমাদের সকলেরই জানা আছে। দেশ শাসনের মহান অধিকারের নামে হাস্যাস্পদ কতগুলি গ্লানীকর প্রতারণা ব্যতীত এইগুলি কিছুই নয়। জনগণের স্বাধীনতার দাবী দেখিয়া ইংরাজ আমলে ইংরাজ যেমন আমাদের স্বায়ত্ত শাসনের অর্থহীন অধিকার দিত—তেমনিই আজ আমাদের কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রতিষ্ঠিত এই সরকারগুলিও আমাদিগকে প্রতারণার লক্ষ্যে এই পঞ্চায়েৎগুলি খাড়া করিয়া তুলিতেছে।

ইহারা যেমন সত্যকার গ্রাম স্বরাজ প্রতিষ্ঠারও কোনো সততা পূর্ণ চেষ্টা করিতেছে না—তেমনি পঞ্চায়েৎ রূপ এই গ্রাম স্বরাজগুলির পূর্ণ সার্থকতার ভিত্তি স্বরূপ জেলা শাসনকেও আজ অন্ধকারের গর্ভে নিহিত করিয়া কেন্দ্রীভূত রাজত্বের সুখে জেলাগুলিতে অবাধ লুণ্ঠন, স্বৈরশাসন, শোষণ ও পীড়ন চালাইতেছে—লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতি নির্দ্দয় অপমানের রাজত্ব চালাইতেছে। আজ পাটনা হইতেই হুকুমদার আসুন আর কলিকাতা হইতেই হুকুমদার আসুন—জনসাধারণের নামে ভূতের জন্যই চলিয়াছে—জেলার লক্ষ লক্ষ লোকের তাহাতে কোনো যোগ বা অধিকার নাই। স্বরাজ হইয়াছে—মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সবাই বলিতেছে; কিন্তু স্বরাজ জীবনে জেলার কাজে জেলাবাসী আজ

মালিক নয়—আমদানী করা কর্তৃপক্ষেরা জেলার জীবনের উপর মাতব্বরি করিয়া যাহা বলিতেছেন—তাহাই আমাদের নতমস্তকে মানিতে হইতেছে—কারণ তাঁহারাই আজ প্রভু। সেজন্য আজও আমাদের নিত্য এই অবজ্ঞা সহ্য করিতে হইবে—জেলার জীবনে দুর্ভিক্ষের মত দুঃখ দেখা দিলেও—উপেক্ষা, উদাসীনতা, চালাকি, চুরি ও লুটের অধ্যায়গুলির মধ্যে আজও আমাদের বারম্বার নির্য্যাতিত হইতে হইবে। কারণ ইহাই আজ ধারা।

একদিন পাটনা হইতে জেলা শাসকেরা আসিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের ভাষার অধিকার বিনষ্ট করিতে কি নোংরামীই না করিয়াছে—আমরা দেখিয়াছি। সেদিন জেলার লক্ষ লক্ষ লোক এই জেলাশাসকদের চায় নাই—তাহাদের তথা প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের কাজ তাহারা সমর্থন করে নাই—তথাপি জেলাবাসীর দাবী চলে নাই। আজও আবার কলিকাতার ফরমান আসিতেছে। অনাদৃত, অনগ্রসর, শিক্ষার আলোকহীন এই ভূখণ্ডে বাহিরাগত প্রভুরা বিজয়ী বীরের মত আসিয়া আমাদের উপর তাঁহাদের উপদ্রব ও প্রভুত্বের রাজত্ব চালাইয়াও তাঁহারা নিজেরা লজ্জা বোধ করিতেছেন না—আর তীব্রভাবে এই গ্লানী ও জাতীয় শক্তির অপচয় উপলব্ধি করিবার মত আমাদেরও আজ সে রাজনৈতিক চেতনা নাই। কারণ সমগ্র ভারতে আজও আমরা বহু পিছনে।

কিন্তু এই পৃথিবী বৈষম্য, শোষণ, পীড়ন ও অবিচারের মধ্য দিয়া নিত্য নব অধিকারের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আমরাও নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে অগ্রসরই হইতেছি। স্বরাজ জীবনে বৈষম্য, শোষণ, প্রভুত্ব ও প্রবঞ্চনার মধ্যে নিত্য আজ নিষ্পেষিত হইলেও—গণতন্ত্রের নামে মুষ্টিমেয় লোকের চক্রান্তে আজ পিষ্ট হইতে থাকিলেও—চারিদিক হইতে আজ ধ্বনি তুলিতে হইবে—আমাদের আত্ম শাসনের মহান অধিকার—এই বিকেন্দ্রিত শাসন অধিকার আমরা চাই—নতুবা স্বরাজ জীবন আজ ব্যর্থ।

বিবিধ প্রসঙ্গ

কংগ্রেসের প্রাদেশিক ওপরওয়ালার এক ঝাঁক সম্প্রতি জেলায় আসিয়া ছুটোছুটি, থানাপিনা, মানপত্র, ফুলের মালা প্রভৃতি করিয়া গেলেন। প্রাদেশিক কর্মকর্তারা যখন মাঝে মাঝে এক এক সময় সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া মনে করেন আমাদের ক্ষেত্র গেলগেল—তখন বহু কর্মব্যস্ততার মধ্যেও এই অভাগা জেলার প্রতি এক একবার নজর দেন—এবং দুইদিনের তল্পিতল্পা লট্‌বহর প্রভৃতি ব্যস্ত সমস্তভাবে সাজাইয়া—জনকতক মন্ত্রী উপমন্ত্রী, কর্তা উপকর্তার একদল সাজিয়া গুজিয়া হুড়মুড় করিয়া জেলায় আসিয়া পড়েন—এবং জেলাবাসীকে তাক্ লাগাইয়া, অফিসারদের খাক করিয়া এবং চর-অনুচরদের কান মলিয়া দুইদিনের এই ভোজবাজীর সফর শেষ করিয়া কোথায় মিলাইয়া যান। শুনিলাম—এবারের সফর পর্বে চর অনুচরদের উপর কর্তাদের ধমক চমকের ব্যাপারটাই নাকি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ক্ষেত্র রাখিবার জন্য কিছু করিতে পারিতেছে না—অথচ এই অনুচরের দল কেবল হাত পাতিয়া দাও দাও করিতেছে। কর্তারা খুবই চটিয়া গিয়াছেন—যাহাদের সং সাজাইয়া এখানে সুবিধার ক্ষেত্র করিতে চাহিতেছি—তাহারাই আবার আমাদের উপর ভাগ বসাইতে চায়!

* * *

শুনিলাম—জেলার কংগ্রেসী অনুচরেরা এটা দাও সেটা দাও—এই নানা উৎপাতের মধ্যে নাকি জেলার জলের জন্য বাঁধ কুয়াও চাহিয়াছে। অন্য জায়গায় কংগ্রেসীরা কর্তাদের বহু প্রসাদ কুড়াইয়া ধন্য হইতেছে। সে দৃষ্টিতে জেলার কংগ্রেসীরা অনেকখানিই বঞ্চিত হইয়া আছে—ইহা সত্যই। সেজন্যই ইহারা মরিয়া হইয়া আরো দাও দাও করিতেছে। লোক ভাবিয়াছে—ইহারা বাঁধ কুয়া চাহিয়াছে নিজের ঠিকার জন্য—তা হউক; —বাঁধ কুয়ার নামে চুরির মধ্যেও যদি জেলাবাসীর জন্য দুই চারি ফোঁটা জল লাভ হয়! কিন্তু কর্তারা জেলার এই নিদারুণ রুদ্রতাপের মধ্যে আসিয়া, কঙ্করময় জেলার জলকষ্টের গভীর হাহাকার পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত হইয়াও—জেলার জন্য দ্রুত জল ব্যবস্থার কোনোই আশ্বাস দিয়া যান নাই—শুনিলাম ঢি- বোধ হয় কর্তারা ভাবিয়াছেন—তাঁহাদের এই ক্ষুদ্র তুচ্ছ অনুচরগুলার নোংরা কান তাঁহারা দয়া করিয়া ছুঁইয়া মলিয়া দিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের এই কষ্ট স্বীকারের জন্য—ঘনিষ্ঠ এই অন্তরঙ্গতার জন্য, নিশ্চয়ই তাঁহাদের অনুচরগুলা কৃতার্থ হইয়া জল হইয়া গিয়াছে—আর তার সঙ্গে জেলার উপর এই করুণার জন্য জেলাবাসীও আনন্দে গলিয়া জল হইয়া গিয়াছে; সুতরাং জলের আর দরকার নাই।

* * *

এই সঙ্গে সহরের জলের কলের কথাও মনে পড়িতেছে। জলের ভগীরথ সেচমন্ত্রীও তো আসিয়াছিলেন। হয় তো তিনি বলিয়া গিয়াছেন—ওটা এল, এস, কি মন্ত্রীর আওতা। যাঁহারা ভোটের সময় বীরদর্প দেখাইয়াছিলেন—জানি না—তাঁহারা এবিষয়ে কর্তাদের কাছে কোনো কথা বলিবার সাহস পাইয়াছিলেন কিনা। সাহস না হোক—ভক্তিও তো ইহাদের কাজে লাগিতেছে না। জীব-জগতে ব্যাঙের দলও ডাকিয়া ডাকিয়া আকাশের প্রাণ গলাইয়া বারিবর্ষণ করায়। এখানের কংগ্রেসী ভক্তেরা তাঁহাদের ভক্তি দিয়াও জেলার জন্য কিছু বর্ষণ করাইতে পারিতেছে না। তবে আর তাঁহারা কি করিলেন?

ঋষি নিবারণ চন্দ্র

পুণ্য জন্ম জয়ন্তী

১২ই বৈশাখ, ২৬শে এপ্রিল, রবিবার

পুরুলিয়া সহরের কার্য্যক্রম:—

সন্ধ্যা ৬।০ টায় শিল্পাশ্রমে ঋষি নিবারণ চন্দ্রের মহান জীবনের স্মরণ ও মনন অনুষ্ঠান।

সকলে যোগদান করিয়া আমরা যেন আমাদের জাতীয় কর্তব্য উদ্‌যাপন করি এবং আমাদের জাতীয় কর্ম-জীবনে আমরা যেন প্রেরণা লাভ করি—ইহাই প্রার্থনা।

অতুল চন্দ্র ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় কৃষি বিষয়ে লোক সেবক সংঘ সদস্যের ভাষণ

কৃষি বিষয়ে শাসন শক্তির চরম ব্যর্থতা

এই অবহেলার তুলনা কোথাও নাই

বর্ত্তমান শাসন এই মহান জাতীয় সাধনার সম্পূর্ণ অযোগ্য

কৃষি শক্তি লুণ্ঠনের কাজে তথা শোষণকারী আড়তদারদের সহায়তায় সরকারী ভূমিকা

সমাজ বিরোধী ধনিককুলের কল্যাণে সরকারী ব্যবসায়ের ব্যর্থ অভিনয়

আজগুবি উদ্ভব এক ধান-লাইসেন্স আইনের সৃষ্টি: জনসাধারণ ইহার যোগ্য উত্তর দিবে

সরকারী পরিকল্পনার তথা শাসন দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন চাই

এই শাসনের অবসানের ভিত্তিভূমিতেই কৃষির নূতন আশা

বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী বিধানসভায় শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমস্যার মূল বিষয় হ'ল—কৃষি। এই কৃষিকে কেন্দ্র ক'রে—দেশের চেষ্টা, সাধনা, পরিকল্পনা এবং প্রাণশক্তি—তার মহনীয়রূপে উৎসারিত হবে—এটাই সার্বজনীন আশা ছিল। কিন্তু জাতির এই জীবন মরণের সমস্যা বিষয়ে—আমাদের দেশের শাসন শক্তির যে চরম ব্যর্থতা—যে অপরিমেয় অবহেলার পরিচয় ঘটেছে—বিশ্বে বোধহয় এর তুলনা কোথাও নেই।

দেশের আত্মশক্তির পরিচয় ঘটল না

দেশের কোটি কোটি মানুষের অনাদৃত শক্তি হাতের কাছে পেয়ে যে উদ্যম ও যোগ্যতায় নূতন ভারত গড়তে পারতো—তার কোনো পরিচয় ঘটল না। মোহগ্রস্ত নেতৃত্বের আত্মবিস্মৃতিই এর কারণ।

অন্য বহু দেশ কৃষি সংগঠনের কাজে দ্রুত অভাবনীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে—তার পাশে নিজেদের এই ব্যর্থতার জন্য দেশের শাসন শক্তি লজ্জা বোধও করেন না—চোখ মেলে কিছু দেখতে চান না।

অপরিহার্য্য কৃষি শক্তিকে-গড়তে হলে আজ অনুসৃত কর্মধারা ছেড়ে—নিষ্ঠা এবং সদিচ্ছার সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে।

সরকারী পরিকল্পনার আমূল পরিবর্ত্তন চাই

দেশের কৃষি জীবনকে গড়তে হলে—দেশের সমগ্র পরিকল্পনাকে আজ কাজের দৃষ্টিতে গড়তে হবে—দেশের কৃষিশক্তিকে সর্ব্ববিধ সহায়তা দিতে হবে—এবং বিরোধী শক্তিগুলিকে প্রতিরোধ করতে হবে।

এখানে এই সমস্ত দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করা হচ্ছে। সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যে মহান কৃষির স্থান আজ নগণ্য। এর স্থান কি হবে—তার ধারণা বা উপলব্ধিও আজ কিছুই নেই।

কৃষিশক্তি লুণ্ঠনের কাজে সরকারী অবদান

আজ এখানে আমাদের শাসন শক্তিরা কৃষিশক্তির বিরোধী শক্তিগুলিকে লুণ্ঠনের সমস্ত সুযোগের ক্ষেত্র এবং সহযোগিতা দান করছেন—এবং কৃষি শক্তিকে যারা গড়বে—সেই কোটি কোটি কৃষি-কর্ম্মীদের আজ বিবিধ আঘাতে জর্জ্জরিত ক'রে দেশের শোষণের ধারাকে—দেশের বৈষম্যের ধারাকে তাঁরা বজায় রাখতে চান।

নিজেদের ব্যবস্থা ধারায় শোষকশ্রেণী গুলিকে পূর্ণ সহায়তা দিয়ে তাঁরা বিবৃতি দিতে থাকেন যে, "আমরা সব ব্যবস্থা করেছিলুম তাদের চক্রান্তে বাজারে আজ চাল নেই—ওদের কৌশলে আজ দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়ে গেল।"

শোষণকারী আড়তদারদের সহায়তায় সরকারী ভূমিকা

উৎপাদনকারী চাষীর নিজের ধান চাল ধ'রে রাখবার—মজুত ক'রে রাখবার ক্ষমতা নেই। উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে—কৃষিঋণ পরিশোধের জন্য, খাজনা দেবার জন্য এবং বহু প্রয়োজনীয় কাজ মেটাবার জন্য তারা ফসল ওঠার পরই কয়েক মাস ধান চাল বিক্রয় করতে থাকে। বাজারে একসঙ্গে বহু ধান চালের আমদানী হয়—চাল ধানের দর কমে যায়। উৎপাদক চাষী কম পায়। আড়ৎদারেরা—পুঁজির মালিকেরা এর পুরো সুযোগ গ্রহণ করে। সস্তায় কিনে দেশের কোটি কোটি মন গোদামজাত করে। তারা জানে—অন্য জায়গা থেকে সরকার কিছু ধান চাল গম আনলেও—প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য—সুতরাং আমাদের এই আড়ৎ করা মালের নিত্য প্রয়োজন আছে।

একে তো সত্যকার চাহিদা—তার ওপর মালকে গোদামে ধরে রেখে চাহিদাকে আরো সৃষ্টি করার কৌশল অনুসৃত হচ্ছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা জানে সরকার আমাদের বন্ধু—সরকার আমাদের নিজেদেরই। সুতরাং সরকার এই মজুত করার ধারাকে ব্যাহত করবেন না—এর বিরুদ্ধে অভিযানের অভিনয় অবশ্যই তাঁরা করবেন—কিন্তু যথার্থ কাজে বাধা দেবেন না।

সমাজবিরোধীদের কল্যাণে সরকারী ব্যবসায়ের ব্যর্থ অভিনয়

এই সমাজ বিরোধীরা আরও জানে যে, তাদের মজুত করার আসল যে শক্তি—প্রয়োজনের তাগিদে চাষীর ধান বিক্রি করার হিড়িক।—সেই হিড়কে সস্তায় ধান চাল খরিদ করে—তাদের মুনাফার ভবিষ্যৎ রচনা করার কাজে সরকার বাধা দেবেন না। তারা জানে—সমস্যা সমাধানের আসল যে কাজ—বিরোধী শক্তির এই চক্রান্ত থেকে ধান রক্ষার যে কাজ, চাষীকে ন্যায্যমূল্য দেওয়ার যে কাজ, এই কাজের নামে সরকার—সরকারী ব্যবসায়ের অভিনয় করবেন—কিন্তু কাজে হাত সত্যই দেবেন না।

সেজন্যই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি—সরকারী ব্যবসায়ের কাজ দাঁড় করাবার যে সময়টা আসল ছিল—যে সময়টায় কাজ সুরু করবার একটা উদ্দেশ্য ছিল—সেই সময়টা—অর্থাৎ চাষীর ধান ন্যায্য মূল্যে কেনার সময়টা—নিষ্ক্রিয়ভাবে পার করে দিয়ে সরকার এখন সরকারী ব্যবসায়ের তোড়জোড়ের অভিনয় করবেন—সরকারের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

আজগুবি উদ্ভট ধান-লাইসেন্স আইন

পুঁজির মালিক আড়তদারেরা জানে যে, সরকার তো আমাদের এই সুখের ব্যবসায়ে এইভাবে সাহায্য করবেনই; উপরন্তু দরিদ্র চাষীদের এমন বিপন্ন করবেন—যাতে চাষীরা আতঙ্কিত হ'য়ে বাজারে চালধান বিক্রি ক'রে দিতে থাকবে—তাতে দর সস্তা হবে মজুত করার আরো সুবিধা হবে।

সেজন্য এই ব্যবস্থাও আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি যে, সরকার আইন করেছেন—১০০ মণের ওপর, এমন কি ১০ মণের ওপর ধান ঘরে রাখলে চাষীকে বিক্রেতা বলে গণ্য করা হবে—তাকে লাইসেন্স নিতে হবে। এর চেয়ে আজগুবি, উদ্ভট, চিন্তাহীন ও যুক্তিহীন ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? একটা পরিবারের সারা বছরে ১০০ মণ ধানে সংসারই চলে না। এই ১০০ মণ-১০ মণের ওপরে লাইসেন্সের বিধানে চাষীকে আজ বহুভাবে হায়রাণী ও দুর্নীতির ভেতর পড়তে হবে—অসাধু কর্মচারীরা আজ সুযোগ নিতে উদ্যত—অসাধু ব্যবসায়ীদের সুযোগ দিতে তাদের বন্ধু সরকার আজ যা ব্যবস্থা করেছেন—ব্যবসায়ীরা আজ তার সুযোগ নিতে ব্যস্ত—এবং আতঙ্কিত নির্বোধ চাষীরা ধান বিক্রি করে লাইসেন্স থেকে বাঁচবার কথাই ভাবছে।

জনসাধারণ এর যোগ্য উত্তর দেবে

আমাদের জেলার চাষীরা আজ সরকারের এই জুলুমের উত্তর দেবে। কৃষককে পঙ্গু করবার—চাষীর প্রেরণাকে নষ্ট করবার—চাষীকে শোষণ করবার—এই আইনকে—আইনের নামে এই জুলুমকে তারা প্রতিরোধ করবে—তাদের এই দৃঢ় সংকল্প। দুঃখের কথা কৃষি উন্নতির জন্য সরকারী প্রচেষ্টা আজ এই ধারাতেই চলেছে। তার পরিচয় আজ এই।

কৃষির প্রাণশক্তি সেচ আজ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত

যে সেচ ব্যবস্থা আজ কৃষির ভিত্তিভূমি—প্রাণ স্বরূপ,

তার জন্যও চেষ্টা কিছুই হল না। অথচ পরিকল্পনার মূলশক্তি এতেই ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিল।

সেচের নামে যা কিছু চলেছে—পরিকল্পনাহীন ব্যবস্থায় আজ অবাধ অপব্যয়ের রাজত্বই চলেছে। পরিকল্পনার অভাবে দেশের কোটি কোটি মানুষের প্রাণশক্তির অপচয়ও ঘটছে।

এই শাসনের অবসানের ভিত্তিভূমিতেই কৃষির নূতন সম্ভাবনা

আজ বলতে দুঃখবোধ করছি—বিগত দু' বছরে আমাদের জেলায় কৃষি প্রচেষ্টার কোনো কিছুই করা হয়নি। দুর্গত দেশের জাতীয় জীবনে দু বছর সময় কম নয়। কিন্তু দেশের জীবন নিয়ে খেলা করবার লোকেরাই আজ ক্ষমতার আসনে। তাঁরা কিছু শোনবার বা করবার লোক বলে আজও আমাদের উপলব্ধি হয়নি।

সেজন্য আজ আমাদের স্থির ধারণা হয়েছে এই যে, এঁদের ক্ষমতার অবসানের ভিত্তি-ভূমিতেই কৃষির নূতন সম্ভাবনার অঙ্কুর দেখা দেবে। তার আগে আর নয়।

রোজার ঘাড়ে ভূত!

ঘটনাটা অবিশ্বাস্য! একে কংগ্রেস সরকার, তায় বিহার—এবং তার উপর আবার স্বয়ং শ্রীবাবুর মুঙ্গের জেলা!

মুঙ্গেরের এক প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট—কোনো একটি মামলার রায় অতি উৎসাহবশে দেবনাগরী হরফে হিন্দীতে লিখিয়া দেন।

আপিলে মামলাটি অ্যাডিশনাল সেসন জজ শ্রীমজহর হোসেন এর কোর্টে ওঠে। তিনি হিন্দী রায় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন।

"বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় একজন প্রথম শ্রেণীভুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া হিন্দীতে রেকর্ড পত্র রাখিয়াছেন এবং হিন্দীতে রায় দিয়াছেন। বিবাদীপক্ষ এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন যে এই রায় আইনানুগ হয় নাই। একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের হিন্দীতে রায় দিবার অধিকার নাই এবং ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় সন্দেহাতীতভাবে ভুল কাজ করিয়াছেন। তাহার হৃদয়াবেগ অনুমেয়—কিন্তু তিনি আইনের পথে চলিলেই সুবিবেচনার কাজ করিবেন।"

হা হতোস্মি! হিন্দী রোজা হিন্দী দাওয়াইএর বোঁচকা লইয়া সারা ভারত দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে তাহারই স্কন্ধে এ কোন্ দুর্দ্ধর্ষ ভূত!

লোক সেবক সংঘের উদ্যোগে সেরেংডিতে জনসভা

মহান্ জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষ্যে লোক সেবক সংঘের আহ্বানে বাঘমুণ্ডি থানার সেরেংডি গ্রামে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সংঘের সহায়ক ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীপ্রহ্লাদ গরাই সভাপতিত্ব করেন। সমবেত কণ্ঠে "উঠরে চাষী মানভূমবাসী" গানটি গাওয়ার পর জনসভার কাজ আরম্ভ হয়। সংঘের সচিব শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা প্রসঙ্গে জাতীয় সপ্তাহ পালনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর পশ্চিম বাংলা তথা সারা ভারতের কংগ্রেসী স্বৈর শাসনের ফলে দেশব্যাপী যে অরাজক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন দেশের কোটী কোটী জনসাধারণের বিভিন্ন সমস্যা সমূহ সমাধান করিতে এই সরকার ব্যর্থ হইয়াছে। দেশের যত দুর্নীতিপরায়ণ সমাজ বিরোধী তথা কায়েমী স্বার্থবাদীদের লইয়া আজ কংগ্রেসীদের শাসন যন্ত্র পরিচালিত তজ্জন্য আজ দেশের সাধারণ লোকের এই দুর্দ্দশা। দেশের শাসন তথা বিভিন্ন বিভাগে আজ কংগ্রেসের যে দুর্নীতি ও দলীয় চক্রান্তের হীন ষড়যন্ত্র চলিতেছে তিনি তীব্র ভাষায় তাহার নিন্দা করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয়।

১) ইতিমধ্যে থানায় অনেক দেখা দিয়াছে—তজ্জন্য অবিলম্বে থানায় ব্যাপক টেষ্ট রিলিফের কাজ খোলা হউক।

২) বাঘমুণ্ডি থানার সমস্যা সমূহের মধ্যে প্রধান সেচ সমস্যা, তজ্জন্য এই সভা প্রস্তাব করিতেছে এবৎসর রিলিফের মাধ্যমে ও সরকারী সেচ বিভাগ হইতে অবিলম্বে থানার কড়েং নদী ও অন্যান্য ছোট ছোট নদী জোড় বাঁধা ও বাঁধ কুপ খনন করা হোউক।

৩) এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে জংগল বিভাগের অত্যাচারে এই থানার জালানি কাঠ, গৃহনির্মাণের কাঠ তথা চাষীদের হাল প্রভৃতি সরঞ্জামের একান্ত অভাব ঘটিতেছে। তাহা নিরসনকল্পে জঙ্গলে উক্ত বিষয়সমূহের ন্যায্য অধিকার দেওয়া হোউক।

৪) অবিলম্বে ১০/ মণ ধানের জন্য চাষীদের লাইসেন্স লইবার যে পীড়নমূলক আইন জারী করা হইয়াছে—তাহা প্রত্যাহার করা হোউক।

৫) এই বৎসরের কৃষিঋণ আদায় স্থগিত রাখিয়া থানায় অবিলম্বে আরও ব্যাপক কৃষিঋণ, পঙ্গু অসহায়দের খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হোউক।

অতঃপর লোক সেবক সংঘের প্রচলিত ধ্বনী সহকারে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

রঘুনাথপুর থানার দারোগা ও কনেষ্টবলের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের

মহিলার প্রতি অভদ্রসূচক আচরণ

অনধিকার গৃহে প্রবেশ, অশ্লীল গালাগালি ও অপমানজনক ব্যবহারের অভিযোগ

রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত নান্দুয়ারা নামক গ্রামের অধিবাসিনী শ্রীমতী অচলা বালা দাসী নাম্নী জনৈকা মহিলা রঘুনাথপুর থানার দারোগা শ্রীযুক্তি রঞ্জন মুখার্জি ও কনেষ্টবল হরলালের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৪৮, ৫০৪, ৫০৬, ৫০০ এবং ৩৪১ ও ৩৪২ ধারামতে পুরুলিয়া মহকুমা হাকিমের আদালতে এক অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গত ১১ই এপ্রিল সকাল ৯।০টার সময় বাদিনীর গৃহে বাদিনী ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ বা মহিলার অনুপস্থিতকালে বলপূর্বক তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া অকথ্য ও কুৎসিৎ ভাষায় তাহাকে গালাগালি করে ও মারিতে উদ্যত হয়। পরে বাদিনীর শ্বশুরকে সন্ধ্যায় থানায় ডাকাইয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আটকাইয়া রাখে। বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক "ভাললোক" বলিয়া সুপারিশ পত্র না দিলে তাহাকে থানার "লকআপে" আটকাইয়া রাখা হইবে ও হাজতে প্রেরণ করা হইবে বলিয়া বর্ব্বরোচিতভাবে শাসান হয়। সে আজীবন রেলওয়ে কর্মচারী। পরে জনৈক উকিল ও বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহাকে "ভাললোক" বলিয়া সুপারিশ করিলে তাহাকে যাইতে দেওয়া হয়। পুরুলিয়া মহকুমা হাকিম রঘুনাথপুরের রেসিডেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিতে নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। ১২।৬।৫৯ তারিখে মামলার দিন ধার্য্য হইয়াছে।

স্থানীয় সংবাদ

অগ্নিকাণ্ড

মানবাজার থানার অন্তর্গত মাঝিহিড়া গ্রামের টোলা কুঁড়-টাঁড় নিবাসী শ্রীমনেশ, গণেশ ও মলিন্দ্র কুমারের ৭টি ঘরে গত ৫ই চৈত্র আগুন লাগে এবং গৃহের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত দ্রব্যাদি ভস্মিভূত হয়। প্রকাশ, তাহারা বর্ত্তমানে আশ্রয়হীন ও নিঃসম্বল অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে।

ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

স্থানীয় ইউথ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে "ছোট গল্প প্রতিযোগিতার" ব্যবস্থা হইতেছে।

১। গল্পটি ফুলস্ক্যাপ কাগজের তিন চার পাতার মধ্যে এবং অনধিক এক হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া চাই।

২। প্রতি পৃষ্ঠার একদিকে পরিষ্কার ও স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং গল্পের সহিত লেখকের পুরানাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন।

৩। **১০ই বৈশাখ ১৩৬৬** সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত লওয়া হইবে। ২০শে বৈশাখ ফলাফল জানানো হইবে। এবং ২৫শে বৈশাখ হরিপদ সাহিত্য মন্দির হলে পুরস্কার বিতরণ করা হইবে।

৪। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার এবং প্রশংসাপত্র দেওয়া হবে। বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে।

৫। গল্প পাঠাবার ঠিকানা :—

সোমেন মিত্র, কমলা ফার্মেসী। পোঃ পুরুলিয়া।

সাগমা জেলা সম্মেলন প্রস্তাব সমূহ

লোক সেবক সংঘের কর্ম্মধারা ও দাবী

আসন্ন অন্নকষ্টের ব্যাপক পরিস্থিতি সম্পর্কে জনদাবী সমর্থিত

অর্থনৈতিক কর্ম্মতালিকা, কৃষি উন্নয়ন, জনসংগঠন বিষয়ে প্রস্তাব

বিহারস্থ পুরুলিয়া অঞ্চল ও ধলভূমে বিহার সরকারের বৈষম্যমূলক ভাষানীতির প্রতিবাদ

পঞ্চায়েৎ ও শাসনধারা, পুলিসী কর্ম্মধারা, কাঁসাইবাঁধ প্রভৃতি বিষয়ে সম্মেলনের সিদ্ধান্ত

সংঘ সংগঠন, কর্ম্মীশিক্ষা, সাগমা কৃষি কেন্দ্র বিষয়ে সংঘ-পরিকল্পনা

বর্ত্তমান স্বৈরশাসনের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সংঘের অন্যতম লক্ষ্য

বিগত ২৮শে ২৯শে মার্চ্চ, বলরামপুর থানার সাগমা গ্রামে লোক সেবক সংঘের যে গুরুত্বপূর্ণ অভিনব জেলা সম্মেলন হয়, তাহাতে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কর্ম্মতালিকাসহ কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে কর্ম্মীদের সামনে এই দৃষ্টি ছিল যে, বহু প্রস্তাব লইয়া অকার্য্যকরীরূপে ফেলিয়া রাখার যে দেশব্যাপী কর্ম্মধারা চলিয়াছে—সংঘকে তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে; এবং গৃহীত প্রস্তাব ও কর্ম্মতালিকা সংক্ষিপ্ত হইবে—আর কাজ নিষ্ঠাপূর্ণ উপযুক্ত হইবে। নিচে কয়েকটি প্রস্তাব ও সংঘের দুই একটি কার্য্যবিবরণ দেওয়া হইল।

জেলার খাদ্য পরিস্থিতি ও জন-দাবী

এই সম্মেলন জেলার সমস্ত অঞ্চলের বিশদ তথ্যাদি বিধান করিয়া এই অভিমত ব্যক্ত করিতেছে যে, নিরায় এ বৎসর জেলার খাদ্য পরিস্থিতি ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতেছে, বিগত বৎসরের ভয়াবহ খাদ্য সংকটের পরিস্থিতির মধ্যে এবৎসরের খাদ্য অনটনের সমস্যা তীব্রতর হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। জেলার কতকগুলি দুর্গত অঞ্চল যেখানে গত বৎসর আদৌ ফসল হয় নাই—যেখানে চাষ আবাদ করিতে না পারার কারণে বিশেষ করিয়া সেই অঞ্চলগুলির অবস্থা এখনই ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে। তথাপি গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরও এখনো পর্য্যন্ত সরকার নীরব। অবিলম্বে রিলিফ কার্য্যধারাসমূহ আরম্ভ করার জন্য এই সম্মেলনে সরকারের নিকট জনগণের ব্যগ্র ব্যাকুল দাবীকে প্রকাশ দান করিতেছে।

এই সম্মেলন আরো জানাইতেছে যে, মাটিকাটার কাজ—এবারে রাস্তায় লাগাইবার দিকে লক্ষ্য না করিয়া—মূলতঃ সেচমূলক কাজেই ব্যয়িত হওয়া উচিত বলিয়া সম্মেলন মনে করে। বিগত রিলিফ কাজের সমস্ত শ্রেণীর ব্যাপারে যে অবাধ চুরি ও লুঠতরাজ চলিয়াছিল এবং সংঘের তথা কর্ম্মী ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে অবিরত প্রতিকার প্রচেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও—তাহার প্রয়োজনে কোনো সরকারী ব্যবস্থা বা প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই বরং দুর্নীতি ও শোষণ কার্য্যকে সরকার হইতে বিবিধ উপায়ে সহায়তাই দেওয়া হইয়াছে। এই সম্মেলন দৃঢ়তার সহিত দাবী করিতেছে যে, রিলিফের কাজে এই অবাধ লুণ্ঠন ও চুরির ক্ষেত্র কঠোর হস্তে দমন করা হোক এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ব্যাপক তীব্র জনচেতনার দ্বারা এই দুর্নীতির ক্ষেত্রের প্রতিকার প্রচেষ্টায় সকলে অগ্রসর হোন—সম্মেলন আবেদন জানাইতেছে।

শোক প্রস্তাব

বিগত সম্মেলনের পর হইতে এই সম্মেলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সংঘের যে সমস্ত কর্মী পরলোক গমন করিয়াছেন—সম্মেলনে স্বর্গত সেই নিষ্ঠাবান কর্ম্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাহাদের পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

সংঘের যে সকল নিষ্ঠাবান কর্মী ও ঘনিষ্ঠ সহায়ক এই সময় কালের মধ্যে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন তাহাদের নাম :—

বান্দোয়ান থানা—হৃষিকেশ মাহাত (কাঁশবহাল) কেশব চন্দ্র সিংদেব (গুড়ুম)—মেঘু মাঝি (মাঘসা)—রবি মঝি (বান্দোয়ান)। **পুঞ্চা থানা**—শিবনাথ সিংসর্দার (গুঁড়িগড়া)—ব্রহ্মানন্দ মাহাত (রানসা) **পটমদা থানা**—শুকদেব মাহাত (লঙিপুর)—গোবিন্দ মাহাত (পেনাদা) রজনীকান্ত মাহাত (মাধবপুর)—চিন্তু মাহাত (কুমীর)। **বরাবাজার থানা**—লাল মোহন মাহাত (লাগুড়ি)—বনমালী মাহাত (আমড়াবেড়্যা)—রাখাল চন্দ্র মাহাত (খরগ্রাম)—**অতুল চন্দ্র মাহাত (লাকা)—সুদর্শন মাহাত (লটপদা)—জগন্নাথ সিংসর্দার (লটপদা)—গোঁসাইমনি দেবী (আদাবনা)—শশীবালা দেবী (হিজলা)। জামতোড়িয়া—শুকদেব মাঝি (সিংরাইডি)—গোবিন্দ মাহাত (চিরুগড়্যা)। বাগমুণ্ডি থানা**—ব্রজেন্দ্রনাথ রায় (চোড়িদা)। **চাণ্ডিল থানা**—ফলারী মাহাত (বামনী)—চুন্থ মাহাত (বামনী)।

এই সম্মেলন স্বর্গত কর্মীদের নিষ্ঠা, ত্যাগ দুঃখবরণ, নির্ভীকতা ও দেশের জন্য সেবার কর্মসমূহ স্মরণ করিতেছে ও তাহার জন্য গৌরব বোধ করিতেছে।

বিহারস্থ মানভূম অঞ্চলে জন অধিকার কাজ বিপন্ন

বিহারস্থ মানভূমের অঞ্চলসমূহে—যথা চাণ্ডিল ইচাগড় পটমদা প্রভৃতি অঞ্চলে—বর্তমানে অনুষ্ঠিত জরিপের পড়চা প্রভৃতি হিন্দীতে করার বিষয়ে বিহার সরকারের যে অবাঞ্ছিত উদ্দেশ্য দেখা যাইতেছে—তাহার প্রতি এই সম্মেলন গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। এই বিষয়ে প্রতিবাদ ও বাংলা ভাষার দাবী জানাইতে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সমূহের জনসাধারণ তথা লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে যে আন্দোলন চালান হইয়াছে—সেই প্রচেষ্টাকে আরো শক্তিশালী করিতে সম্মেলন আহ্বান জানাইতেছে। ইহার সহিত ঐ সকল অঞ্চলে তথা ধলভূমে বিহার সরকার কর্তৃক পুনরায় বাংলা ভাষার উপর জোর ও ক্রমবর্দ্ধমান বৈষম্য মূলক আচরণ করা হইতেছে। সম্মেলন এবিষয়ের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। সম্মেলন দাবী করিতেছে অনুষ্ঠিত জরিপে বাংলাভাষী অঞ্চল সমূহে পড়চা প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে বাংলা করা হউক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা হউক। প্রয়োজন হইলে শীঘ্র মধ্যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সমূহ তথা ধলভূমের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি লইয়া একটি সম্মিলিত প্রতিনিধি মণ্ডলী পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হউক—সম্মেলন আহ্বান জানাইতেছে।

বাকী প্রস্তাবগুলি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

সংঘের কর্ম্মযজ্ঞে অতিথি-অভ্যাগতদের আন্তরিক প্রশংসনীয় যোগ

লোক সেবক সংঘের এই সম্মেলন পরিদর্শন করিতে ও জেলার সম্মিলিত সংঘ কর্মীদের সহিত মিলিত হইতে আমাদের বন্ধু অভয় আশ্রমের বিশিষ্ট শ্রদ্ধেয় কর্মী পুরুলিয়া খাদী ভাণ্ডারের পরিচালক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল রায়, খাদী ও গ্রামোদ্যোগের ঘানী বিভাগের পুরুলিয়ার কর্ম-সচিব শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র বাউরী ও অভয় আশ্রমের তরুণ উদ্যোগী কর্মী শ্রীযুক্ত রতিপতি দাশগুপ্ত সম্মেলনে অতিথিরূপে আগমন করেন। সম্মেলনের সম্মিলিত কর্ম্মযজ্ঞে—জমি তৈরী ও বাঁধ তৈরীর কাজে ইহারা কায়িক সাধ্য শারীরিক পরিশ্রমের কর্ম তালিকায় কর্মীদের সহিত যোগদান করিয়া বহুকাজ করেন এবং কর্মীদের অন্তরে প্রেরণা সঞ্চার করেন। বিশেষ করিয়া অভয় আশ্রমের রাজেন বাবু যিনি দাদুরূপে সর্বজন পরিচিত তিনি বয়স হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু পরিশ্রম-সাধ্য কাজ করেন ও তাহার সঙ্গে ১০৫ ঝুড়ি মাটি বহন করেন। ইহাতে কর্মীরা বিশেষ প্রেরণা লাভ করেন। আমাদের একজন কলিকাতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীযুক্ত শিশির কুমার মল্লিক মহাশয়, শ্রীযুক্ত ত্রিদিব চৌধুরী মহাশয়ের সমভি-ব্যাহারে আসিয়া কর্মীদের সহিত মেলামেশা করিয়া কর্মীদের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
১৭শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৩ই বৈশাখ ১৩৬৫—২৭শে এপ্রিল ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য ৵০
বার নয়া ১৩ পয়সা

বারোই বৈশাখে

দুঃখের দাহন-গান হানে ঐ রুদ্রের পিণাকে—
তৃণহীন ধরণীর তপ্ত ধূলি ধায় লক্ষ পাকে;
তারি মাঝে সৃষ্টিরূপ—জাগে পাতা তৃণহীন শাখে
—বারোই বৈশাখে॥

❁ ❁ ❁

বৈশাখী-তপস্যা মাঝে যে এল সৃষ্টির অভিসারে,—
রুদ্রের করুণাহীন নিকষেতে চেনা হবে যারে,
তারি লাগি জন্মলগ্ন বক্ষের আঁচল পাতি রাখে,
—বারোই বৈশাখে॥

❁ ❁ ❁

যে প্রাণ বাহির হল দুর্জ্জয় সৃষ্টির অভিযানে,—
মগ্ন হল তপস্যায়—সৃষ্টি দিল বৈশাখের প্রাণে;
নন্দিত, বন্দিত হ'ল কীর্ত্তি যাঁর, নমস্কার তাঁকে—
—বারোই বৈশাখে॥

চিঠিপত্র

এই ... মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। দীর্ঘ হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের কোন বিশেষ অংশ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

রেল বিভাগের গাফিলতি

খাটজুড়ি হইতে শ্রীমন্মথ ভূষণ ভট্টাচার্য্য জানাইতেছেন :—লোক সভায় রেলওয়ে বাজেট আলোচনায় শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্তের সমালোচনা পাঠ করিলাম। তাঁহার অধিকাংশ অভিযোগ রেল কর্মচারীদের অভাব অসুবিধা সম্বন্ধে। রেল কর্মচারীদের সুগঠিত এবং বলিষ্ঠ ইউনিয়ান আছে যাহার মাধ্যমে তাঁহারা তাঁহাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চালাইয়া যাইতেছেন। কিন্তু জনসাধারণের নিত্য অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বিভূতি বাবুর ভাষণে বেশী কিছুই নাই। অভিযোগগুলি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি এবং প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছি।

১। ট্রেনের সময় বলিয়া কিছু নাই। টাইম টেবিল আছে—ট্রেনটী কত লেট যাইতেছে নির্ণয় করিবার জন্য। ট্রেন লেট হইয়া corresponding train না পাওয়ায় যাত্রীদের নিয়তই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। চক্রধরপুর আদ্রা শাখায় আজ ৭০ বৎসর যাবৎ দুখানির বেশী ৩খানি ট্রেন হইল না। অথচ দুর্গাপুর, সিন্দ্রী, বাউরকেল্লা, ভিলাই, প্রভৃতি স্থানে বড় বড় কারখানা হওয়ায় এলাইনে যাত্রীসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও এযাবৎ একখানা অতিরিক্ত ট্রেন হইল না।

২। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে যখন প্রথম স্থাপিত হয় তখন ষ্টেশনে যে ঘড়িগুলি সরবরাহ করা হয় সেগুলি—দু চারটী বড় বড় ষ্টেশন ছাড়া আর কোথাও নূতন সরবরাহ করা হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন ঘড়িগুলি অনন্তকাল চলিতে বাধ্য। অনেক ষ্টেশনেই ঘড়ি বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। অসংখ্য রেলওয়ে অফিসার পদ সৃষ্টি হইয়াছে। সকলেই পর্দ্দানশীল। পর্দার আড়ালে অফিসে বসিয়া সই করেন, জনসংযোগ পছন্দ করেন না। এই রকম একজন হইতেছেন Supdt of amenities অর্থাৎ যাত্রীদের আরাম বিধায়ক। ইনি যে কি করেন তাহা আমরা জানি না। তবে যাত্রীদের আরামের ব্যবস্থার যে বিশেষ কিছু উন্নতি হইয়াছে লক্ষ্য হয় না। পুরুলিয়া-রাঁচী রেলপথ খোলার থেকেই ঝালদা watering station, এবং যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য একটী জলকল বরাবরই ছিল। আজ ৪ বৎসরাধিক জলকলটী তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ষ্টেশনে ট্রেন আসিয়া পৌছিলে পানিপাঁড়ে মারফত গরম পানীয় জল পাওয়া যায়। পায়খানা প্লাটফরমের শেষের দিকে ছিল উহা তুলিয়া দিয়া মোসাফির খানার অভ্যন্তরে করা হইয়াছে। মাত্র রেল কর্মচারীরা ঐ পায়খানা ব্যবহার করেন। যাত্রীরা জল পাইবে কোথায় যে পায়খানায় যাইবে? পায়খানা যথারীতি ধোয়া হয় না, ফলে দুর্গন্ধে মোসাফির খানায় তিষ্ঠান মুস্কিল। প্রায় সব ষ্টেশনেই পানীয় জলের একটী গুমটি এবং তন্মধ্যে খালি কলসি দেখিতে পাইবেন জল পাইবেন না। দূর দূরান্তর হইতে গ্রামবাসীরা ট্রেন ধরিতে ষ্টেশনে আসিয়া একটু পানীয় জল পায় না।

৪। মফঃস্বলের সকল ষ্টেশনের টিকিটের জানালার উপর লেখা আছে যে ট্রেন আসিবার ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে জানালা খোলা হইবে এবং ট্রেন ছাড়িবার ৫ মিনিট পূর্ব্বে বন্ধ হইবে। কার্যতঃ গাড়ি ষ্টেশনে পৌছিবার ১০।১৫ মিনিট পূর্ব্বে টিকিট জানালা খোলা হয়। অধিকাংশ ষ্টেশনের টিকিট "নাই" বলা হয়। ছাপা টিকিট না থাকিলে সাদা টিকিট দিবার ব্যবস্থা আছে কিন্তু ।০ আনা বাড়তি না দিলে দেওয়া হয় না। ৫।১০ খানা টিকিট দিয়া গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া গেলেই বলা হয় "যাও গার্ডকে বলিয়া চাপ"। গার্ডকে পয়সা দেওয়া হয়—বলা বাহুল্য উহা গার্ডের পকেটেই যায়। যথা সময়ে টিকিট বিক্রয় শুরু না করাতে জানালায় অতিরিক্ত ভিড় হয় তাহাতে বৃদ্ধ এবং

(৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

১৩ই বৈশাখ, সোমবার

১২ বৈশাখ

(অতুলচন্দ্র ঘোষ)

মহিমাময় ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জন্ম দিন। যে পুণ্যদিনের জন্মলগ্ন জীবনব্যাপী একটি জাগ্রত তপস্যাক্ষেত্রকে একদিন সার্থক সিদ্ধির মহিমায় মূর্ত্ত ও উজ্জ্বল করিয়াছিল, অনাগত কালের জন্য বরণীয় এবং মহনীয় করিয়াছিল —সেই পুণ্যদিন আমাদের জীবনের ইতিহাসে আজ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। সকল নৈরাশ্যকে জয় করিয়া, সকল দুঃখ ও প্রতিকূলতার বাধাকে অতিক্রম করিয়া, মানুষ আপন জীবন লক্ষ্যের সাধনায় অবিচল থাকিতে পারে—লাভ হউক, ক্ষতি হউক, সফলতা হউক, বিফলতা হউক—যাহা কাম্য, যাহা সাধ্য, যাহা কর্ত্তব্য অবিচল চিত্তে তাহার অনুসরণ করিতে পারে—এই ঐকান্তিক একাগ্রতাই মানব দায়িত্বের পরমা সিদ্ধি। ঋষি নিবারণচন্দ্র এই পরমা-সিদ্ধির এক অনিন্দ্য নিদর্শন —এক মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন। আমাদের জীবনে এই উপলব্ধির তিনি পরম সত্য এবং গভীর প্রেরণা।

যুগে যুগে সকল সময়ে সকল জাতির জীবনেই সংকট আসে। যে পথ কখনো দেখা হয় নাই—যাহা ভাবা হয় নাই, সে পথ দিয়া জাতির সাধকদের নব নব পরীক্ষায় অগ্রসর হইতে হয়। লক্ষ্যরূপে যাহা স্থির হইয়াছে, চিন্তায় যাহা সত্য প্রতিভাত হইয়াছে—তাহার সাধনায় সিদ্ধি আসিবে কি, না, কেহ বলিতে পারে না। তবুও কল্যাণের সন্ধানে—পথের সন্ধানে অনিশ্চিত অভাবিত অনাগত সিদ্ধির লক্ষ্যে—জাতির সাধকেরা যুগে যুগে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছেন—মহাসাধনার এই তীর্থ বেদীতে। বহু জাতি ও সাধকের জীবনে বিফলতা আসিয়াছে, কিন্তু সমগ্র মানব জীবনের ধতিয়ানে তাহা বিফল হয় নাই। নিত্য নব নব সফল অসফল লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিভূমি হইতেই নব নব সার্থক পথের সন্ধান হইয়াছে। এবং নিরুদ্দেশ এই বহু মহাযাত্রাগুলির মধ্য হইতেই সফলতার ও পরমাসিদ্ধিরও আবির্ভাব হইয়াছে—জাতির জীবনে, গৌরবের বিজয়মাল্যে। ইতিহাসের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে এই অবদানের মহান ত্যাগের বেদীতে যাহারা আত্ম[illegible] উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহারা সাধক—তাঁহারাই [illegible] ঋণকর্তা। ইঁহারা কোনো বঞ্চনাকে কোনো [illegible] গ্রাহ্য করেন নাই—কোনো দুঃখকে বরণ করিতে [illegible] কুণ্ঠিত হন নাই, প্রচেষ্টার কঠোরতম হোমানলকে জীব[illegible] প্রজ্বলিত করিতেও ইঁহাদের দ্বিধা ঘটে নাই।) [illegible] ইঁহাদের অন্তরের নামান্তর ছিল—দুর্জ্জয়-পণ সাধনা। ইঁহাদের সাধনার এই মহান যোগক্ষেমই ছিল—বিশ্বের অগ্রগতির ইতিহাসের ভিত্তি। ইহা যদি না থাকিত তবে আজিকার এই ইতিহাস গড়িয়া উঠিতে পারিত না—তাহা আজ কোথায় পিছাইয়া পড়িয়া থাকিত।

যুগে যুগে যেমন বহু জাতির জীবনে ঘনান্ধকার দেখা দেয়, আজও আবার আমাদের জাতির জীবনের দিকচক্রবালে ঘোর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। পথ নাই—আশা নাই—পাথেয় নাই—নাবিক নাই;—আজিকার প্রতিকূলতা ও দুর্যোগের যাত্রা পথে উপযুক্ত পথ চিনাইয়া দিবারও সে ভরসার আহ্বান আজ কোনো দিকে নাই। পাথেয় যাহা আছে—তাহা ছড়াইয়া আছে বিশ্বের জীবনে। —তাহা হইতে নিজেদের প্রয়োজনীয় পাথেয় বাছিয়া কুড়াইয়া লইয়া রচনা করিতে হইবে—সংকটের উপযুক্ত পথের-সন্ধান। আর সেই অনির্দ্দেষ্ট, অপরিচিত, অনিশ্চিত পথ-সন্ধানে যাত্রা করিতে হইবে সাধকের দলকে—সিদ্ধির অথবা বিলুপ্তির সার্থক অভিযানে। এই অভিনব জাতীয় পরীক্ষার পথে আত্মোৎসর্গের পথিকৃত যদি না জোটে—তবে জাতির আকাশ হইতে অন্ধকার কখনো অপসারিত হইবে না। তদ্গত চিত্ত লইয়া জীবন ও সমস্যাকে আজ অনুধাবন করিতে হইবে—অতন্দ্রিত সন্ধানের তপস্যায় মুক্তির উপায়কে আজ মনন করিতে হইবে—এবং বাধা আসুক, দুঃখ আসুক, ক্ষতি আসুক, ক্ষয় আসুক, নিন্দা আসুক, উপহাস আসুক—নিজের বিশ্বাসের দৃঢ়ভূমির পথে তপস্যার মন্ত্রকে রূপায়িত করিতে হইবে—সকল পণ করিয়া, সকল মূল্য দিয়া। এই অপরাজেয় আত্মশক্তি সাধনায় পথিকৃতের মহান পথের অন্তর্হীন বিশ্বাস রূপে, প্রাণময় প্রেরণা রূপে, মৃত্যুঞ্জয় শক্তির উৎস রূপে,—অবিচল বিশ্বাসের পাথেয় রূপে—সাধনার আকাশে যিনি নিত্য জাগ্রত রহিয়াছেন—তিনি ঐ অবিস্মরণীয় ঋষি নিবারণ চন্দ্র।

পাতাল সম্বন্ধে আর ও অভিযোগ

মুক্তির পূর্ববর্ত্তী অনেকগুলি সংখ্যাতে পুরুলিয়ার সদর হাসপাতাল সম্বন্ধে বহু প্রকার অভিযোগ করা হইয়াছে—কিন্তু এ সকলের যে কোন প্রতিকার হইয়াছে—তাহার প্রমাণ আজ পর্য্যন্তও আমরা পাই নাই।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক দুরবস্থার জন্য সামান্য অসুখ বিসুখেই আজকাল সকলে হাসপাতালে ছুটিতেছেন। যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে—হাসপাতালে রোগীর ভীড়ও বাড়িয়াই চলিয়াছে। অথচ সে তুলনায় সদর হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স, পরিচারক মেথর মেথরাণী এবং শয্যার সংখ্যা অতি নগণ্য। ডাক্তারের সংখ্যা সর্ব্বমোট ৫ জন। ইহার মধ্যে সি, এম, ও এবং রেডিওলজিষ্টকে বাদ দিলে চিকিৎসা বিভাগের ভার মাত্র ৩ জনের উপর।

আগেকার সিভিল সার্জ্জনের পদকে বর্তমানে চিফ মেডিক্যাল অফিসারের পদে পরিবর্ত্তিত করিয়া আইন দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, প্রবীন এবং পারদর্শী মস্তিষ্কগুলিকে প্রকৃতপক্ষে কারণিকের কার্য্যে নিযুক্ত রাখা হইয়াছে, তাঁহাদের কার্য্য হইয়াছে জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করা এবং অফিস 'ম্যানেজ' করা। সমগ্র সদর হাসপাতালের ভার দেওয়া হইয়াছে ডিষ্ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার অর্থাৎ আগেকার এ্যাসিস্টেণ্ট সিভিল সার্জ্জনের উপর।

এই ডি, এম, ওকে আবার জেলখানার অসুস্থ কয়েদীদিগকে দেখিবার জন্য শনি ও মঙ্গলবারে জেলখানায় যাইতেহয়। ঐ দিনগুলিতে জেলখানার কার্য্য শেষ করিয়া ডি, এম, ও হাসপাতালে ফিরেন বেলা ১॥/২ টা নাগাদ। জরুরী রোগী, অপারেশনের রোগী এবং আউটডোর বিভাগ হইতে প্রেরিত জটিল রোগীদিগকে তাঁহার অপেক্ষায় অত বেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। অনুরূপ ঘটনা ঘটে যখন ডি, এম, ও সরকারী সাক্ষী হিসাবে কোর্ট কাছারীতে গমন করেন। এবং রোগীদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে যখন ডি, এম, ও কয়েকদিনের ছুটিতে কিম্বা সাক্ষী দিবার জন্য অন্য জেলায় যান। বড় বড় অপারেশনের রোগীদিগকে এবং জটিল রোগাক্রান্ত রোগীদিগকে রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াই ডি, এম, ওর অপেক্ষায় দিন গুণিতে হয়।

আউটডোর বিভাগে পুরুষদের জন্য একজন এবং স্ত্রীলোকদের জন্য একজন ডাক্তার আছেন। ইঁহারাও যখন সাক্ষী দিবার জন্য কিম্বা ছুটী লইয়া বাহিরে যান—তখন আউটডোর বিভাগের রোগীদের যে অবস্থা হয় তাহা বর্ণনাতীত।

ওষুধ লইবার জন্য রোগীদিগকে জানালার নিকট ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হয়। কম্পাউণ্ডিং রুমের মাত্র একজন কম্পাউণ্ডার ১৫০।২০০ রোগীর জন্য ওষুধ তৈয়ার করিয়া বিতরণ করেন। কখন কখন এক আধ ঘণ্টার জন্য অপর দু একজন কম্পাউণ্ডারকে—এই কার্য্যে সাহায্য করিতে দেখা যায় মাত্র।

হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্সের জন্য ড্রাইভার—খাস কলিকাতার সদর দপ্তর হইতে আমদানী করা হইয়াছে। ইহার ব্যবহারে এবং আচরণে গ্রামের রোগীরা ইহাকেই ডি, এম, ও বলিয়া মনে করে। ইহাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইনডোরের রোগীদের সহিত তর্ক করিতে দেখা যায়; খালি গায়ে, তৈলাক্ত দেহে ডি, এম, ওর অফিসের সম্মুখে দাঁতন করিতে দেখা যায়; নার্স মেথর ঝাঁড়ুদার প্রভৃতির কার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে দেখা যায়। এই ড্রাইভারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অনেকগুলি অভিযোগ চীফ মেডিক্যাল অফিসারের কাছে পেশ করা হইয়াছে। কিন্তু কি জন্য ইহাকে সদর হাসপাতাল হইতে বদলী করা হইতেছে না—তাহা জনসাধারণ বুঝিতে পারে না। এই ড্রাইভারটি অনেকের নিকট নিজেকে জনৈক কংগ্রেসী এম, এল, এ'র ভাই বলিয়া পরিচয় দেন—এই ভয়েই কি?

সম্প্রতি পুরুলিয়া জেলাবোর্ডের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান শ্রীতুলসী দাস কর্মকার এই এ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারের বিরুদ্ধে চীফ মেডিক্যাল অফিসারের নিকট একটি অভিযোগ দাখিল করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ যে, গত ১০ই এপ্রিল রাত্রিতে শ্রীকর্মকারের আসন্নপ্রসবা কন্যাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিবার জন্য তাঁহার এ্যাম্বুলেন্সের প্রয়োজন হয়। তিনি হাসপাতালে গিয়া ড্রাইভারকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া গাড়ী লইয়া তাঁহার সহিত যাইতে বলেন। শরীর খারাপের অজুহাত দেখাইয়া ড্রাইভার যাইতে অস্বীকার করেন। পুনরায় তাহাকে যাইতে অনুরোধ করিলে ড্রাইভার উত্তর দেন "এ্যাম্বুলেন্স কার না আছে আপনি কি করিতেন?" এই বলিয়া তিনি শ্রীকর্মকারের সম্মুখেই হাসপাতালের একটি কক্ষে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দেন। শ্রীকর্মকার ডি, এম, ও'র নিকট গিয়া সমস্ত ঘটনা জানাইলে ডি, এম, ও'র আদেশে এই ড্রাইভার গাড়ী বাহির করে। ইহার এরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের পরও কি তাঁহাকে পুরুলিয়ায় রাখা উচিত?

হাসপাতালের রোগীদের জন্য যে দুধ লওয়া হয় তাহা পূর্ব্বে বরাবর সকল বিভাগের জন্য একসঙ্গেই লওয়া হইত। বর্ত্তমানে পুলিশ এবং টি, বি, ওয়ার্ডের রোগীরা নিজেদের অংশের দুধ আলাদাভাবে লইতেছেন বলিয়া জানা গেল। ইহার ভিতর কি রহস্য থাকিতে পারে জানি না—তবে সাধারণ ওয়ার্ডের স্ত্রী-পুরুষ বিভাগের রোগীদের মধ্যে—দুধের ব্যাপারে অসন্তুষ্টির মনোভাব দেখা দিয়াছে।

একটি বন আইনের বিরুদ্ধে সংগ্র

ব্যক্তিগত বন সম্পদে নিষেধাজ্ঞার জুল

বন আইনে সংরক্ষিত জঙ্গল উজাড়ের নগ্ন অযোগ্যতা দেখাইবার

আজ আবার ব্যক্তিগত জমির গাছ সম্পর্কে নূতন আই

ইহা যেমন উদ্ভট, আজগুবি, হাস্যকর, তেমনি ইহা সরকারী অনাচারের উপায় স্বরূপ

জনসাধারণকে হায়রান, ক্ষতিগ্রস্ত ও লুণ্ঠন করিবার আর এক পন্থা

জনস্বার্থরক্ষায় এই আইনের সম্পূর্ণ প্রতিরোধ সংঘের সিদ্ধান্ত

জঙ্গল বিষয়ে আমরা বহু সরকারী উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছি। এই অযোগ্য কংগ্রেস সরকার তথা অযোগ্য জঙ্গল বিভাগ নিজেদের অযোগ্যতার কারণে এবং নিজেদের তথা নিজেদের অনুচরবর্গের স্বার্থ সাধনে আমাদের জেলার মহান জঙ্গল উজাড় করিয়াছে—এই বিরাট জঙ্গল সম্পদ লুঠ করিয়াছে—ইহা লইয়া অবাধ ঘুষের রাজত্ব চালাইয়াছে। এবং সর্ব্বোপরি জঙ্গল বিষয়ে জেলার অগণিত মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকারসমূহ বহুভাবে বিপন্ন করিয়া তাহাদিগকে অশেষরূপে আজ ক্ষতিগ্রস্ত, বঞ্চিত, অপমানিত করিয়াছে। এই বিরাট বনধ্বংসের সরকারী অভিযানের মধ্যে আজ আবার ব্যক্তিগত রক্ষণাবেক্ষণে যে সকল গাছ আছে সেই সকল গাছপালার বিষয়ে এক নূতন সরকারী নির্দ্দেশ দেখা দিয়াছে।

প্রচলিত প্রথম জঙ্গল আইনের দ্বারাই
যে ভয়াবহ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে

দেশের অধিকাংশ জঙ্গল ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে ছিল। আজ নয় দশ বৎসর হইতে চলিল কংগ্রেস সরকার জঙ্গল আইন প্রবর্তন করেন—সেই আইনের ক্ষমতায় ব্যক্তিগত মালিকানার হাত হইতে জঙ্গলগুলি সমস্ত সরকারী শাসনের অধীনে আসে। এই আইনের পক্ষে সরকার যুক্তি দেন যে, ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে জঙ্গলের উন্নতি হইতেছে না—বরং ক্ষয় হইতেছে। স্বাধীন সরকারের অধীনে আজ দেশের এই মহান জঙ্গল সম্পদ গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু দেশের লোক জানিত—সরকারের সে যোগ্যতা বা সততা নাই—সরকারের অধীনে জঙ্গল ধ্বংস হইয়া যাইবে।

সরকারী শাসনে জঙ্গলের যে অবাধ
লুঠ ও ধ্বংস হইল

অতি অল্পদিনের মধ্যেই ইহার প্রমাণও হইল। জঙ্গল সম্পদ গড়িয়া তোলার কাজে সরকার জনগণের সহায়তা লইলেন না—এ বিষয়ে জেলার জনগণ ব্যাপক সহযোগিতা দিতে চাহিল—সরকার নিলেন না। লুণ্ঠন ও ভাগাভাগির উদ্দেশ্যে জঙ্গল রক্ষার অজুহাতে আগাগোড়া অসাধু কর্ম্মচারীসমূহ নিয়োগ করিয়া জঙ্গলের অবাধ লুণ্ঠন চলিতে লাগিল। অপরকে ফাঁকি দিয়া স্বার্থ সাধনের জন্য সরকার জনগণের মধ্যে বহুজনকে তাহাদের বহু প্রকারের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। জঙ্গল সরকারী করণের জন্য প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ বিষয়ে মালিকগণকে ফাঁকি দিবার ব্যবস্থা চলিতে লাগিল—মালিকানা সূত্রে জঙ্গল হইতে নিজেদের প্রয়োজনীয় কাঠ প্রভৃতি পাইবার যাহাদের অধিকার ছিল তাহারাও বহু ভাবে বঞ্চিত হইতে লাগিল। এমন কি, জঙ্গলের পাতা ও দাঁতন প্রভৃতি লইয়া, মরা ঝুরি লইয়া, যে সকল অতি দরিদ্র পরিবার জীবিকা অর্জ্জন করিয়া বাঁচিত—তাহাদিগকেও তাহাদের এই একমাত্র জীবিকা হইতে উচ্ছেদ করিবার মত নিষ্ঠুর নির্ম্মম অত্যাচারও কংগ্রেস সরকার করিলেন। পেটের জ্বালায় যাহারা এই পাতা দাঁতন ঝুরি কাঠ লইতে যায়—তাহাদের উপর ঘুষ আদায়, জেল

মোনা চলিতে লাগিল। একদিকে দেশের লোককে কার এইভাবে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন অন্য দিকে সরকারী দলবল ও তাঁহাদের অনুচরদের সুবিধার জন্য—তাহাদের বেআইনী জঙ্গল ব্যবসার জন্য জঙ্গলের অবাধ ক্ষতি, লুঠ, চুরি ও ঘুষের রাজত্ব চলিতে লাগিল।

জঙ্গল বিষয়ে সরকারী দায়িত্ব পালনের নারাত্মকরূপ

জঙ্গল আইনের নিয়ম অনুসারে জনগণের জ্বালানী কাঠের সমস্ত সরবরাহ করার দায়িত্ব সরকারের ছিল—কিন্তু তাহার উপযুক্ত কোনো ব্যবস্থা ধারাই গড়িয়া উঠিল না। নিতান্ত খামখেয়ালের উপর কাজ চলিতে লাগিল। সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সহায়ক অনুচরেরা পুরস্কার স্বরূপ জঙ্গল তছরূপ করার অলিখিত অবাধ সনদ প্রাপ্ত হইল—উৎকোচ প্রদান-কারী অসাধু ব্যবসায়ীরা জঙ্গলসম্পদ বরবাদের অবাধ অধিকার পাইল—শান্তিপ্রিয় লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ জ্বালানীর অভাবে, গৃহাদির জন্য কাষ্ঠের অভাবে অপরিসীম কষ্টের মধ্যে পড়িল। জঙ্গলগুলি যখন ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে ছিল—তখন জঙ্গলগুলি হইতে অন্ততঃ সকলের প্রয়োজনীয় কাঠ ও জ্বালানী পাওয়া যাইত—অথচ জঙ্গলগুলি কোনো রকমে টিকিয়াও থাকিত। —লোকে নিজেরাই জঙ্গল রক্ষার ও বাড়াইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু এই কংগ্রেসী শাসনের অধীনে জঙ্গল ব্যবস্থার ফলে—জঙ্গল সম্পদ পাওয়ার বিষয়ে জনগণের তো অপরিসীম দুর্ভোগ ঘটিলই—তাহার উপর দেশের এই বিরাট জঙ্গল সম্পদ সম্পূর্ণ উজাড় হইয়া দেশকে শ্মশানে পরিণত করিল। ফলে, আজ ভয়াবহ অনাবৃষ্টি, অপরিসীম জলকষ্ট, রোগ মহামারী হাহাকারে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। এ তেন অযোগ্য কংগ্রেস সরকার ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া আজ আবার এবিষয়ে দেশের গাছপালার শেষ লেশটুকুও নিশ্চিহ্ন করিবার উদ্দেশ্যে আর এক নূতন বুধে সর্বনাশকর উদ্ভট অভাবনীয় আইন প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা এই।

বন বিভাগের নূতন উদ্ভট আইন

বিহার সরকার দীর্ঘকাল ধরিয়া জঙ্গল ধ্বংসের কাজ সারিয়া যেটুকু বাকি রাখিয়া গিয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুইবৎসরের মধ্যে আরো যোগ্যতার সঙ্গে সেটুকুও সম্পূর্ণ উজাড় করিবার কাজ সারিয়াছেন এবং ইহার অধীনে ঘুষ, চুরি, লুণ্ঠন, অসাধু ব্যবসা, জনপীড়ন প্রভৃতির কাজ আরো তৎপরতা ও যোগ্যতার সহিতই চলিয়াছে। এবং জঙ্গল বলিতে জেলায় আর বিশেষ কিছু নাই। জঙ্গল না থাকিলেও, ব্যক্তিগত ভাবে জনসাধারণের বহু লোকের নিজ নিজ বাড়ীতে, খামারে, ক্ষেতের আইলে নিজেদের রক্ষিত কিছু কিছু গাছপালা আছে, তাহা দ্বারা জনগণের কিছু কিছু অভাব মিটিতেছে—ইহাতে সরকারের শান্তি হইবে কি করিয়া? সেজন্য সরকার নির্দেশ দিয়াছেন—নিজ সীমানার মধ্যে যে সকল গাছপালা আছে—সেগুলি কাটিতে হইলে, সেগুলি কাটিয়া রাস্তা দিয়া গৃহে লইয়া যাইতে হইলে—সরকারী অনুমতি লইতে হইবে। এবং কাছাকাছি যে সকল বীট অফিসার, রেঞ্জার আছেন তাঁহাদের কাছে অনুমতি চাহিলে চলিবে না। এরূপ কোনো একটি গাছ কাটিতে হইলে—স্বয়ং জেলা ফরেষ্ট অফিসারের কাছে (ডি, এফ, ওর কাছে) আবেদন করিতে হইবে। ডি, এফ, ও অনুমতি দিবেন—তবে তুমি গাছ কাটিয়া ঘরে লইয়া যাইতে পারিবে।

এই আইনে হায়রাণীর ফিরিস্তি

একজন দরিদ্র নিরক্ষর ব্যক্তি তাহার অত্যন্ত প্রয়োজনে তাহার নিজের একটি গাছ কাটিবে—তাহাকে স্বয়ং ডি, এফ, ওর কাছে দরখাস্ত করিতে হইবে—ডাক খরচ করিতে হইবে। সাধারণ ডাকে হইবে না রেজিষ্ট্রি না করিলে ডি, এফ, ওর অফিস হয়তো চিঠি প্রাপ্তির বিষয় স্বীকারই করিবে না। পয়সা খরচ করিয়া তো দরখাস্ত করা গেল। ঘুষের রাজত্বে সরকারী বিভাগের স্তরে স্তরে অধিষ্ঠিত ক্ষুদে ও বড় মালিকদের সন্তুষ্ট না করিলে এত সহজে অনুমতি লাভ হইবে—আজিকার দিনে এই কংগ্রেস রাজত্বে একটি লোকও বিশ্বাস করিবে না। তাহার পর ডি, এফ, ও হুকুম দিবেন—ঐ গাছ ঐ ব্যক্তির নিজের কিনা—সে ঠিক দরকারেই কাটিতেছে কিনা—তদন্ত কর। রেঞ্জার বা বীট অফিসার অথবা গার্ডবাবু তদন্তে যাইবেন। সেখানেও যে দক্ষিণা দিবার ব্যাপার থাকিবে না—ইহাও লোক ভাবিতে পারে না। তদন্ত হইল—তাহার পর চূড়ান্ত নির্দেশ হইল। ইহা যে অতি সহজে কম সময়ে হইল—তাহাও কেহ ভাবিবেন না। কারণ চূড়ান্ত অসাধুতার সহিত আর একটি যে বিষয় কংগ্রেসী শাসনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—তাহা দীর্ঘসূত্রিতা। ডি, এফ, ওর কাছে দরখাস্ত করিয়া যদিবা অনুমতি পাওয়া যায়—তবে সে ব্রহ্মার কয় বৎসরে হইবে—তাহা ব্রহ্মাও জানেন না। এই বিবিধ হায়রাণী ও লাঞ্ছনা ভোগের পর নিজের গাছ কাটার মত বেকুফী করিয়া যখন তুমি গাড়ী চাপাইয়া রাস্তা দিয়া কাঠ লইয়া যাইবে—তোমার হাতে পারমিট থাকিলেও ফরেষ্টগার্ড ও সিপাহীরূপ অপদেবতাগুলি আসিয়া হানা দিতে থাকিবে। ভয় দেখাইয়া মজা করিয়া যদি কিছু আদায় করিতে পারে। পারমিট দেখিয়াও বলিবে—কে জানে জাল পারমিট কিনা—চল থানা অফিসে ইত্যাদি। ইহারা বহুবিধ মায়া জানে। তুমি তখন হায়রাণীর হাত হইতে মুক্তির জন্য অপদেবতাগুলিকে ঠাণ্ডার জন্য দক্ষিণা প্রয়োগ করিয়া অগ্রসর হইবে।

আইনের পক্ষে সরকারী যুক্তির অসারতা

এই আইনের পক্ষে সরকার কি যুক্তি দেখাইতে পারেন—দেখা যাক। তাঁহারা বলিতে পারেন—কোনো ব্যক্তি নিজের কাঠ লইয়া যাইতেছে, অথবা সরক্ষিত জঙ্গলের কাঠ চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে—তাহা ধরিবার জন্যই এই আইন করা হইয়াছে। ইহা বলিলে—সরকারী অযোগ্যতাই প্রমাণিত হইবে। সংরক্ষিত জঙ্গলে তুমি পাহারা রাখিয়াছ। তাহার কাঠ লোকে চুরি করিতে পারিবে কেন? আর যদি জঙ্গল হইতে চুরি করিতে থাকে—তবে সেখানেই তুমি চোরকে ধর। জঙ্গলের কাঠ চুরি করিয়া কেহ লইয়া গেলে—তাহা ধরা পড়িলে প্রমাণ করিয়া সাজা দাও। কাঠ রাস্তায় লইয়া গেলে নিজের কাঠ অথবা চুরির কাঠ—ইহা নির্ণয়েরও তো পথ আছে—তথ্য প্রমাণ আছে। চোরে গৃহস্থের জিনিষ চুরি করিয়া রাস্তা দিয়া লইয়া যায়—এই আশঙ্কায় অজুহাতে সরকার যদি নির্দেশ দেন যে "রাস্তায় কেহ কোনো জিনিষ লইয়া যাইবার পূর্বে ডি, সির অনুমতিপত্র সঙ্গে লইয়া যাইবেন—তাহা হইলে—কোনটা চুরির মাল, কোনটা নহে—সহজেই ধরা পড়িবে"—তাহা হইলে এই নির্দেশের জন্য আপনারা সরকারকে বিকৃতমস্তিষ্ক অথবা মস্তিষ্কহীন নিশ্চয়ই বলিবেন। গাছ বিষয়ে এই আইনের পক্ষে যদি সরকারী যুক্তি ইহাই হয়—তবে ইহা উদ্ভট এবং চিন্তাহীন বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

সরকার নিজের চরকায় তেল দাও

সরকার ইহাও বলিতে পারেন যে, গাছ নিজের হইলেও—বিনা প্রয়োজনে গাছ কাটিয়া যাহাতে বৃক্ষসম্পদ নষ্ট না হয়—জনগণের কল্যাণের এই দুশ্চিন্তাতেই সরকার এই আইন করিয়াছেন। প্রথম কথা, সরকার! তোমার নিজের চরখায় তুমি তেল দাও। যে বিরাট জঙ্গল সম্পদ তুমি রক্ষার ভার লইয়াছ—এবং যাহা রক্ষা করিতে পারিলেই দেশের যথার্থ কল্যাণ বজায় থাকিতে পারে—সেই বিরাট জঙ্গল রক্ষা করিতেই তুমি সম্পূর্ণ অযোগ্য; —রক্ষা দূরে থাক ধ্বংস করিতেই তুমি দৃঢ়সংকল্প; —এই অবস্থায় রাম শ্যাম যদু মধু কার দুইচারিটা কি গাছ আছে তাহা রক্ষার বাহাদুরি দেখাইয়া আর তোমার কি কাজ হইবে? বিনা প্রয়োজনে লোকে গাছ কাটিতেছে কিনা তাহার তদারকও করার তোমার দরকার নাই। জঙ্গল উজাড় করিয়া, প্রয়োজনীয় কাঠ সরবরাহ করিতে অক্ষম হইয়া—চারিদিকে কাঠ ও জ্বালানী বিষয়ে যে হাহাকার তুমি সৃষ্টি করিয়াছ—সেই হাহাকারের মধ্যে লোক আজ যে যেখানে যেটুকু কাঠ পাইতেছে—তাহাও আজ চাহিদার তুলনায় অতিশয় অল্প। সুতরাং আজ অপ্রয়োজনে নিজের কাঠ নষ্ট করার প্রশ্নই ওঠে না। তাহা ছাড়া, জঙ্গল ধ্বংসকারী সরকার জঙ্গল রক্ষার মাতব্বরি করিবে ইহাও আজ অসহ্যনীয়। আমরা দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, জঙ্গল সম্পদ রক্ষার বিষয়ে সরকারের পক্ষে আদৌ, সততা যোগ্যতা, প্রচেষ্টা বা চিন্তা পরিকল্পনা নাই। কেবল গোষ্টিস্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থে জঙ্গল ধ্বংস করার লক্ষ্যই সরকারের আছে। সেজন্য আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যে বন সম্পদের উপরই আজ সরকার লক্ষ্য দিবে—বুঝিতে হইবে তাহাও গেল।

এই আইনের পক্ষে সত্যকার সরকারী যুক্তি

এই আইন করার পক্ষে কি সরকারী যৌক্তিকতা আছে—তাহা আমরা ভাবিয়াই পাইতেছি না। এক-

মাত্র যুক্তি যাহা আমরা দেখিয়াছি তাহা এই যে, লোকের নিজের গাছ কাটার বিষয়েও এই সকল বিধি নিষেধ রাখিয়া—লোককে অস্থির করিয়া, তাহার সুযোগে উপর হইতে নীচ পর্যন্ত সরকারী ব্যক্তিদের ঘুষ আদায়ের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা। ইহা ছাড়া সরকারের কি যুক্তি আছে সাহস থাকিলে তাহা বলিতে আগাইয়া আসুন।

নূতন আইনে বনসম্পদের প্রভূত ক্ষতি যাহা হইয়াছে

কোনো আইন চালু করিতে গেলে তাহার কি প্রতিক্রিয়া ঘটিবে তাহাও বুঝিবার মত শক্তি বা জ্ঞান সরকারের থাকা উচিত। এই আইন চালু হইবার সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকে তাড়াহুড়া করিয়া নিজের গাছ কাটিয়া বিক্রয় করিয়াছে। কেহ ভাবিয়াছে—অফিসারেরা মোটা ঘুষ না পাইলে আর গাছ কাটিতে দিবে না—কেহ ভাবিয়াছে গাছে গাছে কর হইবে ইত্যাদি। কোনো আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সমীচীন যুক্তিও যেমন চাই তাহার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করাও চাই। জনগণকে আশ্বস্ত করিয়া জন সহযোগিতা চাই। এই সরকারের এসকল কিছুই নাই। কেবল জনগণকে অযথা বিব্রত করার শক্তিটুকুই আছে। এবং এই নূতন আইনের দ্বারা বনসম্পদের বহু ক্ষতি করা হইয়াছে।

এই আইনের জুলুমের প্রতিরোধে আমাদের সংকল্প

এই উদ্ভট আজগুবি, অনাবশ্যক, ক্ষতিকর আইনটি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করিয়াছি। আইন সভায় আমাদের সদস্যেরা প্রতিবাদ করিয়াছেন। জনমতের চাপে পড়িয়া কর্তৃপক্ষ আমাদের এম, পি ও প্রধান সচিবকে জানাইয়াছিলেন যে, ইহা লাগু করা হইতেছে না। কিন্তু জনগণকে শোষণ ও হায়রান করার কাজ এই কংগ্রেস সরকার বন্ধ রাখিবেন কেন? এই আইন আজও সুবিধামত লাগু হইতেছে; জনগণ উৎপীড়িত হইতেছে। আমরা সেদিন যেমন প্রতিবাদ করিয়াছি—প্রতিরোধের সংকল্পও করিয়াছি। জনগণকে শোষণ ও হায়রান করার একমাত্র উদ্দেশ্যে রচিত এই ক্ষতিকর আইনকে আমরা কখনই চলিতে দিতে পারিনা।

এই বিষয়ে সত্যাগ্রহের কাজ আরম্ভঃ হিজলা ঘটনা

বিগত ১৭ই এপ্রিল আমরা একদল কর্মী বরাবাজার থানার হিজলাগ্রামে সমবেত হই। আমাদের এক বৈঠক চলিতেছিল। আমরা সংবাদ পাইলাম যে, জনৈক ব্য নিজের ক্ষেতের আইলের ধারের নিজের গাছ কাটিয়া গাড়িতে করিয়া বাড়ী লইয়া যাইতেছিল—তাহাকে অফিসার ও জঙ্গল গার্ডেরা নিকটেই এক স্থানে যে করিয়াছে। আমরা সেখানে গেলাম। বীট অফি বলিলেন—অনুমতি না লইয়া নিজের কাঠ লইয়া তেছে। সুতরাং কাঠ আটক হইবে। আমরা জানাই এই অন্যায় আজগুবি আইন আমরা মানিনা, অপর মানিতে বলিনা। কাঠের মালিক জরুরী প্রয়ো কাঠ লইয়া যাইতেছে। তাহার কাঠ আটক ক তাহার ক্ষতি করা হইবে। সেজন্য আমরা ক মালিককে কাঠ ঘরে লইয়া যাইবার নির্দেশ দিলা এবং লিখিত ভাবে ইহার দায়িত্ব নিজের উপর লই বীট অফিসারেরর হাতে ইহার লিখিয়া দিলাম যে, আইন সমর্থন যোগ্য নহে। এবং তাঁহাকে বলি দিলাম যে, শুধু এই স্থানে নহে—সর্বত্র আমরা আইনের নামে জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াইব এবং সক আমরা এই আইনের জুলুমের বিরুদ্ধে জাগ্রত করি এইখান হইতেই এই সত্যাগ্রহের সুরু হইল। ডি, এ আমাকে চিঠি দিয়াছেন যে, আমি ১৭ই এপ্রিল তা তাঁহার অফিসারদের কাছে বাধা দিয়াছি। অভিযোগ কি তাহা তিনি জানিতে চাহেন। অভিযোগ বা বক্তব্য কি তাহা আমার চিঠি হই তাঁহার জানা উচিত ছিল। এবং এইভাবে আম পত্র দেওয়া তাঁহার পক্ষে সমীচীন হয় নাই। জানিয়া বুঝিয়া এই আইনের নামে সরকারী জু বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কাজ করিয়াছি। এবং আরো করিবার সংকল্প লইয়াছি। সুতরাং তাঁহারা যে গ্রহণ করা দরকার—তাহাই করুন। তাহার জন্য এবং আমাদের বহুজনে প্রস্তুত হইয়া আছি। সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি এই ঘোষণা করিতেছি যে, জুলুমের আইনকে সম্পূর্ণরূপে অচল করিবার জন্য ব্যাপক ক্ষেত্রে আমরা সংগঠনে অগ্রসর হইলাম। ২৮

নিবেদক—অরুণ চন্দ্র

সচিব, লোক সেবক

(২য় পৃষ্ঠার পর হইতে)

স্ত্রীলোকদের টিকিট করা একরকম অসম্ভব। ঐ সময় অনেকের পকেটমারও হয়।

৫। স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই হউরোপীয়ান রিফ্রেশমেন্ট রুম, হিন্দু ভোজনাগার, মুসলমান ভোজনাগার এই সব নাম তুলিয়া যথাক্রমে রেস্তোরাঁ, নিরামিষ, আমিষ ভোজনাগার নাম রাখা হয়। ঐ নাম মাত্রই পরিবর্তন। আজ পর্যন্ত নিরামিষ আমিষ ভোজনাগার এবং জলযোগাগারগুলি রেলওয়ে পরিচালিত না হইয়া কন্ট্রাক্টারদের হাতেই আছে যেখান হইতে অতি অখাদ্য চা এবং খাবার পরিবেশিত হয়। কন্ট্রাক্টারদের অত্যধিক লাইসেন্স ফি দিতে হয় তাহার উপর রেলওয়ে অফিসারদের সন্তুষ্ট রাখিতে হয়—কাজেই তাহারা এই রকম চা, খাবার না দিয়া কেমন করিয়া লাভ করিবে? বরাহভূম ষ্টেশনে আজ ৪ বৎসর যাবৎ একটী চায়ের ষ্টল তৈয়ার হইয়া পড়িয়া আছে। উচ্চ লাইসেন্স ফি দিয়া কেহ আজ পর্যন্ত ঠিকা লয় নাই এবং লইবেও না। রামগড় ক্যান্ট-ষ্টেশনের ঐ অবস্থা। ওখানেও "টি" রুমটি খালি পড়িয়া আছে।

৬। ইচাডি প্যাসেঞ্জার হল্টে যত যাত্রী হয় তুলিন, যোনডিমরা বা পারকীভিতে তার সিকি ভাগও হয় না। তারপর আজকাল ইচাগড় থানার অধিবাসীদিগকে কোর্ট কাছারীর কাজে সরাইকেলা যাইতে হয় বলিয়া যাত্রী সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এখানে ষ্টেশন হইল না। এখানে ট্রেনে চাপা বা নামা এক সমস্যা। সকলে গাড়ী হইতে নামিল এবং উঠিল কি না গার্ডের দেখিবার আবশ্যক নাই। আপনি যদি গাড়ীতে উঠিতে না পারেন টিকিট ফেরত হইবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে এই খান হইতে চাউল, শাক সব্জীর ব্যাপারীরা বিনা টিকিটে টাটানগর আসা যাওয়া করিতেছে। তাহারা যদি ন্যায্য ভাড়া দিয়া ব্যবসা করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে তাহারা ব্যবসা চালাইতে পারে না। রেলওয়েকে ফাঁকি দিয়া এবং যাত্রীদিগকে কষ্ট দিয়া ইহারা বেশ ব্যবসা চালাইতেছে।

উদ্বাস্তু অফিসারের তোগলকী শাসন

পুরুলিয়ার রিফিউজি ও রিহেবিলিটেশন অফিসের অফিসার-ইনচার্জ বর্ত্তমানে একজন নন-গেজেটেড অফিসার—শ্রীপরেশ চন্দ্র রায়। শোনা যায়, কোন স্থানে চাকুরী করিতে করিতে কোন কারণে ইনি সাময়িকভাবে বরখাস্তও হইয়াছিলেন।

মাত্র কয়েকমাস হইল ইনি এই পদ অধিকার করিয়াছেন, ইহার মধ্যেই ইহার দাপটে রিফিউজিরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক মুরু করিয়াছেন। রিফিউজিদের বিতরণের জন্য টাকা, কম্বল, ধুতি, সাড়ি প্রভৃতি পূর্ব্বে অফিস হইতে উদ্বাস্তুদের দেওয়া হইত। ইনি পদ অধিকার করিয়া তাঁহার বাসাবাটী হইতে উক্ত জিনিষগুলি বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহার বাড়ীতে ইনি ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকেন তিনি একজন উদ্বাস্তু—ইতিপূর্ব্বে সরকার হইতে কোন সাহায্য পান নাই। ভাড়াটিয়ার দৌলতে একমাসেই ৪০৲ টাকা পাইয়া গিয়াছেন। অথচ এমন কয়েকজন উদ্বাস্তু রহিয়াছেন যাহারা কয়েকদিন অফিসে ঘোরাঘুরি করিয়া এবং ট্রেন ও বাস ভাড়া খরচ করিয়া মাত্র ১৫টি করিয়া টাকা পাইয়াছেন।

রিফিউজি দরদী এই অফিসার উদ্বাস্তুদের জ্বালায় অস্থির হইয়া অফিসে নাকি মৌখিক নির্দেশ দিয়াছেন যে—তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন উদ্বাস্তু অফিসের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অথচ কয়েকটী রিফিউজির বাড়ীতে ইহাকে বসিয়া খোসগল্প করিতে দেখা যায়। রিফিউজিদের জন্য পতিত জমি (waste land) দেখিবার জন্য ইহাকে প্রায়ই মফঃস্বলে যাইতে হয়—তাহার বাবদে অবশ্য মাসে টি, এ, ড্র করেন ১০০। ১৫০ টাকা। কোন কোন স্থান ২।৩ বার যাইতেও হয়।

এই রিফিউজি ও রিহেবিলিটেশন অফিসটি রাখিবার কি প্রয়োজন জানি না। এই অফিস হইতে উদ্বাস্তুদের জন্য ক্যাশডোল হিসাবে মাসে প্রায় ১০০৲ টাকা এবং টি, এ, গ্র্যাচ্ট বাবদ ৪০।৫০৲ বিতরিত হয় মাত্র।

চে অফিসের হাকিম, কেরাণী, পিয়নদের পিছনে সিক প্রায় ৮৫০০০ টাকা খরচ হয়। ইহার উপর অফিসার মহোদয়ের টি, এ, খরচ। উদ্বাস্তুদের নামে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন কর্তৃপক্ষ বছরে কোটী কোটী টাকার হিসাব দেখান অথচ অধিকাংশ টাকা যাহা খরচ হয়—তাহা উদ্বাস্তুরা পায় না। যাহারা উহা পায় তাহারা হইতেছে সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট এবং তাঁবেদার শ্রেণী, পুরুলিয়ার রিফিউজি অফিস ইহার একটি উৎকৃষ্ট নমুনা।

চাকুরীর ক্ষেত্রে উপেক্ষিত পুরুলিয়াবাসী

কলিকাতা হইতে লোক আমদানী

স্থানীয় অধিবাসীদের দাবী উপেক্ষা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাকুরীর সর্ব্বক্ষেত্রেই কলিকাতার সদর দপ্তর হইতে লোক নিযুক্ত করিয়া শূন্য স্থানগুলি পূর্ণ করিতেছেন—এ সম্বন্ধে মুক্তিতে বহুবার আলোচনা করা হইয়াছে।

কয়েকদিন পূর্ব্বে পুরুলিয়ার সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে একটি য়্যাকাউণ্টেণ্টের পদ খালি হয়। উক্ত অফিসের কার্য্যে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনৈক শ্রীরামপদ মাহাত—উক্তপদের নিমিত্ত প্রার্থী হন। তিনি য়্যাকাউণ্টেন্টসিপ পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন। তাঁহার দাবী উপেক্ষা করিয়া খাস কলিকাতা দপ্তর হইতে একজন স্বল্প অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে উক্ত পদের প্রার্থীরূপে নিযুক্ত করিয়া পাঠান হইয়াছে।

ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুলসের অফিসে কয়েকটি পদের জন্য প্রার্থীদের দরখাস্ত আহ্বান করা হয় গত ৫৮ সালের জুন মাসে। প্রকাশ যে, উক্ত পদের জন্য ৪০০।৫০০ দরখাস্তও পড়িয়াছে, এবং প্রার্থীদের মধ্যে কয়েকজন অফিসের কার্য্যে অভিজ্ঞ পুরাতন কর্ম্মচারীও রহিয়াছেন, উক্ত দরখাস্তকারীদিগকে সাক্ষাৎকারের জন্য আজ পর্য্যন্তও ডাকা হয় নাই। ইহার পরিবর্তে গত ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতার দপ্তর হইতে একজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া উক্ত অফিসে পাঠান হইয়াছে।

পুরুলিয়ার সদর হাসপাতালের লোক নিযুক্তি সম্পর্কে মুক্তিতে বহুবার আলোচনা করা হইয়াছে। ঝাড়ুদার মেথর পর্য্যন্তও কলিকাতা হইতে পাঠান হয় সদর হাসপাতালের জন্য। গত মার্চ্চ মাসের শেষ দিকে কলিকাতা হইতে দুইজন নিম্নবেতনের কর্ম্মচারী সদর হাসপাতালে পাঠান হইয়াছিল। কয়েকদিন চাকুরী করিয়া দুইদিনের ছুটী লইয়া তাহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে - আর হয়ত ফিরিয়া আসিবে না।

ইহার পর এপ্রিল মাসের ১৭ই তারিখে হাসপাতালের নোটিশ বোর্ডে কয়েকজন পরিচারক, ঝাড়ুদার (পুরুষ ও স্ত্রী লোক) নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করিয়া একটি বিজ্ঞাপন টাঙান হয়। ১৮ই এপ্রিল দরখাস্তকারীরা উপস্থিত হইলে তাহাদের জানান হয় যে—লোক লওয়া হইবে না। হয়ত এই সামান্য পদের জন্যও কলিকাতা হইতে লোক আমদানী করিতে মনস্থ করিতেছেন স্বাস্থ্য বিভাগ।

এ, আর, সি, পি, অফিসে দুইজন টাইপিষ্টের প্রয়োজন হইয়াছে। স্থানীয় লোক নিয়োগ না করিয়া কলিকাতা হইতে আমদানী করিবার ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া জানা গেল।

বিজ্ঞাপন

পুরুলিয়া কাটলারী টিউশনাল ক্লাশে এক বৎসরের জন্য বারজন শিক্ষার্থী ভর্ত্তি করা হইবে। মনোনীত ছাত্র মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইবে।

আগামী ১৯৫৯ সালের ৭ই মে'র মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় দরখাস্ত পৌছান চাই।

শ্রীতুলসী দাস কর্ম্মকার
সিনিয়র ইনষ্ট্রুক্টার
কাটলারী টিউশনাল ক্লাশ
পুরুলিয়া

শিক্ষার্থীর যোগ্যতা—শিক্ষা ৮ম শ্রেণী, বয়স—১৯-২১ বৎসর। শিল্পী শ্রেণীর ছাত্রদিগের দরখাস্ত বিশেষভাবে বিবেচিত হইবে।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
১৮শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২০শে বৈশাখ ১৩৬৬—৪ঠা মে ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—
নগদ মূল্য ৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

পুরুলিয়ার ডি, এস, পির বিরুদ্ধে মামলা আনয়নকারিণী

বান্দোয়ানের শ্রীমিনি সর্দ্দারিণ নিখোঁজ

জনৈক পুলিস অফিসারের হস্ত কাজ করিতেছে বলিয়া সংবাদ

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, বান্দোয়ানের খেড়াডি গ্রামের শ্রীমতী মিনি সর্দ্দারিণ পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেণ্টের বিরুদ্ধে অমানুষিক অভদ্র অত্যাচার করার অভিযোগে মামলা আনয়ন করেন। মামলা যথারীতি আগাইয়া চলিয়াছিল। আদালতে যথারীতি সাক্ষ্য প্রমাণাদিও উপস্থিত হইতেছিল। এই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে জনকয়েক সরকারী ব্যক্তির পক্ষ হইতে মামলাটি আপোষে মিটাইয়া লইবার জন্য প্রচেষ্টার তাড়াহুড়াও পড়িয়া গিয়াছিল। লোক সেবক সংঘ এই মামলায় শ্রীমতী মিনি সর্দ্দারিনকে সহায়তা করিতেছেন বলিয়া—আমার সহিত ঐ ব্যক্তিদের পক্ষ হইতে যোগাযোগ করা হইতেছিল। আজ বান্দোয়ান হইতে সংবাদ আসিয়াছে—শ্রীমতী মিনি সর্দ্দারিনকে তাহার জনৈক দাগী আত্মীয় তাহাকে বলরামপুর থানার কোনো গ্রামে লইয়া যায়। এবং সেখান হইতে জনৈক পুলিস অফিসার নাকি তাহাকে মোটরে চাপাইয়া কোথায় লইয়া গিয়াছে—বা কোথায় রাখিয়াছে—তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। সংবাদটি অসম্পূর্ণ হইলেও—বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া এই সংবাদটি প্রকাশ করিলাম। নিরীহ অশিক্ষিত এই আদিবাসী বিধবাটিকে ভুলাইয়া বা ভয় দেখাইয়া মামলা আপোষের কোনো অবস্থায় যদি উদ্ভব হয়—তাহা হইলে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইব না। সেই সম্ভাবনার প্রতি কারণক্ষের করিয়া রাখিবার জন্যই এই সংবাদটি প্রকাশিত করিলাম। ৯।৪।৫৯ অরুণ চন্দ্র ঘোষ

চিঠিপত্র

...তামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

...প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ...ঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। ...হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের ...শেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার ...ত দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ...া না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

পুলিসী অত্যাচারের একটি নমুনা

বাঘমুণ্ডী থানার সুইসা হইতে শ্রীশিশির গুপ্ত জানাইতেছেন যে—গত ৭।৪।৫৩ তারিখে বাঘমুণ্ডী থানার সুইসা গ্রামের শ্রীঘাসিরাম ভগতের ৫।৭ মণ ধান বোঝাই একটি গাড়ী প্রহরারত স্থানীয় আর্ম্ম পুলিশ বাংলার সীমান্তেই পাকড়াও করে।

অতঃপর গাড়ীটি পুলিশ কেম্পের দিকে লইয়া যাওয়া কালীন গ্রামের কয়েকজন জিজ্ঞাসাবাদ করে যে কোথায় ধান গাড়ী ধরিলেন।

প্রকাশ যে সেই কয়জনকে ধান চিনিয়া লইতে আসিয়াছিল এই অভিযোগে আসামী করেন।

কিন্তু আর একটি ঘটনা সকলে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে—শ্রীপ্রেমচন্দ্র ভকত, শ্রীঅখিলচন্দ্র ভকত প্রভৃতি কয়েকজন যাঁরা সেই সময় গ্রামে বা গ্রামের ৩ মাইল এলাকার মধ্যে ছিলেন না—তাঁদেরও আসামী করা হইয়াছে, এমনকি গ্রেপ্তারও করা হইয়াছে।

আমি জেলাশীশ মহাশয়কে বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করি যে, শেষোক্ত ব্যক্তিদের কোন বিধানে বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইল জানাইবেন কি?

ঝাণ্ডি খেলার অবস্থা

শ্রীঅতুল চন্দ্র সিং ভুইঞা জানাইতেছেন—পুঞা থানার বড়া গ্রামের ৮ই বৈশাখ শিব পূজা উপলক্ষ্যে একটী মেলা হয়। ঐ মেলাতে ডিউটি—হিসাবে পুঞা থানার দুইজন কনেষ্টবল যান। মেলাতে একজন ঝাণ্ডি খেলোয়াড় আসে এবং ঝাণ্ডি খেলা শুরু করে। পুলিশ বাধা দিলে, খেলোয়াড় না শুনায় ঝাণ্ডি-টী লইয়া রাত্রি ১০।১১ ঘটিকার সময় পুলিশ ঝাণ্ডি ওয়ালাকে লইয়া বড়া হইতে পুঞার দিকে রওনা হয়। বড়া হইতে দুই আড়াই মাইল দূরে ধাদকী জয়কাল্লার মাঝখানে ঐ রাত্রিতে একদল দুর্বৃত্ত লোক ঐ পুলিশ-দের উপর চড়াও করে পুলিশদিগকে দস্তুর মত প্রহার দেয়। পরে ধাদকীর লোক খবর দেয়, তাঁরা ঐ পুলিশকে লইয়া আসে। বর্ত্তমানে পুরুলিয়া হাসপাতালে আছে। এদিকে পুলিশ বড়ার মেলা ছিল বলিয়া সমস্ত গ্রামের লোকদের গ্রেপ্তার করিতেছে। এ পর্য্যন্ত ১৫।১৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। পুলিশ তদন্ত করিতেছেন।

পুরুলিয়ায় গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভাব

কুসুম টিকরী হইতে শ্রীঅতুলচন্দ্র সিং ভুইঞা জানাইতেছেন যে,—পুঞা থানার মধ্যে কতকগুলি গ্রামে ভীষণ খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে। যেমন কেন্দাডি, কুসুমটিকরী দমদহি, লেদা মহুল, কেড়া, পারবাইদ করমাটাড় জইড় গোড়া, শুড়ী গোড়া, জতিয়াটাঁড়, ইহা ছাড়া আরও অনেকগুলি গ্রামে ভীষণ খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে।

আজ তিন বৎসর সময় মত বৃষ্টি না হওয়াতে চাষ ভাল হয় নাই। যদিও অল্প স্বল্প চাষ হইয়াছিল তাহাতে মাত্র কয়েক মাস লোক কোন রকমে খাইয়াছে। লোক অন্যান্য দিকে খেটে খাব বলিয়া গিয়াছিল কিন্তু কোন যায়গায়, সুবিধা না হওয়াতে অনেকেই নিঃসম্বল অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। লোক কিছু দিন আধপেটা খাইয়া, এক সন্ধ্যা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। কিছু লোকের চাষে একবারেই ধান্য না হওয়াতে ঘরের তৈজস পত্র বিক্রয় করিয়া জীবনধারণ করিতেছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে কোন উপায় নাই, তারা অনেকেই একদিন অন্তর খাইয়া এবং অন্যান্য শাক শব্জী সিদ্ধ করিয়া খাইয়া বাঁচিয়া আছে। অনেকেই রুগ্ন হইয়া কিছুদিন ভুগিতেছে এবং মরিতেছে।

যদি ইহাদের কোন ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে চাষীর, গরীবের এবং মধ্যবিত্ত লোকের কি যে হইবে তাহা বলা যায় না।

মুক্তি

২০শে বৈশাখ, সোমবার

বহিরাগতের স্বরাজ

স্বরাজ শাসনে চারিদিকে আজ পরাধীনতা অনুভব করিতেছি।

কথাটা সোনার পাথর বাটির মত ঠেকিতেছে। ঠেকিতেছে সত্যই। তাহার কারণও আছে। ব্রিটিশ যুগে যে পরাধীনতার মধ্যে আমরা ছিলাম—তাহার দৃষ্টিকোণ হইতেই আমরা স্বরাজের অর্থ বুঝিয়া ছিলাম। তাহার কারণেই কিছু অনর্থ ঘটিয়াছে। ব্যাপারটা কি তাহাই বিচার করিয়া দেখা যাক।

ইংরেজের রাজত্বে পর-শাসনের অধীনে সেদিন পরাধীনতার কী গভীর মর্ম্মবেদনা তাহা আমরা অনুভব করিয়াছি। বিদেশী রূপে যে পর-অধিকার হস্তগত করিয়াছে—যাহার সঙ্গে আত্মীয়তার কোনো বন্ধন নাই—তাহাকে বিতাড়িত করিতে না পারিলে আমাদের অধিকার থাকিবে না—আমাদের উপর অনুষ্ঠিত এই শোষণ কখনো বন্ধ হইবে না—আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তিও কখনো জাগ্রত হইবে না—এই সত্য সেদিন আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছি। সেদিন এই উপলব্ধির মধ্যে আর একটি সত্য নিহিত ছিল। সেদিন বিশ্বের সকল দেশের মানুষ চাহিয়াছিল যে, বিদেশী হোক, দেশী হোক, কোনো মানুষ অপর কিছু লোকের উপর প্রভুত্ব করিবে—তাহাদিগকে শোষণ করিবে—ইহা চলিবে না। যাহাদের শাসন, যাহাদের কাজ তাহারা সকলে মিলিয়া নিজেরা কাজ চালাইবে। যে বিদেশে থাকে—সে সাত সমুদ্র তের নদী টপকাইয়া আসিয়া তাহার সীমানার বাহিরের লোকের উপর শাসন করিবে—ইহা যেমন অনাবশ্যক এবং অবাঞ্ছিত, তেমনি সীমানার মধ্যে অবস্থিত কোনো ব্যক্তি অপর দশজনের অধিকারকে টপকাইয়া বহুজনের উপর প্রভুত্ব করিবে—অপর দশজনের সহিত এক হইয়া সমভাবে সে শাসন কাজের অংশ গ্রহণে এবং শাসিত হওয়ার আনুগত্যে সন্তুষ্ট থাকিবে না—ইহাও তেমনি গুরুতররূপে অন্যায়, অব... দিনে অনাবশ্যক।

সেদিন বিশ্বের জাগ্রত মানুষের লক্ষ্য ছি... প্রত্যেক মানুষের অধিকার ও আত্মশাসনের ... সুবিধার প্রতিষ্ঠা; —দেশের উপর হোক, ... উপর হোক, পরের অধিকার অপহরণকারী সক... এই অন্যায় দৌরাত্ম্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা। ... বিদেশীর সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম ... আমাদের সেই সংগ্রামের অন্তরের অন্তরে অন্তরে ... মানবের এই অধিকার বোধ নিহিত ছিল, ইহা সত্য কিন্তু সাতসমুদ্র তের নদী পারের যে বিদেশীর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার কোন যোগ ছিল না—ঐকান্তিক স্বার্থের কোনো লেন দেন ছিল না—শোষণ ও শাসনের সম্পর্ক ব্যতীত আর কোনো সম্পর্কের বন্ধন ছিল না সেই বিদেশী বিতাড়নের মধ্যে সেদিন দেশী এবং বিদে... এই প্রশ্নটাই বড় হইয়া, সর্ব্বব্যাপক হইয়া দেখা দিয়... ছিল। বিশ্বের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মন্ত্র আমাদের জীবনে রূপ লইয়াছিল—বিদেশী বিতাড়নের আসন্ন প্রয়োজনীয়তা বোধের মধ্যে। সেই সংগ্রামের সমুদ্র গর্জ্জনের মধ্যে প্রায় ডুবিয়া গেল—জাতীয় জীবনে আর একটি মহান চেতনার কথা—মহান ভাবগঠনের কথা। বিশ্বমানবের জীবনে, দেশে দেশে যাহারা দেশ-জীবনের ক্ষেত্রে পরগাছার মত থাকিয়া দেশের প্রাণশক্তিকে নিত্য শোষণ করিয়া দেশকে নিঃস্ব এবং পঙ্গু করিতেছে—দেশের প্রতি কর্ত্তব্যের কোনো দা... বহন না করিয়া যাহারা দেশের অপর বহু লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া, তাহাদিগকে আত্মশাসনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছে এবং সমুদ্র মন্থনের সমস্ত অমৃত টুকু নিজেরা খাইয়া বিষটুকু ছড়াইয়া সমস্ত দেশকে বিষাক্ত করিতেছে—তাহাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে পরিচালিত কারবার যে-সংগ্রাম চেতনা লইয়া স্বাধীনতার বেদী রচনায় অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন ছিল—যে দৃষ্টিকোণ হইতে সেদিনকার স্বাধীনতা অর্জ্জনের সংগ্রাম ধারাকে রূপ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছি... আমাদের সেই সংগ্রামের ভীড়ে তাহা প্রায় চাপা প... গেল।

কি ? বিদেশীর সঙ্গে সংগ্রামের অছিলায়
নতার ভীড়ে মিলাইয়া গেল। তাহাদের
বিদেশীর বিরুদ্ধে আমাদের সকলের স্বার্থ
ইয়া তাহারা স্থান করিয়া লইল এবং পরা-
্যাগের রাত্রিশেষে তাহারা তাহাদের গোষ্ঠী-
ক ভাবে সমগ্র দেশের মাথায় চাপাইয়া আসর
তুলিবে—তাহারই স্বপ্ন বহিয়া, তাহারই ক্ষেত্র
করিতে থাকিয়া. সুযোগের আশায় তাঁহারা ওত
য়া রহিল। যখন স্বাধীনতার স্বর্ণদ্বার খুলিল—তখন
া গেল, জাতির এই বিষাক্ত জীবন গোষ্ঠী সমগ্র
তির দেহে মনে মহামারির মারাত্মক গুটিকায় মত
রিপূর্ণ হইয়া দেখা দিয়াছে।
ইহা লক্ষ্য করিবার জিনিষ—শুধু যে উহারা জাতির
জ দেহ দখল করিয়া বসিল তাহাই নহে—সমাজ
ও তাহারা বিরাট আকারে দখল করিয়া বসিল। দেশী
াসনের অজুহাত-মন্ত্রে, স্বরাজ জীবনের অজুহাত-মন্ত্রে
াহারা নিজেদের কর্তৃত্বের অবাধ আসন কৌশলে জন-
ণের মনের মধ্যে চাপাইয়া ব্যাপক ক্ষেত্রে জনগণের
ন্তরকে পঙ্গু করিয়া রাখিল। তাহারই ফল স্বরূপ
ামাদের দেশের বর্ত্তমান সংবিধান এবং বর্ত্তমান শাসন
ারার অবাধ উপদ্রব। এবং তাহারই ফলস্বরূপ তাহার
তি আমাদের দেশের এই প্রায় নির্ব্বিরোধ আনুগত্য।
বিদেশীই হোক, দেশীই হোক, ব্যক্তিই হোক,
াষ্ট্রই হোক—তাহার প্রভুত্বকে সরাইয়া ফেলিবার মধ্যে
মূল লক্ষ্য আমাদের আছে—তাহা আত্মশাসন। যে
মজে বড় হইতে পারে না, চেষ্টা করে না—তাহাকে
পরের শাসন দণ্ডের জোরে বড় করা যায় না—যে নিজে
লিতে পারে না—তাহাকে অপরের ঠেলার জোরে চালা-
লে সেই চলার সার্থকতা থাকে না—উদ্দেশ্যও সাধিত
য় না। সংসারের সম্পদ হোক, জ্ঞান হোক, শক্তি হোক,
রিত্র হোক, তাহা দেশের লক্ষ লক্ষ কোটিকোটি লোককে
নিজদের বাহুবলে, নিজেদের চেষ্টায়, নিজেদের শক্তিতে
র্জ্জন করিতে হইবে—গড়িতে হইবে। দেশের মানুষ
দুর্ব্বল হইয়া থাকিবে, নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবে—আর
াহাদের হইয়া দেশের শাসন শক্তি সব করিয়া দিবে,
এ ক্ষমতা কোনো দেশের কোনো শাসন শক্তির নাই।
সুতরাং যখন—সম্পদ বল, জ্ঞান বল, শক্তি বল, চরিত্র
বল—দেশের আপামর জনসাধারণকেই জনে জনে অর্জ্জন
করিতে হইবে—তখন সমাজ, শাসন, ও রাষ্ট্রের ব্যবস্থা-
ধারা এমন ভাবে গঠিত করিতে হইবে—যাহাতে দ্রুত
আত্ম-জাগৃতির অনুকূল পরিবেশ গঠিত হয়। দ্রুত
আত্ম-চেতনা, আত্মশক্তি ও আত্ম বিশ্বাসের অনবদ্য ক্ষেত্র
আসিয়া জনগণের সামনে দেখা দেয়। —সমাজ, শাসন
ও রাষ্ট্র পরিকল্পনার মধ্যে মূল মন্ত্র তাই—আত্ম শাসন।

ইংরাজকে আমরা বলিয়াছিলাম—হে ইংরাজ! তুমি
অবিলম্বে হাত গুটাইয়া লও। আমাদের আত্মশাসনের
ক্ষেত্রকে মাটি করিতে তুমি আর হস্তক্ষেপ করিও না।
তোমার সাম্রাজ্যবাদের অবসান হোক। ইংরাজ বলিল
—তোমরা আত্মশাসনে অসমর্থ, তোমরা দুর্ব্বল, সেজন্য
তোমাকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। আমরা বলিলাম
—তুমি সে উদ্দেশ্যে বসিয়া নাই আমরা জানি, আমাদের
শোষণ করাই তোমার উদ্দেশ্য। যদি শোষণের উদ্দেশ্যও
তোমার না থাকিত—তাহা হইলেও বলিতাম—তফাৎ
যাও। কারণ তুমি না গেলে, আত্মনির্ভরতার মধ্য দিয়া
আত্মশাসনের শক্তি আমরা লাভ করিব কি করিয়া?

ইংরাজ উত্তরে বলিল—বিশ্বের পরিস্থিতির দিকে
তাকাইয়া দেখ। আজ কোনো দেশ একক বাঁচিতে
পারে না—রাষ্ট্রজোট চাই। আমাকেও তোমার দরকার
আমরা উত্তরে বলিলাম—"যেখানে আমাদের আত্মগঠনের
সহজ অধিকার রহিয়াছে জন্মগত রূপে, সেখানে তুমি
অনাবশ্যকভাবে হাত কেন দাও। যেখানে বিশ্ব সংহতির
প্রয়োজনে তোমার আমার মিলন সত্যই প্রয়োজন—
সেখানে আমরা মৈত্রীবন্ধনে অবশ্যই মিলিত হইব। আজ
অনাবশ্যকভাবেই তুমি আমাদের ক্ষমতা সীমায় অনধি-
কার প্রবেশ করিয়া এই বিশ্ব সংহতির পথে বাধা দিতে
চাও।" বিশ্ব সংহতির নামে ইংরাজ আমাদের ভোলা-
ইতে চাহিয়াছিল—পারে নাই। তল্পিতল্পা গুটাইয়া,
অভিবাদন করিয়া, বিদায় গ্রহণ করিল।

অবশেষে, ক্ষমতা নামিয়া আসিল ইংলণ্ডের গিরিচূড়া
হইতে দিল্লীর মসনদে। তাহারই কিছু টুকরা নামিয়া
আসিল—কলিকাতা, পাটনা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি
প্রাদেশিক তক্তাগুলিতে। কিন্তু আর তাহার পর উহা

নামিতে চায় না কেন? তবে কি আমাদের লক্ষ লক্ষ
কোটি কোটি মানুষের জন্য আত্মচেতনা, আত্মশক্তি,
আত্মজাগৃতির কোনো অনুকূল পরিবেশ দরকার নাই?
আত্মশাসনের পথে ইহাদের অগ্রসর হইবার কি কোনো
প্রয়োজন নাই? দেশী শাসনের নামে স্বরাজের নামে,
আমাদের ওপরওয়ালারূপে দেশের জনকতক লোক ও
তাহাদের গোষ্ঠী আমাদের উপর কর্তৃত্বের আসন জমাইয়া
থাকিলেই কি এই স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সার্থক হইবে?

আজ আমরা দেখিতেছি—জেলায় জেলায় থানায়
থানায় গ্রামে গ্রামে সত্যকার বিকেন্দ্রিত শাসনের কোনো
ব্যবস্থা নাই। উপর হইতে চাপাইয়া দেওয়া শাসন
ব্যবস্থার মাধ্যমে অপরের প্রভুত্বে যে রাজত্ব চলিয়াছে—
তাহার নীরব দর্শকরূপে জেলার লক্ষ লক্ষ লোক দাঁড়া-
ইয়া রহিয়াছে। ইহাতে সমপর্য্যায়ের দায়িত্ব লইয়া যুক্ত
হইবার ক্ষেত্র কিছু নাই। শুনিতেছি ইহাই নাকি আদর্শ
গণতন্ত্র—আদর্শ সংবিধান। ইংরাজ যেমন বিশ্বসংহতির
অজুহাতে সাম্রাজ্যবাদ কায়েম রাখিতে চাহিয়াছিল—
তেমনি আজও শাসনে অধিষ্ঠিত প্রভুরা রাষ্ট্র-সংহতির
অজুহাতে নিজেদের কেন্দ্রীভূত শাসন ও শোষণের রাজত্ব
চালাইতে চাহিয়াছেন। ব্রিটিশ প্রভুদের মত ইহাদেরও
মনোভাব এই যে, এই গণতন্ত্রে ভোটের অধিকার ব্যতীত
সক্রিয় শাসন ক্ষমতা পাওয়ার মত যোগ্যতা আজও জন-
সাধারণের হয় নাই। তাহা শুধু শোষণের অজুহাত মাত্র।

সেই জন্যই আজ সমস্ত জেলায় বহিরগতের উপদ্রবের
স্বরাজ। জেলার লক্ষ লক্ষ লোকের আত্ম নিয়ন্ত্রণের
কোনো যোগ্যতাই যেন আজও হয় নাই। বাহির হইতে
আগত একজন প্রভুর অধীনে দাসের মত আজ জেলার
জীবন কাটাইতে হইবে। এই জেলার লোকের চাকুরী
করারও যোগ্যতা নাই! বহিরাগতের দল জেলার নিগৃ-
হীত অন্নাভাব ক্লিষ্ট মানুষের চাকুরীর ক্ষেত্রগুলি অম্লান-
বদনে জুড়িয়া বসিয়াছে। শাসন তান্ত্রিক কমিটীগুলির
জন্য গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন ধারারও কোনো কিছু ব্যবস্থা
নাই। লক্ষ লক্ষ লোকের অনভিপ্রেত ব্যক্তিদিগকে
এই আসনের জন্য নির্ব্বাচিত করার মত সাহস ও অধি-
কার আজ কর্তৃপক্ষের আছে। এবং জেলার দাবী,
জেলার জনমত তথা জেলার লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষ হইতে
সুবিচারের প্রার্থনা—এসবের মূল্য আজ ইহা দিবে
কিছু নাই। ইহারা আজ এক জোট।
শোষণ, ও সুবিধার জন্য ইহারা নিজদের
আমাদের কথায় উপন্যাসের হাসি হাসিবে।
মধ্যে যাহারা ইহাদের তাঁবেদার—তাহারা
টুকরা পাইবে—যেমন ইংরাজ আমলে ছিল

ইহারা তো ইংরাজ নয়—ইহারা দেশের লো
বহিরাগত কেন? দেশের যে কোনো ক্ষেত্রের
ইহাদেরও তো সম-অধিকার আছে? হাঁ, নিশ্চয়
কার আছে। তবে প্রভুত্ব করার অধিকার নয়—স
হইয়া থাকার অধিকার ইহাদের আছে। অপরের
সঙ্গত অধিকার অপহরণ করিয়া নয়। রাষ্ট্র সংহতি
লক্ষ্যে যে প্রয়োজনীয় শাসন কাঠামো দরকার তাহা
চৌহদ্দির মধ্যেই নিজ নিজ স্থানে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সক
মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের সর্ব্বোচ্চ অধিকারের ব্যবস্থা
চাই। সেই ব্যবস্থাকে ব্যাহত করিয়া যাহারা প্র
করিতে, শোষণ করিতে, স্বার্থসাধন করিতে জেল
ক্ষেত্রে আসিবে—তাহারা বহিরাগত। শোষণের দৃষ্টিতে
ইংরাজ এবং তাহাদের মধ্যে তফাৎ কিছু নাই। জেলার
লোক আজ ইহাদের অবিচারের নীরব দর্শক—আ
ইহারা আজ প্রভু। জেলার জীবনে যেমন, তেমনি সমগ্র
ভারতের শাসনে জনস্বার্থের দৃষ্টিতে—সমগ্র জনজীবনে
ইহারা বহিরাগত—ইহারা অবাঞ্ছিত। ইহাদের জন্যই
আজিকার সংবিধান ও স্বরাজ। যেখানে জনগণের
সহিত ইহাদের সমস্বার্থ নাই—যেখানে জনগণের জীবনে
ইহাদের সম্বন্ধ কেবল শোষণের সম্বন্ধ—যেখানে ইহারা
জনগণের প্রভু হইয়া দেখা দিতেছে। তেমনি যে জেলা-
ক্ষেত্রে ইহাদের সমস্বার্থের কোনো জীবন-পরিকল্পনা নাই
—সেখানেও ইহারা প্রভুত্বের আসন লইতে, স্বার্থসাধন
করিতে, শোষণ করিতে আসিতেছে। জেলার আপন
স্বার্থবোধে বাহিরের যোগ্যতম লোকের সহায়তার যখন
চাহিদা হইবে—জেলার জনসাধারণই তাহাকে টানিয়
আনিবে। তখন তাহারা তো বহিরাগত নয়। কিন্তু
ইহারা আসিতেছে—অনাহূত, অনাদৃত, অবাঞ্ছিত পর-
গাছার দল —জেলার আত্মশক্তি ও জীবনীশক্তি শোষণ
করিতে—কারণ ইহারা অন্তরেও বাহিরে বহিরাগত
এবং সমগ্র ভারতে ইহাদের হাতেই আজ কেন্দ্রীভূত
ক্ষমতার স্বরাজ।

এই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার স্বরাজকে মানিব
কি? বিদে[illegible] ও আত্মশাসন বঞ্চিত লক্ষ লক্ষ লোক
নতার ভীরু দাস হইয়া থাকিবে—আজ এই অপ-
বিদেশীর [illegible] জীবন আমরা সহ্য করিব না। গোষ্টি-
দ্বন্দ্বে পরিচালিত এই কেন্দ্রীভূত শাসনের
ইয়া তাহ[illegible] প্রতিভূ—তাহারা বসিয়া আছে—তাহাদের
্যাগের রা[illegible]সনে। কিন্তু মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের
ভাবে সমস্ত প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের
লিবে—লালাইতে হইবে—নগরে প্রান্তরে। শোষণকারী
ত থাকি বজ্রকণ্ঠে একদিন আমরা বলিয়াছিলাম—
ও। ভারতের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের জীবনে
ল। যত এই শোষণকারীর দলকেও আজ বজ্রকণ্ঠে
ক্ত হইবে—তফাৎ যাও। ইহাদেরই গোষ্ঠী যাহারা
হার জীবনে আসিয়া প্রভুত্বের সিংহাসনে বসিয়া অবাধ
া বিচার স্বৈরাচার ও শোষণ চালাইতেছে—আজ
কা হাদেরও বিরুদ্ধে সমগ্র জেলার আত্ম-শাসনের অধি-
কার তীব্র সংগ্রাম পরিচালনা করিতে হইতে—
শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জন-সংগ্রামের এক অঙ্গ-
স্বরূপ—এই জেলার জনক্ষেত্র হইতে। আত্মশাসনের
দুর্দমনীয় দাবী আজ হইয়া উঠুক—দিকে দিকে। তাহার
ন্যায়সঙ্গত অধিকারের মুক্তি দীপ্ত হইয়া উঠিবে মানুষের
অন্তরে অন্তরে। জনগণের সংগ্রামের এই পথে যদি
আমরা আজ দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হইতে না পারি—
তবে আরো ঘনীভূত হইয়া উঠিবে এই অবাঞ্ছিত
কেন্দ্রীভূত শাসন—আরো বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে—
ই বহিরাগতের স্বরাজ।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিচিত্র এই দেশ, বিচিত্র গণচেতনা। আমাদের
জীবনে নৈসর্গিক, শাসনতান্ত্রিক, সামাজিক আধিভৌতিক
ইতিবৃত্তি কোনো বিষয়েরই দুঃখের অন্ত নাই; তাহার
উপর আবার আমাদের সমাজের কিছু অসাধু লোকের
বিচার কৌশলের ফাঁদে পড়িয়া না বুঝিয়া না ভাবিয়া
তাহাতে পরিচালিত হইয়া আমরা সাধ করিয়া দুঃখের
নূতন উপসর্গ জুটাইয়া লই। নূতন এই উপসর্গটি লাল
এক আনি। আইনে এই লাল এক আনি লইতে কোনো
বাধা নাই। তথাপি সহরে বাজারে ইহার বিরুদ্ধে একটা
জনসহযোগের হাওয়া চলিয়াছে। লাল এক আনি না
লইলে আইনে পড়িবার ভয়ও আছে। কিন্তু শাসন
বিভাগ পুলিসের চেয়েও আজ যাহাদের কর্মতৎপরতা
বেশী এরূপ বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের এক দল নাকি—লাল
এক আনির বিরুদ্ধে ভয় ছড়াইয়া—নিজেরা বাটা লইয়া
লাল এক আনি লইবার কারবার করিতেছে। এবং তাহা
দের কর্মধারা এতদূর প্রবল যে শাসনকর্তৃপক্ষ ও শিক্ষিত
লোকেরা এই মিথ্যা জনরবকে প্রতিহত করিতে সক্ষম
হইতেছেন না। বরং চলতি বাজারে গা ঢালিয়া দিয়া
নিজেরাও অসুবিধা হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছেন।
কিন্তু আমাদের এত নিষ্ক্রিয় হইলে চলিবে না, এই অসাধু
ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করিয়া জীবন যাত্রাকে
স্বাভাবিক রাখিতে হইবে।

সহরে বাজারে সকল স্থানের শিক্ষিত অগ্রণী গৃহস্থ
ও দোকানদার সকলের প্রতি অনুরোধ এই যে, এই
লাল এক আনি লেনদেনের সহজ আবহাওয়া সৃষ্টি করুন
—যাহাতে পারস্পরিক অসুবিধার ক্ষেত্র দূর হয়। বহু
দরিদ্র এবং বিশেষ করিয়া কম চালাক লোকের পাল্লায়
এই লাল এক আনিগুলি গিয়া পড়িতেছে—আর তাহারা
বিপন্ন হইতেছে। তাহাদের কথা যেন আমরা স্মরণে
রাখি। লাল হোক, সাদা হোক, ঘষা হোক, মাজা
হোক, বিনিময়ের একটা নির্দ্ধারিত নির্ভেজাল প্রতীক
হইলেই হইল। বিনিময়ের প্রতীক হিসাবে লাল এক
আনিতে অসুবিধারও কিছু নাই। কিন্তু তথাপি, গুজব,
জনশ্রুতি, বিকৃত জনমতের এই রাজত্বে অনর্থক ভীতির
দ্বারা চালিত হইয়া আমরা দুঃখের বাজারকে অযথা
আরো বিপন্ন করিতেছি। এবিষয়ে শিক্ষিত সচেতন
জনসাধারণ বিহিত আবহাওয়া সৃষ্টি করুন।

* * *

বিধাতার ওপরেও যাহারা আজ মালিক—সেই
কংগ্রেসের পৌরসভা যেমন আমাদিগকে জল এবং বায়ু
বিষয়ে মারিয়া রাখিয়াছেন তেমনি ইহারা আমাদের
আলো বিষয়েও আমাদের বিবিধভাবে বিপন্ন করিয়া রাখি-
য়াছেন। সহরে জল নাই—কংগ্রেসী কলাকৌশলে জলের
কল সুদূর পরাহত। কংগ্রেসী কীর্ত্তির আবর্জ্জনায় সহরের
বায়ুমণ্ডল আজ দূষিত। তাহার উপর আবার কংগ্রেসী
পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় সহরের আলো সরবরাহ ব্যবস্থাও
আজ অভিনব কর্মধারায় পরিচালিত। আকাশের ক্ষণ-
প্রভার ন্যায় ইহার গতিবিধি অনিশ্চিত। তবে ইহা
নিশ্চিত যে সন্ধ্যার সময় যখন আলোর প্রয়োজন সব-
চেয়ে বেশী সে সময় আলো জ্বলিবে না। রাত্রি ৭টার
পর যদি বা আলো জ্বলে—বন্ধ কখন হইবে—তাহার
হদিসও কিছু নাই। আমরা ভাবিতেছি পৌরসভা যে
মূল দুরূহ রোগে আক্রান্ত—তাহাতে এই সকল বিকৃতি-
রূপ উপসর্গের কোনো চিকিৎসার সম্ভাবনা আছে কি?

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সহ-সভাপতিসহ

মন্ত্রীদের পুরুলিয়া সফর

জনসভায় লোকাভাব : লোক সেবক সংঘের নামে মিথ্যা প্রচার

মন্ত্রীদের বন্দোয়ান সফর

গত ১১ই এপ্রিল শনিবার পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী শ্রীখগেন দাসগুপ্ত, উপমন্ত্রী সৌরেন্দ্র নাথ মিশ্র, কংগ্রেস উপ-সভাপতি অতুল্য ঘোষ প্রভৃতি বান্দোয়ান সফর করেন। তাহাদের সম্মানার্থে ঐদিন বেলা ১১টার সময় কুখ্যাত হিন্দি স্কুল প্রাঙ্গণে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। গত ৮ই এপ্রিল বান্দোয়ান হাটে ঢোল দেওয়া সত্ত্বেও জনসভায় লোক আনিতে পারা যায় নাই। জনসভায় বালক বালিকার সংখ্যাই বেশী ছিল। জনসভায় পূর্ত-মন্ত্রী দেশের জঙ্গল সম্পদ উজাড় হইতেছে বলিয়া কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেন। শিক্ষা-উপমন্ত্রী সবেদে বর্ণনা করেন এই জিলাতে অন্য জিলা অপেক্ষাও শিক্ষার প্রসারের জন্য বেশী টাকা খরচ করা হইতেছে কিন্তু কিছুই কাজ হইতেছে না। বেশীর ভাগ স্কুলে ছাত্র নাই, স্কুল-ঘর নাই অথচ কেবল বিল পাইবার তাড়াহুড়া। তিনি বান্দোয়ানের দুইটী স্কুল একত্রীকরণের জন্য সকলকে চেষ্টা করিতে বলেন। শ্রীঅতুল্য ঘোষ তাহার ভাষণে লোক সেবক সংঘের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলেন যে পূর্ব্বে লোক সেবক সঙ্ঘ বিহার সরকারের সঙ্গে যেরূপ প্রতিটি কার্য্যক্ষেত্রে অসহযোগিতা করিয়াছিল আমাদের সঙ্গেও তাহাই করিতেছে। তিনি বলেন যে বিকৃতি বাবু সাইমন কমিশনের নিকট বলিয়াছিলেন মানভূম বিহারের অংশ, বিহারেই থাকিবে। ঐ কাগজ আমার কাছেই আছে, আমি তা দেখাতে পারি। তিনি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠকে রাজনৈতিক স্কুল বলিয়া আখ্যা দেন। সভার অন্যতম উদ্যোক্তা গৌরহরি দত্ত এই স্কুলটিকে সিনিয়র হাইস্কুলের মঞ্জুরী প্রদান করিতে অনুরোধ করিলে উপমন্ত্রী তাহা অগ্রাহ্য করেন। উপমন্ত্রী বলেন যে বিদ্যাপীঠের ছাত্র সংখ্যা অধিক। কিন্তু দত্ত মশাই তাহার প্রতিবাদ করিলে উপমন্ত্রী বলেন যে বেশ আপনারাই সত্যবাদী—আমিই মিথ্যা বলছি। এই বলিয়া তিনি সভাস্থান ত্যাগ করেন।

বরাবাজারে মন্ত্রীদের সফর

গত ১১ই এপ্রিল নূতন কংগ্রেসী ভীম মাহাত ইত্যাদির সহায়তায় বরাভূম হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষা উপমন্ত্রী শ্রীসৌরিন মিশ্রকে বরাবাজারে আনেন। ভীম মাহাতের সভাপতিত্বে উক্ত স্কুলের সভায় ভীম মাহাত প্রস্তাব করেন বরাভূম হাইস্কুলকে সর্ব্বার্থ-সাধক স্কুলে পরিণত করা হোক। স্কুলকর্তৃপক্ষের মতলব ছিল মন্ত্রী মহাশয়কে আর একটী স্কুলের অস্তিত্ব জানিতে না দিয়াই তাহাদের স্কুলকে উন্নীত করিবার আদেশ লেখাইয়া লইবেন। এবিষয়ে তাহারা সফল হন নাই, কেননা মন্ত্রী মহোদয় বলেন আপনারা এনেছেন বলেই আমি লিখে বা কথা দিয়ে যেতে পারি না কারণ এখানে জনজি আর একটা স্কুল আছে সুতরাং সেটাকেও দেখতে হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষের কারচুপি ধরা পড়িয়া যাওয়ায় তাহারা অন্য বিষয়ে অসহযোগিতা আরম্ভ করেন। এমন কি মন্ত্রীদের জন্য আনীত বরফ, সরবৎ ও ভাল ভাল খাবার তখন উঁড়াবেই রহিয়া গেল। ডাকবাংলার ৩টী ঘরে অন্য লোক ঢুকাইয়া দেওয়া হইল এবং মন্ত্রীদের কুয়া হইতে তুলিয়া টাটকা গরম জল দেওয়া হইল। খাবার কর্ম্মীদিগকে না খাওয়াইয়া বৈকালে বিতরণ করা হইল।

কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলনের নামে যে গোপন মিটিং ডাকা হইয়াছিল তাহাও আবার এক নূতন কংগ্রেসী শৈলজা মিশ্রের ঘরে ডাকা হয়। সেখানেও সমান অবস্থা চলে। শেষ পর্য্যন্ত অতুল্য ঘোষ, খগেন দাসগুপ্ত

কি ? বি[illegible]দায়গণ বিরক্ত হইয়া ২।৪ কথা বলিয়া নতার ভী[illegible] চলিয়া যান।

[illegible] মন্ত্রীগণ

[illegible]৩ই এপ্রিল তারিখে রঘুনাথপুরে পশ্চিমবঙ্গের [illegible] শুভাগমন করেন। তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য [illegible] "দীপক" সিনেমায় একটী জনসভার আয়োজন [illegible] হয়। জনসভায় লোক একেবারে হয় নাই [illegible] মন্ত্রীগণ বিশেষ ক্রুদ্ধ হন ও স্থান ত্যাগ করিয়া [illegible] বাংলাতে গমন করেন। ইহাতে অনুচরবর্গ ভীত [illegible] লোক যোগাড় করিবার জন্য জীপে দৌড়াইতে [illegible]কেন। অবশেষে বিশেষ চেষ্টারপর তাহারা কোনো [illegible]কমে ১০।১২ জন লোক যোগাড় করিতে সক্ষম [illegible]। তাহাদেরই সহিত মন্ত্রীগণ কোন রকমে [illegible] দেখানো আলোচনার ভড়ং করিয়া নিজেদের [illegible] রক্ষার চেষ্টা করেন। স্থানীয় অধিবাসীগণ বলেন যে খাবার বেলায় ও ভোটের সময় এই সমস্ত কংগ্রেসী নেতা ও লোকদের দেখা পাওয়া যায়। বিপদে এদের টিকি দেখা যায় না। আজ পর্য্যন্ত রঘুনাথপুরে কি উন্নয়ন মূলক কাজ এই কংগ্রেস সরকার করিয়াছেন যে মিটিংএ যাব? মন্ত্রীদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হয় রঘুনাথপুর মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান মহাশয়ের বাড়ীতে। পূর্ব্ব কথামত তিনি পাঁচজন লোকের আয়োজন করেন। কিন্তু বেলা ১২।১২।০ টার সময় মন্ত্রীগণ প্রায় ২৬জন লোক লইয়া উপস্থিত হন। চেয়ারম্যান মহোদয় অসময়ে এতগুলির লোকের আয়োজন করিতে অপারগ বলিয়া খাওয়াইতে অস্বীকার করেন। কয়েকজন চেয়ারম্যানের বাড়ীতে, কিছু অংশ ডাকবাংলোতে এবং অবশিষ্টাংশ আদ্রা রেলওয়ে ক্যান্টিনে আহার্য্য গ্রহণ করেন।

পুণ্যশ্লোক ঋষি নিবারণচন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত

পুরুলিয়ার অনুষ্ঠান

বিগত ১২ই বৈশাখ, ২৬শে এপ্রিল, রবিবার পুরুলিয়া সহরে পুণ্যশ্লোক মানব প্রেমিক ঋষি নিবারণচন্দ্রের জন্ম জয়ন্তী যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেদিন বৈকাল ৬।০ ঘটিকায় শিল্পাশ্রমে ঋষি নিবারণচন্দ্র স্মৃতি মন্দির প্রাঙ্গণে প্রশস্তি সভার অনুষ্ঠান হয়। ঋষির সুসজ্জিত আলেখ্যর সম্মুখে গানে কবিতায় আবৃত্তিতে তাহার জীবনের আদর্শ ও কর্ম্মের স্মরণ ও মননে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়।

বেদমন্ত্র পাঠের সঙ্গে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রার্থনা পরিচালনা করেন অভয় আশ্রমের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল রায়।

সঙ্গীতাংশে যোগদান করেন শ্রীমতী হাসি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী পারুল সরকার, শ্রীমতী তুতু সরকার। শ্রীমতী শেফালী সরকার ও শ্রীমতী অর্চ্চনা ঘোষ।

স্বরচিত কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠের কার্য্য সূচিতে যোগদান করেন—খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীসন্তোষ কুমার রায়, অভয় আশ্রমের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীনন্দ দুলাল মিত্র, শ্রীঅরবিন্দ ওঝা, শ্রীদোলগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, শ্রীআহু আনসারী।

ঋষির জীবনাদর্শ আলোচনা করেন—শ্রীজ্যোতির্ময় দাশ গুপ্ত, পল্লী ভারতী বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও লোক সেবক সংঘের সচিব। তেলকল পাড়া কীর্ত্তন সমিতি দলবল সমভিব্যহারে আসিয়া কীর্ত্তন গান করেন। ঋষির ভক্তরা প্রসাদের আয়োজন করেন।

লোক সেবক সংঘের পরিচালক শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঝালদায় ঋষি নিবারণ জয়ন্তী

অদ্য ১২ই বৈশাখ রবিবার সন্ধ্যা ৭ঘটিকায় স্থানীয় লোক সেবক সংঘ অফিসে শ্রীকালিপদ হালদারের সভাপতিত্বে অনাড়ম্বর ও শান্ত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে মানভূমের রাজনৈতিক পথপ্রদর্শক তথা সত্যাগ্রহ সাধনার মন্ত্রগুরু ঋষিকল্প নিবারণ চন্দ্রের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান পালিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সমবেত সকলে সম্মিলিত ভাবে "রাম ধুন" গান করেন। ঋষির চিত্রপটে মাল্যদান করেন শ্রীণীমন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঋষির কর্ম্মক্ষেত্র মানভূম মধ্যে ঝালদা তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল এবং তাঁর কর্ম্ম বহুল জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উদাহরণ সম্বলিত এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় ঋষির উদ্দেশ্যে তাঁর স্বরচিত কয়েকটী কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীশিশির গুপ্ত ও শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে "সব সমানের দেশ" ও "আজি ভারতের স্বাধীনতা দিনে" সঙ্গীতগুলি করেন।

ঋষির জীবনাদর্শ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতায় অ[illegible] গ্রহণ করেন সর্ব্বশ্রী কালিপদ হালদার, কমল চট্টো[illegible] সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, শশীভূষণ কৈবর্ত্ত ও শিশির গুপ্ত।

অফিস ঘরটী দীপান্বিত ও পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত ক[illegible] উৎসাহী তরুণ কর্ম্মী শ্রীগৌর হালদার। সমবেত ছো[illegible] মেয়েদের জয়ন্তী উপলক্ষে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

অতঃপর সংঘের প্রচলিত ধ্বনিসহকারে অনু[illegible] সমাপ্ত হয়।

গত ৭ই এপ্রিল লোকসভার অধিবেশনে

বিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন ছাঁটাই প্রস্তাব

শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশ গুপ্ত এম, পি খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে বিভিন্ন ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া দাবী করেন যে—

১। খাদ্য ও কৃষি এবং সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী দপ্তরের মধ্যে উন্নতর যোগাযোগ ও সমন্বয়ের জন্য;

২। ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলির (fair price shops) বন্দোবস্ত সম্পর্কে সমবায় সমিতি গুলিকে অগ্রাধিকার দানের দাবীতে;

৩। দেশে খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষি মন্ত্রণা দপ্তরের অকৃতকার্য্যতার প্রতিবাদে;

৪। খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির যাবতীয় সম্ভাবনার উপায় নির্দ্ধারণের দাবীতে;

৫। কৃষি সম্পর্কে গবেষণালব্ধ সংবাদাদি চাষীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিতরণের উদ্দেশ্যে;

৬। বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করা সম্পর্কে; এবং

৭। অধুনাতম এবং উন্নতধরণের কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে চাষীদের ট্রেনিং দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জেলায় এক একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দাবীতে—

খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের বরাদ্দ ব্যয় হইতে ১০০৲ টাকা ছাঁটাই করিবার দাবী করেন।

৮। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের কুটির তথা ক্ষুদ্র শিল্পগুলির বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান তথ্যাদি সংগ্রহে অপারগ হইয়াছেন।

৯। ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান শিল্পগুলি জাতীয় করণের প্রয়োজনীয়তার জন্য—

শিল্প দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দ হইতে ১০০৲ টাকা ছাঁটাই করিবার দাবী করেন।

জেলার ন্যায় সঙ্গত অধিকার হরণ

চাকুরী প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী অবিচারের নগ্নতা

এ বিষয়ে তথ্যাদি সরবরাহের জন্য জনসাধারণের প্রতি লোক সেবক সংঘের সচিবের আবেদন

বিহার সরকারের অধীনে জেলাবাসী দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরবিচ্ছিন্ন বৈষম্য অত্যাচার ভোগ করিয়া—তাহাদের ন্যায় সঙ্গত বিবিধ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া—পশ্চিমবঙ্গের শাসনাধীনে আসে। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার প্রথম হইতেই জেলার প্রতি বৈষম্যমূলকভাবে উদাসীনতা, অবিচার প্রভৃতি প্রদর্শন করিতে থাকেন।

বিহারবঙ্গের শাসনাধীনে চাকুরী, ব্যবসা প্রভৃতি ব্যাপারে জেলাবাসীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার অপহরণ করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ হইতে থাকে। সম্প্রতি এই সব বিষয়ে চারিদিক হইতে অবিরাম বহু অভিযোগ উত্থাপিত করা হইতেছে। সরকার বিসদৃশ নয় অবিচার প্রদর্শন করিতেছেন। নিম্নতম স্তরের চাকুরী পদগুলির জন্যও বাহির হইতে লোক আমদানী করা হইতেছে। আমরা সকলেই জানি, শাসন জীবনে কায়েমী স্বার্থবাদীদের ক্ষমতা লাভের স্বাভাবিক পরিণতিরূপে ইহা দেখা দিবে। আমাদের চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না—এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে অবিরত জনমত গঠন করিতে হইবে—সমগ্র জেলার জন্য বিকেন্দ্রীত শাসনের লক্ষ্যে আজ আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন গঠন করিতে হইবে। বৈষম্যের যে সব ব্যাপার ঘটিতেছে—শুদ্ধমাত্র শুধু অভিযোগ করিলেই চলিবে না। তথ্য প্রমাণাদি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া—তাহার প্রকাশ দান করিয়া, জনদাবীর পক্ষে যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সেজন্য এবিষয়ে যাহার যাহা তথ্যাদি জানা আছে—তাহা আমাদের নিকট প্রেরণ করিতে তথা এবিষয়ে আমাদের কাজে সহায়তা করিতে অনুরোধ করি।

৯।৫।৫৯ অরুণ চন্দ্র ঘোষ

বাস দুর্ঘটনা

গত ২৩শে এপ্রিল বেলা আন্দাজ ১১টার সময় একটি প্যাসেঞ্জার বাস পুরুলিয়া নড়িহার নিকটে ৮।৯ বৎসর বয়স্ক বালককে চাপা দিয়া পলায়ন করে। পুরুলিয়া হইতে ২৭।২৮ মাইল দূর হইতে শক্তিবাস সার্ভিসের মানবাজারগামী একটি বাস—ড্রাইভার এবং খালাসী সমেত গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ পুরুলিয়ায় লইয়া আসিয়াছে।

ভ্রম সংশোধন

বিগত মুক্তির ১৪শসংখ্যায়—সাগমা সম্মেলন প্রসঙ্গে লেখা হইয়াছে—সম্মেলনে যোগ দেন—খাদী ও গ্রামোদ্যোগের ঘানী বিভাগের পুরুলিয়াস্থ কর্মসচিব শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র বাউরী। কিন্তু তাঁহার নাম শ্রীনরেশ চন্দ্র বাউরী।

—মুঃ সঃ

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত
দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোদ, কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কোন রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাগুরিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্ট্রিক আলসার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গান্ধী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাইয়াছেন। ১২নং মিলিত কবচের মূল্য—১৫ টাকা। স্পেশ্যাল ১৫০ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ, বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

জমি বিক্রয়

আন্দাজ ১৩ কাঠা জমির উপর ইটকুঠরী পাকা ঘর—কুয়া ও পায়খানা সহ। কসাই ডাঙ্গার মোড়ে (বিভূতি দাস রোড ও কেতিকা রোডের সঙ্গম স্থলে) অবস্থিত। নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীরজত গিরি সেন
কাপড়গলি
পুরুলিয়া

চুন

বাড়ী ঘর তৈয়ারীর জন্য এবং চুনকামের জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর "১নং ঘুসিক" চুন সুলভে পাইতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীখাঁদু বাউরী
চাটানীপাড়া, পুরুলিয়া

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৭শে বৈশাখ ১৩৬৬—১১ই মে ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য ৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

হে কবি তোমার দান

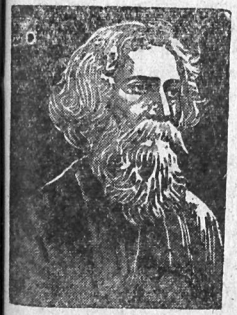

হে চির-সুন্দর তব আবির্ভাব মহোৎসব-গানে
আমাদের নমস্কার—তোমার চরণ প্রান্ত পানে।
হে কবি! তোমার সেই অপরূপ একতারাটিতে,
কী যে গান ভরিলে নিভৃতে;
তারি ধারা—
অসীম দিগন্ত ভরি' যুগান্তে হয়েছে মৃত্যুহারা॥

অজস্র তাহারি দান কী বিচিত্র উঠিয়াচে ভাতি'
স্বপ্নের রহস্য যেন তারার দেওয়ালী ভরা রাতি;
মুগ্ধ বসন্তের গান মুক্তির ধারায় এল মাতি;
কালের গগন পটে অন্তহীন বলাকার পাঁতি॥

ঐ উড়ে চলে গান জন্মমৃত্যু তমসার পারে—
হে কবি! তোমার দান - চলেছে যুগের অভিসারে।
এলো সে ঐশ্বর্য্যে ভরি'—এলো সে একান্তরূপে ভাতি'—
নিভৃত মন্দির তলে নিবেদিত নৈবেদ্যের বাতি॥

বান্দোয়ানের শ্রীমিনি সর্দ্দারিণের কাহিনী

পুলিসের গোপন ষড়যন্ত্র ও কীর্ত্তিকলাপ

নিরক্ষর সরল গ্রাম্য নারীর দৃঢ়তার কাছে অপকৌশল ব্যর্থ

ডেপুটি পুলিস সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগকারিণী শ্রীমিনি সর্দ্দারিণ নির্খোজ বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংবাদ অসম্পূর্ণ বলিয়া জানাইয়াছিলাম। এক্ষণে সম্পূর্ণ সংবাদ পাওয়া গেল। ইহাতে জানা গেল যে, শ্রীমতী মিনি সর্দ্দারিণকে ভুলাইয়া মামলা মিটমাটের জন্য রাজী করাইবার উদ্দেশ্যে পুলিসের পক্ষ হইতে এক অপচেষ্টা চলে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, শ্রীমতী মিনি সর্দ্দারিণকে বলরামপুরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে—ইন্সপেক্টারের কাছে। আসল ব্যাপারটা এই যে, বলরামপুরের ইন্সপেক্টারের কাছে লইয়া যাওয়া হয়। এবং লইয়া যাওয়া হয়—জঙ্গল অঞ্চল কুইলাপালে। ইন্সপেক্টার বাবু বান্দোয়ান থানার কুইলাপালে আসিয়া ১৩ই।১৪ই বৈশাখ হইতে ২।৩ দিন ডেরা দেন। কংগ্রেসের একজন সাংঘাতিক অনুচর—বিহার আমলের বহু কুকীর্ত্তির জন্য কুখ্যাত ব্যক্তি—শ্রীবংশী সিংকে লাগাইয়া—তাহার মারফত শ্রীমিনি সর্দারিণকে কুইলাপাল আনাইয়া জমাদার প্রভৃতির সাহায্যে বিবিধ ভালিয়াতি ও অপকৌশল দ্বারা তাহাকে আপোষে রাজী করাইবার চেষ্টা করা হয়। মদ খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়া, প্রলোভন দিয়া উহাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়।

ইন্সপেক্টার বাবু আত্মগোপন করিয়া থাকেন—কুইলাপাল ডাক্তারখানায়। তাঁহার সঙ্গে বান্দোয়ানের বড় দারোগাবাবু ছিলেন। ধেড়াডির শ্রীকিষ্ণু মাহাত লোক পরম্পরা সংবাদ পাইয়া কুইলাপাল যায়—ব্যাপার কি দেখিতে। সে ইন্সপেক্টার বাবুদের দেখে।

এ দিকে ইন্সপেক্টারের চর একজন সর্দ্দারিন শ্রীমতী থঁকী ১৯ই বৈশাখ যায়—শ্রীমতী মিনিকে কুইলাপাল আনিতে। কিন্তু শ্রীমিনি রাজী হয় নাই। ১৫ই বৈশাখ লাইলম হইতে শ্রীমিনির বেহাই আসে। পুলিস বেহাই এর পুত্রদের এই ব্যাপারে জড়িত করিয়া আসামী করিয়াছে। সেজন্য পুলিশের কৃপা অর্জ্জনের জন্য সে দৃষ্টি খালী করিতে গিয়াছিল। শ্রীমিনি যাইতে অনিচ্ছুক দেখিয়া সে বলে—মিটমাট তো করছি না—চল দেখে আসি—কি বলে। তখন শ্রীমিনি বেহাইএর সঙ্গে লাইলম হইয়া কুইলাপাল যায়। লাইলম পৌঁছিলে থঁকী ভূমিজান চু বোতল মদ দেয়। শ্রীমিনি বিপদের আশঙ্কা করে। অনুরোধে মদ সামান্য চাখিয়া রাখিয়া দেয়।

বংশীর বাড়ীতে কথাবার্তা হয়। বংশী বুঝাইতে থাকে। অবশেষে জমাদার বাবু ধুতি জামা পরিয়া সাদা পোষাকে আসিয়া বলেন—আমি তো তোমাদের উকিল মিটমাট করিয়া লও। শ্রীমিনি বলে—তুমি তো আমাদের উকিল নও—আমি আমাদের উকিলদের ভাল করিয়াই চিনি। জমাদার বলে—না, না, আমিও এক জন তোমাদের উকিল। উহারা বহু বোঝাইতে চেষ্টা করে। শ্রীমিনি তখন খুবই বিরক্ত হয়। বলে যে, যার আমার মামলা চালাচ্ছেন—যারা আমার ভাল মন্দ দেখছেন—তাঁরা যা বলবেন—তাই হবে। তোমরা তাদের কাছে যাও। —এই বলিয়া শ্রীমিনি ওখান হইতে চলিয়া আসে। বেগতিক দেখিয়া বেহাইও চলিয়া আসে। শ্রীমিনিকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য ইন্সপেক্টার প্রভৃতি বহু পাণ্ডাদের সচেষ্ট বাকি রহিয়া যায়। শ্রীমিনিরা লাইলম যায়, সেখান হইতে শ্রীমিনি বেড়াডি ফিরিয়া আসে।

এই ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রীমতী মিনি সর্দ্দারিন ও শ্রীকিষ্ণু মাহাত সম্প্রতি বান্দোয়ান আসিয়া শ্রীভক্তচরণ মাহাত, শ্রীবেরতী চ্যাটার্জ্জী, শ্রীঅটল মাহাত প্রমুখ কর্ম্মীদের কাছে এই বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছে—এবং লিখিত বিবৃতি দান করিয়াছে। তাহার ভিত্তিতেই আমি এই ঘটনার তথ্য প্রকাশ করিলাম। আমি আজ বান্দোয়ানে আসিয়া সমস্ত তথ্য অবগত হইলাম। পুলিসের পক্ষ হইতে এই অসমীচীন আচরণের জন্য এই মামলার বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

অরুণচন্দ্র ঘোষ
বান্দোয়ান ১১।৫।৫৯

মুক্তি

২৭শে বৈশাখ, সোমবার

অন্নহীনের কণ্ঠবল

মানব জীবনের বিভিন্ন দিক অঙ্কিত হইয়া আছে রামায়ণে। দীন দরিদ্র আপামর জনসাধারণের সংঘবলের নায়করূপে যেমন রূপায়িত হইয়াছেন শ্রীরামচন্দ্র—মানুষের আত্মবল,—সমাজের রূপান্তরিত রাজশক্তি রাক্ষস শক্তির প্রতিভূরূপে তেমনি দেখা দিয়াছেন—দশানন শ্রীরাবণ রাজা; আবার তেমনি সেই রাজ-শক্তির এক বিশাল অংশের প্রতিভূরূপে দেখা দিয়াছেন শ্রীকুম্ভকর্ণ—যিনি সেই বিপুল রাজশক্তির অঙ্গ হইয়াও—নিদ্রিত, অচেতন,—আত্মসুখরূপ নিদ্রায় অভিভূত, দেশের প্রয়োজনের প্রতি পাষাণ-সদৃশ। এখানে রামায়ণকার এক সুন্দর চিত্র দিয়াছেন। পাপ রাজ্যের দুই অঙ্গের দুই চিত্র। পাপ শাসনের যে অংশ শোষণে, পীড়নে, লুণ্ঠনে, অপহরণে দানব সদৃশ—সে দশানন রাক্ষস, সে দশমুণ্ড রাবণ। এখানে সে দশহাতে লুণ্ঠন পীড়ন করিতেছে—দশমুখে করাল দম্ভ প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু রাজশক্তির যে অংশ বিপুলকায়, যে অংশ বিপুল অস্ত্র-শস্ত্র-বল-শক্তি সমন্বিত—যে অংশ রাজ্য ও প্রজাশক্তিকে রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং রক্ষার সততা থাকিলে সত্যই সমর্থ—সে অংশ তাহার একটি মুখ ও দুইটী হাত একাগ্র করিয়া তাহা সম্পূর্ণ গুটাইয়া লইয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত। তিনি বিশ্ববিদিত শ্রীকুম্ভকর্ণ। রাজশক্তির যে অংশ রাজ্যপরিচালনার দায়িত্বে ছিল—সে নিজ দায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া স্বৈরশাসক শ্রীরাবণ হইয়া উঠিয়াছে—আর যে অংশ প্রজারক্ষায় নিয়োজিত ছিল—সে তো প্রজার রক্ষার সাধারণ দায়িত্ব বিসর্জ্জন দিয়া আত্মসুখের নিদ্রায় অভিভূত হইয়াই রহিয়াছে—তাহার উপর যখন রাজশক্তির পাপ আচরণে লঙ্কার জীবনে বিধাতার অভিশাপ আসিয়া দেখা দিল—যখন সেই জাতীয় সংকটে লঙ্কার নিরীহ বিপন্ন প্রজার দল রক্ষা ব্যবস্থার প্রার্থনায় আর্ত্তনাদ করিতেছিল—তখন রাজশক্তির সেই রক্ষাবিভাগ দায়িত্বহীনতার নিদ্রায়—আত্মসুখের নিদ্রায়—উদাসীনতার নিদ্রায় অভিভূত। ইনি আমাদের চির পরিচিত শ্রীকুম্ভকর্ণ।

যেন রামায়ণ আজ নূতন করিয়া দেখা দিয়াছে। এখানেও রাজশক্তির যে অংশ দেশ পরিচালনায় নিয়োজিত ছিল—সে অংশ আজ পীড়নে দমনে স্বৈরশাসনে দানবমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—দশহাতে তার লুণ্ঠন পীড়ন; সে আজ দশানন রাবণ। আর শাসন শক্তির যে অংশের হাতে ছিল—খাজনাখানার রসদ, প্রজার রক্ষা-ব্যবস্থা—সংকটের প্রতিষেধ-ব্যবস্থা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, সে অংশ আজ খাজনাখানার রসদ-মালের বস্তা হইতে অবাধ আহরণ করিয়া—তাহার ভাণ্ড উজাড় করিয়া প্রচুর চোলাই সহযোগে যে সুধা প্রস্তুত করিয়াছে—সেই সুধাপান করিয়া সে আজ আত্মসুখ-নিদ্রায় অভিভূত। সাধারণ শাসন জীবনের সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত জনগণ বহু দুঃখ কষ্ট মুখ বুজিয়া সহিয়াছে। শাসন শক্তির পাপাচরণের অবধারিত পরিণতিরূপে বিধাতার অভিশাপে আজ যখন দুর্ভিক্ষ-রূপ জাতীয় সংকট আসিয়া দ্বারে হানা দিতেছে—আজ যখন অনাহারে মৃত্যুর করাল পরিকীর্ণ শ্মশানে জমা হইয়া নিরন্ন দুর্ব্বল বুভুক্ষু প্রজাকুল রাজদ্বারের উদ্দেশ্যে আর্ত্তনাদ জানাইতেছে—তখনও সুগভীর নিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন—শ্রীকুম্ভকর্ণ।

ইহাই কংগ্রেসী শাসন। দুর্ভিক্ষ আসিয়াছে—বিপর্য্যয় আসিয়াছে; দুরূহ সংকট আসিয়াছে; গ্রাহ্য করিবার কেহ নাই। সেদিন লঙ্কার সংকট কালে ঠেলিয়া, চেঁচাইয়া কর্ণে জল প্রবেশ করাইয়া সাময়িক কালের জন্য কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করাইতে হইয়াছিল। কুম্ভকর্ণ তখন অর্দ্ধ নিদ্রাঘোরে, অর্দ্ধচেতন অবস্থায় মদমত্তভাবে উঠিয়া অনিচ্ছা সহকারে জাতীয় সংকট কালীন কর্ত্তব্য পালনের কিছু করিল বটে—কিন্তু তাহার প্রজাদিগকে রক্ষার বিষয়ে কোনোই সুফল হইল না। তাঁহার নিজেরও চিরনিদ্রার ব্যবস্থা পাকা হইয়া গেল।

কিন্তু আমাদের এযুগের কুম্ভকর্ণের ভাগ্যে অন্তহীনভাবে ক্রমাগত মাঝে মাঝে এক একবার করিয়া ঠেলা

খাইবার, কর্ণকুহরে জলের ধারা লাভ করিবার পালার বিরাম নাই। প্রতিবৎসর অনটনের দিনে দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি যখন দেখা দেয়, আর্ত্তজনগণ হৈ চৈ করিতে থাকে—কুম্ভকর্ণ একবার পাশ মোড়া দেন—অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে দায়সারা করিয়া একটু কর্ত্তব্য পালন করিয়া পরক্ষণেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া যান। সংকট যে প্রতি মুহূর্ত্তে আসিতেছে—তজ্জন্য যে স্থায়ী প্রতিকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্রমান্বিত কর্মধারার পথে আগাইতে হইবে—সে চেতনা নাই। প্রতিবৎসর অন্নকষ্ট সুরু হইয়া যখন ব্যাপক দিগন্ত পীড়িত করিতে থাকিবে—সে অবস্থারও ক্রমাবনতি ঘটিতে থাকিয়া চারিদিকে যখন ক্ষুধার আগুন লেলিহান শিখায় দিগন্ত দগ্ধ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে—তিনি তখনও অচেতন থাকিবেন। তখন তুমি হৈ চৈ করো, আর্ত্তনাদ করো—আকাশ বিদীর্ণ করো—তবে তিনি একটু পাশ মোড়া দিবেন মাত্র!

হে আমাদের জীবন-মরণের অধীশ্বরগণ, হে আমাদের জীবনের কুম্ভকর্ণ! আজিও কি আর্ত্ত বুভুক্ষু জনতার তীব্র কণ্ঠ কলরোল আকাশ উপযুক্তরূপে বিদীর্ণ করিতে পারে নাই? আজিও উপযুক্ত কারণ এখনো উপস্থিত হয় নাই? গত বৎসর নিদারুণ খাদ্যপরিস্থিতির মধ্যেও তুমি যখন নিষ্ক্রিয় উদাসীন ছিলে—আমাদের আর্ত্তকণ্ঠের বহু কলরব সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। এবৎসরও বুভুক্ষা যে রুদ্ররূপ লইয়া আসিয়াছে—ভাবিয়াছিলাম—বিগত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে সচেতন হইবার একটা স্বাভাবিক উদ্বেগ তোমার অন্তরে জাগ্রত হইবে। কিন্তু ভুলিয়া যাই যে তুমি সে ধাতুতে গড়া নও। তোমার শাসন জীবনের ধারা-ধরণ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। বৎসরের পর বৎসর মানুষের দুঃখের চরম দুর্দ্দশার অন্তহীন দুঃখ দেখিয়াও তোমার অন্তরে কোনো দাগ রাখে নাই। তাই আজ বৎসরের অনটনের এই কঠিন দুঃখের সময়েও প্রতিকার ব্যবস্থার কোনো উদ্যোগ নাই—তুমি এখনো নিদ্রারত। তাই তুমি অবচেতন মানসে কুম্ভকর্ণের মতই প্রতীক্ষা করিতেছ—তোমার প্রাপ্য ঠেলাটা উপযুক্তরূপে কখন দেখা দিবে—তখন তুমি অনিচ্ছুক ভারবাহী জীবযুগলের মত চাকা দুইখানাকে রগড়াইয়া খানিক লইয়া যাইবার দায়িত্ব বহন করিবে মাত্র!

জেলার অবস্থা আজ আবার সংকটজনক হইয়া উঠিতেছে। দিকে দিকে আজ আবার সেই ঘোর অন্নাভাব, জলাভাব, কর্ম্মহীনতা, সহায়হীনতায় নিগৃহীত মানুষের আর্ত্তরবে দিগন্ত ধ্বনিত হইতেছে। নিজের জেলায় কাজ না পাইয়া মানুষ দিকে দিগন্তরে ফিরিতেছে—কাজের সন্ধানে পরাজিত বহু মানুষ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া নিজের জন্মভূমে মৃত্যুভূমির আশ্রয়ের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে ভাবিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও চলিয়াছে সেই চিরন্তন সরকারী গতিতে কমিটি, তদন্ত, পরিকল্পনা, বাজেট, পরামর্শ, আর ঠিকাদার তথা ভাগীদারকুলের তালিকা প্রণয়নের আনন্দ আর খোসমেজাজের দীর্ঘসূত্রিতা।

সেজন্য দুর্গত মানুষের পক্ষ হইতে আর চুপ করিয়া থাকার সময় নাই। যদিও তাহারা আর্ত্তনাদ করিতেছে—তাহাদের দুঃখের অভিযোগে জেলার আকাশ ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে—কিন্তু দায়িত্ব বিমূঢ় অচেতন পাষাণের জাগিয়া পাশ ফিরিবার মত উপযুক্ত নাড়া এখনো হয় নাই। আমাদের ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে হইবে যে, তুমি আর্ত্ত হও, দুর্ব্বল হও, দাঁড়াইবার মত শক্তি হইতে বঞ্চিতই হও—আজিকার এই শাসনজীবনে অন্নহীনেরও আজ কণ্ঠবল চাই। চাই লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে আকাশ কাঁপাইয়া তুলিবার আত্মবল। নতুবা এই অনিচ্ছুক সরকার কোনো সাড়া দিবে না। সেজন্য আজ দুর্গত মানুষের রক্ষায় জেলার জনমত জাগ্রত হোক—এই কামনা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পুলিসের নিকট হইতে পুরুলিয়ায় কংগ্রেসী পৌরসভার সমাজ-বিরোধী কর্ম্মধারার এক নূতন তথ্য জানা গেল। ইহা বিস্ময়কর এবং বিচিত্র। আপনারা নিশ্চয়ই অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছেন—ব্যাপারটা কি।

এতদিন আমরা জানিয়াছিলাম—পুরুলিয়ার কংগ্রেসী পৌরসভার কর্তৃপক্ষ একক নিজের শক্তিতেই পুরুলিয়ার জনসাধারণকে জ্বালাইতেছেন। এখন জানা গেল—তাহাতেও খুসী না হইয়া এই পৌরসভা জনসাধারণকে

অনভাবে জ্বালাইবার জন্য পুলিসের সহযোগিতায় এক নূতন উপদ্রবের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন।

রাস্তায় ডাষ্টবিন নাই অর্থাৎ ময়লা ফেলিবার ড্রাম নাই। গৃহস্থেরা ময়লা ঘরে জমা করিয়া রাখিতে পারেন না। লোক লাগাইয়া সহরের বাহিরে ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন না। সুতরাং উহা তাঁহাদের গৃহ সম্মুখের রাস্তায় না ফেলিয়া উপায় নাই। বরাবর তাঁহারা তাহাই ফেলিয়া থাকেন। হঠাৎ নূতন বিধান দেখা যাইতেছে। গৃহস্থেরা রাস্তায় ময়লা ফেলিতে গেলে—লাঠি সহ রক্তচক্ষু পুলিস আসিয়া হাজির—আর সঙ্গে সঙ্গে জরিমানা, পুলিস, পাঁচআইন, সাত উপদ্রব প্রভৃতির আবির্ভাব। পুলিসকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে—চেয়ারম্যানের হুকুম—সহরের পাঁচআইন বজায় রাখার কড়া ব্যবস্থা করো।—

ব্যাপারটি হইতে পরিষ্কার যে তত্ত্বের উদ্ভব হইতেছে তাহা এই যে, সহরের অধিবাসীদের জন্য আর এক নূতন ন্যায়ের হায়রাণী ও অপমানের উদ্দেশ্যে পুলিসের সহিত চেয়ারম্যানের ষড়যন্ত্রের যোগে স্থির হইয়াছে যে, চেয়ারম্যান ডাষ্টবিন দিবেন না—অথচ যখন নিরুপায় গৃহস্থেরা পথে ময়লা ফেলিবেন—তখন আইনের অবতার পুলিসেরা লাঠির প্রয়োগে শান্তিপ্রিয় গৃহস্থের শান্তি ও সম্মানকে পাঁচআইনের কবলস্থ করিয়া ছাড়িবে। ধন্য পৌরসভা আর ধন্য ইহার চেয়ারম্যান।

* * *

এক্ষেত্রে পুলিশের আইনজ্ঞানের যথেষ্ট প্রশংসা করিবার আছে। স্বাভাবিকভাবে আইন চালাইবার মত ক্ষেত্রসৃষ্টি না করিয়া, অদ্ভুত এক অবস্থায় লাঠির জোরে আইন মানাইবার ব্যবস্থা করা আমাদের দেশেই হবুচন্দ্রীয় রাজত্বের পুলিসের পক্ষেই সম্ভব। লাঠির ডগায় কাজ লইতে হয় বলিয়া সাধারণ বুদ্ধিরও একান্ত-অভাব ঘটিবে—ইহা সত্যই আশ্চর্য্যের কথা। স্বরাজ জীবনে ইহাদের তুলনার অন্ত নাই। নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিতে হয়—ধন্য এই কংগ্রেসী শাসন।

* * *

আমরা যখন বিহারের শাসনে ছিলাম—তপ্তকটাহে ফুটন্ত তৈলে দগ্ধ হইতেছিলাম—তখন বাংলার শাসনের দিকে তাকাইয়া ভাবিয়াছি—বাংলার শাসন ইহার চেয়ে নিশ্চয়ই ভালো—অন্ততঃ ডাক্তারীতে বিশ্বজোড়া খ্যাতির গৌরব যে ডাঃ বিধান রায়ের তাহার রাজত্বে চিকিৎসার বিভাগ নিশ্চয় এক অনবদ্য ব্যাপার। কিন্তু তৈল-ফুটন্ত তপ্ত কটাহ হইতে যখন বাহির হইয়া আসিলাম—পড়িলাম একেবারে প্রজ্বলিত আগুনের গাদায়। দেখিলাম বিহারের লাঠি দেখিয়া ভয়ে পেট ফাঁপিত বটে—তবে ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ পেট ফাঁপার ওষুধ সোডি বাই কার্ব্ব প্রভৃতির মতন নগণ্য জিনিষগুলি দিতে কার্পণ্য করেন নাই। কিন্তু ডাঃ বিধান রায়ের আমলে—ডাক্তার খানায়—টিটেনাস সিরাম নাই—ভিটামিন ট্যাবলেট নাই—পথে ঘাটে আজকাল পানের দোকানে প্রাপ্তব্য সালফা ড্রাগও নাই—এমন কি এই পেটফাঁপার ওষুধ সোডি বাই কার্ব্বও নাই। ইহাই আজকাল পুরুলিয়ার সদর হাসপাতাল। ডাঃ রায়ের রাজত্বে অখাদ্যও তোমার বরাতে নাই—যার জন্য হজমের ওষুধ লাগিবে। ধন্য ডাঃ বিধান রায় আর ধন্য তাহার হাসপাতাল!

রেল বিভাগের গাফিলতি সম্বন্ধে অভিযোগের বিবরণে অসঙ্গতি

মুক্তির ১৭শ সংখ্যায় (১৩ই বৈশাখ—২৭শে এপ্রিল ১৯৫৯) ঘাটজুড়ি হইতে শ্রীমন্মথ ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'রেল বিভাগের গাফিলতি' সম্বন্ধে একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রে রেল যাত্রীদের যে সমস্ত দুর্ভোগ ভুগিতে হইতেছে সে সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্যাদি ও বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। এবিষয়ে রেলকর্তৃপক্ষ উদাসীন এবং সচেষ্ট নহেন ইহা অতি সত্য কথা।

তাহার প্রকাশিত পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—"লোকসভায় রেলওয়ে বাজেট আলোচনায় শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্তের সমালোচনা পাঠ করিলাম। তাঁহার অধিকাংশ অভিযোগ রেল কর্ম্মচারীদের অভাব ও অসুবিধা সম্বন্ধে। * * * * কিন্তু জনসাধারণের নিত্য অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বিভূতিবাবুর ভাষণে বেশী কিছুই নাই" ইত্যাদি।

লোকসভার রেলওয়ে বিষয়ে বিভূতিবাবু গত ২রা মার্চ্চ বক্তৃতা দেন। তাহার বক্তৃতার বিবরণ মুক্তির ১৬ই মার্চ্চ তারিখের ১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় মন্মথবাবু বক্তৃতাটি একেবারেই পড়েন নাই। এই বক্তৃতাতে দুইটী বিষয় সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রীদের দুর্দ্দশা এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্নীতি। তিনি বলিয়াছেন—"তাহার অধিকাংশ অভিযোগ রেল কর্ম্মচারীদের অভাব অসুবিধা সম্বন্ধে"। ইহা একেবারেই ঠিক নয়। কর্ম্মচারীদের অভাব অসুবিধা সম্বন্ধেও অবশ্যই বলিবার প্রয়োজন আছে—এবং বলাও হইয়াছে—কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র যাত্রীদে এবং দুর্নীতি সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। আমরা আ করি তিনি বক্তৃতাটি পড়িয়া এ বিষয়ে তাহার মনোভা পরিবর্তন করিবেন। কারণ তাহা না হইলে জনসাধার এই ভুল ধারণা করিতে পারে যে তিনি বিশেষ উদ্দে প্রণোদিত হইয়া ইহা লিখিয়াছেন।

যদি তিনি তাঁহার ভ্রম উপলব্ধি করিয়া মুক্তিতে কি লিখিতে চাহেন অথবা জনগণের অভিযোগ বিষ লিখিতে চাহেন লিখিতে পারেন। মুক্তিতে প্রকাশি হইবে।

—— ❋ ——

পুরুলিয়ার পোষ্ট বিভাগে বিশৃঙ্খলার রাজত্ব

ডাক বিলির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত

গত ৬ই মে হইতে পুরুলিয়ার সমস্ত বিটের ডাক বিলির ব্যবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ৫নং বিটের নামোপাড়া অঞ্চলে ডাকবিলি হইতেছে বৈকাল ৫।৬ টার সময়। ৬নং বিটের ডাক বিলি একদিন বন্ধ ছিল। শুধু যে এই কয়েকদিন ডাক বিলি করিবার দেরী হইতেছে তাহা নয় উহা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে ডাক বিলি হইতেছে বেলা দেড়টার সময় আবার কোন কোন অঞ্চলে বেলা ৫।৬ টার সময়। অথচ পোষ্ট অফিসের ষ্ট্যাম্পে সময় দেওয়া আছে ৯-৩০ এ, এম। দেড় দু মাইল রাস্তা পৌছিতে একটি পোষ্টকার্ডের সময় লাগিতেছে ৪ ঘণ্টা হইতে ৭ ঘণ্টা। বর্ত্তমান স্পুটনিক যুগে ইহা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইলেও—পোষ্ট অফিস কর্ম্মকর্তাদের ত্রুটিপূর্ণ কার্য্য পরিচালনার জন্য পুরুলিয়া সহরে ইহাই ঘটিতেছে।

শুধু ডাক বিলি নয়। পোষ্টাফিসের প্রতিটি বিভাগের কার্য্যপরিচালনা—সরকারী অন্যান্য বিভাগের ন্যায় আজ অত্যন্ত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—যাহা পূর্ব্বে ছিল না। সাধারণ ডাকের চিঠিপত্র ডেলিভারী পাওয়া সম্বন্ধে আজকাল কোন নিশ্চয়তা নাই। মুক্তির গ্রাহক এবং পত্র প্রেরকগণের নিকট হইতে হামেশাই অভিযোগ আসে—"আমার অমুক তারিখের পত্রের উত্তর অদ্যাপি পাই নাই"। অথচ সে পত্র আদপেই আমাদের নিক পৌছায় নাই। স্থানীয় শর্টারদের বিচক্ষণতার জন বুড়দার চিঠি বরোদায় উপস্থিত হয়। বান্দোয়ানে মুক্তি বর্দ্ধমানে এবং পুরুলিয়ায় মুক্তি পুর্ণিয়াতে গিয়া পৌছায়। আমাদের চিঠি যথা সময়ে না পাই আমরা পোষ্টম্যানদের উপর জোর চালাই কিম্বা অভি যোগ করি। অথচ ভাবিয়া দেখি না—যে হতভাগ কর্ম্মচারীবৃন্দ, জল ঝড় উপেক্ষা করিয়া ১১০ ডিগ্রী সূর্য্যে উত্তাপকে অগ্রাহ্য করিয়া জনসাধারণের দরজায় দরজা তাহাদের সুখ-দুঃখময় জীবনের সংবাদ পৌছাইয়া দেয়— তাহারা এই ব্যাপারে কতটা দায়ী? ডাক বিলি দেরী সম্বন্ধে পোষ্ট অফিসে খোঁজ করিলে জনসাধার জবাব পায়—ট্রেন লেট। ইহার মধ্যে কিছুটা সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু সবটা নয়। আসল যে সব কারণে ডাক বিলির সম্বন্ধে এরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে— তাহার মধ্যে কয়েকটি কারণ—যাহা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি—তাহা বিবৃত করিলাম।

১) ষ্টেশন হইতে পোষ্ট অফিসের ডাক আনার মধ্য যুগীয় ব্যবস্থা। দুইজন কর্ম্মচারী একটি ঠেলাগাড়ী ঠেলিতে ঠেলিতে টিমা তেতালায় ষ্টেশন হইতে পোষ্ট অফিসের ডাক আনে। মোটর ভ্যানের ব্যবস্থা করিলে সময় অনেক সংক্ষিপ্ত করিতে পারা যায়।

২) শর্টারের সংখ্যা ৫ জন। ইহার মধ্যে দুইজন পোষ্টমাষ্টারের আদেশে ওভারসিয়ার প্রভৃতির কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন; একজন ডাক-ব্যাগ কাটিতে এবং পোষ্ট বক্সগুলির জমাদারিতে ব্যস্ত থাকেন; একজন ব্রাঞ্চ অফিসের চিঠি শর্ট করেন। বাকি একজন শর্টার পোষ্ট-ম্যানদের কার্য্যে সাহায্য করেন। শর্টারের সংখ্যা বাড়াইলেই এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

৩) বিলি করিবার জন্য মনিঅর্ডার প্রভৃতির টাকা সরকারী ট্রেজারী হইতে না আসিলে পোষ্টম্যান বাটে বাহির হইতে পারে না। টাকা আসে বেলা ১১/১১। টার সময়। পোষ্ট অফিসে যে পরিমাণ টাকা থাকে— তাহা ওভারসিয়ারদিগকে দিয়া ব্রাঞ্চ-অফিসগুলিতে সকালেই পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষের উচিত—ট্রেজারীর টাকা বিষয়ে যোগাযোগের ধারার পরিবর্ত্তন।

৪। প্রাক্-স্বাধীন যুগে পুরুলিয়ার লোক সংখ্যা ছিল কম, সহরের সীমা ছিল ছোট, চিঠিপত্রের আদান প্রদানের সংখ্যা ছিল অল্প। সরকারী বেসরকারী অফিসের সংখ্যা-নগণ্য ছিল। পোষ্টম্যান ছিল ৭জন। বর্ত্তমানে লোক-সংখ্যা যাহা বাড়িয়াছে তাহা অপেক্ষা চিঠিপত্রের আদান প্রদান বাড়িয়াছে বহুগুণ বেশী। সহরের সীমাও বাড়িয়াছে। অফিসের সংখ্যা বাড়িয়াছে ৩ গুণ এবং অফিসগুলি সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া রহিয়াছে— অথচ পোষ্টম্যানের সংখ্যা মাত্র ১২ জন। প্রত্যহ গড়ে এক একজন পোষ্টম্যানকে ৩৫০।৪০০ চিঠি বিলি করিতে হয়। মনি অর্ডার বিলি করিতে হয় প্রতি বীটে প্রত্যহ ১২।২০টি। একজন পোষ্টম্যান অনুপস্থিত হইলে অন্য-জনকে ২টি বীটের কার্য্য করিতে হয়। বর্ত্তমানে ১২ জন পোষ্টম্যানের মধ্যে ৪ জন ছুটিতে। ব্যাপার তাহা হইলে কি চলিতেছে বুঝুন।

৫) চিঠিপত্র বিলি করিবার এলাকাগুলি থামখেয়ালী-ভাবে ভাগ করা হইয়াছে—বলিয়া মনে হয়। কোন এলাকা ছোট আবার কোন এলাকা তাহার দ্বিগুণেরও বেশী। ৩নং বীটের এলাকা:—মুক্তেফডাঙ্গা হইতে টাওয়ারডিলা হইয়া দেশবন্ধু রোড পর্য্যন্ত। একজন পোষ্টম্যানকে সমস্ত গলিঘুঁজি লেন-বাইলেন ঘুরিতে হইলে প্রায় ৭ মাইলের মত ঘুরিতে হয়। ৪নং বীটের এলাকা:—বড় পোষ্ট অফিস হইতে পশ্চিম দিকের সমস্ত এলাকা লইয়া লেপার এসাইলাম পর্য্যন্ত ৯।১০ মাইল। ৫নং বীট:—চাইবাসা রোডের বড় মসজিদ হইতে সমস্ত নামোপাড়া এবং রেলীরোডের সাধুরডাঙ্গা পর্য্যন্ত, সমগ্র এলাকা ৮।০।৯ মাইল। ৬নং বীট:— বড় পোষ্ট অফিস হইতে পূর্ব্বদিকে বাজারের অর্দ্ধেক, গাড়ীখানা, এবং রেলীরোড দিয়া অলজিডাঙ্গা পর্য্যন্ত। সমস্ত লেন-বাইলেন প্রভৃতি ঘুরিলে ৯ মাইলের অধিক ঘুরিতে হয়। ১১। টার সময় পোষ্ট অফিস হইতে বাহির হইয়া ঐ সব এলাকার শেষ সীমা পর্য্যন্ত যাইতে হইলে এক একজন পোষ্টম্যানের যে বেলা ৪টা বাজিয়া যাইবে— তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। বরং তাড়াতাড়ি কার্য্য শেষ করিবার তাগাদায় পোষ্টম্যানেরা যদি কতক-গুলি চিঠিপত্র পুড়াইয়া দেয় কিম্বা ফেলিয়াও দেয়— তাহাতেও বিস্ময়ের কিছু নাই।

যে সময়ে পোষ্ট অফিসের উর্দ্ধতন কর্ম্মকর্ত্তাগণ বৈদ্যু-তিক পাখার নীচে বসিয়া গড়গড়া টানিতে টানিতে ঝিমাইতে থাকেন, প্রাদেশিক সরকারের জেলাস্থ উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষমণ্ডলী সুশীতল গৃহের অভ্যন্তরে দিবানিদ্রায় সুখস্বপ্নে বিভোর থাকেন সেই সময়—বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের খর রৌদ্র এবং উত্তপ্ত বাতাস সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া পোষ্ট-অফিসের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পোষ্টম্যানেরা ক্ষুধাতৃষ্ণা অগ্রাহ্য করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ান। অথচ কর্ত্তৃপক্ষ পোষ্টম্যানের সংখ্যা বৃদ্ধ করিয়া, ডাক বিলির এলাকা কমাইয়া, রিজার্ভ পোষ্টম্যান রাখিয়া এবং বিভাগীয় ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করিয়া দরিদ্র পোষ্টম্যানদের দুঃখ লাঘব করিবার যে পথ রহিয়াছে তাহার প্রতি তাঁহারা কোনো দৃষ্টি প্রদানই করেন না।

এই সংখ্যায় ডাক বিলি সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম মাত্র। আগামী সংখ্যায় ষ্ট্যাম্প বিক্রয়, সেভিং কাউন্টার ও মনি অর্ডার কাউন্টারে জনসাধারণের হায়রানী সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইচাগড়, চাণ্ডিল, পটমদা ও চাস চন্দন কিয়ারীর বিভিন্ন স্থান হইতে অভিযোগ আসিতেছে যে ঐ সব স্থানের অধিকাংশ পোষ্ট অফিসগুলিতে বিহারের রেভেন্যু ষ্ট্যাম্প পাওয়া যাইতেছে না। ইহার সম্বন্ধেও আগামী সংখ্যায় আলোচনা করিব।

পুরুলিয়ার কৃতি সন্তান শ্রীকালী কিঙ্কর সরকারের পরলোক গমন

গভীর দুঃখের কথা—পুরুলিয়ার কৃতি সন্তান শ্রীকালী কিঙ্কর সরকার মহোদয় তাঁহার কর্মক্ষেত্র মুঙ্গের সহরে গত ৮ই এপ্রিল হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

এই সংবাদ আমাদের কাছে গভীর আঘাতরূপে আসিয়া দেখা দিয়াছে। আমরা আমাদের একজন পরম আত্মীয় হারাইলাম এবং আমাদের জেলা একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিককে—একজন মনীষীকে হারাইল।

কালী কিঙ্করবাবু ১৯০৭ সালে পুরুলিয়া সহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং পুরুলিয়া জিলাস্কুল হইতে ১৯২৫ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করিয়া পুরুলিয়ার মুখ উজ্জ্বল করেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি আই, এ; বি, এ, এবং এম, এ পরীক্ষাতেও সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। লেখাপড়া ছাড়াও তিনি শরীর চর্চ্চার বিশেষ অনুরাগী ও উৎসাহী ছিলেন এবং তৎকালীন একজন বিশিষ্ট ব্যায়ামবিদও ছিলেন। স্থানীয় বহু ব্যায়ামাগারের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয়ের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল অপরিমিত। স্থানীয় বহু নাট্যাভিনয় তাঁহার সুযোগ্য পরিচালনায় গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। তিনি অতিশয় সদালাপী, বিনয়ী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে কার্য্যোপলক্ষ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহাকে প্রবাস বাস করিতে হয় এবং প্রবাস জীবনেই তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইল।

মুঙ্গেরের R. D. & D. J. কলেজে দীর্ঘকাল যাবৎ ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের কার্য্য কৃতিত্বের সহিত করিয়া আসিতেছিলেন এবং কর্ম্মজীবনে তিনি তাঁহার মধুর অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলের অপ্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার অকাল বিয়োগে মুঙ্গের সহর শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং প্রায় পাঁচ সহস্র অনুরাগী তাঁহার শবানুগমন করিয়া তাঁহাকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে।

শ্রীকালীকিঙ্কর বাবু ৮১০ হাজার টাকা মূল্যের বইগুলি তাঁহার উত্তরাধিকারীরা মুঙ্গের কলেজকে দান করিয়াছেন। এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁহার নামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপনার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কালী কিঙ্কর বাবু একজন সাহিত্যসাধক ছিলেন। যশের বাজারে বড় হইয়া উঠিবার আকাঙ্খা তাঁহার কোনো দিন ছিল না। তাঁহার নীরব সাহিত্য সাধনার অবদান অজ্ঞাত অপ্রকাশিতরূপে বহু জায়গায় ছড়াইয়া আছে। প্রবাস হইতে তাঁহার পুরুলিয়ায় আগমন তাঁহার বন্ধু বান্ধবদের একটি অত্যন্ত আনন্দের দিনি ছিল। তাঁহার অবস্থানের কয়দিন তাঁহার আলাপাচারে আলোড়িত হইয়া উঠিত। তাঁহার জ্ঞান সম্ভার, তাঁহার রস বোধ, তাঁহার সহৃদয়তা স্মরণীয় হইয়া থাকিত।

আমাদের এই একান্ত প্রিয়জন কালীকিঙ্কর বাবু আজ আর নাই। তিনি তাঁহাদের বৃহৎ পরিবার ও অগণিত বন্ধুবান্ধব ও গুণগ্রাহীকে তাঁহার শোক বহন করিতে রাখিয়া গেলেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

আমরা তাঁহার স্বর্গত আত্মার প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করি এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের প্রতি অন্তরের সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

আজও প্রকাশ্যে মেয়েদের ওপর এহেন অত্যাচার চলে

ঝালিদার এক করুণ কাহিনী

পুলিশের যোগ থাকে বলিয়াই এরূপ জঘন্য ব্যাপার সম্ভব হয়

ঝালিদা হইতে সংঘের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র মোহন মুখার্জ্জী নিম্নলিখিত এক সাংঘাতিক ঘটনার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন :—

গত ২১শে বৈশাখ মঙ্গলবার হাটের দিন বৈকাল বেলা তানাসী গ্রাম নিবাসী শ্রীরাম মাহাতর কন্যা তাহার মাতুল ও খুল্লতাত এই দুইজন ব্যক্তির সহিত সাহসু

হাত গ্রামে যাইতেছিল। সারজুমাহাত গ্রাম ঝালিদা হইতে বড় জোর ৫ মাইল। তাহারা বাঘমুণ্ডি রাস্তায় উঠিল দুই অতিক্রম করিয়াছে—এমন সময় বড় শালদহা নদীর ধারে পাঁচজন লোক রাম মাহাতর কন্যার সঙ্গের একজন লোককে মারিয়া—রাম মাহাতর কন্যাকে লইয়া নদী দিয়া জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করে। মেন্থা গ্রামের ওঝাড়ী পণ্ডিত বাধা দেওয়ায় তাহাকেও মার খাইতে হয়। বালিকাটির বয়স ১৬।১৭ বৎসর। বালিকাটি জনমুখে পরিচয় দিল যে, যখন অনেক লোক মিলিয়া স্নান করিতে আসে তখন তাহারা তাহাকে লইয়া সাকুলনগরের নিকট পাহাড়ের আড়ে লুকাইয়া থাকে। এবং তৎপূর্ব্বে ও পরে নানাস্থানে তাহারা—বালিকাটির উপর পাশবিক অত্যাচার করে। অবশেষে ষ্টেশনের নিকট "কাঁইমলী কুঁজড়ার" সিনেমা হাউসের একটি কুঠরীতে ভরিয়া রাখে। তাহাদের নিকট টাঙ্গী ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্র থাকায় ও জীবনে বধ করিবার ভয় দেখানর জন্য বালিকাটি চুপচাপ থাকিতে বাধ্য হয়।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি ঐ দলের দুই তিন জন সিনেমা হলের নিকটস্থ হাবু সোনার নামক ব্যক্তির ঘরে ফিরি করিবার জন্য প্রবেশ করে। ঝালিদায় বসন্তের প্রাদুর্ভাব বশতঃ তাহার ঘরেও বসন্তের রোগী থাকায় তাহারা জাগিয়াছিল এবং চুরির প্রারম্ভেই জানিতে পারিয়া "চোর চোর" বলিয়া তাড়া দিতেই তাহারা ঐ সিনেমা হাউসের দিকে পলাইয়া যায় দেখিতে পাইয়া পাড়ার আরও অনেকে সিনেমা হাউস ঘেরাও করে। তখন দুইজন লোক টাঙ্গী হাতে ঐ স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে করিয়া বাহির হয় এবং হাবু সোনার ও কয়েকজনকে সামনে পাইয়া তাহাদের উপর টাঙ্গী চালায়; কিন্তু বেশী লোক দেখিয়া বালিকাটিকে ছাড়িয়াই তাহারা শেষে লাইন ধরিয়া পলাইয়া যায়।

পরে ঐ জনতা চোরদের সঙ্গী মনে করিয়া বালিকাটিকে আক্রমণ করিতে আসিলে সে কাঁদিয়া পড়ে এবং তাহাকেও যে চোরেরা বলাৎকার করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল সেকথা প্রকাশ করে এবং সিনেমা হাউসের যে কুঠরীতে তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তাহাতে চুরুটাবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য চিহ্ন দেখাইয়া দেয়। সেই ঘরে তখন কাঁইমলী কুঁজড়া, দঙ্গল গ্রামের গিরিধারী কাঁন্দু ও বেল্যাডি গ্রামের কলাবী কুমার ছিল। অতঃপর পাড়ার লোকেরা পুলিশ ডাকিয়া ঘটনার বিবরণ সহ স্ত্রীলোকটিকে পুলিশ হেফাজতে ছাড়িয়া দেয়। পুলিশ উক্ত তিনজন সহ স্ত্রীলোকটিকে থানায় লইয়া যায়। দারোগা বাবু স্ত্রীলোকটিকে তাহার উপর যে বলাৎকার ও অত্যাচার হইয়াছে তাহার চিকিৎসা ও পরীক্ষার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠান; কিন্তু অফিসিয়ালভাবে কোনও কাগজপত্র পাঠান নাই। শ্রীরাম মাহাত তাহাদের স্বজাতি শ্রীদেবেন মাহাতকেও লইয়া আসে; কিন্তু মনে হইল যেন সব "ফাস ফস" হইয়া গেল। আমার নিকট কয়েকজন আসিয়া ঐ বিষয়ে কিছু আমাদেরও করা উচিত এই কথা বলিলে আমি হাসপাতালে গিয়া সেই বালিকাটির নিকট তদন্ত করি। তার সহিত তার দিদিমা ছিল। তাহার উপর যথাক্রমে ছয়জন দুর্বৃত্ত নদীর ভিতর ও সিনেমা ঘরে পাশবিক বলাৎকার করিয়াছে তাহা সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ব্যক্ত করে এবং তাহাদের লোক আবার দেবেন মাহাতকে ডাকিতে গিয়াছে এই কথা বালিকাটির দিদিমা বলে। তাহাদের মধ্যে দুইজন লোককে যে বালিকাটি চিনিয়াছে সে কথাও বলে এবং বলে যে দারোগা তাদের কবুল করাইয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ থানায় গিয়া দারোগার সহিত সাক্ষাৎ করি এবং বলি যে, এরূপ ঘটনার পর আসামীদের যদি সাজা দিবার ব্যবস্থা না করা হয় তবে পুলিশের নিকট আস্কারা পাইয়াই উহারা ঐরূপ দুষ্কার্য্য করার সাহস পাইতেছে তাহাই প্রমাণিত হইবে এবং এজন্য আন্দোলন চলিবে। দারোগা বলিল মেয়েটী আসামীদের চিনিতে না পারিলে আমরা কি করিব অথচ বালিকাটী আমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছে যে অন্ততঃ দুইজনকে যে চিনিয়াছে এবং দারোগা তাহা কাগজে লিখিয়া লইয়াছে। দারোগা তাহা অস্বীকার করিল। আমি তখন হাসপাতালে বালিকাটীর কাপড় ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের নিকট কাগজ পত্র পাঠান হয় নাই কেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন আগামী কল্য মেয়েটীকেও পুরুলিয়া হাসপাতালে পাঠাইব।

তৎপর দিবস D. S. P. গিয়া তদন্ত করে এবং সে আসামীদের ছাড়িয়া দিয়াছিল তাহাদের গ্রেপ্তার ইত্যাদি হয়।

রেলওয়ে সম্পর্কে পুরুলিয়ার দাবী

রেলের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য লোক সভার সদস্যদের লইয়া কতকগুলি আঞ্চলিক পরামর্শদাতা কমিটি আছে। শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত পূর্ব্ব রেলওয়ে ও দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলওয়ের পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য। সম্প্রতি ৭ই মে সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের পরামর্শ কমিটির বৈঠক হয়। তাহাতে বিভূতিবাবু বহুবিধ আলোচনা করেন ও অনেকগুলি প্রস্তাব করেন। এই বিষয়ে কমিটিতে তিনি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের সহিত আলোচনা করেন। বেগুনকোদর লাইন, লোকোশেড ও অন্যান্য আরো কতকগুলি বিষয়ে এই কমিটিতে যে সকল আলোচনা, সিদ্ধান্ত ও আশ্বাসলাভ হইয়াছে—সেগুলি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

পুরুলিয়া জেলা কৃষিশিল্প প্রদর্শনী

১৯শে জুন '৫৯ হইতে অনুষ্ঠিত হইবে।

মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথির উদ্যোগে আগামী ২২শে মে '৫৯ তারিখের পরিবর্ত্তে ১৯শে জুন '৫৯ তারিখ হইতে "জেলা কৃষি, শিল্প প্রদর্শনী, জেলা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, জেলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও জেলা সঙ্গীত সম্মেলন" পুরুলিয়াস্থ সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের ইনিষ্টিটিউট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে। অত্যধিক গ্রীষ্ম ও কতকগুলি কারণে তারিখ পরিবর্তন করা হইল।

স্থানীয় সংবাদ

রঘুনাথপুরে অগ্নিকাণ্ড—

গত ২৩শে বৈশাখ রঘুনাথপুরের উকিল শ্রীযুক্ত দেবকীনন্দন কবিরাজের বাটীতে বেলা পৌনে দুটার সময় আগুন লাগে এবং ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়ে। ৭।৮টি পরিবারের বাড়ী সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে। কোন প্রাণহানী নাই বটে কিন্তু পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া ঐ সকল পরিবারের আর কিছুই রক্ষা পায় নাই।

উপর সুরুলিয়ায় অগ্নিকাণ্ড—

গত ২৪শে বৈশাখ রাত্রি ৭টার সময় পুরুলিয়া নিকটবর্ত্তী উপর সুরুলিয়া গ্রামের একটি বাড়ীতে আগুন লাগে এবং ৮টি পরিবারের ২৩টি ঘর সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। আনুমানিক ৫০০।৬০০ মণ ধান, নগদ টাকা, তৈজসপত্র অলঙ্কার প্রভৃতি পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। বিশেষ কিছুই রক্ষা পায় নাই। ইহাদের মধ্যে দুইটি পরিবার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্বন্ধে জানা যায় যে, শ্রীনব পাঠকের বাড়ীর একজন বালক কলম খুঁজিবার জন্য ল্যাম্প লইয়া কোথায় উপরে উঠে এবং কোন ভাবে ঝুলন্ত খড়ে আগুন ধরিয়া যায়। পুরুলিয়ার এবং নিকটস্থ গ্রামের বহু জনসাধারণ পুলিস-বিভাগ, রেল-বিভাগ রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ অগ্নি নির্ব্বাপনে গ্রামবাসীদের সাহায্য করিয়া গ্রামের অপরাপর বাড়ীগুলিকে অগ্নির কবল হইতে বাঁচাইতে সক্ষম হয়। লোক সেবক সংঘের কর্মীরাও সংবাদ পাইয়া সহায়তার উদ্দেশ্যে উপনীত হন। রাত্রি ১২।১ টার সময় আগুন নির্ব্বাপিত হয়।

General Council and State Faculty of Homœopathic Medicine,
West Bengal,
IB, Old Post Office Street,
Calcutta.

NOTIFICATION

"It is hereby notified that this Council will hold another T. C. (D. M. S.) Examination in December, 1959. Any registered Homœopathic practitioner of this Council may apply quoting his registered number for appearing at the said examination with a fee of Rs. 40/- (forty) only on or before 28th October, 1959.

A printed copy of the T. C. syllabus is obtainable from this office on payment of 15 N. P. for postal charges".

A. Sen
Registrar.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারীকর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

ঠিত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

২০শ বর্ষ
৩শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬—১৮ই মে ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য ৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

ীতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলওয়ে পরামর্শদাতা কমিটিতে লোকসেবকসংঘের এম, পি কর্ত্তৃক উত্থাপিত

রেলওয়ে সংক্রান্ত জেলার বিবিধ দাবী

ল মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম কর্ত্তৃক কয়েকটি বিষয়ে আশ্বাস

পুরুলিয়া-বেগুন কোদর ছোট লাইন উঠাইয়া দেওয়া হইবে না

কোশেডের কর্ম্মচারী ও শ্রমজীবীদের ছাঁটাই করা হইবে না; লোকোশেডের ভবিষ্যত অনিশ্চিত

লার অন্যান্য দাবী বিষয়ে বিবেচনা করা হইবে বলিয়া আশ্বাস প্রদান

রেলের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা ও য়া করিবার জন্য প্রত্যেক রেলওয়ে জোন (zone) এ তি লোকসভার সদস্যদের লইয়া একটী পরামর্শদাতা টী গঠিত হইয়াছে। পূর্ব্ব রেলওয়ে (ইষ্টার্ণ-ওয়ে) এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলওয়ে (সাউথ ইষ্টার্ণ-ওয়ে) এই দুইটী রেলওয়ের দুইটী কমিটীতে বিভূতি দাশগুপ্ত সদস্য আছেন।

সম্প্রতি গত ৭ই মে সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের পরামর্শ টীর একটী বৈঠক জগজীবন রামের সভাপতিত্বে তে অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বিভূতি বাবু নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও দাবী জানান।—

১। পুরুলিয়া জয়পুর রেলওয়ে লাইন।

২। পুরুলিয়া লোকোসেড—

৩। পুরুলিয়ায় বাঁকুড়া রোডের উপর রেলওয়ে ক্রসিং

৪। পুরুলিয়া ষ্টেশনে ওভার ব্রীজ ও ষ্টেশনের পানীয় জল।

৫। পুরুলিয়া-আদ্রা-আসনসোল ষ্টেশের সময় ও অতিরিক্ত ট্রেনের ব্যবস্থা—; পুরুলিয়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত সরাসরি ও সুবিধাজনক রেল যোগাযোগ।

৬। রেলওয়ে ডাক্তারদের প্রমোশন ও অন্যান্য ব্যাপার।

৭। রেলের আদ্রা জিলার প্রশাসনিক দুর্নীতি

৮। সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের কমার্শিয়াল বিভাগে দুর্নীতি।

৯। জয়পুরের নূতন লাইনে ও ঝালদার তোড়াং অঞ্চলে ষ্টেশন ও হল্ট এর ব্যবস্থা।

১০। রেলযাত্রীদের পুরুলিয়া অঞ্চলে নানাবিধ অসুবিধা।

এই পরামর্শ কমিটীতে রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য বহু সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

পুরুলিয়ার ছোট লাইন উঠাইয়া দেওয়া সম্পর্কে শ্রীজগজীবন রাম সম্পূর্ণ পরিষ্কারভাবে প্রতিশ্রুতি দেন যে এই লাইন পুরুলিয়া হইতে বেগুনকোদর পর্য্যন্ত কোন ক্রমেই উঠান হইবে না। এবিষয়ে তিনি সকলকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলেন।

পুরুলিয়ার লোকোশেড সম্বন্ধে তিনি বলেন যে কর্মচারী অথবা শ্রমজীবি কাহাকেও ছাঁটাই করা হইবে না। লোকোশেড স্থানান্তরিত বন্ধ করা সম্বন্ধে রেল কর্তৃপক্ষ হইতে কোন প্রকার আশ্বাস দেওয়া হয় না। পুরুলিয়ার ওভারব্রীজ, রেলওয়ে ক্রসিং ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে বলা হয় যে ইহার সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে। রেলওয়ে ক্রসিং সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয় জানান যে রাজ্য গবর্মেণ্ট হইতে কিছু খরচের কিছু অংশ না দিলে ইহা সাধারণভাবে কার্য্যকরী করা সম্ভব হইতেছে না। রেল বিভাগ হইতে রাজ্য গবর্মেণ্টের সহিত এবিষয়ে যোগাযোগ করা হইতেছে। অন্যান্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে তদন্ত ও বিবেচনা করা হইবে বলিয়া বলা হয়।

সম্প্রতি রেলের উপমন্ত্রী শ্রীশা নেওয়াজ যখন সাতুড়ি খানায় আসিয়াছিলেন তখন রামচন্দ্রপুরের জনসাধারণের পক্ষ হইতে আসনসোল হইতে আদ্রা ও পুরুলিয়া রেলের যোগাযোগ ও সময় সম্বন্ধে কতকগুলি অভিযোগ ও অভিমত সম্বলিত স্মারকলিপি তাহাকে দেওয়া হয়। দিল্লীতে বিস্তৃতি বাবু শ্রীশা নেওয়াজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সে সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে তাহা জানিতে চাহেন ও তাহা আলোচনা করেন। শ্রীশা নেয়াজ আলোচনার পরে জানান যে, এ বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখি পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজ প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রে অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রত্য কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

রিফিউজী অফিসার না গ্রেট ডিক্টেটর?

জনৈকা বাস্তুহারা জানাইতেছেন :—বর্ত্তমা আমার পোষ্য ৭জন। আমি পূর্ব্বে সরকার বাহাদুরে তরফ হইতে মাসিক সাহায্য ২০৲ টাকা করিয়া পা আসিয়াছি। যদিও ঐ সামান্য সাহায্য দ্বারা, আম সংসার চালান কষ্টকর হইত তথাপি, অর্দ্ধাহারে অনাহারে কোন প্রকারে দিন কাটাইতাম। বর্ত্ত যাবত আমার স্বামীর কোনই খোঁজ খবর ছিল না তিনি আমাদের অভাব ও ছেলে মেয়েদের দুঃখ দোখয়া আমাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, বর্ত্তমা তাহার খোঁজ পাইয়াছি, তিনি রাড প্রেসারে ভুগিতেছে এবং খুব দুরবস্থায় আছেন। এমতাবস্থায় আমি প্রায় ৭।৮ মাস যাবত সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চি হইয়াছি। বর্ত্তমানে আমাদের রিফিউজী অফি পরেশ বাবুকে আমার এসমস্ত বিষয় বলিয়াও কি ফল পাই নাই। পূর্ব্বে আমাদের দরখাস্ত ও আমা মনের দুঃখ কষ্টের কথা, অভাব, অভিযোগ, আম কোর্টের রিফিউজী অফিসারের নিকট জানাইতা কিন্তু আমাদের এ, আর, ও মহাশয় কোর্ট হইতে অ দূরে গাড়ীখানায় জনৈক ভদ্রলোকের বাসায় থাকি অফিস করিতেছিলেন। এ, আর, ও সাহেবের স সাক্ষাৎ করিতে হইলে গাড়ীখানায় যাইতে হই কোর্টে তিনি আমাদের যাইতে নিষেধ করিয়াছে মা ও স্ত্রীদের কিভাবে সম্মান রাখিতে হয় তাহা জানেন না। এই প্রকারের অফিসার না থাকাই ভা এপর্য্যন্ত পুরুলিয়াতে যত রিফিউজী অফিসার ছি আমরা প্রত্যেকের নিকটই, সম্মান পেয়েছি নারী ব বলে তাহারাও আমাদের সাথে মা ও ছেলের ম ব্যবহার করিয়াছিলেন।

আজ আমি আমার ছেলেমেয়ে লইয়া অনাহারে আ তেছি। আমি নিজে, গাড়ীখানা যাইয়া কালি চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে এ, আর, ও মহাশয়কে, অ অনুরোধ করি ও তাহার নিকট দরখাস্ত করিয়াও বি হইয়াছি।

মুক্তি

৩রা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার

কেন্দ্রীভূত শাসনের সাম্রাজ্যবাদ

শাসন ক্ষমতার অংশ জনগণের মধ্যে ছড়াইয়া না দিয়া—মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে তাহা কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়া—কি ভাবে জনগণের স্বরাজ জীবন ব্যর্থ হইতেছে—তাহার আলোচনা আমরা করিয়াছি। মুষ্টিমেয় লোকের সুখের স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া—এই গোষ্ঠীবর্গ কি ভাবে জেলার উপর চড়াও করিয়া, জেলার জনগণকে আত্মশাসন হইতে বঞ্চিত করিয়া, জেলাকে কি ভাবে শোষণ ও লুণ্ঠন করিতেছে—তাহার আলোচনাও আমরা করিয়াছি। এবং আজ আমরা বহু লোকে ভাবিতেছি—এই মুষ্টিমেয় লোকের চক্রান্তজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কি ভাবে জেলার জনগণের অধিকার লাভ করা যায়—জেলার জন্য বিকেন্দ্রীভূত আত্মশাসন কি ভাবে লাভ করা যায়—তাহার পথ কোথায়। আমরা আরো ভাবিতেছি—শুধু এই জেলার অধিকার প্রতিষ্ঠার কথাই নয়—সমগ্র দেশজীবনে আজ যাহারা পরগাছার ন্যায় অধিকার-জাল বিস্তার করিয়া অপরকে শোষণ ও লুণ্ঠন করিয়া স্ফীত হইতেছে—মুষ্টিমেয় এই পরগাছার দলকে দেশজীবন হইতে কি ভাবে অপসারিত করিয়া ভারতবর্ষে আমরা জন-স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি—তাহারই বা পথ কোথায়। এই নিদারুণ রোগ সমূহের প্রতিকারের পথ খুঁজিতে গেলে প্রথমে রোগের মূল কারণ অনুসন্ধান উপলব্ধি করিতে হইবে। আমরা জানি, ইংরাজ আমলে যাহারা ইংরাজের রাজত্বকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য দেশের শত্রুতা করিয়া ইংরাজকে সহায়তা দান করিয়াছিল—সেই দেশদ্রোহিতার পুরস্কার স্বরূপ ইংরাজ তাহাদিগের জন্য দেশের সমাজ জীবনে তথা অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ সুযোগ সুবিধা সমূহের স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। তাহারই শক্তিতে তাহারা জনসাধারণকে অবাধে লুণ্ঠন ও পীড়ন করিয়া নিজেদের আধিপত্য ও অনাচারের রাজত্ব কায়েম করিবার অপরিমেয় সুযোগ লাভ করিয়াছিল।—তাহারা কায়েমী স্বার্থের ভিত্তিতে ইংরাজের সহিত ভাগাভাগি করিয়া প্রচুর অর্থ ও ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে—ইংরাজের এই অনুচরের দল আতঙ্কিত হইল। জাতীয় জীবনে সুবিধাভোগীর এই দল শাসনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া, দেশের লুণ্ঠন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ইহারা সক্রিয় ছিল—ইহারা শাসন ব্যাপার বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিল—এবং ইহাদের হাতে প্রচুর অর্থ ছিল। ইহারা আরো দেখিল যে, দীর্ঘদিন ইংরাজ শাসনের অধীনে অনাদৃত, অবজ্ঞাত, নিগৃহীত অবস্থায় থাকিয়া ভারতের জনসাধারণ নৈতিক তথা অর্থনৈতিক জীবনে অবনত হইয়া আছে। সুতরাং স্বাধীন দেশের নির্ব্বাচনে এই অবস্থাগুলির পূর্ণ সুযোগ লইতে হইবে। একদিকে নিজেদের হাতে টাকা ও ঐশ্বর্য্য; অপরদিকে জনসাধারণ সংহতি-বিহীন ও আত্মচেতনাহীন। ইংরাজ আমলের এই অনুচরের দল স্বাধীন দেশের নির্বাচনে প্রচুর অর্থ ছড়াইয়া, মানুষের নৈতিক অবনতির অবাধ সুযোগ গ্রহণ করিয়া, শাসন ভার দখল করিল। নানা কৌশলে ইহারা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে প্রাধান্যলাভ করিল বলিয়াই নির্ব্বাচনে ইহারা আরো সুবিধা লাভ করিল।

যেখানে ইংরাজের অনুচররূপে ইহারা স্বার্থ সাধন করিতেছিল—সেখানে স্বয়ং ইংরাজের আসনটি দখল করিয়া ইহারা নিজেদের কায়েমী স্বার্থের রাজত্ব অব্যাহত রাখিল। আরো বিপুলভাবে দেশের শোষণ ও লুণ্ঠন চালাইবার ব্যবস্থা পাকা করিল। ইহাই আজ কংগ্রেসী রাজত্ব। এই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে প্রধান ব্যক্তি যাঁহারা স্বাধীনতার সংগ্রাম দিনে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন—তাঁহাদের অন্তরে কায়েমী স্বার্থের ভাব অবচেতনরূপে সঞ্চিত ছিল বলিয়া এবং ইংরাজ আমলের ভাব-বহনকারী অনুচরের দল কংগ্রেসে প্রাধান্য লাভ করায়—তাহাদিগকে মানিয়া না লইলে—তাহাদের যোগাযোগে না থাকিলে নেতৃত্ব ও সুবিধার ক্ষেত্র নষ্ট হইয়া যাইবে বুঝিয়া—কংগ্রেসের সেই পুরাতন পরিচালকের দল—ইংরাজ আমলের অনুচরদলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বর্ত্তমানের এই অভিনব শোষণের রাজত্ব সৃষ্টি করিলেন!

ভারতের এই কায়েমী স্বার্থবাদীর দল— এই প্রতিক্রিয়াশীলের দল—জন-গণের স্বাধীজীবনের এই শত্রুর দল—দীর্ঘকাল ধরিয়া আজ যাহা গড়িয়া তুলিতেছে তাহা এই—তাহাদের অচলায়তনের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি। এই কায়েমী স্বার্থবাদীর দল বাহির হইয়াছে দিকে দিকে—তাহাদের গোষ্ঠীসাম্রাজ্যবাদ প্রসারিত করার জন্য। তাই আমরা দেখিতেছি—শাসনে, সমাজে, সুযোগে, সুবিধায় ধনিক ও বণিক কুলের অবাধ অধিকারের রাজত্ব। তাই আমরা দেখিতেছি—ইহারা ছড়াইয়া পড়িতেছে—জেলায় জেলায়—জেলার মানুষকে বঞ্চিত করিয়া—নিজেদের অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে।

ইহারা যে দেশীয় রাজন্যবর্গের অধিকার বিলোপ করিয়াছে—তাহা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। ইহা নিঃসন্দেহে তাহাদের ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যই। ইহারা হায়দরাবাদ প্রভৃতির সহিত লড়াই করিয়াছে—দেশজীবনের ভয়াবহ শত্রুকে ব্যাহত করিবার উদ্দেশ্যে নয়—নিজেদের সেই সাম্রাজ্যবাদী অধিকার বিস্তারের উদ্দেশ্যেই। ইহারা মুসলিমলীগের সহিত চুক্তি করিয়া দেশ-বিভাগ করিয়াছে—দেশের বাস্তব পরিস্থিতির বিচার করিয়া দেশের স্বার্থ রক্ষার মহৎ প্রেরণায় নয়।— করিয়াছে—ক্ষমতা লাভ করিবার উদগ্র প্রেরণায়। এবং অবশেষে নিরঙ্কুশ অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্য ভাগাভাগী করিয়া লইয়াছে।— যখন ক্ষমতা লাভ হইয়া গিয়াছে তখন ইহারা দেশের লক্ষ লক্ষ সর্বহারা উদ্বাস্তু মানুষকে পায়ের ধূলার মত সরাইয়া দিয়াছে—অবজ্ঞায়, বিরক্তিতে—অপমানিত উপেক্ষিত জীবনের ধ্বংসস্তূপে। ইহাই সুবিধাবাদীর ক্ষমতালাভ—ইহাই ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ।

আবার যখন আমরা দেখিতেছি—ইহারা ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিতেছে—তখন আমরা উপলব্ধি করিতেছি—ধনতান্ত্রিক জীবনের মধ্যেও ইহাদের লক্ষ্য গোষ্ঠী-সাম্রাজ্যবাদ। ধনতান্ত্রিক কুলের মধ্যে যে গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসীন তাহারা তাহাদের গোষ্ঠীবর্গকে দিকে দিকে জেলায় জেলায় পাঠাইয়া তাহাদের শোষণ ও সুবিধার ক্ষেত্র রচনা করিতে চায়। এই ভাবে তাহারা দেশের জনসাধারণকে ভুয়া স্বরাজের নামে চিরকাল ভোলাইতে থাকিবে—ইহাই তাহাদের সুখস্বপ্ন।

ইহাই কি সব? ভারতের জীবনে রোগ কি শুধু এই?—ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ ও এই গোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদ? না, ইহাই সব নয়—ইহার মধ্যে আরো ভয়াবহ জিনিষ আছে। এই গোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে আবার—বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের মত—বিশেষ গোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদ আছে। ভারতের জীবনে তাহা এক সাংঘাতিক ব্যাপার। তাহা হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ!

বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতের জীবনে হিন্দীভাষীরা আজ—ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক, আর সৌভাগ্যক্রমেই হউক—ভারতীয় শাসনে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তাহারা চায়—ভারতের সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও মহত্ত্ব বিনষ্ট করিয়া ভারতের সকল মানুষের উপর হিন্দীভাষার আধিপত্য ও উপদ্রবের ক্ষেত্র চাপাইয়া দিতে। হিন্দীভাষীদের প্রতিনিধিরা একটু অল্প ধারণার মানুষ হইলে ভারতের ইতিহাস অপূর্ব এক খাতে প্রবাহিত হইতে পারিত। প্রাধান্য লাভ করিয়া—তাহার সুযোগে তাঁহারা দেখাইয়া দিতে পারিতেন—প্রাধান্য লাভ করিয়াও ত্যাগ কাহাকে বলে, সৌভ্রাত্র্য রক্ষার জন্য মহানুভবতার জন্য কি ভাবে দিতে হয়—সুযোগ হাতে পাইয়াও সকলের সুযোগের কথা ভাবিয়া দেশের ঐক্যশক্তিকে কি ভাবে গঠন করিতে পারা যায়। কিন্তু তাঁহারা তাহা পারেন নাই। এই প্রাধান্যের প্রতীকরূপে হিন্দীভাষীদের যাহারা শাসনে আজ অধিষ্ঠিত তাহারা ক্ষুদ্র সংকীর্ণ স্বার্থ বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া—দেশের মধ্যে বহু ভেদ, বহু বিবাদ, বহু অনর্থ, বহু অবনতির কারণ হইয়া রহিলেন। এবং ইহার কয়েক ঝলক অগ্নুদ্গমের উত্তাপ ইতিহাসের সামান্য ক্ষণের মধ্যেই আমাদের জেলাবাসীকে কী দগ্ধ ও উত্তাক্ত করিয়াছে তাহা আমরা মর্মে মর্মে জানি। এবং আমরা আজ ইহাও দেখিতেছি যে, সমগ্র ভারতে দিকে দিকে হিন্দীভাষার উপদ্রবময় আধিপত্যের দাপটে আজ ভারতের অন্যান্য স্থানের ভাষাভাষী জন-সম্প্রদায়ও ঘোরতরভাবে বিপন্ন ও আশঙ্কিত। রাষ্ট্রভাষার নামে, সরকারী ভাষার নামে হিন্দীর ন্যায়সঙ্গত দাবী নির্বন্ধের অজুহাতে কমিটি বৈঠক, কমিশন গঠনরূপ বিবিধ নিত্য ষড়যন্ত্রের উদ্ভব কাহিনীর সহিত দেশের জনসাধারণ আজ সুপরিচিত। হিন্দী ভাষাভাষীর তথাকথিত দাবীর ধারক ও বাহকেরা আজ প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে চক্রান্তের গ্রন্থীজাল রচনা করিতেছেন—শ্রেণীবৈরীতে ভারতবর্ষের জীবন ক্লেদপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য—শ্রেণী-প্রাধান্যের আয়োজনে ভারতবর্ষের অগ্রগতিকে ব্যাহত করিয়া বহুবর্ষ পিছাইয়া দিবার জন্য।

ভারতবর্ষের জীবনে—রোগসমূহ আজ ইহাই। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ—গোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদ—শ্রেণী বা হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ। ইহাদের বিরুদ্ধে আজ ভারতের জনগণকে বলিষ্ঠ সংগ্রাম দিতে হইবে—অন্যপথ আর নাই।

সংগ্রাম দিবার পূর্ব প্রস্তুতির সর্ত এই যে, এই কায়েমী স্বার্থবাদের বিরুদ্ধে জনগণের অধিকারের ভাবমূর্তিকে দেশের অন্তরে মূর্ত করিয়া তুলিতে হইবে। পুরাতন সমাজ ধারার বিরুদ্ধে নূতন ভাবধারার এই সার্বজনীন সংগ্রামকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে—ভারতবর্ষের সর্বশ্রেণীর নিপীড়ত নিগৃহীত জনগণের জীবন ক্ষেত্রে—সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে। হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ আজ যতই নগ্ন ও হিংস্র হউক—মহামৈত্রীর বলিষ্ঠমন্ত্র লইয়া ইহাকে লজ্জা দিতে হইবে—আজ ইতিহাসের প্রতি মুহূর্ত্ত। শ্রেণীবুদ্ধি রঞ্জিত হইয়া—ভারতের সকল ভাষাভাষীকে আজ সংঘবদ্ধ হইতে হইবে—ভারতের ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম পরিচালনার জন্য—সে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদীই হউক আর অন্য ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদীই হউক—আমাদের সংগ্রাম আজ সকল সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষকে স্মরণ রাখিতে হইবে—ভেদবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর প্রাধান্যের শক্তিতে নির্ভর করিয়া ভারতের অগ্রগতি কখনো সম্ভব নয়। এই অগ্রগতি একমাত্র সম্ভব—ভারতের বৈচিত্র্যময় জীবনের বহু শাখার বহু শক্তির মহামিলনের মধ্যেই—বহু প্রতিভার অকুণ্ঠ সম্মিলনের মধ্যেই। সেই মহাচেতনার জাগৃতি হোক—আজ ইহাই প্রার্থনা। শ্রেণীবুদ্ধি বিবর্জিত হইয়া আজ সেই মহা-সংগ্রামের জন্য ভারতের জনগণ সংঘবদ্ধ হোক—আজ আমাদের জীবনে ইহাই মহান কামনা।

রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী

পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠান :

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নব-নবতিতম জন্মতিথি পুরুলিয়া সহরের বিভিন্ন পাড়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সাড়ম্বরে পালিত হয়। ইহাদের মধ্যে হরিপদ সাহিত্য মন্দির এবং জেলা-গ্রন্থাগারের অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত নাট্যকার শ্রীশচীন সেনগুপ্ত হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

তপানন্দ বাণী মন্দির :

স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ তারক মঠ প্রতিষ্ঠিত "তপানন্দ বাণী মন্দির" নামক বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের রচিত সঙ্গীত মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সুরু হয়। অতঃপর বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীগণ কর্তৃক আবৃত্তি, প্রবন্ধ ইত্যাদি পঠিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীবারিকচন্দ্র মাহাত মহাশয় তাঁহার ভাষণে রবীন্দ্রনাথের জীবনের বহুমুখী প্রতিভা বিষয়ক আলোচনা করেন। পুরুলিয়ার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। অবসর প্রাপ্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীঅজিত কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও ছাত্রদের উৎসাহমূলক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

মধুতুটী :

চিত্তরঞ্জন সাহিত্য মন্দিরের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের নবনবতিতম জন্ম বার্ষিকী স্থানীয় বেড়ো হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীনিবাস আচার্য্য গোস্বামীর সভাপতিত্বে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তড়িৎ দাশগুপ্ত, দিলীপ দাশগুপ্ত, লক্ষ্মী দাশগুপ্ত, নীলু গুপ্ত, নিখিল দাশগুপ্ত, সমীর গুপ্ত, পরিমল গুপ্ত, বগলা দাশগুপ্ত, মিহির দাশগুপ্ত ইত্যাদির উদ্যোগে অনুষ্ঠানের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। স্থানীয় ছেলেমেয়েদের আবৃত্তি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, প্রবন্ধ ও স্বরচিত কবিতা পাঠ শুনিয়া, বেড়ো, বিলতোড়া, খাজুরা প্রভৃতি গ্রাম হইতে আগত জনতা প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেন।

লোকসভায় কুটীর শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা

শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের কঠোর সমালোচনা

গত ১৬ই এপ্রিল তারিখে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত এম, পি লোক সভায় নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন—

শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে সমাজের যে অর্থনৈতিক ও শিল্প সংক্রান্ত কাঠামো গড়িয়া তোলার জন্য গবর্ণমেণ্টের বিশেষ আগ্রহশীল আমি প্রধানতঃ তাহার মধ্যেই নিজের বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখিব।

আমার বক্তব্য বিষয়ে আসিবার পূর্বে আমি সিন্ধ্রী সার কারখানার প্রসঙ্গে মন্ত্রীদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি। সময়ের অল্পতার জন্য আমার পক্ষে ইহার বিশদ আলোচনা সম্ভব নহে—কিন্তু ইহা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি যে, সেখানের পরিস্থিতি মোটেই সুখপ্রদ নহে। এই বিষয়ে অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়ার সময় আসিয়াছে। সংক্ষেপে বলা চলে যে, উৎপাদন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে এখনও পৌছিতে পারে নাই। এই কারখানার সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের সমস্ত সুপারিশ অমান্য করা হইতেছে এবং পরিচালনে অব্যবস্থা একেবারে মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আত্মীয় পোষণ এবং অনুগ্রহ বিতরণ সম্পর্কে নানা গুরুতর অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। এবং ইহার পরিণাম স্বরূপ কার্য্যে শৃঙ্খলা ও দক্ষতা পর্য্যুদস্ত হইতেছে।

শ্রমিকদের ভাগ্য সম্পর্কে কিছু না বলাই ভাল। এই কারখানার কাজ কর্ম কিরূপে পরিচালিত হইতেছে? আমি কেবল একটি দৃষ্টান্ত মাত্রই উল্লেখ করিব। মেথানল গ্যাস আমদানী করার জন্য আমরা বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা জলের মত অপব্যয় করিতেছি। এই গ্যাস নির্ম্মাণের কারখানা ও তৎসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি জার্ম্মানী হইতে আসে। ইহার মূল্য প্রায় আড়াই হইতে তিন কোটী টাকা হইবে। কিন্তু গত দশবৎসর ধরিয়া এই যন্ত্রপাতিগুলি সম্পূর্ণ অকেজো অবস্থায় পড়িয়া আছে আর জলে ঝড়ে নষ্ট হইতে বসিয়াছে। এমন কি এই কারখানার উৎপাদন বিভাগও এই যন্ত্রপাতিগুলি চালু করিতে অক্ষম হইয়াছেন—কারণ সিন্ধ্রী কর্তৃপক্ষই ইহার বিরুদ্ধে। সুতরাং এই বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দিবার জন্য মন্ত্রীদপ্তরকে অনুরোধ করি এবং ইহাও বলা করি যে লোক সভার সদস্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই তদন্ত কমিটী গঠনের প্রশ্নটিও বিবেচনা করা বিধেয়।

ইহাও বিশেষ আনন্দের কথা যে মন্ত্রীদপ্তর বর্ত্তমান ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহশীল হইয়াছেন। শিল্প করণের (industrialisation) ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে আমাদের অতীতের কোনও অভিজ্ঞতা নাই—সুতরাং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার উপরই আমাদের নির্ভর করিতে হইবে। বিলম্বে হইলেও, ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের মন্ত্রীদপ্তর যে আমেরিকা ও জাপানের অভিজ্ঞতার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া এই বিষয়ে যে বিশেষ আগ্রহশীল হইয়াছেন—ইহা সুখের কথা। ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারের যে নীতি বিঘোষিত হইয়াছে—তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে যে পুস্তিকাটি আমাদের সরবরাহ করা হইয়াছে তাহার মুখবন্ধে আছে—"ক্ষুদ্র শিল্প মুখ্যতঃ বিকেন্দ্রীকৃত শিল্পের ভিত্তি এবং সমাজের এমন এক অর্থনৈতিক কাঠামো রচনায় সাহায্য করে যাহার দ্বারা সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক লোকের কর্মের সংস্থান সম্ভব হয়।"

সর্ব্বপ্রথমেই লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল—সত্যই কি এই মন্ত্রীদপ্তর বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শে এমন এক সমাজ গঠনে এত আগ্রহশীল? আমি কিন্তু সেরূপ মনে করি না। ইহা কেবলমাত্র সরকারের স্বভাবসিদ্ধ চাকচিক্যময় বুলি মাত্র।

এই পুস্তিকাটীর ব্যাখ্যা অনুসারে পাঁচ লক্ষ টাকার অনধিক পুঁজীর শিল্পকে ক্ষুদ্রশিল্পরূপে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শিল্পের ক্ষেত্রে ইহার সমধিক গুরুত্ব রহিয়াছে সন্দেহ নাই। ইহা কর্ম সংস্থানেরও সম্ভাবনাপূর্ণ। কিন্তু ইহাকে মুখ্যতঃ বিকেন্দ্রীকৃত শিল্পের ভিত্তিভূমি এবং ভারতের সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানকারী অর্থনৈতিক কাঠামোরূপে বর্ণনা করা সঠিক নহে বলিয়াই মনে করি। ইহা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর, কারণ, ১৯২০ হইতে ১৯৪৮ সালের মধ্যে ভারতে বিকেন্দ্রীকৃত সামাজিক কাঠামোর পরিপূর্ণ চিত্র ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে যে ক্ষুদ্র শিল্পের কথা বলা হইয়াছে তাহা নহে—গান্ধীজী যে কুটীর শিল্পের ব্যাখ্যা করিয়াছেন একমাত্র তাহাই বিকেন্দ্রীকরণের সেই বাঞ্ছনীয় ভিত্তি রচনা করিতে পারে। একমাত্র ইহাই সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক লোকের কর্ম-সংস্থানে সক্ষম। কিন্তু বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এবং প্ল্যানিং কমিশন ইহাকে শোচনীয়ভাবে উপেক্ষা তথা পরিত্যাগ করিয়াছে।

'খাদী ও গ্রাম্য শিল্প কমিশন' নামে একটি সংস্থা আমাদের কেন্দ্রে এবং ইহার শাখা রাজ্যগুলিতে রহিয়াছে। কিন্তু এগুলি কেবল মুখরক্ষাকারী যন্ত্র মাত্র। গবর্ণমেণ্ট এইগুলির প্রতি কিছুমাত্র গুরুত্ব প্রদান করেন না। সমগ্র ভারত ব্যাপী এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলির কি অবস্থা তাহা পর্য্যালোচনা করিবার কোনও চেষ্টাও সরকার করেন নাই। এমন কি গ্রাম্যশিল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থ হইতে ৪৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হইয়াছে। ভারতীয় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কুটীর শিল্পের উপরই সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ ছিল—কিন্তু তাহা দেওয়া হয় নাই কেন?

প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটী চেয়ারম্যান শ্রী ভি, টি, কৃষ্ণমাচারী মুর্শেরীতে উন্নয়ন কমিশনারদের সম্মেলনে ভাষণ প্রসঙ্গে বিশেষ জোরের সহিত বলেন যে—ভারী যন্ত্রাদিশিল্পের প্রতি (Heavy capital goods industry) সমধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়া অতি দ্রুত শিল্পীকরণই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং পরবর্ত্তী পঞ্চবার্ষিকী যোজনাগুলিও এই উদ্দেশ্যই দ্রুততর সাধনে যত্নবান হইবে। কি ব্যক্তিগত মালিকানা ক্ষেত্রে, কি সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে সমগ্র শিল্প সংক্রান্ত নীতি ও কার্য্যধারা ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত হইতেছে। কেন্দ্রীকরণই সমগ্র শিল্পনীতির একমাত্র মূলমন্ত্র—বিকেন্দ্রীকরণ নহে। ভারতের পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া আমি যতদূর সম্ভব জোরের সহিত ইহাই বলিতে পারি যে, কুটীর শিল্পের উপরই যতদিন না পূর্ণ গুরুত্ব প্রদান করা হইতেছে ততদিন বর্ত্তমান শিল্পনীতি দেশের সর্ব্বনাশা অভিশাপ স্বরূপ এই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হইতে দেশকে মুক্ত করিতে পারিবে না। এমন কি শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অগ্রদূতরূপী গ্রেট বৃটেনের ন্যায় অতি শিল্পোন্নত দেশেও আজ পর্য্যন্ত বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নাই। সাম্প্রতিক তথ্যাবলী হইতে দেখা যায় যে ১৯৫৪ সালে গ্রেট বৃটেনে যেখানে রেজিষ্ট্রীভুক্ত বেকারের সংখ্যা ছিল ২২০,০০০ মাত্র ১৯৫৯ সালে তাহা ৬২০,০০০ হাজারে বর্দ্ধিত হয়। ভারতবর্ষে, যেখানে জনসংখ্যা প্রায় ৪০ কোটী সেইখানে এই প্রকার অত্যধিক শিল্পোন্নত দেশের অনুকরণ করিতে যাওয়া কতদূর বুদ্ধিমানের কাজ হইবে তাহা বলিতে পারি না।

আমি পুনরায় শ্রীভি, টি, কৃষ্ণমাচারীর উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি ১৯৫৮ সালের ১০ জানুয়ারী এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"বৎসরের মধ্যে ৮ মাসই এই সাত কোটী গ্রামবাসী বেকার থাকে। এই সংখ্যার মধ্যে কেবল মাত্র গ্রামাঞ্চলের চাষীরাই অন্তর্ভুক্ত—সহর অথবা শিল্পাঞ্চলের বেকারদের সংখ্যা স্বতন্ত্র। সুতরাং বেকারের প্রকৃত সংখ্যা ইহা অপেক্ষাও অনেক অধিক হইবে। ইহা এক নিদারুণ অবস্থার সূচনা করে।"

১৯৫০-৫১ সালে ক্লাষ তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট অনুসারে পুরুষ ও স্ত্রী শ্রমিকের দৈনিক গড়পড়তা মজুরী ছিল যথাক্রমে ১৭ আনা ও ১০'৩ আনা অর্থাৎ উভয়ের গড়ে দৈনিক ১৩'৯ আনা। প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটী চেয়ারম্যানের উক্তি এবং কৃষি তদন্ত কমিটীর রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া হিসাব করিলে আমরা দেখিতে পাই যে এই ৭ কোটী লোক, যাহার অধিকাংশই চাষী, বৎসরে প্রায় ১৪৫৬ কোটী টাকা কেবল কর্মহীনতার জন্যই লোকসান। ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের বাৎসরিক রাজস্বের প্রায় দ্বিগুণ। এই অঙ্ক আমার কল্পিত নহে, কর্তৃপক্ষস্থানীয়ের উক্তির ভিত্তিতেই এই হিসাব করা হইয়াছে।

কুটীরশিল্প ছাড়া আর কোনও পন্থায় এই বিরাট কর্ম্ম সংস্থানের উপায় আছে কি? এই বিশাল এবং বিপুল জাতীয় অপচয় ও ক্ষতির জন্য কেবলমাত্র সরকারী অপরিণামদর্শীতাই দায়ী। ইঞ্জ-মার্কিন প্রখর আলোকের ঔজ্জ্বল্যে ইঁহাদের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে গিয়াছে। উপযুক্ত উপার্জ্জন ও সঞ্চয়ের দ্বারা মূলধন গঠনে দেশবাসীর অক্ষমতাকে স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিয়া আমাদের সরকার পঞ্চবার্ষিকী যোজনার জন্য অর্থ-সংগ্রহে ভিক্ষাপাত্র লইয়া বিদেশের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

ডেপুটী স্পীকার—আপনার সময় হইয়া গিয়াছে।

শ্রীদাশগুপ্ত—আমি দুই মিনিটে মধ্যে শেষ করিতেছি। দেশের লোকের অক্ষমতার জন্য নহে—সরকারী অপদার্থতার জন্যই ভারতবাসীর দারিদ্র্য ও নিষ্ক্রিয়তার দুষ্টচক্র মোচন হইতেছে না। আমি শিল্পায়নের সম্পূর্ণ বিরোধী এই বলিয়া আমায় ভুল বুঝিবেন না, ভারতের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া বৃহৎ ও ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পের স্বস্ব ক্ষেত্র, সীমা ও অগ্রাধিকার নির্দ্ধারণ যে একান্তভাবেই কর্ত্তব্য—ইহাই আমার বক্তব্য।

ডেপুটী স্পীকার—আপনি শেষ করুন নতুবা আপনাকে হয়ত ভুল বুঝিতে পারে। আপনি ইতিমধ্যে ১২ মিনিট সময় লইয়াছেন।

শ্রীদাশগুপ্ত—আমি ঠিক দুই মিনিটেই শেষ করিব। কুটীর এবং গ্রামশিল্পকেই সর্ব্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। আমি সরকারকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিতে বলি। শিল্পক্ষেত্রে সরকারের সর্ব্বাধিক প্রচেষ্টা ভারতের প্রতিগৃহে কুটীর শিল্পের প্রসার ও উন্নতির লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র এই পন্থাতেই বিকেন্দ্রীকৃত এবং তৎসহ সমাজের সমৃদ্ধিসম্পন্ন অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি ভারতে রচিত হইতে পারে। ইহাই হইতেছে একমাত্র পন্থা—যাহার দ্বারা বেকারী দূর করা যাইতে পারে। আমাদের পরিকল্পনা ও শিল্পনীতি এই ভিত্তিতে পুনঃ রূপায়নের এখনও সময় আছে। আমি সরকারকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে ইহাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করার প্রয়াস না করেন—কারণ, জাতির পক্ষে যাহা একান্তই সত্য আমি তাহাই বলিয়াছি—যে সত্য আমাদের জাতির জনক তাঁহার মহান প্রাণের বিনিময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

পুরুলিয়া সদর পোষ্ট অফিস বিশৃঙ্খলার রাজত্ব

মুক্তির গত সংখ্যায় পুরুলিয়ায় ডাক বিলির অব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এবং সমস্যা সমাধানের কয়েকটি উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষমণ্ডলীর পক্ষে ইহা যে গ্রহণ যোগ্য হইবে—এরূপ ভরসা করা বৃথা। জনসাধারণের সৎ উপদেশ কিম্বা স্তাব—তাহা যতই শুভ-ফলদায়ক হউক না কেন—গণতন্ত্রের ধারক-বাহক কংগ্রেসী দলের সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষরাই তাহা গ্রহণযোগ্য ভাবে না,—আর ডাক-তার বিভাগ তো খাস কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন!

পুরুলিয়া সহরে বড় পোষ্ট অফিসের গোড়াপত্তনের সময় হইতে মনি অর্ডার, সেভিং ব্যাঙ্ক, ষ্ট্যাম্প বিক্রয় প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের একটি করিয়া কাউন্টার এবং প্রতি বিভাগে একজন করিয়া ক্লার্ক আছেন। অর্থাৎ যে যুগে পুরুলিয়ার লোক সংখ্যা ছিল ২০ হাজার সে যুগে যে অবস্থা ছিল, বর্ত্তমানে অর্দ্ধলক্ষ অধিবাসীর জন্যও সেই একই ব্যবস্থা রহিয়াছে। সুতরাং সমস্ত বিভাগেই যে অব্যবস্থা এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে—তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। ইহার উপর স্বাধীন দেশের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের স্বাধীন ও উদ্ধত মনোবৃত্তি যুক্ত হইলে যাহা হয়—আজ পুরুলিয়ার পোষ্ট অফিসে তাহাই ঘটিতেছে। অবশ্য লোক চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের জন্য সহরের দুইপ্রান্তে দুইটি সাব-পোষ্ট অফিস আছে বটে কিন্তু ইহার একটি কেবল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ও শিক্ষা বিভাগ প্রভৃতি কয়েকটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাদি সম্পাদনের জন্য; এবং অপরটি (নীলকুঠিডাঙ্গায়) বেলা ১১টায় খুলিয়া ২টার মধ্যেই সমস্ত কার্য্যাদি বন্ধ করিয়া দেয়। প্রকৃতপক্ষে পুরুলিয়া সহরের যাবতীয় কার্য্যাদি নিষ্পন্ন হয়—এই বড় পোষ্টঅফিসে।

সেভিং ব্যাঙ্কের জানালার সামনে প্রত্যহ জনসাধারণকে যে দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয়—তাহা কল্পনাতীত। ঐ জানালার সামনে প্রত্যহ ২৫০।৩০০ লোকের ভীড় জমিয়া যায়। পোষ্ট অফিসের আইন অনুসারে একজন সেভিংব্যাঙ্ক ক্লার্ক প্রতিটি টাকা জমা এবং তোলার ক্ষেত্রে ৮ মিনিট ব্যয় করিতে পারে—এই হিসাবে বেলা ১০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত মাত্র ৩০ জন লোককে ঐ ব্যক্তি সন্তুষ্ট করিতে পারে। সে ক্ষেত্রে ঐ ক্লার্ককে বর্ত্তমানে ঐ সংখ্যার দ্বিগুণ অপেক্ষাও বেশী টাকা জমা এবং তোলার কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। বাকি লোককে নিরাশ চিত্তে, অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়া, নিজেদের মন্দ ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে বাড়ী ফিরিতে হয়। আবার ঐ কাউন্টারেই ঐ কেরাণীকেই সরকারী সেভিং সার্টিফকেট ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য্যাদিও সম্পন্ন করিতে হয়। সুতরাং তাহার উপর কিরূপ কাজের চাপ পড়ে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ঐ একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে মনি অর্ডার কাউন্টারে। বেলা ১০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত এই পাঁচ ঘণ্টায় একজন মনি অর্ডার ক্লার্ক ৯০টি মনি অর্ডার গ্রহণ করিতে পারে সে স্থলে তাহাকে সময় বিশেষে ঐ সময়ে ২৫০।৩০০ মনি অর্ডার গ্রহণ করিতে হয়। ইহা ছাড়াও ঐ ক্লার্ককে পোষ্ট্যাল অর্ডার গ্রহণ ও তাহার টাকা বিলি করিতেও হয়। একজন লোকের উপর উক্ত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতে কিরূপ মানসিক চাপ পড়ে তাহা কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এবং জনসাধারণকেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানালার সম্মুখে কী অসীম ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হয় তাহাও চিন্তা করিয়াছেন কি? এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করিয়া কর্ম্মরত কর্ম্মচারীদের অনেকে অনেক সময় জনসাধারণের সহিত দুর্ব্যবহার করে—তাহারও বহু দৃষ্টান্ত আছে।

পোষ্ট্যাল ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের সময় সকাল ৮টা হইতে ১০টা এবং বেলা ১০টা হইতে বৈকাল ৬টা পর্য্যন্ত। কিন্তু এই ব্যাপারেও ভীষণ অব্যবস্থা এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। যে ব্যক্তি সকাল ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করে এক একদিন তাহার খোঁজ পাওয়া যায় না। ষ্ট্যাম্প কাউন্টার বন্ধ থাকে। অথচ আজকাল সকালে কোর্ট কাছারী প্রভৃতির কার্য্য চালু হয় বলিয়া এবং দুপুরের রৌদ্রের তাপ অসহ্য হয় বলিয়া জনসাধারণ সকাল হইতেই সেখানে ভীড় করে। বহু থাকার কারণ সম্বন্ধে জানা গিয়াছে যে, সকালে যে ব্যক্তি ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করে সেই আবার পোষ্ট অফিসের ডাকগাড়ী ঠেলিতে ঠেলিতে ষ্টেশন হইতে পোষ্ট অফিসের ডাক লইয়া আসে। এবং বর্ত্তমানে হাওড়ার গাড়ী প্রত্যহ ১০ ঘণ্টা হইতে ৩।৪ ঘণ্টা দেরী করিয়া আসে বলিয়া ডাক লইয়া পোষ্ট অফিসে পৌছিতে তাহার ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

টেলিগ্রাম ও এক্সপ্রেস চিঠি বিলির ব্যবস্থাতেও চূড়ান্ত বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে। তার বিভাগের কার্য্য দিনরাত্রি সব সময়েই পরিচালিত হয়। অথচ তার বিলিকারী ম্যাসেঞ্জারের সংখ্যা সমস্ত দিন রাত্রির জন্য মাত্র ৩জন। ইঁহাদের মধ্যে একজন বর্ত্তমানে ছুটিতে আছে। এই দুইজনের দ্বারা তার বিলি সম্ভব নয় বলিয়া পোষ্টমাষ্টার দৈনিক ১০/১০ মজুরী দিয়া অস্থায়ী অনভিজ্ঞ লোক (কুলি) দ্বারা তারের ন্যায় একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ বিলি করিবার ব্যবস্থা করেন। আবার তার-বিলিকারী ম্যাসেঞ্জারকেই এক্সপ্রেস চিঠি বিলি করিবার ভারও দেওয়া হয়। একই সময়ে একজন ম্যাসেঞ্জারকে লেপার য়্যাসাইলামের একখানা টেলিগ্রাম এবং শিল্পাশ্রমের একখানা জরুরী চিঠি দিলে কি অবস্থার উদ্ভব হয়—তাহা অনুমান করিয়া দেখুন, দেখি! অতিরিক্ত মাশুল দিয়া জনসাধারণের টেলিগ্রাম এবং জরুরী চিঠি পাঠাইবার কি সার্থকতা থাকিতে পারে—যদি তাহা সাধারণ ডাকের মত বিলি করিবার ব্যবস্থা করা হয়? ইহাতে কি জনসাধারণকে প্রতারিত করা হয় না? ১৩, ৫, ৫৯ তারিখের কলিকাতা হইতে প্রেরিত এবং ১৪, ৫, ৫৯ তারিখের স্থানীয় পোষ্ট অফিসের ষ্ট্যাম্পযুক্ত একখানা এক্সপ্রেস পত্র আমরা ১৫, ৫, ৫৯ তারিখের বেলা ৯।৩টায় সময় পাইয়াছি। অথচ কলিকাতা হইতে প্রেরিত সাধারণ ডাকের পত্রও পরদিনই পাওয়া যায়। বর্ত্তমান পোষ্ট মাষ্টারের ত্রুটীপূর্ণ কার্য্য পরিচালনাই ইহার জন্য দায়ী বলিয়া আমরা মনে

করি। আবার সংবাদপত্র পোচনীয় ব্যাপার তার বিভাগের জন্য পোষ্ট অফিসের নিজস্ব কোন সাইকেল নাই। প্রত্যহ ২০০।২৫০ টেলিগ্রাম এবং ১৫০।২০০ এক্সপ্রেস চিঠি সদর পোষ্ট অফিস হইতে বিলি করা হয়। সুতরাং তার এবং চিঠির ভাগ্যে যাহাই হউক—ম্যাসেঞ্জারের কি অবস্থা হয়—এবং সে যদি এই কার্য্যে নব নিযুক্ত, ও অনভিজ্ঞ হয়—তাহা উচ্চ বেতন ভোগী, ইলেকট্রিক ফ্যানের সুশীতল বাতাস উপভোগকারী ডিক্টেটরী মনোবৃত্তি সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ মহাশয় বুঝিতে পারিবেন কি?

রাজনৈতিক মানচিত্রে মানভূম জেলা দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু পোষ্ট অফিসের মানচিত্রে মানভূম অখণ্ডই রহিয়াছে। চাস-চন্দনকিয়ারী, পটমদা, চাণ্ডিল ও ইচাগড় থানা বিহারের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ঐ থানাগুলির পোষ্ট অফিসসমূহ পুরুলিয়া পোষ্ট অফিসের অধীন। আবার জেলা হিসাবে পুরুলিয়া বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইলেও পোষ্ট অফিসগুলি পাটনা সার্কেলের অন্তর্গত। এবং পাটনার নির্দ্দেশেই সমস্ত কার্য্যাদি পরিচালিত হয়। এখনও পাটনা হইতে লোক নিযুক্ত হইয়া পুরুলিয়া পোষ্ট অফিসে আসে। ঐরূপ একটি নবনিযুক্ত, বাংলাভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আরা-ছাপরা হইতে আগত পোষ্টম্যান দ্বারা গত ৬ তারিখ হইতে ৯ তারিখ পর্য্যন্ত পুরুলিয়ার এনং বীটের ডাক বিলি করান হইয়াছে। জনসাধারণকে ত চূড়ান্ত দুর্ভোগ ভুগিতেই হইয়াছে—উক্ত পোষ্টম্যানের অবস্থাও হইয়াছে শোচনীয়।

বিহারের অন্তর্গত উপরোক্ত থানাগুলির পোষ্ট অফিসে বিহারের রেভেন্যু ষ্ট্যাম্প সব সময় পাওয়া যায় না। ফলে জনসাধারণকে চূড়ান্ত দুরবস্থায় পড়িতে হয়। পুরুলিয়া পোষ্ট অফিসে সংবাদ দিলে তাঁহারা পাটনাকে জানান—পাটনা হইতে রেভেন্যু ষ্ট্যাম্প আনিয়া পুনরায় ঐ সকল পোষ্ট অফিসগুলিতে পৌছাইতে অনেক সময় চলিয়া যায়। পুরুলিয়া পোষ্ট অফিসকে এখনও পাটনা সার্কেলের অধীনে রাখিবার কি যুক্তি থাকিতে পারে জানি না—কিন্তু ইহা স্থানীয় কর্মচারীদের অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে এবং উদ্বেগের কারণ হইয়া রহিয়াছে। কারণ, কাহাকে কখন হিন্দিভাষী অঞ্চলে ট্রান্সফার করা হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। এবং তাহা করা হইলে কর্ম-চারীদের পুত্রকন্যার লেখাপড়ার অবস্থা কি হইবে—তাহা সহজেই অনুমেয়।

ঐ সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান রহিয়াছে পুরুলিয়ার পোষ্ট অফিসকে পাটনার প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া বাংলা অঞ্চলের সহিত যুক্ত করা এবং পুরুলিয়া সহরে আর একটি নূতন পোষ্ট অফিস খুলিয়া জনসাধারণকে অসীম অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলার হাত হইতে রক্ষাকরা—এবং মূল কথা—বিহার হইতে বাংলা অফিসের অধীনে থাকিলেও এই সকল চূড়ান্ত অনাচারের প্রতিকার করিয়া সুষ্ঠু-ব্যবস্থা স্থাপন করা।

স্থানীয় সংবাদ

পারবহালে অগ্নিকাণ্ড

গত ১২শে বৈশাখ বেলা ১২ টার সময় চন্দনকিয়ারী থানার পারবহাল গ্রামে অগ্নিকাণ্ড হয়। প্রায় ৯টি ঘর সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। ধান, চাল, বস্ত্রাদি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়। কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। রাত্রি প্রায় ১০টায় আগুন নির্ব্বাপিত করা হয়। পুনরায় ২১শে বৈশাখ ঐ গ্রামেই এক গোয়ালা বাড়ীতে আগুন লাগে। পরে এই আগুন ছড়াইয়া পড়ে ও ১৭টি ঘর ভস্মীভূত করে। গ্রামবাসীরা ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীরা প্রায় পাঁচশত লোক অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করিয়া ও বিফলকাম হন। সেই সময় বারমেসাতে চন্দনকিয়ারী বি, ডি, ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাঁধ নীলাম করিতে আসিয়াছিলেন। তাহাকে ব্লকের জলের পাম্পটি আগুন নিভাইবার জন্য আনাইতে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন। ঐ দিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আগুন নেভানো সম্ভব হয় নাই। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে বহু পরিবার অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাদের অবিলম্বে সাহায্যের দরকার।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
২১শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬—২৫শে মে ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য ৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

মন্ত্রী ও প্রভাবশালী নেতাদের গুণ্ডামীতে সহায়তা

অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলে গুণ্ডাদমন বিভাগের অসুবিধা

সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জিলায় বিশেষ করিয়া কলিকাতা ও সহরতলী এলাকাগুলিতে সমাজ-বিরোধীদের কার্য্যকলাপ বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাদের অত্যাচারের ফলে নিরীহ জনসাধারণ নিরাপত্তার অভাবে অস্বস্তিকর আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাইতেছেন। ইহাদের পিছনে আছে বহু প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা, এম, এল, এ, এম, এল, সি, ও মন্ত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ। জানা গিয়াছে—জনৈক মন্ত্রীর এক আত্মীয় এই ভাবেই পুলিশের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এই সমস্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপের জন্য পুলিশ বিভাগের যে দু এক জন বিশেষ অফিসার ভাল কাজ করিতে চাহেন তাহা করিতে পারিতেছেন না। পুলিশ বিভাগ নিজেই এই সবের সহিত জড়িত তবুও ব্যতিক্রম হিসাবে যে দু একজন অফিসার আছেন তাহারাও আজ নিষ্ক্রিয় থাকিতে বাধ্য হইতেছেন। এই সব সমাজবিরোধীদের ভোটের সময় বিশেষ দরকার—তাই তাহাদিগকে সযত্নে রক্ষা করিতেও হয়।

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর হইতে)

কোঅপারেটীভ—সমবায়

পণ্ডিত জহরলাল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদে কংগ্রেসী সকলেই এখন সমবায় বিশেষতঃ কৃষি সমবায়ের জন্য উদগ্রীব হইয়াছেন। পণ্ডিত জহরলাল সমবায়ের জন্য উদগ্রীব সুতরাং কংগ্রেসী যাহারা ইহার একান্ত বিরোধী তাহারাও সমবায়ের বক্তৃতায় তাহাদের নিষ্ঠার ঢাক বাজাইতেছেন। বাজাইতেই হইবে কারণ—সমবায়ের বিরোধীদের আগামীবারে প্রার্থী হিসাবে কংগ্রেসের নমিনেশন পাওয়া সুকঠিন হইবে। জেলার কংগ্রেসীদের কল্যানার্থ আমরা তাহাদের এই সংবাদ জানাইয়া রাখিলাম। তাহারা কংগ্রেসের অর্থাৎ পণ্ডিত নেহেরু এবং নাগপুরের নীতি অনুযায়ী পুরুলিয়ার চাষীদের বাইদ, বহাল, কানালী জমিগুলি একত্র করিয়া সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করিয়া বড় লোক হইবার পন্থার জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম কেন করিতেছেন না তাহা একটা বিস্ময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যাহা হউক যে বা যাহারা যাহাই করুন বা যাহাই বলুন জেলার সরকারী সমবায় বিভাগ তাহাদের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহাই জানিবার বিষয়। আমাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা এই ধারণায় উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছি যে যেখানে কংগ্রেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের সম্ভাবনা কম সেখানে জনসাধারণ উৎসাহী বা আগ্রহান্বিত হইলেও সমবায় সমিতি গঠন বা পরিচালনা করা অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য ব্যাপার। ইহার প্রতিবাদ যদি সরকারী বা বেসরকারী কেহ করিতে চাহেন আমাদের জানাইবেন আমরা ঘটনার পর ঘটনা দিয়া ইহা পরিষ্কার করিয়া দিব। প্রথমতঃ এই ধারণা যদি জনসাধারণের মন হইতে কার্য্য দ্বারা দূর করিতে পারা যায় তবে সমবায়ের রাস্তা পরিষ্কার হইতে পারে। নচেত ইহা কাগজে কলমে পরিসংখ্যানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া গ্রামে কিছু সমাজ বিরোধী এবং সরকারী কর্মচারীদের এক অংশের অর্থাগমের উপায় স্বরূপ হইয়া থাকিবে।

মানবাজারে রাজনৈতিক ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট

কেন্দ্রীয় সমাজ উন্নয়ণ মন্ত্রী এবং এই বিভাগের প্রকাশিত ঘোষণা তথ্যাদি তথা বাংলার সমাজ উন্নয়ন বিভাগ কম্যুনিটি প্রজেক্টকে ভারতের বিকেন্দ্রীকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান রূপে অহরহ ঘোষণা করিতেছেন। কম্যুনিটি প্রজেক্টগুলিকে এখন গ্রামদেশের ডেভেলাপমেণ্ট ব্লক রূপে আখ্যাত করা হইতেছে।

মানবাজারে ১নং ডেভেলাপমেণ্ট ব্লকটি একটি সরাসরি কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠান। সেখানে জনৈক শ্রীঅন্নদা কবিরাজ নামে একজন ডাক্তার যিনি বাতাস পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রূপ পরিবর্তন করেন তিনি এখন এই ব্লকের কর্তা কর্তা। ইনি ইংরেজ আমলে কংগ্রেসী নিধন যজ্ঞের একজন হোতা, তৎপরে হিন্দু মহাসভার বিশিষ্ট স্তম্ভ রূপে সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা এবং পুরুলিয়ার বঙ্গভূক্তির পরে একজন নিষ্ঠাবান গোঁড়া কংগ্রেসী। ইনি এবং মানবাজারের বর্তমান বি, ডি, ও মহাশয় এই—দুইজন একত্রে মানবাজারের ১নং ক্ষেত্রটীকে একটী কংগ্রেসের আখড়ায় পরিণত করিয়াছেন। ব্লক কমিটীর অধীনে যত কিছু কমিটী সমিতি—মহিলাদের জন্যই হোক বা জনসাধারণের জন্য সেই কমিটীগুলি এবং তাহাদের কার্য্যধারা বিশ্লেষণ করিলে ঐ একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে যে কোন নিরপেক্ষ লোক বাধ্য হইবে। ইহাদের প্রধান জেহাদ লোক সেবক সংঘের বিরুদ্ধে। লোক সেবক সংঘ চরকা কেন্দ্র করিলে—সেই চরকার টাকু দিয়া যে লোকের পেট ফুটা হইবে ইহাই তাহাদের অভিমত বলিয়া জনসাধারণ ধারণা করিয়াছে। যেখানে যেখানে লোক সেবক সংঘের গঠনমূলক কোন কাজ চলিয়াছে তাহাকে হীনপ্রভঃ করিবার সাধনায় ইহারা তাহারই পাশে উজ্জ্বলতর জ্যোতি প্রতিষ্ঠার তপে তপ্ত হইতেছেন। উচ্চ কর্তৃপক্ষ এই তপশ্চর্যাদের সাধনার কোন স্তরে ইহাদের দেখিতেছেন জানিনা—কিন্তু মানবাজার ১নং ব্লকের নিরীহ অধিবাসী বেচারারা ইহাদের তপস্যার প্রভাবে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কর্তৃপক্ষ এই ব্লক অফিসারটীকে এখনও কেন প্রমোশন দিয়া আরও উচ্চ দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন না তাহাই ভাবিতেছি। আমরা এখনও সংশ্লিষ্ট সকলকে এবিষয়ে যুক্তিসঙ্গত ভাবে আচরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। কারণ তথ্য ও ঘটনার যদি কোন মূল্য থাকে তবে তাহার অনিচ্ছাকৃত প্রকাশ ও বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা কোন ব্যক্তি বা কার্য্যকে—সরকারী সমাজে না হউক জনসমাজে ধিকৃত করিতে চাহি না।

মুক্তি

১০ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার

সমস্যা ও সমাধান

দেশের লোকের গোটা জীবনটাই একটা সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। জীবনের একটা কোন অতি ক্ষুদ্র দিকও নাই যেটার সম্বন্ধে মানুষ নিশ্চিন্ত হইয়া একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারে। খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের সাধারণ মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্র পর্য্যন্ত কোথাও তাহার কোন স্বস্তি নাই। রাত্রির অবসানে যখন প্রভাত হয় তখন মাথাটা সমস্ত দিনের চিন্তায় ভার হইয়া থাকে—দিনটা কাটিয়া রাত্রিতে শুইবার সময় পরের দিনের চিন্তা লইয়া কোন ক্রমে ঘুম আসে। আবার প্রভাত আসে—রাত্রি হয়—নূতন নূতন সমস্যা বাড়িয়া চলে। লোকে কোন দিকে কোন কূল কিনারা খুঁজিয়া পাইতেছে না—পাইবার কোন সম্ভাবনাও দেখিতেছে না।

দেশের চাষী মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যবিত্ত—সমস্ত স্তরের লোকেরই এই একই অবস্থা। পাত্র বিশেষে ইহার রূপ হয়তো এক আধটু বিভিন্ন হইতে পারে কিন্তু মূলগত কোন পার্থক্য নাই। মূলগত পার্থক্য আছে কেবল একটী স্তরের সঙ্গে, সেই স্তরটী জনসাধারণের স্তর নয়,—তাহা শাসনের উচ্চস্তর, এবং এই উচ্চ স্তরকে ঘিরিয়া শাসন ক্ষমতার প্রসাদ লাভের জন্য গৃধ্নী-ধর্ম্মী—যাহারা চক্ষুতে দিবারাত্রি সান দিতেছে তাহাদের স্তর। যে গৃহস্থের বাস্তু-ঘরে সর্পের প্রাধান্য থাকে সেখানে গৃহস্থ ও গৃহগত সর্প এই দুইয়ের সমস্যা মূলগত পৃথক। সাপ ফাঁক পাইলে গৃহস্থকে দংশন করিবে—এ সমস্যা হইতে গৃহস্থের নিস্তার পাইবার একমাত্র উপায় সাপকে লাঠি দিয়া মারিয়া নিশ্চিহ্ন করা। ইহা ছাড়া এ সমস্যার সমাধানের কোন উপায় নাই। সর্বদা সর্প দংশন সমস্যা-কুল জীবনে ইহা ছাড়া সমাধানের কোন উপায় থাকে না। সর্পধর্মী ও সর্প জাতীয় জীবকে দুধ অথবা কলা দিয়া তৃপ্ত করা হয়তো যায়, কিন্তু তাহার দংশন-ধর্মকে পরিবর্ত্তন করা যায় না। সর্প দুষ্ট হইল বলিয়া যাহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে চায়—তাহারা শমনকে আহ্বান করিয়া পাশে বসাইয়া রাখে। সাপকে না মারিয়া নিশ্চিন্তভাবে সমস্যার সমাধান হয় না। জাতির বাস্তুগৃহে শাসন ক্ষমতার প্রাধান্য যদি সর্পের ধর্ম লইয়া বাস করিতে থাকে তবে সে সমস্যার সমাধান ঐ একই পথে। ইহা ছাড়া পথ নাই।

এখন আমরা বিচার করিয়া দেখিতে চাই ভারতের বাস্তুগৃহে যে শাসন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা সত্যই সর্পধর্মী না সত্যধর্মী। স্থানীয় শাসন ধারার গতি ইহার মাপকাঠি। কারণ স্থানীয় শাসন ধারা বৃহত্তর ও ব্যাপক ধারারই অবিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। ইহা বিচ্ছিন্ন নয়—হইতে পারে না।

পুরুলিয়া জিলার জনসাধারণের পক্ষে কংগ্রেসী শাসন-ব্যবস্থা সমগ্রভাবে বিচার করিবার যে ঐতিহাসিক সুযোগ আসিয়াছে তাহা অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদের পক্ষে খুব কম ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হইয়াছে। ইংরেজ শাসনের পরে বিহারের শাসন—বিহারের শাসনের পরে বাংলার শাসন। বৃটীশ শাসনের পরেই কংগ্রেসী শাসন দেশের জনসাধারণের মনে বহুকালের আকাঙ্খিত আশা পূরণের আলো লইয়া আসে। কিন্তু কংগ্রেসী শাসন কিছুদিন পরে বিহারে যে রূপ লইয়া দেখা দিল তাহাতে সে আলো নিভিয়া গেল। বাংলার শাসনে আসিয়া তবুও সাধারণভাবে যে সামান্য আলোর আশা ক্ষীণ হইয়াও দেখা দিয়াছিল তাহাও দুরাশায় পরিণত হইয়াছে। —কেন?

কেরালা ছাড়া ভারতে বাংলা, বিহার, যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি যতগুলি প্রদেশ বা রাজ্য আছে সবগুলিতেই মূল কংগ্রেসের ধারা বিভিন্ন খাতে বহিয়া চলিয়াছে বলিয়াই বিভিন্ন প্রদেশের শাসন ধারার মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য নাই। এই মূলগত ধারা হইতেছে জনস্বার্থের বিনাশের উপর গোষ্ঠীস্বার্থের বিকাশ। ইহাই সর্পধর্মী। একই অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে তেমনিই একই কংগ্রেস ধারা বিভিন্ন খাতে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে মাত্র। স্থানীয় জীবনে যে সব সমস্যাগুলি আমাদের জীবনকে দুর্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে তাহা কেবল বিচ্ছিন্ন স্থানীয়

সমস্যাই নয়—কংগ্রেসী শাসনের মূলগত নীতি বিভ্রাটের ফলে জাতীয় জীবনে যে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে—ইহা তাহারই অবিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। আজ দেশের সমস্যা, যে কোন স্থানে খাদ্য সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা, বেকারী সমস্যা, দুর্নীতি সমস্যা, দারিদ্র সমস্যা, শাসন বা অন্যান্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্যা যাহা সেই স্থানের অধিবাসীদের জীবন বিড়ম্বিত করিয়া তুলিয়াছে—তাহা একক ও বিচ্ছিন্নভাবে দূর হইতে পারে না—যদি তাহার ব্যাপক মূলীভূত কারণ দূর না হয়।

আমরা সাধারণভাবে ইহা উপলব্ধি করি না—এবং করি না বলিয়াই আমাদের প্রচেষ্টার মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়। ইহা ছাড়াও জনসাধারণের মধ্যে অবস্থার তারতম্যে একটু সামান্য দুরাশার এই রেশও থাকে যে, হয়তো কংগ্রেসী শাসনধারার মধ্যে কিছু হইতেও পারে। দীর্ঘ দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, প্রতিমুহূর্তের বিড়ম্বনা সত্ত্বেও, তাই—সামান্য একটু ছায়া দেখিয়াই তাহারা ইহার পিছনে ছুটিবার কল্পনা করে। পরমুহূর্তে যদিও বা নিরাশ হয় তবুও আবার তাহারা আশা করে। নিশ্চিতভাবে ইহা ব্যর্থ জানিয়াও—মরীচিকা দ্বারা বারংবার প্রতারিত হইয়াও ক্ষীণ আশার দুরাশায় তাহারা বিভ্রান্ত হয়। নিজেদের আত্মশক্তি, সংঘশক্তির সম্বন্ধে অজ্ঞানতা এবং উপলব্ধির অভাব তাহাদের বহিঃশক্তির মরীচিকার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে। কাজেই এই মরীচিকার অবসানের জন্য যে পরিষ্কার এবং দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় তাহা সুগঠিত হইয়া রূপ লইতে পারে না। পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করে, পরিবর্তনের জন্য আগ্রহও সৃষ্ট হইয়া আছে—কিন্তু এ পরিবর্তনের জন্যও তাহাদের চিন্তা পরনির্ভরশীল। দংশনোদ্যত সাপকে মারিবার জন্য ব্যাকুল হইলেও—অন্য লোকে আসিয়া মারিয়া দিবে—এই আশায় তাহারা দংশিত হইতে থাকে। সমস্যার সমাধান হয় না। আরও নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইতে থাকে। শাসন রথের রথী এই ত্রুটির সম্বন্ধে অবহিত। কাজেই সে বিক্ষিপ্ত জনশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া তাহাদের অস্থিচূর্ণ করিয়া পরম নিশ্চিন্তে রথ চালাইয়া যায়। সর্প দংশন করিয়া নবোদ্যমে আবার দংশনের জন্য ফনা তুলিয়া থাকে। আর গণ-নারায়ণ হাতে সুদর্শন চক্র লইয়া অন্যকে ডাকিতে থাকে। ইহাতে কি কখনও কোন সমস্যার সমাধান হয়?

—তবে এখন উপায় কি?' এই ভাবেই কি চলিবে? কে দাঁড়াইবে? কেমন করিয়া দাঁড়াইবে? সমাধানের পথ কোথায়?

পৃথিবীতে এমন কোন সমস্যাই নাই যাহার সমাধান হইতে পারে না। তবে সমস্যা যেমন তাহার সমাধানের পথও সেই অনুযায়ী হইতে হইবে। ইংরাজ আমলে ভারতের যে মূলগত সমস্যা ছিল তাহার সমাধানের পথ ভারতের গণ-নারায়ণই করিয়াছে। কংগ্রেসী আমলে যে সমস্ত সমস্যা আমাদের জীবনকে বিড়ম্বিত ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে তাহার সমাধানের পথও ভারতের চাষী, মজুর, মধ্যবিত্তকে করিতে হইবে। কারণ সর্প দংশনে জর্জরিত তাহারাই। হে গণ নারায়ণ, সুদর্শন চক্র তোমারই হাতেই রহিয়াছে—নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে নিক্ষেপ করিবার মতো আত্মপ্রত্যয় ও আত্মশক্তির তুমি উদ্বোধন কর। বর্তমান ভারতের সমস্যার সমাধান এই পথেই।

বিবিধ প্রসঙ্গ

টাকা তছরূপের পাইকারী ব্যাপার

গত কয়েকদিন হইতে সংবাদ পত্রে নানাদিকে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে টাকা তছরূপ ও গ্রেপ্তার প্রভৃতির কতগুলি চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে সরকারকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা প্রতারণার জন্য নাকি ১০ জন কোটীপতি সহ ৭৮ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। এই সঙ্গে নাকি রাজ্য সরকারের তিনজন বিভাগীয় গেজেটেড অফিসারও জড়িত বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্নীতি দমন বিভাগের প্রচেষ্টায়ই ইহা করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পশ্চিমবঙ্গের দুর্নীতি দমন বিভাগ যদি কিছুও স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে পারে তবে কিছু কিছু দুর্নীতি যে ধরা পড়ে না—অর্থাৎ প্রকাশ হয় না তাহা নহে। কিন্তু প্রশ্ন ঐখানেই। যদি কেহ অর্থাৎ দুর্নীতি দমন বিভাগও তাহা অস্বীকার করিতে চাহেন তবে তাহাদের বলিব যে—পুরুলিয়ার রিলিফের ব্যাপারে তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে কি? কয় লক্ষ টাকা কি ভাবে তছরূপ বা আত্মসাৎ হইয়াছে তাহার সত্যকার ইতিহাস যদি তাহারা তদন্ত করিয়া প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমরা নিশ্চিন্তভাবে বলিতে পারি তাহা অতি চাঞ্চল্যকর হইবে। তবে তাহাতে কিছু বাধা আছে বলিয়া আমরাও অনুভব করি। কারণ সেন্সর টেক্সের জালিয়াতী করার অভিযোগের সহিত রাজনৈতিক ঘুসের—দুর্নীতির মানদণ্ডেও কিছু তফাৎ আছে। নচেৎ লাঙ্গা বীজ খরিদ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশিষ্ট মন্ত্রী সমর্থিত এই জিলারই একটী প্রতিষ্ঠানের সংবাদ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিত। দুর্নীতি দমন বিভাগ হস্তক্ষেপ করিয়াও হাত গুটাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন কারণ তাহা মন্ত্রীর আশীর্বাদে সিঞ্চিত হইয়া পবিত্র হইয়া গিয়াছিল।

কংগ্রেসের সংহতি

বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসে যে আভ্যন্তরীণ কলহ আরম্ভ হইয়াছে—তাহার পরিণতি কি কংগ্রেসের সংহতি নাধ্বংসের দিকে হইবে তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। যে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য কেবল ক্ষমতালাভ—ক্ষমতার রক্ষণ এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রসাদ বণ্টন, সেখানে প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্ব উৎকট হইয়া দেখা দেয় এবং পরিণামে তাহাই প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস সাধন করে। বাংলায় কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত—উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এমন রূপ লইয়া চলিয়াছে যে সেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রী পদত্যাগ করিয়া দলবল লইয়া মুখ্যমন্ত্রীকে নাজেহাল করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত; অন্ধ্রে ২৭।২৮ জন কংগ্রেসী সদস্য বিধান সভায় কংগ্রেসী দল হইতে পদত্যাগ করিয়া (বিধান সভার সদস্য পদ হইতে নয়) নূতন দল গঠন করিয়াছে; রাজস্থানে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এরকম দুইজন কংগ্রেসী নেতাকে কেন্দ্র করিয়া বর্তমান কংগ্রেস ও কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসীরাই জেহাদ আরম্ভ করিয়াছে; বোম্বাই প্রদেশে গুজরাটী কংগ্রেস ও মারাঠী কংগ্রেস মন্ত্রীত্বে ঠোকাঠুকি চলিতেছে। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের সংহতির জন্য আবেদন নিবেদন করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন—তিনি পুরাতন কংগ্রেসী যাহারা কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাহাদের ফিরিয়া আসিতে আবেদন জানাইতেছেন। কিন্তু কংগ্রেসের তরী যে কারণে ছিদ্র হইয়াছে সেই কারণেই সেই ছিদ্র আরও বড় হইয়া উঠিতেছে। সেই ছিদ্র বন্ধ হইবার নাকি। আজ হোক কাল হোক ভারতের এই মহামানবের সাগরে এ তরী ডুবিবেই এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

কংগ্রেসের মহিলা সভাপতিকে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক

সম্প্রতি কলিকাতায় যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হইতেছে তাহাতে প্রকাশ যে বঙ্গীয় কংগ্রেস সভাপতি কংগ্রেসের সভাপতিকে একটী পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক দিয়াছেন। অবশ্যই ইহা কংগ্রেসের কার্য্য প্রসারের জন্য বাংলার উপহার শুধু নয়—জহরলাল নেহেরুর কন্যা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলায় আসিয়াছেন—তাহার সম্মানের জন্য ইহাকে বলা যাইতে পারে 'নজরানা'। কিন্তু এই সঙ্গে একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই আসে যে—টাকাটা কাহারা দিয়াছে? ইহা কি বাংলার দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের নিকট হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দানে সংগৃহীত হইয়াছে না কয়েকটী লক্ষপতি বা কোটীপতির বৃহত্তর দানে সমৃদ্ধ হইয়াছে? দুর্নীতি দমন বিভাগ হইতে যে কয়জন ক্রোরপতি বা তাহাদের সহকর্মী গ্রেপ্তার হইয়াছেন তাহাদের বা তাহাদের কোন সমধর্মীদের দানে এই ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়াছে কি? এবিষয়ে জনসাধারণের সন্দেহ ও শঙ্কা নিরসনের জন্য যদি এই চেকের টাকার দানবীরদের একটী তালিকা বঙ্গীয় কংগ্রেস প্রকাশিত করেন তবে তাহার যোগ্য সমাদর বাংলার জনসাধারণ নিশ্চয়ই করিবে।

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধাদকীডি গ্রামে জনসভা অনুষ্ঠিত

কাঁসাই বাঁধ পরিকল্পনা বিষয়ে জনমত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জনসভা অনুষ্ঠিত

লোক সেবক সংঘের আহ্বানে বহুল জনসমাবেশ

বিগত ২০শে মে তারিখে লোক সেবক সংঘের আহ্বানে পুঙ্কা থানার ধাদকীডি গ্রামে এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়। কাঁসাই বাঁধ পরিকল্পনার ফলে পুঙ্কা থানার মহেশপুর, গগদা, রমাইডি, জামবাদ, বানসা, দেলাং, ধাদকীডি, বুগলুডি, ভূতাম, প্রভৃতি গ্রামের বসতি বা চাষযোগ্য জমি ডুবিয়া যাইবে—এই আশঙ্কায় সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির অধিবাসীরা অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া দিন যাপন করিতেছেন এবং প্রতিকার ও সহায়তার জন্য চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছেন। ঐ সকল গ্রামের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ লোক সেবক সংঘের কর্মীদের সহিত দেখাশুনা করেন। সংঘের কর্মীরা ও সচিব ঐ সকল অঞ্চলে অধিবাসীদের সহিত পূর্ব্বে দেখাশুনা করেন ও তাঁহাদের বক্তব্য ও তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। তাহার পর সংঘের সচিব কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গের সেচ মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎকার করেন। পরিকল্পনা বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্ব্বে জনগণের বক্তব্য তথা উপযুক্ত বিকল্প পরিকল্পনা থাকিলে তাহা শুনিয়া বিবেচনা করিবেন বলিয়া সেচমন্ত্রী আশ্বাস প্রদান করেন। জনগণের পক্ষে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য কি আছে এবং বিকল্প পরিকল্পনা কি আছে সেই সকল বিষয়ে উপযুক্ত তথ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে সমীক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার প্রয়োজনে একটি জনসভা করার দরকার অনুভূত হয়।

স্থানীয় অধিবাসীদের প্রস্তাব ও আগ্রহে শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ এম্, এল্, এ সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। পুঙ্কা থানার বহু গ্রাম হইতে বহু গ্রামবাসী সমবেত হন। মিটিংএর ২।৩ দিন পূর্ব্বে কাঁসাই বাঁধ বিষয়ে তদন্তকারী সরকারী কর্মচারীদের একটি যন্ত্র রাত্রিকালে কাহারা ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যায়। লোক সেবক সংঘের বিরোধীগণ এচার করিতে থাকে যে, ধাদকীডির জনসভায় যাহারা যাইবে—তাহাদিগকে পুলিস ধরিয়া চালান দিবে। কারণ যাহারা জনসভা করিতেছে তাহাদিগকে সরকার কাঁসাই বাঁধের বিরোধী বলিয়াই মনে করিতেছে। সুতরাং রাত্রিকালে অনুষ্ঠিত ঐ দুষ্কৃতির জন্য উহারাই আজ সরকারের সন্দেহ ভাজন ইত্যাদি ইত্যাদি। একটি বামপন্থী দলের দু একটি কর্মী এই জনসভায় লোক যাহাতে না যায়—তজ্জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বহু ব্যর্থ চেষ্টা করে। এই সকল বিবিধ অপচেষ্টা সত্ত্বেও বহু গ্রামের হাজার দুই লোক সমবেত হন।

জনসভায় লোক সেবক সংঘের সচিব অরুণ চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন যে, গ্রাম ডুবিবে না অথচ কার্য্যকরী পরিকল্পনা করা যাইতে পারে—তাহার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই পরিকল্পনার দ্বারাতে ব্যাপক ক্ষেত্রে বহু একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা হইবে ও জলের চাপ হ্রাস করিয়া বন্যার ক্ষতি নিবারণে প্রভূত সহায়তা করিতে পারিবে। অন্য যে কোনো পরিকল্পনার তুলনায় ইহা কোনো অংশে খারাপ হইবে না, বরং বহুগুণ ভাল হইবে বলিয়া তাঁহারা আশা করেন। তবে তাঁহারা বলেন—সরকারী পরিকল্পনা বিষয়ে প্রাথমিক রিপোর্ট কি রূপ গ্রহণ করে—তাহাও যেমন ধীর ভাবে বিচার করা ও তজ্জন্য অপেক্ষা করা উচিত—তেমনি জনগণের বিকল্প প্রস্তাব যাহা হইবে তাহাও খোলা মনে ও গভীরভাবে অনুধাবন করা সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে উচিত বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন। তাঁহারা আরো বলেন, ব্যাপক ক্ষেত্রে জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে উপযোগী কিরূপ সেচ ব্যবস্থা হইতে পারে—এ বিষয়ে সকলেরই আগ্রহ থাকা দরকার—বিরোধীতার কোনো প্রশ্ন নাই—এবং প্রয়োজন হইলে অল্প বিস্তর স্বার্থত্যাগ করার জন্যও দেশের লোকের প্রস্তুত থাকাও দরকার। তাতে দেশের ক্ষতি না করিয়া বা সবচেয়ে ক্ষতি কম করিয়া পরিকল্পনা করার দৃষ্টি এবং বুদ্ধি প্রয়োগ করার দিকে প্রধানতম লক্ষ্য রাখা উচিত। লোক সেবক সংঘের সচিব বলেন যে, এই জনসভার কর্মলক্ষ্যকে রূপ দিবার

জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীদের প্রতিনিধিদের লইয়া তথা ঐ কাজের জন্য যে সব কর্মীদের প্রয়োজন হইবে তাহাদিগকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করা দরকার।

তাঁহাদের বক্তৃতার পর সংশিষ্ট গ্রামগুলির প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়গুলি সমর্থন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন :—বানসার সুধীর চন্দ্র মাহাত, ও শ্রীসিধিশ চন্দ্র মাহাত, মহেশপুরের শ্রীমনীন্দ্র নাথ মিশ্র, জামবাদের শ্রীব্রজ মোহন দাস, গগদার শ্রীইসমাইল আনসারী, রমাইডির শ্রীবিশ্বেশ্বর মহাপাত্র, ধাদকীডির শ্রীসহদেব মাহাত, ভূতামের শ্রীরাম কিঙ্কর মাহাত। কাঁসাই বাঁধ পরিকল্পনাকে উপযুক্ত বিকল্প প্রস্তাবে রূপায়িত করিতে হইলে ই সাবেড়া, রামডাকচা, চাকনাদা, রাইসা, পিড়সাওয়া, কালীপুর, নিস্তিপুর প্রভৃতি গ্রামের অঞ্চল পর্যান্ত সেচ পরিকল্পনা সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন হইতে পারে অনেকে মনে করিতেছেন। তাহাতে ঐ গ্রামগুলির ক্ষতি না হইয়া যেমন একদিকে ঐ সকল গ্রামে সেচ ব্যবস্থা হইবে তেমনি উপর দিক হইতে জলের চাপ কমিয়া নিচের দিকে গ্রামের ক্ষতি না করিয়া বাঁধ পরিকল্পনা সম্ভব হইবে। এই গ্রামগুলির পক্ষে শ্রীচৈতন মাঝি এম, এল, এ বক্তৃতা করিয়া বলেন যে, কারুর ক্ষতি করিয়া কারুর ভাল হউক—এই মনোভাবে আমরা যেন কাজ না করি। সকলের কল্যাণের দৃষ্টিতে পরিকল্পনা করা হউক। কমিটিতে এই সকল গ্রামেরও প্রতিনিধি থাকিবেন স্থির হয়। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় :—"কাঁসাই বাঁধ সম্বন্ধে সরকারী পরিকল্পনা কি তাহা বুঝিবার জন্য, জনগণের উপযোগী পরিকল্পনা বিষয়ে চিন্তা ও বিচার করিবার জন্য এবং তাহা সরকারকে জানাইবার জন্য তথ্য সংগ্রহ করিতে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তদন্ত করিতে এবং সরকারের সহিত যোগাযোগ করিতে এই জনসভা একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত করিতেছে।"

জনসভায় সংঘের সচিব ও শ্রীশবাবু দেশের পরিস্থিতি, দেশের আর্থিক সংকট, জেলার অন্নকষ্ট এবং বর্ত্তমান কংগ্রেসী শাসনের অযোগ্যতার তথা স্বৈরশাসনের বিষয়ে বহুবিধ আলোচনা করেন। পুঙ্কা থানায় অত্যন্ত কুখ্যাত সমাজ-বিরোধীগণকে সমস্ত সরকারী কাজে প্রাধান্য দিয়া কি ভাবে জনস্বার্থ-বিপন্ন করার বিষয়ে সরকার দায়ী হইতেছেন—তদ্বিষয়েও ইহারা আলোচনা করেন।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পুঙ্কা থানায় যে অন্নকষ্ট চলিতেছে এবং এবৎসরও এই সময়ে যে ভয়াবহ অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে—সভায় তাহারও আলোচনা হয়—এবং চারিদিকে গভীর খাদ্যকষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সরকারী উদাসীনতার নিন্দা করিয়া অবিলম্বে ব্যাপক রিলিফের কাজ শুরু করিবার দাবী জানাইয়া সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয়া সভানেত্রী নাতিদীর্ঘ ভাষণে বলেন যে কল্যাণ বুদ্ধি রহিত সরকারের অবিচার অনাচারের মধ্যেও আজ অন্তরের গভীর নৈরাশ্যকে জয় করিয়া জনসাধারণকে নির্ভীকতার সঙ্গে, দৃঢ়তার সঙ্গে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ্যের পথে আগাইয়া চলিতে হইবে। জয়ধ্বনি সহকারে সভার কাজ সমাপ্ত হয়। হুড়া থানা হইতেও কর্মীগণ যোগদান করেন। মানবাজারের বহু কর্মীও এই জনসভায় যোগদান করেন।

সংঘের পুঙ্কা থানার সমস্ত বিশিষ্ট কর্মীরা সমবেত হন। প্রায় চারি শতাধিক কর্মী যোগদান করেন। ধাদকীডি গ্রামবাসী কর্মীদের জন্য ব্যবস্থার প্রায় সমস্ত দায়িত্ব বহন করেন—এবং জনসভার ব্যবস্থায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। আশপাশের গ্রামবাসীগণও সহায়তায় সহযোগিতা করেন। সংঘের সচিব উপসংহারে ধাদকীডি গ্রামবাসী ও অন্যান্য সহায়কদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং নানা ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও তাহারা যে সাহসিকতার সহিত সংঘকে সহায়তা দিয়াছেন তজ্জন্য প্রশংসা করেন।

বিবিধ সংবাদ

ব্যয় সঙ্কোচের বহর!

পুরুলিয়া পোষ্টাফিসে পূর্ব্বে নিজস্ব ঠেলাগাড়ী করিয়া ষ্টেশন হইতে ডাক আনা হইত ও ষ্টেশনে ডাক লইয়া যাওয়া হইত। কিছুদিন ধরিয়া দেখা যাইতেছে যে ২।৩টি

রিক্সা করিয়া ডাক আনা নেওয়া হইতেছে। রিক্সা ভাড়া বাবদ লাগিতেছে প্রত্যহ ১৷০ হইতে ২৷০ আনা। কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানাগেল যে ঠেলাগাড়ীটি খারাপ হইয়া পড়িয়া আছে। এখনও মেরামত করা হয় নাই। এই সাত আট মাস যাবত রিক্সা করিয়া ডাক আনা নেওয়ার যা খরচ হইতেছে ঠেলাগাড়ীটি মেরামত করিতে নিশ্চয়ই তাহার কম খরচ হইত। প্রাদেশিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার কমিটি বসাইয়া প্রত্যেক বিভাগের খরচ কমাইতেছেন। ইহা কি তাহারই নমুনা? ধন্য কংগ্রেস সরকার!

শোচনীয় হত্যাকাণ্ড

গত ইং ১৬, ৫, ৫৯ তারিখে ইচাগড় থানার পদড়ি গ্রামের শ্রীবিশ্বনাথ পাত্র মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী সুনীতি বালা দেবী গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পুরুলিয়া হাসপাতালে ভর্ত্তি হন। প্রকাশ বিশ্বনাথ পাত্র এর ছোটভাই তাঁহাকে গুলি করেন ও পরে নিজে আত্মহত্যা করেন। পরদিন হাসপাতালে সুনীতি দেবীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে সুনীতি দেবী সন্তান সম্ভবা ছিলেন।

পুরুলিয়ার পথে ঘাটে কুষ্ঠ রোগীদের অবাধ বিচরণ

কিছুদিন পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বেতারে কুষ্ঠ-রোগী সংক্রামক নহে ও বিশেষ ভয়ের কিছু নাই বলিয়া এক আলোচনা করেন। তাহার পর হইতে দেখা যায় পুরুলিয়ার পথে ঘাটে কুষ্ঠ রোগীদের চলাফেরা বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহারা অবাধে যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতায় সন্মোহিত হইয়া বোধ হয় জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও এবিষয়ে নিষ্ক্রিয় রহিয়াছেন। পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের সম্মুখস্থ মাঠে আবার কুষ্ঠ রোগীরা ভিড় জমাইতেছে। পূর্ব্বে ও এই মাঠে ঐ সব রোগীর দল ছোট ছোট ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছিল। মাঝে তাহাদিগকে ঐখান হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়। এখন আবার তাহাদের আবির্ভাব ঘটিতেছে। পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য বিভাগ ও জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ এবিষয়ে নীরব কেন? তাহাদের কি এ বিষয়ে করণীয় কিছুই নাই? সদর হাসপাতাল ও বাস ষ্ট্যাণ্ডের নিকট-বর্ত্তী স্থান হইতে এই সব কুষ্ঠরোগীদের সরান হইবে ইহাই আমরা অবিলম্বে দেখিতে চাই। মাননীয় স্বাস্থ্য-মন্ত্রী শ্রীঅনাথ বন্ধু রায়কে শুধু বেতারে বক্তৃতা না দিয়া এই কুষ্ঠ রোগীদের সহিত কিছুদিন বাস করিয়া উহা সংক্রামক নহে প্রমান দিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

রবীন্দ্র জয়ন্তী

বেলা স্মৃতি পাঠাগার বিলতোড়া

বিগত ২৬শে বৈশাখ পুরুলিয়া জেলার বিলতোড়া (মধুতটী) গ্রামে বেলা 'স্মৃতি পাঠাগারের, সভ্যগণের উদ্যোগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ৯৯ তম জন্মদিবস প্রতি-পালিত হয়। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। আবৃত্তি ও প্রবন্ধপাঠে অংশগ্রহণ করেন পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ ও আরও অনেকে। পারিতোষিক বিতরণের পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষনে রবীন্দ্র-নাথের বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

হুড়া ব্লকের উপেক্ষিত রাহামদা গ্রাম

হুড়া থানার রাহামদা গ্রাম হইতে শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত জানাইতেছেনঃ—হুড়া থানার অন্তর্গত রাহামদা একটী প্রধানতঃ সাঁওতাল অধ্যুসিত গ্রাম। এ অঞ্চলটীতে আরও, কাড়রুডোবা, দুধপেনা, আড়াল-কোচা, লাউসেনবেড়া, কয়েকটি আদিবাসী গ্রাম রহিয়াছে। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ শস্য হানী ও অজন্মায় জন-সাধারণ আজ নিঃসম্বল। শস্যহানি ও অজন্মার মূল কারণ অনাবৃষ্টি ও সেচনের অভাব। এ অঞ্চলের অধি-বাসীদের চাষোপযোজিত শস্যে দিন নির্ব্বাহ হয় না। বন জঙ্গলের ফলমূল আহরণ করিয়া কোনরূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কিন্তু জঙ্গল সমূহ সরকারী হাতে যাওয়ার পর হইতে দরিদ্র সাঁওতাল ভাইরা ফলমূল হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে। একদিকে যেমন অন্নবস্ত্র অন্য দিকে তেমনি ভয়াবহ জলকষ্ট। এই জলকষ্টের ফলে শস্যহানি তো ঘটেই তা ছাড়াও গ্রীষ্মকালে বহু জীব বহু মানুষ জলাভাবে রাকার জঙ্গলে জীবন হারাইয়া থাকে। এই জলকষ্ট নিবারণ হেতু গ্রামবাসী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে কূপ খননের আবেদন জানাইলে—ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড একটি কূপ মঞ্জুরী করেন কিন্তু নির্দ্দিষ্ট মাপে জল না পাওয়ায় বোর্ড কূপের মঞ্জুরী তুলিয়া লন। পরে হুড়া থানায় কমিউ-নিটি প্রোজেক্টের কাজ সুরু হয়। সেচ ও পানের জন্য বহু বাঁধ কূয়াতে জলের মত অর্থ অপচয় করিয়াও এখানে একটিও পানের বা সেচের জন্য বাঁধ কূয়া মঞ্জুর করা হয় নাই। প্রকাশ একটি কূপ মঞ্জুর করিয়া কূয়াতে জল না পাওয়ায় তাহা কার্য্যকরী করিতে সক্ষম হয় নাই। এখানে কূয়ার দ্বারা গ্রামের জলকষ্ট নিবারণ হইবে না—তাই গ্রামবাসী কর্তৃপক্ষকে বহুবিধ ভাবে আবেদন জানা-ইয়া এ স্থানে একটি বাঁধ নির্মাণের জন্য আবেদন জানাইয়া ছিলেন। বিগত বৎসর (১৯৫৮) জননেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী গ্রামটীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এস, ডি, ও এর নিকট আবেদন জানান, এস, ডি, ও হুড়া ব্লকের মহামান্য বি, ডি, ও কে অবিলম্বে এ গ্রামে একটি টি, আর, দ্বারা বাঁধ খনন করাইবার জন্য জানাইয়া ছিলেন। কিন্তু বি, ডি, ও কর্তৃপক্ষের কথায় কর্ণপাত করিলেন না—সে গ্রামে পদার্পণ না করিয়া স্থানীয় ৬।৭ মাইল দূরে একটি টি, আর, এর কাজ সুরু করিলেন যাহা পুকুরের নামে কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ করিয়াছেন।

আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলিতে পারি হুড়া পুরা থানার মধ্যে এই গ্রামের জলকষ্ট যে ভয়াবহ তাহা আর কোন গ্রামে নাই। সরকারী উন্নয়নের নামে সেচ ও পানের জন্য যে অর্থ অপব্যয় করিতেছেন—এখানে একটি বাঁধ নির্মাণ করিলে অপচয়ের কিছু অংশও কাজে লাগিত। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সে দৃষ্টি নাই নচেৎ একটা থানার জন্য যেখানে অফিসার-

দের বেতন টি, এ বাবৎ মাসিক হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতেছেন—সেই অফিসারসমূহ কেন এ গ্রামকে উপেক্ষায় ফেলিয়া রাখিয়াছেন ইহাই আজ বিচার্য্য। উন্নয়ন বিভাগ হইতে এই গ্রামের জন্য তথা রাকাবের এই আদিবাসী অঞ্চলের জন্য তিনি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? উপর্য্যুপরী দুর্ভিক্ষে মর্ম্মর্ষ জনগণকে কি কাজ দিয়াছেন? কুদংলু, বালিগাড়ার মধ্যবর্ত্তী একটি রাস্তা রাকাব জঙ্গলের মধ্য দিয়া এই রাহামদা আসিয়াছে। এ রাস্তা-টিতে বারমাস গাড়ী এবং লোক জন অহরহ যাতায়াত করিতেছে। তাহাও টি, আর, দেওয়া হয় নাই। আমি অবিলম্বে এবিষয়ে জেলা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জানাই যেন এখানে একটি বাঁধ ও এই রাস্তাটি টি, আর, এর মাধ্যমে কাটাইয়া এখানের জলকষ্ট ও যোগাযোগ তথা দীন দরিদ্র জনসাধারণের জীবন রক্ষা করেন।

পোষ্ট অফিসের গোলযোগে হায়রানি

পুরুলিয়ার শ্রীরঞ্জগিরি সেন জানাইতেছেন— আমার ছোট মামা ২রা মে মারা যান—তাহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া যথাক্রমে ১৬ই মে ও ১৭ই মে সম্পন্ন নিমন্ত্রণ পত্র আমার বড় মামা লিখিত পত্র রাজগ্রাম পোষ্ট অফিস হইতে ১২ই মে প্রেরিত হয় কিন্তু আমি সেই দরকারী পত্র ১৮ই মের পোষ্ট অফিসের স্ট্যাম্পযুক্ত ও ১৯শে মে পাই। পত্র পাইয়া দেখিলাম আমার ছোট মামার শ্রাদ্ধাদিকার্য্য ১৬ই ও ১৭ই মে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই পত্র দেরীতে বিলি হওয়ার জন্য আমি পোষ্ট অফিসে যাই এবং পোষ্ট মাষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি-তিনি জবাব দেন আপনারা যে পত্র দেন তাহার পেছনে পেছনে কি আমি ঘুরিয়া বেড়াইব? আমি সেই জন্য আপনাদের জানাইতেছি যে পোষ্ট অফিসের এই গাফলাতির জন্য দায়ী কে—পোষ্ট মাষ্টার না আমরা জনসাধারণ?

সরকারী সাহায্যের নমুনা

শ্রীমতী প্রেমশশী গোপিনী নাম্নী জনৈকা উদ্বাস্তু জানাইতেছেনঃ—আমি গত মাসে মাকিস সাহায্য ২৲ টাকা পাইয়া আমার পোষ্য সমেত অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে বড়ই কষ্ট পাইতেছি, আমার ৪ জন পোষ্য।

এখানে এখনও দেখা যাচ্ছে, এ, আর, ও মহাশয়ের বিচারে যাহার সংসারে দুইজন পোষ্য তাহাকে মাসিক সাহায্য ২৫৲ টাকা—অথচ আমি অনাথা, বিধবা, আমার উপর এতগুলি পোষ্যের জীবন নির্ভর করে। অতএব আমাকে এই অন্নাভাবের হাতহতে রক্ষা করিয়া, দয়া করিয়া মাসিক সাহায্য সম্বন্ধে, যাহাতে আমরা দু মুঠো অন্ন দিনান্তেও খেতে পারি তাহার ব্যবস্থা করার জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

ডাক ঘরের অভাব

পুরুলিয়া জিলার বরাজার থানার অন্তর্গত শুকুংহুটু একটি গণ্ডগ্রাম। এখানে বহু লোকের বাস। এখানে একটি মিড্‌ল স্কুল আছে। গ্রামটী এই অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে একটি নামকরা স্থান বলিয়া পরিচিত, এই অঞ্চলে যে সমস্ত গ্রাম আছে তুলনায় এই গ্রামের চিঠিপত্র এবং মানী অর্ডার সবচেয়ে বেশী। এই অঞ্চলে ছয়মাইল area ব্যাপী কোন post office নাই। বরাবাজার থানায় বরাভূম মাত্র একটি পোষ্ট অফিস, যাহা এখান হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। মধ্যে কুমারী নদী যাহার ফলে এই গ্রামের তথা অঞ্চলের যোগাযোগে বরষার সময় বিশেষ অসুবিধ ঘটায়। বরাভূম পোষ্ট অফিস হইতে এই গ্রাম তথা অঞ্চলা বিশেষ দূরত্ব বিধায় পোষ্ট-ম্যান সময় মত আসিতে পারে না এবং জনসাধারণও চিঠিপত্র এবং postal সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যাপারে খুবই অসুবিধা ভোগ করে। গণতন্ত্র ভারত দশম বৎসরে পদার্পন করিল। দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষীয় যোজনাও শেষ হইতে চলিল কিন্তু গ্রামাঞ্চল যে তিমিরে ছিল সেই সেই তিমিরেই রহিয়া গেল। গ্রামাঞ্চলের অসুবিধার কথা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষরা বড়ো একটা চিন্তা করেন না। করিলেও তাহা দূরীকরনে যত্নবান হন না। এতে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী দিগকে প্রতি ব্যাপারেই যে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ অঞ্চলে একটি ব্রাঞ্চ পোষ্টাঅফিস একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং সত্বর এই অঞ্চলের শুকুংহুটু গ্রামে একটি ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস খুলিয়া এই অঞ্চলের অধিবাসীদে postl সংক্রান্ত অসুবিধা দূরী করনার্থ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করিতেছি।

বান্দোয়ান থানার কুইলাপাল অঞ্চলের ২১ অধিবাসী জানাইতেছেন :—আমরা অত্যন্ত গ লোক। কোনদিন একবেলা কোনদিন বা উপ দিন কাটাই। গত বৎসর আমরা একদিন কুইলাপা বনে শুকনো ডাল কুড়াইতে গিয়াছিলাম। তা কুইলাপালের ফরেষ্টার মহাশয় কাঠ কুড়ানোর অপ দোষী করিয়া ৷৵০ আনা হিসাবে জরিমানা কর আমরা তাহা দিয়া দিয়াছি। তাহা সত্ত্বেও গত ২৫ তারিখে সাবডিভিজিনাল ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিস হ একখানা নোটিশ পাইয়াছি। তাহাতে জান হইয়াছে যে—আগামী ২১।৫।৫৯ তারিখের সকাল ৬া সময় উক্ত অপরাধের জন্য আমাদিগকে কোর্টে হা হইতে হইবে। আমরা গরীব জনসাধারণ পুরু যাওয়া আসার গাড়ীভাড়া এবং মোকদ্দমা খরচ আমা নাই। যাহাতে আদালত হইতে অব্যাহতি তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

জনৈক উদ্বাস্তু জানাইতেছেন :—গত ১৫।৫।৫৯ তারিখে আমরা এ, আর, ও পরেশ রায়ের দুর্ব্যবহারের ও দুর্নীতি মূলক আচরণের কারের জন্য স্থানীয় মাননীয় ডেপুটী কমিশনারের নি এক লিখিত দরখাস্ত পেশ করিয়াছি।

ঐ দরখাস্তে এ, আর, ও শ্রীপরেশ রায় দুস্থ উদ্বাস্তু সরকার প্রদত্ত ক্যাশ ডোল নিজ মর্জ্জি মত নিজ অনুগ মধ্যে বিলি করিতেছেন। অনেক প্রকৃত উদ্বাস্তু তা কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া হক ক্যাশ ডোল পাইতেছে এ সমস্ত ব্যাপার আমরা ডেপুটী কমিশনারকে, আমা দরখাস্তে জানাইয়াছি। আশা করি তিনি প্রকৃত অ উপলব্ধি করিয়া প্রকৃত উদ্বাস্তরা ক্যাশ ডোল হই বঞ্চিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

হারাইয়াছে

মানবাজার থানার মাকড়কেন্দী গ্রামের (শ্রী কাশীডি) রথেশ্বর মাহাত জানাইতেছেন—মা বাজার থানার মাকড়কেন্দী গ্রামের শ্রীহাড়িরাম মাহা বিগত ৩রা বৈশাখ তারিখের রাত্রিতে গোয়াল হইতে একজোড়া বলদ চুরি হইয়াছে। গরুগুলির উ ১১, ১২ পুরা হইবে, বর্ত্তমানে গরুগুলির মূল্য হইতে ৩০০৲ তিনশত টাকা হইবে, গরুগুলির বর্ণ শিং উর্দ্ধে সোজা তিন চার বৎসরে পুরা। দয়া ক উপরি লিখিত ঠিকানায় সংবাদ দিলে উপকৃত হইব

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
২২শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬—১লা জুন ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য ৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

দুঃসাহসিক প্রকাশ্য ডাকাতির মামলার রায়

বিহার আমলের জনৈক কুখ্যাত হিন্দী প্রচারকের কারাদণ্ড

বিহার আমলে এই সকল সরকারী বেপরোয়া উপদ্রবকারীদের সাতখুন মাপের ব্যবস্থা ছিল

পুরুলিয়ার বিখ্যাত মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী "ক্যালটেক্স" পেট্রোল পাম্পের মালিক শ্রীশিউচরণ লিল্‌হার পুত্র বিহার সরকারের আমলে সরকারের প্রিয় অনুচর হিন্দী প্রচারক শ্রীনন্দলাল লিল্‌হা, এবং ড্রাইভার গফুর মিয়া ও খালাসী নবী মিয়া "পশুপতি" বাস লুণ্ঠন ও ডাকাতির মামলায় অভিযুক্ত হয়। গত ৩০শে মে '৫৯ শনিবার দিন ঐ মামলার রায় বাহির হইয়াছে। ৩৮২।৩৪ আই, পি, সি ও ৩৯৫ ধারায় তাহাদিগকে অভিযুক্ত করা হয়। ৩৮২।৩৪ আই, পি, সি, দণ্ডবিধি আইনে প্রত্যেক আসামীর পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয় এবং ৩৯৫ ধারা হইতে অব্যাহতি পায়। বাসটি মালিককে ফেরৎ দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই চাঞ্চল্যকর মামলার রায় শুনিবার জন্য এইদিনে আদালতে বহু জনতা উপস্থিত হয়। পুরুলিয়ার বিশিষ্ট উকিল শ্রীদোলগোবিন্দ বক্সী ও শ্রীপূর্ণেন্দু সরকার বাদীপক্ষে উকিল ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত এড্‌ভোকেট্ শ্রী এন, সি, ব্যানার্জ্জী বক্তৃতার দিন বাদীপক্ষে বক্তৃতা করেন। আসামী পক্ষ সমর্থন করেন—হাওড়ার বিখ্যাত এড্‌ভোকেট্ শ্রীবরদা প্রসন্ন পাইন এবং তাঁহার পুত্র (উকিল), পুরুলিয়ার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঈশানচন্দ্র মাহান্তী, এবং শ্রীকমল কিশোর দীক্ষিত।

১৭শ বর্ষ ৩৭শ সংখ্যার "মুক্তি"তে ডাকাতির নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছিল—"১৯৫৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর সোমবার রাত্রি প্রায় ৭।০ টার সময় পুরুলিয়ার নিকটবর্ত্তী কাঁসাই নদীর পুলের নিকট পশুপতি বাস নং ৪৪১ বরাবাজার অভিমুখে যাইবার সময় লুণ্ঠিত হয়। ঐ ডাকাত দলের নেতৃত্ব করেন লুণ্ঠিত বাসটির ভূতপূর্ব্ব মালিক পুরুলিয়া "ক্যালটেক্স" নামক পেট্রোল পাম্পের মালিক শ্রীচরণ লিল্‌হার পুত্র বিহার সরকারের অন্যতম হিন্দী প্রচার ও অনুচর নন্দলাল লিল্‌হা। ডাকাত দলের সহিত আগত জনৈক গফুর ড্রাইভার বাসটি ঘুঘাইয়া সমস্ত লগেজ ও মালপত্র সহ পুরুলিয়ার

দিকে চলিয়া যায়। ১৯শে সেপ্টেম্বর '৫৬ তারিখে নন্দলাল লিল্‌হা যখন ডাবু, বি, সি, ৪২৫৯ নং মোটরে পলাইতেছিল তখন পুলিশ তাহাকে বহুকষ্টে গ্রেপ্তার করে ও শ্রী জি. সরনের কোর্টে লইয়া যায়। পুলিশের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে জামিন মঞ্জুর করা হয়। লুণ্ঠিত বি, আর, পি ৪৪১ নং বাসটি পূর্ব্বে নন্দলাল লিল্‌হারই ছিল। কিন্তু সেলট্যাক্স প্রভৃতি বাকীর জন্য বাসটি গভর্মেণ্ট "সিজ" করে এবং পরে তাহা নীলামে বিক্রয় হয়। বরাবাজারের শ্রীমদন মোহন চ্যাটার্জ্জী নীলামে ডাকিয়া লন। পশুপতি বাসের মালিক গোবিন্দরাম কেডিয়া মদন বাবুর নিকট হইতে বাসটী লইয়া এই প্রথম দিন লাইনে বাহির করেন।"

যুবকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে রাহাজানির চেষ্টা ব্যর্থ

ঘটনার ব্যাপারে পুলিশের কারচুপি

রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী নামক জনৈক যুবকের চেষ্টায় একটি রাহাজানির চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, গত ২৭শে মে বেলা ৯॥০ টার সময় শ্রীরবীন্দ্র জনৈক লোকের মারফৎ জানিতে পারে যে দুইজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক একজন গ্রাম্য লোককে ভুলাইয়া সাহেব বাঁধের দিকে লইয়া গিয়াছে। ঐ ব্যক্তির নিকট ৫০০৲ টাকা আছে। সংবাদ পাইয়া রবীন্দ্র সাহেব বাঁধের দিকে যায় এবং হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের নিকট দুইজন গুণ্ডাসহ গ্রাম্যলোকটিকে যাইতে দেখে। এই সময় ভাটবাঁধ ফাঁড়ির দুইজন পুলিশ আসিতেছিল, একজন পোষাক পরিয়া এবং একজন সাদা পোষাকে। ঐ পুলিশদিগকে সমস্ত ব্যাপার বলিয়া রবীন্দ্র তাহাদের সাহায্য চায়। সাদা পোষাক পরিহিত পুলিশটির সহিত যাইয়া গ্রাম্য লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলে সে স্বীকার করে যে তাহার সহিত ৫০০৲ টাকা আছে এবং সঙ্গের দুইজন লোক তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছে। এই সময় গুণ্ডা দুইজন পালাইবার চেষ্টা করিলে বহু ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া তাহারা তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। গুণ্ডাদিগকে পুলিশের জিম্মায় রাখিয়া শ্রীমান রবীন্দ্র সদর থানায় আসিয়া সমস্ত ঘটনা জানায় এবং আরও পুলিশ পাঠাইতে অনুরোধ করে। ইহার পর সে আবার ঘটনাস্থলে যায় এবং উকিল ক্লাবের কাছে পুলিশ দুইজনের সহিত অপর একজন লোককে গল্প করিতে দেখে। গ্রাম্য লোকটিকে সে পুলিশদের সহিত দেখিতে পায় না। কিছুক্ষণ পরে সে আবার ঘটনা স্থলে ফিরিয়া আসিলে পুলিশ দুইজন জানায় যে একজন গুণ্ডা পলাইয়া গিয়াছে। ঐ একজন গুণ্ডাকে সাথে লইয়া তাহারা থানায় আসে। থানায় পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে জনৈক শক্তিবাবু নামে জমাদার ক্রুদ্ধকণ্ঠে তাহাকে বলে "এই কেসের ভিতর তুমি কি জন্য আছ?" উত্তরে রবীন্দ্র জানায় যে একজন নাগরিকের কর্ত্তব্য হিসাবে সে এখানে আসিয়াছে। ইহাতে ঐ জমাদার বলেন "এ কেসের কোন দাম নাই যার টাকা চুরি করবার চেষ্টা হয়েছিল তাকে আন"। রবীন্দ্র বলে যে—ইহা তাহার ডিউটি নয়। পুলিশের ডিউটি তাঁহারাই লোকটিকে খুঁজিয়া আনুন। ইহাতে জমাদারবাবু রাগান্বিত হইয়া তাহাকে কয়েকটি অশ্লীল কথা বলেন। শ্রীরবীন্দ্র ঘটনার সমস্ত বিবরণ স্থানীয় ডি, এস, পি কে জানাইয়াছে।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোদ কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কোন রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাগুরিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্ট্রিক আল্‌সার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গান্ধী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাইয়াছেন। ১।২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৫৲ টাকা। স্পেশ্যাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ; বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

মুক্তি

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার

অপদার্থতার সুপ্রকাশ

গত ২৩শে মে শনিবার হইতে আরম্ভ করিয়া ২৫শে মে সোমবার পর্য্যন্ত তিন দিন ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস রাজনৈতিক সম্মেলন—কলিকাতার বিড়ন স্কোয়ারে মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। এই সম্মেলনে সভানেত্রী ছিলেন—শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী এবং ইহার উদ্বোধন করেন নিখিল ভারত কংগ্রেসের স্থায়ী সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

এই কংগ্রেস সম্মেলনে বহু প্রকার প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছে। বাংলার দাবী যথা ফরাক্কা বাঁধ হইতে আরম্ভ করিয়া বেরুবাড়ী পর্য্যন্ত। নিয়ম মাফিক এই রকম প্রস্তাবগুলি প্রত্যেক বৎসরই গৃহীত হয়—কিন্তু নিয়ম মাফিকই এগুলি বাজে কাগজের সামিল হইয়া প্রস্তাব গ্রহীতাদের উপহাস করিতে থাকে। কেহই ইহার কোন মূল্যই দেয় না—কংগ্রেস গবর্মেণ্টও না বা জনসাধারণেও না। যেমন ধরা যাক ফরাক্কা বাঁধ। ইহা না হইলে বাংলা শ্মশানে পরিণত হইবে। ইহার প্রয়োজনীয়তা আজ প্রায় ৬০।৭০ বৎসর পূর্বে বৃটিশ সরকারের ধুরন্ধরেরাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ভারত স্বাধীন হইবার পরে বাংলার অনেক কংগ্রেস সম্মেলনেই (জনসাধারণের দাবীর কথা ছাড়িয়াই দেওয়া হইল) জোর বক্তৃতায় গৃহীত হইয়াছে—কিন্তু হইল কি? বাংলার পরিবর্তে ইহা বিহারে মোকামাতে 'রাজেন্দ্র ব্রীজ' নামে তৈরী হইল—তাহার উদ্বোধন করিলেন জহরলাল। গঙ্গার উপরে শুধু বিহারে কেন রাজমহল হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গোত্রী পর্য্যন্ত পাঁচ হাত অন্তর এক একটা পুল হোক আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু বাংলার গঙ্গা শুকাইয়া যাইতেছে—কলিকাতার বন্দর, কলিকাতা সহর তথা সমস্ত বাংলা বিপদের মুখে—যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার মতো ইহা সর্বাগ্রে করা উচিত ছিল। মোকামা এবং ফরাক্কা যদি দুইটীই এক সঙ্গে করা হইত কোন কথা ছিল না—কিন্তু ইহার দুইটীর একটীকে যদি অগ্রাধিকার দিতে হয় তাহা হইলে শুধু বাংলার নয় সমস্ত ভারতের জাতীয় ও ব্যাপক স্বার্থে—মোকামা পরে করিয়া আগে ফরাক্কা করা উচিত ছিল। কিন্তু মোকামাই আগে হইল। কারণ কর্তাদের কাছে জাতীয় স্বার্থ বলিয়া কিছু নাই। দেশটা ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের—রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাষ্ট্রপতি সুতরাং দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞের সুপারিশ, সাবধান বাণী সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া মোকামাতেই আগে পুল করিতে হইবে। চুলায় যাক বাংলা—আর চুলায় যাক্ ভারতবর্ষ!

বেরুবাড়ী! দিল্লীর কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী রাজনৈতিক মহলে একটা কথা বিশেষ ভাবে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—নেহেরুতন্ত্র বা জহরতন্ত্র। নেহেরুতন্ত্রটাই বেশী প্রচলিত। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের কংগ্রেস গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল—স্বাধীনতার পরে কংগ্রেস তাহার একটা বিলাতী কাঠামো করিয়া তাহাকে পার্লিয়ামেণ্টারী আমলাতন্ত্রে রূপায়িত করিল। এই আমলাতন্ত্রের প্রধানরা প্রদেশ ও কেন্দ্রে স্বস্ব ক্ষেত্রে তন্ত্রধারক। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিতই হয় নাই সুতরাং ইহার অস্তিত্ব লইয়া বিতণ্ডা নিরর্থক। পাঁচ বৎসর অন্তর একবার ভোট দিলেই গণতন্ত্র হয় না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—গণতন্ত্র কোথাও নাই। বাংলায় বিধানতন্ত্র, বিহারে শ্রীকৃষ্ণতন্ত্র, উড়িষ্যাতে মহাতাবতন্ত্র, বোম্বাইতে চ্যাবণতন্ত্র প্রভৃতি প্রভৃতি এবং কেন্দ্রে নেহেরুতন্ত্র। ভারতের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ বেরুবাড়ী—কাহারও সঙ্গে কথা নাই, বার্ত্তা নাই—পাকিস্তানের নুন সাহেব আসিলেন—জহরলাল তাহাকে বেরুবাড়ী দান করিলেন। লোক সভার সম্মতি অসম্মতি? হায়রে, গান্ধীজীর উত্তরাধিকার সূত্রে জহরলাল যে ভারতবর্ষের মালিক! লোক সভার কংগ্রেসী দল হাঁ করিবার জন্য দুই হাত তুলিয়াই আছে। সংবিধানে যদি ক্ষমতা না থাকে—সংবিধানই বদলান হইবে। হায়রে বাংলার কংগ্রেসী রাজনীত! জহরতন্ত্রে বিকাইয়া বসিয়া আছ! কীই বা তোমাদের প্রস্তাবের মূল্য! ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ির বাহিরে হয়ত যদি কোন মূল্য তোমরা নিজেদের তাগিদে সৃষ্টি করিতে পারিতে তবে মোকামায়

'রাজেন্দ্রব্রীজ' হইবার আগে বাংলায় "ফরাক্কা ব্যারেজই" হইত—বেরুবাড়ীকে দান করিবার মতো দুঃসাহস জহরলালের হইত না—আরও অনেক কিছু যাহা হইয়াছে ও হইতেছে তাহা হইতে পারিত না।

বাংলা কংগ্রেসের এই সব রাজনৈতিক সম্মেলনের—বাংলার জনসাধারণের স্বার্থের দিক দিয়া কোন মূল্যই নাই। তবে একদিক দিয়া অবশ্যই মূল্য আছে—তাহা হইতেছে ইহারা কতদূর অপদার্থ তাহা এই সম্মেলনের মধ্য দিয়া সুপ্রকাশ হয়। বাংলার জনসাধারণ এখনও বহুক্ষেত্রে 'রজ্জুকে সর্পভ্রম' করিয়া খানিকটা ভ্রান্ত হইয়া আছে। এই সম্মেলনগুলি রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই দেখায়। বাঙ্গালী ইহা বছরের পর বছর দেখিয়া চলিয়াছে—এখনও কি ব্যবস্থা করিবার মতো দৃষ্টি খোলে নাই?

———০———

অহিংস গুণ্ডামী

কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে কলিকাতায় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া উদ্বোধনের জন্য আনা হয়। প্রাদেশিক সম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী ও অন্যান্য কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দও ছিলেন। বিরাট শোভাযাত্রা—আগে ও পিছনে কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবক দল। কিন্তু দেখা গেল একদল লোক 'কংগ্রেসের সংস্কার চাই' ইত্যাদি লিখিত পোষ্টার লইয়া মুখে ঐগুলি ধ্বনি করিয়া চীৎকার করিতে থাকে এবং ইন্দিরা গান্ধী, সুচেতা কৃপালনি প্রভৃতির গাড়ীর মধ্যে ডাণ্ডা সহ এই সমস্ত পোষ্টার ছুঁড়িয়া মারিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন স্থানে অবাঙ্গালী শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরাও ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ কেহই কোনরূপ আঘাত পান নাই।

এই দিনই বিকালে বিডন স্কোয়ারে রাজনৈতিক সম্মেলন উদ্বোধনকালে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে—"এই রাজ্যের কংগ্রেসসেবীদের একাংশের লক্ষ্য আত্মকলহে নিবদ্ধ রহিয়াছে—আজই আমি ইহার কিছু নমুনা দেখিয়াছি। এই ভাবে আত্মকলহে শক্তির অপচয় না করিয়া উহা দেশগঠন কার্য্যে ব্যবহার করা উচিত।"

দ্বিতীয় দিন রবিবারে প্রাদেশিক সম্মেলনীর পূর্ণ অধিবেশন হইতেছে। প্রস্তাবের পর প্রস্তাব আসিতেছে আলোচনা হইতেছে বক্তৃতা হইতেছে। একটী প্রস্তাব একদল লোক খুব চীৎকার করিয়া সমর্থন করে—প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যাহারা বলিতে যায় ইহারা নাকি তাহাদের চীৎকার করিয়া বাধা দিতে থাকে। সভানেত্রী বিরক্ত হন। তিনি বলেন—"বাংলাদেশে যাই হোক না কেন তাতেই দেখছি গোলমাল না হলে আর হয় না।" যাহাদের এই আলোচনা ভাল না লাগে তাহাদের তিনি সম্মেলন হইতে চলিয়া যাইতে বলেন।

বাস! ইহার পরেই সভামণ্ডপে হট্টগোল, ধ্বস্তাধ্বস্তি, ছুটাছুটী এবং লাঠালাঠীও হইতে থাকে। ঝড়ের পরে দেখা যায় প্রায় বারোজন ব্যক্তি আহত—তার মধ্যে দুই জনের অবস্থা সাংঘাতিক। ইহারা প্রায় সকলেই কংগ্রেসী। এক কংগ্রেসী আর এক কংগ্রেসীর মাথায় লাঠী ভাঙ্গিয়াছে।

শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ আসিল। কয়েকজনকে নাকি গ্রেপ্তারও করিয়াছে।

কংগ্রেসে দলাদলি, ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্ব, কংগ্রেসের সংস্কার প্রভৃতি—কোন উদ্দেশ্যে কি কারণে ইহা হইয়া গেল তাহা লইয়া মাথা ঘামান নিরর্থক। কারণ কংগ্রেস যে পথে চলিয়াছে ইহা তাহার স্বাভাবিক পরিণতি। যে রাজনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেবল ক্ষমতালাভ ও তজ্জনিত প্রসাদ লুণ্ঠন, সে রাজনীতি গুণ্ডামীতে পর্য্যবসিত হইবেই। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগের কংগ্রেস এই গুণ্ডামীতেই ট্রেনিং লইয়াছে—কাজেই নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগির ব্যাপার লইয়া যখন মতভেদ হয় তখন গুণ্ডামী দ্বারাই সে সমস্যার সমাধান ছাড়া অন্য কোন পথ থাকে না।

কংগ্রেসের এই সমস্যা দেশবাসীর সমস্যা নয়। দেশের সমস্যা হইল—ইহারাই দেশের শাসন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছে আর দেশবাসী ইহাদের ভোট দিয়া পাঠাইয়া গুণ্ডার লাঠিতে নিজেদের মাথা ফাটাইয়া ইহাদের কাছেই ব্যাণ্ডেজের কাপড় চাহিতেছে। বাংলা দেশের মানুষেরা কি সব ধৃতরাষ্ট্র হইয়া বসিয়া আছে?

———

বিহারে অবস্থিত বাংলাভাষী অঞ্চলসমূহে বাংলা ভাষা বিলোপ সম্বন্ধে লোকসভার লোক সেবক সংঘের সদস্যের কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত যোগাযোগ

বিহারে অবস্থিত মানভূমের অংশ চাণ্ডিল, ইচাগড় পটমদা প্রভৃতি অঞ্চল সম্বন্ধে বিহার সরকার সমস্ত ক্ষেত্রে হিন্দী চাপাইবার যে অবাঞ্ছনীয় নীতি প্রয়োগ করিতেছেন সে সম্বন্ধে মুক্তিতে বিবরণ ও ব্যাখ্যাদি পূর্ব পূর্ব সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে। এই অঞ্চলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিহার গবর্মেণ্টের হিন্দী চাপাইবার নীতির বিভীষিকার সহিত মানভূমবাসী বিশেষভাবেই পরিচিত। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ব্যাপার যাহা করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে তাহা—চাষীবাসী জনসাধারণের জমি জমা সংক্রান্ত সমস্ত রেকর্ড হিন্দীতে রূপান্তরিত করা। এবিষয়ে লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত এম, পি, বিহারের রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন; সহস্র সহস্র গ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে বহু আবেদন বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট লোক সেবক সংঘের পরিচালক শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষের মারফত পাঠান হয়। এবিষয়ে শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীর নিকট চিঠিও লেখেন।

এই পরিস্থিতিতে লোক সভার শ্রীসদস্য বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডল এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য কেন্দ্রীয় কমিটীর সহিত যোগাযোগ করিয়া এই বিষয়ে প্রতিকারের জন্য তাহাদের অবহিত করিতে সচেষ্ট হন। পরিস্থিতি বিবৃত করিয়া এবং জনসাধারণের দাবীর উল্লেখ করিয়া বিভূতিবাবু ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের নিকট যে সমস্ত বিবরণ জানান তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল:—

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট চিঠি ও তাহার বিবরণ

১। বঙ্গভুক্তির পূর্বে ও পরে সমগ্রভাবে মানভূম জিলার জনসংখ্যা, ভাষা প্রভৃতির বিবরণ দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, সম্পূর্ণ বাংলাভাষী জিলায় জোর করিয়া হিন্দী চাপাইবার ইতিহাস সকলেরই জানা আছে। এখন মানভূম জিলা তথা পুরুলিয়া মহকুমার যে অংশ বিহারে রহিয়াছে সেখানে অধিবাসীদের উপর বিহার গবর্মেণ্ট যে আক্রমণাত্মক কার্য্যক্রম চালাইয়াছে তাহাতে তাহাদের দুর্দ্দশা আরও বাড়িয়া চলিয়াছে।

২। চাণ্ডিল, ইচাগড়, পটমদা থানার প্রায় দুই লক্ষের উপর অধিবাসী—সমস্তই বাংলাভাষী। তাহাদের দলিল পত্র জমি জমা সংক্রান্ত সমস্ত পড়চা খতিয়ান আবহমান কাল হইতে একমাত্র বাংলা ভাষাতেই আছে। এই সমস্ত হিন্দীতে রূপান্তরিত করিবার জন্য যে অবাঞ্ছনীয় প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহাতে রায়ত ও জনসাধারণের যে অবর্ণনীয় ক্ষতি ও অসুবিধা দেখা দিয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হইয়াছে যে—এই ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে দস্তুরমতো ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে।

৩। এই অঞ্চলে জমি জমার রেকর্ড হিন্দীতে হইলে তাহাতে রায়তদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইবে। ইহার পশ্চাতে যুক্তি বলিয়া কোন কিছু নাই। এই অঞ্চলের রেকর্ড যদি বাংলাভাষাতেই থাকে তবে তাহা কি হিসাবে বিহার কংগ্রেস গবর্মেণ্টের ক্ষতিকর হইবে এবং জোর করিয়া হিন্দী চাপাইয়া লক্ষ লক্ষ কৃষক ও জনসাধারণকে বিপদে ফেলিয়া কংগ্রেস গবর্মেণ্টের কি লাভ হইবে—তাহা ধারণার অতীত।

৪। প্রায় ৬০ খানির উপর, বিভিন্ন গ্রামের গ্রামবাসীরা বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট দরখাস্ত করিয়া তাহাদের জমি জমার রেকর্ড বাংলাতেই করিতে অনুরোধ করিয়াছে। জোনাল কাউন্সিলের নিকটও আবেদন করা হইয়াছে। বিহারের রাজস্ব মন্ত্রীর সহিত দেখা করা হইয়াছে। কিন্তু কিছুই হয় নাই। জনসাধারণ তাহাদের সম্পত্তি নিরাপত্তা সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে।

৫। সংবিধানে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার যে বিধান রহিয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া কোন লাভ নাই। দেখা যাইতেছে যে তাহা বহু পূর্বেই কেবল কাগজ

কলমেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে সীমা কমিশনের সুপারিশ, কেন্দ্রীয় নেতাদের সময় সময় প্রতিশ্রুতিতে মনে হইয়াছিল যে, অবস্থার কিছু উন্নতি হইবে—কিন্তু অবনতিই হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ মনে করিতেছে—ইহা তাহাদের জীবনে সর্বাপেক্ষা অধিক বিপর্য্যয় সৃষ্টি করিবে।

৬। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিহার গবর্মেণ্ট সংখ্যালঘু অহিন্দীভাষীদের উপর হিন্দী চাপান সম্বন্ধে সর্বদাই সংবিধানের বিধান উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে; কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের নির্দ্দেশেরও কোন মূল্য কোন দিন তাহারা দেয় নাই। রাজ্য পুনর্গঠনের পরে, সীমা কমিশনের সুপারিশ যাহা কেন্দ্রীয় সরকারও সমর্থন করিয়াছিল—তাহার ফলে আশা হইয়াছিল যে বিহার সরকার তাহার নীতি পরিবর্ত্তন করিবেন—কিন্তু অবস্থা পূর্বের চেয়েও খারাপ হইয়াছে।

৭। পূর্ব্বে জোর করিয়া হিন্দী চাপাইবার চেষ্টা হইলেও চাণ্ডিল ইচাগড় প্রভৃতি অঞ্চল মানভূমের অংশ বিধায় এবিষয়ে সমগ্র জিলার প্রতিরোধের ফলে তাহা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু জিলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে এই অঞ্চলে শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দীর নির্মম আক্রমণ চলিতেছে। সরকারী সার্কুলার প্রভৃতি হয়ত অনেকটা নির্দ্দোষ বলিয়া মনে হইবে—কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্য্যের ফলে এই অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষা বাংলায় পাওয়া অসম্ভব হইয়াছে।

৮। সমস্ত প্রাথমিক স্কুলের বাঙ্গালী শিক্ষকদের হিন্দী ট্রেনিং লইতে বাধ্য করা হইতেছে; বাংলা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি হিন্দীতে পরিণত করিবার জন্য চাপ দেওয়া হইতেছে। যেখানে বাংলা স্কুল আছে, সেখানে তাহারই পাশে একটি হিন্দী স্কুল খুলিয়া বিশেষ সুবিধা দিয়া বাংলা স্কুলটীকে উঠাইবার চেষ্টা করা হইতেছে অথবা তাহাকে হিন্দী করিতে বাধ্য করা হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ—চাতরমা, সীমা, গুণ্ডা প্রভৃতি গ্রামে বরাবর যে বাংলা স্কুল ছিল তাহা এই ভাবেই হিন্দী করা হইয়াছে। মাকুলা গ্রামের বাংলা স্কুলটী বহু দিন বহু চেষ্টা করিয়াও অনুমোদন পায় নাই। হিন্দীতে বাধ্য করিবার জন্যই অনুমোদন দেওয়া হয় নাই —কিন্তু যখনই হিন্দী করা হইল অনুমোদন পাইয়া গেল।

এই অঞ্চলে বাংলা স্কুলের কোন ভবিষ্যৎ নাই। নূতন স্কুলের কথাতো দূরের কথা—সরকার সৃষ্ট সমস্যার তাড়নায় যেগুলি আছে সেগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থা চলিলে কিছু দিনের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষী অধিবাসীদের শিক্ষার জন্য বাংলাভাষায় কোন স্কুলের অস্তিত্ব থাকিবে না। চাষ চন্দনকিয়ারী ধানবাদ, ধলভূম প্রভৃতি স্থানের ঐ একই অবস্থা।

১০। আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, এই সব অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আনিলে তাহারা বিহার গবর্মেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দেন, আর তাহারা বলেন যে এসব সত্য নয়, আর তাহাই গৃহীত হয়। ঘটনা, প্রমাণ ক্ষেত্রের অবস্থা প্রভৃতির কোন মূল্যই থাকে না—লোকে কোন প্রতিকার পায় না।

১১। রাজ্যে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার জন্য সংবিধানে বিধান আছে সুতরাং এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট হইতে কেন তদন্ত করা হইবে না? লোকের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের বিরুদ্ধে এবং ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অভিযোগ প্রতিকারের বিরুদ্ধে যে অপচেষ্টা চলিয়াছে তাহার তদন্তে কোন্ দিক দিয়া আপত্তি থাকিতে পারে? সীমা কমিশনের রিপোর্টের পরে—ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য এক একটী স্থায়ী কমিটী—আঞ্চলিক কমিটী (জোনাল কাউন্সিল) হইয়াছে। কিন্তু অবস্থা যদি এইরূপই চলে তবে এগুলির কি মূল্য আছে?

১২। এবিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার। ইহা জনজীবনে একটা অত্যন্ত গুরুতর প্রশ্ন। বিহারের রাজ্য গবর্মেণ্ট নিজেই এই অনাচার করিয়া চলিয়াছে। ভারতবর্ষে কি এমন কোন শক্তি নাই, যে এই সমস্ত ব্যাপারের প্রতিরোধ ও প্রতিকার করিতে পারে? এবং ভাষাগত সংখ্যালঘু—তাহারা ভারতে যে যেখানেই থাকুক না কেন—তারা নিজেদের ভাষা, কৃষ্টি এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে?

* * *

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থকে উক্ত চিঠি লেখা হয় এবং তাহার উত্তরে তিনি বিভূতিবাবুকে এক চিঠিতে জানান যে (মার্চ্চ ২৪)—

"আমি এই সমস্ত বিষয় বিহারের মুখ্য মন্ত্রীর নিকট উপস্থিত করিতেছি, এবং আমি বিশ্বাস করি যে আপনি যে সমস্ত প্রশ্ন উঠাইয়াছেন তাহা তিনি বিবেচনা করিবেন।"

ইহার উত্তরে বিভূতিবাবু ৯ঠা এপ্রিল তারিখে তাহাকে লেখেন যে—

"বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই আপনি এবিষয় উপস্থিত করিয়াছেন। আপনি অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি যে, এবিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে?"

ইহার উত্তরে তিনি চিঠিটির প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং আর কিছু লিখেন নাই।

ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্র বিভাগের অধীনস্থ 'ভাষাগত সংখ্যালঘু কমিশনার' (কমিশনার ফর লিঙ্গুইষ্টিক মাইনরিটি ইন্ ইণ্ডিয়া) ২৮শে এপ্রিল তারিখের এক পত্রে বিভূতি বাবুকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন—

মহাশয়,

আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট ১৯শে মার্চ তারিখে যে চিঠি লিখিয়াছেন এবং তাহার সহিত বিহারের বাংলা-ভাষী অঞ্চলের অবস্থা সম্বন্ধে যে নোট দিয়াছিলেন—সে বিষয়ে আপনাকে জানাইতেছি যে—বিষয়টি—বিহার গবর্মেণ্টের বক্তব্য জানিবার জন্য তাহাদের নিকট পাঠান হইয়াছে (the matter has been taken up with the State Govt. of Bihar for their comments.) বিহার গবর্মেণ্টের নিকট হইতে উত্তর পাইলেই আপনাকে জানান হইবে।

রেলওয়ে সংক্রান্ত পুরুলিয়া জেলার দাবী সম্বন্ধে
লোক সেবক সংঘের প্রচেষ্টায় বাংলার সদস্যদের সহযোগিতা

রেলওয়ে সংক্রান্ত জিলার দাবী সমূহের মধ্যে পুরুলিয়া-বেগুনকোদর ছোট লাইন উঠাইয়া না দিবার বিষয়ে শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত কর্তৃক উত্থাপিত দাবীকে বাংলার দলমতনির্বিশেষে লোকসভার সদস্যগণ এবং বাংলা গবর্মেণ্টও সমর্থন করিয়াছিলেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে বিভূতি বাবুর সভাপতিত্বে পুরুলিয়াতে সর্ব্বদল সম্মেলনে ও জনসভায় ছোট লাইন উঠাইয়া দিবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার নকল বাংলার মুখ্য মন্ত্রী এবং শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীকে পাঠান হয়। উভয় মন্ত্রীই তাহাকে জানান যে এ বিষয়ে তাহারাও অবহিত হইতেছেন।

ফেব্রুয়ারী মাস হইতে দিল্লীতে লোক সভার বাজেট অধিবেশনে রেলওয়ে সম্বন্ধে বক্তৃতায় বিভূতি বাবু এই রেল লাইন উঠাইয়া দিবার বিরুদ্ধে বলেন। অতঃপর তিনি বাংলা হইতে নির্ব্বাচিত দলমত নির্বিশেষে লোক সভার সদস্যদের অধিকাংশকে সমস্ত পরিস্থিতি বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন। তাহারা এ বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য করিতে সচেষ্ট হন। পরামর্শ দাতা কমিটীর অধিবেশনের পূর্ব্বে বিভূতি বাবু এই সম্বন্ধে একটী বিস্তারিত নোট তৈরী করিয়া রেলওয়ে বোর্ড ও মন্ত্রীকে দেন। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারমেনের সহিতও তাহার আলোচনা হয়।

পরামর্শদাতা কমিটীর অধিবেশনে এই ছোট লাইন এবং লোকোশেড উঠাইয়া দিবার বিরুদ্ধে বিভূতি বাবু যে সমস্ত যুক্তি ও তথ্য উপস্থিত করেন তাহা লইয়া কমিটিতে উপস্থিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের সহিত তাহার বিতর্ক হয়। কমিটীর বৈঠকে উপস্থিত সদস্য শ্রীত্রিদিব কুমার চৌধুরী (আর, এস, পি) এবং শ্রীসতীশ চন্দ্র সামন্ত (কংগ্রেস, মেদিনীপুর) এসম্বন্ধে বিশেষভাবে জোর দিয়া নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করেন। এই সকল প্রচেষ্টা ও এই সম্মিলিত দাবীকে—রেলওয়ে মন্ত্রী মহাশয় উপেক্ষা না করিয়া তিনি এই লাইনটী উঠাইয়া দেওয়া হইবে না বলিয়া আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দেন।

সুতাবই গ্রামে জমিদারের অমানুষিক অত্যাচার

কাশিপুর থানার সুতাবই গ্রামটীর প্রায় সমস্ত অধিবাসীই অত্যন্ত গরীব। গ্রামে যে জমিদার আছেন তিনি সেখানে অবাধে যথেচ্ছাচার করিয়া আসিতেছেন। অবস্থা দৃষ্টে ইহাই মনে হয় যে এই গ্রামটীর চৌহদ্দির মধ্যে সরকারী শাসনের প্রবেশাধিকার নাই।

গত ২০শে মে বুধবার গ্রামের একটী নিরীহ ও অত্যন্ত দরিদ্র প্রজা শ্রীপ্রভাকর গরাঞ গ্রামের জমিদারের অর্দ্ধশুষ্ক প্রায় সায়রে বেলা আন্দাজ ১২টার সময় যখন কাড়া (মহিষ) ধোয়াইতে ছিল (এই বাঁধটীতে সকলেই গরু কাড়া ধোয়াইয়া থাকে। গ্রামে স্নান ও পানীয়ের জন্য আলাদা বাঁধ আছে) তখন জমিদারবাড়ী হইতে জমিদারের পুত্র শ্রীপঙ্কজ গোস্বামী এবং তাহাদের একজন সিপাহী (পুলিশ সিপাহী নহে) তাহাকে ডাকিয়া ও ধরিয়া জমিদার বাড়ীতে লইয়া আসে। তাহাকে আনিয়া জমিদার বাড়ীর বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া এমন অমানুষিক ভাবে প্রহার করা হয় যে, সে প্রায় অজ্ঞান হইয়া যায়। প্রকাশ যে, একটী পেরেক বিদ্ধ বাঁশ দিয়া তাহাকে প্রহার করা হইয়াছিল এবং বাঁশের পেরেক তাহার সমস্ত শরীর ক্ষত বিক্ষত ও রক্তাক্ত করিয়া তোলে। তাহার করুণ আর্ত্তনাদে কয়েকজন গ্রামবাসী জমিদার বাড়ীতে যায়—কিন্তু দরজা বন্ধ থাকে। প্রহার করিয়া তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া দরজা খোলা হয়। গ্রামের লোক তাহাকে কোন ক্রমে বাড়ীতে লইয়া আসে।

নিকটস্থ গৌরাঙ্গডির ডাক্তার আসিয়া তাহার অবস্থা গুরুতর দেখেন। তাহাকে কাশিপুর থানায় আনা হয়। থানা হইতে তাহাকে পুরুলিয়া হাসপাতালে পাঠান হয়। আহত প্রভাকর গরাঞ এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে।

এই ব্যাপারে গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে—ক্ষোভ ও ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। গত ২৬শে মে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীপ্রমথ নাথ ব্যানার্জির সভাপতিত্বে সর্ব্বশ্রেণীর গ্রামবাসীর এক জনসভার অধিবেশন হয়। এই সভাতে লোক সেবক কর্ম্মী শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ চৌধুরী শ্রীলেভু মাঝি এম, এল, এ ও শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত এম, পি উপস্থিত থাকেন। এই অত্যাচারের সংবাদ ইঁহাদিগকে জানান হইয়াছিল বলিয়া ইহারা তথায় যান। এবং ইহারা এই ঘটনার সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে বিশেষভাবে তদন্ত করেন। জনসভায় এই বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া এবং এই অমানুষিক অত্যাচারের নিন্দা করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবের নকল পুরুলিয়ার ডেপুটী কমিশনার, এস, ডি ও এবং পুলিশ সাহেবের নিকট পাঠান হইয়াছে। জনসভায় শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ চৌধুরী বক্তৃতা করেন। গ্রামবাসী সকলে মিলিতভাবে এইরূপ অত্যাচারের প্রতিকারার্থে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছেন।

পণ্ডিত পন্থ কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ হইতে অবসর লইবেন ?

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ বল্লভ পন্থ কিছুদিন হইল খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি আরোগ্য লাভ করিলেও প্রকাশ যে চিকিৎসকগণ তাহাকে গুরুতর পরিশ্রমের কাজ হইতে বিরত থাকিতে পরামর্শ দিয়াছেন। দিল্লীর বিশিষ্ট মহলে জোর গুজব এবং ইহা কোন কোন দিল্লীর পত্রিকাতেও প্রকাশিত হইয়াছে যে, পণ্ডিত পন্থ আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী না থাকিয়া কোন দপ্তরের ভার না লইয়া ডিপুটী প্রাইম মিনিষ্টার হিসাবে থাকিবেন। প্রকাশ যে, এখন নাকি তাঁহার নূতন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্য খোঁজ চলিতেছে। এই সম্পর্কে বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রীর নাম শোনা যাইতেছে।

বিবিধ সংবাদ

উড়িষ্যায় কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা :—

গত ২২শে মে শুক্রবার উড়িষ্যায় কংগ্রেস দলের নেতা ডাঃ মহাতাবের নেতৃত্বে কংগ্রেস ও গণতন্ত্রপরিষদের কোয়ালিশন মন্ত্রীমণ্ডলী রাজ্যপালের নিকট শপথ গ্রহণ করেন। তিনজন সদস্য লইয়া এই মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। ডাঃ মহাতাব ব্যতীত অপর দুইজন সদস্য হইতেছেন গণতন্ত্র পরিষদের নেতা শ্রী আর, এন, সিংদেও ও বিদ্রোহী কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার উন্নয়ন সচিব শ্রীরাধানাথ রথ। গত সাধারণ নির্ব্বাচনে উড়িষ্যা বিধান সভার মোট ১৪০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র ৬৭টি আসন দখল করিয়া ৫ জন ঝাড়খণ্ডী সদস্যের সমর্থনে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠন করিতে সমর্থ হয়। নিজেদের আত্মকলহে এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ঐ সংখ্যা কমিয়া কিছু দিনের মধ্যেই কংগ্রেসের সংখ্যা ৫৬তে দাঁড়ায়। বর্তমানে আরও কয়েকজন সদস্য তাঁহাদের পদত্যাগ পত্র পেশ করিয়াছেন—কিন্তু তাহা গৃহীত হয় নাই। এইরূপ শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়িয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহাতাব গণতন্ত্র পরিষদের নেতাদের সহিত সন্ধি করিয়া উড়িষ্যায় কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনে উদ্যোগী হইয়াছেন। গণতন্ত্র পরিষদের নেতারা উড়িষ্যার অধুনা-বিলুপ্ত সামন্তরাজ্য সমূহের স্বৈরতন্ত্রী শাসক সম্প্রদায়। সে সব রাজ্যে গণতন্ত্র ছিল অনাদৃত, অবহেলিত। শাসক সম্প্রদায় ছিল স্বেচ্ছাচারী, ইংরাজের তাঁবেদার। ১৯৪৮ সালে ঐ শাসক সম্প্রদায়ের পরিচালনায় গণতন্ত্র পরিষদ দল গঠিত হয় এবং গত সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস অপেক্ষা মাত্র কয়েকটি আসন কম লাভ করে। বর্তমানে কংগ্রেস-গণতন্ত্র পরিষদ কোয়ালিশন দল ১১১ জনের সমর্থন লাভ করিবে বলিয়া আশা প্রকাশ করিতেছে।

কংগ্রেসী এম, এল, এর কীর্ত্তি—

সংবাদে প্রকাশ, মুর্শিদাবাদ জিলার কংগ্রেস দলীয় জনৈক বিধান সভার মুস্লিম সদস্য উদ্বাস্তুদের সাহায্যের নামে বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং পাকিস্থানে বসবাসকারী নিজ আত্মীয়দিগকে উদ্বাস্তু সাজাইয়া প্রচুর অর্থ দেওয়া করাইয়াছেন। বীরভূমের জেলে বসিয়াও ইহার একজন আত্মীয় উদ্বাস্তুদের নামে টাকা পাইতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

পাকিস্থানের স্বর্ণ চোরাকারবারী কাশিম ভাট্টি—

পাকিস্থানের বিখ্যাত স্বর্ণ চোরাকারবারী বলিয়া বর্ণিত জনৈক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া পাকিস্থান পুলিশ

সামরিক আদালতে হাজির করিয়াছে। সামরিক আদালতের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া কাশিম ভাট্টি আদালতে একটি মৌখিক বিবৃতি দিয়াছে। তাহাতে প্রকাশ যে, সে কয়েকবারই এই বে-আইনী ব্যবসা ছাড়িয়া দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রত্যেকবারই পুলিশ, শুল্ক ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীরা তাহাকে চোরাকারবার চালাইয়া যাইবার জন্য চাপ দেয়। ইহা ছাড়াও পাকিস্থানের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ফিরোজ খাঁ, সুরাবর্দ্দি ও প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জ্জাও তাহাকে পরোক্ষভাবে চাপ দিয়া চোরাকারবার করিতে বাধ্য করিয়াছেন।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

হরিজনদের প্রতি সবাই বিরূপ

ঝালিদা থানার তুলিন হইতে হারাধন ঘাসী, সনাতন ঘাসী, শম্ভুনাথ ঘাসী প্রভৃতি জানাইতেছেন—ঝালিদা থানার এম, এল, এ দেবেনবাবু আমাদের ন্যায্য দাবী একটী কুয়া দিবেন কথা দিয়াও ভুলিয়া গিয়াছেন। আমাদের ঘাসি পাড়ায় কোনও কুয়া নাই। বর্ণশ্রেষ্ঠগণ তারা তাদের কুয়া হইতে জল তুলিতে দেন না। বাঁধের দূষিত জল, এমন কি গ্রামে কলেরা হইলেও ঐ বাঁধে কাপড় চোপড় ধোয়া হইলেও বাধ্য হইয়া আমাদের ঐ জল পানীয় জল রূপে ব্যবহার করিতে হয়।

বিহার সরকারে কুয়ার ব্যাপারে বহুবার দরখাস্তের পর টাকা মঞ্জুর করিয়াও কেন যে আজ পর্য্যন্ত কুয়া হইল না জানি নাই।

তারপর তুলিন গ্রামের স্বর্গীয় রাসবিহারী সেন মহাশয় (মুখিয়া) এবং শরণক শ্রীযুক্ত শিবরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং সেই সঙ্গে বেজস সরকারের হাকিম সাহেব একজন আমাদের কুয়া এবং যে সকল ঘর ভাঙ্গিয়া

গিয়াছে তাহা মেরামত জন্য ব্যবস্থা করিবেন কথা দিয়া গেলেন; পরে গফুর মিয়া ও বাটলু গ্রাম সেবক ইহারা পরে আসিয়া আমাদের নাম লিখিয়া গেলেন তাহাও যে কোথায় আটক পড়িল আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। বৃষ্টির সময় ছেলে মেয়েদের নিয়ে কয়েকটী পরিবারবর্গকে ঘরের কোণে বসিয়া থাকিতে হয়।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও কয়েক বার দেখিয়া গিয়াছেন এবং দরখাস্ত করিতে বলিয়াছিলেন এবং দরখাস্তও করা হইয়াছিল সকলেই মুখে সহানুভূতি জানাইয়াছেন প্রতিকারের কোনও উপায় করেন নাই।

আজ কয়েক বৎসর লাহাকুঠি ভাল না চলার জন্য আমাদের আসবাব পত্র বাসন গহনা সকল বন্ধকে গেছে। চালের মূল্যও দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। খোলা বাজার হইতে ২৬।২৭ টাকা মণ দরে চাউল খরিদ করিবার অবস্থা আমাদের নাই। ইহার উপর রেশনে চাউল দেওয়া বন্ধ হইয়াছে। আমরা কি উপায়ে নিজদিগকে এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে বাঁচাইব তাহা সরকার জানাইবেন কি?

স্থানীয় সংবাদ

অবহেলিত পুরুলিয়ার হাসপাতাল

প্রত্যেক জিলায় হাসপাতালে ঔষধ পত্র সরবরাহের জন্য একটি করিয়া মেডিকেল ষ্টোরের ব্যবস্থা আছে। তাহাকে ডিষ্ট্রিক্ট মেডিকেল ষ্টোর বলা হয়। ঐ ষ্টোর হইতে জিলার বিভিন্ন হাসপাতালে ঔষধ সরবরাহ করা হয়। আমাদের জিলায় একমাত্র তাহার ব্যতিক্রম। এখন পর্য্যন্ত এই জিলায় মেডিক্যাল ষ্টোরের ব্যবস্থা করা হয় নাই। বাঁকুড়া হইতে এখানে নামমাত্র ঔষধপত্র সরবরাহ করা হয়। সেজন্য জিলা সদর হাসপাতাল ও অন্যান্য গ্রামের হাসপাতালগুলিতে অব্যবস্থার সীমা থাকে না। ঔষধ ফুরাইয়া যাইবার পর বাঁকুড়ার দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। তাহাদের কবে কৃপা হইবে তবে ঔষধ পাওয়া যাইবে। ততদিন পর্য্যন্ত দুঃস্থ রোগীদের ভগবানের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। যাহাদের ঔষধ কিনিবার পয়সা নাই তাহারাই হাসপাতালে যাইতে বাধা হয়। সদর হাসপাতালে অনেক সময় তুলা পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না—ঔষধ ত দূরের কথা। গ্রামের হাসপাতালগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়। কবে প্রাদেশিক সরকার এই অবহেলিত জিলার উপর কৃপাদৃষ্টি দিবেন তাহা তাহারাই জানেন। সরকারের এই বিমাতৃসুলভ আচরণ আর কতদিন চলিবে?

শিক্ষকদের প্রমোদ ভ্রমণে যাত্রা

গত ২৯।৫।৫৯ তারিখে সন্ধ্যার ট্রেনে সিথি অঞ্চল হইতে একদল শিক্ষক সরকারী কনসেসনে দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ে জানিবার জন্য বৈদ্যনাথধাম, মোকামাঘাট, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা, কাশী, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, আগরা, ফতেপুর শিকরী, এলাহাবাদ, গয়া প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিবেন। আগামী ১৬।৬।৫৯ তারিখ নাগাদ তাঁহাদের ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা।

বজ্রপাতে অগ্নিকাণ্ড

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার বেলা ৪টার সময় পটমদা থানার কাশ্যার গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গোকুল বিহারী তেওয়ারীর একটি কোঠা বাড়ীতে বজ্র পড়িলে বাড়ীতে আগুন ধরিয়া যায়। অনেক চেষ্টা করিয়াও বাড়ীর কোন জিনিষই রক্ষা পায় নাই। প্রায় আড়াই মণ বাসন, কিছু ধান, চাউল ও কলাই নষ্ট হইয়াছে। বাড়ীটি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হইয়াছে।

ডাকাতি

আড়ষা থানার মৃদালি গ্রামের লুড়কু মুচীর বাড়ীতে গত ২০শে মে, বুধবার ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা বাড়ীর ৪ জন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোককে গুরুতরভাবে প্রহার করে। পুরুষদিগকে পুরুলিয়া হাসপাতালে আনা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজনের অবস্থা খারাপ বলিয়া প্রকাশ।

শিক্ষক চাই

পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীকে দৈনিক ২৷৷০ ঘণ্টা পড়াইবার জন্য একবেলা আহারের বিনিময়ে শিক্ষক চাই। ব্রাহ্মণের দাবী অগ্রগণ্য।

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়
কুক্‌স্ কম্পাউণ্ড
নড়িহা, পুরুলিয়া।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ – ৮ই জুন ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য ৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

লোক সেবক সংঘের কৃষিউন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ স্বরূপ

বীজ সংগ্রহ পরিকল্পনার কার্য্যধারা

কৃষিপ্রচার ব্রতীদলের কার্য্যক্রম

বীজ বপন ও বৃক্ষ রোপণ কর্ম্মতালিকার প্রস্তুতি আয়োজন

কর্ম্মীদের সংগৃহীত বীজ সমূহ থানায় থানায় একত্রিত করার নির্দ্দেশ

ব্যাপক বিতরণের জন্য দায়িত্বশীল কর্ম্মীদের তত্ত্বাবধানে চারা প্রস্তুত করার ব্যবস্থা-নির্দ্দেশ

পূর্ব্বনির্দ্ধারিত ব্যবস্থা অনুসারে তথা পূর্ব্ব বৎসরের কর্ম্মতালিকা অনুসরণ করিয়া আমাদের সংঘের কর্ম্মীবৃন্দ তথা উদ্যোগী জনসাধারণ কৃষিপ্রচারের উদ্দেশ্যে চারিদিকে নানাবিধ গাছের বীজ সংগ্রহ করিতেছেন। সংগৃহীত এই বীজ সমূহ অবিলম্বে যাহাতে থানায় থানায় থানা অঞ্চল ব্যবস্থাপকগণের তথা থানা ব্যবস্থাপকদের নিকট ও জেলা সংঘ অফিসে একত্রিত করা হয়—এবং যে সব বীজ এখনো পাওয়া যাইবে—সেইসব বীজ যাহাতে এখনো দ্রুতগতিতে সংগৃহীত হয়—তজ্জন্য কর্ম্মীরা সচেতন হইবেন আশা করি। দায়িত্বশীল কর্ম্মীদের নিজ নিজ কৃষিক্ষেত্রে ও আমাদের উদ্যোগে পরিচালিত কৃষি কেন্দ্রগুলিতে বিবিধ গাছের বহু চারা উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইবে। তাহাতে ব্যাপক বিতরণের সুবিধা হইবে। ১লা আষাঢ় হইতে ৩১শে শ্রাবণ এই দুই মাসের মধ্যে বৃক্ষরোপণ ও বীজবপন কর্ম্মতালিকা অনুসারে সংঘকর্ম্মীরা তথা ব্যবস্থাপকগণ নিজ নিজ থানায় নিজেদের সুবিধামত তারিখে তিন দিন করিয়া বিবিধ কর্ম্মধারা গ্রহণ করিবেন।

নিবেদক—অতুল চন্দ্র ঘোষ
পরিচালক লোক সেবক সংঘ

বৃক্ষ-রোপণ বীজ-বপন কর্ম্মতালিকা

১লা আষাঢ় হইতে ৩১শে শ্রাবণ সময় মধ্যে প্রতি থানার সুবিধা অনুসারে কর্ম্মতালিকা গ্রহণ করা হইবে।

(১০ পৃষ্ঠার পর হইতে)

দিক দিয়া তিব্বতের ব্যাপার চীনের আভ্যন্তরিক ব্যাপার বলিয়া ভারত গবর্মেণ্ট মানিয়া লইয়াছে। অবশ্যার চাপেই হোক বা যে কারণেই হোক নেহেরু সরকারের পক্ষে তিব্বতকে চীন ও ভারতের সীমান্তের মধ্যে 'বাফার ষ্টেট' বলিয়া রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমান কম্যুনিষ্ট চীনের অভ্যুদয়ের সময় ইংরেজ গবর্মেণ্ট থাকিলেও তিব্বতকে স্বতন্ত্র রাখা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। কারণ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিই হইতেছে প্রধান যুক্তি।

বর্তমান তিব্বতের সমস্ত ঘটনা যথাযথরূপে এখনও জানা যায় নাই এবং জানা সম্ভবও নয়। তিব্বত হইতে দলাইলামার পলায়ন বা লামা সম্প্রদায়ের ও অন্যান্য বহু লোকের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ—ইহার উপরেই ভিত্তি করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নয়।

আমরা মনে করি এই পরিস্থিতিতে ভারতের সহিত চীনের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাদের খুবই সতর্ক বিবেচনার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। দলাইলামা কেন, যে কেহই হোক ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় চাহিলে ভারত সে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিতে পারে না—কিন্তু তাহাকে যদি চীনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়, তবে ভারতের পক্ষে তাহা রাজনৈতিক ভুল হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। মানুষের উপর মানুষ অন্যায় করিলে অত্যাচার করিলে আমরা নিশ্চয়ই তাহার প্রতিবাদ করিব—আমাদের শক্তি যতই ক্ষুদ্র হউক তাহা দ্বারা তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিব—করিতেই হইবে—সে রুশিয়াই হোক, চীনই হোক, আর আমেরিকাই হোক। তাহা হইলেও অবস্থা, পরিস্থিতি ও ক্ষেত্রকে বিচার করিয়া আমাদের ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে—যদি করিতে হয়। এই তিব্বতের ব্যাপার লইয়া ভারতের কিছু কিছু রাজনৈতিক দল—সর্বোদয় পন্থীও এই ব্যাপারকে দলগত এবং বাদ-গত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়া ভুল করিতেছেন বলিয়া আমরা মনে করি। ইহা ভারতবর্ষের স্বার্থের দিক দিয়া কোনক্রমেই অনুকূল হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।

ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্থান আজ আমেরিকার অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ভারতকে হুমকী দেখাইতেছে। ভারতের সীমান্ত আজ বিপন্ন। পাকিস্থান ভারতের অন্তর্ভুক্ত জায়গা দখল করিয়া সেখানে সামরিক ঘাঁটী তৈয়ার করিতেছে—আর ভারত গবর্মেণ্ট হইতে ক্লীবের মতো কেবল প্রতিবাদ পাঠাইয়া নিশ্চুপ হইয়া আছে। এই জুন হইতে আমেরিকা পাকিস্থানের সহিত সামরিক চুক্তির ফলে অবাধ অস্ত্র শস্ত্রের সরবরাহ করিয়া সমস্ত দিক দিয়া ভারতের অপেক্ষা পাকিস্থানের আঘাত করিবার শক্তিকে (ষ্ট্রাইকিং পাওয়ার) প্রচণ্ডভাবে বাড়াইয়া তুলিতেছে। একথা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বেকুবী হইবে যে আমেরিকা ভারতের বন্ধু—কোটী কোটী টাকা ধার দিয়াছে—সুতরাং ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানকে আমেরিকা শক্তি প্রয়োগ করিতে দিবে না। বর্তমান রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের কোন স্থান নাই। নিজস্ব স্বার্থহানি বা স্বার্থলাভের ভিত্তিতে বন্ধুত্ব থাকে বা যায়। শক্তির ভিত্তিতে রাজনৈতিক সম্পর্কের গুরুত্ব বা লঘুত্ব স্থিরিকৃত হয়।

আভ্যন্তরিক ব্যাপারে—কংগ্রেস নেতৃত্বের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার জন্য ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থাও একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয় নাই। এক্ষেত্রে ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পর্কটা ভারতের এই সমস্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া স্থির করিতে হইবে।

দলাইলামা ও তিব্বতের পরিস্থিতিকে ভারতের কিছু কিছু রাজনৈতিক দল রাজনীতির ক্ষেত্রে সুযোগরূপে ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছে। তিব্বতের জনসাধারণ বা দলাই লামার ভাগ্য বিপর্যয় বা চীনের কোন অবাঞ্ছনীয় অভিযানের গুরুত্ব অপেক্ষা দলীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা বা অপ্রতিষ্ঠা যদি প্রধান হয় তবে তাহা ভারত ও চীনের মধ্যে জটিলতাই বৃদ্ধি করিবার সহায়ক হইবে। যে কোন মতবাদের যে কোন রাজনৈতিক গোষ্টিই হোক না কেন ভারতের স্বার্থ সম্বন্ধে তাহাদের সচেতন থাকিতে হইলে—এই সমস্ত বিচার করিয়া তাহাদের তিব্বত ও চীন সম্বন্ধে পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

বর্তমান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন জোট ও রুশ জোট যুযুৎসু হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। অন্যান্য সমস্ত শক্তিগুলিই প্রত্যক্ষ ভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক এই দুইয়ের এক জোটের সামিল, প্রভাবান্বিত বা আর্থিক বাধ্য বাধকতায় বাধিত। ভারতবর্ষ যদি কোন জোটের সামিল না হইয়া তাহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে চায় তবে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ভারতের প্রত্যেকটী রাজনৈতিক দলের—তাহা ক্ষুদ্রই হোক, মধ্যমই হোক বা বৃহৎই হোক—খুবই সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়া পদক্ষেপ করিতে হইবে। আমরা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে—তিব্বত, দলাই লামা বা চীন সম্বন্ধে তাহা হইতেছে না। ইহা ভারতের স্বার্থরক্ষার পক্ষে কতটা অনুকূল হইবে তাহা বিবেচনার বিষয়।

মুক্তি

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার

বাঙ্গালীর দায়িত্ব

দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করিয়া রাষ্ট্রে ও সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা [illegible]

আমরা আশা করিয়াছিলাম যে বাংলার পুলিশ শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, ভদ্রসন্তানদের দ্বারা গঠিত, পরিচালিত—তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের সংস্কৃতি, তাহাদের স্বাজাত্য-বোধ, তাহাদের কর্তব্যনিষ্ঠা একদিকে যেমন কঠোর-হস্তে সমাজবিরোধী, দুষ্ট ও নিরাপত্তাবিঘ্নকারীদের দমন করিতে চেষ্টিত থাকিবে—অপর দিকে [illegible]

বিঃ দ্রঃ ও সংশোধন—(১) এই সংখ্যার ৮ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে "পুষ্প শোকার্ত্ত মাতা"—ইত্যাদির পরে দ্বিতীয় প্যারাতে "মেঘু ঘুচির বাড়ীতে কালিপদর শ্বশুর ঘর" ইহার পরিবর্তে "মেঘু ঘুচির বাড়ীতে কালিপদর মামার ঘর" ইহা হইবে। এই সম্পর্কে পরবর্ত্তী সম্পর্কও ইহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পড়িতে হইবে।
(২) প্যারার সর্বশেষে—"এখনও আছে"—তাহা থাকিবে না। [মুঃ সঃ]

[illegible] পক্ষের ধন ও প্রাণের নিরাপত্তা থাকে না; সর্বোপরি পুলিশের ক্ষমতা যদি আবার দুষ্টের সহায়তায় প্রযুক্ত হয় তবেতো আর কথাই থাকে না—সেখানে শাসনের নামে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

পুরুলিয়া জিলাতে বর্ত্তমানে পুলিশ কর্তৃপক্ষের যে আচরণ দেখা যাইতেছে তাহাতে স্থান বিশেষে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হইতেছে। ধন, প্রাণ ও শান্তির নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই যে পুলিশের অস্তিত্ব তাহা জনসাধারণের পক্ষে কোন প্রকারে ধারণা করাই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। আমরা স্থানান্তরে বিভিন্ন স্থানের কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। তাহা দ্বারাই ইহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়া জনসাধারণের অভিমত এই শুনিতেছি যে—বৃটিশ আমলে পুলিশের দ্বারা যে নিরাপত্তা ছিল—কংগ্রেসী আমলে তাহার অবনতি হইয়াছে, আবার পুরুলিয়া জিলায় বিহার কংগ্রেসী গবর্মেণ্টের পুলিশের হিন্দীর লাঠির অধীনেও যেটুকু নিরাপত্তা ও ছিল—বাংলা পুলিশের অধীনে তাহাও উবিয়া গিয়াছে। লোকে বলিতেছে—যাহা তাহা হইতেছে। সমস্ত শাসনযন্ত্র যে ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারই একটা অংশরূপে পুলিশ বিভাগ জনক্ষেত্রে হিরণ্যকশিপুর মতই আচরণ করিবে—ইহাই স্বাভাবিক। ফলে যাহা দেখা যাইতেছে তাহা এই :—

১। পুলিশের সাক্রয় সমর্থনে চোর ডাকাতের স্বরাজ হইয়া পড়িয়াছে।

২। কোন চুরি বা ডাকাতি সম্বন্ধে পুলিশে কোন সংবাদ দিলে তাহার কোন ব্যবস্থা তো হয়ই না—বরং যাহার গৃহে চুরি বা ডাকাতি হয় তাহাকেই বেশী বিপদে পড়িতে হইতেছে। এমনকি ডাকাতে সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে এমন গৃহস্বামীকে পুলিশই মারিয়া শয্যাশায়ী করিয়াছে।

৩। যাহারা পেশাদার দাগী, সমাজবিরোধী—থানায় তাহাদেরই প্রতিপত্তি বেশী। পুলিশ তাহাদেরই বন্ধু, তাহারা পুলিশের পরামর্শ দাতা বা পরিচালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

৪। কেহ চোর ধরিয়া দিলে বা গ্রামের গ্রামরক্ষী দল চুরি ডাকাতি বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলে গুণ্ডাদের প্রকাশ্য আক্রমণে তাহাদের বিপর্যস্ত হইতে হয়—পুলিশ

(১০ পৃষ্ঠার পর হইতে)

দিক দিয়া তিব্বতের ব্যাপার চীনের আভ্যন্তরিক ব্যাপার বলিয়া ভারত গবর্মেণ্ট মানিয়া লইয়াছে। অবস্থার চাপেই হোক বা যে কারণেই হোক নেহেরু সরকারের পক্ষে তিব্বতকে চীন ও ভারতের সীমান্তের মধ্যে 'বাফার ষ্টেট' বলিয়া রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমান কম্যুনিষ্ট চীনের অভ্যুদয়ের সময় ইংরেজ গবর্মেণ্ট [illegible] সম্ভব হইত কিনা

করিয়া সমস্ত দিক দিয়া ভারতের অপেক্ষা পাকিস্থানের আঘাত করিবার শক্তিকে (ষ্ট্রাইকিং পাওয়ার) প্রচণ্ডভাবে বাড়াইয়া তুলিতেছে। একথা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বেকুবী হইবে যে আমেরিকা ভারতের বন্ধু—কোটী কোটী টাকা ধার দিয়াছে—সুতরাং ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানকে আমেরিকা শক্তি প্রয়োগ করিতে দিবে না। বর্তমান রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের কোন স্থান নাই। নিজস্ব স্বার্থহানি বা স্বার্থলাভের [illegible]

[illegible] উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়, তবে ভারতের পক্ষে তাহা রাজনৈতিক ভুল হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। মানুষের উপর মানুষ অন্যায় করিলে অত্যাচার করিলে আমরা নিশ্চয়ই তাহার প্রতিবাদ করিব—আমাদের শক্তি যতই ক্ষুদ্র হউক তাহা দ্বারা তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিব—করিতেই হইবে—সে রুশিয়াই হোক, চীনই হোক, আর আমেরিকাই হোক। তাহা হইলেও অবস্থা, পরিস্থিতি ও ক্ষেত্রকে বিচার করিয়া আমাদের ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে—যদি করিতে হয়। এই তিব্বতের ব্যাপার লইয়া ভারতের কিছু কিছু রাজনৈতিক দল—সর্বোদয় পন্থীও এই ব্যাপারকে দলগত এবং বাদ-গত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়া ভুল করিতেছেন বলিয়া আমরা মনে করি। ইহা ভারতবর্ষের স্বার্থের দিক দিয়া কোনক্রমেই অনুকূল হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।

ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্থান আজ আমেরিকার অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ভারতকে হুমকী দেখাইতেছে। ভারতের সীমান্ত আজ বিপন্ন। পাকিস্থান ভারতের অভ্যন্তরে জায়গা দখল করিয়া সেখানে সামরিক ঘাঁটী তৈয়ার করিতেছে—আর ভারত গবর্মেণ্ট হইতে ক্লীবের মতো কেবল প্রতিবাদ পাঠাইয়া নিরস্ত হইয়া আছে। এই জুন হইতে আমেরিকা পাকিস্থানের সহিত সামরিক চুক্তির ফলে অবাধ অস্ত্র শস্ত্রের সরবরাহ

[illegible] দলীয় রাজনৈতিক [illegible]

তবে তাহা ভারত ও চীনের মধ্যে জটিলতাই বৃদ্ধি করিবার সহায়ক হইবে। যে কোন মতবাদের যে কোন রাজনৈতিক গোষ্টিই হোক না কেন ভারতের স্বার্থ সম্বন্ধে তাহাদের সচেতন থাকিতে হইলে—এই সমস্ত বিচার করিয়া তাহাদের তিব্বত ও চীন সম্বন্ধে পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

বর্তমান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন জোট ও রুশ জোট যুযুৎসু হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। অন্যান্য সমস্ত শক্তিগুলিই প্রত্যক্ষ ভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক এই দুইয়ের এক জোটের সামিল, প্রভাবান্বিত বা আর্থিক বাধ্য বাধকতায় বাধিত। ভারতবর্ষ যদি কোন জোটের সামিল না হইয়া তাহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে চায় তবে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ভারতের প্রত্যেকটী রাজনৈতিক দলের—তাহা ক্ষুদ্রই হোক, মধ্যমই হোক বা বৃহৎই হোক—খুবই সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়া পদক্ষেপ করিতে হইবে। আমরা দুঃখের সহিত লক্ষ করিতেছি যে—তিব্বত, দলাই লামা বা চীন সম্বন্ধে তাহা হইতেছে না। ইহা ভারতের স্বার্থরক্ষার পক্ষে কতটা অনুকূল হইবে তাহা বিবেচনার বিষয়।

মুক্তি

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার

বাঙ্গালীর দায়িত্ব

দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করিয়া রাষ্ট্রে ও সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া সুষ্ঠ বিকাশের পথ অব্যাহত রাখাই গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব। বর্তমান গণতন্ত্রে এই লক্ষ্যে বিধান সভাগুলি আইন প্রণয়ন করে, শাসন কর্তৃপক্ষ সেই আইন প্রয়োগ করে—বিচার বিভাগ সেই আইনের প্রয়োগ ঠিকভাবে হইতেছে কি না এবং না হইলে তাহা কিভাবে প্রয়োজ্য হইবে তাহা স্থির করে। শাসন কর্তৃপক্ষের অধীনে আইন কার্য্যকরীভাবে প্রয়োগ করিবার প্রধান সংগঠন হইল পুলিশ। সেজন্য সাধারণ ভাবে পুলিশের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে। পুলিশ যদি সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে, বা নিষ্ক্রিয় থাকে তবে রাষ্ট্রে ও সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, দুষ্টের যথেচ্ছাচারীতা অবাধ হইয়া শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ধন ও প্রাণের নিরাপত্তা থাকে না; সর্বোপরি পুলিশের ক্ষমতা যদি আবার দুষ্টের সহায়তায় প্রযুক্ত হয় তবেতো আর কথাই থাকে না—সেখানে শাসনের নামে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

পুরুলিয়া জিলাতে বর্ত্তমানে পুলিশ কর্তৃপক্ষের যে আচরণ দেখা যাইতেছে তাহাতে স্থান বিশেষে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হইতেছে। ধন, প্রাণ ও শান্তির নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই যে পুলিশের অস্তিত্ব তাহা জনসাধারণের পক্ষে কোন প্রকারে ধারণা করাই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। আমরা স্থানান্তরে বিভিন্ন স্থানের কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। তাহা দ্বারাই ইহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়া জনসাধারণের অভিমত এই শুনিতেছি যে—বৃটিশ আমলে পুলিশের দ্বারা যে নিরাপত্তা ছিল—কংগ্রেসী আমলে তাহার অবনতি হইয়াছে, আবার পুরুলিয়া জিলায় বিহার কংগ্রেসী গবর্মেণ্টের পুলিশের হিন্দীর লাঠির অধীনেও যেটুকু নিরাপত্তাও ছিল—বাংলা পুলিশের অধীনে তাহাও উবিয়া গিয়াছে। লোকে বলিতেছে—আমরা আশা করিয়াছিলাম যে বাংলার পুলিশ শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, ভদ্রসন্তানদের দ্বারা গঠিত, পরিচালিত—তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের সংস্কৃতি, তাহাদের স্বাজাত্যবোধ, তাহাদের কর্তব্যনিষ্ঠা একদিকে যেমন কঠোর-হস্তে সমাজবিরোধী, দুষ্ট ও নিরাপত্তাবিঘ্নকারীদের দমন করিতে চেষ্টিত থাকিবে—অপর দিকে তেমনি শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের সহায়ক ও বন্ধু হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিবে। থানায় থানায় বড় বড় অক্ষরে—বড় বড় বোর্ডে পুলিশের কর্তব্য হিসাবে যে 'টেন কমাণ্ডমেণ্ট' অর্থাৎ 'দশটী নির্দ্দেশের' সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক বাণী টানাইয়া রাখা হইয়াছে তাহা দেখিয়া জনসাধারণ আশ্বস্ত, আনন্দিত হইয়াছিল। জনসাধারণ ও পুলিশের মধ্যে যে চিরাস্তরিত একটা খাদ্য ও খাদক, পীড়িত ও পীড়কের সম্পর্কই একমাত্র সম্পর্ক ছিল তাহার অবসান হইয়া একটা বন্ধুত্বের, সহযোগিতার ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে বলিয়াই অনেকে আশা করিয়াছিল। কিন্তু দেখা গেল এই কাঠামোতে তাহা একেবারেই সম্ভব নয়। সম্ভব যাহা তাহা হইতেছে। সমস্ত শাসনযন্ত্র যে ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারই একটা অংশরূপে পুলিশ বিভাগ জনক্ষেত্রে হিরণ্যকশিপুর মতই আচরণ করিবে—ইহাই স্বাভাবিক। ফলে যাহা দেখা যাইতেছে তাহা এই :—

১। পুলিশের সাক্রয় সমর্থনে চোর ডাকাতের স্বরাজ হইয়া পড়িয়াছে।

২। কোন চুরি বা ডাকাতি সম্বন্ধে পুলিশে কোন সংবাদ দিলে তাহার কোন ব্যবস্থা তো হয়ই না—বরং যাহার গৃহে চুরি বা ডাকাতি হয় তাহাকেই বেশী বিপদে পড়িতে হইতেছে। এমন কি ডাকাতে সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে এমন গৃহস্বামীকে পুলিশই মারিয়া শয্যাশায়ী করিয়াছে।

৩। যাহারা পেশাদার দাগী, সমাজবিরোধী—থানায় তাহাদেরই প্রতিপত্তি বেশী। পুলিশ তাহাদেরই বন্ধু, তাহারা পুলিশের পরামর্শ দাতা বা পরিচালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

৪। কেহ চোর ধরিয়া দিলে বা গ্রামের গ্রামরক্ষী দল চুরি ডাকাতি বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলে গুণ্ডাদের প্রকাশ্য আক্রমণে তাহাদের বিপর্য্যস্ত হইতে হয়—পুলিশ

বা কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দিলেও কোন প্রতিকার হয় না। বহু ক্ষেত্রে চোর ধরিয়া দিলে তাহাকেই ধমক খাইতে হয়।

৫। থানায় থানায় পুলিশের টাকার দালালী করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন লোক আছে। ইহাদের কাজ লোকের কেস-এর গুরুত্ব অনুযায়ী কাহার নিকট কি পরিমাণে টাকা কি ভাবে আদায় করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা করা মধ্যবর্ত্তী হিসাবে কাজ করা। এমন হইয়াছে যে লোকে আগে দারোগার কাছে না যাইয়া ইহাদের কাছে যাইয়া থাকে এবং ইহাদের সহিত চুক্তি ঠিক করিয়া দারোগার কাছে আনুষ্ঠানিক হিসাবে যায়।

৬। পূর্বে পুলিশ কেস হইলে লোকে নিশ্চিন্ত হইত—এখন পুলিশ কেস হইলে লোকে সন্ত্রস্ত হয় এই জন্য যে টাকা খাইয়া পুলিশ নিজেই কেস খারাপ করিয়া দিবে। ইহার উপর আর নির্ভর করিতে পারিতেছে না।

৭। কোন অভিযোগ জানাইলে তাহার কোন প্রতিকার বা ব্যবস্থা হইবার আশা লোকে নাচার হইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। চুরি ডাকাতির সংবাদও লোকে থানায় যাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করে। বলে—কি হইবে? চোরতো নিয়াই গিয়াছে—বাকী যাহা আছে তাহা পুলিশকে আবার দিতে হইবে।

আমরা সাধারণভাবে পরিস্থিতির কথা লিখিলাম। অবশ্যই ইহার যে ক্ষেত্রবিশেষ ব্যতিক্রম নাই—তাহা নয়। কিন্তু তাহা সত্যই ব্যতিক্রম মাত্র। এই অবস্থা কি জন্য হইতেছে ইহাই প্রশ্ন। পুলিশ সাহেব জিলায় পুলিশের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্ম্মচারী—তাঁহার সক্রিয়তা ও উদ্যোগের অভাবেই ইহা হইতেছে, না তাঁহার অধীনস্থ পুলিশ বিভাগের কর্মচারীরা এমনই হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে যে—তিনি চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিতেছেন না। অবস্থাটা কি? সর্ব্বোপরি আর একটী রোগ সংক্রামিত হইয়াছে বিহার কংগ্রেসী গবর্মেণ্টের পুলিশ হইতে—তাহা লোক সেবক সংঘের সম্বন্ধে বর্ত্তমান পুলিশের 'এলার্জি' অর্থাৎ—যেমন কেহ দুধ খাইতে পারে না—দুধ সংক্রান্ত কোন জিনিষই তাহার বরদাস্ত হয় না—একটা আভ্যন্তরীক স্বাভাবিক বিরূপতা। ইহার জন্য দুধ দোষী নয়—দোষ বা গুণ যাহাই হোক না কেন তাহা কর্ত্তার।

পুলিশ কর্তৃপক্ষ যেন বিশেষভাবে এই জিলায় উপদিষ্ট হইয়াছেন যে লোক সেবক সংঘকে যে কোন উপায়ে হোক দূরে রাখিতেই হইবে। অর্থাৎ ইহার ভিত্তিমূল তুলিয়া ফেলিতে হইবে। এবং জিলায় পুলিশ কর্তৃপক্ষ যেন সেই দায়িত্বই প্রধান করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছেন। বহু থানায় ব্যাপার এই দাঁড়াইয়াছে যে, যে কোন ব্যাপারেই হোক না কেন পুলিশ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিবে লোক সেবক সংঘ কিনা। যদি হয় তবে সেখানেই শেষ হইয়া গেল। আর তাহার কোন আশাই নাই। লোক সেবক সংঘের কোন কর্মীই হোন বা সমর্থকই হোন—তাহার বাড়ীতে চুরিই হোক বা ডাকাতি হোক—অথবা যাহার বাড়ীতে চুরি ডাকাতি হইয়াছে—সেই গৃহস্থের সহায়ভূতিও যদি লোক সেবক সংঘ করে তবে সেইখানেই যবনিকা পড়িল। অপুলিশী সরকারী কর্মচারীদেরও কোন কাজ করিতে হইলে সাবধান হইয়া দেখিয়া লইতে হইবে লোক সেবক সংঘের কোন লেবেল আছে কিনা—কারণ পুলিশে রিপোর্ট করিতে পারে।

যে কোন দেশেই হোক না কেন—যে কোন দেশের যে কোন স্থানেই হোক না কেন পুলিশ যদি তাহার ক্ষমতা লইয়া একটা রাজনৈতিক পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব লইয়া কাজ করে তবে সেই দেশের বিশৃঙ্খল অবস্থা অতি সন্নিকট। যাহা হউক পুনরাবৃত্তি হইলেও আমরা অতি বিনয়ের সহিত বলিতেছি যে—এই জিলায় এই সংঘটীকে পুলিশ কর্তৃপক্ষ উৎখাত করিবার জন্য উপদিষ্ট হইলেও—ঠিক এই উপায়ে হইবে না। কারণ লোক সেবক সংঘ শুধু রাজনৈতিক লক্ষ্যে একটা আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান নয়। বর্ত্তমান যে স্রোত বহিতেছে সেই স্রোতের বিরুদ্ধে জনমনের প্রকাশোন্মুখ ভাবধারাকে, তাহাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্খাকে, তাহাদের আশা ও নিরাশাকে, তাহাদের উদ্যম ও প্রচেষ্টাকে ইহা রূপায়িত করিয়া চলিয়াছে। যাহারা জিলার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ ও বিকাশের বিরোধীতা করিবে তাহারা স্বাভাবিক ভাবেই, লোক সেবক সংঘকেই তাহাদের প্রতীকরূপে পর্য্যুদস্ত করিবার চেষ্টা করিবে। ইহা স্বাভাবিক, ইহা আমরা জানি। কিন্তু জনমনকে পর্য্যুদস্ত করা সম্ভবপর নয়, সুতরাং লোক সেবক সংঘকেও অস্তিত্বহীন করার সাধ থাকিলেও সাধ্যায়ত্ত নয়।

পুলিশের দায়িত্ব যদি এইরূপ দায়িত্বহীনতা লইয়া চলিতে থাকে তবে দেশের লোক নিজেদের ধনপ্রাণ নিরাপদ করিবার জন্য, রক্ষা করিবার জন্য নিশ্চেষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই বসিয়া থাকিবে না। কারণ তাহাদের বাঁচিয়া থাকিবার সহজাত প্রবৃত্তিই তাহাদের উদ্যোগী হইতে বাধ্য করিবে। জনসাধারণের এই যে উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা ইহাই তাহাদের প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতার বিরুদ্ধে সক্রিয় অভ্যুত্থানের প্রারম্ভ। ইতিহাসে যাহারা ইহাকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে তাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে—গণ-বিপ্লবের নির্ম্মম আঘাতে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে ইহা অলক্ষ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে—প্রারম্ভে ইহা উপেক্ষণীয় মনে হয়—বিরাট মহীরুহের উপ্ত বীজের মতো। কিন্তু ইহার মধ্যে সম্ভাবনা থাকে বিরাট।

সমগ্র ভারতের কথা বলিব না—দরকার নাই। আমরা এই কথাই মনে করিতাম যে, সমস্ত ভারতের রাজনৈতিক গুরু বাংলাদেশের শাসন যাহারা পরিচালনা করিতেছেন—ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ ক্ষেত্রে—তাহাদের পূর্বাপর ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, বুদ্ধি ও মনীষার দীপ্তিতে শাসন ক্ষেত্রের একটা বাঞ্ছিত রূপ ভারতবর্ষকে একটা নূতনপথ প্রদর্শন করিবে। কিন্তু অভিজ্ঞতার দ্বারা যাহা উপলব্ধি করিতেছি তাহা প্রকাশ করিতে দুঃখিত ও লজ্জিত হইলেও বলিতে হইবে—প্রতিবেশী রাজ্যের যে যোগ্যতা ছিল তোমাদের সে যোগ্যতাটুকুও নাই। বাংলার শাসন নেতৃত্ব যে অযোগ্যতার কলঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে—বাংলার জনগণকে সে কলঙ্ক দূর করিতে হইবে। আজ সারা বাংলার কাছে ইহাই প্রধান প্রশ্ন।

উড়িষ্যায় সম্মিলিত সরকার

এবার সাধারণ নির্বাচনে উড়িষ্যায় কংগ্রেসী প্রার্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয় নাই। তথাকথিত কংগ্রেস বিরোধী ঝাড়খণ্ড দলের কয়েকজনকে দলে ঢুকাইয়া উড়িষ্যায় কোন প্রকারে কংগ্রেসী দল কংগ্রেস গবর্মেণ্ট গঠন করে। সামান্য কয়েকটি সংখ্যার ব্যবধানে তাহাদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা কোন ক্রমে বজায় থাকে।

বিধান সভায় উড়িষ্যাতে যে সব দলের প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে গণতন্ত্র দলের প্রার্থীর সংখ্যা কংগ্রেসের পরেই ছিল। দেশীয় রাজ্যের রাজ্যহীন রাজারা এবং তাহাদের অনুগামীদের লইয়া কংগ্রেস বিরোধীদল হিসাবে এই দল গঠিত হয়। এপর্য্যন্ত এই দলটী কংগ্রেসের বিরোধীতা করিয়াই আসিতেছিল। উড়িষ্যায় সাম্প্রতিক দু একটী বিধান সভার উপনির্বাচনে ইহারা কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া নিজেদের প্রার্থীকেই জয়ী করিয়াছে। কতকগুলি ক্ষেত্রে ইহাদের প্রভাব আছে এবং কংগ্রেস বিরোধী বলিয়াই প্রধানতঃ সে প্রভাব ছিল।

উড়িষ্যায় শ্রী মহাতব কংগ্রেসী সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেসী দলের যে অবস্থা তাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্থায়ীভাবে বজায় রাখিয়া কংগ্রেসী গবর্মেণ্ট চালান মুস্কিল দেখিয়া গণতন্ত্র দলের নিকট প্রস্তাব হইল—মিলিত গবর্মেণ্ট গঠন করিতে অর্থাৎ তাহাদের পক্ষ হইতেও দু এক জনকে মন্ত্রী করিয়া মিলিতভাবে গবর্মেণ্ট চালাইতে। তাহারা টোপ গিলিল। রাজী হইল। কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিয়া মাত্র তিনজন অর্থাৎ ২ জন কংগ্রেস ও ১ জন গণতন্ত্রের সদস্য লইয়া উড়িষ্যায় সম্মিলিত মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে—আর খাঁটি কংগ্রেসী গবর্মেণ্ট বলিয়া উড়িষ্যায় এখন কিছু রহিল না।

আমরা ইহার পরিণতি দেখিবার অপেক্ষায় আছি। এখানে শ্রীমহাতাব রাজনীতির চালে জিতিলেন কি গণতন্ত্রের নেতারা রাজনৈতিক চালে জিতিলেন সেটা বড় কথা নয়। গণতান্ত্রিক দল কংগ্রেসের সঙ্গে এক সঙ্গে যে কিছু করিতে পারিবেন কংগ্রেসের সম্বন্ধে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পরে দেশবাসীর পক্ষে ইহা আশা করা সুকঠিন। সম্মিলিত গবর্মেণ্ট হইবার আগে গত দু বছর ধরিয়া উড়িষ্যায় যেমন করিয়াই হোক শ্রীমহাতবের নেতৃত্বে কংগ্রেস গবর্মেণ্টই চলিতেছিল। জনসাধারণের বাস্তবিকই ভাল করিবার লক্ষ্য থাকিলে—ভাল কাজ করিয়া দেশবাসীর বিশ্বাস অর্জন করিয়া উপানবাচন-

গুলিতে গোহারা হারিতে হইত না। বিরোধী পক্ষ প্রবল হইয়া উঠার দরুন 'যা খুসী তা' করিবার পথে অসুবিধা হইতেছিল এবং অবস্থা বেসামাল হইয়া উঠিয়াছিল। একটা প্রদেশে কংগ্রেস গবর্মেণ্ট গঠন করিয়াও চালাইতে পারিতেছে না ইহা কংগ্রেসের পক্ষে অত্যন্ত মর্য্যাদা হানিকর। মন্ত্রীমণ্ডলী পদত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করিতে গেলে সেই একই প্রশ্ন থাকিয়া যায়। তারপর আবার কিছুদিন পরে পুনর্নির্বাচন করিতেই হইবে। হাওয়া যে রকম চলিতেছে তাহাতে নির্বাচনে কংগ্রেসের সংখ্যালঘিষ্ঠ হইবারই সম্ভাবনা বেশী। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই এমন কোন দলের সহিত যদি সন্ধি করা যায় যাহাদের রাজনৈতিক মেরুদণ্ড বলিয়া কিছু নাই তাহা হইলে সবদিক রক্ষা হয়। দেশীয় নৃপতিরা রাজ্যহারা হইবার ফলেই কংগ্রেস বিরোধী হইয়াছেন। ইহাদের রাজনৈতিক ভিত্তি তো ইহাই। সুতরাং সম্মিলিত গবর্মেণ্টের নামে ইহাদের হাতে করিতে পারিলে কংগ্রেসের মর্য্যাদারও রক্ষা হয় প্রাধান্য বা প্রভুত্বেরও হানি হইবে না। উড়িষ্যায় গণতন্ত্র পরিষদের এই অবস্থাকে শ্রীমহাতব সম্পূর্ণ কাজে লাগাইয়াছেন। উড়িষ্যার এই সম্মিলিত গবর্মেণ্টের কোন দিক দিয়াই সুশাসনের কোন লক্ষ্য আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা মুশকিল। কংগ্রেস বিপদে পড়িয়াই গণতন্ত্রকে আসন দিয়াছে গণতন্ত্রও কংগ্রেসের এই পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া ভাবিয়াছে যদি নিজেদের ক্ষমতাটা বাড়ান যায়। জনসাধারণের দুর্গতির যে মূল কারণগুলি রহিয়াছে এই সম্মিলিত গবর্মেণ্টের দ্বারা তাহার যে কোন সুরাহা হইবে একথা বলা যায় না। কংগ্রেসকে গণতন্ত্র গিলিতে পারিবে কি না সে প্রশ্ন আসে না—কংগ্রেসই গণতন্ত্রকে গিলিয়া ফেলিবে কি না এখন তাহাই দেখিবার বিষয়।

অবাধ অপরাধের (ক্রাইম্‌স্) দিগ্‌দর্শন

আমরা কতকগুলি থানায় বিবিধ প্রকার অপরাধের ও সে সম্বন্ধে পুলিশের আচরণের একটা ফিরিস্তি দিতেছি। এগুলি নমুনা স্বরূপ। পুলিশের আচরণ এগুলির সম্বন্ধে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রহস্যজনক। খুনী খুন করিয়া, ডাকাতি ডাকাতি করিয়া, চোর চুরি করিয়া, জুয়াড়ী বেআইনী জুয়া খেলিয়া এবং সমাজ বিরোধীরা গুণ্ডামী করিয়া দম্ভ করিয়া বেড়াইতেছে। কোন ব্যবস্থা নাই। ব্যবস্থার মধ্যে কোন কোন স্থানে দেখা যায় চোর, ডাকাত, দাগীরা দারোগার বাড়ী বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া আদর আপ্যায়নে আপ্যায়িত হইতেছে। আমরা ঝালিদা থানার জুয়ার ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিতেছি।

ঝালিদা

ঝালিদায় সম্প্রতি যে চাঞ্চল্যকর—গুণ্ডামী হইয়া গেল তাহাতে পুলিশ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন এবং দারোগাকে সেখান হইতে বদলী করা হইয়াছে। তাহার শাস্তি কি হইয়াছে জানি না তবে নূতন একজন দারোগা সেখানে গিয়াছেন এবং তিনি অপরাধ দমন সম্বন্ধে অবহিত হইতেছেন বলিয়া লোকে বলিতেছে।

যাহা হোক—সম্প্রতি ঝালিদার হাটে একজন বিশিষ্ট লোক "ভাগ্যচক্র" নামে এক প্রকার জুয়া খেলায় লোকের দুর্ভাগ্য সৃষ্টি করিতেছিল। নিকটেই পুলিশের কনেষ্টবল ও হেড কনেষ্টবল থাকিলেও তাহা অবাধে চলিতেছিল। লোক সেবক কর্মী শ্রীমনীন্দ্র মুখার্জী এই ব্যাপারে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তাহারা খেলা বন্ধ করিয়া দেয় অর্থাৎ স্থগিত রাখে। কর্মী শ্রীমনীন্দ্র মুখার্জী হাট হইতে চলিয়া আসিলে আবার নিয়মিতভাবে জুয়া চলিতে থাকে।

মনীন্দ্র বাবু থানায় যাইয়া দারোগাকে হাটে হাটে যে অবাধ ও অবৈধ জুয়ার ব্যবসায় চলিতেছে তাহা বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। দারোগা বাবু এজন্য তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন—কোথাও জুয়া খেলা হইতেছে সংবাদ পাইলেই তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন—কারণ 'ভাগ্যচক্র' হইলেও তাহা জুয়া, এবং বাংলায় জুয়া কঠোরভাবে আইন করিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঝালিদা সহরের প্রান্তে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ আশ্রমের নিকট ছৌনাচের প্রতিযোগিতা কয়েকদিন হইতে চলিতেছিল। মনীন্দ্রবাবু দারোগাবাবুকে জানান যে সেখানে কতিপয় কংগ্রেসের ১০৲ টাকা দামের সক্রিয় সদস্যের পরিচালনায় ও পুলিশের উপস্থিতিতেই পরম উৎসাহের সহিত প্রকাশ্যে ১০।১২টি কাঁচা খেলার জুয়া চলিতেছে। প্রাত কাঁটায় পুলিশের নামে ১০৲ টাকা এবং কালীপূজার নামে ১৲ টাকা করিয়া আদায় হইতেছে। তাহা কি দারোগা বাবুর পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হইবে? এই ভৈরবী চক্র ভেদ করা কি সাধ্যায়ত্ত হইবে?

দারোগা বাবু তাহার অধীনস্থ একজন অফিসারকে ডাকিয়া নির্দেশ দিলেন। অতঃপর দেখা গেল জুয়া খেলা স্তাল বাহির হইতে—স্থানান্তরিত হইয়া স্বামী বিশুদ্ধানন্দ আশ্রমের ভিতর বিশুদ্ধ চক্রাকারে রাশি রাশি অর্থকে অনর্থে পরিণত করিতেছে। পরে অবশ্যই তাহা আবার আশ্রম হইতে স্থানান্তরিত হইয়া প্রকাশ্য ভাবেই 'সালিবনে' সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। এই জুয়া খেলার কংগ্রেসী উদ্যোক্তাদের যুক্তি এই যে—জুয়া খেলা খারাপ তাহা তাহারা উপলব্ধি করেন তবে ইহা মেলার খরচের খানিকটা সহায়তা করে সুতরাং ইহা চলিতেছে-চলুক। উপস্থিত পুলিশের কি যুক্তি তাহা আমরা জানিনা।

আমরা দারোগাবাবুর জুয়া বন্ধ করিবার আন্তরিকতায় কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করিতেছিনা। কিন্তু তবুও যখন ইহা বন্ধ হয়না তখন স্বতঃই প্রশ্ন জাগে যে চক্র পিছু ১০৲ টাকা দিয়া কি ভৈরবী মায়ায় জুয়াড়ীরা ইহাদের আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া ছিল?

বাগমুণ্ডি—ঝালিদার পার্শ্ববর্ত্তি থানা বাঘমুণ্ডিতে এবার আসা যাক। ঝালিদার ব্যাপারটা মুখবন্ধ-গতি নির্দেশক। সুতরাং এবার সংক্ষেপে ঘটনার রূপগুলি দিলেই হইবে।

একটী গ্রামই দেখা যাক। গ্রাম সেরেঙ্গডি—চুরি খুবই তৎপরতার সঙ্গে হইতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ২ সপ্তাহের মধ্যে ১টী গ্রামে ১১টী চুরির ব্যাপার হইয়াছে। কয়েকটী ব্যাপারে থানায় ডাইরী দিয়া দেখা গেল কিছু হয়না—হবার সম্ভাবনাও নাই—লোকে আর বিশেষ থানায় যায় না। গ্রামের লোক পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

গরু চুরিটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার—দিনের বেলায় মাঠ হইতে, রাত্রি বেলায় গোয়াল হইতে। থানায় সংবাদ দিবার কোন মূল্যই নাই। সবাই জানে কাহারা উপদ্রবকারী? পুলিশও জানে। খবর দিলে খবর খবরই থাকে কার্য্যে পরিণত হয় না উপদ্রবকারীরা গরু ধরিয়া রাখে কিছু টাকা দিলে খোঁজ পাওয়া যায়।

সন্ধ্যায় মেয়েদের পথ চলা মুস্কিল। একেলাই থাক আর দলবদ্ধই থাক—উপদ্রবকারীরা গলা হইতে হার ছিনাইয়া লইয়া যায়। কে প্রতিকার করিবে? স্থানীয় পুলিশ যে উপদ্রবকারীদের সহায়ক তাহার প্রমাণের দরকার হয় না। একটু তদন্ত করিলেই তাহা জানা যায়।

গত দুই আড়াই বৎসরের মধ্যে এই থানায় প্রায় ৩০।৩২টী খুন হইয়া গিয়াছে। আমরা প্রশ্ন করিতে পারি—কয়টী খুনের কিনারা হইয়াছে? আসামী ধরা পড়িয়াছে এবং সাজা হইয়াছে? কয়টা ব্যাপারে ফাইনেল রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে? এবং এই সব ব্যাপারে স্থানীয় পুলিশের কত অর্থাগম হইয়াছে?

বান্দোয়ান—এই থানার সম্বন্ধে বহু এবং বিস্তৃত আলোচনা বহুবার প্রকাশ হইয়াছে সুতরাং পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। চৈত্র ও বৈশাখ মাসের একটা তালিকা দিতেছি :—

১) চুরি—অবাধ চুরিটা থানায় সাধারণ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে—সাম্প্রতিক গুরুতর চুরীর একটা ব্যাপার সুপকুড়ি গ্রামে। পুলিশ নির্বিকার।

২) জানিয়োর গ্রামে—খুন; স্ত্রী স্বামীকে খুন করিয়াছে।

৩) ধাদকা—খুন; মদ খাইয়া পিতা পুত্রকে হত্যা করিয়াছে।

৪) লেদাআম—খুন; ভাই ভাইকে খুন করিয়াছে। গ্রামের লোকই তিন দিন পরে লাশ বাহির করে—পুলিশ এমনই সক্রিয়।

৫) পারগড়া—খুন না আত্মহত্যা? কোন কিনারা হয় নাই।

(৬) কাদোগড়্যা—ভীষণ ডাকাতি। গৃহস্থের দেহে ১৬টী ক্ষতের ঘা জাজ্বল্যমান সাক্ষী। কে কাহাকে ধরিবে? এর যদি করা হয় এগুলির সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইয়াছে বা হইতেছে? শুনিতে পাওয়া যাইবে—হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় কি যে, কতগুলির সম্বন্ধে ফাইনেল রিপোর্ট হইয়াছে? গ্রামে, পথে, ঘাটে লোককে জিজ্ঞাসা করুন—তাহারা বলিবে—দারোগা আজকাল অনেক সময় একাই আসেন—কনেষ্টবলদেরও সঙ্গে আনেন না, কারণ টাকার ভাগ কিছুও দিতে হইবে। এসব বিষয়ে তদন্ত করিবে কে? পুলিশ সাহেব? আই, জি? এনফোর্সমেণ্ট? পরীক্ষামূলকভাবে একটা পাবলিক তদন্ত হোক না? গবর্মেণ্টের কোন ক্ষতি হইবে না—মর্য্যাদা বাড়িবে বই কমিবে না।

পাড়া—এইবার একবার পুরুলিয়ার উত্তর দিকে পাড়া থানায় আসা যাক। কংগ্রেসী পার্লিয়ামেণ্টারী সদস্য শ্রীশঙ্কর বাবুর জমিদারী—যিনি বাংলার বিধান সভায় দাঁড়াইয়া এই মর্ম্মে বক্তৃতা দেন যে পুরুলিয়া জিলায় বাংলা সরকারের কৃপায় কোন দুঃখ, কোন অভাব নাই। আমরা কেবল নমুনা স্বরূপ দুইটী ঘটনা দিতেছি।

পুত্র শোকার্ত্তা মাতা ও পিতার উপর দারোগার অমানুষিক অত্যাচার

অমানুষিকতা, নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার ক্ষেত্রে পাড়া থানার দারোগাবাবু—কল্পনাকেও অতিক্রম করিয়াছেন। একটী সাম্প্রতিক ঘটনার বিবরণ দিতেছি—

পুরুলিয়া থানার চয়নপুর গ্রামের কালিপদ মুচি তাহার স্ত্রী ও দেড় বৎসরের শিশুসহ পাড়ায় ধর্মপূজার মেলা দেখিবার জন্য ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে আসে। এই থানাতেই রাহেরডি গ্রামে মেঘু মুচির বাড়ীতে কালিপদর শ্বশুর ঘর। মেলা উপলক্ষ্যে তাহারা মেঘুর বাড়ীতেই ছিল এখনও আছে।

১০ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া কালিপদর স্ত্রী শিশুসন্তানটীসহ শয়ন করে। রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় মা একটু বাড়ীর বাহিরে যায়। ফিরিয়া আসিয়া দেখে শিশুপুত্র বিছানায় নাই। তার চীৎকারে সকলে আসিয়া বহু খোঁজ করে। শিশুটিকে পাওয়া যায় না।

পরদিন সকালে কালিপদর বাড়ী হইতে প্রায় ১।০ ফার্লং দূরে একটি কুঁয়াতে গ্রামের মেয়েরা জল তুলিতে গিয়া শিশুটিকে কুঁয়ার জলে ভাসিতে দেখে। তুলিয়া দেখা যায় শিশুটি মৃত।

পাড়া থানায় খবর দেওয়া হয়। দারোগাবাবু বলেন—মৃত শিশুর মা ও বাবাকে থানায় আসিতে হইবে—তিনি ঘটনাস্থলে যাইবেন না। সংবাদদাতা ফিরিয়া আসিয়া একথা বলিলে—রাহেরডি পঞ্চায়েতের গ্রামসেবক ভূদেববাবু থানায় যাইয়া একটী লিখিত বিবৃতি দেন। বড় দারোগাবাবু দুইজন কনেষ্টবল লইয়া বিকাল প্রায় ৪টার সময় মেঘু মুচির বাড়ী আসেন।

দারোগাবাবু অতঃপর মৃত শিশুর মা, বাবা, মাতামহ, মাতামহীকে জিজ্ঞাসা করেন যে—এই ছেলেটীকে কে কুঁয়ায় ফেলিয়া দিয়াছে তাহা—তাহাদের বলিতেই হইবে। তারা সকলেই বলে—আমরা কাউকেই দেখি নাই—কেমন করিয়া বলিব? উপস্থিত সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল যে ইহার পরেই দারোগাবাবু মৃত শিশুর মা, বাবা, মাতামহী, মাতামহকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। পুত্র শোকাতুরা মা, বাবা, মাতামহী মাতামহ বাদ কেহই গেল না। তাহাদের কান্নায় দারোগাবাবু আরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার জুতার ঠোক্করে মারিয়া তাহাদের অস্থির করিয়া তুলিলেন। দারোগাবাবু ইহার পরে শিশুর লাস পুরুলিয়ায় চালান দিলেন।

এই জিলায় একজন পুলিশ সাহেব আছেন, প্রদেশে পুলিশের আই, জি আছেন, রাজ্যে পুলিশের মন্ত্রী আছেন—আমরা তাহাদের প্রশ্ন করিতেছি—তাহারা কি এবিষয়ে প্রকাশ্য তদন্ত করিয়া এই বর্বরতার প্রতিবিধান করিবেন? নচেত বুঝিতে হইবে দারোগার এই বর্বরতাতে তাহাদেরও সমর্থন আছে। ইন্সপেক্টারকে অথবা রেসপনসিবল অফিসারকে দিয়া তদন্ত নয়—কারণ তাহাদের তদন্তের ব্যাপার আমাদের জানা আছে।

অন্য যে কোন দেশে এইরূপ ঘটনা হইলে বিশেষ করিয়া সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইলে মন্ত্রীকে ইহার জবাবদিহি দিতে হয়—আর এদেশে ইহাদের শিরোপা পাইবার ব্যবস্থা হয়। বাংলা দেশকে পুলিশ কি আলজেরিয়ায় পরিণত করিতে চাহেন?

মহাদেবপুরে ডাকাতি

ইহারই সঙ্গে সঙ্গে আর একটী ঘটনার বিবরণ দিতেছি। কিছুদিন হইল আনাড়ার টোলা মহাদেবপুর গ্রামে শ্রীনিবারণ চৌবের বাড়ীতে ভয়ানক ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা গৃহস্বামী, তাহার স্ত্রী ও পুত্র সকলকেই ভয়ানক মারামারি করিয়া যাবতীয় জিনিষ পত্র লুঠ করিয়া লইয়া চলিয়া যায়। সকাল হইলেই থানায় খবর দেওয়া হয়—দারোগা বাবু আসেন। গৃহস্বামী যে সমস্ত ডাকাতদের চিনিয়া ছিলেন তাহাদের নাম বলেন। কিছুই হয় না। পুলিশ তদন্তে আসিলে গ্রামের বিশিষ্ট লোকেরা নিবারণ বাবুর বাড়ীতে আসে। কিন্তু তদন্তের আকর্ষনীয় ধারা এই দেখা যায় যে দারোগাবাবু কাহারও সম্মুখে গৃহস্থকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন না। তাহাকে একান্তে লইয়া যাইয়া জিজ্ঞাসা করেন। পূর্বের ঘটনায় দারোগাবাবু আসামীর নামের জন্য মৃতপুত্রের জন্য শোকাতুরা মা ও বাবাকে তাহার জুতার ঠোক্করে আহত করিয়া কর্ত্তব্য করিয়াছেন—এই ঘটনায় গৃহস্থ ডাকাতের নাম করিলেও তিনি সাংখ্যের পুরুষের মতো নির্বিকার আছেন। পুলিশ সাহেব এবিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করিয়া এই অসঙ্গতির রহস্য উদ্ঘাটন করিবেন কি?

সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য ব্যাপার হইল নিবারণ বাবুর স্ত্রীকে ডাকাতেরা মারিয়া বেশ আহত করিয়াছে। কিন্তু দারোগাবাবু তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইবার বা এ বিষয়ে কোন দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। নিবারণবাবু অগত্যা তাহার আহতা স্ত্রীকে লইয়া পুরুলিয়া লোক সেবক সংঘের নিকট আসেন—সেখান হইতে তাহাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই কাজের জন্য আমাদের নিবেদন এই যে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ ইহার মধ্যে রাজনীতি টানিয়া আনিবেন না। পুত্র শোকাতুরা মাতাকে কংগ্রেস সরকারের দারোগা জুতার ঠোক্করে আহত করিয়া গেলে যখন তাহাকে ডাক্তার দেখাইবার প্রয়োজন হয় তখন কংগ্রেসের শ্রীনেপাল বাউরী এম, এল, এ, শ্রীশঙ্করী প্রসাদ এম, এল, এ পার্লিয়ামেণ্টারী সেক্রেটারী উদাও স্বরে বাংলার কংগ্রেস সরকারের প্রজা বাৎসল্যের গুণ কীর্তণে এমনই মগ্ন থাকেন যে এই তুচ্ছ ব্যাপারে দৃষ্টি দিবার মতো তাহাদের কোন অবসর থাকেনা। সামান্য মানবতার খাতিরেই লোক সেবক সংঘের কর্মীরা ডাক্তার লইয়া আগাইয়া আসেন—এই বুঁকি লইয়াই যে, তাহারা যে অপরাধ করিতেছেন তাহার ফলে সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে মিথ্যা মামলায়—ঐ দারোগা ইন্সপেক্টার কর্ত্তৃকই জড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্তে তাহাদের জন্য রহিয়াছে।

জিলার পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ, রাজ্যে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ আইন অনুযায়ীই—সামান্যতম মানবতার আহ্বানে সাড়া দিবেন কি?

ভারত, তিব্বত ও চীন

বৌদ্ধ চীন কম্যুনিষ্ট হইবার ফলে বুদ্ধের অবতার তিব্বতের দলাইলামা তিব্বত ছাড়িয়া হিন্দু ভারতের মুসৌরীতে হিন্দুপ্রধান বিড়লার গৃহ মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। তিব্বত ও দলাইলামা ব্যাপারটা কিছুদিন পূর্বেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা সর্বপ্রধান সংবাদ হইয়া উঠিয়াছিল। এখন অবশ্যই কিছুটা ভাটা পড়িয়াছে।

তিব্বতের সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ—সেখানকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না এটা ঠিক। কমিউনিষ্ট বিরোধীরা বলিতেছেন—চীন অন্যায় করিয়া তিব্বতের উপর যথেচ্ছাচার চালাইয়া তাহাকে কুক্ষিগত, কমিউনিষ্ট করিবার জন্য কমিউনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার চালাইয়াছে—ইহা কোন গণতান্ত্রিক ব্যক্তি সহ্য করিতে পারে না। তিব্বতের জনসাধারণ তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিদ্রোহ করিয়াছে।

চীনের সমর্থকরা বলিতেছেন—তিব্বতের জনসাধারণ সেই মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক লামাশাহীর শাসনে ক্রীতদাসের মত কাল কাটাইতেছে; চীন তাহাদের মানুষের পর্য্যায়ে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। লামাশাহীর ইহাতে চিরাচরিত কায়েমীস্বার্থের হানি হইতেছে। আমেরিকা প্রভৃতি কমিউনিষ্ট চীনবিরোধী শক্তিগুলির ষড়যন্ত্রে লামারা চীনের বিরুদ্ধে তাহাদের অনুগতদের লইয়া লড়াই সুরু করিয়াছে—ইহা তিব্বতের জনসাধারণের বিদ্রোহ নয়—প্রতিক্রিয়াপন্থীদের দুই আভসন্ধী।

তিব্বত রহস্যময় দেশ—সেখানকার সবই রহস্যময়। হিমালয়ের মধ্যে এই দেশটীর সঙ্গে ভারতবর্ষের ধার্ম্মিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য যোগাযোগ বহু বহু শতাব্দীর। স্বভাবতই ইহার উপর কোন অন্যায় বা অত্যাচার ভারতের ক্ষেত্রে বিরূপ ভাব সৃষ্টি করিবে। কিন্তু বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ দিয়াও অবস্থার সম্বন্ধে তাহার আচরণ স্থির করিতে হইবে।

তিব্বতের প্রাচীন যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। গত প্রায় আড়াই হাজার বৎসরের ইতিহাসে যাহা জানা যায়—তাহাতে দেখা যায় তিব্বত বরাবরই একটা স্বতন্ত্র দেশ ছিল। এখানে অনেক রাজা হইয়াছে অনেক রাজা গিয়াছে। তিব্বত কখনও চীনের রাজাকে পরাজয় করিয়াছে—আবার চীনও কখনও তিব্বতকে পরাজয় করিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রায় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বত বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গলরা চীন অধিকার করিয়া লয়। মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খাঁ চীনের সম্রাট হন—তিনি তিব্বতও অধিকার করিয়া তিব্বতে চীনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার বহু পরে মাঞ্চু জাতি চীনে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া তিব্বতেও তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃত পক্ষে—মাঝে কিছু কিছু সময় বাদ দিলে—কুবলাই খাঁর সময় হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যখন লর্ড কার্জন তিব্বত আক্রমণ করেন—তখন পর্যন্ত তিব্বতের উপর চীনের রাজনৈতিক আধিপত্য ছিল—তবে তাহা কখনও বেশী কখনও নামে মাত্র। কুবলাই খাঁই—তাহার অধীনে তিব্বতের প্রধান লামাকে তিব্বতের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করেন। সেই সময় হইতেই দালাই লামা একাধারে তিব্বতে প্রধান ধর্ম যাজক ও রাজার ক্ষমতা পরিচালনা করিতেছেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সৈন্য তিব্বতের রাজধানী লাসা দখল করে। তিব্বতের সঙ্গে ইংরাজের সন্ধি হয়। চীন তাহাতে কোন—স্বাক্ষর করে না। ১৯০৬ সালে চীন তিব্বতের অধিপতিরূপে এই সন্ধিতে স্বাক্ষর করে। এই সন্ধিতে ইংরাজ তিব্বতের উপর চীনের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লয় বটে কিন্তু তিব্বতে চীন কোন প্রকার রাজ্যশাসন দাবী করিতে পারিবে না ইহাও স্থির হয়। চীনের আধিপত্য থাকিলেও প্রায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে তিব্বত ইংরেজ শাসিত ভারত ও চীনের মধ্যে 'বাফার ষ্টেট' হইয়া থাকে।

ইংরাজ ১৯৪৭ সালে ভারত ছাড়ে। তিব্বতের ব্যাপারে ভারতের নেহেরু গবর্মেণ্ট নূতন কিছু করে না। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে চীনে সম্পূর্ণ কমিউনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে তিব্বত তাহার সহিত সমস্ত রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া চীন দেশের প্রতিনিধিকে লাসা ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বলেন যে—ভারত, তিব্বতের উপর চীনের আধিপত্য এবং আভ্যন্তরিক শাসন ব্যাপারে তিব্বতের স্বাধীনতা স্বীকার করে।

১৯৫০ সালে কম্যুনিষ্ট চীন তিব্বত আক্রমণ করে। তিব্বত এই বিষয়টি বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘে উঠাইবার জন্য নেহেরু সরকারকে বলে। নেহেরু সরকার তাহাকে সরাসরি আবেদন করিতে বলে—এবং তিব্বতকে সমর্থন করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘে যখন এই তিব্বতের বিষয় আলোচনার প্রস্তাব হয় তখন ভারত তাহাতে বাধা দেয়—এবং কোন উচ্চবাচ্য করে না।

অতঃপর তিব্বত ১৯৫১ সালে চীনের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। এই সন্ধিতে তিব্বত স্বীকার করিয়া লয় যে—তিব্বতে চীনের সেনানিবাস থাকিবে। লাসাতে সামরিক ও অন্যান্য শাসন ব্যাপারে চীনের কমিশন থাকিবে, বাণিজ্য, রাস্তাঘাট, বৈদেশিক প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারে তিব্বতের উপর চীনের কর্তৃত্ব থাকিবে; তিব্বতের সৈন্য চীনের ফৌজের অংশ হইবে এবং চীনের শাসনাধীনে আভ্যন্তরিক ব্যাপারে তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকিবে।

১৯৫৪ সালের ২০শে এপ্রিল নেহেরু সরকারের সঙ্গে চীনের যে চুক্তি হয়, তাহাতে ভারত সরকার কর্তৃক তিব্বতকে চীনের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয়। মাও, সে তুং নাকি নেহেরুকে বলিয়াছিলেন যে চীন তিব্বতের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করিবে না। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মুখের কথার মূল্য কেউ দেয় না।

এই চুক্তিপত্রেই প্রথম নেহেরুর পঞ্চশীলের নীতি অনুযায়ী পরস্পরের সহিত আচরণ করিবে বলিয়া ভারত ও চীন স্বাক্ষর করে।

ইহাই হইল ভারত, তিব্বত ও চীনের মধ্যে পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্বন্ধ। তিব্বতকে চীনের শাসনাধীন প্রদেশ বলিয়াই ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে চীনের সহিত চুক্তিপত্রে মানিয়া লইয়াছে। রাজনৈতিক

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

সরকারী ভিক্ষা প্রত্যাখান

শ্রীসুবল চন্দ্র দাস নামে জনৈক উদ্বাস্তু জানাইতেছেন:—দেশ বিভাগের পরে আমি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সহ পুরুলিয়া আসিয়া নিজে পরিশ্রম করিয়া আজ পর্যন্ত কোন প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করিতেছি। সরকার বাহাদুরের নিকট আমি ব্যবসা লোন ও চাকুরির জন্য আবেদন করিয়াও আজ পর্যন্ত কোন সুব্যবস্থা পাইলাম না। সরকারের মাসিক সাহায্য Cash dole **পাইয়া জীবন ধারণ করা আমি বড়ই ঘৃণা বোধ করি।** কিন্তু হঠাৎ একদিন আজ প্রায় ১৫ দিন পূর্বে আমাদের উদ্বাস্তু অফিসার শ্রীপরেশ চন্দ্র রায় লোক মারফৎ নিউ বেঙ্গল এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তীর বাড়ী যাইতে বলিয়া দেন এবং আমি উক্ত স্থানে গিয়া উভয়কেই দেখিতে পাই। আমি ওখানে যাইতে তাহারা বলিলেন—তুমি মাসিক সাহায্যের জন্য একখানা দরখাস্ত কর। নতুবা কোন প্রকারের সাহায্য সরকার তরফ হইতে পাইবে না। আমি তাহাদের কথিত অনুযায়ী মাসিক সাহায্যের দরখাস্ত করিলাম। আজ আমি শুনিতে পাইলাম আমার মাসিক সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছে। আমি জানাইতে চাই যে এত দিন পুরুলিয়ার যে সকল দুঃস্থ উদ্বাস্তু নিয়মিতভাবে মাননীয় ডেপুটি কমিশনার এবং মাননীয় জোনাল অফিসার-এর অনুমোদন অনুযায়ী বরাবর মাসিক সাহায্য পাইয়া জীবনগুলি রক্ষা করিয়া আসিতেছে আজ তাহাদের মাসিক সাহায্য বন্ধ হইবার কি কারণ? আমি ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। কারণ তাহারা এক বেলাও পেট ভরিয়া ভাত পাইতেছে না। এমত অবস্থায় আমার নামে যে মাসিক সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে উক্ত টাকা ঐ সকল দুঃস্থ উদ্বাস্তুদের বন্টন করিয়া দিতে আবেদন করিতেছি। ভগবানের কৃপায় আমার এক প্রকার অন্ন জুটিতেছে।

হুজুরের নিকট একান্ত প্রার্থনা অতি সত্বর ইহার সুব্যবস্থা করিয়া দুঃস্থ উদ্বাস্তুদের জীবনগুলি রক্ষা করুন।

মানবাজার থানার পায়রাচালী হইতে শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দে জানাইতেছেন:—মানবাজার থানার অন্তর্গত কাঁসাইপার অঞ্চলে পায়রাচালী গ্রামে একটি নারী সমাজ কল্যাণ সমিতি বাংলা সরকার স্থাপন করেছেন। দুইজন গ্রাম সেবিকা থাকেন, তন্মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে শ্রীমতী মোহিনী মাহাতান। আমাদের পাড়ায় একটি কুয়া আছে, একদিন আমার স্ত্রীও জল আনতে যায়। এমন সময় মোহিনী মাহাতানও গেছেন, আমার স্ত্রীকে দেখে মোহিনী বলতে লাগলো যে—তোর স্বামী প্রফুল্ল দে লোক সেবক সংঘ হয়ে পুরুলিয়া গিয়ে ছিল অনশন করতে, অরুণ বাবু কত টাকা দিল। আমার স্ত্রী কোন উত্তর প্রতিউত্তর না করে বাড়ী এসে আমাকে পারচয় দেয়। বলিলাম যে—তুমি ওদের সঙ্গে কথা বলো না, চুপচাপ যাবে আর আসবে। তারপর ইং ১৭।৫।৫৯ একটি ঘটনা ঘটে, আমার পুত্রের ডাক নাম মেথর, বয়স ১০।১১ হবে। নারী সমাজ কল্যাণ সমিতির সম্মুখে কতকগুলি লোহার খেলনা মাটিতে গেড়ে রেখেছে গ্রামে ছেলেদের খেলবার জন্য, আমার ছেলে সেইখানে খেলবার জন্য গেছে। তখন মোহিনী মাহাতান বললেন, এই মেথর তুমি এখান থেকে যাও, তুমি হচ্ছো লোক সেবক সংঘের বেটা, তুমি এইখানে থাকতে পাবে না, খেলতেও পাবে না, তোমাদের জন্য নয়। কেঁদে কেঁদে আমার ছেলে এসে আমাকে পরিচয় দেয়। আমি দোকানদার দোকান করে জীবিকা নির্ব্বাহ করি। আমার দোকানের পূর্ব পার্শ্বে মোহিনীর থাকবার ঘর, মোহিনীকে ডাকলাম। তখন মোহিনী দোকানের সামনে এলো, দোকানে বসেছিল, চাঁদড়া গ্রামের শ্রীপঞ্চানন ব্যানার্জ্জী, সিমচাকা গ্রামের শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়, এবং অন্যান্য বহু লোক। তাকে শুধালাম লোক সেবকদের ছেলে বলে তাড়িয়ে দিয়েছেন কেন? এবং আমি লোক সেবক হতে পারি, তাই বলে কেন আমার ছেলেকে

গালি দেন। আর বাংলা সরকারের আইন হলো কি তাই যে কংগ্রেসী ছেলে হলে খেলতে পাবে? আর যার মা বাপ, যদি অন্য কোন পার্টিতে থাকে, তা হলে খেলতে পাবে না? এই কথা বলতেই, মোহিনী রক্ত চক্ষু করে বললে, রে প্রফুল্ল তুই আমার সঙ্গে খবড়দার কথা বলিস, আমি ডি, সি, এস, ডি, ও কে বলে বি, ডি, ও কে লিখে, হাজতে নিয়ে যাওয়া করাবো, তোর কোন বাপে রাখবে দেখা যাক। তখন আশেপাশে যারা ছিল তারা আমাকে উত্তর করতে নিষেধ করলেন। ভদ্র লোকদের কথা শুনে চুপচাপ দিয়ে রইলাম। তারপর দেখি ১৮।৫।৫৯ ইং তারিখে সন্ধ্যা ৭।৮।৮ টার সময় ব্লকের একখানা জিপে মানবাজারের শ্রীঅন্নদাময় কবিরাজ মহাশয়ের স্ত্রী—ইনি হচ্ছেন নারী সমাজ কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান, আর লেডি সোসেল অরগেনাইজার তার নাম হচ্ছে মঞ্জুলা, এবং অন্যান্য অপরিচিত দুইজন মহিলা এসে বিপদ তারণ বাবু, বিধিনাথ বাবুকে দিয়ে আমাকে ডাকালেন, আমি মোহিনীদের ঘরের সামনে গেলাম। যেয়ে তাদিকে সমস্ত ব্যাপার পরিচয় দিলাম, এবং সেইখানে ঐ পায়রাচালী গ্রামের বিপদ তারণ মুখার্জ্জী ও বিধিনাথ গঙ্গোপাধ্যায় যারা আমাকে ডাকতে গেছলো, তারাও আমার সম্মুখে দাড়িয়ে রইলো, আবার গ্রামের অন্যান্য বহু লোক ক্ষমা হয়েছিল সেখানে সত্য যা ঘটনা বললাম। তখন অন্নদা কবিরাজ মহাশয়ের স্ত্রী, লেডি সোসেল অরগেনাইজার তাঁরা বলে উঠলেন যা হবার হয়ে গেছে ক্ষমা চেয়ে নিন। আমি বললাম কি অপরাধ করেছি যে ক্ষমা চাইবো। তখন তিনি বললেন—দেখুন বিপদ তারণ বাবু ও বিধিনাথ বাবু, যদি ইনি ক্ষমা চেয়ে না নেন, তা হলে বি, ডি, ও সাহেব আর আমি বলছি, আপনাদের এখান থেকে, এই নারী কল্যাণ সমাজ সমিতি তুলে নিয়ে যাবো। আর এক কথা আপনাদের এখানে কোন প্রতিষ্ঠান দিবোও না আর হবেও না এরা চলে গেলে। এই কথা তিনি বলতেই ঐ দালাল দুইজন, শশব্যস্তে করজোড়ে ভয়ে ভয়ে বলতে লাগলেন সংশ্রবার আমরাই ক্ষমা চাইছি। ও না চাক আমরাই চাইছি। তখন অন্নদা কবিরাজের স্ত্রী বললেন তা হলে আপনারা একটা কাগজে লিখে দেনযে—আমরা দেখলাম প্রফুল্লর দোষ, তা হলে এ যাত্রা ক্ষমা করবো, আর এবারের মত এদিকে রেখে দেবো। তখন দুইজন বললেন শতবার শতবার কাগজ দেন। ব্যাসদেবের মত কলম নিয়ে মহাপুরুষ দুইজন লিখতে বসে গেলেন। লিখলেন প্রফুল্ল দোষী, যান এইবার চার যুগ আমাদের কলম কাটবার ত্রিভুবনে আর কেহ হবে না। তখন তিনি সেই কাগজ নিয়ে চলে গেলেন। গ্রামের যারা যারা ছিল তারা এই দুইজন মুনি ঋষিদের কাণ্ড দেখে হাঁ করে বোবা হয়ে তাদের প্রতি তাকিয়ে রইলো আমিও রইলাম। আমি এই ব্যাপারটী ছাপাইলাম জনগণের জ্ঞাতার্থে আর জেলার মালিকের জ্ঞাতার্থে, দেখি এরা যে রকম রাগান্বিত হয়েছেন আমাকে বোধ হয় জেল না হয় জরিমানা না হয় গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবেই তাতে কোন ভুল নেই। জনগণের চোখে ধরে দেওয়া ভাল তারাই বিচার করিবেন এই আমার অনুরোধ। এখন শুনছি আমার নামে এক মস্ত বড় মামলা করা হবে—ধন্য কলি!

খয়রাতী না সবেরাতি

পুঞ্চা থানার ভূতাম হইতে শ্রীতরণীকান্ত মাহাত জানাইতেছেন:—দীন, দুঃখী, অনাথ, দুঃস্থ, অন্ধ, খঞ্জ, লোকদের জন্য সরকার গতবৎসর হইতে কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। গত বৎসর খয়রাতীর টাকা, ব্লকের ষ্টাফ দ্বারা বিতরণ করা হইয়াছিল। প্রকাশ যে, এবৎসর শুধু ষ্টাফ কর্ত্তৃক বিতরণ করা হইবে না—সঙ্গে ষ্টাফের একজন V. L. W. ও স্থানীয় রিলিফ কমিটীর মেম্বার টাকা বিতরণ করিবেন—তিন জনের অনুথায় টাকা বিলি হইবে না। ব্যবস্থা মন্দ নয়। তিন দেবতার মিলনে যে দুঃস্থদের প্রাণান্ত হইবে সে চিন্তা কর্ত্তৃপক্ষ করিয়াছেন কি? তাহাও আবার V. L. W. এর অফিসে হইবে বিলি। অঞ্চলের একপ্রান্ত হইলেও তাহাই চেষ্টার। ফলে যাহারা প্রকৃত রিলিফ পাওয়ার যোগ্য—অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, হাঁটিতে অক্ষম তাহারা G. R. না পাইয়া T. R.এর লোক G. R. ভোগ করিবে। প্রকাশ, পরিবারে সপ্তাহে ১৲টাকা করিয়া দেওয়া হয় যাহা দুর্মূল্যের বাজারে মরুভূমে বারি বিন্দুবৎ। তাহা সপ্তাহে বিলি করিবার ব্যবস্থা নাই। ইহা মাসান্তে যে কোন দিন কাল বৈশাখীর ঝড়ের মত উদয় হয়। আবার কোথাও সে সবেরও বালাই নাই। সরকার যদি দুঃস্থদের বাঁচিবার জন্যই খয়রাতী দান করিতেছেন তবে এব্যবস্থায় গরীব বাঁচিবে না মরিবে? তাহাদের সপ্তাহান্তে নির্দ্দিষ্ট দিনে টাকা দিলে যথাযথ কার্য্যে ব্যয়িত হইয়। কিছু মাড়ভল পাইত। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ খয়রাতীর এ বিলি ব্যবস্থা তুলিয়া উপযুক্ত লোক দ্বারা, ঠিক সময়ে প্রকৃত দুঃস্থদের বিলি করা হউক। দুঃস্থদের যদি বাঁচাইতে চান তাহা হইলে তাহাদের মরার পরে টাকা বিলি না করিয়া মরার পূর্ব্বে টাকা দিবার ব্যবস্থা করুণ। নচেৎ এই বজ্র আঁটনী ফস্কা গেরো দ্বারা গরীবের কোন কাজে আসিবে না।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬—১৫ই জুন ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য ৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

খাদ্য এবং রিলিফ কমিটীর সিদ্ধান্ত

গত ১২ই মে পুরুলিয়ায় ডেপুটী কমিশনারের অফিসে—খাদ্য এবং রিলিফ কমিটীর এক অধিবেশনে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়—

১। রিলিফের কাজ জুন মাস পর্য্যন্তই চলিবে—চাষের পরে আবার আরম্ভ হইবে।

২। লোন সম্বন্ধে বর্তমানে যে তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে সেই তিন লক্ষ টাকা প্রথম পর্য্যায়ে বিলি হইবে। এই লোন বিলি সম্বন্ধে ইহাই নির্দ্ধারিত হয় যে—যাহারা পূর্ব ঋণ পরিশোধ করিয়াছে তাহাদের বিষয়ে সর্বাগ্রে বিবেচিত হইবে। যাহারা ক্রমাগত ঋণ লইয়া এখনও পরিশোধ করে নাই তাহাদিগকে এই প্রথম ক্ষেপে ঋণ দেওয়া হইবে না।

লোন সম্বন্ধে ইহাও আলোচিত হয় যে লোন যাহাতে ঠিক মতো দেওয়া হয় সে বিষয়ে জনসাধারণ বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন। গ্রামের বা অঞ্চলের কর্মীরা লোন দিবার স্থানে উপস্থিত থাকিয়া এ বিষয়ে পরিদর্শন করিবেন। কোন প্রকার অন্যায় হইলে তাহা অবিলম্বে ডেপুটি কমিশনারের নিকট জানাইলে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। রিলিফের কাজের ব্যাপারে জনসাধারণের এবিষয়ে দেখা শোনা তদারক করিবার অধিকার রহিয়াছে। চুরি যাহাতে না হয় তাহার জন্য জনসাধারণের রিলিফের কাজ যেখানে চলিতেছে সেখানে সমস্ত তথ্যাদি লওয়া, মাপ দেখা, হিসাব দেখা, টাকা দিবার সময় দেখা প্রভৃতি সমস্তই দেখিবার অধিকার রহিয়াছে। এ বিষয়ে রিলিফের কাজের ভার লইয়া যাহারাই থাকুন—তাহারা জনসাধারণের এই সহযোগিতা কোন ক্রমেই অস্বীকার করিতে পারে না।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরক [illegible] পূর্ণরূপে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে সংশোধিত সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ ব্যবহার করা হয়। তাহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। অপ্রকাশ্য পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

পুরুলিয়া জেলায় সমাজ শিক্ষার নমুনা

মধুতটি হইতে শ্রীপতি পাবন চৌধুরী জানাইতেছেন:—(১) মধুতটীতে তিন হাজার টাকা ব্যয়ে সমাজ শিক্ষার জন্য যে সরকারী লাইব্রেরী নির্ম্মিত হইতেছে, তাহার জন্য স্থানীয় সমগ্র জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া সরকারী নিয়ম অনুসারে কোন কমিটি গঠিত হয় নাই। গ্রামের একাংশের কতিপয় ব্যক্তিকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। ইহা সারা গ্রামের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারে না অথচ তাহারাই সরকারী টাকা ব্যয় করার সুযোগ লাভ করিয়া সরকারী ব্যয়ে নির্ম্মিত লাইব্রেরীর কর্ত্তা হইয়াছেন।

২) উক্ত লাইব্রেরীর দেওয়ালগুলি পাকা গাঁথনি হইবার কথা বলিয়া আমার মনে হয়, অথচ বৃহদাংশ চুন বালির পরিবর্ত্তে কাদার গাঁথনি করা হইতেছে।

৩) মধুতটী মহিলা সমাজশিক্ষা কেন্দ্রটি গ্রামের সমগ্র মহিলাদের মধ্যে প্রথমে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল, কিন্তু আজ উহা দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। শিক্ষা কেন্দ্রটি ঐক্যের কেন্দ্র না হইয়া দলাদলি ও আত্মীয় তোষণের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রামের যে একাংশ সরকারী লাইব্রেরীর কর্ত্তা সেই অংশের মহিলাদের স্বতন্ত্রজোট সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছেন রঘুনাথপুরের ব্লকের মাননীয়া L. S. E. O. শ্রীমতী প্রীতিকণা সামন্তী।

৪) মহিলা সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে সরকারী প্রদত্ত জিনিষগুলির সদ্ব্যবহার হইতেছে না। গ্রামের মহিলাদের উদ্যোগে আয়োজিত নাটকাভিনয়ের রাত্রিতে কেন্দ্রের সতরঞ্জি ও লাইট দিতে কেন্দ্রের সম্পাদিকা অস্বীকার করেন। মহিলাদের কাজে জিনিষ দিতে অস্বীকার করিলেও গ্রামের অন্য কাজে সেই জিনিষ দেওয়া হইয়া থাকে। মহিলা সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রটি কি তবে মহিলাদের জন্য নয়?

বাস ব্যবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষ উদাসীন কেন?

ভূতাম হইতে বৈদ্যনাথ মাহাত জানাইতেছেন—আমাদের পুরুলিয়া জেলা বহু ভূক্তির পর আমরা পঃ বঃ সরকারের সহিত পুরুলিয়া হইতে ভায়া, কড়চা, অর্জ্জুনজোড়, কেশরগড়, ভূতাম নপাড়া পুরুা রাস্তায় একটী বাস সার্ভিস খুলিবার জন্য যোগাযোগ করিয়া আবেদন জানাইয়া আসিয়াছি। ইহার জন্য ওভারসিয়ার, ব্লক অফিসার, পুলিশ অফিসার সব তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

কড়চা হইতে করণ্ডি পর্য্যন্ত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা একটী রাস্তা রহিয়াছে। করণ্ডি হইতে ভূতাম জোড় বাসোপযোগী রাস্তা ছিল না তাহাও স্থানীয় জনসাধারণ বাস চলিবার মত একরূপ রাস্তা কায়িক পরিশ্রমে তৈয়ারী করিয়াছেন। ভূতামজোড় হইতে নপাড়া পর্য্যন্ত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা রহিয়াছে যাহা বাস চলার উপযুক্ত। এখন কি কারণে যে, ইহা মঞ্জুরী পাইতেছে না ইহাই জনসাধারণের জিজ্ঞাস্য? এই রাস্তাটিতে বাস চলিলে দেলাং বুরুডি ধাদকিডি, রমাইডি মটৈশপুর জামবাদ, গম্ভা, আমড়াকচা, রাইষা, পিড়রলেওয়া, চাকনদা, কেশরগড়, রাহামদা, অর্জ্জুনজোড়, বাঘাটাড়, প্রভৃতি গ্রামের হাজার হাজার লোক হয়রাণী হইতে বাঁচিত।

গড়জয়পুরে হরিনাম সংকীর্ত্তন

গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার গড়জয়পুর গ্রামে ১০৮টি খোল সহকারে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক লোকের জনতা হরিনাম করিতে করিতে সমগ্র গ্রাম পরিভ্রমণ করেন। সমস্ত গ্রামটি সুন্দররূপে সজ্জিত করা হয়।

প্রদর্শনী ও সাহিত্য সম্মেলনের তারিখ পরিবর্ত্তন

মাজলিক সাহিত্য বীথির উদ্যোগে আগামী ১৯শে জুন ৫৯ হইতে "পুরুলিয়া জেলা চারু, কারু, কৃষি শিল্প প্রদর্শনী" "জেলাবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন" জেলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন, জেলা সঙ্গীত সম্মেলন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দিন ধার্য্য করা হইয়াছিল। তাহা বর্ত্তমানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বৃষ্টিপাতের ফলে জনসাধারণের পক্ষে যোগদান করা ও প্রদর্শনীর দ্রব্যাদির ক্ষতি হইবে আশঙ্কা করিয়া—**সম্মেলন সমূহ ও প্রদর্শনীর তারিখ পরিবর্ত্তন করা হইল। উহা আগামী আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত হইবে।**

মুক্তি

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার

ভৈরবের আবাহন

ফরাসী স্বাধীন দেশই ছিল, রুশিয়াও স্বাধীন দেশ ছিল—যখন সে সব দেশে বিপ্লব হয়। স্বাধীন ফরাসী দেশের স্বাধীন সম্রাটকে প্রজারা কোতল করিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিল। স্বাধীন রুশ দেশের স্বাধীন জারকে রুশের জনসাধারণ একেবারে ধনে প্রাণে উচ্ছেদ করিয়া সোভিয়েট তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিল। ফরাসীতে এই বিপ্লব যাহারা করিয়াছিল—রুশিয়াতে এই বিপ্লব যাহারা আরম্ভ ও শেষ করিয়াছিল ইতিহাসে তাহাদের কেহ দেশদ্রোহী বলে না—বরং দেশ প্রেমের পুরোধা হিসাবে—ইহারা সর্ব্বমানুষের দ্বারা সম্মানিত ও পূজিত হইয়া আসিয়াছেন—আসিতেছেন। ফরাসীর সম্রাট লুই ও তাহার সমর্থকগণ, রুশিয়ার জার এবং তাহার সমর্থক শ্রেণী—তাহারাই ইতিহাসে দেশদ্রোহী প্রজাদ্রোহী বলিয়া নিন্দিত।

সুতরাং স্বাধীন দেশ হইলেও যেখানে শাসনতন্ত্র, শাসন ব্যবস্থা দেশের জনসাধারণের প্রতি অত্যাচারী হয়, অনাচারই যখন ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়, উৎপীড়নে অব্যবস্থায় যখন তাহারা ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকে তখন বিদ্রোহ বা বিপ্লব যাহাই বলা যাক না কেন হিংসা বা অহিংসা যে কোন পথেই হোক না কেন—সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র যে কোন ব্যবস্থাই হোক না কোন—সেই প্রচলিত ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। দেশের জনসাধারণের স্বার্থকে যাহারা উৎসন্নে দিতেছে—বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়া বিপ্লবের বহ্নি জ্বালিয়া তাহাদের উৎসাদন করিয়া নূতন ব্যবস্থার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা দেশপ্রেমী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। প্রকৃত দেশদ্রোহী যাহারা তাহারা তখন এই বিদ্রোহীদের, এই দেশ প্রেমিকদের—দেশদ্রোহী, রাজদ্রোহী প্রভৃতি আখ্যা দিয়া দমন করিবার চেষ্টা করে—সেই দমনের নৈতিক সমর্থন সৃষ্টি করিবার প্রয়াস করে—কিন্তু পারে না। ক্ষুব্ধ গণ-নারায়ণের রোষ-বহ্নিতে তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়—সেই ধ্বংসের উপরে আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

আজ ভারতবর্ষে—স্বাধীনতার এই এগার বৎসর পরে বিপ্লবের প্রয়োজন যেন অপরিহার্য্য হইয়া পড়িতেছে বলিয়া দেখা যাইতেছে। শাসন ব্যবস্থা কি আজ এই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছে নাই—যেখানে কেবল ধর্ম্মের গ্লানি আর অধর্ম্মের অভ্যুত্থান করাই ইহার কাজ হইয়াছে? শাসনধারা কি আজ দুষ্টের পরিত্রাণ এবং সাধুদের বিনাশেই ব্যবস্থিত হইতেছে না? আসমুদ্র হিমাচল এই ভারতবর্ষে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে উত্তর হইতে দক্ষিণে জনগণ আজ ত্রাহি ত্রাহি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে, যতই পরিকল্পনা হইতেছে ততই সর্বসাধারণের দুর্দ্দশাই বাড়িয়া চলিয়াছে, আর দেশের এই দুর্দ্দশা লইয়া শাসন ব্যবস্থা ও তাহার সমর্থক ও অনুগামীরা—ব্যবসায় চালাইতেছে। শাসন ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ ক্ষেত্রে জনসাধারণের মাথায় ডাণ্ডা মারিয়া কে কত বেশী লুটিতে পারে তাহারই প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলিয়াছে। মন্ত্রীত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া দারোগার পদ পর্য্যন্ত সমস্ত পদগুলি কেবল অর্থ লুণ্ঠনের উপায়রূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ক্ষমতা এখানে দেবতার আশীষরূপে কল্যাণ বর্ষণ করে না, ক্ষমতা এখানে লুব্ধ দানবের দানবীয় লোভ লইয়া দেশবাসীর মাথায় অভিশাপ বর্ষণ করিতেছে। ইহার সংস্কার কি এখনও কেহ সম্ভব বলিয়া মনে করেন? এই পরিস্থিতিকে বাঁচাইয়া রাখা তাহাদেরই স্বার্থে চলিতেছে—যাহাদের স্বার্থের লোভ এই পরিস্থিতিকে সৃষ্টি করিয়াছে। দেশের জনসাধারণের স্বার্থে—বর্তমান শাসকবৃন্দ, বর্তমান শাসন পরিচালক, বর্তমান শাসন ব্যবস্থা, বর্তমান শাসন ধারাকে নির্ম্মম অভিশাপরূপে উৎসাদন করাই এখন অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

গণতন্ত্র? ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গণতন্ত্র একটা পরিষ্কার উপহাস মাত্র। লুব্ধ ও কুটিল গোষ্ঠিতন্ত্রের—বিলাস ও ঐশ্বর্য্যের বেদীতে—অজ্ঞান ও অচেতন জনসাধারণকে

বলি দিবার ইহা এক যূপকাষ্ঠ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এই ধোঁকা পূর্ব্বেও বহু দেশে চলিয়াছে—এখন—ভারতবর্ষে চলিতেছে। ভারতবর্ষে এই গণতন্ত্রের ধোঁকায় নিয়ম তান্ত্রিকতার আফিমে জনসাধারণের কোন দিন কিছু কল্যাণ হইবার কথা তাহারাই বলিবেন—তাহারাই বিশ্বাস করিবেন—যাহারা রক্ত শোষক 'ভ্যাম্‌পায়ারের' মতো দেশের জনসাধারণের রক্ত শোষণ করিতেছে এবং যাহারা তাহাদের অকর্মণ্যতা ও অক্ষমতাকে ঢাকিবার অজুহাত খুঁজিতে চায়।

ভারতবর্ষে আজ এই অবস্থা হইয়াছে কেন? হইতেছে কেন—সে প্রশ্ন আসে। ভারতে বিদেশীর ঔপনিবেশিক দখল শেষ হইল কিন্তু যাহাদের হাতে ক্ষমতা অর্পিত হইল তাঁহারা দেশের লোক হইলেও তাহাদের স্বধর্ম। হাতের পরিবর্ত্তন হইল, রং এর পরিবর্ত্তন হইল মাত্র একমাত্র—ইহাই হইল। স্বভাব, ধর্ম বা ধারার পরিবর্তন হইলনা। ঐতিহাসিক ধারার গতিপথে বিদেশী ঔপনিবেশিক শোষক শ্রেণীর হাত হইতে ভারতীয় শোষক গোষ্ঠী বা শ্রেণীর হাতে শোষণ করিবার জন্যই শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইল। স্বাধীনতা সংগ্রামের নামে—ভারতের জনসাধারণকে দেশীয় শোষক শ্রেণী তখন তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করিয়াছে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে ভারতকে গণতন্ত্রের গৈরিক পরাইয়া ইহারা কালী মূর্ত্তিকে সামনে রাখিয়া যূপকাষ্ঠে জনসাধারণকে বলি দিতেছে। গণবিপ্লবের জুবার আঘাতে ইহাদের সমূলে উৎপাটিত করিবার পথেই সত্যিকারের গণতন্ত্র আসিবে—এই নিয়মতান্ত্রিকতার আফিমের তন্দ্রার মধ্য দিয়া তাহা আসিতে পারে না—হইতে পারে না।

দেশবাসী বিশ্বাস হারাইও না, নিরাশ হইও না। আজ বিপ্লবের কথা কেন আসিতেছে—কেন বলিতেছি? ভারতের শাসনকেন্দ্র অমরাবতী নয়াদিল্লীতে নয়;—ভারতের মাটিতে যে মানুষগুলি বিচরণ করিতেছে—বাঁচিয়া আছে—তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া একবার চাহিয়া দেখ! কি শোচনীয় অসহায় অবস্থা ইহাদের! আর তাহার উপরে কি অবারিতভাবে অন্যায়, অত্যাচার শোষণ ও মিথ্যাচারের শেল বর্ষণ—শাসনের নামে চলিয়াছে। এই শাসনে উপর হইতে নীচে কোথাও মানুষ দেখিতেছি না—গ্রামের থানা হইতে আরম্ভ করিয়া উপরে, আরও উপরে যাও—বৃশ্চিক তাহার বিষাক্ত পুচ্ছ লইয়া কেবল দংশনই করিয়া চলিয়াছে—দংশনে উদ্যত হইয়া আছে। ইহার ব্যতিক্রম কোথাও নাই কোথাও দেখিতেছি না। ইহার প্রতিকার তোমার ভোটে নাই, ইহার প্রতিকার তোমার আবেদনে নাই, ইহার প্রতিকার তোমার ক্রন্দনে নাই, ইহার একমাত্র প্রতিকার আছে তোমার তৃতীয় নয়নের রোষ বহ্নির দাহনে।

বিপ্লব চাহিলেই আসে না, ডাকিলেও আসে না। যাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান তাহারা তাহাদের কর্ম্মধারা দাহ্য পদার্থের সৃষ্টি করিয়া রাখে, সৃষ্টি করিতে থাকে। অবস্থা অসহনীয় হইলে—মানুষ তাহার পরিবর্তনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। পরিবর্তনের জন্য এই যে অদম্য ও অসহনীয় ব্যাকুলতা দুর্দ্দমনীয় আগ্রহ—তাহাই বিপ্লবের পুরোধা যুগমানবকে সৃষ্টি করে। সে আসে—সে আসে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া, ফুলের মালা পরিয়া নয়—সে আসে—'কলয়সি করবালম্—ধূমকেতুর মত—করাল রূপে। তাহার অসির সংঘাতে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয় তাহা দাহ্য পদার্থে অগ্নির সৃষ্টি করে। যাহা কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন তাহা ভস্মসাৎ করিয়া—নূতন সৃষ্টির জন্ম দেয়। আজ কান পাতিয়া শোন—এই খিন্ন ভারতবাসীর অন্তর মথিত করিয়া কী ব্যাকুল আগ্রহে এই পুরোধার আবাহন ধ্বনিত হইতেছে। আজ একেবারে সোজাসুজি একথা বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে—দামামা বাজাইয়া আজ ঘোষণা কর—দিকে দিকে, মুমূর্ষু যাহারা তাহারা উঠুক, নিদ্রিত যাহারা তাহারা জাগুক—সকলে মিলিয়া বিপ্লবের আবাহন সঙ্গীতে আমরা তাহার পুরোধার আগমনীর পথ প্রস্তুত করিতে থাকি।

—•—

পুলিশের শোচনীয় দায়িত্বহীনতা

(বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত)

গত ৫ই জুন শুক্রবার রাত্রি প্রায় ১।০ টার সময় পুরুলিয়ার নিকটবর্তী আড়তা গ্রামে শ্রীদুলাল মাহাতর বাড়ী একদল সশস্ত্র ডাকাত আক্রমণ করে। ডাকাতেরা দুলাল মাহাতর যুবক পুত্র যুধিষ্ঠির মাহাতকে হত্যা করে, দুলাল মাহাত ও তাহার স্ত্রীকে সাংঘাতিকভাবে আহত করে। দুলালের আর এক ছেলে সর্ব্বেশ্বর মাহাত মরিয়া হইয়া একেলাই তীর ধনুক লইয়া রুখিয়া দাঁড়ায়—ডাকাতেরা পলায়ন করে। সর্ব্বেশ্বর ডাকাতদের চিনিয়াছে বলিতেছে। আমরা সর্ব্বেশ্বরের সাহসের উচ্চ প্রশংসা করিতেছি এবং সেই সঙ্গে পুলিশের অকর্ম্মণ্যতা ও নিষ্ক্রিয়তার জন্য আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছি যে দেশটা চোর ডাকাতেরই অবাধ বিচরণ ভূমি হইতে চলিয়াছে। সর্ব্বেশ্বর যাহাদের চিনিয়াছে, বলিতেছে তাহারা বহাল তবিয়তে সর্ব্বেশ্বরকে খুন করিবার জন্য টাঙ্গীতে ধার দিতে এখনও বাহিরে আছে কিনা জানি না—থাকাটা আশ্চর্য্য কিছু নয়, সেইটাই স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পুলিশ একটু সক্রিয় ও অবহিত হইলে দুলালের তরুণ পুত্র যে নিহত হইত না ইহা ঠিক। পুলিশ সক্রিয় থাকিলেই যে খুন ডাকাতি একেবারে বন্ধ হয় ইহা বলিতেছি না—কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে এই খুনটী নিবারণ করা যাইত। কারণ—বলিতেছি।

এই দুলাল মাহাতর বাড়ীতেই ১৩৬৪ সালের চৈত্র মাসে একটি ডাকাতি হয়। তাহাতে তিনজন ডাকাত ধরা পড়ে—বিষ্টু বাউরী, অরুণ বাউরী ও সুধীর মাহাত। এক বৎসর পরে ইহারা বিচারে খালাস পায়। ইহাদের খালাসের সংবাদ পাইয়াই দুলাল মাহাত পুলিশ ও দারোগার নিকট জানায় যে—ইহারা তাহাদের প্রাণে মারিতে পারে। পুলিশ তাহাকে ভগবানের উপর নির্ভর করিতে বলে। পরে দুলাল মাহাত নিরুপায় হইয়া এই সব লোকের হাত হইতে তাহার ও তাহার পরিবারবর্গের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়া ডেপুটী কমিশনারকে রেজেষ্ট্রী যোগে চিঠি দেয়। ডেপুটী কমিশনার হয়তো তাহা এস, পির নিকট পাঠাইয়া দেন, কিন্তু কিছুই হয় না, দুলাল ও তাহার পরিবারবর্গ আতঙ্কে দিন কাটাইতে থাকে।

ইতিমধ্যে গত ৩রা জুন কলাকাটা গ্রামে মুকুন্দ মাহাতর বাড়ীতে ডাকাতি হয়। মুকুন্দ মাহাত দুলাল মাহাতর আত্মীয়। ডাকাত দলের মধ্যে একজন ধরা পড়ে তাহার নাম ব্রহ্মা বাউরী। ডাকাতির সংবাদ পাইয়া দুলাল ও তাহার পুত্র যুধিষ্ঠির মুকুন্দ মাহাতর বাড়ীতে যায় এবং ধৃত ডাকাতকে দেখিয়া ও ডাকাতদের বর্ণনা শুনিয়া ডাকাতদলকে চিনিতে পারে। দারোগার নিকটও ডাকাতদলের পরিচয় দেয়, প্রকাশ যে ইহা সত্ত্বেও কেহ গ্রেপ্তার হয় না। ব্রহ্মা বাউরী অবশ্যই হাসপাতালে আছে—কারণ সে ডাকাতির সময় আহত হইয়াই ধরা পড়ে।

ইহার পরেই ৫ই জুন আড়তার দুলাল মাহাতর বাড়ীতে ডাকাতি করে এবং যুধিষ্ঠির মাহাতকে হত্যা করে। দুলাল ও তাহার স্ত্রী যে রকম সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে তাহাতে তাহাদেরও হত্যা করিবারই মতলব ছিল—তাহারা কোনক্রমে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে।

ঘটনাটী এই। এক্ষেত্রে পুলিশ তৎপর হইয়া যদি পূর্ব হইতেই কাজ করিত, ভগবানের উপর নির্ভর করিতে না বলিয়া নিজেরাই ভগবানরূপে এবিষয়ে একটু নজর দিতেন—তার পরে যুধিষ্ঠিরের নিকট ডাকাত দলের পরিচয় পাইয়াও তাহারা উদাসীন না থাকিয়া যদি তৎপরতার সহিত ডাকাত দলকে গ্রেপ্তার করিত—তাহা হইলে এভাবে ডাকাতি ও খুন করিবার সুযোগ তাহাদের হইত কিনা সন্দেহ। পুলিশ কেন তাহা করে নাই—এই রকম ক্ষেত্রে কেন তাহারা করিতেছে না তাহা একটা বাস্তবিক রহস্যের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে যেখানে যাইতেছে জনসাধারণ, সর্বশ্রেণীর লোক বলিতেছে শুনিতেছি যে, পুলিশের আস্কারা না পাইলে চোর ডাকাতেরা এমন অবাধে, এমন নির্ভয়ে খুলেয়াম দুষ্কার্য্য করিতে সাহস পাইত না। সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ এই ধারণা করিয়াছে—ঘটনার পর ঘটনা দেখিয়া, চোর

ডাকাতদের, চুরি ডাকাতির ব্যাপারে পুলিশের আচরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লইয়া। যে কেহ আজ আড়তা গ্রাম, ঐ অঞ্চল ঘুরিয়া আসুন, সকলে সমস্বরে যুধিষ্ঠির মাহাতর মৃত্যুর জন্য বাংলা সরকারের পুলিশকেই দায়ী করিতেছে। পুলিশ আজ নিজের কাছেই জবাব দিহি দিন—ইহার জন্য তাহারা দায়ী কিনা?

পাড়ার ঘটনার আরও বিবরণ

মুক্তির গত সংখ্যায় পাড়ার ঘটনা সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমি এবিষয়ে সত্যই পরিস্থিতি কি হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য গত ৮ই জুন আনাড়া হইতে মহাদেবপুর, পাড়া, চুবড়া ও বাহেরডি যাই। সমস্ত জায়গাতেই গ্রামের ও অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ও সাধারণ ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে প্রকৃত তথ্য জানিবার চেষ্টা করি। যাহা জানিতে পারিলাম—তাহা যুক্তিতে গত সংখ্যায় সে সংবাদ বাহির হইয়াছে তাহা অপেক্ষাও শোচনীয়। খানিকটা পুনরাবৃত্তি হইলেও কতকগুলি গুরুতর তথ্য প্রকাশের জন্যই লিখিতেছি।

৩১শে মে রাত্রি প্রায় ১২ টার সময় মহাদেবপুরে নিবারণ চৌবের দোকান সহ বাড়ীতে ডাকাতি হয়। নিবারণ চৌবে তাহার স্ত্রীকে কোনরূপে ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া একটি কুড়াল লইয়া একাই ডাকাত দলকে রুখিয়া দাঁড়ায় এবং অন্ধকারে এলোপাথারী কুড়াল চালাইতে থাকে। ডাকাতেরা পাথর চালাইতে থাকে। একটা মশলা বাঁটা নোড়া ছুঁড়িয়া মারে—নিবারণ চৌবের বুকে লাগে কিন্তু সে মরিয়া হইয়া কুড়াল চালায় ডাকাতেরা আগাইতে সাহস করে না—অন্ধকারে কুড়াল কোন দিকে চলিতেছে তাহা তাহারা ঠাহর না পাইয়া টর্চের আলো ফেলে—সেই আলোতে নিবারণ কয়েকজন ডাকাতকে চিনিতে পারে।

নিবারণ চৌবের স্ত্রীর অসীম সাহসের কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। প্রথম যখন ডাকাতেরা নিবারণ চৌবেকে কাটিবার জন্য টাঙ্গী চালায় তখন সে হাত দিয়া টাঙ্গী ধরিয়া ফেলে। ডাকাতেরা তাহার হাত হইতে টাঙ্গী ছাড়াইতে পারে না। টাঙ্গী সহ তাহাকে টানিয়া পিঁড়ার ধার পর্য্যন্ত লইয়া আসে—মহিলাটী এক হাত দিয়া দেওয়াল ধরিয়া আর এক হাত দিয়া টাঙ্গী ধরিয়া থাকে—ছাড়ে না। নিবারণ চৌবে কুড়াল লইয়া আক্রমণ করিলে ডাকাতেরা তাহাকে ছাড়িয়া দূরে সরিয়া যায়।

আজ যাহারা দেশের জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষার কর্তব্য ও দায়িত্ব লইয়া নিরাপদ হইয়া আছেন তাহারা অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। উপলব্ধি করিতে পারিলে আজ দেশে শান্তি রক্ষার রূপ শাসনের রূপ অন্য প্রকার হইত। গ্রামের প্রান্তে প্রান্তরের ধারে নিবারণ চৌবের দোকান ও বাড়ী। গভীর রাত্রে বিরাট এক ডাকাতের দলের সঙ্গে চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া স্বামী ও স্ত্রী লড়াই করিয়া চলিয়াছে। সহায় তাহাদের একটী শিশু ছেলে ও একটি ৮-৯ বছরের মেয়ে। পাশে যে কয়টী মাঝির ঘর ছিল তাহাদের মেয়েরা, মাঝিরা আমাকে বলিল—তাহারা বাহির হইতে পারিতেছিল না পাথরের উপর পাথর আসিয়া পড়িতেছিল। আনাড়া লোক সেডের আবুলকালাম সাইকেলে করিয়া সে পথ দিয়া ডিউটী শেষ করিয়া চুবড়া ফিরিতেছিল। ডাকাতেরা তাহাকে আক্রমণ করে। সে সাইকেল ফেলিয়া ক্ষেতের মধ্যে দিয়া কিছু দূরে বাউরী বস্তিতে খবর দিবার জন্য দৌড়ায়।

নিবারণ চৌবে কুড়াল লইয়া এবার বাহির হইয়া আসিয়া একজন ডাকাতকে আঘাত করিবার চেষ্টা করে। ডাকাতটী পড়িয়া যায় আঘাত লাগেনা। ইহার পরে ডাকাতেরা ঘরে ঢুকিয়া তাহার স্ত্রীকে আক্রমণ করে। স্ত্রীর মাথায় লোহার ডাণ্ডা দিয়া মারে, টাঙ্গি দিয়া মারে। ছোট শিশুটিকে মারিবার চেষ্টা করে আহত মা ছেলেটীকে আগুলিয়া থাকে। নির্দয়ভাবে তাহার উপর মার পড়িতে থাকে। সে পড়িয়া যায়। ডাকাতেরা তাহাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া চলিয়া যায়। বাউরী টোলার লোকেরা সংবাদ পাইয়া যখন আসে তখন ডাকাতেরা চলিয়া গিয়াছে।

ডাকাতির বিবরণটা এই জন্যই দিলাম যে পাড়া থানার দারোগাবাবু ইহাকে ডাকাতি বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই—চুরি বলিয়া চালাইতে চাহিয়া ছিলেন।

(১)

দারোগার তদন্তের ধারা

মহাদেবপুর হইতে পাড়া ৮ মাইল। রাত্রি বেলা সংবাদ দেওয়া সম্ভব হয় নাই—ইহার পরে অন্ধকার রাত্রিতে ভয়ে কেহ যাইতে চাহে নাই।

আনাড়া গ্রাম কাছেই। ডাকাতির কথা শুনিয়া নিবারণ চৌবের ভাই, বোন, আত্মীয় ও গ্রামের বহু লোক আসিয়া গেল।

সকাল ৬টায় ছোট ভাই দুর্গাদাস থানায় এই ডাকাতির সংবাদ দিতে গেলে—দারোগাবাবু তাহাকে বলেন—তোমার ভাই আসে নাই কেন। দুর্গাদাস বলে সে আঘাত পাইয়া পড়িয়া আছে। দারোগা বলেন তোমার কথায় যদি আমি না যাই? দুর্গাদাস বলে—আমি খবর দিয়া গেলাম এবার আপনি দেখুন।

(২)

৬টার সময় খবর পাইয়া ২মাইল দূরবর্তী ঘটনা স্থলে দারোগাবাবু বেলা ১১টার সময় একজন কনেষ্টবলকে লইয়া আসেন। সেখানে তখন আনাড়ার ও গ্রামের বহু বিশিষ্ট লোক উপস্থিত ছিলেন। ঘরের মধ্যে নিবারণ চৌবের স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন ছিলেন। দারোগাবাবু তাহাদের সকলকে বাহির করিয়া দেয়, কাহাকেও থাকিতে দেয় না, এমন কি ছোট ছেলে মেয়েকেও না। তারপর তাহার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করে। তিনি এখন হাসপাতালে আছেন আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।

ইহার পরে নিবারণ চৌবেকে দারোগা সকলের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতে থাকে, কাহাকেও কাছে আসিতে দেয় না। নিবারণ চৌবে যাহাদের চিনিয়াছে তাহাদের নাম ও সাকিম বলে। দারোগা তাহাকে বলে—নাম বলিলে বিপদ হইবে—তুমি ফাঁকা ঘরে থাক। নাম বোলো না। এবং তাহাকে ইহাও বলে যে—এটা যে ডাকাতি হয়েছে এটা কারও কাছে বোলো না। এটা চুরি হয়েছে।

সমবেত যাহারা ছিলেন দারোগাবাবু তাহাদের কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। অনেকে বলিবার জন্য আসিয়াছিল, উদ্‌গ্রীব ছিল।

নিবারণ চৌবের ছোট মেয়ে বাসুমতি একটী ডাকাতকে চিনিয়াছিল। সে বলিতে গেলে দারোগা বাবু তাহাকে ধমকাইয়া তাড়াইয়া দেন।

এই তদন্তের সময় আনাড়ার শ্রীজ্ঞানময় চক্রবর্তি শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তি আসিয়া দারোগাকে জিজ্ঞাসা করেন—কি তদন্ত করে দেখলেন?

দারোগা তাহাদের বলে যে—এ বোধ হয় চুরির মালটাল কিনতো, ভাগবাটরা দেয় নাই—সে জন্য এর বাড়ীতে চুরি হয়েছে। তারা বলেন—চুরি কেন হবে এ ডাকাতি। দারোগা বলে—ডাকাতি বললে যদি সাজা না হয়—তাহলে এ আবার বিপদে পড়বে সুতরাং চুরি বলাই ভাল।

ইহারা দারোগার সামনেই নিবারণ চৌবেকে জিজ্ঞাসা করে যে সে কাউকে চিনিয়াছে কিনা। সে বলে—হাঁ চিনিয়াছি এবং নাম বলে।

দারোগা বলে যে—না নামটাম বোলো না, নাম বললে ওদের গ্রাজ (grudge) আরও বাড়বে। নাম না বলাই ভাল।

ডাকাতির তদন্ত আমরা দেখিয়াছি কিন্তু এমন তদন্ত দেখি নাই যে—লোকে কিছু বলিতে চাহিলেও তাহা শোনা হইবে না। তারপর ডাকাতিকে চুরি বলিয়া সাব্যস্ত করার চেষ্টায় সকলেই বিস্মিত হইয়াছে।

আহতের ব্যবস্থা ও দারোগার বিস্ময়কর আচরণ

(১)

নিবারণ বাবুর স্ত্রী আহত হইয়া পড়িয়াছিল। দারোগাবাবু তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইবার বা ডাক্তারী রিপোর্টের কোন ব্যবস্থা করিলেন না। ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

১লা ঘটনা হয়। ৩রা নীরদবাবু তাহার স্ত্রীকে লইয়া পুরুলিয়ায় আসেন। আমাদের কর্মী শ্রীমাধব চক্রবর্তি তাহাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

৫ই বৈকালে নিবারণবাবু একবার থানায় যান। সে সময় দারোগাবাবু তাহাকে পুরুলিয়া হাসপাতালে দিবার জন্য **১লা জুনের তারিখ দিয়া** দুইখানি চিঠি পুরুলিয়া মোডিকেল অফিসারের নিকট দিবার জন্য তাহাকে দেন। তাহাদের বাংলা অনুবাদ দিলাম—

১নং—আমি এতৎসহ নিবারণ চৌবের স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীকে ডাক্তারী পরীক্ষা, চিকিৎসা এবং রিপোর্টের জন্য পাঠাইতেছি।

১) হাতে আঘাত—মনে হয় লাঠীর আঘাতে হইয়াছে।

দারোগা, পাড়া

১৷৬৷৫৯

অনুরূপভাবেই দ্বিতীয় চিঠিখানি লেখা হয়।

"আমি নিবারণ চৌবেকে ডাক্তারী পরীক্ষা, চিকিৎসা, এবং রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য পাঠাইতেছি।

১) ডান হাতে আঘাত

দারোগা পাড়া

১৷৬৷৫৯

নিবারণবাবু চিঠি দুখানা ৬ই জুন সকালে পুরুলিয়া হাসপাতালে দেন। মেডিকেল অফিসার লিখিয়া দেন—"Report already sent to O. C. Town P. S. Vide No 185 Dated 3-6-59.

এই ভাবেই কি পুলিশের কাজ চলে? আমি ইহার ব্যাখ্যা করিতে চাহি না—পুলিশের কর্তৃপক্ষই ইহার ব্যাখ্যা করুন। এই জাজ্বল্যমান প্রকাশ্য কারচুপির সম্বন্ধে কোন বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ যোগ্য কিনা তাহা জনসাধারণ স্পষ্টভাবে জানিতে পারিলে ভাল হয়।

নিবারণবাবু ইনজুরী রিপোর্ট সম্বন্ধে মেডিকেল অফিসারের উত্তর লইয়া দারোগাকে দিবার জন্য ৬ই দুপুরে থানায় যান। দারোগাবাবু রিপোর্ট দুইটী লইয়া পুনরায় নিবারণ চৌবের এজাহার লইবার জন্য জবরদস্তি করিতে থাকেন। নিবারণবাবু বলেন যে—ডাকাতি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আমার এজাহার লইয়াছেন—আবার লইবার দরকার কি? কিন্তু দারোগার জবরদস্তীতে তিনি আবার এজাহার দেন। তারপর দারোগাবাবু তাহাকে বলেন যে—"তুমি এবার কলিকাতা থেকেই মেম্বার আন বা দিল্লী থেকেই মেম্বার আন আমি পরোয়া করি না।"

পুলিশ তাহার কর্ত্তব্য পালনে কাহাকেও পরোয়া করিবে না ইহা সত্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যে স্বাধীন দেশের পুলিশ তাহার কর্ত্তব্যহীনতা ও দায়িত্বহীনতাকেও পরোয়া করে না—সে দেশে পুলিশ দেশের দুর্ভাগ্য ও দুর্দ্দশাই বহিয়া আনে।

রাহেরডির আরও বিবরণ

মহাদেবপুর হইতে আমরা রাহেরডি মুচিপাড়ায় যাই। গত সংখ্যায় রাহেরডিতে কালিপদ মুচির সম্বন্ধে যে বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সম্পর্ক ঘটিত এবং দু একটী ছোটখাট ব্যাপারে কিছু অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। তাহার উল্লেখ করিতেছি। ঘটনাটী অতি সংক্ষেপে এই :—

রাহেরডির মেঘুমুচির ভাগিনেয় কালিপদ মুচি পাড়ায় ধর্মপূজা উপলক্ষ্যে সস্ত্রীক ও একটি ছোট ছেলে লইয়া চয়নপুর হইতে আসিয়া তাহার মামার বাড়ীতে থাকে (গত সংখ্যায় লেখা হইয়াছিল মেঘু ষষ্ঠী কালিপদর স্ত্রীর পিতা ইহা ভুল করিয়া লেখা হইয়াছিল)।

১০ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রি বেলা কালিপদর স্ত্রী তাহার ছোট ছেলেটী (বয়স ১।০।২ বৎসর) লইয়া ঘুমাইতেছিল। বাঁধে যাইবার প্রয়োজনে সে সামান্য সময়ের জন্য বাহিরে যায়। ফিরিয়া আসিয়া দেখে ছেলে নাই। গোলমালে সকলে জড় হয় অনেক খুঁজিয়াও রাত্রে পাওয়া যায় না—সকাল বেলা কিছু দূরে একটা কুঁয়াতে ছেলেটীকে মৃত অবস্থায় ভাসিতে দেখা যায়।

প্রথমতঃ মেঘুর ভাই গোবিন্দ মুচি যখন থানায় যাইয়া সংবাদ দেয় তখন দারোগা বাবু তাহাকে অভ্যর্থনা করেন—সালাকে বন্ধ করতো হে।

সে দাঁড়াইয়া থাকে, দারোগাবাবু বলেন ছেলের বাপ মাকে পাঠিয়ে দে। গোবিন্দ চলিয়া আসে।

এটা অতি ছোট ঘটনা বলিয়াই মনে হইবে—কারণ এটাই স্বাভাবিক এবং সাধারণ অবস্থা। দেশের গা সওয়া হইয়া গিয়াছে।

গোবিন্দ ফিরিয়া আসিলে রাহেরডির গ্রাম সেবক ভূদেব বাবু ও মেঘু মুচি থানায় আসে। দারোগা ছিলেন না। পুলিশ যাহারা ছিল তাহারা ভূদেব বাবুর ডাইরী লয়। ভূদেব বাবুর সঙ্গে দুইজন কনেষ্টবল গ্রামে আসে। মেঘু মুচি থানাতে দারোগা বাবুর অপেক্ষাতে থাকে।

বেলা প্রায় ৪।০ টার সময় দারোগাবাবু গ্রামে আসেন। লাশ তখনও কুঁয়ায় পড়িয়া ভাসিতেছে। তিনি সেদিকে একটু তাকাইয়াই মুচি পাড়ায় মেঘু মুচির বাড়ীতে যান।

মেঘুর মা বয়স প্রায় ৮০। বৃদ্ধা অন্যাভাবে শীর্ণা। দারোগাকে দেখিয়া ভরসা স্থল ভাবিয়া দুঃখের কথা বলিতে যাইতেই—দারোগা তাহাকে বিরাশী সিক্কার এক চড় লাগাইয়া বলেন—হারামজাদী তুই রা কাড়বি? বলিবার সময় বৃদ্ধার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। আমি স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছিলাম আমার নিজেকেই অপরাধী মনে হইতেছিল।

কালিপদ মুচি কাছেই ছিল—সে দারোগা বাবুকে দেখাইতেছিল কোথায় সে শুইয়াছিল, কোথা হইতে ছেলে গেল ইত্যাদি। দারোগা তাহাকে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করে—কে ছেলে নিয়েছে বল? ছেলের বাবা বলে—কেমন করে জানবো? দারোগা ঠাস করিয়া তাহাকে চড় বসাইয়া দেয়—তাহাকে জুতার ঠোক্কার মারিতে মারিতে ছেলের মায়ের কাছে আসিয়া ঐ একই কথা জিজ্ঞাসা করে।

ছেলের মা ছেলের শোকে সারারাত ধরিয়া—সারাদিন ধরিয়া কাঁদিয়া মরিতেছিল। সে দারোগার পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে থাকে। দারোগা তাহাকে রাগিয়া বলে—হারামজাদি কিছু না বলেই কাঁদছিস? বলিয়া চড় মারিতে থাকে।

দারোগা তাহাকে ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করিতে থাকে—কাকেও হোক বল, কারও হোক নাম কর।

দারোগা মেঘুর বাড়ীতে মারামারি করিয়া কালিপদ ও কালিপদর স্ত্রীকে লইয়া কুঁয়ার কাছে আসে। সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামের বহুলোক জমা হইয়াছিল। গ্রামের বহুলোক আমাকে বলিল—তাদের সকলের সামনে কালিপদকে (ছেলের বাপকে) দারোগা জুতার ঠোক্কর মারিতে থাকে আর বলিতে থাকে—বল শালা কে ফেলেছে। ছেলের মাকেও ধমকাইতে থাকে।

ইহার পরে লাশ কুঁয়া হইতে তুলিয়া চালান দেওয়া হয়।

ছেলে নিখোঁজের ব্যাপারটা হয় ১০ই জ্যৈষ্ঠ—২৫শে মে রাত্রে। দারোগার এই ব্যাপার ঘটে ১১ই জ্যৈষ্ঠ—২৬শে মে।

ব্যাপারটী সমস্ত মন্তব্য, সমস্ত সমালোচনার অতীত। একটা কথা মনে হইতেছিল। ইংরাজ আমাদের পরাধীন অবস্থায় বুটের ঠোক্কর মারিয়া প্রীহা ফাটাইয়া শাসন করিত। ইংরাজ চলিয়া গেছে কিন্তু আমাদের শাসন ক্ষেত্রে জনসাধারণের জন্য বুটের ঠোক্কর সমানভাবেই রাখিয়া গিয়াছে। পা বদলাইয়াছে মাত্র। আমরা আর কিছু শিখি না শিখি দেশের লোককে—বুটের ঠোক্কর মারিবার শিক্ষাটা রপ্ত করিয়াছি ও বজায় রাখিয়াছি।

এই ভারতের গণতন্ত্রের রূপ! আপনারা বলিবেন যে—দু একটা লোক এরকম করিতেছে বলিয়া কি সমস্ত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাটাকেই দোষ দিতে হইবে? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু পুলিশের মন্ত্রী, আই, জি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থানীয় এস, পি যদি নির্বাক ও নিষ্ক্রিয় থাকিয়া ইহার প্রশ্রয় ও উৎসাহ দান করেন—কংগ্রেসের মাননীয় বিধান সভার সদস্যরা মায় পার্লিয়ামেন্টারী সেক্রেটারীরা পর্য্যন্ত দারোগা সাহেবের সবুট পায়ে আঘাত লাগিয়াছে কিনা তাহার জন্য বিমর্ষ থাকেন—তবে শাসনতন্ত্রের রূপকে আপনারা কি বলিবেন? ব্যাপক ধারার ইহা একটা আংশিক নিদর্শন মাত্র।

ব্যাপক ধারাটা দেশবাসী আজ উপলব্ধি করিতেছে। তাহা হইতেছে এই যে—এই তথাকথিত 'সভারেণ রিপাবলিক'-এ যে জনসাধারণ একমাত্র ভোটের বেলায় 'সভারেণ' থাকে ভোটের পরে তাহারা যাহাদের ভোট দিয়া শাসক করিয়াছে তাহাদের বুটের ঠোক্করে শাসিত হয়। আমাদের পাড়ার দারোগাবাবু এই কর্ত্তব্যটীই ভাল করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন।

কিন্তু আমি যাহা জনসাধারণের সর্বশ্রেণীর মধ্যে উপলব্ধি করিতেছি তাহা হইতেছে এই—সকলে খিন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কোন একটা ধরিবার কিছু পাইতেছে না বলিয়া কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। অবস্থা এই যে, যে মুহূর্ত্তে তাহারা একটা নেতৃত্ব পাইবে—এবং আজ হোক কাল হোক পাইবেই—সে মুহূর্ত্তেই তাহারা বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থাকে ভাঙিয়া গুঁড়াইয়া দিবে। অন্ততঃ চেষ্টা করিবে—তাহা যে কারয়াই হোক। এইসব ঘটনা এই মনোভাবকে আরও তীব্র করিয়া তুলিতেছে। আমাদের স্বাধীনতার পরে দেশে মানুষের কোন মূল্যই সৃষ্টি হয় নাই। ইংরেজের অধীনে দেশের জনসাধারণ ক্রীতদাসের পর্য্যায়ে ছিল—কংগ্রেসী শাসকের অধীনে শাসক সম্প্রদায় দেশের সাধারণ মানুষের মূল্য তাড়িত পশুদের অপেক্ষা বেশী কিছু বলিয়া স্বীকার করে না। নচেত পাড়া থানার দারোগা যাহা করিতেছে তাহা সম্ভবপর হইত না—এবং করিলেও তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইত।

"নড়িহায় বিবির বাঁধ"

পুরুলিয়া সহরের এক একটী অঞ্চলে ২।৩টী করিয়া পুরানো বাঁধ আছে—তাহাই পুরুলিয়ার জনসাধারণের প্রাণস্বরূপ—বিশেষ করিয়া সাধারণ লোকের। জলের অন্য কোন ব্যবস্থা নাই—অদূর ভবিষ্যতে কোনরূপ হইবে তাহার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু একটা সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে যে বাঁধগুলি নষ্ট করিবার জন্য লোকের অভাব হইতেছে না।

নড়িহার বিবির বাঁধ কমপক্ষে ১০০ বৎসরের বাঁধ। চাটানিকুলীর গরীবরা, আশপাশের জনসাধারণ তাহাদের স্নান প্রভৃতির জন্য এই বাঁধটীর উপরই নির্ভর করে। নীচের ধানের ক্ষেত এই বাঁধ হইতে জল পায়। কাছাকাছি গরীবের ঘরে আগুন লাগিলে ধারেকাছে এই বাঁধটী ছাড়া এক বালতী জলও আর কোথাও পাবার উপায় নাই। সম্প্রতি এই বাঁধটী জনৈক ধনী ব্যক্তি পূর্ব্বতন মালিকের কাছ হইতে কিনিয়া তাহার বিরাট আইড়গুলি কাটিয়া বাঁধের গর্ত ভাতাইয়া ফেলিতেছেন। তাঁহার বক্তব্য—মাঝখানে খানিকটা গভীর ভাবে খুঁড়িয়া জল রাখা হইবে আর তাহার পাড়গুলিতে সুরম্য হর্ম্ম্য নির্মাণ করিবেন। ফলে বাঁধটী যদি নামে মাত্র থাকেও তাহা হইলে তাহা বিশেষ কাজে আসিবে না বলিয়াই আমরা মনে করি। জনসাধারণের অসুবিধা হইবে।

ধনী ব্যক্তিদের অর্থ আছে। আমরা আশা করিয়াছিলাম বাঁধের বর্ত্তমান মালিক বাঁধটী আরও বড় করিয়া কাটাইয়া জনসাধারণের জলের বেশী সুবিধা করিয়া দিয়া তাহাদের কৃতজ্ঞতা লাভ করিবেন। ইহাই অর্থের সদ্ব্যয়। কিন্তু বিপরীত ভাবেই দেখিতেছি যে—যে জলটুকু তাহারা পাইতেছে—তাহার আরও অর্থ রোজগার করিবার জন্য—সে জলটুকু হইতেও জনসাধারণকে বঞ্চিত করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। এই অঞ্চলের জনসাধারণ ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন। আদালতেও ইহার প্রতিকারের জন্য দরখাস্ত করা হইয়াছে। আমরা আশা করি এবিষয়ে মালিক শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া এই অনিষ্টকর কাজ হইতে বিরত থাকিবেন। না হইলে জনসাধারণকেই ইহার প্রতিকার পন্থা খুঁজিতে হইবে।

স্থানীয় সংবাদ

চুরি—

পুরুলিয়া সহরের সদর রাস্তা নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত রোডের উপর অবস্থিত নামোপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির নিকট শ্রী এম, ডি, এস লস্করের পোষাকের দোকানে গত ৯ই জুন মঙ্গলবার রাত্রিতে তালা ভাঙ্গিয়া চুরি হইয়াছে। দোকান হইতে একটি রিষ্টওয়াচ, ২৫টি টাকা ও একটি ছাতা চোরে লইয়া গিয়াছে। পুলিশে খবর দেওয়া হইয়াছে। কেহই ধরা পড়ে নাই।

চুরি—

গত ১০।৬।৫৯ তারিখ বুধবার রাত্রিতে পুরুলিয়ার সদর হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার শ্রীকালীবাবুর হাসপাতাল সংলগ্ন কোয়ার্টারে চুরি হইয়াছে। বুধবার দিন রাত্রিতে কালীবাবুর হাসপাতালে ডিউটি ছিল। থালা, বাসন, কাপড় ইত্যাদি সমস্তই চোরে লইয়া গিয়াছে। কিছু চালও গিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত কেহ ধরা পড়ে নাই।

নড়িহাতে জনসভা

গত ৭ই জুন বৈকাল ৫।০টার সময় নড়িহা শিবমন্দির ও হরিমন্দির প্রাঙ্গণে স্থানীয় অধিবাসীদের একটী জনসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅমলা প্রসাদ সিংহ। বিবরণে প্রকাশ যে, নড়িহা পল্লীতে 'বিবির বাঁধ' বহুকাল পূর্ব্বে কোন মহানুভব ব্যক্তি জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণ জন্য এবং এবং জমির সেচনের জন্য খনন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এই পাড়ার শ্রীব্রজ গোপাল মুখার্জী এই বাঁধটী খরিদ করিয়া তাহার উঁচু পাড় কাটিয়া ঐ মাটী দ্বারা বাঁধ ভাতাইয়া দিতেছেন। ইহাতে এই মহল্লার অধিবাসীগণ বিশেষ ক্ষুব্ধ, ব্যথিত ও আশঙ্কান্বিত হইয়াছেন। শ্রীব্রজ গোপাল মুখার্জী মহাশয়ে উক্ত কার্য্যকে সর্ব্ব প্রকারে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিরোধ করিবার জন্য মহল্লার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া এক কমিটী গঠন করা হইয়াছে।

পুরুলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তপানন্দ চতুষ্পাঠীর তৃতীয় বার্ষিকী অধিবেশন

গত ১২ জুন, শুক্রবার স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ তপানন্দ চতুষ্পাঠীর তৃতীয় বার্ষিকী অধিবেশন পুরুলিয়া জুবিলী-

লে অনুষ্ঠিত হয়। পুরুলিয়ার জেলাধীশ শ্রীসুবোধ চন্দ্র হ মহাশয় উক্ত সভায় পৌরহিত্য করেন ও শ্রীবিভূতি ষণ দাশগুপ্ত মহাশয় (এম, পি,) প্রধান অতিথির াসন গ্রহণ করেন। পুরুলিয়া জেলার সমস্ত এম, এল, এ; এস, ডি, ও এবং সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ হয়। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী মায়েশানন্দ তাহার সম্পাদকীয় বিবৃতিতে জানান যে, বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীগণের সংখ্যাবৃদ্ধি হেতু বুঝা যায় পুরুলিয়া জেলার সংস্কৃতের উপর অনুরাগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে উহাকে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে পরিণত করা খুবই প্রয়োজন ও তৎসহ ছাত্রাবাসেরও প্রয়োজন নিতান্তই অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে। অন্যান্য বক্তাগণও পুরুলিয়া জেলায় সংস্কৃতের প্রচার ও প্রসারের আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

বাসে চাপা পড়িয়া ঘটনাস্থলেই মৃত্যু—

গত সোমবার দিন বেলা ১০।১১টায় সময় শ্রীঅমর সিং ও অপর একজন একটি সাইকেল করিয়া সালকি গ্রাম হইতে রঘুনাথপুর আসিতেছিল। বরাকর রোডের ১৮।১৮।০ মাইলের মধ্যে রাধেশ্যাম বাস ঐ দুই সাইকেল আরোহীকে চাপা দেয়। অমর সিং ঘটনাস্থলেই মারা যায়। অপর এক আরোহী সনাতন রায় আহত হয়। তাহাকে রঘুনাথপুর হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। পরে তাহাকে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে পাঠান হয়। খবর পাইয়া দারোগা ঘটনাস্থলে যায়।

ঢুলমীর নালা-রিলিফ

পুরুলিয়া সহরের ঢুলমীতে গত বছর একটী ছোট াঁধে রিলিফের কাজ করিবার জন্য ৬০০০৲ টাকা খরচ য় বলিয়া প্রকাশ। বাঁধের কাছে একটি বড় নালা াছে সেই নালাটি ঢুলমীর বড় একটি বাঁধে পড়িয়াছে। রিলিফে বড় জোর হাজার খানেক টাকা খরচ করিয়া হসাব পত্রে হয়তো ঠিকই আছে তবে কাজ দেখিলে কহ বলিতে পারিবে না হাজারের উর্দ্ধে খরচ হইয়াছে) ই নালাটী কাটিয়া বাঁধে যোগ করিয়া দেওয়া হইল। ধটীতে কোন কাজ হইল না—গভীর করিয়া যে কাটির দরকার ছিল তাহার কিছুই হইল না। সমস্ত কাজটী সরকারী তত্ত্বাবধানে জনৈক হাকিমের প্রত্যক্ষ পরিদর্শনাধীনে হইয়াছে।

এই নালার ধারেই বহু গরীব ভুইঞা কোন রকমে মাটীর ঘর করিয়া বাস করিতেছে। বাঁধটী গভীর করিয়া না কাটিয়া কেবল নালাটি কাটিয়া এবং তাহা বাঁধের সহিত যোগ করিয়া দিবার ফলে—এই বর্ষাকালে বাঁধে জলের তোড় বেশী হইবে—নালা উপচিয়া গরীব ভুইঞাদের ঘরবাড়ীগুলি নষ্ট করিবে। কাজ চলিবার সময় বাঁধের মালিক এ সম্বন্ধে ভারপ্রাপ্ত হাকিমকে অবহিত করিয়াছিলেন এবং বাঁধটি গভীর করিয়া কাটিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত করা হয় নাই। কি হইল না হইল, কে গেল না গেল তাহা দেখিবার কথা নয়। কত টাকা আসিল তাহাই রিলিফ। কর্তৃপক্ষের অধীনের হাকিম যে—ভুইঞাদের বেনাহক—এই শোচনীয় অবস্থা সৃষ্টি করিল তাহার ব্যবস্থা কিছু হউক না হউক, ভুইঞাদের অন্ততঃ এ অবস্থা হইতে রক্ষা করার একটা মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের রহিয়াছে।

সন্ধান চাই

গত রবিবার ৩১শে মে চাণ্ডিল থানার চাউলিবাসা গ্রামের শ্রীরামপদ ভুইয়ার স্ত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী ভুইঞাণ তাহার একটী ২।০ বৎসরের পুত্র সন্তান লইয়া বরাবাজারে তাহার মাসীর বাড়ী যাইবার জন্য চাণ্ডিল ষ্টেশনে পুরুলিয়াগামী ট্রেনে উঠে। পরে জানিতে পারা যায় যে সে বরাবাজার যায় নাই। তদবধি অনেক খোঁজা-খুঁজি করিয়াও তাহার বা তাহার শিশু পুত্রটীর কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

মেয়েটীর বয়স ২৪ বৎসর হইবে। গায়ের রং শ্যামল। পরিধানে একটী মিলের লাল আলতা পেড়ে শাড়ী পরা ছিল। নাকে একটী সোনার নাকফুল ও কানে দুটী মাকড়ী আছে। উচ্চতা মাঝারী।

যদি কেহ ইহার সন্ধান পান অনুগ্রহ পূর্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানাইলে কৃতজ্ঞ থাকিব।

শ্রীরামপদ ভুইঞা
গ্রাম—চাউলিবাসা, পোঃ—চৌকা
থানা—চাণ্ডিল, জিলা—সিংহভূম।

আবশ্যক

মাঝিহিড়া ন্যাশনাল বেসিক এডুকেশনাল ইন্সটিটুশন

১। **সিনিয়র বেসিক বিভাগ**

ক) প্রধান শিক্ষক—যোগ্যতা (১) এম, এ, অথবা এম, এস, সি, বেসিক ট্রেণ্ড। মাসিক বেতন ১৩০৲-৫৲—১৫০৲-১০৲—৩৫০৲ তৎসহ ভাতা ও ডি, এ, (২৫৲+৩৫৲)। (২) গ্র্যাজুয়েট বেসিক ট্রেণ্ড—মাসিক বেতনের হার ১০০৲-৫৲—২১৫৲-১০৲—২২৫৲ তৎসহ ভাতা ও ডি, এ, (২৫৲+৩৫৲)

খ) ২ জন সহকারী শিক্ষক—যোগ্যতা (১) গ্র্যাজুয়েট ট্রেণ্ড মাসিক বেতনের হার ১০০৲-৫৲-২১৫৲-১০৲—২২৫৲ তৎসহ ডি, এ, ৩৫৲। (২) আনট্রেণ্ড গ্র্যাজুয়েট অথবা আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটদের দরখাস্ত বিশেষ ক্ষেত্রে বিবেচিত হইতে পারে। মাসিক বেতনের হার ভাতাসহ যথাক্রমে ৭০৲+৩৫৲ ও ৬০৲+৩৫৲।

২। **পোষ্ট বেসিক বিভাগ**

একজন সহকারী শিক্ষক। যোগ্যতা—বুনিয়াদি শিক্ষণ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং আই, এ মান পর্য্যন্ত পড়াইতে সক্ষম মাসিক বেতন ১২৫৲।

৩। একজন আর্ট টিচার। যোগ্যতা—অভিজ্ঞ এবং ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত মাসিক বেতন ১২৫৲।

উল্লিখিত পদগুলির জন্য ২০শে জুন '৫৯ এর মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

সেক্রেটারী

মাঝিহিড়া ন্যাশনাল বেসিক এডুকেশনাল ইন্সটিটুইট

পোঃ মানবাজার (পুরুলিয়া)

সুযোগ

ফোনেটীক কমার্সিয়াল ইন্সটিটিউট, পুরুলিয়া ১লা জুন হইতে নীলকুঠিডাঙ্গায় (বাঘা যতীন পার্কের নিকট) একটি সাব-ব্রাঞ্চ খুলিয়াছে। **মেয়েদের** শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়ান হয়। সর্টহ্যাণ্ড, টাইপ (ইং ও হিন্দী) টেলিগ্রাফী, এ, এস, এম, কোর্স। রাত্রেও ক্লাশ হয়।

শ্রীরাখহরি চ্যাটার্জ্জী

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গো কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যা যে কোন রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, য মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করি হয় না। মাগুরিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্ট্রি আল্‌সার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদে প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গান্ধী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পা য়াছেন। ১।২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৫৲ টাকা স্পেশ্যাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ; বি, এল

শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান

পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ ২৫শ সংখ্যা | পুরুলিয়া, সোমবার ৭ই আষাঢ়, ১৩৬৬—২২শে জুন ১৯৫৯ | বার্ষিক মূল্য—৬৲ নগদ মূল্য ৵০ বা নয়া ১৩ পয়সা

কেরালায় কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ অন্যায় ও অদূরদর্শী ষড়যন্ত্র

শ্রীরাজাগোপালাচারী কর্ত্তৃক তীব্র সমালোচনা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত ২০শে জুন তারিখের ইংরাজী রাজনৈতিক সাপ্তাহিক 'স্বরাজ্য'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে শ্রী সি রাজাগোপালাচারী বলিয়াছেন—কেরলে কংগ্রেসীরা তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারা পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন।

'কেরল সত্যাগ্রহ' শিরোনামা দিয়া লিখিত উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, যে ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে এবং অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারে সে ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ করা যাইতে পারে বলিয়া মহাত্মা গান্ধী মনে করিতেন না। বস্তুতঃ কোন্ দল সাময়িকভাবে রাজ্য শাসন করিবে সেই সম্পর্কে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত উল্টাইয়া দিবার জন্য সত্যাগ্রহ করার পক্ষে যুক্তি আরও অনেক কম।

শ্রীরাজাজী বলেন, শুধু নীতির পরীক্ষার দ্বারাই নহে যুক্তিযুক্ততার দিক হইতেও কেরলের সরকার সম্পর্কে কংগ্রেসের বর্তমান নীতি সম্পূর্ণ ভুল ও অনুচিত। শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ১০ লক্ষ ভোটে একটি দল শাসন ক্ষমতা দখল করিতে পারে কিন্তু মাত্র ২০ হাজার লোক—যাহাদের উক্ত সিদ্ধান্ত মনঃপূত হয় নাই—যে সকল পদ্ধতি এখন অবলম্বন করা হইতেছে সেই সকল পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতে পারে যে পরিস্থিতিতে কোন সরকারই নগ্ন বলপ্রয়োগ না করিয়া কাজ করিতে পারেন না। আর ঐরূপ বলপ্রয়োগ করিলেই উত্তেজনা দেখা দিবে এবং তাহার ফলে শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়িবে ও সরকারের পক্ষে কাজকর্ম্ম করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

শ্রীরাজাগোপালাচারী বলেন, এই পরিপ্রেক্ষিতে অহিংসার 'শ্লোগান' তোলা অপ্রাসঙ্গিক এবং ইহাতে কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। অহিংসার সর্ত্ত আইন অমান্য ও অসহযোগিতার সহিত জড়িত। অন্যায় আচরণপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট শুধু এই দুইটি পথই খোলা হইবে। যে ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র বা আইন অনুযায়ী প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে সে ক্ষেত্রে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ করা বরদাস্ত করিতেন না। এমন কি ব্যক্তি বিশেষ ও তাহার অভিযোগের ক্ষেত্রেও গান্ধীজী সত্যাগ্রহ সম্পর্কে একইরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন। আর ক্ষমতাদখলেচ্ছু দল বা উপদল কর্তৃক সত্যাগ্রহের পদ্ধতি অবলম্বনে তাঁহার আপত্তি আরও অনেক প্রবল হইত। কারণ অন্যান্য উপায়ে প্রতিকারহীন কারণগুলির প্রতিকারের জন্যই শুধু তিনি এই সকল পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন।

তিনি বলেন, কংগ্রেস সংগঠন নিজে কেরল সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই। তাহারা ইহার মধ্যে অন্যায়ের গন্ধ পাইয়াছেন—ইহা কেমন কথা। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগতভাবে—যে কাজ করিতে পারে না, কংগ্রেস কর্ম্মীদের নিজ নিজ দায়িত্বে সেই কাজ করার অনুমতি দান করা হইয়াছে। এই ভাবে এড়ান অনুচিত ও অবিজ্ঞজনোচিত হইয়াছে। বরং কংগ্রেসের পক্ষে পার্লামেণ্ট হইতে এমন একটি আইন পাশ করাইয়া লওয়া অনেক ভাল হইবে, যাহাতে বিধান থাকিবে যে কোন সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন দল জয়ী হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অনাস্থা প্রস্তাব পাশ বা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নূতন সাধারণ-নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্দ্ধারিত সময়ের মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করিয়া রাজ্যপাল নূতন নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। কংগ্রেসের দলগত সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে অতি সহজেই ঐরূপ আইন পার্লামেণ্টে পাশ করা যাইতে পারিবে ইহা অশোভন ও অভদ্র আইন হইতে পারে, কিন্তু কেরলে এখন যে বিশৃঙ্খলা আমরা দেখিতেছি ইহার দ্বারা তাহা নিবারিত হইবে।

রাজাজী বলেন, ভারতে পার্লামেণ্টারী সরকারের ভবিষ্যতের পক্ষে কেরলের কংগ্রেস কর্ম্মীদের এই অন্যায় ও অদূরদর্শী 'এডভেঞ্চার'-এর সুদূরপ্রসারী দুষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। মাঠে ঘাটে বেশ বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম কোন দল যদি তথাকথিত সত্যাগ্রহের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শাসনতন্ত্রকে পাশ কাটাইয়া যায়, তাহা হইলে ভারতের গণতন্ত্রের ভিত্তি নড়বড় হইয়া উঠিবে। নির্ব্বাচনে কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সরকার গঠনের সম্ভাবনার বিধান আছে শাসনতন্ত্রে। কেরলের রাজ্য সরকারের ভিত্তি টলমল করিয়া তোলার জন্য কংগ্রেস ও কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার যে নীতি অনুমোদন করিয়াছেন তাহাতে শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে।

তিনি আরও বলেন—আমি কম্যুনিষ্ট পার্টিকে পছন্দ করি না, কিন্তু তাহাদের মুখোমুখি হওয়ার পথ ইহা নহে। একমাত্র শাসনতন্ত্রের মাধ্যমেই আমাদিগকে তাহাদের সম্মুখীন হইতে হইবে।

সব শেষে তিনি বলেন, যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গেল তারপর প্রেসিডেণ্টের শাসন বলবৎ করা হইলে তাহা সমগ্র ব্যাপারটি একটি ছল বা ষড়যন্ত্র বলিয়া মনে হইবে।

রেজিষ্টার্ড গুণ্ডা কাহারা ?

সম্প্রতি কিছুদিন পূর্বে একদা রাত্রিতে প্রচণ্ড ঝড় জলের মধ্যে রাত্রি প্রায় ১১।০ টার সময় সহরের দারোগা বাবু ভাগাবাঁধ পাড়ায় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের ঘুম ভাঙাইয়া একটী সামান্য ব্যাপারকে অসামান্য করিয়া তদন্ত করিবার জন্য আসেন। ভদ্রলোকেরা পুলিসের এইরূপ কর্মতৎপরতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন! এক পাড়ার দু একটি ছেলের সঙ্গে আর এক পাড়ার কিছু ছেলের বিবাদ লইয়া ঘটনাটীকে পুলিশ একটা 'ডানকার্কের' ব্যাপার তৈরী করিয়া ভাগাবাঁধ পাড়ায় ভদ্রলোকের কোন্ কোন্ ছেলেরা 'রেজিষ্টার্ড গুণ্ডা' তাহার তদারকের জন্য আসেন—তাও আবার বিহার আমলের হিন্দীবাদী রেজিষ্টার্ড গুণ্ডা বলিয়া। বিহার আমলের হিন্দীবাদী গুণ্ডার সম্বন্ধে পুরুলিয়ার বর্ত্তমান পুলিশের এই খোঁজ বড়ই বিস্ময়কর! কারণ কার্য্য ও কারণ দ্বারা জনসাধারণ ইহাই উপলব্ধি করিতেছে যে—পুরুলিয়ার পেশাদার গুণ্ডা ও দাগী—যাহাদের পেশাই ছিল বিহার পুলিশের পক্ষপুটে থাকিয়া হিন্দীর ডাণ্ডা চালান—তাহারাই অর্থাৎ শ্রীডমন গুণ্ডা শ্রেণীর লোকেরাই বর্ত্তমান পুলিশের কয়েকজন ধনী আশ্রিতদের সহযোগে—পুলিশ কর্তৃপক্ষের অন্যতম বিবেক রক্ষক! পুলিশ গুণ্ডা ও চোর ডাকাত ধরুক, তাহাই তাহাদের কর্ত্তব্য এবং জনসাধারণের কাম্য; কিন্তু যে সব ভদ্রলোকের ছেলেরা চোর ডাকাতকে তাড়ায়,—গুণ্ডা ও চোর ডাকাতদের পরামর্শে—তাহাদের রেজিষ্টার্ড গুণ্ডা বলিয়া পুলিশ যে চিহ্নিত করিতে চাহিতেছেন, তাহার পিছনে যে উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, তাহা কোন দিক দিয়াই সদুদ্দেশ্য নয়। পুলিশ তাহার সহকর্মীদের মধ্যেই ইহাদের দেখুন 'রেজিষ্টার্ড গুণ্ডাকে' তাহারা কি ভাবে ক্ষমতা দিয়া জনসাধারণকে বিব্রত করিতেছেন তাহার একটী সামান্য উদাহরণ দেওয়া হইতেছে—

বান্দোয়ানে বিপরীত কাণ্ড

উদাহরণের ঘটনাটী এই :—বান্দোয়ানের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে কোন ব্যাপার লইয়া জনৈক সাঁওতাল মাঝির সহিত অন্যান্য লোকের গোলমাল হয়। এই ব্যাপারে থানার জনৈক পুলিশ তাহার নিকট হইতে ২৫৲ টাকা ঘুস লন! একথা জানিতে পারিয়া শ্রীঅদ্বৈত মণ্ডল, লোকসেবক কর্ম্মী, দারোগাকে যাইয়া তাহা বলেন। দারোগা ব্যাপার দেখিয়া পুলিশটীকে টাকা ফেরত দিতে বলিলে পুলিশ ঘুসের টাকা মাঝিকে ফেরত দেয়। ইহার পরেই দেখা যায় শ্রীঅদ্বৈত মণ্ডলের নামে ১০৭ ধারার একটী নোটীশ বাহির হইয়াছে। আমরা এখানে পুলিশ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে—পুলিশ কি এই ভিত্তিতেই রেজিষ্টার্ড গুণ্ডা বাছিতেছেন ?

মুক্তি

৭ই আষাঢ়, সোমবার

বিনাশ কালে

ভারতের দক্ষিণে কেরালা সরকারকে উচ্ছেদের সংকল্প লইয়া কংগ্রেসের নেতৃত্বে পি, এস, পি এবং মুসলীম লীগ সাম্মিলিতভাবে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে।

গত সাধারণ নির্বাচনে কেরালাতে ভোটে কম্যুনিষ্ট পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া নির্বাচিত হয়। শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ মুখ্যমন্ত্রী হইয়া কেরালাতে ভারতের সংবিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে গবর্মেণ্ট গঠন করেন এবং তাহা চালিতে থাকে।

কেরালা ছোট প্রদেশ হইলেও শিক্ষার দিক দিয়া ভারতের মধ্যে সর্বাধিক অগ্রসর ইহা বলা যাইতে পারে। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের সেখানে সংখ্যাও বেশী এবং কেরালার আর্থিক ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে খৃষ্টান সংরক্ষণশীল পাদ্রী পুঁজিপতিদের আধিপত্যই এ যাবত কাল বেশী ছিল। একথা বলা যাইতে পারে যে কেরালার শিক্ষার ব্যবস্থাটা বস্তুতঃ তাহারাই নিয়ন্ত্রণ করিত।

কেরালায় কংগ্রেস ভোটে হারিয়া মুহ্যমান হইল। কারণ ভারতবর্ষে কংগ্রেস ঠিকই করিয়া রাখিয়াছে যে স্বেচ্ছাচার ও যথেচ্ছচারীতা ও কুশাসন তাহারা যতই করুক না কেন প্রদেশে ও কেন্দ্রে ভোটে জিতিয়া গবর্মেণ্ট হইবার অধিকার একমাত্র তাহাদেরই। দেশের লোক তাহাদের বিদ্‌মতগারী করিবে, তাহাদের হাতে পড়িয়া পড়িয়া মার খাইবে, আর ইহারা গবর্মেণ্ট হইয়া দুই হাতে লুণ্ঠন করিবেন, দেশের সব দিক দিয়া সর্বনাশ করিবেন এবং দেশের লোককে নির্বাচনের সময় ধাপ্পা দিয়া লক্ষলক্ষ টাকায় নানাবিধ ব্যবস্থা করিয়া ভোটে জয়ী হইয়া আরও দুঃশাসনী ব্যবস্থা চালাইবেন। কেরালাতেই প্রথমে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল। কংগ্রেস দেখিল যে একটা প্রদেশে হইলেও তাহার আসন টলিয়াছে; লোকে দেখিল যে এই কংগ্রেসী শাসন-কর্তৃত্ব বদলান যায় এবং অকংগ্রেসী দল হইলেও তাহারাও শাসন চালাইতে পারে এবং সে শাসন কংগ্রেসীদের চেয়ে খারাপ শাসন নয়। কারণ সুদীর্ঘ এই দশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা যাইতেছে যে, কংগ্রেসী শাসন এমন একটা নিকৃষ্ট শাসন যে ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর শাসন প্রবর্তন করিবার যোগ্যতা আর কাহারও নাই।

কেরালায় গদী হারাইয়া কংগ্রেস প্রমাদ গণিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ও কেন্দ্রে কংগ্রেসী শাসন যেমন করিয়াই হোক প্রতিষ্ঠিত হইলেও আগামী নির্বাচনে এই গুলিতেও যে কংগ্রেসের একচেটিয়া শাসনাধিকার অব্যাহত থাকিবে এবিষয়ে সন্দেহ দেখা দিল। উত্তর ভারতের হিন্দীভাষী প্রদেশগুলি ছাড়া ভারতের অন্যান্য অহিন্দীভাষী প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসের অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয়—ইহা যতই দিন যাইতে লাগিল ততই প্রকট হইয়া চলিল। উড়িষ্যায় শ্রীমহাতাব—কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও—কোনক্রমে তালি দিয়া এযাবত চালাইতেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাও চালান সম্ভব হইল না—অকংগ্রেসীদের সঙ্গে সাম্মিলিত গবর্মেণ্ট এখনই করিতে হইল। বাংলায় বামপন্থী দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধই কংগ্রেসের একমাত্র ভরসাস্থল। এখানে কংগ্রেস-বিরোধী দল ও শক্তিগুলি একযোগে নির্বাচন ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করিতে পারিলে কংগ্রেসের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া মোটেই সহজ নয়। ইহা সত্ত্বেও, বাংলাতে একটী শক্তিশালী নেতৃত্ব থাকিলে—যাহার উপর বাংলা বিশ্বাস করিতে পারে—বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ না হইলেও—কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচনে জেতা মুস্কিল। অন্ধ্রের অবস্থাও খুব বেশী সুবিধাজনক নয়; বিধান সভার একটা বড় সংখ্যক কংগ্রেসী সদস্য ইতিমধ্যেই কংগ্রেস ছাড়িয়া ভিন্নদল গঠন করিয়া কংগ্রেসের বিরোধীতা করিতেছে। অন্ধ্রের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা প্রফেসার রঙ্গ কংগ্রেস ছাড়িয়া প্রকাশ্যেই কংগ্রেসের বিরোধীতা করিতেছেন এবং অন্ধ্রের কংগ্রেস পরিত্যাগী নেতারা শ্রীরঙ্গের নেতৃত্বে এখন হইতেই আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস-বিরোধী মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য তোড়জোড় করিতেছেন। মাদ্রাজে বর্ত্তমানে 'দ্রাবিড়ী মুনেত্রা কাজাগাম দল' মাদ্রাজ কর্পোরেশনের নির্বাচনে কংগ্রেসীদের সম্পূর্ণ বিতাড়িত করিয়াছে।

...র নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী বিরোধী
...ত হইতেছে। মহারাষ্ট্রে এ পর্য্যন্ত-
...তন হইয়াছে কংগ্রেস একটিতেও
...নাই। পাঞ্জাবে মিউনিসিপ্যালিটীর
নির্ব্বাচনে প্রায় সবগুলিতেই কংগ্রেস এবার গোহারা হারিয়াছে। এই কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরিস্থিতি।

হিন্দীভাষী প্রদেশগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানে আছে উত্তর প্রদেশ। উত্তর প্রদেশেই ভারত শাসন করিতেছে। সেখানে কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এমন শোচনীয় হইয়া দেখা দিয়াছে যে—উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী দলের প্রার্থীকে জিতাইবার জন্য কংগ্রেসের ভিতরের যুযুৎসু কংগ্রেস কর্মীরা প্রকাশ্যেই বিরোধী দলের প্রার্থীকে সমর্থন করিয়াছে। এই সাধারণ অবস্থা।

এক্ষেত্রে কেরালায় সুপ্রতিষ্ঠিত কম্যুনিষ্ট গবর্মেণ্টকে নির্ব্ঝাটে পুরা পাঁচ বৎসর চলিতে দিলে—তাহার প্রতিক্রিয়া কংগ্রেস শাসন-প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অতি শোচনীয় রূপ লইবে, এই সম্ভাবনাই কংগ্রেস নেতৃত্বের মাথা গোলমাল করিয়া দিয়াছে।

কেরালা সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটী বিল পাস করে। সেই বিলটি লইয়া প্রথমে গোলমাল হয়। বিধান সভায় বা লোক সভায় যে কোন বিলই পাস হোক না কেন রাষ্ট্রপতির সম্মতি না হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে না। রাষ্ট্রপতি তাহা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নিকট অভিমতের জন্য পাঠান। তিনি কিছু সংশোধন করিয়া বিলটী ফেরত দেন।

প্রধানতঃ বিলটীতে আপত্তিকর বিশেষ কিছু নাই। অন্যান্য কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত যে সমস্ত আইন ও ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে বহুলাংশে সেগুলি কেরালার শিক্ষা বিলের অপেক্ষাও খারাপ। ইহার মধ্যে প্রধানতঃ যে ব্যবস্থা সম্বন্ধে কেরালার খৃষ্টান পাদ্রী ও পুঁজিপতিরা আপত্তি করেন তাহা এই যে, তাহাদের এ পর্য্যন্ত যে শিক্ষা ব্যবস্থায় একাধিপত্য ছিল—কেরালা গবর্মেণ্ট তাহা বরদাস্ত করিতে নারাজ।

কেরালার কংগ্রেস ইহাদের সহিত যোগ দেয় এবং নানাভাবে গোলমাল চলিতে থাকে। ইহার পরে কংগ্রেস, খৃি, এস, পি একযোগ হইয়া কেরালা গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের সৃষ্টি করিয়া আন্দোলন সৃষ্টির চেষ্টা করেন। কেরালা সরকারও তাহা দমন করিবার ব্যবস্থা করেন।

কংগ্রেসের হাই কমাণ্ড নানাভাবে এই সব আন্দোলনকে সমর্থন করিতে থাকেন। ফলে ব্যাপারটা পাকিয়া ওঠে। তারপরে দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হয়।

এই পর্য্যায়ে কংগ্রেস, পি, এস, পি মুসলীমলীগ, রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান পাদরীরা, কেরালার খৃষ্টান ও অখৃষ্টান পুঁজিপতি গোষ্ঠী প্রভৃতি মিলিত হইয়া কেরালার কম্যুনিষ্ট গবর্মেণ্টের একেবারে উচ্ছেদের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। প্রথমতঃ কংগ্রেস হইতে কেরালা গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ তৈরী হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেস হইতে সেই সমস্ত অভিযোগ সম্বন্ধে গুরুত্ব আরোপ করিবার জন্য কেরালায় ঘন ঘন তদন্ত, সভা সমিতি প্রভৃতি করা হইতে থাকে। তাহার পরে ঘোষণা করা হয় কেরালার কম্যুনিষ্ট গবর্মেণ্টকে উচ্ছেদ করিবার জন্য শান্তিপূর্ণ পন্থায় সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন, স্কুলে, আদালতে পিকেটিং প্রভৃতি করা হইবে। অভিযান সুরু হয়।

এই আন্দোলনে কেরালার কংগ্রেস নেতৃত্ব গ্রহণ করে। নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভানেত্রী, ইন্দিরা গান্ধী, প্রধান মন্ত্রী নেহেরু-ইহা সমর্থন করেন। সোজা কথায় কংগ্রেসের কর্তারা কেরালায় কম্যুনিষ্ট গবর্মেণ্টকে উচ্ছেদ করিবার জন্য ভারতের সংবিধান বহির্ভূত নিয়মতান্ত্রিক বহির্ভূত পথে, উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কোন্ কথার কি মানে তাহা লইয়া উকীলী ব্যাখ্যার কোন দরকার নাই—সোজা কথায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহর লাল নেহেরু, নিখিল ভারত কংগ্রেসনেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যাহারা সংবিধানের নিয়মতান্ত্রিক পথে ভারতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিতেছেন বলিয়া বলেন, তাহারা—কেরালার গবর্মেণ্ট কংগ্রেসী গবর্মেণ্ট নয় বলিয়াই—যে কোন উপায়ে তাহাকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। ইহার দায়িত্ব ইহারা কেহই কোন দিক দিয়াই এড়াইতে তো পারেনই না—ইহার মুখ্য উদ্গাতা হিসাবে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ইহাদের—এবিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ আর নাই।

কেরালায় এই আন্দোলনে কেরালা সরকার গুলি চালাইয়াছেন—প্রায় ১২ জন মারা গিয়াছে, বহু লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে ও হইতেছে। যাহারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালাইতেছে বলিয়া বলিতেছে তাহারা অহিংস উপায়ে মারামারিও করিতেছে অর্থাৎ হিংসাও করিতেছে তাহাও দেখা যাইতেছে।

ইহার পরে যাহা হইবার সম্ভাবনা তাহাই বলিতেছি। সংবিধান অনুযায়ী ল এণ্ড অর্ডার অর্থাৎ শান্তিরক্ষা রাজ্যসরকারের ব্যাপার, কিন্তু সংবিধানে এ বিধানও আছে যে রাজ্যসরকার শান্তি রক্ষায় অসমর্থ হইলে বা সংবিধানের অধিকার ও ব্যবস্থা রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে—কেন্দ্র তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে এমন কি শাসন ব্যবস্থা স্থগিত বা বাতিল করিয়া রাষ্ট্রপতির শাসন চালান যাইতে পারে।

এখন ষড়যন্ত্রটা যে কী চমৎকার অপার্থিব ধারা লইয়া জহরলালের বুদ্ধ ও পঞ্চশীলের অনুসরণ করিতেছে তাহা দেখা যাক। কংগ্রেসের মহান্ নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস সংগঠনের কর্ত্তা হিসাবে কেরালায় অকংগ্রেসী সরকারকে উচ্ছেদ করিবার জন্য ভারতের সংবিধানকে ঠোক্কর মারিয়া ছেঁড়া কাগজের বস্তার সামিল করিয়া অনিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলন এবং অশান্তি সৃষ্টি করিবার জন্য কেরল কংগ্রেসের নেতৃত্বে ব্যবস্থা করিলেন; অশান্তির সৃষ্টি হইল; তখন এই মহান্ নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক পার্লিয়ামেণ্টের সরকারী কর্ত্তা হিসাবে বলিবেন—(এথনই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন) পবিত্র সংবিধানের মহান ব্যবস্থা অনুযায়ী কেরালা সরকারকে ভাঙ্গিয়া দিয়া সংবিধানের ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হউক। পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসী সদস্যরা দুই হাত তুলিয়া বলিবেন—তাহাই হোক। নিয়মতান্ত্রিকভাবে কংগ্রেসী গণতন্ত্রে অকংগ্রেসী সরকারের উচ্ছেদ হইয়া গেল। জহরলাল গণতান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিকতার জয়-জয়কার করিয়া জল গ্রহণ করিলেন।

আমরা কম্যুনিষ্ট মতবাদের অনুবর্তী নই—কিন্তু কেরালায় অকংগ্রেসী গবর্মেণ্ট বলিয়া কংগ্রেসের যে নির্লজ্জ আচরণ তাহা ঐতিহাসিক! কেরালা সরকার সেখানকার জনসাধারণকে স্বর্গে উঠাইয়াছে কি নরকে ফেলিয়াছে আজ প্রশ্ন সেখানে নয়। প্রশ্ন এই যে, যে সমস্ত অভিযোগ আনিয়া কংগ্রেস কেরালা সরকারকে উচ্ছেদের একটা অজুহাত দেখাইতেছে—তাহা অপেক্ষাও গুরুতর, বহু গুরুতর অভিযোগসমূহ কংগ্রেস গবর্মেণ্টরাই প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সূঁচের একটি ছিদ্র আছে, এই অভিযোগে সহস্র ছিদ্রসহ চালুনী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার যুক্তি দেখাইতেছে! আজ শাসন ক্ষমতা লইয়া থাকিবার কোন অধিকার কংগ্রেসেরই নাই—বহুদিনই সে তাহার সীমাহীন দুঃশাসন দ্বারা সেই অধিকার হারাইয়াছে। দেশে আজ নেতৃত্ব নাই, দেশবাসী জনসাধারণ দারিদ্র্যে অজ্ঞতার বোঝায় নুইয়া পড়িয়া আছে—না হইলে আজ এই কংগ্রেসকে শাসনভার লইয়া থাকিতে হইত না—কারাগারের অন্ধকার কক্ষে মাথায় চরম শাস্তির ভার দিয়া জনসাধারণ ইহাদের যোগ্যস্থান করিয়া দিত।

কেরালায় কংগ্রেসের নেতৃত্বে সংবিধান অনুযায়ী সংগঠিত গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক-বিরোধী যে আন্দোলন বা অভিযান চলিতেছে তাহা পালামেণ্টারী গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিকে আঘাত করিয়া পর্য্যুদস্ত করিয়াছে। আজ প্রত্যেকটী প্রদেশের জনসাধারণের, ব্যাপকভাবে সমগ্র ভারতের জনসাধারণের এই অধিকার স্বীকৃত হইয়া গেল—নিয়মতান্ত্রিকতার পথে নয়, নিয়মতান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করিয়া যে কোন পথেই হোক না কেন এই কংগ্রেস গবর্মেণ্টকে উচ্ছেদ করিবার অধিকার দেশের জনসাধারণের আছে; জহরলাল নিজেই ইহা করিতেছেন, কংগ্রেস নিজেই এই নীতির উদ্ভোক্তা। আমরা জহরলালকে ধন্যবাদ দিতেছি এই জন্য যে ব্যালট বক্সকে তিনি পায়ের ঠোক্করে ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন; আজ হোক কাল হোক প্রত্যেকটী রাজ্যের জনসাধারণ—ব্যাপকভাবে ভারতবর্ষের জনসাধারণ—নিয়মতান্ত্রিকতার পথে গঠিত কংগ্রেস গবর্মেণ্টকে উচ্ছেদ করিবেই। এবং সে উচ্ছেদ কেমন করিয়া কোন পথে করিবে তাহা তাহারা কেরালাতে কংগ্রেসের অনুসৃত পথ দেখিয়া হদিস পাইল।

বিরাট, ব্যাপক এবং সহস্র সহস্র গ্লানিজনক ঘটনার

তুলনা করিবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষে কংগ্রেস গবর্মেণ্টের ঘোর অন্যায়ের বিরুদ্ধে যখনই প্রতিবাদ দেশবাসী করিয়াছে—অহিংস সত্যাগ্রহের পথেই—তখন কেরালা সত্যাগ্রহের (?) উদ্গাতা জহরলাল এবং তাহার অনুগামীরা পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র, নিয়মতান্ত্রিকতা প্রভৃতির বুলি শুনাইয়া বলিয়াছেন—জাতীয় গবর্মেণ্টের অধীনে অনিয়মতান্ত্রিক সত্যাগ্রহের স্থান নাই, এগুলি দুরাগ্রহ ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশবাসীর মনে এখনও পর্য্যন্ত এই সব ভাঁওতার সম্বন্ধে যেটুকু মোহ ছিল আজ তাহাও দূর হইয়া তাহারা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিল যে এই সব ভাঁওতা দুরাচারীর শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করা ছাড়া আর কিছু নয়। জহরলালের নেতৃত্বে কেরালায় কংগ্রেসের যে দুরাগ্রহ চলিয়াছে—কংগ্রেসের জীবনে তাহা দুষ্ট গ্রহের মতোই চরম আঘাত হানিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনেই হোক বা সমষ্টিগত জীবনেই হোক—যাহার বা যাহাদের বিনাশের পথ নিকটে আসে তাহার বুদ্ধিও তদনুযায়ী হয়। কেরালার ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃত্বের বুদ্ধি প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে তাহা বিপরীত বুদ্ধি—যাহা একমাত্র বিনাশের জন্যই হইয়া থাকে।

—*—

চিঠি পত্রের সম্বন্ধে বক্তব্য

'মুক্তির' 'চিঠি পত্রের' স্তম্ভে যে সকল চিঠি পত্র প্রকাশিত হয় সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাষায় 'মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন' ইহা লেখা থাকিলেও অনেকে সম্পাদকেরই মতামত ইহার সহিত যুক্ত আছে বলিয়া ভুল বুঝিয়া সম্পাদককে ইহার জন্য দায়ী করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে যে সব চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়—তাহার রাজনৈতিক মতামত, তাহার বিষয় বস্তুর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পাদকের কোন যোগাযোগ বা দায়িত্ব একেবারেই থাকে না—বা নাই। অবশ্যই যে সমস্ত চিঠি প্রকাশের জন্য আসে তাহা সমস্ত প্রকাশ হয় না ইহাও যেমন ঠিক—তেমনি চিঠি প্রকাশিত হইলে তাহার মতামত বা বিষয়বস্তুর দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পাদককে কোন প্রকারে যুক্ত করাও ঠিক নয়। চিঠি পত্রে প্রকাশিত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পত্র প্রেরকেরই দায়িত্ব। যদি কোথাও কোন ভুল বা ত্রুটি থাকে তবে তাহার জন্য পত্র প্রেরকই দায়ী—এবং সে সম্বন্ধে কেহ প্রতিবাদ করিতে চাহিলে তিনি তাহা অনায়াসে করিতে পারেন—এবং প্রতিবাদের বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও দায়িত্ব সম্পাদকের নয়। এবিষয়ে জনসাধারণ প্রকৃত অবস্থাটা উপলব্ধি করিবেন বলিয়া আশা করি।

———

শোক সংবাদ

গত ১২ই জুন শুক্রবার পুরুলিয়ার বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীপঞ্চানন মুখার্জির স্ত্রী শ্রীমতী ললিতা দেবী অকস্মাৎ মারা গিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বিশেষ অসুস্থ ছিলেন না। স্বাভাবিকভাবেই কাজকর্ম করিতেছিলেন, স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা বলিতে বলিতে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৪৭ বৎসর ছিল।

এই সাধ্বী মহিলার মধুর ও অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। এই দেবাব্রতী মহিলার অকাল মৃত্যুতে তাহার স্বামী, পুত্র ও পরিজনদের প্রতি আমাদের সমবেদনা ও গভীর সহানুভূতি জানাইতেছি।

লোক সেবক সংঘের কর্মীর মৃত্যু

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ ২৬শে মে মঙ্গলবার জামতোড়িয়া থানার দাঁড়িকাডোবা গ্রামের লোক সেবক কর্মী শ্রীপদ্ম লোচন মাহাত মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে অকালে মারা গিয়াছেন।

তিনি লোক সেবক সংঘের একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। টুসু সত্যাগ্রহ, বঙ্গ সত্যাগ্রহ অভিযান প্রভৃতি সমস্ত আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি কারাবরণ করিয়াছেন। ঐ নবীন, নিষ্ঠাবান ও উৎসাহী কর্মীকে হারাইয়া সংঘ তথা কর্মীবৃন্দ ও জামতোড়িয়া থানা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

তাহার পরিবারবর্গের শোকে আমরা গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

———

পাড়া থানায় আনাড়ার নিকট শ্যামপুরে এক জনসভায় দারোগার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

গত ১৩ই এপ্রিল শনিবার পাড়া থানায় আনাড়া রেলওয়ে কলোনীর নিকট শ্যামপুরে বেলা প্রায় ৫ টার সময় এক জনসভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় পাড়া থানার বহু গ্রাম হইতে প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণ দলে দলে যোগদান করেন। সভায় কমপক্ষে এক হাজারের উপর জন সমাগম হইয়াছিল। শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় বিভিন্ন গ্রাম হইতে আগত ব্যক্তিগণ থানার পুলিসী শাসনধারা ও বর্ত্তমান দারোগার আচরণের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের বিবরণ দিয়া তীব্র ভাষায় তাহার নিন্দা করেন।

সভায় সর্ব্বশ্রী সহদেব চক্রবর্ত্তি (আনাড়া), রামনারায়ণ মিশ্র (পাড়া), চণ্ডিচরণ দাস, মেঘরাজ রাণা (রেলওয়ে কলোনী), মহাদের মুখার্জি (পুরুলিয়া), জলধর মাঝি (পলাশকুড়া), অমরনাথ ব্যানার্জি (রাউতোড়া,) অরুণ চন্দ্র ঘোষ ও বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত বক্তৃতা করেন।

সভায় বক্তাগণ প্রধানতঃ যে সমস্ত অভিযোগ এবং দারোগার অন্যায় আচরণের ঘটনার বিবরণ দেন তাহা এই :—

রাউতোড়া গ্রামে শ্রীঅমরনাথ ব্যানার্জির বাড়ীতে ভীষণ ডাকাতি হয়। পুলিশ তাহা চুরির কেসে পরিণত করিয়া চোর হিসাবে দু একজনকে গ্রেপ্তার করে। চুরির মামলা হিসাবে চোর খালাস পায়।

উদয়পুরে রাধানাথ চারের গৃহে দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতি হয়। এই ডাকাতিতে কয়েকজন বিশেষভাবে আহত হয়। পুলিশ হইতে ইহাকেও জবরদস্তি চুরির কেস বলিয়া করা হয়। ফুসরাবাদে জয়রাম মাঝির বাড়ীতে ডাকাতি হয়, পুলিশ ইহাকেও চুরির কেস বলিয়া নির্দ্ধারণ করে।

পাড়ার রামনারায়ণ মিশ্রের বাড়ীতে চুরি হয়। সে থানায় ডাইরী করিতে গেলে ডাইরী লওয়া হয় না। দারোগার যোগ সাজসে তাহাকে গুণ্ডা দিয়া পিটান হয়।

পাড়ার যতিলাল দে স্বর্ণকার কিছু সোনার গহণা লইয়া যাইবার পথে তাহা লুঠ হয়। যে লুঠ করে সে তাহার চেনা লোক। থানায় জানান সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা করা হয় না।

রাহেরাডির কালিপদ মুচি ও তাহার স্ত্রীর এবং তাহাদের আত্মীয়া আশী বৎসরের বৃদ্ধার উপর, কালিপদ মুচির উপর যে অমানুষিক ব্যবহার দারোগা করিয়াছে সে সম্বন্ধে সভায় তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

রাহেরডির চর্মকারদের উপর অন্যান্য ব্যাপারেও যে নৃশংস ব্যবহার করা হইয়াছে তাহারও আলোচনা হয়।

আনাড়ার রেলওয়ে কলোনীতে যে সমস্ত চুরি ও অন্যান্য অপরাধজনক ঘটনা হইতেছে—সে সম্বন্ধে দারোগার উদাসীনতা, নিষ্ক্রিয়তাই শুধু নয় টাকা লইয়া চোর ডাকাতদের ছাড়িয়া দেওয়া প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচনা হয়।

মেঘরাজ রাণার (আনাড়া রেলওয়ে কলোনী) বাড়ীতে চুরি হওয়ার পরে সে চোরাই মাল ও চোরের সন্ধান দিবার পরেও কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় না।

সভায় এই সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বক্তার পর বক্তা পাড়া থানায় অরাজকতার অবস্থা বর্ণনা করেন। বিভিন্ন বক্তা এবিষয়ে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ হইয়া জনসাধারণের সহিত দারোগার যে অতি আপত্তিকর ও অমর্য্যাদাকর আচরণ—তাহা বন্ধ করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইবার পরে বিরাট উৎসাহের সহিত সভার কার্য্য শেষ হয়।

সভায় গৃহীত প্রস্তাব

১৩।৪।৫৯ তারিখে আহুত আনাড়ার জনসভায় সর্ব্বশ্রেণীর সমবেত সকলের সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব এই :—

কংগ্রেসী স্বৈরশাসন তথা পশ্চিম বাংলার অবাধ দুর্নীতিপূর্ণ কুশাসনের ব্যাপক ধারার পরিচয় স্বরূপ ও তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ পাড়া থানায় পুলিসী জুলুমের যে উৎকট রূপ দুর্ব্বিসহরূপে দেখা দিয়াছে—পাড়া থানার অফিসার-ইন-চার্জ্জ সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার কংগ্রেসী

স্বৈরতন্ত্রকে রূপ দিবার জন্য যে অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা, অনাচার ও নৃশংস অত্যাচার করিতেছে—তাহাতে এই থানাবাসী নিরতিশয় অতিষ্ঠ হইয়া, এই স্বেচ্ছাচারী পুলিস কর্মচারীর নিষ্ঠুর ও বেপরোয়া কর্মধারার বিরুদ্ধে তথা পশ্চিম বাংলার পুলিসী শাসন তথা সমগ্র শাসন ধারার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ, নিন্দাবাদ ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।

এই থানার বিভিন্ন দিকে বহু ঘটনার মধ্য দিয়া ইহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং নিরপেক্ষ তদন্তে ইহা অবিসম্বাদীরূপে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, বহু গুরুতর ঘটনায় যেখানে উৎপীড়িত, ক্ষতিগ্রস্ত, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি পুলিসের পক্ষ হইতে সহানুভূতির সহিত আন্তরিক সহায়তা দেওয়া উচিত ছিল—পাড়া থানার পুলিস কর্তৃপক্ষ এই সকল ঘটনায় এই সকল ব্যক্তিদের প্রতি সহায়তা দেওয়া দূরে থাকুক—ইহাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়াছে—ইহাদের প্রতি আইনের সহায়তা না দিয়া—আইনের সুযোগ হাতে করিয়া ইহাদিগকে বেআইনী পীড়ন ও হায়রাণ করিয়াছে। নিরপেক্ষ তদন্তে ও সমগ্র বিষয়টির বিচারে ইহা প্রতিভাত হইয়াছে যে, পুলিস কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত স্বার্থ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও পুলিসের বন্ধু সমাজ-বিরোধীদের প্রতি অনুগ্রহ ও সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যেই এই সকল বেআইনী নির্দয় কর্মসমূহ অনুষ্ঠিত করিয়াছে। এই সভা দাবী করিতেছে যে, এই বিষয়ে লোক সেবক সংঘের কাজে সংগৃহীত তথ্য সমূহের ভিতর দিয়া এই জনসভার দাবী, যুক্তি ও উক্তির সত্যতা অবিসম্বাদীরূপে প্রমাণিত হইবে।

এই সভা দৃঢ়তার সহিত ইহা জানাইতেছে যে, জনগণের বিশ্বাসভাজন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে পাড়া থানার পুলিস কর্তৃপক্ষের এই সকল দুর্নীতি, অত্যাচার ও বেআইনী কার্যকলাপ সম্বন্ধে জেলা কর্তৃপক্ষকে সম্যকরূপে জানান হয়—স্থানীয় সংবাদ পত্রে ঘটনাসমূহের কতকাংশ বিশদভাবে প্রকাশিত করা হয়—প্রতিনিধি মণ্ডলী জেলা পুলিস কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করেন কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, জেলা পুলিস কর্তৃপক্ষ এই গুরুতর পরিস্থিতি ও ঘটনাসমূহ বিষয়ে কোনরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থা, তদন্ত বা স্থায়ী প্রতিকারের সম্যক আয়োজনের কোনো কিছুই এপর্যন্ত করেন নাই। জেলা পুলিস কর্তৃপক্ষ নীরব রহিয়াছেন—উদাসীন রহিয়াছেন—জনগণের উৎপীড়নের প্রতিকারের প্রতি কোনোরূপ ব্যগ্র সহানুভূতি পর্যন্ত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই—উৎপীড়িত সংশ্লিষ্ট জনসাধারণকে অত্যাচারের মধ্যে নিয়ত বাস করিতে বাধ্য করিয়াছেন এবং এই গ্লানীজনক আচরণের দ্বারা জেলা পুলিস কর্তৃপক্ষ তাঁহার অধস্তন অসাধু কর্মচারীদের দুর্নীতি ও অত্যাচারের কর্মে প্ররোচিত ও উৎসাহিতই করিতেছেন।

এ বিষয়ে জেলা শাসন কর্তৃপক্ষেরও দায়িত্ব আজ কম নয়। স্থানীয় সংবাদপত্রে নিয়ত এই সকল পুলিসী অত্যাচারের তথা পুলিসের বন্ধু সমাজ-বিরোধীদের কাহিনী প্রকাশিত হইতে থাকিলেও—জেলা কর্তৃপক্ষও সমভাবেই নীরব ও উদাসীন থাকিয়া গভীর ক্ষোভের কারণ হইতেছেন। বিপন্ন জনসাধারণকে রক্ষা করার এবং বেআইনী কর্মধারা সমূহের প্রতিবিধান করার দায়িত্ব আজ তাঁহাদের উপর ন্যস্ত। তাঁহারা তাঁহাদের দায়িত্ব পালনে বিমুখ থাকার জন্য এই জনসভা জেলা শাসন কর্তৃপক্ষের আচরণের প্রতি গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে। এই সমগ্র কার্য্যধারা ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সমগ্র প্রাদেশিক শাসনের অবাধ বিশৃঙ্খলার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এই সঙ্গে এই সভা পুলিসের অন্যায় কর্মে সহায়তা প্রদানকারী সমাজ বিরোধীদের অবাধ উপদ্রবের প্রতি গভীর বিক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে ও জনসাধারণকে সচেতন করিতেছে যে, তাহারা যেন এই সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির উপযুক্ত প্রচেষ্টা করেন।

এই সমস্ত অবস্থা বিচার করিয়া এই জনসভা আজ মনে করিতেছে যে, এই থানায় পুলিসী ব্যবস্থা জনসাধারণের শান্তি রক্ষার কার্যে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অযোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। চোর ডাকাত ও সমাজ বিরোধীরা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের জীবনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়া এক অরাজকতার অবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

এবং এই জনসভা বিশেষ আশঙ্কার সহিত ইহাও প্রকাশ করিতেছে যে—থানার পুলিস কর্তৃপক্ষের কার্য্যধারা যে ভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহাতে আজ শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। থানার জনসাধারণ তাহাদের ধন ও প্রাণের নিরাপত্তা রক্ষার সম্বন্ধে থানার পুলিসী ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ আস্থা হারাইয়াছে।

এই জনসভা দৃঢ়তার সহিত আজ এই দাবী করিতেছে যে, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ সমূহের দ্বারা অবিলম্বে থানার এই সকল কর্মধারার সম্যক তথা বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত করা হোক—জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ও তাঁহাদের পরামর্শক্রমে এই তদন্ত সমূহ পরিচালিত হোক—এবং সরকারী তথা বেসরকারী ব্যক্তিদের অপরাধ সমূহের প্রতি উপযুক্ত ব্যবস্থা বিধান করা হোক—এবং থানার এই অরাজক পরিস্থিতির পূর্ণ অবসান করিয়া জাতীয় জীবনের উপযুক্ত শাসন শৃঙ্খলা অবিলম্বে প্রবর্তিত করা হোক।

এই জনসভা মনে করে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরকারী প্রতিকার না পাওয়া পর্যন্ত ব্যাপক তথা তুমুল আন্দোলন চালান জনসাধারণের কর্তব্য হইবে। জনমত ও দৃঢ়তার উপরই ইহার সাফল্য নির্ভর করিতে পারে।

পরিশেষে এই জনসভা জনগণকে একমাত্র সরকার নির্ভর হইয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া না থাকিয়া—অন্যায়ের প্রতিকারে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে—স্বাবলম্বন শক্তি সহকারে থানার মধ্যে ব্যাপক জনশক্তি সংগঠন কার্যে উদ্যোগী হইতে সবিশেষ অনুরোধ জানাইতেছে। এবং থানার দিকে দিকে এইরূপ সংঘশক্তির সহায়তায় জনসাধারণ অন্যায়ের প্রতিকারে তথা অত্যাচারের দমনে দৃঢ়তার সহিত জনমত গঠন, আন্দোলন, ও প্রতিরোধ প্রতিবাদের জাগ্রত ক্ষেত্র গঠনে অগ্রসর হোন—এই আবেদন জানাইতেছে। এবং আবেদন জানাইতেছে যে, জনসাধারণ অন্যায়ের প্রতিকারে সকল সময়ে ন্যায় সঙ্গত উপায়ের পথেই দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইবেন। এই প্রস্তাবের নকল সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হইবে।

স্থানীয় সংবাদ

রাহাজানীর উদ্দেশ্যে নরহত্যা

গত ২৯ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার রাত্রি বেলায় গোরাচাঁদ দাস গোস্বামী নামে চিকমাচ্চা গ্রামের জনৈক ব্যক্তি দুর্বৃত্তদের আক্রমণে গুরুতরভাবে জখম হইয়া মারা গিয়াছে। বিবরণে প্রকাশ যে, গোরাচাঁদ প্রতি সপ্তাহে পৈতা বিক্রয়ের জন্য ঝরিয়া প্রভৃতি খনি অঞ্চলে যাইয়া সপ্তাহে ২৫।৩০ টাকা উপার্জ্জন করিত। ঘটনার দিনও রাত্রি বেলায় আদ্রার বাস হইতে জয়নগরে নামিয়া নিজগ্রাম চিঁরুমাচ্চার দিকে যাইতে থাকে। পথিমধ্যে দুর্বৃত্তরা তাহাকে গুরুতরভাবে প্রহার করিয়া টাকা পয়সা লইয়া চলিয়া যায়। তাহাকে সকাল বেলায় অজ্ঞান অবস্থায় কাঁঠালডিহা গ্রাম সীমানায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। সংবাদ পাইয়া বাড়ী হইতে আত্মীয় বন্ধুর দল উপস্থিত হয়। ঐ স্থানেই গোরা চাঁদ মারা যায়।

সরকারী খাদ্যনীতির প্রতিবাদে হরতাল

আগামী ২৫শে জুন "মূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ" কমিটি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে হরতাল পালন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। পুরুলিয়া জেলাতেও উক্ত তারিখে হরতাল পালিত হইবে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

শ্রীপতিত পাবন চৌধুরীর পত্রের প্রতিবাদ

মধুতটী হইতে সর্ব্বশ্রী কল্যাণ চৌধুরী, অমিয় কুমার চৌধুরী, অমিয় গুপ্ত জানাইতেছেন যে :—

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠের (১৩৬৬) মুক্তি পত্রিকায় "পুরুলিয়া জেলায় সমাজ শিক্ষার নমুনা" শীর্ষক পত্রে শ্রীপতিত পাবন চৌধুরীর যে বক্তব্য প্রকাশিত হ'য়েছে, তা শুধু যুক্তিহীনই নয় অবিবেচনা প্রসূত অলস মস্তিষ্কের নেতিমূলক সমালোচনা।

১) দু'টি কক্ষ (১৫×১২) ফুট ও (১২×১২) ফুট ও একটি বারান্দা (২৯×৬) ফুট বিশিষ্ট গৃহ যার উচ্চতা ভিত সহ ১৭ ফুট (৩+১৪) এবং গাঁথুনি ২৫—২০—১৫ ইঞ্চি আধুনিক কালে ৩০০০৲ টাকা ব্যয়ে সে গৃহ নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হওয়া যে অসম্ভব এ ধারণাটুকু অবিবেচকেরও থাকা সম্ভব। সে গৃহটি সম্পূর্ণ হ'তে ব্যয় হবে মোট ৬০০০৲ টাকা। ৩০০০৲ টাকা পাওয়া যাবে মহামান্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হ'তে; বাকী ৩০০০৲ টাকা সংগৃহীত হবে সভ্য ও সমর্থক প্রদত্ত বিশেষ দানে। কমিটী গঠন সম্বন্ধে শ্রীচৌধুরীর উক্তি জ্ঞানের স্বল্পতারই প্রমাণ দেয়। গ্রামের একাধিক পাঠাগারের মধ্যে প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ পাঠাগার এই সরস্বতী লাইব্রেরীকেই যখন আঞ্চলিক পাঠাগারে উন্নিত করার অনুরোধ সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হয় তখন সরস্বতী লাইব্রেরীর সাধারণ সভ্যের পূর্ণ অধিবেশনে পাঠাগারের নিয়ম ও সরকারের বিধান অনুসারে কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। সেই নিয়ম কানুন বা বিধানের সাথে গঠিত কার্য্যকরী সমিতির সামঞ্জস্য যে কতখানি বজায় রয়েছে তা তাঁর স্বল্পজ্ঞানে উপলব্ধি করা অসম্ভব। আর এ উক্তিটুকুও বোধ হয় এ প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে সমগ্র পুরুলিয়া জেলার মধ্যে একমাত্র মধুতটিতেই সরস্বতী লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বশ্রী ভিক্ষাকর পট্টনায়ক, অমূল্যরতন পট্টনায়ক, রাখাল চন্দ্র গাঁরাই ও গৌরচন্দ্র গাঁরাই এর অকুণ্ঠ দানে ৬২ বিঘার উর্দ্ধে জমি সংগ্রহে সমর্থ হ'য়েছে। নিঃসন্দেহে এ তাদের জনসমর্থনের জলন্ত সাক্ষ্য। গাঁথুনি সম্বন্ধে তাঁর উক্তি শুধুই হাস্যেরই উদ্রেক করে।

২) মহিলা সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের ঐক্যের পরিবর্ত্তে তিনি যে দলাদলি দেখেছেন, দেখেছেন উৎসাহের পরিবর্ত্তে দ্বিধা বিভক্তি কারণ তার নেতিমূলক সমালোচনার পক্ষপাতি হ'য়ে তিনি এখন জগৎটাকে শুধু ঝাঁঝরার মতই দেখতে অভ্যস্ত হচ্ছেন। "কেন্দ্রের জিনিষগুলি সদ্ব্যবহার হচ্ছে না"—তার প্রতিবাদ না দিলেও চলবে, কারণ বলরামপুরের জেলা শিল্প প্রদর্শনীতে শ্রীশেফালি পট্টনায়ক সূচীশিল্পে প্রথম পুরস্কার লাভের যে গৌরব অর্জ্জন করেছেন তাতেই কেন্দ্রের অগ্রগতির খবর পাওয়া গেছে। গ্রামের একাংশকে বাদ দিয়ে কেন্দ্রের কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হওয়ার সংবাদটিও শুধু ভিত্তিহীনই নয় এ প্রচার তাঁর বিদ্বেষপ্রণোদিত শ্রীহীন মনের বিকার। কারণ যে অংশ বাদ দেওয়ার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন কেন্দ্রের সভানেত্রী কি সেই অংশের নন। "গ্রামের মহিলাদের উদ্যোগে আয়োজিত নাটকাভিনয়ের রাত্রে কেন্দ্রের সম্পাদিকা সতরঞ্চি ও আলো দিতে অস্বীকার করেন"—উক্তিটিতেও শ্রীচৌধুরী সত্যের অপলাপ করেন। কারণ জিনিষগুলির প্রয়োজনে যেদিন কয়েকটি যুবক (মহিলা নয়) কেন্দ্রের সম্পাদিকার নিকট এসেছিল সেদিন কোন একটি বিশেষ পার্টির "ইজম" প্রচারের ব্যবস্থা হ'য়েছিল। অভিনয় কারা করেছিল? গ্রামের মাত্র কয়েকটি বাড়ীর মেয়েরা। সেও আবার দ্বিতীয় দিনে। শ্রী চৌধুরীর পক্ষপাতদুষ্ট অসামঞ্জস্যতার প্রভাব আরও কয়েকটি উক্তিতেই রয়ে গেল। প্রতিবাদের প্রবৃত্তি আর রইল না। কারণ মাননীয়া L, S. E. O. শ্রীমতি প্রতিকণা গাঙ্গুলীকে যে অপ্রাসঙ্গিক উক্তি তিনি করেছেন তা তাঁর অসামাজিক অসৌজন্যেরই পরিচয় দেয়—যে পরিচয় ইতিপূর্ব্বে কয়েকবারই তিনি দিয়েছেন। চৌধুরী মহাশয় আমাদের গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা নন। এবং গ্রামের ইষ্টানিষ্ট বা সুখ দুঃখের সঙ্গেও জড়িত নন। কাজেই—এভাবে বিদ্বেষের বিষ ছড়াইতে তাঁহার দ্বিধা হয় নাই যাহা প্রত্যেক ভদ্র লোকেরই হওয়া উচিৎ।

সুযোগ

ফোনেটীক কমার্সিয়াল ইন্সটিটিউট, পুরুলিয়া ১লা জুন হইতে নীলকুঠিডাঙ্গায় (বাঘা যতীন পার্কের নিকট) একটি সাব-ব্রাঞ্চ খুলিয়াছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়ান হয়। সর্টহ্যাণ্ড, টাইপ (ইং ও হিন্দী) টেলিগ্রাফী, এ, এস, এম, কোর্স। রাত্রেও ক্লাশ হয়।

শ্রীরাখহরি চ্যাটার্জ্জী
সুপারিনটেনডেন্ট

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

২০শ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৪ ই আষাঢ়, ১৩৬৬—২৯শে জুন ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য ৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

স্বৈরতন্ত্রী পাকিস্তান ও গণতান্ত্রিক ভারতের শাসন ব্যবস্থা

পাকিস্তান :

সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তানে এ যাবত দুর্নীতি, অসদাচরণ কিম্বা অযোগ্যতার দায়ে ১১ জন আই, সি, এস অফিসার সহ ২৭০ জন সরকারী কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেককে বরখাস্ত, অনেককে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছে। কিছু লোককে নিম্নপদে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাকিস্তানের বিখ্যাত চোরাকারবারী ফাশিম ভট্টিকে ৩ বৎসর কারাদণ্ড ও ২ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষ :

জীবন বীমা কর্পোরেশনের অর্থ লইয়া মুন্দ্রার কেসে জড়িত, সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি দ্বারা তদন্তে দোষী প্রমাণিত তিন জন উচ্চপদস্থ অফিসারকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিচারকের বিরুদ্ধে অপমানসূচক মন্তব্য করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার কংগ্রেসী চাউল মজুদকারীদের বিরুদ্ধে (মন্ত্রী-উপমন্ত্রীদের আত্মীয়) ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে কাঁথি হইতে দুইজন সৎ মহকুমা অফিসারকে কংগ্রেসীদের জিদ ও স্বার্থরক্ষার জন্য অন্যত্র বদলি করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ।

(৮ পৃষ্ঠার পর হইতে)

মুখের সামনে ফেলিয়া দিয়া ষ্টেশনের দিকে চলিয়া আসে। বাগালটি ইহা দেখিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া মহিষটিকে লাঠি মারিয়া সরাইয়া থালা সমেত বিষটি কুড়াইয়া মহিষগুলিকে লইয়া আমার বাড়ী চলিয়া আসে এবং সমস্ত কথা বাড়ীতে বলে। বাগালটি বিষটি হাতে নাড়া চাড়া করিয়াছিল। আমি বাড়ীতে সেই সময় না থাকায় আমার পুত্র নন্দলাল গোপ সহরে বিষটি কয়েক জনাকে দেখায় এবং নিমাই কুণ্ডুর কাছে বিষটি গচ্ছিত রাখে। বাগালটি হাত না ধুইয়াই ভাত খাইতে বসে। খাওয়া হওয়ার পর পুনরায় মহিষগুলি খুলিয়া চরাইতে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে আমার বাড়ীর পিছনের ক্ষেতে বাগালটি বমি করে এবং পড়িয়া যায়। আমার পুত্র তৎক্ষণাৎ বাগালটির মা ও বাবাকে ডাকাইয়া লইয়া আসে ও সকলে মিলিয়া বাগালটিকে গভর্ণমেণ্ট হাসপাতালে লইয়া যায়।

ডাক্তার বাবু চিকিৎসা আরম্ভ করেন ও আমার পুত্রকে দিয়া নিমাই কুণ্ডুর নিকট হইতে গচ্ছিত বিষটি আনা করাইয়া নিজের কাছে রাখেন। ডাক্তার বাবু আমার ছেলের নিকট হইতে ঔষধের দাম দিতে হইবে বলিয়া দশ টাকা লেন এবং আমার ছেলেকে ভয়ানক ধমক দেন এবং পঞ্চাশটি টাকা ঘুসের দাবী করেন ও থানায় খবর দিতে মানা করেন। আমার পুত্র ডাক্তারকে ঘুস দেয় নাই ইহাতে ডাক্তার বাবু ক্রোধান্বিত হন ও বলেন তোমাকে কোর্টে দেখিব। আমি ৮টার ট্রেনে বামনি হইতে ফিরিয়া আমার পুত্রকে লইয়া থানায় ডাইরি দিই। ডাক্তার বাবুর বিষয় ভয়ে থানায় কিছু বলি নাই। পুলিস খবর পাইয়া ডাক্তারখানায় আসেন এবং তদন্ত করিয়া বৈদ্যনাথ দাসকে ও কানাই গোপকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গিয়া জামিনে ছাড়িয়া দেন।

সত্যই বিস্ময়

মুক্তি পত্রিকায় গত ৬ঠা মে প্রকাশিত সংখ্যায় 'চিঠি পত্র' শীর্ষক স্তম্ভে একখানি পত্র বাহির হইয়াছিল। স্থানীয় একটী সাময়িক পত্রিকায় দেখা গেল বাঘমুণ্ডির সুরসা হইতে সর্ব্বশ্রী সাধু ব্যানার্জি, বাউরী গোপ ও সাহেব রাম গোপ 'চিঠি পত্রে জনমত' স্তম্ভে একখানি 'বিস্ময় প্রকাশ' শীর্ষক পত্র প্রকাশ করিয়া চোরাকারবারীদের সহিত লোক সেবক সংঘ ও মুক্তিকে জড়াইয়াছেন। (মুক্তিতে) যে চিঠি পত্র বাহির হয় তাহার বিষয় বস্তুর সম্বন্ধে মুক্তি সম্পাদক অথবা লোক সেবক সংঘের কোন দায়িত্ব নাই। এক্ষেত্রে তাহাদের জড়াইয়া 'বিস্ময় প্রকাশের' কোন হেতু আমরা দেখিতেছি না। মুস্কিল হইয়াছে এই যে কোন কোন ক্ষেত্রে একটী লোক লইয়াই একটী বামপন্থী পার্টি আছে। সেই লোকটীর কাজ কিছু থাকেনা যাহার সম্বন্ধেই হোক, কারণ থাক বা নাই থাক কিছু বলিয়া বা লিখিয়া নিজেদের অস্তিত্ব আছে ইহাই প্রমাণ করিতে চায়। যাহা হউক এই সম্পর্কে লোক সেবক সংঘের সম্বন্ধে এই মর্মে বলা হইয়াছে যে সংঘ চোরাকারবারীদের সহযোগে আছে। এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করিতে চাহিনা—কেননা প্রয়োজন নাই। তবে একথা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই সমস্ত সাধু ব্যক্তিরা (পত্রের লেখকগণ) চোরাকারবারের বিরুদ্ধে বলিয়া নিজেদের সম্বন্ধে সত্যই বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছেন।

পুরুলিয়ায় হরতাল

সরকারী জনস্বার্থ বিরোধী খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে এবং জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবী সমূহ আদায়ের জন্য মূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটীর আহ্বানে গত ২৫শে জুন বৃহস্পতিবার সারা পশ্চিমবঙ্গের সহিত পুরুলিয়া জিলাতেও হরতাল সাফল্যজনক ভাবে পালিত হইয়াছে। এই দিন বাজারের সমস্ত দোকান ও গোদাম বন্ধ থাকে। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে কোন বিক্রেতাও এইদিন পুরুলিয়া সহরে আসে নাই। যানবাহন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল।

নামোপাড়া ফাঁড়ির নিকট পানের দোকানে চুরি

পুরুলিয়া সহরের সদর রাস্তা নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত রোডের উপর নামোপাড়া ফাঁড়ির অনতিদূরে অবস্থিত শ্রীশ্রীদাম নন্দীর পানের দোকানে গত রবিবার (২৮।৬।৫৯) রাত্রিতে চুরি হইয়াছে। দোকানের দরজার কড়া ভাঙ্গিয়া চোর সব জিনিষ পত্র লইয়া গিয়াছে। প্রায় ৫০।৫২৲ টাকার মালপত্র চুরি হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও ঐ দোকানে দুইবার চুরি হইয়াছিল। থানায় ডাইরী দেওয়া হইয়াছে।

বাড়ী ভাড়া

৭টি ঘর, কুয়া-পায়খানা ও ইলেক্‌ট্রিক আলো সমন্বিত একটি বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইবে। ভাড়া মাসিক ১০০৲ টাকা। অনুসন্ধান করুন।

নাগ ব্রাদার্স, পুরুলিয়া

মুক্তি

১৪ই আষাঢ়, সোমবার

ক্ষ্যাপার হাতে বন্দুক

রাঁচী হইতে এক সংবাদে প্রকাশ যে, কোলেধিরা নামক একটী জায়গায় একজন বন্দুকধারী সশস্ত্র পুলিশ ২৬শে জুন তারিখে দুপুর বেলা ক্ষেপিয়া যায় এবং বন্দুক দিয়া এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে। প্রায় ১২০টা গুলি ছোঁড়ে। ফলে দুই জন কনেষ্টবল সহ ৭ জন লোক গুরুতর আহত হয়, তাহার মধ্যে ৪ জন ইতিমধ্যেই মারা গিয়াছে।

ব্যাপারটা পড়িয়া কিছু অভিনব মনে হয় না। স্বাভাবিকভাবে যাহা হইবার তাহা হইয়া চলিয়াছে। দুপুরের রোদের গরমে একটি পুলিশ ক্ষেপিলে দু দশজন লোক মারা যায় কিন্তু ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের গরমে সেই পুলিশের সব চেয়ে বড় কর্তাদের যখন মাথা গোলমাল হয় তখন লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুর দুয়ারে উপস্থিত হয়।

বাংলার খাদ্য ব্যবস্থা লইয়া ব্যাপারটা এই পর্য্যায়েই দাঁড়াইয়াছে। বাংলা দেশের লোক নির্বিবাদে কতিপয় অসুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতার বন্দুক তুলিয়া দিয়াছে, তাহার ফলে এখন তাহারা না খাইয়া মরিবার উপক্রম করিয়াছে।

বাংলার খাদ্যব্যবস্থাকে ভাল করিবার জন্য অনেক কসরত বাংলার শাসনকর্তারা করিলেন। কিছুতেই কিছু হইয়া উঠিতেছে না। গত বছর শোনা গেল ধনধান্যে পুষ্পেভরা এই বসুন্ধরার বাংলায় অফুরন্ত শস্য হইয়াছে, আর চিন্তা নাই। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই শোনা গেল—যতটা ভাবা গিয়াছিল ততটা নয়—খাদ্য শস্যে টান পড়িবে। খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হইল চালু হইল। দাম কিন্তু কমিল না, বাড়িয়াই চলিল। আইন রক্ষাকর্তা পুলিশ, মন্ত্রীরা সব তকমা আঁটিয়া দু চারটে খলসে, পুঁটী মাছকে ধরিয়া খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে আইনের দাপট প্রকাশ করিলেন। বোয়াল মাছেরা নির্বিরোধে সাঁতরাইতে লাগিল—কারণ জাল তাহাদের জন্য নয়। তাহারা মনের সুখে দাম আরও বাড়াইয়া টাকা লুটিতে লাগিল। কর্ত্তারা বলিলেন, না আর নয়, বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছে নিয়ন্ত্রণ উঠাও। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ আইন এখন উঠিয়া গেল।

ব্যাপারটা যোগ বিয়োগ অঙ্কের মতো সরল। ফসল উঠিবার সময় খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হইল। সে সময় চাষীদের ধান চাউল বিক্রয় করিবার সময় তাহারা ধান চাউল কম দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। মজুতদাররা সানন্দে কম দরে কিনিল। মাল মজুত রাখাটা বিশেষ কিছু নয়। যাহারা মজুত মাল ধরিবে তাহারা তাহাদের দুয়ারে মজুত থাকিয়া যাহাতে কেহ না ধরিতে পারে তাহার জন্য পাহারা দেয়। যদি বা কেহ ধরিয়াও ফেলে তবে তাহা ছাড়াইবার লোক মন্ত্রীদের মধ্যেও আছে। সুতরাং তাহারা মনের সুখে সারা বছর বাজার কালো করিয়া এই বর্ষার অমাবস্যার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বর্ষা অর্থাৎ চাষের সময় আসিয়া পড়িল। এসময় স্বভাবতই ধান চালের দর বাড়ে। চাষীরা যেটুকু পুঁজি-পাটা পায় চাষের কাজে লাগায়। বেশীর ভাগ চাষীর ঘরেই বর্তমান ব্যবস্থার কৃপায় রক্ষিত খাদ্যশস্য নাই। কোন রকমে কিনিয়া খাইতেই হয়। যত বেশী সুদ হোক না কেন—ধার তাহাদের করিতেই হয়। যত বেশী দাম হোক না চাউল তাহাদের খরিদ করিতেই হয়। তারপরে যাহাদের ঘরে কিছু মজুত আছে তাহারা ধান চাউল চাষের কাজে লাগায়। বাজারে আমদানী কম হয়। ধান চাউলের দর বাড়ে।

এই সময়ে বাংলা দেশের মন্ত্রীরা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন—খাদ্যের যা দুরবস্থা হইয়াছে তাহাতে আর নিয়ন্ত্রণের আইন বলবৎ রাখা যায় না। আদেশ হইল, নিয়ন্ত্রণ আইন উঠিয়া গেল। মজুতদাররা গণেশ পূজা করিয়া দোকানে চাউল বাহির করিল—দর কমপক্ষে ২৫৲ হইতে ৩০৲ টাকা মণ।

যে চাষী নিয়ন্ত্রণ আইনের কল্যাণে যে মজুতদারের কাছে ১৬৲ টাকা ১৭৲ টাকা দরে চাউল বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে, সেই চাষী তাহার সেই চাউল বিনিয়ন্ত্রণের

কল্যাণে খোলাবাজারে কমপক্ষে ২৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা দরে কিনিতে বাধ্য হইতেছে। জনসাধারণ—মধ্যবিত্ত, শ্রমিক যাহারা, তাহারা উচ্চমূল্যের চাপে মরিবার দাখিল হইয়াছে সত্য কথা। কিন্তু তফাৎ এই যে, তাহাদের যা কিছু রোজগার হোক না কেন ধান চাউল বেচিয়া রোজগার করিতে হয় না। চাষীর একমাত্র উপার্জনের উপায় তাহার শস্য—সেই শস্য তাহাকে বাধ্য হইয়া কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া উপার্জন কম করিতে বাধ্য হইয়াছে—আবার তাহাকে সেই উপার্জনের উপরই নির্ভর করিয়া সেই চাল বাধ্য হইয়া বেশী দামে কিনিয়া দেশের খাবার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। আর লাভ করিতেছে মজুতদারেরা।

এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ আর মূল্য বিনিয়ন্ত্রণের খেলায় দেশের জনসাধারণ নিঃস্ব হইতে বসিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া এই বিষয়ে আর সন্দেহের কোন কারণই থাকিতেছে না যে—সমস্ত শাসন নীতিটা পুঁজিপতি ও মজুতদারদের লাভের ব্যবস্থা করিবার জন্যই ব্যবস্থিত। বখরা দিয়া থুইয়া যাহা মজুত থাকিবে নির্বাচনের সময় তাহা এক থোকে আসিবে।

সত্যই এই সমস্ত শাসনব্যবস্থা পরিচালকদের আর বলিবার কিছু নাই। ক্ষমতায় বসিয়া ইহাদের বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে, না দেশের লোক জানিয়া বুঝিয়া এই বিকৃত-বুদ্ধিদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছে সেইটাই বিবেচনার কথা। দেশের লোককেই আর কি বলিব। ক্ষ্যাপার হাতে বন্দুক তুলিয়া দিয়াছ, গুলি খাইয়া মরিতেই হইবে—বাঁচিবার একমাত্র রাস্তা আছে ক্ষ্যাপার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লও।

কাঁসাই বাঁধ পরিকল্পনা কমিটী

পুরুলিয়া জিলায় পুঞ্চা থানায় কাঁসাই নদীতে গবর্মেণ্ট যে বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে স্থানীয় বহু গ্রাম ও বহু চাষের জমি জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এ বিষয়ে স্থানীয় জনগণ স্বাভাবিকভাবেই বিচলিত হইয়াছেন।

এ সম্বন্ধে যথাবিহিত কর্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য গত ২০শে মে লোক সেবক সংঘের উদ্যোগে পুঞ্চা থানার ধাদকিডী গ্রামে শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ এম, এল, এর সভানেতৃত্বে উক্ত অঞ্চলের জনসাধারণের এক বিরাট সভা হয়। সেই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

প্রস্তাব

"কাঁসাই বাঁধ সম্বন্ধে সরকারী পরিকল্পনা কি তাহা বুঝিবার জন্য জনগণের উপযোগী পরিকল্পনা বিষয়ে চিন্তা ও বিচার করিবার জন্য এবং তাহা সরকারে জানাইবার জন্য তথ্য সংগ্রহ করিতে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তদন্ত করিতে এবং সরকারের সহিত যোগাযোগ করিতে এই জনসভা একটী কমিটি গঠণের সিদ্ধান্ত করিতেছে।"

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১৬ই জুন পুঞ্চা থানার ভূতাম নিবারণ আশ্রমে—ধাদকিডী, রাইসা, বানসা দেলাং গগ্‌দা, নিশ্চিন্তপুর, ভূতাম, রমাইডী প্রভৃতি গ্রামের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটী কমিটী গঠন করেন:—

কমিটীর সদস্যগণের নাম

১। সর্বশ্রী, শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি; যুধিষ্ঠির মাহাত (গগ্‌দা)—সেক্রেটারী; মনোহর মাহাত (ভূতাম) কোষাধ্যক্ষ; সদস্যগণ—চৈতন মাঝি এম,এল,এ (রাইসা), মনীন্দ্র নাথ মাহাত (ধাদকিডী); বড়কা মাঝি (রাইসা); গিরীশ মাহাত (বানসা); পূর্ণচন্দ্র মাহাত (দেলাং); ইন্দ্রজিত মাহাত (গগ্‌দা); মতিলাল মাহাত (গগ্‌দা); লবু গোপ (নিশ্চিন্তপুর), রামকিঙ্কর মাহাত (ভূতাম)।

এই কমিটী প্রয়োজন বোধে উপযুক্ত উৎসাহী লোকদের সদস্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে পারিবেন।

সভাপতির এক প্রস্তাবে স্থির হইল যে বিভিন্ন জোড় যাহা কাঁসাই নদীতে পতিত হইয়া বন্যার সৃষ্টি করে তাহাদের বিবরণ লিখিতভাবে আগামী সভায় উপস্থিত করিবে।

বিহারে অবস্থিত বাংলা ভাষা এলাকার পরিস্থিতি

বাংলা ভাষায় পড়চার দাবী: যে বাংলা ভাষায় চাহিবে তাহাকে দেওয়া হইবে:

বিহারে অবস্থিত অধুনা সিংভূম জিলার অন্তর্ভুক্ত চাণ্ডিল, ইচাগুড়, পটমদা প্রভৃতি অঞ্চলে সার্ভে সেটেলমেণ্ট চলিতেছে। এই সম্পূর্ণতঃ বাংলাভাষী অঞ্চলে প্রজাদের পড়চা প্রভৃতি হিন্দীভাষায় দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। জনসাধারণ ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে থাকে; বহু গ্রাম হইতে বাংলাভাষায় পড়চা দিবার জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন করা হয়। লোক সেবক সংঘের পরিচালক শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ এবিষয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পত্রাদি লেখেন। লোক সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রভৃতির নিকটও লোক সভার লোক সেবক সদস্য কর্তৃক এ বিষয়ে দাবী উত্থাপিত হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে পটমদার লোক সেবক সংঘের কর্মী শ্রীগোবর্দ্ধন মাহাতর দাবীর উত্তরে পটমদার এসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার তাহাকে লিখিতভাবে জানাইয়া ছিলেন যে—মাপের রেকর্ড পত্রাদির চূড়ান্ত প্রকাশের পর চূড়ান্ত পড়চা যাহা জনসাধারণকে দেওয়া হইবে—তাহা বাংলা ভাষাতেই হইবে।

ইহার পরে সম্প্রতি ১২ই জুন তারিখের এক পত্রে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংএর নির্দ্দেশে বিহার গবর্মেণ্টের পলিটিকেল ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটী সেক্রেটারী শ্রী দুবে জানান যে—

"সেটেলমেণ্ট রেকর্ড হিন্দীতেই তৈরী হইবে। যাহারা যাংলা অথবা উড়িয়া ভাষাতে পড়চা চাহিবেন তাহাদিগকে সেই ভাষায় পড়চা দেওয়া হইবে।"

এই চাষের সময়ও খানাপুরী চলিতেছে:

চাষীরা এই সময়ে চাষ লইয়া ব্যস্ত থাকে। সাধারণতঃ এই সময়ে সমস্ত মাপের কাজ বন্ধ থাকে। কিন্তু ঐ সমস্ত অঞ্চলে এখনও মাপের ব্যাপারে "খানাপুরী" চলিতেছে। সরকারী নির্দ্দেশ যে—খানাপুরী বন্ধ থাকিবে না। ফলে চাষীরা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে এবং চাষীর কাজেও ক্ষতি হইতেছে। এবিষয়ে লোক সেবক সংঘ হইতে বিহারের রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝায়ের নিকট 'খানাপুরী' স্থগিত রাখার জন্য বিশেষভাবে লেখা হইয়াছে। এখনও তাহার কোন জবাব পাওয়া যাই নাই।

কাশীপুর থানায় কাপিষ্ঠা গ্রামে সাঁওতালদের উপর কাশীপুরের রাজার পেয়াদার অত্যাচার

সাঁওতালদের সমাজ কর্তৃক সমবেত প্রতিরোধ

কাশীপুর থানায় কাপিষ্ঠা গ্রামে কাশীপুরের রাজার এক পেয়াদা সিপাহী রাজার কাছারী বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিবিরোধে সেই অঞ্চলের সাঁওতাল অধিবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাইতেছিল। তাহার পীড়নের ভয়ে দরিদ্র সাঁওতালরা তাহাদের উপর অত্যাচারের কথা প্রকাশ পর্য্যন্ত করিতে পারিত না। সম্প্রতি কাশীপুরের রাজার এই শ্রীনরসিংহ নামক সিপাহীর নানাবিধ অত্যাচারে বিশেষ করিয়া সাঁওতাল সমাজের স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে ইহার অবাঞ্ছনীয় আচরণে, সাঁওতালরা উত্যক্ত হইয়া সংঘবদ্ধভাবে ইহার প্রতিকারে সচেষ্ট হয়।

গত ২২শে ২৩শে জুন স্থানীয় সাঁওতাল প্রধানদের আমন্ত্রণে মানভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জিলার বিভিন্ন থানার প্রায় ১১২টি গ্রাম হইতে শত শত সাঁওতালরা কাপিষ্ঠা গ্রামের পার্শ্বেই এক বনে সমবেত হইয়া ইহার প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হয়। অত্যাচার ছাড়াও তাহাদের সমাজের সম্বন্ধে নরসিংহ সিং যে অন্যায় কাজ করিয়া চলিয়াছে তাহার প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা না থাকায় তাহারা ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়। লোক সেবক সংঘের বিধান সভার সদস্যদ্বয় শ্রীলেদু মাঝি এবং শ্রীচৈতন মাঝি সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের

শান্ত রাখিবার চেষ্টা না করিলে গুরুতর পরিস্থিতি উদ্ভবের সম্ভাবনা ছিল।

সংবাদ পাইয়া লোক সেবক সংঘের লোক সভার সমস্ত বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত কাপিঠা গ্রামে ২৪শে তারিখে উপস্থিত হন। পুরুলিয়া হইতে ডি, এস, পি শ্রীকালিদাস চক্রবর্তি মহাশয়ও আসেন। উপস্থিত সাঁওতালদের সমস্ত অভিযোগ শুনিয়া তিনি তাহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার আশ্বাস দেন। কালিদাসবাবুর নিকট বিভিন্ন স্থানের সাঁওতালরা তাহাদের উপর অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করিতে থাকে। তিনি তাহাদের সম্পূর্ণভাবে আশ্বাস দেন যে—অতঃপর অন্যায়-ভাবে কেহ তাহাদের উপর কোন অত্যাচার করিতে চেষ্টা করিলে তাহার প্রতিবিধান নিশ্চয় করা হইবে। রাজার সিপাহী নরসিবা সিংকে তিনি ভবিষ্যতে যাহাতে সে এই দরিদ্র সাঁওতালদের উপর কোন প্রকার জুলুম বা অন্যায় না করে—তাহার জন্য সকলের সম্মুখে সাবধান করিয়া দেন।

তাহাদের সামাজিক ব্যাপার সম্বন্ধে বিভূতি বাবু যে অভিমত দেন তাহা তাহারা গ্রহণ করে। এবং শান্তির সহিত তাহারা নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যায়।

এই ব্যাপারে একটী বিষয় সম্বন্ধে সভ্য সমাজের এই সাঁওতাল সমাজের নিকট শিখিবার আছে। সাঁওতাল সমাজে এখনও গ্রামাঞ্চলে তাহাদের যে সমাজ ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাতে তাহারা নিজের সমাজে নারী সম্বন্ধীয় কোন ব্যভিচার তাহারা বরদাস্ত করে না। অন্য কোন সমাজের লোকেও সাঁওতাল সমাজের নারীর প্রতি অবাঞ্ছনীয় আচরণ করিলে সমাজ সমবেতভাবে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। ইহা এখনও আছে। সাঁওতালরা অশিক্ষিত হইতে পারে—কিন্তু তাহাদের এই যে স্বাভিমান এখনও রহিয়াছে—তাহা শিক্ষিত সভ্যসমাজে নাই। এদিক দিয়া তাহারা আমাদের শিক্ষিত সমাজ অপেক্ষা উন্নত—ইহা অনস্বীকার্য্য। একমাত্র শিক্ষাই—সভ্যতার বা উন্নতির মাপকাঠি নয়—শিক্ষা যদি মানুষের ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত নৈতিক ভিত্তি গঠনে নিয়ন্ত্রণে, প্রকৃত স্বাভিমান এবং মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য না করে তবে মানুষের জীবনে তাহা প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে পারে না।

বিবিধ সংবাদ

কেরল পরিদর্শনান্তে নেহেরু :—

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু কেরলে তিন দিন সফর করিয়া দিল্লী ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি সাংবাদিকদিগকে বলেন যে বর্ত্তমানে কেরলে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের প্রশ্ন ওঠে না। তিনি স্কুলে ও বাসে পিকেটিং এর পক্ষপাতী নন বলিয়া ও জানান। তিনি বলেন যে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাট হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায় নির্ব্বাচন। তবে সে ব্যাপারে কেরলের কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্টকেই উদ্যোগী হইতে হইবে অন্ততঃ এ বারের মত। প্রধান মন্ত্রী আরও বলিয়াছেন যে কেরলে অধিকাংশ লোক কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্টের সেখানে বিরোধী এবং উহার নীতি অপছন্দ করে। গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এত তীব্র যে, এখন নির্ব্বাচন হইলে তাহারা ক্ষমতাচ্যুত হইতে পারে। তিনি আন্দোলন প্রত্যাহারের কথাও চিন্তা করেন নাই বলিয়া বলেন। তিনি কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট কতকগুলি প্রস্তাব দিয়া আসিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী আন্দোলন প্রত্যাহার করিবে কি না—এই প্রশ্নের উত্তরে নেহেরু জানান যে আন্দোলন করা বিরোধীদলের গণতান্ত্রিক অধিকার। পদ্ধতির পরিবর্তন হইতে পারে।

কেরলের বিরোধী দলগুলি কর্ত্তৃক আপোষ প্রস্তাব প্রত্যাখান

সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত

ভারতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর প্রস্তাব সমূহ গ্রহণ করিয়া কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ যে বিবৃতি দিয়াছেন কেরলের বিরোধী দলগুলির মধ্যে একটিও তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাহারা এই বিবৃতির তীব্র সমালোচনা করিয়া সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত অটুট রাখা হইবে বলিয়া জানাইয়াছেন। কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিকে তাহারা গদী আঁকড়াইয়া থাকিবার অপচেষ্টা বলিয়া অভিহিত করেন। বিরোধী-দলের নেতা শ্রীপন্থনাভন, শ্রীআর শঙ্করও শ্রীথানু পিল্লাই যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে কমিউনিষ্ট মন্ত্রীসভার পদত্যাগ ও নির্ব্বাচনই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ বলিয়া বর্ণনা করেন। শ্রীপন্থনাভম বলেন যে, কম্যুনিষ্ট

মন্ত্রীসভা অপসারণের জন্য যে আন্দোলন বর্ত্তমানে চলিতেছে, আলোচনার আচরণে তাহা প্রশমিত করিতে দিব না। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দ মেনন বলেন যে বর্ত্তমান কম্যুনিষ্ট মন্ত্রীসভার সহিত অভি-যোগগুলি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লাভ নাই। মন্ত্রীসভা যে জনসাধারণের সমালোচনায় সাড়া দিয়া থাকেন কেরলের বাহিরের লোকদিগকে সেই সম্পর্কে বিভ্রান্ত করিবার জন্যই তাহাদের এই প্রচেষ্টা। কেরল কংগ্রেস সভাপতি শ্রীশঙ্কর বলেন যে রাজ্যে গণতন্ত্র বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে সরকার উচ্ছেদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখিতে হইবে। কম্যুনিষ্ট সরকার গণতন্ত্র চায়—তাহাদের এই কথা সত্য হইলে তাহাদের উচিত পদত্যাগ করিয়া নির্ব্বাচনের পথ প্রশস্ত করা। কেরলের মুস্লীম-লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

কংগ্রেস রাজত্বে ঘুষের বিরোধীতা করিলে শাস্তির বিধান

বান্দোয়ানে যে পুলিশের ঘুষ ধরাইয়া দেয় সেই ১০৭ ধারার আসামী হয়

(আমরা গত সংখ্যায় বান্দোয়ানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছিলাম যে শ্রীঅদ্বৈত মণ্ডল পুলিশের ঘুষ ধরাইয়া দিবার ফলে তাহার উপর ১০৭ ধারার নোটিশ হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ ইহা উপেক্ষা না করিয়া তদন্ত করিয়া বিহিত ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি—শ্রীঅদ্বৈত মণ্ডল ঘটনাটীর বিবরণ দিয়াছেন।

—মুক্তি সম্পাদক)

জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের অবগতির জন্য নিম্নলিখিত ঘটনা বিবৃত করিতেছি :—

বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত কেশরা মৌজার টোলা বারুডি গ্রামের হারাধন মাঝি ও তাহার স্ত্রী মঞ্জরী মেঝানের নামে এবং তৎসহ আমার নামে ১০৭ জারী হইয়াছে। যে ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই ১০৭ হইয়াছে তাহার যথাযথ বিবরণ আমি দাখিল করিলাম।

বারুডি গ্রামের বাবুলাল মাঝির একটী বলদ ও ফকির মাঝির একটি বলদকে কে বা কাহারা গত ২৯শে পৌষ পশ্চাদ্দিকে কোন অস্ত্র দিয়া আঘাত করে, আঘাত সামান্যই ছিল। প্রসঙ্গক্রমে জানাই যে গত ভাদ্র মাসে বাবুলাল মাঝি গ্রামের কুলি রাস্তায় খাল খনন করায়, যাতায়াতের অসুবিধা হইবে বলিয়া, হারাধন মাঝি তাহাকে খাল খনন করিতে নিষেধ করে এবং কথা কাটা-কাটি হয়। তৎপরে গত ১লা মাঘ উক্ত ঘটনা ঘটে, ঐ দিন হারাধন মাঝি বান্দোয়ানের পশ্চিমে মধুপুর গ্রামে মেলা দেখিতে গিয়াছিল এবং তাহার স্ত্রী মঞ্জরী মেঝান শ্যামনগর মেলাতে গিয়াছিল। তাহাদের বাড়ীতে কেহই ছিল না। কিন্তু বাবুলাল মাঝি পূর্ব্ব কলহজনিত আক্রোশবশতঃ হারাধন মাঝি ও তাহার স্ত্রীর নামে থানাতে ডায়েরী করে যে তাহারাই গরু দুইটিকে আঘাত করিয়াছে। থানা হইতে ৪ঠা মাঘ শমসের সিপাহী বারুডি গ্রামে গিয়া হারাধন মাঝি ও বাবুলাল মাঝিকে থানায় যাইতে বলে, অথচ দারোগাবাবু বাবুলাল মাঝিকে মামলাটি উপরে করিতে নির্দ্দেশ দেন। তৎপরে ৭ই মাঘ কেশরা গ্রামের চৌকিদার বাবুলাল মাঝি ও হারাধন মাঝিকে ডাকিয়া আনে। বান্দোয়ান চকে গোপাল ভুঁইঞার দোকানের সামনে শমসের সিপাহী হারাধনের কাছে ২৫৲ লইয়া মামলাটি মিটমাট করে। ঐ সময় বান্দোয়ান থানার উদলবনী গ্রামের গোবিন্দ মাঝি, গোমস্তা মাঝি, বন্দুক-লাইসেন্সধারী কিষ্ট মাঝি, কেশরা গ্রামের চৌকিদার ও বারুডির ফকির মাঝি উপস্থিত ছিল। প্রসঙ্গক্রমে জানাই যে, কেশরা গ্রামের চৌকিদার বাবুলাল মাঝির আত্মীয় ও দুই জনেই মদাপ। তৎপরে আমি বারুডিতে গিয়া ঘটনাটি জানিতে পারি। ফকির মাঝিকে জিজ্ঞাসা করি যে তাহার যখন গরুর আহত হইয়াছে, সে ডায়েরী দিল না কেন? সে বলে, "হারাধন মাঝি মধুপুর মেলাতে গিয়াছিল, হারাধনের স্ত্রীকে শ্যামনগর মেলাতে আমি দেখিয়া আসিয়াছি এবং

বাবুলাল মাঝির সাক্ষী লক্ষী মাঝি (জামুরা গ্রাম নিবাসী, বাবুলালের ভ্রাতা ভাটুর বাগাল) আমার সহিত শ্যামনগর হইতে আসিয়াছিল। সেই জন্য আমার মনে সন্দেহ হয় যে বাবুলাল মাঝি পূর্ব্বকার আক্রোশবশতঃ হারাধন ও তাহার স্ত্রীকে দোষী করিতেছে, সেই জন্য আমি ডায়েরী দিই নাই।" তারপর বাবুলাল মাঝির সাক্ষী ভাটু মাঝির বাগাল লক্ষী মাঝিকে ঐ ঘটনা সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসা করি। সে বলে, আমি কিছুই জানিনা।

আমি জানিতে পারি যে অন্যায়ভাবে দরিদ্র হারাধন মাঝির নিকট হইতে শমসের সিপাহী ২৫৲ পঁচিশ টাকা ঘুস লইয়াছে। আমি ১৪ই মাঘ থানাতে গিয়া, ১৩ই মাঘ আমাদের গ্রামে যে জুয়াখেলা হইয়াছিল, (যাহা 'মুক্তি'তে প্রকাশিত হইয়াছে), তৎসম্বন্ধে জানাই ও তৎসহ বারুডিগ্রামের উক্ত ঘটনাটি সম্বন্ধে দারোগাবাবুকে অনুরোধ করিয়া বলি "শমসের হারাধন মাঝির নিকট হইতে অন্যায়ভাবে যে ২৫টী টাকা লইয়াছে, তাহা যেন ফিরাইয়া দেয়, কারণ সে দরিদ্র ও নিরপরাধ। নচেৎ আমি ঐ সম্বন্ধে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানাইতে বাধ্য হইব।" ইহার ফল স্বরূপ তৎপরদিন ১৫ই মাঘ তারিখে শমসের সিপাহী ও বিহার আমলের হোমগার্ড অধুনা দারোগার দালাল শ্রীসুরেন্দ্র মণ্ডল, দুইজনে সাইকেলে চড়িয়া বারুডির নিকটবর্তী উদলবনী গ্রামের কিষ্ট মাঝির (বন্দুকধারী) বাড়িতে গিয়া বারুডির হারাধন মাঝি ও বাবুলাল মাঝিকে কেশরা গ্রামের চৌকিদার দিয়া ডাকাইয়া আনে। হারাধন মাঝিকে উক্ত ২৫টি টাকা ফেরত দেয় এবং বলে, "অদ্বৈত মণ্ডলের কথায় তোমরা টাকা নিচ্ছ, তোমাদের নামে কেস্ হবে।" ১৮ই মাঘ পুনরায় কেশরা গ্রামের চৌকীদার বাবুলাল মাঝিকে থানায় ডাকিয়া আনে এবং তৎপরদিন ১৯শে মাঘ শমসের সিপাহী সহ বাবুলাল মাঝি পুরুলিয়াতে যায়। থানা হইতে দারোগাবাবু কি রিপোর্ট দিয়াছিলেন জানিতে পারি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম যে মামলাটির নিষ্পত্তি হইয়া গেল কিন্তু তাহা না হইয়া আমার, হারাধন মাঝির ও তাহার স্ত্রী মসুণী মেঝানের নামে ১০৭ জারী হইল। আমি ঐ মামলাটি সম্বন্ধে দারোগাবাবুকে বলিয়াছিলাম এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া দারোগাবাবুকে ঐ ২৫টি টাকা ফেরত দিতে বাধ্য করিয়াছিলাম বলিয়াই আমার নামেও ১০৭ জারী হইল। অন্যায় যাহা, তাহার প্রতিবিধান করিতে গেলেই, পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদ করিতে গেলেই আইনের আওতায় পড়িতে হইবে, কিছু না হইলেও ১০৭ অনিবার্য্যভাবে জারী হইবে, ইহাই পশ্চিমবঙ্গ পুলিসী রাজের নমুনা।

অদ্বৈত মণ্ডল, সাং বারঘুটু
থানা বান্দোয়ান

রেল কর্ত্তৃপক্ষের অক্ষমতার দরুণ জনসাধারণের হয়রাণী

শ্রীমন্মথ ভূষণ ভট্টাচার্য্য সাং খাটজুড়ি হইতে জানাইতেছেন:—ইচাড়ি ও ডুলমী ষ্টেশনে ১লা এপ্রিল হইতে রাঁচি এক্সপ্রেসের ষ্টপেজ কি কারণে প্রত্যাহার করা হইল রেল কর্ত্তৃপক্ষ তাহা জনসাধারণকে জানাইবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। লোক পরম্পরায় শুনিলাম এই দুইটী ষ্টেশনে শতকরা ৮০ জন নাকি বিনা টিকিটে আসা যাওয়া করে বলিয়া ষ্টপেজ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কারণ যদি সত্য হয় তাহা হইলে রেল কর্ত্তৃপক্ষের বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীদের ধরিবার অক্ষমতাই প্রকাশ পাইতেছে। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভবের দায়িত্ব মূলতঃ অকর্মণ্য ও অপদার্থ অফিসার গোষ্ঠীর উপর অর্শায়। সর্ব্বনীতিভ্রষ্ট অর্থলোলুপ চেকারদের সঙ্গে বিনা টিকিটে ভ্রাম্যমাণ অসাধু ব্যবসায়ীদের অদ্ভুত মিতালী দেখা যায়। অফিসারদের ঔদাসীন্যে ও চেকারদের চক্র ছায়ায় বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীদের বুকের পাটা দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। অনেক ষ্টেশনে টিকিটের জানলা যথা সময়ে খোলা না হওয়াতে অনেককেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও গার্ডকে কিম্বা চেকারকে ন্যায্য ভাড়া দিয়া বিনা টিকিটে ভ্রমণ করিতে হয়। চেকারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া বহু শ্রেণীকেও বিনা টিকিটে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। শুনিয়াছি এই সব ব্যক্তিরা ন্যায্য ভাড়ার অর্দ্ধেকেরও কম চেকারদের দেন।

সরকারী ডাক্তারের অপকীর্ত্তি

বলরামপুর হইতে শ্রীরাজা রাম গোপ জানাইতেছেন:—গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার আন্দাজ বেলা ১২টা ১টার সময় আমার আটটি গাই মহিষকে দিগাম কালীদ্দ (আমার বাগাল) নিয়মিত ভাবে চরাইবার সময় সাপুয়া বহালে বলরামপুর চুটকিডির শ্রীকানাই গোয়ালা ও বৈদ্যনাথ দাস এই দুই জনে পরামর্শ করিয়া বৈদ্যনাথ দাস একটি শাল পাতার থালা করিয়া মারাত্মক বিষ আমার সাদা পেঁটরি রং এর একটি গাই মহিষের

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

২০শ বর্ষ
২৭শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২১শে আষাঢ়, ১৩৬৬—৬ই জুলাই ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য ৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

মানব প্রেমিক মহাপ্রাণ ঋষি নিবারণচন্দ্র স্মৃতি-বার্ষিকী—

মৃত্যুতে অমৃত যিনি,
যিনি বরাভয়—
জয় তারি জয়॥

* ১লা শ্রাবণ *

সমাগত

যাঁর পুণ্য প্রাণ-মন্ত্র আমাদের সুপ্ত জীবনকে জাগ্রত করেছিল—যাঁর দিব্য জ্ঞান মন্ত্র আমাদের জীবনের আকাশ আলোকিত করেছিল—যাঁর অক্লান্ত কর্ম মন্ত্র আমাদের যাত্রাপথকে অভিনব ও বেগবান করেছিল—সেই জ্ঞানময়, প্রাণময়, কর্ম্মময় মহাতাপস ঋষির স্মরণ বাসরের উদ্দেশ্যে অন্তরের প্রণাম জানাই।

এই অনুষ্ঠান সার্থক হোক—এই প্রার্থনা।

নিবেদক—অতুলচন্দ্র ঘোষ
পরিচালক, লোক সেবক সংঘ।

বান্দোয়ানের শ্রীমতী মিনি সর্দ্দারিনের মামলার সাম্প্রতিক সংবাদ

বিগত ৭ই মে তারিখে এস, ডি, ও শ্রীমতী মিনি সর্দ্দারিনের মামলাটি অগ্রাহ্য করেন এই বলিয়া যে, এই মামলা যখন পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌টের বিরুদ্ধে—তখন এই মামলা চালাইতে গেলে সরকারের অনুমতি প্রয়োজন হইবে। শ্রীমতী মিনি সর্দ্দারিনের পক্ষে উকিল শ্রীযুক্ত শ্যামা কিঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহোদয় এস, ডি, ওর এই অভিমতের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, কর্ম্মরত অবস্থায় ঘটনাটি ঘটিলেও ঘটনার সহিত তাঁহার সরকারী কর্মের কোনো যোগ ছিল না সুতরাং উক্ত ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্‌টেনডেন্‌টের বিরুদ্ধে মামলার জন্য সরকারী অনুমতি লইবার এক্ষেত্রে কোনো প্রয়োজন নাই। এস, ডি, ও মামলা অগ্রাহ্য করেন। ইহার বিরুদ্ধে আপীল করা হয়। আপীলের বিচার কালে ডেপুটি কমিশনার রায় প্রদান করেন যে ইহার জন্য সরকারী অনুমতির প্রয়োজন নাই। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীমতী মিনি সর্দ্দারিনের মামলায় লোক সেবক সংঘ সহায়তা করিতেছেন।

বান্দোয়ান থানার খেড়াডি গ্রামের শ্রীমতী মিনি সর্দ্দারিন পুরুলিয়ার ডেপুটী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের বিরুদ্ধে যে মারধোর করার অভিযোগে পুরুলিয়ার এস, ডি, ও আদালতে মামলা দায়ের করেন তাহা এস, ডি, ও মহোদয় সরকারী অনুমতি ব্যতিরেকে বর্তমান মোকদ্দমা চলিতে পারে না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন এবং গভর্ণমেণ্টের অনুমতির জন্য লিখিবার আদেশ দেন।

উক্ত মোকদ্দমা পুরুলিয়ার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী এস, কে, মৈত্রর নিকট তদন্ত ও রিপোর্টের জন্য পাঠান হয় এবং তিনি বাদীনীর আসামীর বিরুদ্ধে প্রাইমাফেসি কেস আছে বলিয়া রিপোর্ট দেন।

উক্ত শ্রীমতী মিনি সর্দ্দারিন এস, ডি, ওর উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে পুরুলিয়ার ডেপুটী কমিশনারের কোর্টে রিভিসন করেন। ডেপুটী কমিশনার রায়ে অভিমত প্রকাশ করেন যে, এক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের অনুমতির কোন প্রয়োজন নাই। ডি, সি, উক্ত মোকদ্দমা হাইকোর্টের নির্দ্দেশের জন্য (রেফার করিয়াছেন) পাঠাইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

কেরল সম্পর্কে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের প্রস্তাব

কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড গত ২৯শে জুন নয়া দিল্লীর বৈঠকে ছয় ঘণ্টারও অধিককাল কেরলের পরিস্থিতি আলোচনা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, বিধান সভার জন্য রাজ্যে সাধারণ নির্বাচন করাই কেরলে রাজ্য সমস্যা সমাধানের গণতান্ত্রিক উপায়। রাজ্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি যথার্থ গণতান্ত্রিক সমাধানের সন্ধান না পাওয়া যায়, তবে ধনজনের নিরাপত্তার অভাব বৃদ্ধি পাইবে। শিক্ষা আইন কার্য্যকরী করা স্থগিত রাখিতে বোর্ড কেরল সরকারকে সুপারিশ করেন। গ্রহণযোগ্য সমাধান উদ্ভাবনের চেষ্টা করার সুপারিশও করা হইয়াছে। পুলিশের গুলীবর্ষণ সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত করা উচিত বলিয়া বোর্ড অভিমত প্রকাশ করেন।

কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের প্রস্তাব সম্পর্কে অজয় ঘোষের বিবৃতি

ভারতের কম্যুনিষ্টপার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅজয় ঘোষ কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের প্রস্তাবকে "অসাধু ও পক্ষপাতদুষ্ট" বলিয়া বর্ণনা করেন। শ্রী ঘোষ বলেন যে এই প্রস্তাবে গণতন্ত্রকে বলি দেওয়া হইয়াছে। শ্রীঘোষ আরও বলেন যে বোম্বাই, আমেদাবাদ ও সম্প্রতি পাঞ্জাবেও কংগ্রেসী সরকার ব্যাপকভাবে গুলীবর্ষণ করা সত্ত্বেও বোর্ড সে সম্বন্ধে কিছু বলে নাই। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে পরিস্থিতি বিবেচনা করা হইয়াছে বলিয়া বোর্ড যে দাবী করিতেছেন শ্রী ঘোষ তাহাকে একটি "ভুয়া দাবী" বলিয়া অভিহিত করেন।

(৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

২১শে আষাঢ়, সোমবার

গণতন্ত্রের উচ্ছেদ

আমরা ইতিপূর্ব্বে কেরালা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই সত্য হইতে চলিয়াছে। জহরলাল মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদের নিমন্ত্রণে কেরালা পরিদর্শন করিলেন, কেরালা প্রাদেশিক কংগ্রেসকে তথাকথিত সত্যাগ্রহ চালাইতে উৎসাহই দিয়া আসিলেন। বলিলেন, কেরালায় জনসাধারণের বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে, বেশীর ভাগ জনসাধারণ কেরালার বর্তমান শাসনের বিরোধী। কেরালায় মন্ত্রীদের পুনর্নির্ব্বাচনের সম্মুখীন হওয়া উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি।

নাম্বুদ্রিপাদ জহরলালকে মধ্যস্থ মানিয়াছিলেন। জহরলালের প্রতিধ্বনি করিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর পার্লামেণ্টারী বোর্ড দীর্ঘ এক প্রস্তাব পাশ করিয়া কেরালায় সরকারের উচ্ছেদের জন্য কংগ্রেসের আন্দোলন সমর্থন করিয়া বলিলেন—বর্তমান গবর্মেণ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও তাহারা আনুপাতিকভাবে অকম্যুনিষ্টদের অপেক্ষা কম ভোট পাইয়াছে। সুতরাং পুনরায় নির্ব্বাচন ছাড়া কম্যুনিষ্ট গবর্মেণ্টের থাকিবার অধিকার নাই।

কংগ্রেস—যাহারা গণতান্ত্রিক কাঠামোর বড়াই করিয়া রাজ্যশাসন করিতেছেন কেরালায় সেই কংগ্রেস সরকারী কর্মচারীদের কেরালা গবর্মেণ্টের অবাধ্য হইবার জন্য প্রকাশ্যে প্ররোচনা দিতেছেন। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড তাহার প্রস্তাবে কেরালায় সাধারণ নির্ব্বাচনের সুপারিশ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী এক সংবাদে প্রকাশ যে, কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ হইতে রাষ্ট্রপতির নিকট কেরালা মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে চার্জ্জসীট আনা হইতেছে। অর্থাৎ কেরালার কম্যুনিষ্ট মন্ত্রীসভা যদি পদত্যাগ করে তবে ভালই আর তাহা যদি না করে তবে সংবিধানের ব্যবস্থা অনুযায়ী মন্ত্রীসভাকে বাতিল করিয়া রাষ্ট্রপতির স্বহস্তে শাসন গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। কংগ্রেসের, জহরলালের এবং এই দলীয় গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের গণতন্ত্রের সম্বন্ধে এমন একটা নির্লজ্জ ব্যভিচার পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় না।

এই ব্যাপারে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সভা কয়েক দিন বৈঠকের পর একটী বিবৃতি দিয়া কংগ্রেসের প্রস্তাবে, জহরলালের আচরণে যে গণতন্ত্রের বিরোধীতা করা হইতেছে এবং যে অভিযোগ তাহারা কেরালা সরকারের বিরুদ্ধে আনিয়া তাহার উচ্ছেদের যুক্তি দেখাইতেছেন তাহা অপেক্ষা গুরুতর অভিযোগে যে নিজেদের কংগ্রেসী গবর্মেণ্টরাই দোষী তাহার বিশদ যুক্তি দেখাইয়াছেন। কিন্তু এসব যে কোন কিছুই কাজে লাগিবে না ইহা অবধারিত। কেরালা গবর্মেণ্ট কংগ্রেসী গবর্মেণ্ট নয় সুতরাং নির্ব্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও তাহাকে সরিতেই হইবে। যদি না সরে তবে কংগ্রেসের হাতে আইন আছে, পেছনে পায়ের জোর আছে, সেই আইন যেমন করিয়াই হোক লাগু করিয়া এই গবর্মেণ্টকে সরান হইবেই।

ভারতবর্ষে একটা পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছিল। ইহার শত দোষ ত্রুটী থাক। সত্ত্বেও জাতির জীবনে একটা গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। কংগ্রেস ইহাকে অবশ্যই গণতন্ত্রের নামে নিজেদের স্বেচ্ছাতন্ত্রই প্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়াছিল, তাহা হইলেও যতটুকু গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হইতেছিল তাহাও উপেক্ষনীয় নয়। কিন্তু কেরালা গবর্মেণ্ট কংগ্রেস গবর্মেণ্ট নয়, সুতরাং সমস্ত গণতান্ত্রিক নীতিকে বিসর্জ্জন দিয়া অনিয়মতান্ত্রিক পথে, এবং সংবিধানের বিধানকে অবৈধভাবে গায়ের জোরে প্রয়োগ করিয়া তাহারা যে কেরালা গবর্মেণ্টকে উচ্ছেদ করিতে চলিয়াছেন তাহাতে ভারতে সমস্ত গণতান্ত্রিক ধারার মূল ভিত্তিকেই উচ্ছেদ করিতে বসিয়াছেন। ইহার পরে ভারতবর্ষে নিয়মতান্ত্রিকতার কোন বালাই রহিল না। যে দিকে শক্তি বেশী হইবে তাহারা যাহা ইচ্ছা করিবে সেইটাই নিয়মতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক ধারা বলিয়া বলা হইবে।

ধরা যাক বাংলা গবর্মেণ্ট। রাজ্য শাসনে তাহাদের অক্ষমতা প্রকট। খাদ্যনীতির ব্যর্থতা তাহারা নতমস্তকে

স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আজ যদি বাংলা গবর্মেণ্টকে উচ্ছেদ করিবার জন্য কেরালায় কংগ্রেস যাহা করিতেছে—বাংলায় কোন দল বা গোষ্ঠী তাহাই করে, তবে জহরলাল সর্বাগ্রে চীৎকার করিয়া বলিবেন—ইহা গণতন্ত্রের বিরোধী, ইহাদিগকে সায়েস্তা কর। যে সমস্ত অভিযোগের দফা কংগ্রেস কেরালার বিরুদ্ধে আনিয়াছে—তাহা অপেক্ষা বহু গুরুতর অভিযোগের দফা বাংলা গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে আনিয়া যদি 'Up surge of the people' অর্থাৎ জনসাধারণের বিদ্রোহ ঘটান যায় তবে জহরলাল প্রথমেই—সৈন্যদল পাঠাইয়া মেসিন গানের গুলিতে জালিয়ানওয়ালাবাগী নৃত্যতে দেশ প্রকম্পিত করিবেন। ইহাই হইল নেহেরু গণতন্ত্র, কংগ্রেসী গণতন্ত্র!

আমরা কম্যুনিষ্ট মতবাদী নহি। কিন্তু তাহা হইলেও ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান অনুযায়ী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন রাজ্যেই হোক বা কেন্দ্রেই হোক—যাহারা নির্বাচিত হইয়াছে তাহারা যে মত বা যে পথের অনুসরণকারীই হোক না কেন তাহা যদি মানিয়া লওয়া না যায়, স্বীকার না করা যায়—তবে একটা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবেই। কোন পন্থায়, কাহাকে কিভাবে মানিয়া লওয়া হইবে—তাহার ভিত্তিটা, তাহার বুনিয়াদটা কি হইবে? আজ যদি কেরালা গবর্মেণ্ট পদত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, আজ যদি এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি কেরালার মন্ত্রীসভা বাতিল করিয়া স্বহস্তে শাসন ভার লইয়া ছয় মাস পরে পুনর্নির্বাচনের আদেশ প্রদান করেন এবং সেই নির্বাচনে কংগ্রেসই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তবে কম্যুনিষ্টরাও ঠিক এই কংগ্রেসের পদ্ধতিতে 'পিপ্‌লস্ আপসার্জ' (peoples upsurge) তৈরী করিতে মোটেই পশ্চাৎপদ এবং অসফল হইবে না (তাহার নৈতিক ভিত্তি কংগ্রেসই সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে)—তখন অবস্থাটা কিভাবে কে বিচার করিবে? বিচার করিবার ভিত্তিটা কি হইবে? শক্তির ভিত্তিতে স্বেচ্ছাচারীতাই যদি যুক্তি হয়—এবং গণতান্ত্রিক যুক্তি বলিয়া বলা হয়—তাহা যেই বলুক না কেন—তাহা স্থায়ী অশান্তি ও অরাজকতার ভিত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং তাহা অপেক্ষা অধিক গণতন্ত্রের ব্যভিচার আর কিছুই হইতে পারে না।

কংগ্রেস আজ ভারতবর্ষে কেরালার নামে গণতন্ত্রের উচ্ছেদ করিতে চলিয়াছে। আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া রাখিতেছি যে—আজ যে অস্ত্রে কেরালায় অকংগ্রেসী গবর্মেণ্টকে উচ্ছেদের ব্যবস্থা হইতেছে—সেই অস্ত্রেই অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে এই কংগ্রেসকেই নিহত হইতে হইবে! সেই নিধন-যজ্ঞ ঐতিহাসিক নির্মম হইলেও তাহার দায়িত্ব কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃত্ব ছাড়া আর কাহারও নয়,—হইবে না।

কল্যাণীতে সেমিনার

গত ২৯শে ও ৩০শে জুন কলিকাতার নিকট কল্যাণীতে বাংলা গবর্মেণ্টের উদ্যোগে বাংলার সর্বজনীয় এম,পি, ও এম, এল, এ দের একটী সেমিনার অর্থাৎ আলোচনার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার ইহার উদ্বোধন করেন এবং শ্রীতরুণ কান্তি ঘোষ উপমন্ত্রী ইহার পরিচালনা করেন।

সেমিনারের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সরকারী প্রচেষ্টায় জনসাধারণের সহযোগিতা। শিল্প প্রভৃতিও আলোচনার বিষয় ছিল।

কয়েকজনের করিয়া একটী দল গঠন করিয়া চারিটী দল এক একটী বিষয়ের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করেন এবং সাধারণ সম্মেলনে তাহা আলোচিত হয়। কোন নূতন বা বিশেষ কার্য্যকরী পন্থা কিছু গৃহীত হয় নাই। শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ সকল দলের সাহায্যে বর্তমান খাদ্য সঙ্কটের অবসানের জন্য আবেদন করেন।

সম্মেলনে পুরুলিয়া হইতে শ্রীবিভূতি দাস গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় যোগ দেন। তিনি পুরুলিয়া জেলায় লাক্ষা শিল্প ও তসর শিল্পের সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলেন। পুরুলিয়া জিলায় 'ডেভেলাপমেণ্ট ব্লকগুলি' যে কেবল মাত্র কংগ্রেসের দলীয় রাজনীতি দ্বারা এবং দলীয় রাজনৈতিক লক্ষ্যে পরিচালিত হইতেছে তাহার উল্লেখ করেন। জনসাধারণের সহযোগিতা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে—জনসাধারণ সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবে ইহা দ্বারা সহযোগিতা হয় না—সরকারকেই জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। প্রকৃতভাবে জনসাধারণকে দায়িত্ব দিয়া সেই দায়িত্ব পালন করিবার জন্য পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া—গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া জিলা পর্য্যন্ত পঞ্চায়েতের শাসন ব্যবস্থা প্রকৃতভাবে কার্য্যকরী করিতে না পারিলে কোন কিছু দ্বারাই কিছু হইবে না—ইহা তিনি বলেন।

৩০শে জুন সম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

পুলিশি ব্যবস্থার স্বরূপ

বাঘমুণ্ডি

এপ্রিল মাসের ঘটনা। সুইসাতে পুলিশ একটী ধান বোঝাই গো-গাড়ী ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। গ্রামস্থ কয়েকজন লোক পুলিশকে জিজ্ঞাসা করে—গাড়ী কোথায় ধরিলেন? পুলিশ বন্দুক উঁচাইয়া বলে—এখান হইতে যাও নয়তো গুলী করিয়া মারিব।

কয়েকদিন পরে দেখা গেল—যাহারা এই কথা বলিতে সাহস করিয়াছিল তাহাদের এবং আরও কয়েকজনকে—পুলিশের হেফাজত হইতে ধানের গাড়ী ছিনাইয়া লইবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় এবং হাতে হাতকড়ি কোমরে দড়ি দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। তাহারা অবশ্যই জামীনে খালাস আছেন।

এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াও কোন ফল হয় নাই। আজ তিন মাস হইতে চলিল বিচারেও কোন ফয়সলা হয় নাই। আসামীরা অবশ্যই হয়রাণ হইতেছে তা হউক! মোকদ্দমা বিচারাধীন—না হইলে বলা যাইত যে—পুলিশ কর্তৃপক্ষ একবার নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করিয়া দেখুন না—অন্ততঃ প্রকৃত ঘটনা তাহারা জানিতে পারিবেন।

২। ইহারই সহিত তুলনামূলক আর একটী ইহার চেয়েও পুরাতন ঘটনার বিবরণ দেওয়া হইল। ৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সুইসা গ্রামের একটী অতি গরীব লোক, খয়রাতী সাহায্যে যাহার দিন চলে সেই ছুটু ভগতের স্ত্রীকে গ্রামের সর্বজন পরিচিত একটী গুণ্ডা পাশবিক অত্যাচারের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে। ঘটনাটী প্রকাশ্য ভাবেই হয়। গ্রামের বহু জনসাধারণ ও বিশিষ্ট লোকেরা ঘটনার পূর্ণ বিবরণ সহ নিজেদের নাম দস্তখত করিয়া পরের দিনই বাঘমুণ্ডী থানার দারোগাকে লিখিতভাবে জানায়।

দীর্ঘ পাঁচদিন পরেও যখন কোন তদন্তই হইল না বিষয়টী জরুরী তারবার্ত্তায় পুরুলিয়ার ডেপুটী কমিশনারকে জানান হয়।

ইহার দীর্ঘ ১৫।১৬ দিন পরে দারোগা আসিয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে জামীন দেয়। তারপর একদিন বলরামপুরের সার্কেল ইন্সপেক্টার ও বাঘমুণ্ডীর দারোগা যুক্তভদন্তে আসিয়া গ্রামস্থ বহু লোকের সমক্ষে বহু লোকের নিকট—মায় প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট তদন্ত করিয়া আসামীর অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহাতীত প্রমাণ পান। সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি দ্বারা আসামী দোষী সাব্যস্ত হয়। তাহারা কি রিপোর্ট দিয়াছিলেন জানা যায় না কিন্তু তারপরে দীর্ঘ ৬ মাস অতিক্রান্ত হইয়া গেল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত শ্রীশঙ্কর সিং এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। সে গোঁফে চাড়া দিয়া বলিয়া বেড়াইতেছে—বেশ করিয়াছি আরও করিব ইত্যাদি ইত্যাদি।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এই দুইটী ঘটনাই পুলিশ কর্তৃপক্ষের গোচরে আছে। তাহারা-পুলিশের কর্তব্যের সাফাই সম্বন্ধে কি বলেন জনসাধারণ জানিতে পারিলে অতঃপর নিজেদের ব্যবস্থা কি করিবে তাহা তাহারা ঠিক করিয়া লইতে পারিবে।

পুলিশ ও ক্রমবর্ধমান অপরাধ

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যগবর্মেণ্ট, পশ্চিমবঙ্গের অপরাধের অবস্থা ও পুলিশের কাজের বিভিন্ন বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া, পুলিশ শাসনের উন্নতির বিষয়ে কি করা যাইতে পারে তাহা নির্ধারণের জন্য ডেপুটী ইন্সপেক্টার জেনারেল মিঃ মাসুদকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। মিঃ মাসুদ সম্প্রতি এ সম্বন্ধে তাহার রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন।

এই রিপোর্টে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে—মিঃ মাসুদ গত দশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে অপ-

রাধের মাত্রা উত্তরোত্তর কিরূপ বৃদ্ধির পথে চলিয়াছে তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি স্বয়ং পুলিশের ডেপুটী ইন্সপেক্টার জেনারেল—পুলিশকে অকর্মণ্য প্রমাণ করিবার অভিসন্ধিতে তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেন নাই। এদিকে কিন্তু প্রতিবৎসর পুলিশ কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে অপরাধের যে সংখ্যা দেখান তাহাতে দেখা যায় যে অপরাধের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে; পুলিশের কর্মতৎপরতার পরিচয় এইভাবেই দেখান হয়। পুলিশের পক্ষ হইতে এই পরস্পর বিরোধী তথ্যের বিচার যদি বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে করা হয় তাহা হইলে মিঃ মাস্থদের কথাই যে সত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। এবং ইহাও সকলেরই জানা কথা যে পুলিশ অপরাধের সংখ্যা কম দেখাইবার জন্য থানাতে অপরাধের সম্বন্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিতে গোলমাল করেন। ইহার বহু প্রমাণ এই জেলাতেই দেখা যাইতেছে।

এই জেলাতে একটা অভিযোগ জনসাধারণের মধ্যে খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে থানায় চুরির ডাইরী করিতে গেলে বহু ক্ষেত্রে তাহা লওয়া হয় না এবং যেগুলি জাজ্বল্যমান ডাকাতি ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে না—সেগুলিকে পুলিশ চুরির কেস বলিয়া অভিযোগ তৈরী করিয়াছে। একমাত্র পাড়া থানার কয়েকটী ঘটনাই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ। আমরা সেগুলি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

বাস্তবে যখন অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে তখন কাগজে কলমে অপরাধের সংখ্যা কম দেখাইয়া কৃতিত্ব লইবার ব্যবস্থা বাস্তবিকই বিপজ্জনক। অপরাধের সম্বন্ধে দুই প্রকার ব্যবস্থা থাকে—একটী প্রতিষেধ আর আর একটী প্রতিকার। পুলিশের কর্তব্য এই দুইটীর সম্বন্ধেই কঠোর ব্যবস্থা করা। পুলিশ পাহারা দেয় যাহাতে চোর চুরি না করিতে পারে—এই এক দিক; চোর চুরি করিলে পুলিশ তাহাকে খুঁজিয়া ধরিবে এবং আদালতে যাহাতে তাহার শাস্তির ব্যবস্থা হয় তাহার ব্যবস্থা করিবে। এই দুইটি সম্বন্ধেই পুলিশের ঔদাসীন্য বা অক্ষমতা চোরদের উৎসাহ দেয়—অপরাধ বাড়ে। বাস্তব পরিস্থিতিতে দেখা যাইতেছে যে পুলিশের সংখ্যা বাড়াইলেই অপরাধের প্রতিকার হয় না, কম সংখ্যক পুলিশ থাকিলেও যদি তাহারা পুলিশের যাহা কর্তব্য তাহা করে তবে অপরাধের সংখ্যা কমিতে বাধ্য। পুলিশ তাহা না করিয়া অপরাধের সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া—তাহা রেকর্ড না করিয়া অপরাধের সংখ্যা কম করিয়া দেখাইবার চেষ্টায় দুর্দৈব উপস্থিত হইয়াছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আমরা অন্যান্য দিক ছাড়িয়া দিলেও শুধু এই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইতেছে যে—যে যতই রিপোর্ট দিক না কেন পুলিশের এই মনোবৃত্তির পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা কম। দেশে অপরাধ কম হইতেছে এই মিথ্যা তৈরী করিয়া পুলিশ নিজেরা হয় ত আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছে কিন্তু যাহাদের যাইতেছে তাহারা ইহাতে বিচলিত হইয়া পড়িতেছে। এ ক্ষেত্রে একটী মাত্র উপায় আছে তাহা এই যে গ্রামের জনসাধারণ সংঘবদ্ধ হইয়া আইন কিছু পরিমাণে নিজের হাতে লইয়া কাজ না করিলে এই দুর্ভোগ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় নাই।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

মিথ্যা ও সত্য

পুরুলিয়া উদ্বাস্তু সমিতির পক্ষ হইতে সর্ব্বশ্রী জগদীশ রায়, জিতেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জি, ও অনাদি রঞ্জন সাহা জানাইতেছেন :—গত ১৬ই জুনের স্থানীয় একটি পত্রিকায় শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তি ও সন্তোষ কুমার দে উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে একটি চিঠি প্রকাশ করিয়া মিথ্যা ঘটনার উল্লেখ ও সত্য গোপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

তাহাদের অভিযোগের মর্ম এই যে যাহারা প্রকৃত দুঃস্থ, নিরন্ন তাহারাই ক্যাশডোল পাইবার অধিকারী কিন্তু যাহাদের অবস্থা ভাল তাহারাই ক্যাশডোল লইতেছে এবং ইহাদের বঞ্চিত করিতেছে।

আমরা তাহার অভিযোগ সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া লইতেছি এবং বর্ত্তমান এ, আর, ও যে এবিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন এবং তাহা দ্বারা দুঃস্থ ছাড়াই যে অন্য লোকেরাই প্রবঞ্চনা করিয়া লাভবান হইতেছেন তাহার অন্যতম প্রমাণ কালিদাসবাবু নিজেই।

যাহারা প্রবঞ্চনা করিয়া দুঃস্থ উদ্বাস্তুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট টাকা লইয়াছেন বলিয়া কালিদাসবাবু অভিযোগ করিয়াছেন—আমরা তাহাকে তাহাদের নাম প্রকাশ করিতে আহ্বান জানাইতেছি। তিনি প্রমাণ প্রয়োগ সহ তাহাদের নাম প্রকাশ করুন।

আমরা কিন্তু স্পষ্টভাবেই কালিদাসবাবুর বিরুদ্ধে প্রমাণ সহ অভিযোগ আনিতেছি—সাহস থাকিলে তিনি তাহার প্রতিবাদ করুন।

কালিদাস বাবুর একটী বন্দুকের লাইসেন্স ছিল বা আছে। এই বন্দুকটীর লাইসেন্সের নম্বর ৫৩ এবং ১৯৩৬ সালে ১৭ ফেব্রুয়ারী, মানভূমের ডেপুটী কমিশনার কাশীপুরের (সাঁতাপুর) অধিবাসী হিসাবে তাহার নামে মঞ্জুর করেন।

এখন জিজ্ঞাস্য এই—যে ব্যক্তি ১৯৩৬ সাল হইতে মানভূম জেলায় কাশীপুরের বাসিন্দা বলিয়া সরকারীভাবে স্বীকৃত তিনি কেমন করিয়া বিহার গবর্মেণ্টের নিকট হইতে রিফিউজী কার্ড লইয়া রিফিউজী হইয়াছেন? কালিদাসবাবু কি অস্বীকার করিতে পারিবেন যে—তিনি রিফিউজী হিসাবে সরকারী টাকা লন নাই? এবং ক্যাশডোল হইতে এ, আর, ও তাহাকে এককালীন ৪০৲ টাকা সাহায্য দেন নাই?

কালিদাসবাবুর সম্বন্ধে এই তথ্য বাধ্য হইয়াই আমাদের প্রকাশ করিতে হইতেছে, কারণ যে কয়েকজন প্রকৃত দুঃস্থকে বঞ্চনামুক্ত হইবার পরে স্থানীয় ডেপুটী কমিশনার সবিশেষ তদন্ত করিয়া সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—এবং বর্তমান এ, আর, ও আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাহারা সাহায্য পাইয়া আসিতেছিলেন—তাহাদের সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়াতে তাহারা জীবন সংকটে কাল কাটাইতেছে। এবং ইহার জন্য কালিদাস বাবুরও যে যথেষ্ট দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা এই দুঃস্থরা মনে করে।

(২য় পৃষ্ঠার পর হইতে)

কেরলের আইন মন্ত্রীর বিবৃতি

কেরলের আইনমন্ত্রী বলেন যে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডএর প্রস্তাবে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটাইবার প্রয়াস ব্যক্ত হইয়াছে। রাজ্যের বিরোধীদল, কেন্দ্রে ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত। সেই দল প্রচ্ছন্ন হস্তক্ষেপের হুমকি দিতেছে।

ডাঃ লোহিয়ার অভিমত

সমাজতন্ত্রী নেতা ডাঃ রাম মনোহর লোহিয়া বলেন যে, কেরল রাজ্য সরকারকে শ্রীনেহেরু নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবার যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা সমর্থনযোগ্য। কিন্তু কংগ্রেস দল বোম্বাই, উড়িষ্যা কিম্বা অপর কোন রাজ্যে এই নীতি অনুসরণ করে নাই। কম্যুনিষ্টরা এই উপদেশ অনুসারে কাজ করিলে বিশ্বের কাছে দেখাইতে পারিত যে নেহেরুর চেয়ে তাহারাই অধিক গণতান্ত্রিক।

পাটনা বিক্রয় করের প্রতিবাদে হরতাল :—

গত ১লা জুলাই হইতে বিহার সরকার রাজ্যে বহুমুখী বিক্রয়কর চালু করেন। ঐ বিক্রয় করের প্রতিবাদে ১লা জুলাই পাটনায় অধিকাংশ দোকান ও ব্যবসায় সংস্থা হরতাল পালন করে।

দুর্গাপুরে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয়

সংবাদে প্রকাশ, দুর্গাপুর কোকচুল্লী কারখানায় অতি নিকৃষ্ট ধরনের কোক্ (জ্বালানী কয়লা) প্রস্তুত হইতেছে। তাহা ক্রয় করিবার কোন ক্রেতাই পাওয়া যাইতেছে না। ফলে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় হইতেছে। যে শ্রেণীর কয়লা কোক্ প্রস্তুত করিবার জন্য প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা সরবরাহের ফলে কোক্‌ও অতি নিকৃষ্ট ধরণের হইতেছে। এই সরবরাহের কারসাজীতে একটি "দুর্নীতিচক্র"-এর হস্ত আছে বলিয়া তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিযোগ।

নাট্যাচার্য্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর জীবন-দীপ নির্ব্বাণ

গিরিশোত্তর যুগের বাংলা রঙ্গমঞ্চের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা নাট্যাচার্য্য শিশির কুমার ভাদুড়ী গত সোমবার রাত্রি সওয়া ১টার সময় তাঁহার বরাহনগরস্থ বাস ভবনে অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার বাসভবনে যাইয়া বাংলার নাট্যজগতের যুগ প্রবর্তকের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। শিল্পকলাকে রাষ্ট্রীয় শাসন হইতে মুক্ত রাখিবার যে কথা দেশের মনীষীগণ বারবার বলিয়াছেন, নাট্যাচার্য্য শিশির কুমারও তাহার একজন একনিষ্ঠ অনুসরণকারী ছিলেন। তিনি জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু জাতীয় সরকার তাহার আবেদনে কোনরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করে নাই। তিনি নিজ আদর্শ বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত "পদ্মভূষণ" খেতাব প্রত্যাখান করিয়া স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন।

গত ৫ই জুলাই রবিবার সন্ধ্যা ৬।০ ঘটিকার সময় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে পুরুলিয়ার জনসাধারণ এক শোক সভার অনুষ্ঠান করিয়া নাট্যাচার্য্যের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন ও এই বিষয়ে কয়েকটী প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

সদর হাসপাতালে রোগীর পথ্য

পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে যে সকল রোগী ভাত খায় তাহাদিগের প্রত্যেকের জন্য দুই বেলায় মোট নিম্নলিখিত পরিমাণ দ্রব্যগুলি দিবার নির্দেশ আছে। আলু ও তরকারী ৪ ছটাক, মাছ কিম্বা মাংস ১ ছটাক, ডাল ১ ছটাক, চাল আধসের। যাহারা দুধ ভাত পায় তাহাদের প্রত্যেককে দুই বেলায়, আধসের চাল ৬৮ ছটাক হইতে ১২ ছটাক পর্য্যন্ত দুধ দিবার নির্দেশ আছে। প্রত্যেক রোগী প্রথম ভর্ত্তির দিন /৷ সের দুধ ও ১ ছটাক চিনি পাইতে পারে।

বিভিন্ন রোগী এবং রোগিনীর নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে, উক্ত দ্রব্যগুলি পরিমাণমত কোন রোগী ও রোগিনী পায় না। ডি, এম, ও মহোদয় দুইএকদিন পথ্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেই উক্ত অভিযোগের সত্যতায় নিঃসন্দেহ হইবেন। মাছ কিম্বা মাংস যাহা দেওয়া হয় তাহা কোন রোগী ১ তোলার বেশী পায় না। তরকারী যাহা পায় তাহার ওজন ২ বেলায় ১ ছটাক হইবে কিনা সন্দেহ। ভাতের সহিত যে ডাল মাখিয়া দেওয়া হয় তাহাতে কয়টি ডাল থাকে তাহা গুণিয়া বলা যায়। দুধ এবং চিনির পরিমাণ সম্বন্ধেও উক্ত অভিযোগগুলি করা যায়। ইহা ছাড়াও সকালের রান্না তরকারী ও ডাল রাত্রি বেলায় পরিবেশন করা হয়। কোন কোন দিন ভাত আধ-সিদ্ধ থাকে—এইরূপ অভিযোগও শুনিতে পাওয়া যায়। হাসপাতালের রান্নাঘর হইতে যে ভাত, ডাল তরকারী ও মাছ বিক্রয় হয়—দুই একদিন গোপনে পর্য্যবেক্ষণ করিলেই ডি, এম, ও মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিবেন।

—•—

UNIQUE OPPORTUNITY.
PHONETIC COMMERCIAL INST.
PURULIA,—Raghunathpur.
(July Session)

Admission going on in Shorthand, Typewriting (English & Hindi), Telegraphy (Railway & Postal standard), A. S. M's Course, Book-keeping etc. Lodging available with moderate charge. 95% of the passed students from this Instt. getting appointments both in Govt & Railway Offices every year.

Apply with Eight nP. stamp to the Principal, Phonetic Commercial Institute, P. O Purulia. Seats limited.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
২৮শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৮শে আষাঢ়, ১৩৬৬—১৩ই জুলাই ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য ৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতিবার্ষিকী

পুরুলিয়া সহরের কর্ম্মতালিকা

—o—

আগামী ১লা শ্রাবণ, ১৮ই জুলাই, শনিবার তারিখে

কার্য্যক্রম ঃ

সকাল ৮ টায়—শ্মশানে স্মৃতিবেদীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য (শিল্পাশ্রমের সন্নিকট শ্মশানে)
বৈকাল ৬।০ টায় শিল্পাশ্রমে স্মৃতিসভা

আমাদের কর্ম্মগুরু, আমাদের কর্ম্মজীবনের আদর্শ, ত্যাগের মহিমাস্বরূপ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের এই মহনীয় স্মরণ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে সকলের প্রতি সানুনয় অনুরোধ জানাই। এই পুণ্য বার্ষিকীর অবসরে আমরা যেন ঋষির মহান কর্ম ও আদর্শ অনুধাবন করিয়া নিজদিগকে আন্তরিক অনুপ্রাণিত করি—এই প্রার্থনা। ১১।৭।৫৯

নিবেদক—অতুলচন্দ্র ঘোষ
পরিচালক, লোক সেবক সংঘ।

PURULIA POLYTECHNIC
PURULIA.

Admission.

Application for admission into the 3 years' Diploma Course of the State Council for Engineering & Technical Education, West Bengal, in Civil, Mechanical & Electrical Engineering, will be received by the under-signed in the prescribed form upto the 30th July 1959.

The prospectus with application form will be available from the office of the Polytechnic at Purulia from the 15th July 1959, on payment of 0·50 naye paise between 10.30 A. M. and 1 P. M. on week days (Saturdays, Sundays and other holidays excluded). Postage stamps and Postal Orders are not acceptable. These may however be sent by post on receipt of a self addressed and duly stamped envelove (9″ × 4″ size) with 0· 25 naye paise stamp, along with a M. O. of 0·50 nP. and the M. O. receipt must be attached to the application for the prospectus otherwise no prospectus will be sent.

The rules and instructions must be read and followed properly in filling in the forms. Forms not properly filled in (including the attested passport size recent photograph of the candidate together with the attested copies of the certificates and mark-sheets as asked for and the registration fee of Rs. 2/-) will be rejected. No papers accompanying the application is returnable nor moneys paid in this respect is refundable.

Age limit :—Not below 15 years and not above 20 years on 1st January 1959.

Principal
Purulia Polytechnic.

বিজ্ঞপ্তি

ডেপুটি কমিশনার অফিস হইতে প্রচারিত একটি প্রেসনোটে জানিতে পারা গিয়াছে যে, ১৯৫৯ সালে প্রস্তুত খসড়া নির্ব্বাচক তালিকা আগামী ১৫ই জুলাই প্রকাশিত হইবে। নির্ব্বাচক-সূচীর তালিকা ডেপুটি কমিশনার অফিস, এস, ডি, ওর অফিসে এবং থানা ও পৌরসভাগুলিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। নির্বাচক সূচীতে নাম তালিকাভুক্ত করিবার দাবী ও আপত্তি নির্ব্বাচক সূচী প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে—"সংশোধন প্রাধিকারী" বা "নির্ব্বাচনিক নিবন্ধন আধিকারিক", পুরুলিয়া এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। যাঁহার বয়স ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী ২১ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে, যিনি ভারতীয় নাগরিক, এবং যিনি বিকৃত মস্তিষ্ক নহেন বা কোন নির্ব্বাচন সংক্রান্ত আইন দ্বারা সাময়িকভাবে ভোট দানে অযোগ্য বলিয়া ঘোষিত নহেন তিনিই ভোটার তালিকাভুক্ত হইতে পারেন।

মুক্তি

২৮শে আষাঢ়, সোমবার

ঋষি নিবারণ চন্দ্র
(অতুল চন্দ্র ঘোষ)

বস্তুতন্ত্রবাদের দর্শন বলে—বস্তু-নিরপেক্ষ মানুষের মানসসত্তার পৃথক কোনো আত্ম-কর্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্য-গৌরব কিছু নাই; পারিপার্শ্বিক বস্তুজগৎ তাহাকে যেমন করাইতেছে, সে তাহাই করিতেছে—সে তাহার প্রভাবেরই সম্পূর্ণ অধীন। পারিপার্শ্বিক বস্তু-জীবনের ব্যবস্থা-ধারাকে এক বিশেষ ধারায় গড়িয়া তোলো—মানুষের মানস-জীবন আপনিই ঠিক হইয়া যাইবে। সেই খাতে সে বহিবে।

ভারতীয় দর্শন বলে—সমগ্র সৃষ্টি-ধর্মের মধ্যে বস্তু-জগতের যেমন সীমাবদ্ধ আত্মকর্তৃত্ব আছে—তেমনি মানুষের মানস-জীবনেরও আত্মকর্তৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে—তাহা যতই সীমাবদ্ধ হউক। হিন্দুদর্শন বলে—শুধু বস্তু-জগতকে কায়দা করিয়াই মানবসত্তা ও মানবজীবনকে তাহার অনুগামী করিতে পারিবে না। মানবসত্তাকে গঠন করিবার জন্য তার স্বতন্ত্র ব্যবস্থাধারা চাই—মানস ক্ষেত্রের আচরণ অনুসরণ করা চাই। পারিপার্শ্বিক বস্তুজগতের দ্বারা মানস-জগত প্রভাবিত হয় সত্য—তেমনি মানস-জগতের দ্বারাও বস্তু-জগৎ প্রভাবিত হয়। এবং তাহার চেয়েও বড় কথা—মানস-জগতের পক্ষে আত্মকর্তৃত্বের গৌরব যেটুকু আছে—বস্তু জগতের সেটুকু নাই। এমন কি মানুষের মানসসত্তা নিজেকে চালায় এবং বস্তু-জগৎকেও চালাইবার ক্ষমতা রাখে। সেজন্য সমাজ গঠন ও সমাজ-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে, হিন্দু দর্শনের কাছে বড় সমস্যা মানুষের গঠন—মানুষের ব্যক্তি জীবনের বিকাশ—মানুষের মানসসত্তার শৃঙ্খল মোচন। ইহার সমাজের গঠন এবং এই সচেতন সমাজের গঠনে মানুষের মানসসত্তারও সবিশেষ অগ্রগতি হয়। সেজন্য বিশ্ব-জীবন গঠনের প্রশ্নের প্রারম্ভেই হিন্দুদর্শন আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিতেছেন—ঐ তোমার তপস্যা—ঐ মানুষ।

সেজন্য সমগ্র ভারতের ইতিহাস—মানুষ-সাধনার ইতিহাস। বীরপূজা লইয়া যদিও আমরা কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছি সত্য—কিন্তু তাহার পিছনে বহু তাৎপর্য্যও আছে। সমাজ-জীবনের কেন্দ্রস্থলে মানুষ বড় না হইলে সব আয়োজন, সব পদ্ধতি ব্যর্থ। ইহা আমরা জানি। সেজন্যই মানুষ লইয়া আজ আমাদের এই আনন্দ এবং আতিশয্য।

পৃথিবীর ইতিহাস যেখানে মানুষ-সাধনা ভুলিয়াছে—সেখানে বড় বড় পদ্ধতি—বড় বড় বস্তু-তান্ত্রিক আয়োজনের ঘটা লইয়াও মানুষ আজ ঘোর সংকটের সম্মুখীন। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার লড়াই, গোষ্ঠী প্রাধান্যের কলহ, দুর্নীতি, অবিচার ও স্বৈরাচারের অবাধ প্রবাহের ধারাই যেন আজিকার জীবনের সত্য। বস্তুতান্ত্রিক বিশাল কাঠামো সমূহ লইয়াও বিশ্ব আজ বিরাট সমস্যার সম্মুখে।

তাই আমাদের দর্শন কণ্ঠকণ্ঠে বলিতেছেন—সমস্যার সমাধান—ঐ তোমার মানুষ। সমাজ-জীবনের সকল কর্মের মধ্যে—এই ব্যক্তি জীবনকে আগে ধরো। অনাচার, অবিচার, লোভ, দ্বন্দ্ব, মোহ এবং দুর্নীতির সকল প্রতিযোগিতার মধ্যে—তাহাকে তুচ্ছ করিয়া যে লাবণ্যময় মানবসত্তার মহিমা জাগ্রত হইতে থাকিবে—তাহাই সমস্যার সমাধানে পথের আলোক দেখাইতে পারে। তাহাকে আজ ফুটাইয়া তোল। এখানেই তোমার সমাজের মূল সমস্যা, প্রধানতম উপায় এবং চরমতম সার্থকতা।

আমাদের এই শাশ্বত বাণীর মূল্য আছে বলিয়াই—আজ আমাদের জীবন ইতিহাসে ঋষি নিবারণ চন্দ্রের ত্যাগ, তপস্যা, সাধনা ও মহিমার এই অবিস্মরণীয় মূল্য। সাধনার প্রয়োজনে আমাদের পূজা-বেদীতে তিনি আজ আমাদের দীপ্তিমান আদর্শ।

আজ ভারতের রাজনৈতিক পরীক্ষার জীবনে ব্যর্থতা, দ্বন্দ্ব, দুর্বলতা ও মনুষ্যত্বের গ্লানী যখন আমাদের জীবনে পরাজয় আনিয়া তুলিতেছে—আমরা যখন আর বাহির

হইবার পথ কোথাও পাইতেছি না—তখন আলোকিত হইয়া পথের সন্ধান রূপে দেখা দিতেছেন—ঋষি নিবারণ চন্দ্র।

যে যুগ পার হইয়া গেল—অভিনব জাতীয় এক সংগ্রামের যুগ—অভিনব রাজনৈতিক জীবন পরীক্ষার যুগ—সেই যুগে যাহাদের জীবন-তপস্যাকে আশ্রয় করিয়া সেই মহান পরীক্ষা রূপ পাইয়াছিল—যাহাদের তপস্যা ব্যতীত এই আদর্শবাদের সত্যকার জীবন-মূল্য ঘটিত না—সেদিনের সেই সাধককূলের মধ্যেই অগ্রতম ও অভিনব সাধক ঋষি নিবারণ চন্দ্র।

অপরীক্ষিত এই সত্যকে পরীক্ষার রূপ দিতে যে নিবিড় নিষ্ঠা, ও আত্মবলের সেদিন প্রয়োজন ছিল—ঋষি নিবারণ চন্দ্র ছিলেন তার অনন্যসাধারণ প্রতিভূ। ঋষি নিবারণ চন্দ্র ও তাঁহার গোষ্ঠীয় এই সাধককূলের প্রাণ-শক্তিতেই সেদিন ইতিহাস গড়িয়াছে—সেদিন মানুষ নূতন সত্যের প্রতি বল পাইয়াছে—সেদিন নূতন মানুষ গড়িয়াছে। আজও আবার মানুষ পথের দিশারী মানুষের জীবনসত্তার আলোক অনুসরণ করিতে চায়। ব্যর্থতাময় এই যুগ—দুঃখ ও দৈন্যের মাঝে আশার আলো চায়। সেই আশার বাণী মানুষ-সাধনার বাণী। সেই বাণী ঋষি নিবারণ চন্দ্র ও তাঁহার গোষ্ঠীয় সাধককূলের বাণী। ঋষি নিবারণ চন্দ্র আমাদের নিকটতম ঘরের পূজা-বেদীতে উজ্জ্বলতম আলোক। তাহার পূজায় আমরা আজ যুগের পূজা করিব।

ব্যয় সঙ্কোচের বহর

ব্রড গেজ লাইন নির্ম্মাণ করিবার জন্য পূর্ব্বতন ছোট লাইনের পরিবর্ত্তে জয়দারু হইতে মুরী পর্য্যন্ত একটি অস্থায়ী নূতন লাইন করা হইয়াছে। অল্প বৃষ্টিপাতেই উক্ত অস্থায়ী লাইনে গাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়া যায়, কিম্বা গাড়ী লাইন-চ্যুত হয়। ইহাতে জনসাধারণের অসুবিধা ত হইতেছেই উপরন্তু অস্থায়ী লাইনটিকে কার্য্যক্ষম রাখিবার জন্য আজ একমাস যাবৎ পুরুলিয়া হইতে প্রত্যহ ১৩ ডব্বা করিয়া পোড়া কয়লার ছাই পাঠান হইতেছে। এবং গাড়ী লাইনচ্যুত হইলে অতিরিক্ত খরচে রিলিফ ট্রেন পাঠাইতে হইতেছে। কংগ্রেসী সরকার একদিকে ব্যয় সঙ্কোচের জন্য হুকুম জারী করিতেছেন অপর দিকে লক্ষ লক্ষ টাকা খামখেয়ালিতে অপব্যয় করিতেছেন। ইহাই গণতন্ত্রী ভারতের মহিমা!

পুরুলিয়ায় ফুটবল খেলা কি বন্ধ হইতে চলিল?

ভাল ফুটবল খেলার জন্য পুরুলিয়া সুপরিচিত। ইহা জিলার বিশেষ গৌরবের কথা যে গত বৎসর সারা বাংলা 'ডিষ্ট্রিক্ট কাপ' প্রতিযোগীতায় পুরুলিয়া প্রথম যোগদান করিয়া বাঁকুড়াতে ফাইনেলে 'রাণার্স আপ' হইয়া পুরুলিয়ার ঐতিহ্য রক্ষা করে। আশা করা যাইতেছে এবার তাহারা পূর্ব্ব গৌরবকেও অতিক্রম করিবে।

আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি যে ফুটবল মরশুম বহুদিন আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু পুরুলিয়ায় ফুটবল খেলা আরম্ভ হয় নাই। বিশেষ করিয়া এ বৎসর সারা 'বাংলা ডিষ্ট্রিক্ট কাপের' কয়েকটী লীগ প্রতিযোগীতা পুরুলিয়াতেই হইবে। প্রকাশ যে খেলার জন্য নাকি 'জেল গ্রাউণ্ড' দিতে এখানে পুলিশ কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করিতেছেন। 'জেল গ্রাউণ্ড' পুরুলিয়ার ফুটবল খেলার চিরাচরিত স্থান। এই গ্রাউণ্ডটি দিতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। মানভূম স্পোর্টস এসোসিয়েসনের সভাপতি ও সহ সভাপতি যথাক্রমে ডি, সি, এবং এস, পি। খেলা ধূলায় জাতিকে বলিষ্ঠ করা যেখানে সরকারী নীতি হিসাবেই গৃহীত হইয়াছে—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যেখানে কলিকাতায় ষ্টেডিয়াম করিবার জন্য প্রধান উদ্যোক্তা সেখানে পুরুলিয়ার পুলিশ কর্তৃপক্ষ 'জেল গ্রাউণ্ডে' ফুটবল খেলার অনুমতি দিতে আপত্তি করিতেছেন ইহা বাস্তবিকই একটী দুর্বোধ্য রহস্য! পুরুলিয়ায় ফুটবল খেলা বন্ধ হইয়া যাক ইহা নিশ্চয়ই তাহারা চাহেন না! আমরা আশা করি এ বিষয়ে তাহারা অবহিত হইয়া পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ কদর্য্যতার নগ্ন দৃষ্টান্তঃ

পাড়া থানার ঘটনা ঃ অর্থ আত্মসাৎ ও ঈর্ষার বিচিত্র কাহিনী ঃ গ্লানীজনক আত্মকলহ

কংগ্রেসী বিশিষ্ট নেতা ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অদ্ভুত অনুকম্পা

(নিজস্ব সংবাদ দাতা)

গত ২৫শে বৈশাখ আনাড়া রেল কলোনীতে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্থানীয় কংগ্রেসী এম, এল এ পার্লিয়ামেন্টারী সেক্রেটারী শ্রীশঙ্কর নারায়ণ সিংহদেও জনসাধারণের সামনে ঘোষণা করেন যে, স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির তরফ হইতে আনাড়ায় এবং তৎসংলগ্ন গ্রামগুলিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা হইয়াছে। যথা—আনাড়ায় মহিলা সমিতি, রাণীপুরে তাঁত কেন্দ্র, জোরবেড়িয়াতে সেলাই কেন্দ্র, ভাগাবাঁধ সাঁকড়া ইত্যাদি গ্রামগুলিতে ঐ ধরণের আরও ২।১ টি কেন্দ্র, শামপুর চাপুড়ি গ্রামগুলিতে বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি খোলা হইয়াছে। শঙ্কর বাবু আরও বলেন যে, এই উন্নয়নমূলক কাজগুলি করার জন্য—কেন্দ্রীয় সমাজ উন্নয়ন বোর্ড, কেন্দ্রীয় মহিলা সমিতি নয়াদিল্লী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি ইত্যাদি সংস্থা হইতে তিনি অনেক টাকা পয়সা আদায় করিয়াছেন এবং এই কাজগুলির পিছনে ব্যয় করা হইতেছে। স্থানীয় কংগ্রেসনেত্রী ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির সদস্যা শ্রীমতী অরুণা সরকার মারফৎ এই সমস্ত কাজগুলি করা হইয়াছে এবং শ্রীমতী সরকারই নাকি ঐ সংগঠনগুলির সৃষ্টিকর্ত্রী ও পরিচালিকা।

শঙ্কর বাবুর এইরূপ বক্তৃতার পর স্থানীয় লোকেরা অত্যন্ত অবাক হইয়া যান, কারণ শঙ্কর বাবু কর্ত্তৃক উল্লিখিত কোন সংস্থার অস্তিত্বের কথা তাহাদের কাহারও জানা নাই এবং এইরূপ খাতে অর্থব্যয়ের কথাও তাহারা কখনও শোনেন নাই। শঙ্কর বাবুর উল্লিখিত বক্তৃতা শুধু জনসাধারণেরই বিস্ময় সৃষ্টি করে নাই, স্থানীয় মণ্ডল কংগ্রেসের সদস্যগণও এইরূপ ভিত্তিহীন বক্তৃতার তাল সামলাইবার কথা চিন্তা করিতে থাকেন। তাহারা শঙ্কর বাবুর নিকট এইরূপ বক্তৃতার দরুণ অভিযোগ করেন এবং তদুত্তরে শঙ্কর বাবু জানান যে, শ্রীমতী অরুণা সরকার নাকি তাহাকে এইরূপ সংস্থার কথা বলিয়া বিভিন্নভাবে অর্থ আদায় করিয়া লইয়াছেন। অবশেষে স্থানীয় লোকদের ক্ষোভ দেখিয়া শঙ্কর বাবু এই ব্যাপারে তদন্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদায় গ্রহণ করেন এবং আজ পর্য্যন্ত তদন্ত করার ত দূরের কথা কোন খবর পর্য্যন্ত লইয়াছেন কি না জানা যায় না।

এই ব্যাপারে জনসাধারণের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে যে—সরকারী টাকা যাহা দেওয়া হইতেছে তাহা সন্দেহজনকভাবে ব্যয়িত হইতেছে এবং সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহাই ধারণা করিতে লোকে বাধ্য হইতেছে যে, এই ব্যাপারে ২।১টী রুই কাতলাও জড়িত আছেন যাহাদের বাঁচাইবার তাগিদে ব্যাপারটী ধামা-চাপা দিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যে জিলা মহিলা সমিতির অধীনে এইগুলি পরিচালিত সেই জিলা মহিলা সমিতির সহিত স্থানীয় উচ্চ কর্তৃপক্ষের পত্নীরাও বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। তাহারা এই সমস্ত ব্যাপারগুলি জানেন কিনা আমরা জানি না তবে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার বোর্ড, কেন্দ্রীয় মহিলা সমিতি সাব কমিটী ইত্যাদি সংস্থা হইতে টাকা পাইতে হইলে জিলা কমিটীর মাধ্যমে পাইতে হয়। সুতরাং আমরা আশা করি এবিষয়ে তাহারা বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিবেন।

এদিকে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে এবিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানিবার কৌতূহল এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়া স্থানীয় মণ্ডল কংগ্রেস গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ আনাড়া সিনেমা হলে এক সভা আহ্বান করেন। স্থানীয় মণ্ডল কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্ত্তি এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় শঙ্করবাবুর উপস্থিত থাকিবার কথা থাকিলেও নানা অছিলায় তিনি এই সভায় অনুপস্থিত থাকেন। সভার প্রারম্ভেই শ্রীমতী সরকারের বিরুদ্ধে ১৪ দফা অভিযোগ আনা হয় ও তাহাতে জবাব দিতে বলা হয়। অভিযোগগুলি নিম্নরূপ :—

১। বর্তমান মহিলা সমিতির সভ্যা সংখ্যা কত?
২। পূর্ব্বতন সভ্যাদের সমিতি পরিত্যাগের কারণ?
৩। আপনার একনায়িকাত্ব মনোভাবের কারণ?
৪। সমিতির কোন গঠনতান্ত্রিক নিয়মাবলি আছে

কিনা? থাকিলে উহা কি?

৫। মাসিক অথবা বাৎসরিক দেয় চাঁদার হার?

৬। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত সরকার তথা অন্য কোনরূপ সংস্থা হইতে আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ ও তাহার ব্যয়ের হিসাব?

৭। আর্থিক সাহায্য ছাড়া আর কি কি সাহায্য কোন কোন সংস্থা হইতে পাইয়াছেন এবং সেগুলি কি ভাবে খরচ দেখান হইয়াছে?

৮। স্থানীয় রেলওয়ে কলোনীতে এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে আপনার সমিতির তরফ হইতে উন্নয়ন মূলক বা গঠনমূলক কাজের হিসাব এবং সে বাবদে অর্থব্যয়ের হিসাব?

৯। কলোনী সন্নিকটস্থ গ্রামগুলিতে কি কি ধরণের গঠনমূলক কাজ করিয়াছেন এবং সে বাবদে কত অর্থ আদায় করিয়াছেন তাহার হিসাব।

১০। শ্যামপুর উচ্চ প্রাথমিক গ্রাম্য বিদ্যালয়ের স্থান, কিভাবে বিদ্যালয় চলিতেছে? ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত? শিক্ষয়িত্রী কত জন কাহার কত বেতন ইত্যাদির বিবরণ।

১১। সমিতির আয় ব্যয়ের হিসাবের উপর অন্যান্য সভ্যাদের সহিত আলোচনা না করার কারণ?

১২। সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন না করার কারণ?

১৩। অন্যান্য সভ্যাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া বর্ত্তমান সভানেত্রী নির্ব্বাচনের কারণ?

১৪। অন্যান্য সভ্যাদের প্রতি আপনার অসদ্ ব্যবহারের কারণ?

অভিযোগগুলি শুনিয়া শ্রীমতী সরকার প্রথমতঃ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন ও পরে জানান যে তাহার ফাইল পত্রাদি না দেখিয়া তিনি এ বিষয়ে কোন জবাব দিতে রাজী নহেন। তদুত্তরে শ্রীঞ্জবলাল চক্রবর্ত্তি শ্রীমতীকে জিজ্ঞাসা করেন যে—কে কত টাকা হাত করিয়াছেন তাহার পরিষ্কার হিসাব চাই!

শ্রীমতী সরকার বলেন যে, যে সভায় শঙ্কর বাবু উপস্থিত নাই আর যে সভায় মেয়েছেলেদের প্রতি সম্মান রাখিয়া কথা বলা হয় না, সে সভায় তিনি কোন কথার জবাব দিতে প্রস্তুত নন। শ্রীঞ্জবলাল চক্রবর্ত্তি ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ইহার প্রতিবাদ করিয়া জনৈক কংগ্রেস কর্মী সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সভাপতি মহাশয় আবার আর এক কেলেঙ্কারী ফাঁস হইবার ভয়ে উভয়কে থামাইয়া দেন। তারপর সভা হইতে শ্রীমতী সরকারকে শ্যামপুর বিদ্যালয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়। ইহার জবাবে শ্রীমতী সরকার বলেন যে, ঐ বিদ্যালয় আনাড়া রেলওয়ে লোকোসেড সুপারভাইজার শ্রীহরদৎ সিংহের রেল কোয়ার্টারে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং বিদ্যালয় ওখানেই চলিতেছে। শ্রীমতী সরকারের এই জবাব শুনিয়া শ্রীহরদৎ সিংকে সভায় ডাকা হয় এবং শ্রীসিং শ্রীমতী সরকারের ঐরূপ বক্তব্য শুনিয়া বিশেষ কুপিত হন ও জানান যে শ্রীমতী সরকার সব ঝুট্ বাৎ বলিয়াছেন। তার ঘরে কোন বিদ্যালয় চলিতেছে না। তবে শ্রীমতী আভা চ্যাটার্জি নাম্নী কংগ্রেসনেত্রী কলিকাতা হইতে আসিলে এবং স্কুল পরিদর্শক আসিলে তার ঘরে স্কুল দেখাইবার জন্য মাত্র ১দিন ২ ঘণ্টার জন্য ঘরটি ধার নেওয়া হয় ও উহারা চলিয়া গেলে ২ ঘণ্টার পর আবার তার ঘর হইতে সব উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীসিং আরও বলেন যে ব্যাপারটি যে এতদূর গড়াইবে তাহা তাহার জানা ছিল না এবং জানা থাকিলে ঐরূপ ঘর ধার দিতেন না। শ্রীসিং এর এইরূপ জবাব শুনিয়া শ্রীমতী সরকার বলেন যে, —অবশ্য পরে তিনি হরদৎ সিংহের ঘর হইতে বিদ্যালয় উঠাইয়া নিজের ঘরে আনিয়াছেন। শ্রীমতী সরকারের এইরূপ জবাবের পর কাহারও আসল বিষয়টি জানিবার বাকী থাকে না। ব্যাপারটি লইয়া আরও ঘাঁটাঘাঁটি করিবার উদ্দেশ্যে, এই সময় মণ্ডল কংগ্রেস সদস্য ডাঃ নিত্যানন্দ মজুমদার, স্কুলের কে কে শিক্ষয়িত্রী আছেন এবং তাঁহাদের কাহাকে কত বেতন দেওয়া হয় ইত্যাদি শ্রীমতী সরকারের নিকট জানিতে চান।

শ্রীমতী সরকার ডাঃ মজুমদারের ঐরূপ প্রশ্নের জবাবে বলেন যে "আপনি নিজের ঘরে যেয়ে এ প্রশ্নের জবাব জিজ্ঞাসা করুন; কারণ আপনার স্ত্রীই তো এই বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী"। শ্রীমতী সরকারের এইরূপ উক্তিতে প্রথমতঃ ডাঃ মজুমদার একেবারে থ মারিয়া যান এবং অল্প পরে তারস্বরে চিৎকার করিয়া শ্রীমতী সরকারের

এইরূপ মিথ্যা কথার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তৎক্ষণাৎ শ্রীমতী সরকার শিক্ষয়িত্রীদের নাম সম্বলিত একটি কাগজে শ্রীমতী মজুমদারের সহি দেখাইয়া দিলে ডাঃ মজুমদার বলেন "আপনি ঐ সহি আমার স্ত্রীর নিকট হইতে মিথ্যা কথা বলিয়া আদায় করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে দরকার হইলে আমার স্ত্রী সমস্ত তথ্য আপনাদের জানাইবেন"। শেষটায় শ্রীমতী সরকার জানান যে, তিনি এইরূপ মৌখিক প্রশ্নের জবাব দিতে রাজী নহেন এবং যদি তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনিবার থাকে তবে তাহা লিখিতভাবে আনা হইলে তিনি লিখিতভাবেই তাহার জবাব দিবেন। ইহার পর সভার কাজ শেষ হয় এবং একদিন পরই শ্রীমতী সরকারকে লিখিতভাবে অভিযোগগুলি পাঠান হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং পরে তাহাকে রেজেষ্টারী করিয়া অভিযোগগুলি পাঠান হয়। বলা বাহুল্য এই ঘটনার কিছুদিন পর শ্রীমান শঙ্করবাবুকে লইয়া শ্রীমতী সরকারের কলিকাতা গমন ও কংগ্রেসের উদ্ধতন ব্যক্তিদের কাছে তদ্বির—স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিস্ময় ও কৌতূহল সৃষ্টি করিয়াছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই অঞ্চলে টেষ্ট রিলিফ ইত্যাদি কাজের দায়িত্বও তাহাকে দেন এবং এবিষয়ে যথেষ্ট গোলমালও হয়। যার ফলে "আনাড়া জোড়বেড়িয়া রাস্তা নির্মাণ কেলেঙ্কারী" ঘটনার উদ্ভব হয় এবং অর্দ্ধসমাপ্ত রাস্তাটি ঘটনার সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

শ্রীমতী সরকার আনাড়ার জনৈক রেলওয়ে গার্ডের স্ত্রী। গত সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীশঙ্কর নারায়ণ সিংহদেওএর পক্ষে ভোট যোগাড় কাজের মাধ্যমে কংগ্রেসের বিশেষ আশ্রয়লাভ করেন এবং তাহার পরই তিনি কংগ্রেস কর্ম্মীরূপে ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হন এবং বিবিধ সরকারী সুযোগের অনুগ্রহলাভ করিতে থাকেন। এবং এই স্বল্পকালের মধ্যেই ইহার প্রতি কংগ্রেসের অনুগ্রহ এরূপ ঘনীভূত হইয়া উঠিল যে, কংগ্রেস কর্মের ক্ষেত্রে অজ্ঞাত অখ্যাত সহসা আগন্তুক এরূপ একটি মহিলাকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যা পর্য্যন্ত করিয়া লওয়া হইল। পুরুলিয়া জেলার কংগ্রেস ইতিহাসে ইহাও এক অন্যতম অপূর্ব্ব ইতিহাস।

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়ায় রথ যাত্রা

চাষের কার্য্যে দেরী থাকায় অন্যান্য যে কোন বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর রথপর্ব্ব দেখিবার জন্য সহরে বহিরাগতদের ভীড় অনেক বেশী ছিল। বেলা ৩টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত নিবারণ পার্ক হইতে নামোপাড়ার রথতলা পর্য্যন্ত প্রায় ৫০।৬০ হাজারের উপর জনতা যাতায়াত করিয়াছে। পুনর্জন্ম হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য জগন্নাথ দেবের দর্শনের আশায় নামপাড়া এবং নিয়াঞ্চলের রাস্তা বা গৃহের ছাদে যে সকল নরনারী আকাশের মেঘাড়ম্বরকে উপেক্ষা করিয়া গভীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল তাহাদের আশা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রধান রাজপথকে ঘোর তিমিরাবৃত রাখিয়া জগন্নাথ দেব রাত্রি দশটার সময় বিশ্রাম স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন রাস্তা জনশূন্য, দর্শনাভিলাষী নরনারী গভীর ক্ষোভে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য কিম্বা ক্ষুধার তাড়নায় গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিয়াছে। আজ কয়েক বৎসর হইতে লক্ষ্য করা যাইতেছে, রথ পরিচালনার দায়িত্ব যাহাদের উপর তাহাদের অব্যবস্থায় এবং কার্য্য পরিচালনার ত্রুটিতে রথতলা পর্য্যন্ত পৌছাইতে রথটির রাত্রি ৯।৹।১০টা বাজিয়া যায়। সহরের নামোপাড়া দিকের হাজার হাজার নরনারী বিগ্রহ দর্শনলাভে বঞ্চিত হইতেছে, সমগ্র রাজপথ বৈদ্যুতিক আলোক হইতে বঞ্চিত হইতেছে এবং অন্ধকারের সুযোগে চোর, গুণ্ডা এবং ইতর শ্রেণীর লোকেরা তৎপর হইয়া উঠিতেছে। রাত্রি ৭।৹।৮টার মধ্যে যাহাতে বিশ্রাম স্থলে রথটি পৌছাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা কি রথ-কর্তৃপক্ষ করিতে পারেন না?

বর্ত্তমান বৎসরে অব্যবস্থা চরমে উঠিয়াছে। রথের চতুষ্পার্শ্বে দড়ির একটি বেষ্টনি থাকে এবং চতুর্দ্দিকে পুলিশ দ্বারা সুরক্ষিত থাকে—যাহাতে রথের চাকার নিকটে দর্শক কিম্বা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পৌছাইতে না পারে। কিন্তু এ বৎসর দড়ির কোন বেষ্টনি ছিল না ইহাতে যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটিবার আশঙ্কা ছিল।

ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

গত রবিবার ৫ই জুলাই শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে ইউনিয়ান ক্লাবে, পুরুলিয়া ইউথ

য়্যাশোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত ছোট গল্প প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষ্যে "বাংলা নাট্যধারা ও জীবন সমস্যা" সম্বন্ধে একটি আলোচনার আসর বসে। আলোচনায় সর্বশ্রী সত্যেন রায়, ডাঃ নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অজিত মিত্র, পৃথ্বিশ নারায়ণ সরকার প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনার পূর্ব্বে স্বর্গতঃ নাট্যাচার্য্য শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া সমবেত সকলে দুই মিনিট কাল নীরবে দণ্ডায়মান থাকেন।

কুমারী রীণা গঙ্গোপাধ্যায়—
'অভিনয়' গল্পের জন্য ১ম পুরস্কার

রবি গঙ্গোপাধ্যায়—
'শরিক' গল্পের জন্য ২য় এবং 'শ্রাবণ্যকে (P. M. I.)
'ইতিহাসের ছিন্ন পাতায়' গল্পের জন্য ৩য় পুরস্কার দেওয়া হয়।

সেলস্ এম্পোরিয়মে রহস্যজনক চুরি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পরিচালিত সেলস্ এম্পোরিয়ম হইতে গত ৭ই জুলাই নগদ ৪০০৲ টাকা চুরি গিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, রাত্রি ৮॥০ টার সময় দোকানের ম্যানেজার দোকান বন্ধ করিয়া চলিয়া যান। আনুমানিক রাত্রি ১০॥ টার সময় দোকানের প্রহরী তাঁহাকে সংবাদ দেয় যে দোকানে চুরি হইয়াছে। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিশ সন্দেহক্রমে দোকানের প্রহরীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। নগদ ৪০০৲ টাকা ছাড়া দোকানের আর কোন দ্রব্য অপহৃত হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

নামপাড়ায় চুরি

কয়েকদিন পূর্ব্বে নামপাড়ার শ্রীতিনকড়ি সরকারের বাড়ীতে সন্ধ্যা সাতটায় চুরি হইয়াছে। সকলের অনুপস্থিতির সুযোগে কে বা কাহারা বাড়ীতে ঢুকিয়া অলঙ্কারপত্র, জামা কাপড় প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

গলা টিপিয়া হত্যা

গত ১লা আষাঢ় চিপিদা গ্রামের জনৈক ঘন্টু মাহাতকে দোরোডি গ্রামের নিকট কে বা কাহারা গলা টিপিয়া হত্যা করিয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ, ঘন্টু মাহাতর সহিত তাহার মামাদের মামলা চলিতেছিল। গত রোহিনীর দিন মামাদের সহিত তাহার মারামারি হয়। গত ১লা আষাঢ় কাছারি হইতে নিজ গ্রাম চিপিদায় যাইবার সময় বৈকাল বেলায় উক্ত ঘটনা ঘটে।

বিবিধ সংবাদ

কেরল মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির নিকট চার্জ্জসীট পেশঃ—

কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীআর শঙ্কর গত ১০ই জুলাই শুক্রবার কেরল মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ সমন্বিত ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী স্মারক লিপিটি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করেন। এই স্মারক পত্রে কেরলে অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানেরও আবেদন জানানো হইয়াছে।

সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতির বিবৃতিঃ—

সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মারফৎ নির্বাচিত মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তনের নীতি কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ সমর্থন করিবার পর বোম্বাই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পথে কোন বাধা থাকিল না। দ্বিভাষী বোম্বাই রাজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করিবার বিষয় বিবেচনার জন্য সমিতির কার্য্যকরী পরিষদের এক সভা আহ্বান করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক চার্জ্জসীট পেশঃ—

পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিষ্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কুশাসন, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ প্রভৃতির ফিরিস্তি দিয়া এক চার্জ্জসীট প্রস্তুত করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বিরোধী দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু ও ভারতীয় রাজ্যসভার কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীভূপেশ গুপ্ত জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উক্ত চার্জ্জসীট রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন। চার্জ্জসীট পেশ করিবার দিন ধার্য্য করিবার জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ।

ভারতের মাটীতে স্বতন্ত্র তিব্বতী সরকারকে স্বীকার করা অযৌক্তিকঃ—

গত ৭ই জুলাই নয়া দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু বলেন যে দালাই-লামার প্রতি আমাদের মতই শ্রদ্ধা থাকুক না কেন এবং তিব্বতের ব্যাপারে আমাদের প্রতিক্রিয়া যাহাই হউক না কেন, ভারতের মাটীতে কোন প্রকার তিব্বতী সরকারকে স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অন্যায় ও অযৌক্তিক হইবে। দালাই লামার বিবৃতি উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহেরু আরও বলেন যে, এক্ষণে ভারতের ও বিদেশের প্রত্যেক লোকই বুঝিতে পারিতেছেন যে, দালাইলামা স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করিতেছেন, জবরদস্তিতে পড়িয়া কাজ করিতেছেন না। স্বাধীন লোকের মত দালাই-লামার যাহা মনে আসিতেছে তাহাই তিনি বলিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে বিবৃতি দিতে বাধা দিই নাই তবে বিবৃতি সম্পর্কে আমরা একমত নাই।

কেরল প্রসঙ্গে পশ্চিম পাঞ্জাবের রাজ্যপালের অভিমত ভারত সরকার কর্তৃক উক্ত রাজ্যপাল তিরস্কৃত

পশ্চিম পাঞ্জাবের রাজ্যপাল কেরল সমস্যা সম্পর্কে বলেন যে, যে সরকার জনসাধারণের ভোটে নির্ব্বাচিত হইয়াছে তাহাকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দ্বারা বানচাল করিয়া দিলে উহা পরিণামে হিংস্র অরাজকতা অপেক্ষাও ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া থাকে। কেরলে বর্ত্তমান কম্যুনিষ্ট সরকারকে আন্দোলনের চাপে গদিচ্যুত করা হইলে পরবর্ত্তী সরকারকেও হয়ত অনুরূপভাবে বিদায় লইতে হইবে। দেশের কোন এক অংশে সংবিধানগতভাবে নির্ব্বাচিত সরকারের এইরূপ অবস্থা হইলে পরিণামে উহা সারা দেশে কুফল সৃষ্টি করিবে। কেরলের কম্যুনিষ্ট সরকার সংবিধান সম্মত উপায়ে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার। কাজেই ইহার শাসন ক্ষমতায় থাকার অধিকার আছে। তাহার এই অভিমত প্রকাশ হইবার পর ভারত সরকার রাজ্যপাল শ্রীগ্যাডগিলকে ভর্ৎসনা জানাইয়াছেন।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

ব্লক হাকিমের খামখেয়ালে তিন হাজার টাকা লোকসান

পুঞ্চা থানার কৈড়া গ্রামবাসীগণ জানাইতেছেন

—এই অঞ্চল নিবাসী জনগণ পুনঃপুনঃ ২।৩ বৎসর নিদারুণ দুর্ভিক্ষের অসহনীয় দুঃখে প্রপীড়িত। ১৩৬৫ সালে সর্ব্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। এই মহাশঙ্কটে জনগণকে বাঁচাইবার জন্য সরকার চতুর্দ্দিকে টেষ্ট রিলিফ দ্বারা কাজ খুলিয়া ছিলেন। কিন্তু এখানে কোন কাজ খোলা হইল না। আমরা দেখিলাম জনগণ অভাবে অনটনে ক্ষুধায় মরণোন্মুখ। ব্লকে যাইয়া বি, ডি, ও. সাহেবের নিকট এখানে কাজ খুলিবার জন্য নানারূপ আবেদন নিবেদন জানাইতে লাগিলাম প্রায় ৩।৪ মাস যাবৎ। কিন্তু সাহেবের কৃপাদৃষ্টি এখানের গরীবদের দিকে কোন রূপেই আকর্ষিত হইতে চাহে না। অবশেষে আষাঢ় মাসের ২৫।২৬ তারিখে সাহেব আমাদের প্রতি বড় কৃপা করিয়া আমাদিগকে বর দিলেন, বলিলেন-আপনাদের গ্রামের বড়বাঁধ নামক পুষ্করীণী আপনারা আত শীঘ্র রেজেষ্ট্রী করিয়া দেন আমি ২।৫ দিনের মধ্যে কাজ খুলিয়া দিতেছি। আমরা আনন্দে অধীর, কিন্তু একটা চিন্তা, বাঁধের মালিক তো একজন নহে, গ্রামবাসী অনেক জন এ বাঁধের মালিক। এত জনকে বাঁধ রেজেষ্ট্রি জন্য খুলিয়া যাইতে হইলে কমপক্ষে ১০০৲ একশত টাকার দরকার, এই অভাবের দিনে এত টাকা পাওয়া যায় কোথায়? প্রতিজন যে নিজ খরচায় যাইবে, এমত অবস্থা কাহারও নাই। রেজেষ্ট্রি খরচের জন্য গ্রামা মহাজনদের নিকট উক্ত টাকা ঋণ লওয়ারই ব্যবস্থা করা হইল। যুক্তি হইল বাঁধে কাজ করিয়া এই ঋণ শোধ করা হইবে। ষ্ট্যাম্প আনা হইল, বি, ডি, ও সাহেব আইন অনুসারে দলিল ছাপাইয়া দিলেন, আমরা ৩১ আষাঢ় (১৩৬৫) পুরুলিয়া যাইয়া বাঁধ রেজেষ্ট্রি করিয়া আসিয়া সাহেবের নিকট উক্ত রসিদ দিলাম। ১৫।২০দিন কাটিয়া যাইবার পর সাহেব প্রকাশ করিলেন এবৎসর আর হইবে না। আগামী ১৩৬৬ সালে আপনাদের বাঁধে কাজ সর্ব্বাগ্রে

খুলিয়া দিব, আমরা নিরাশ হইয়া ফিরিলাম। বাঁধের জল বা মাছ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবৎসরও মাছ চাষ হইলনা। বঁধে এক বছর মাছ চাষ হইলে কম পক্ষে ১০০০৲ এক হাজার টাকার মত আয় হইত। বাঁধের পরিসর বেশ বড়। বাঁধে মাছ চাষ হইলে ইহাতে ৩০।৪০ মণ মাছ চাষ হয়, এই মাছ চাষ তো গেলই ইহা ছাড়া কার্ত্তিক মাস হইতে এই বাঁধের জল সেচন দ্বারা প্রায় ১০০৲ একশত বিঘা জমির উপর গম, পেঁয়াজ, রশুন, ছোলা, বেগুন, বিলাতী, ধনিয়া, জিরা, আলু, ফুটি, তরমুজ তামাক—ইত্যাদি চাষাবাদ করান হয়, এই চাষের ফসলে প্রায় ২০০০৲ দুই হাজার টাকার মত আয় হয়, তাহাও সাহেবের প্রলোভনে পড়িয়া হইল না। অবশ্য চাষ আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু সাহেবের প্রলোভনে বাঁধের জল কাটিয়া ফেলা হইল, উক্ত আবাদ সেচন অভাবে মরিয়া শেষ হইয়া গেল। এবৎসর পৌষ মাঘ মাস হইতেই আমরা বাঁধের কাজ খুলিবার জন্য সাহেবের নিকট তদ্বীর করিতে লাগিলাম, সাহেব বলেন হাঁ হবে, আপনাদের বাঁধে কাজ আমি সকলের আগে শীঘ্রই খুলিয়া দিতেছি। এই প্রলোভন বাক্যে আমরা সাহেবের নিকট যাই আর আসি। অবশেষে সাহেব এপর্য্যন্ত আর বাঁধের কাজ খুলিলেন না। বাঁধের কাজ কেন—এ মৌজায় মাত্র লিকি মাইল একটী রাস্তার কাজ ছাড়া আজ পর্য্যন্ত কোন কাজই টেষ্ট রিলিফ দ্বারা করান নাই। এক্ষণে আমাদের উপায় কি? এত-বড় বাঁধ—জলাশয় শুষ্ক হইয়া পড়িয়া রহিল, এই জলাশয় অবলম্বনে সচরাচর আমাদের প্রায় ৩০০ তিন শত একর ধানি জমি সেচন হয়। এই বাঁধের বিরাট পাড় এই মহা অভাবের দিনে আমরা বাঁধিবই বা কি করিয়া? এই বাঁধের কাটান বাঁধিতে কম পক্ষে ১৫০৲ দেড়শত টাকার প্রয়োজন। এই মহা দুর্দ্দিনে উক্ত খরচই বা আমরা পাই কোথায়?

পুরুলিয়ার ঐতিহ্যমণ্ডিত হরিবোলের শোচনীয় পরিণতি

গত ১৮ই আষাঢ় হইতে পুরুলিয়া চকবাজার ষোল আনার উদ্যোগে—নবরাত্রিব্যাপী হরিবোল উৎসব সুরু হয়। অন্যান্য বৎসর এই উৎসবকে উপলক্ষ করিয়া জন-সাধারণের মনে অশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইত। জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে খ্যাতনামা কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায় যোগদান করিত। এবং ধুলট উৎসবে মণ্ডপ সজ্জা সহ বিরাট শোভাযাত্রা নগর প্রদক্ষিণ করিত। সুদৃশ্য মণ্ডপ সজ্জাগুলিকে কেন্দ্র করিয়া একটি বিশিষ্ট শিল্পপ্রতিভার উন্মেষ হইতেছিল। কিন্তু এই বৎসর ইহার কিছুই পরিলক্ষিত হয় নাই। ৩।৪টি দল ব্যতীত সহরের বিভিন্ন এলাকার কোন দলই উৎসবে কিম্বা ধুলটে যোগদান করে নাই। অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই এই বৎসর হরিবোল ও ধুলট উৎসবসম্পন্ন হইল।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত
দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোদ কুষ্ঠ, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কান রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, শত্রু মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাগুরিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্ট্রিক আলসার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গান্ধী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাই-য়াছেন। ১২নং মিলিত করচের মূল্য ১৫৲ টাকা। স্পেশাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ; বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

UNIQUE OPPORTUNITY.
PHONETIC COMMERCIAL INSTI
PURULIA,—Raghunathpur.
(July Session)

Admission going on in Shorthand, Typewriting (English & Hindi), Telegraphy (Railway & Postal standard), A. S. M's Course, Book-keeping etc Lodging available with moderate charge. 95% of the passed students from this Instt. getting appointments both in Govt. & Railway Offices every year.

Apply with Eight nP. stamp to the Principal, Phonetic Commercial Institute, P. O. Purulia. Seats limited.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
২৯শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৩রা শ্রাবণ, ১৩৬৬—২০শে জুলাই ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য ৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

জহরলালের বীরত্ব!

সম্প্রতি আসাম পাকিস্থান সীমান্তে ভারতের জনপদে পাকিস্থানী গুলীবর্ষণ বেশ জোরদার ও অব্যাহত ভাবে চলিতেছে। ব্যাপার এই দাঁড়াইয়াছে যে—ভারতের অধিবাসীরা সীমান্ত অঞ্চল ছাড়িয়া পলাইয়া আসিতেছে, বহু গরু, বাছুর মরিয়াছে, পাকিস্থানের লোক আসিয়া ভারতের গ্রামগুলিতে যথেচ্ছ লুটপাট করিতেছে। ভারত হইতে কি করা হইতেছে? পাকিস্থানের কাছে প্রতিবাদ পত্র পাঠান হইতেছে—যাহা আয়ুব খাঁ ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলিয়া, আরও মেসিন গান পাঠাইয়া আরও বেশী গুলি চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছে।

কি রকম একটা ক্লীব ও নপুংসক সরকার ভারতবর্ষের দায়িত্ব লইয়া আছে তাহা এই পাকিস্থানের ব্যাপারেই দেখা যাইতেছে। পাকিস্থান আমেরিকার অস্ত্রে শক্তিমান হইয়া ভারতের জমি দখল করিতেছে, গুলি চালাইয়া ভারতবাসীদের মারিতেছে, তখন জহরলাল কোন উচ্চবাচ্যই করিতেছেন না—বড় জোর লোক সভায় একটা বক্তৃতার ভাঁড়ামি করিবেন—এই পর্য্যন্ত, কিন্তু এদিকে বাহাদুরীর অন্ত নাই; কেরালার ব্যাপারে বীরত্বের অন্ত নাই। এই বীরত্বটা পাকিস্থানের ব্যাপারে দেখাইলেই কাজ হইত—কিন্তু তাহা করিতে গেলে আমেরিকার কাছ হইতে ধার পাওয়া যাইবে না। সুতরাং পাকিস্থান ভারতবাসীকে গুলি করিয়া মারুক—আর জহরলাল বক্তৃতা দিন—পঞ্চশীল!

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

ওয়েল ফেয়ার অফিসারের বদান্যতা

পটমদা থানার অন্তর্গত দুবরাজপুর মৌজার শ্রীদাসু মাহাত, শ্রীনকুল মাহাত, প্রভৃতি গ্রামবাসীগণ জানাইতেছেন ঃ—আমরা ধানের জন্য বড়াল ওয়েল ফেয়ার অফিসে যাই। ওয়েল ফেয়ার অফিসার আমাদিগকে ধান্ত দিবেন বলিয়া জানান তবে মণ পিছু এক টাকা করিয়া লাগিবে। চাষের কাজ হইবে না বলিয়া আমরা বাধ্য হইয়া নিম্নলিখিত লোকগুলি টাকা দিয়া ধান্ত আনিয়াছি।

১। সর্ব্বশ্রী দাসু মাহাত,—৩৲ (২) নকুল মাহাত—২৲ (৩) গুহিরাম মাহাত—৩৲ (৪) শ্যাম মাহাত—২৲ (৫) বুচন মাহাত—২৲ (৬) শঙ্কর মাহাত—২৲ (৭) সুফল মাহাত—৪৲ (৮) সলাবৎ মাহাত—৪৲ (৯) বিকল মাহাত—৩৲ (১০) জীবন মাহাত—৩৲ (১১) পরভু মাহাত—৩৲ (১২) পরাণ মাহাত—২৲ (১৩) সুরেন্দ্র মাহাত—২৲ (১৪) লুফড়া মাহাত—৪৲ (১৫) হাগুরু মাহাত—৪৲ (১৬) মতিরাম মাহাত—৪৲ (১৭) রবি মাহাত—৩৲ (১৮) রঘু মাহাত—২৲ (১৯) মানিক মাহাত—৪৲ (২০) লক্ষীরাম মাহাত—৩৲।

পুরুলিয়া জেলার সমাজ শিক্ষার নমুনা শীর্ষক প্রকাশিত পত্র প্রসঙ্গে

মধুতটী গ্রাম হইতে শ্রীপতিত পাবন চৌধুরী জানাইতেছেন ঃ—"পুরুলিয়া জেলায় সমাজ শিক্ষার নমুনা" শীর্ষক মৎলিখিত পত্রের প্রতিবাদ গত ৭ই আষাঢ় 'মুক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনজন প্রতিবাদীই মধুতটী গ্রামস্থ কল্যাণ লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ানের পদটী (৭৫৲ বেতন) পাইবার জন্য চেষ্টিত। আমার অভিযোগ খণ্ডন না করিয়া ব্যক্তিগত আক্রমণ ও হীন গলাবাজী ছাড়া উহাতে আর কিছুই নাই।

প্রথম অভিযোগ ছিল যে, কমিটি সারা গ্রামের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারে না, তাহার জবাবে একটি তথাকথিত মিটিং এর কথা সাড়ম্বরে বলা হইয়াছে। কিন্তু একটি পাড়ায় সীমাবদ্ধ লাইব্রেরীর গণ্ডীবদ্ধ এক ঘরোয়া কমিটির গোপন কোন মিটিংকে সমস্ত গ্রামবাসীর বলা চলে না।

দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল কাদার গাঁথনি। ৬০০৲ টাকা ব্যয়ে নাকি বারান্দা সহ দু'টি মাঝারি রুমের পাকা গাঁথনি করা যায় না বলিয়া প্রতিবাদীরা আমলাতান্ত্রিক ফতোয়া জারী করিয়াছেন। পাকা গাঁথনি যদি অসম্ভবই হয়, তবে সারা গ্রামকে না ডাকিয়া একটী পাড়ার মাতব্বরী না করাই উচিত ছিল। সারা গ্রাম থাকিলে দেওয়াল পাকা হইতে পারিত।

৩য় অভিযোগ ছিল মহিলা কেন্দ্রের সরকারী প্রদত্ত জিনিষ গুলির "অসদ্ব্যবহার"। "ইঁদুরে"র আতঙ্কে নাকি সতরঞ্চি দেওয়া হয় নাই বলিয়া সাফাই গাওয়া হইয়াছে। তবে স্থল কর্তৃপক্ষ কেন বেঞ্চ দিয়াছিলেন? আর এতদঞ্চলে সর্ব্ব প্রথম মেয়েদের নাটিকাভিনয়ে ("রামের সুমতি") "ইঁদুর" আবিষ্কারের অর্থ আত্মদোষ গোপনের বদ্ মতলব।

৪র্থ অভিযোগ রঘুনাথপুর ব্লকের L. S. E. O সম্বন্ধে। প্রতিবাদীরা বলিয়াছেন যে উহা নাকি অসৌজন্য; উক্ত ভদ্রমহিলা বেতনভুক্ত সরকারী কর্মচারী, শুধু মহিলা নহেন পক্ষপাতত্ব করিয়াছিলেন বলিয়াই এই অভিযোগ। গ্রামের মেয়েদের প্রকাশ্য নাটিকাভিনয়ের জন্য মহিলাকেন্দ্রের সরঞ্জাম না দেওয়ার চেয়েও কি উহা বেশী অসৌজন্য? গ্রামের ৬০০ জনসংখ্যা সমন্বিত একটি অংশকে সব ব্যাপারে কেন বাদ দেওয়া হইল সে সম্বন্ধে প্রতিবাদীরা কোন উচ্চবাক্য করেন নাই। আমি মধুতটী গ্রামের লোক নই বলিয়া বলা হইয়াছে। জ্ঞাতার্থে জানাই এই গ্রামে আমার বাড়ী ও জমিজমা আছে। আমি একজন ভোটার সুতরাং বহির্গ্রামের বলিয়া সরকারী অফিসারদের কাছে কৈফিয়ৎ প্রদান করিবার মতলবটির মধ্যে দেখা যায় প্রতিবাদীরা কেমন ধরণের মহাজ্ঞানী।

(এই বিষয়ে আর কোন বাদ-প্রতিবাদ অতঃপর প্রকাশিত হইবে না— মুঃ সঃ)

মুক্তি

৩রা শ্রাবণ, সোমবার

সমাজ কল্যাণের স্বরূপ

কেন্দ্রে একটী 'সমাজ কল্যাণ বোর্ড' আছে—তাহাকে সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার বোর্ড বলা হয়। তাহার শাখা প্রশাখা বিভিন্ন রাজ্যগুলিতেও আছে। বাংলা দেশেও একটী সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ আছে। সমাজ কল্যাণের নামে তাহাদের মারফত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হইয়া থাকে। এই সমাজ কল্যাণের কাজ সাধারণতঃ মহিলারাই করিয়া থাকেন। গ্রামে গ্রামে এজন্য কেন্দ্র করা হইতেছে—মহিলা সমাজ সেবিকারা গ্রাম সেবিকা বলিয়া অভিহিত। প্রসূতি ও শিশু কল্যাণ, মহিলাদের সমাজ জ্ঞান শিক্ষা, কারিগরী, শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা, দুগ্ধ বিতরণ প্রভৃতি কার্য্য ইহাদের করার কথা।

সরকারী সমস্ত ব্যাপারের মতই এই ব্যাপারেও সমাজ কল্যাণের নামে সরকারী লক্ষ লক্ষ টাকা কেবল অপচয় হইয়া চলিয়াছে। ১৯৫৮ সালের এক রিপোর্টেই প্রকাশ যে এই প্রতিষ্ঠানটি 'সমাজ অকল্যাণের' এক একটি কেন্দ্রে হইয়া পড়িয়াছে। নানা অবাঞ্ছিত ঘটনায় অধ্যুষিত এই প্রতিষ্ঠানটীর কেন্দ্রগুলি অবাঞ্ছনীয় লোকের বিহারের ক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছে। বিষয়টীর সম্বন্ধে আমরা বিশদ আলোচনা করিতে চাহি না। এখানেই যে সমস্ত কার্য্যধারা দেখা যাইতেছে তাহা প্রকাশ করিতে হইলে সভ্যতি রক্ষা করিয়া প্রকাশ করা মুস্কিল। ইহার উপরে এগুলি আবার ক্ষেত্র বিশেষে কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রপাগাণ্ডার এক একটী কেন্দ্র। নমুনা স্বরূপ মানবাজার থানায় পায়রাচালী গ্রামে যে কোন লোককে যাইয়া দেখিতে বলি—'সমাজ কল্যাণের' একটী অপূর্ব্ব নমুনা দেখিতে পাইবেন। এবিষয়ে রিপোর্ট যাহা বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে—

কোন কোন সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রে অপ্রীতিকর ও অশালীন ঘটনা চলিয়াছে। কারণ গ্রাম্য তরুণদের সঙ্গে সমাজ সেবিকার অবাঞ্ছনীয় মেলামেশা।

এবিষয়ে একদিকে যেমন গ্রাম্য তরুণদের দায়ী করা হইয়াছে অন্যদিকে আবার বহু ক্ষেত্রে সমাজ সেবিকাদেরও দায়ীত্ব লঘু করা হয় নাই।

কর্তৃপক্ষ ২৫ বৎসর বা তদূর্ধ বৎসর মেয়েদের এ কাজে নিযুক্ত করিতে চাহিলেও—অনুরূপ কোন কর্মী না পাওয়ায় তাহার চেয়ে কম বয়সের মেয়েদের নিযুক্ত করিতেছেন এবং ইহারা অধিকাংশই সহরের মেয়ে হওয়ার দরুণ ইহারা গ্রামে যাইয়া খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছে না।

বহু ক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রগুলি গ্রামের দলীয় রাজনীতির সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, ফলে নানা গোলমাল হইতেছে। যে সব মেয়েদের নিযুক্ত করা হইতেছে বহু ক্ষেত্রে তাহাদের আবার বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হইতেছে। স্বজন পোষণ ও অন্যান্য ব্যাপার তো আছেই। তারপর এই সমস্ত মেয়েদের গ্রাম্য সমাজের সহিত পরিচয় না থাকায় এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের খাপ খাওয়াইতে না পারায় গ্রামে ইহাদের চাল চলন সহজভাবে গৃহীত হইতেছে না—এবং বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইতেছে।

আর পর্ষদ কর্তৃপক্ষের অবিবেচনার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকার ঔষধ পত্র, জিনিষ পত্রাদি নষ্ট হইতেছে, পাচার হইতেছে—উপযুক্ত ডাক্তার, নার্সের অভাবে তাহা কাজে না লাগিয়া বরবাদ হইতেছে ইত্যাদি।

সমস্ত রিপোর্টটীতে কোথাও এই কাজের সম্বন্ধে কোন দিক দিয়াই কোন প্রকার কল্যাণের উল্লেখ নাই। সমস্ত কাজটাই একটা ভ্রান্তিকর অব্যবস্থার পরিচয় দিতেছে। রিপোর্টটী কংগ্রেস গবর্মেণ্ট কর্তৃক নিয়োজিত দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাই সমস্ত বিষয় তদন্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমরা যাহা দেখিতেছি—তাহার সম্পূর্ণ বর্ণনা করিলে হয়তো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইহা অলীক নিন্দাবাদ বলিয়াই উড়াইয়া দিতেন, কিন্তু এই রিপোর্টের পরে নিশ্চয়ই তাহারা তাহা করিবেন না; কিন্তু পরিবর্তনও যে কিছু হইবে সে ভরসাও নাই। কারণ কে কাহাকে সংশোধন করিবে? যাহারা দায়িত্ব লইয়া আছেন তাহারা নিজেরাই এ বিষয়ে অপরাধী সুতরাং ইহার সংশোধন হওয়াও সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে যে, এই বহু ক্ষেত্রে যেমন গ্রামের তরুণদের সমাজ সেবিকাদের সম্বন্ধে অবাঞ্ছনীয় আচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে, তেমনি এই অপরাধে বহু ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসার যাহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে এই সমস্ত সমাজ সেবিকাদের পরিচালনা করিতেছেন—তাহাদেরও সমভাবেই অভিযুক্ত করা যাইতে পারে। আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখিতেছি ব্লকের জিপ বি, ডি, ও সহ সমাজ সেবিকাদের প্রমোদ ভ্রমণের যান রূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। জনসাধারণ এ বিষয়ে তাহাদের বিরাগ এবং বিরক্তি প্রকাশ করিলেও—কে ইহাদের কথা শুনিবে?

দু একটী ক্ষেত্রের কথা বলিতে পারি যে, ব্লকের সহযোগে যে সমাজ সেবার উপদেষ্টা কমিটী গঠন হইয়াছে তাহাতে স্থানীয় অভিজ্ঞ এবং উৎসাহী মহিলা কর্মী থাকা সত্ত্বেও তাহাদের লওয়া হয় নাই। কংগ্রেসী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নির্ব্বাচন ক্ষেত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে যাহাদের লইয়া কমিটী করা হইয়াছে তাহাদের দ্বারা সমাজ সেবার কাজে গ্রামের অশ্রদ্ধাই সৃষ্টি হইতে পারে—সমাজ সেবার ক্ষেত্র তৈরী হয় না।

অবশ্যই এই সরকারী 'সমাজ সেবা' রূপ কার্য্যধারার রূপ সত্যই অন্য প্রকার হইতে পারে না। একদিক হইতে দেখিলে দেখা যাইবে যে, সব কাজই একই ধারায় চলিতেছে। যেমন ব্লক ডেভলাপমেন্ট—তেমনি সমাজ সেবা, তেমনি রিলিফ, তেমনি লোন এবং সর্ব্বোপরি শাসন ব্যবস্থা। কোন দিকে দেখিবে? একই বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা মাত্র। নিম গাছের ডালপালা বিভিন্ন হইলেও সব পাতার স্বাদ তিক্তই হয়।

গোড়ার কথা হইল নৈতিক পরিবেশ। দেশে যদি এই নৈতিক পরিবেশ প্রাধান্য লাভ করে দৃঢ় হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত কাজ তাহা দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু দেশের শাসন ব্যবস্থা, শাসন নেতৃত্ব এবং কংগ্রেসী নেতৃত্ব যাহারা শাসন পরিচালনা করিতেছেন তাহারা সমস্ত দিক দিয়া সর্ব্বতোভাবে দেশে এক নৈতিক পরিবেশকে কণ্ঠরোধ করিয়া মারিবার কাজেই তৎপর হইয়াছেন। ইহারা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্ত প্রকার দুর্নীতির স্রষ্টা, ধারক ও বাহক হইয়া একমাত্র যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা লাভ ও আয়ত্তের উদ্দেশ্যে সমস্ত কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন এবং তাহারাই উপযুক্ত লোক—পুরুষই হোক আর মেয়েই হোক—নিযুক্ত করিতেছেন। এক্ষেত্রে জনসাধারণের সহযোগিতা, নির্দ্দলীয় কার্য্যধারা এগুলি কেবল কতকগুলি মিথ্যা ও ভণ্ডামীর শ্লোগান মাত্র। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে কোটী কোটী সরকারী টাকা অপচয় করিয়া 'সমাজ সেবার' নামে যদি কেবল কতকগুলি (সরকারী রিপোর্টের ভাষাইই) অপ্রীতিকর অশালীন ও অবাঞ্ছনীয় কাজেরই কেন্দ্র সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে তবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কারণ যাহারা ইহার স্রষ্টা ও পরিচালক তাহাদের ইহাই কাম্য ও লক্ষ্য।

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে

হাজারিবাগের একটী সংবাদে প্রকাশ যে—হাজারিবাগ জেলার আরগাড়া নামে একটী জায়গার সাব-পোষ্ট মাষ্টার—সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকা হইতে সাতান্ন হাজার (৫৭০০০৲) টাকা আত্মসাৎ করিয়া পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে। যাইবার পূর্ব্বে সে পোষ্ট অফিসের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একখানা চিঠি লিখিয়া যায় যে—বড় বড় অফিসার যাহারা সফরে আসিত তাহাদের ভোজে, উপহারে বহু টাকা তাহাকে খরচ করিতে হইল বলিয়া সে এই টাকাটা আত্মসাৎ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এ চিঠি যখন কর্তৃপক্ষ পান তখন সে নাগালের বাহিরে।

আরও প্রকাশ যে এই পোষ্ট মাষ্টারটীকে তিনবার বদলী করা হইয়াছিল কিন্তু কোন রহস্যময় কারণে প্রত্যেকবারই তাহা নাকচ হইয়া যায় এবং সে একাদিক্রমে ৭ বছর একই জায়গায় থাকে। বদলী নাকচ হইবার না হয় বহু কারণ থাকিতে পারে। উপরিওয়ালার সঙ্গে আত্মীয়তা, নানাভাবে তাহার সন্তুষ্টি বিধান, এবং সর্ব্বোপরি যদি কোন মন্ত্রীর দারোয়ানের কুটুম্বও হওয়া যায় তবে বদলী হওয়া বা বদলী নাকচ করা স্বেচ্ছাধীন। কিন্তু প্রধান প্রশ্ন এই যে ইনি ভারতবর্ষ হইতে পাকিস্থানে যাইবার পাশপোর্ট ও ভিসা কোথায় পাইলেন? সর্বত্রই শাসন যন্ত্রটা যে একটা অকেজো যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে ইহা তাহার একটী প্রকট পরিচয়। আমাদের দেশে যে যাহা খুশী করিতে পারে তবে তাহার তরিকা জানা চাই।

কিন্তু এই ব্যাপারে আর একটী কৌতুকজনক ব্যাপারের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ডাক কর্তৃপক্ষ নাকি স্থির করিয়াছেন যে, অপহৃত ৫৭০০০৲ টাকার মধ্যে ১৮০০০৲ আঠার হাজার টাকা হাজারিবাগ হেড পোষ্ট অফিসের চারিজন কেরাণীর নিকট হইতে কিস্তি করিয়া আদায় করা হইবে। ইহারা কি পরিমাণে ইহার জন্য দায়ী তাহা জানা যায় না, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া হবুচন্দ্র রাজার ব্যবস্থার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সমস্ত ঘটনাগুলির গুরুত্ব এই দিক দিয়া যে, আমাদের শাসন ব্যবস্থা কেমন ভাবে চলিতেছে তাহার এক একটা দিগ্‌দর্শন জনসাধারণকে দেয়।

পাড়ায় মণ্ডল কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি সি ক্লাস দাগী

যে কোন প্রতিষ্ঠানই হোক না কেন রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান,—তাহা যদি দুষ্টের আশ্রয় স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় তবে তাহা জনসাধারণের পক্ষে একটা বিপদ স্বরূপ হইয়া পড়ে। বিশেষ করিয়া যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান শাসন ক্ষমতায় আসীন তাহা যদি দুই লোক দ্বারাই অধ্যুষিত হয় তবে সেই ক্ষমতা কেবল দুই লোকের দুষ্কৃতি সাধনের কাজেই ব্যবহৃত হয়। শাসন দুঃশাসনে পরিণত হয়।

পুরুলিয়া জেলায় পাড়া থানায় কয়েকটী তথাকথিত মণ্ডল কংগ্রেস কমিটী আছে। বর্ত্তমান সময়ে অন্ততঃ এই জেলায় যাহারা মনে করে, কংগ্রেস মেম্বার হইলে নিজের কিছু লাভের সম্ভাবনা আছে, বা কংগ্রেস মেম্বার হইলে নির্বিঘ্নে দুষ্কার্য্য করা যায় বা দুষ্কার্য্যের শাস্তি হইতে রেহাই পাওয়া যায়—তাহারা ছাড়া কোন লোক কংগ্রেস মেম্বার হয় না। সুতরাং এই সব মণ্ডল কংগ্রেস কমিটীগুলি সেই প্রকারের লোক লইয়াই গঠিত হইয়াছে।

কিন্তু তাহার রূপটা কি রূপ তাহা পাড়ার একটী মণ্ডল কংগ্রেস কমিটী দ্বারাই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। পাড়ায় নড়িহা মণ্ডল কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীশরৎ বাউরী—ইনি একজন খ্যাতনামা সি ক্লাস দাগী। ইহার বাড়ী তুরুরাডি গ্রামে। কিছুদিন পূর্ব্বে উদয়পুরে শ্রীরাধু চারের বাড়ীতে একটি ডাকাতি হয়। ডাকাতির পরে গৃহস্বামীর পক্ষ হইতে পুলিশকে বলা হয় যে, শ্রীশরৎ বাউরীর ঘর যদি অবিলম্বে খানাতল্লাসী করা হয় তবে ডাকাতির মাল পাওয়া যাইবে। কিন্তু পুলিশের সাধ্য নাই তাহার বাড়ী খানাতল্লাসী করে—কারণ সে মণ্ডল কমিটীর প্রেসিডেন্ট সভাপতি। দেশের চোর ডাকাতেরা যদি কংগ্রেস সভাপতির পক্ষপুটে আশ্রয় লাভ করিয়া নিরাপদ হইতে না পারে তবে এই সমস্ত লোককে কংগ্রেসে আনিবার সার্থকতা কি? কংগ্রেসের রাম নাম রত্নাকরকে বাল্মীকি করিয়া দেশে যে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছে!

আর একটী ঘটনা! জনৈক কংগ্রেসী এম, এল, এ অপ্রতিহত প্রভাবে রাজশাসন করিতেছিলেন। থানার জনৈক স্পর্দ্ধিত পুলিশ তাহার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ পাইয়া তাহার বিরুদ্ধে ১০৭ ধারার মামলা আনিবার ব্যবস্থা করে। তাহার এই অবিবেচনার ফলে উচ্চমহলে সাড়া পড়িয়া যায়, সকলে চঞ্চল ও বিচলিত হইয়া এমন একটী অসামাজিক কাজ যাহাতে না হয় তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। ফলে এম, এল, এর মুক্তিলাভ এবং পুলিশের ভ্রূকুটী লাভ!

দুই রকমের নমুনা দেওয়া হইল, আর একটী নমুনা দেওয়া হইতেছে। বাংলা সরকারের বদান্যতায় একটী শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়া শিক্ষায় অনগ্রসর এই জেলায় শিক্ষা প্রসারের মহৎ প্রচেষ্টায় নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছেন। হিসাব রাখিবার ত্রুটীতেই তোক বা যে কারণেই হোক একটা বেশ মোটা টাকার গোলমাল হয়। এবং তাহা এই পর্য্যায়ে আসিয়া পড়ে যে পুলিশের এন্‌ফোর্সমেন্ট বিভাগ ইহা কেবল সদুদ্দেশ্যপূর্ণ মার্জ্জনীয় ত্রুটী মনে না করিয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করে এবং ইহার জন্য দায়ী ব্যক্তিটীকে গ্রেপ্তার করিবারও স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে। কিন্তু তাহারা ইহার বেশী অগ্রসর হইতে পারে না। হাত পা গুটাইয়া পরমব্রহ্মের ধ্যানে সমাধি লাভ করে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর অবশ্যই এসমস্ত তুচ্ছ ব্যাপার জানিবার কথা নয়, জানিলে হয়ত তিনি আসিয়া এই রকম একটী প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদ্ঘাটন বা ভিত্ত প্রস্তর স্থাপন বা ঐরকম একটা আশীর্ব্বাদী ধরণের কোন কিছু নিশ্চয়ই করিতেন না। কিন্তু যখন ইহা হইলই তখন জনৈক কর্তৃপক্ষস্থানীয় সরকারী কর্মচারী সখেদে বলেন যে—পূর্ব্বে জানিলে এরূপ একটী প্রতিষ্ঠান গড়িয়াই রাখা যাইত চাকরীর ঝকমারী করিতাম না।

আমরা অভিযোগ করিতেছি না—কেবল পরিস্থিতিটা জনসাধারণের সমক্ষে রাখিতেছি। মণ্ডল কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি যদি কোন 'পুলিশ সাসপেক্ট' বা পুলিশের দাগী হয়, তবে তাহা ক্ষুদ্র ক্ষেত্র হইলেও বৃহৎ এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রের ধারার নিশানা মাত্র। ইহাদের পরিচালিত সমস্ত শাসন ব্যবস্থাও ইহার ধারক বাহক। দেশবাসী ইহা উপলব্ধি করিলে এবং মোহমুক্ত হইয়া এ বিষয়ে অবহিত হইলে আজ না হোক কালও ইহাতে লাভবান হইবেন—এই জন্যই এগুলি তাহাদের সামনে উপস্থিত করিতেছি।

ভোটার তালিকার সংশোধন

১৯৫৯ সালে যাহারা ভোটার হইবার যোগ্য তাহাদের সম্পূর্ণ তালিকার খসড়া ১লা আগষ্ট জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইবে বলিয়া এক সরকারী প্রেস নোটে জানান হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, পুরুলিয়া জেলার ডেপুটী কমিশনারের অফিসে, এস, ডি, ও র অফিসে সমগ্র ভোটার তালিকা এবং প্রতি থানাতে থানার ভোটার তালিকা ১লা আগষ্ট হইতে রাখা থাকিবে। জনসাধারণ এই ভোটার তালিকা দেখিয়া, যদি কোন যোগ্য ভোটারের নাম তালিকায় না থাকে অথবা ভুল থাকে তবে ১লা আগষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০ দিনের মধ্যে তাহাদের আপত্তি নির্দ্দিষ্ট ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

আপত্তি দাখিল কোথায় করিতে হইবে?

১। পুরুলিয়া, ঝালিদা, আড়ষা নির্বাচন ক্ষেত্র—ডেপুটী কমিশনার, পুরুলিয়া।

২। রঘুনাথপুর, কাশীপুর, মানবাজার এবং বলরামপুর নির্বাচন ক্ষেত্র—এস, ডি, ও পুরুলিয়া।

ইহারা উক্ত উক্ত ক্ষেত্রের ইলেক্টোরেল রেজিষ্ট্রেশন অফিসার।

৩। শ্রী এ, আর বসু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পুরুলিয়া জেলার সমস্ত নির্বাচন ক্ষেত্রগুলির 'রিভাইজিং অথরিটী'—তাহার নিকট সমস্ত জায়গার আপত্তিই পাঠান চলিবে।

আপত্তি ডাকেও পাঠান চলিবে। ভোটারের নামভুক্ত করিবার এবং ভোটার সম্বন্ধে আপত্তি করিবার ফরম পুরুলিয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ইলেকসন অফিসে চাহিলেই বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে।

ভোটার হইবার যোগ্যতা

নারী বা পুরুষ যাহাদের বয়স ২১ (একুশ) হইয়াছে এবং সাধারণভাবে যাহারা ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত নির্বাচন ক্ষেত্রে বাসিন্দা আছেন—তাহারাই ভোটার হইবার যোগ্য।

জনসাধারণের কর্ত্তব্য

যাহারা ভোটার হইবার যোগ্য তাহাদের নাম যদি ভোটার তালিকায় না থাকে অথবা যদি নাম ভুল থাকে তবে সে ভোট দিতে পারে না।

এই যে আমাদের ভোট দিবার মৌলিক অধিকার রহিয়াছে ইহা মস্ত বড় অধিকার। আমরা ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করি—তাহারা দেশের শাসন পরিচালনা করে। কিন্তু এই ভোটের অধিকার সম্বন্ধে আমরা উদাসীন, বিশেষ মাথা ঘামাই না, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে। **ভোটের অধিকার এবং ভোটের গুরুত্ব এই দুই বিষয়েই আমরা বিশেষভাবে উদাসীন।** কোন দেশের জাতীয় নাগরিক জীবনে ইহা অপেক্ষা বড় বিড়ম্বনা আর কিছু নাই।

এবিষয়ে আমাদের সচেতন হইতে হইবে। গ্রামের জনসাধারণ বিশেষ করিয়া যাহারা একটু লেখাপড়া জানেন তাহারা এবিষয়ে অবহিত হউন। গ্রামের প্রত্যেকটি লোক থানায় যাইয়া দেখুন মেয়ে, পুরুষ যাহাদের ২১ বৎসর হইয়াছে তাহাদের নাম তালিকায় আছে কি না অথবা নাম থাকিলেও তাহা শুদ্ধ আছে কি না। যদি কাহারও নাম না থাকে অথবা নামে ভুল থাকে তবে তিনি তাহার নাম তালিকাভুক্ত করিবার জন্য ফর্ম আনিয়া ফরম পূরণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় ডাকে অথবা হাতে তাহা পাঠান।

ভোটার তালিকার নাম ভুক্তির ফর্ম

ভোটার তালিকায় নাম না থাকিলে নাম ভুক্ত করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরম পূরণ করিয়া তাহা দাখিল করিতে হইবে অথবা ডাকে পাঠাইতে হইবে। সরকারী ব্যবস্থা এই যে, এই ফরম পুরুলিয়ায় জেলা নির্বাচন অফিসে পাওয়া যাইবে।

প্রত্যেক থানায় থানায় থানার ভোটার তালিকা রাখা আছে। আমরা মনে করি থানায় থানায় এই ভোটার হইবার ফরমও রাখা দরকার। ইহাই সঙ্গত ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সরকারী প্রচার বিভাগ হইতে এবিষয়ে সমস্ত তথ্যাদি জনসাধারণকে লাউডস্পীকার দ্বারা গ্রামে গ্রামে ভাল করিয়া জানাইয়া দেওয়া উচিত। বিশেষ করিয়া এই কাজে সরকারী যন্ত্রের যথেষ্ট সক্রিয় হওয়া উচিত।

ঋষি নিবারণচন্দ্র স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠান

শিল্পাশ্রমে মনোজ্ঞ স্মৃতিবাসর

বিগত ১লা শ্রাবণ, ১৮ই জুলাই শনিবার, কর্মযোগী ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠান যথারীতি উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

১লা শ্রাবণ সকাল ৮ টায় শিল্পাশ্রমের সন্নিকট শ্মশান বেদীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত বেদীতে স্থাপিত ঋষির দিব্য প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে ঋষির স্থানীয় ভক্ত অনুরাগীবৃন্দ প্রার্থনা-গান-জয়ধ্বনি সহকারে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত করেন। বেলা ১০ টায় সহরে অবস্থিত ঋষির মর্ম্মর মূর্ত্তিতে মাল্যদান করা হয়।

বৈকাল ৬।০ টায় শিল্পাশ্রমে স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান হয়। সহরের বিবিধ প্রাতষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ সভায় যোগদান করেন। ভারতের মহামানবগণের প্রতিকৃতি সজ্জিত পরিবেশে, পুষ্পমাল্যে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত অনুষ্ঠান-বেদীতে ঋষি নিবারণ চন্দ্রের শুচিস্নিগ্ধ স্মরণ অনুষ্ঠানের মনোজ্ঞ কর্মসূচী অনুসৃত হয়। গান, আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতা ও প্রবন্ধপাঠ, ঋষির জীবনাদর্শের আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। গানগুলি অনুষ্ঠানের উপযোগী মধুর ও হৃদয়গ্রাহী হয়। স্বরচিত কবিতা প্রবন্ধগুলি আন্তরিকতায় সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। ঋষির কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীচিত্তভূষণ দাস গুপ্ত অনুষ্ঠান প্রারম্ভে প্রার্থনা-মন্ত্র পরিচালনা করেন। ঋষির ছোট্ট নাতি ও নাতনী (শ্রীচিত্ত ভূষণের পুত্র কন্যা) যোগদান করে।

সঙ্গীতাংশে যোগদান করেন খ্যাতনামা গায়ক শ্রীনীলমণি সিংহ ও সঙ্গত করেন পারদর্শী শিল্পী শ্রীঅমুজাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, নিমাডিলোক সেবায়তনের শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষ, পল্লী ভারতীর পক্ষে কুমারী অর্চ্চনা ঘোষ ও শ্রীমান হরেকৃষ্ণ মুড়া। কুমারী অর্চ্চনার আরো গান শুনিতে শ্রোতারা আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঋষির বিখ্যাত 'সব সমানের দেশ' ও 'নদীতে বইল উজান বান' গান দুইটি সুন্দরভাবে গান করেন—কুমারী হাসি চট্টোপাধ্যায়, কুমারী পারুল সরকার, শ্রীমান বিধান চট্টোপাধ্যায় ও খোকন সরকার। কুমারী মণিকা মিত্র একটি সুন্দর রবীন্দ্র সঙ্গীত গান করেন। ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিকের শিশুকন্যা কুমারী শুকতারার দুইটি রবীন্দ্র সঙ্গীত খুবই মিষ্টি লাগে। শ্রীসতীশ চন্দ্র সেন সুন্দর ঋষির প্রিয় একটি গান গাহিয়া ভক্তি নিবেদন করেন। শ্রীশঙ্কর সরকার ঋষ উদ্দেশ্যে স্বরচিত একটি গান গাহিয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীসন্তোষ কুমার রায় স্বরচিত একটি ভাবাবেগ সমৃদ্ধ কবিতা পাঠ করেন। অভয় আশ্রমের কর্মী শ্রীযুক্ত নন্দদুলাল মিত্র মনোরম ঋষি প্রশস্তি পাঠ করেন। শ্রীমান ভক্তদাস মুসীব একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীশঙ্কর সরকারের কন্যা কুমারী শ্যামতা সরকার ও শ্রীমান শ্রীমন্ত সরকার নিজ নিজ প্রবন্ধ পাঠ করে।

শ্রীযুক্ত হেন্দু ভূষণ ব্যানার্জ্জীর শিশুকন্যা কুমারী চৈতালী ও পুত্র শ্রীমান সব্যসাচী সুন্দর আবৃত্তি করিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করে।

ঋষির মহান জীবনের সাধন, লক্ষ্য, আদর্শ ও নিজেদের কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনায় যোগদান করেন—শ্রীজ্যোতির্ময় দাশগুপ্ত, শ্রীহরকালী মুখোপাধ্যায়, অরুণ চন্দ্র ঘোষ।

ঋষির কর্মসহচর অনুজপ্রতীম শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ অসুস্থ থাকায়—অনুষ্ঠান মণ্ডপের পার্শ্বে শায়িত অবস্থায় অনুষ্ঠান পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ, ঋষির জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত, ঋষির জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা মালতী দেবী ও সহরের বহু সম্মানিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ যোগদান করেন।

অভয় আশ্রমের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল রায় ঋষির প্রতি জয়ধ্বনি প্রদান করেন ও অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

ঝালিদা

ঝালিদা লোক সেবক সঙ্ঘের অফিস গৃহে বহু কর্মী ও বালকগণ কর্তৃক "রামধুন" গান সহকারে গত ১লা শ্রাবণ সন্ধ্যা ৭টায় স্মৃতি অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। শ্রীকালিপদ হালদার, সন্তোষ ভট্টাচার্য্য শশী কৈবর্ত, কমল চট্টোপাধ্যায়, শক্তি ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীমনীন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাপুরুষের জীবনী—সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাঁহার সুসজ্জিত প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন এবং মনীন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত—তিন খানি কবিতা এবং অবশেষে "পেডিলেডি আইন ভঙ্গ সত্যাগ্রহ" সম্বন্ধে রচিত কবিতা পাঠ করেন। "ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জয়, ভারত মাতাকী জয়" ধ্বনির দ্বারা সভার কার্য্য শেষ হয়।

তেলা মাথায় তেল

(সংবাদ দাতা)

ঝালিদা থানার ইচাগ কড়াডি গ্রামে টি, আর ওয়ার্কের মাধ্যমে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট দ্বারা একটী বাঁধ খোঁড়া হইয়াছে। সেই বাঁধের আল উঁচু হওয়ার জন্য কড়াডির শ্রীদীনু মাহাতর খামার বাড়ী ও কূপে বৃষ্টির জলের স্রোত বহিয়া ঢুকিতেছে। এ বিষয়ে ঝালিদার এগ্রিকালচার ইন্সপেক্টার ও ডিষ্ট্রিক্ট এগ্রিকালচার অফিসারের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিলে তাঁহারা ২।৩ দিনের মধ্যে অন্য দিকে নালা কাটিয়া তাহার গৃহ রক্ষা করিবার কথা দেন। কিন্তু আসলে কিছুই করেন না। প্রথমতঃ ঐ বাঁধের উপরে দকীরডি ডোমর কেনেল থাকায় ঐ বাঁধের কোনও প্রয়োজন ছিল না। ঐ বাঁধ ৪ বিঘা জায়গার উপর করার কথা ও এষ্টিমেটও ৪ বিঘার মাটী কাটানর জন্য ৫২৫০ টাকার করা হইয়াছিল। কিন্তু উহা ছোট করিয়া দুই বিঘার উপর করা হইয়াছে যাহাতে অত টাকা খরচ হওয়া সম্ভব নহে।

পুরুলিয়া সহরের রাস্তা

পুরুলিয়া কংগ্রেস মিউনিসিপ্যালিটীর অব্যবস্থা সমস্ত অতীত অব্যবস্থার রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। ইহারা দুই কান কাটিয়া গ্রামের মাঝ দিয়া চলিতেছেন। বাহিরের লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করে এখানে কি মিউনিসিপ্যালিটী আছে? বলিতে হয়—আছে, তবে সেটা কংগ্রেস মিউনিসিপ্যালিটী। ভদ্রলোক আশ্বস্ত হন, কারণ তিনি জানেন এই ব্রতের এই কথাই।

কিন্তু রাস্তাগুলি। স্মরণীয় কালের মধ্যে পুরুলিয়া সদর রাস্তার অবস্থা এখন যাহা হইয়াছে তেমন দেখা যায় নাই। বর্ণনার প্রয়োজন নাই। গত ১৯৫৬ সালের নভেম্বর হইতে আজ ১৯৫৯ সালের জুলাই পর্য্যন্ত এই রাস্তা মেরামত হয় নাই—যাহা প্রত্যেক বৎসর হইবার কথা। এই রাস্তাটি এখন একটী বিবেচনাহীন অব্যবস্থার লজ্জাহীন পরিচয়। রাস্তাটী মিউনিসিপ্যালিটীর অধীনে কি অধীনে নয় প্রশ্ন ইহা নয়। এই রাস্তাটিকে ভাল এবং চলাচলের উপযুক্ত রাখা মিউনিসিপ্যালিটীর দায়িত্ব। মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ হয়তো দরবার করিতে যাইয়া ধমক খাইয়া ফিরিয়া আসেন। কিন্তু তাহারা তো এই ডুটিতেই অভ্যস্থ। সুতরাং রাস্তা না হওয়ার জন্য এই অজুহাত খাটে না। এবিষয়ে তাহারা কতদূর কি করিতেছেন জনসাধারণ তাহা জানিতে অবশ্যই দাবী করিতে পারে।

এক লক্ষ টাকা দান

ঝালিদা থানার অন্তর্গত ডুরগু গ্রামের শ্রীসরযূ প্রসাদ ওঝা তাহার স্বগ্রামে একটী জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারীং (কারীগরী শিক্ষা) প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। সম্প্রতি প্রকাশ যে, বাংলা গবর্মেণ্ট তাহা স্থাপন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটী স্থাপনের জন্য সরযূ বাবু গত ১৭ই জুলাই একলক্ষ টাকা এবং ১৫০ বিঘা জমি দান করিয়াছেন। বাংলা গবর্মেণ্ট এই দান গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এইরূপ দানের প্রশংসা করিতেছি এবং আশা করি জিলার অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরা এইরূপ দান করিয়া নানাবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া জনকল্যাণ কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

কংগ্রেসের সংরক্ষিত ট্রেনের কামরা

ভারতবর্ষের যত কিছু সুবিধা আছে বা সুবিধা সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা কংগ্রেসজনদের জন্যই যে বিশেষভাবে সংরক্ষিত অর্থাৎ রিজার্ভ করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা ভারতবাসী তাহার দৈনন্দিন জীবনেই দেখিয়া চলিয়াছে। তবুও মাঝে মাঝে দুএকটী ঘটনা এমন সংঘটিত হইয়া থাকে তাহা এই অভ্যস্ত ব্যাপারটীর মধ্যেও বিসদৃশ হইয়া দেখা দেয়।

চক্রধরপুর-হাওড়া প্যাসেঞ্জারে পুরুলিয়া হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত কয়েকটি বগী জুড়িয়া দেওয়া হয়। এই বগীতে দুএকটী কম্পার্টমেণ্ট থাকে যাহাতে চারি আনা পয়সা দিয়া সিট রিজার্ভ করা যায়। এই গাড়ীগুলিতে রিজার্ভ বলিয়া লেখা থাকে। গত ১৮ই জুলাই দেখা গেল সর্ব্বশ্রী সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়—কংগ্রেস সেক্রেটারী; সুধীর মজুমদার—মিউনিসিপ্যালিটীর কংগ্রেসী চায়ারম্যান, বঙ্কিম চন্দ্র বসু—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সদস্য ও আর একজন ভদ্রলোক এইরূপ একটী রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্ট দখল করিয়া আছেন। কম্পার্টমেণ্টটী চাবী লাগান এবং বাহিরে চক দিয়া লেখা আছে 'কংগ্রেস'। বহু যাত্রী যাহারা সিট রিজার্ভ করিয়াছিলেন তাহারা তাহাতে স্থান না পাইয়া অর্থাৎ প্রবেশ করিতে না পারিয়া অন্য গাড়ীতে ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন। আমরা অবশ্যই জানি না আদ্রা হইতে রেল কর্তৃপক্ষ এইভাবে রিজার্ভ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন কি না, অথবা সম্প্রতি শ্রীযুক্ত জগজীবনরাম এরূপ কোন নির্দেশ দিয়াছেন কি না যে—তিন চারিজন কংগ্রেসজন গাড়ীতে উঠিলে তাহা কংগ্রেসের জন্যই রিজার্ভ করা থাকিবে অথবা ইহা একেবারেই প্রাইভেট বন্দোবস্ত! আমরা ঘটনা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাই জনসাধারণকে জানাইলাম। যদি গাড়ীখানা সত্যই সরকারীভাবে কংগ্রেসের জন্য রিজার্ভ করা হইয়া থাকে তবে বলিবার কিছু নাই। এবিষয়ে আরোহীদের যদি কিছু বক্তব্য থাকে তবে আমরা তাহা অবশ্যই প্রকাশ করিব।

স্থানীয় সংবাদ

আন্তর্জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা

এই বৎসর আন্তর্জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতাটি আঞ্চলিক ভিত্তিতে এবং লীগ ও নক-আউট প্রথায় অনুষ্ঠিত হইতেছে। গত ১৮ই জুলাই গতবারের ফাইনেলে বিজিত পুরুলিয়া দল মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত খেলায় মেদিনীপুরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ৩-১ গোলে পরাজয় বরণ করে। ১৯শে জুলাই স্থানীয় ভিক্টোরিয়া স্কুল ময়দানে পুরুলিয়া দলের সহিত বাঁকুড়া দলের খেলা হয়। তাহাতে পুরুলিয়া ৪-০ গোলে বহিরাগত দলকে পরাজিত করে।

সাইকেল চুরি ঃ

১৯শে জুলাই যুগান্তরের এজেণ্টের একটি সাইকেল ষ্টেশন হইতে চুরি হয়। থানায় সংবাদ দেওয়া হয়। ঐ দিন বেলা ৫ টার সময় স্থানীয় ওয়েষ্ট বেঙ্গল হোটেলে একটী লোক খাইবার জন্য আসে এবং ভাত খাইয়া পয়সা না দিয়াই হোটেল হইতে সরিয়া পড়ে। হোটেলের একজন কর্মচারী তাহার সন্ধানে বাহির হইয়া একটি পানের দোকানে তাহাকে দেখিতে পায় এবং ধরিয়া ফেলে। ধৃত লোকটির সহিত একটি নূতন সাইকেলও ছিল। হোটেলের কর্মচারীটির সহিত ঐ লোকটির বচসা শুনিয়া পানের দোকানে ভীড় জমিয়া যায় এবং একজন পুলিশও হাজির হয়। সাইকেল সহ লোকটিকে থানায় লইয়া যাওয়া হইলে জানিতে পারা যায় যে, ঐ সাইকেলটি যুগান্তর এজেণ্টের। লোকটিকে থানায় আটক করা হইয়াছে।

জলে ডুবিয়া মৃত্যু ঃ

স্থানীয় প্রচার বিভাগের য়্যাসিস্টেণ্ট অপারেটর আর বি, রায় নামক একজন নেপালী জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। প্রকাশ যে, ঐ ব্যক্তি স্নান করিবার জন্য তাহার বাড়ীর নিকটে অবস্থিত একটি পুষ্করিণীতে যায়। কিন্তু বেলা ৫টা পর্য্যন্ত ফিরিয়া না আসায় তাহার স্ত্রী তাহার সন্ধানে পুকুরে আসিয়া ঘাটে পরিত্যক্ত জামা কাপড়গুলি দেখিতে পায়। ইহাতে স্ত্রীলোকটির মনে সন্দেহ দেখা দেয় এবং লোকজন ডাকিয়া আনে। জল হইতে ঐ কর্মচারীটির মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে। অনুমান করা যাইতেছে যে লোকটি সাঁতার জানিত না।

আদালত কক্ষে পকেটমার

অদ্য ২০শে জুলাই বেলা দেড়টার সময় এম, এল, ব্রহ্মচারী নামক জনৈক হাকিমের কক্ষে একজন পকেটমার জনৈক ব্যক্তির পকেট মারিবার চেষ্টা করিলে আদালতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রকাশ যে, পাড়া থানার হরিহরপুর গ্রামের সেখ শুকু মণ্ডল আসামীর কাঠগোড়ায়

দাঁড়াইয়াছিল। পকেটমারটি তাহার পকেট মারিবার উপক্রম করিলে সে বুঝিতে পারিয়া চিৎকার করিয়া উঠে এবং পকেটমারটিকে ধরিতে চেষ্টা করে। পকেটমারটী আদালত কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলে জনতা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কিছু দূরে ধরিয়া ফেলে। জনতার নিকট অপরাধ স্বীকার করিলে বার কয়েক উঠবোস দিয়া পকেটমারটী খালাস পায়। প্রকাশ যে, আদালত কক্ষে দুইজন পুলিশ কনেষ্টবল উপস্থিত ছিল। ঘটনাটী লক্ষ করিয়া তাহারা হাসিতে থাকে। জনতার সহিত কোনরূপ সহযোগিতা করে নাই।

বিবিধ সংবাদ

কেরলের ভবিষ্যত

সংবাদে প্রকাশ যে, কেরল কংগ্রেস কমিটি এবং অন্যান্য বিরোধীদলগুলি কেরল সরকারের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল করিয়াছে তাহার ফল স্বরূপ এই মাসের মধ্যেই কেরল সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

সরকারী গুদাম হইতে দশ হাজার টাকার চাউল পাচার

সংবাদে প্রকাশ, খাদ্য দপ্তরের দার্জ্জিলিংয়ের গুদাম হইতে বিনা পারমিটে দশ হাজার টাকা মূল্যের চাউল বাহির করিয়া কালোবাজারে পাচার করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে একটি সরকারী তদন্তের ব্যবস্থা হয়। তদন্তকারী অফিসারগণ রিপোর্ট দিয়াছেন যে, যে চাউল বাজারে চালান করা হইয়াছে তাহার মূল্য বাবদ দশ হাজার টাকা সরকারী ট্রেজারীতে জমা দেওয়া হইয়াছে। সরকারের তহবিলের কিছু ক্ষতি হয় নাই। তদন্তকারী অফিসারদের যাতায়াত ভাতা বাবদ সরকারের প্রায় তিন হাজার টাকা খরচ হইয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ।

ছাগ নিধন যজ্ঞ

করাচীর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর একটি অর্ডিনেন্স জারী করিয়াছেন। উহাতে প্রকাশ, পশ্চিম পাকিস্তানে ১ বৎসরের মধ্যে ছাগল চরান এবং দেড় বৎসরের পর ছাগ পালন সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে হইবে। অন্যথায় ৬ মাস পর্যন্ত জেল হইবে।

বিদ্যালয়ের জন্য খেলার মাঠের ব্যবস্থা করিতে হইবে

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিদ্যালয়গুলির জন্য খেলার ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। যে সব বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ নাই বা পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা নাই সেগুলির আবেদন পত্র আগামী ১৫ই আগষ্ট ১৯৫৯ তারিখের পূর্ব্বে পাঠাইবার জন্য রাজ্য সরকারগণকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ১৯৫৯-৬০ সালে এই সব বিদ্যালয়ের জন্য দশ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। বাকী অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাজ্য সরকারগণকে দিতে হইবে।

কমিটির মতে এক হাজার হইতে দেড় হাজার ছাত্র বিশিষ্ট উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের জন্য ছয় একর জমি এবং দুইশত হইতে পাঁচশত ছাত্র বিশিষ্ট মধ্য বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের জন্য পাঁচ একর জমি ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের জন্য এক একর জমি প্রয়োজন। যেখানে স্বতন্ত্র খেলার মাঠ রাখা সম্ভব নয় সেখানে দুই তিনটি বিদ্যালয় মিলিয়া একটি মাঠ রাখার সুপারিশ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত
দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোদ, কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কান রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাগুরিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্ট্রিক আল্সার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গান্ধী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাইয়াছেন। ১২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৫৲ টাকা। স্পেশ্যাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ ; বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১০ই শ্রাবণ, ১৩৬৬—২৭শে জুলাই ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য ৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

মৃত ব্যক্তির উপর শমন জারী

জিলা পুলিশ ও এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্মনৈপুণ্য

পুরুলিয়ার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী এ, আর, বোসের আদালতে এক মামলায় পুরুলিয়া জেলার পুলিশ ও এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের দুইজন কর্ম্মচারীর অদ্ভুত কর্ম্মদক্ষতার (!) পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ যে, গত ২১।৮।৫৭ তারিখে বান্দোয়ান থানার ও, সি, শ্রী এস, আর, মুখার্জ্জী, ডি, ই, বির এস, আই, শ্রী জে, এন, সেন বান্দোয়ান হাটে জনৈক রাধু ডোম নামক এক ব্যক্তিকে আড়াই তোলা বেশী ওজনে বিক্রেতাদের নিকট হইতে চাউল খরিদ করিতে দেখেন এবং উক্ত ব্যক্তির নামে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৬৬ ধারা মতে রিপোর্ট দায়ের করেন। এই মামলা আদালতে উঠিলে আদালত হইতে আসামীর নামে শমন জারী হয়। কিন্তু শমনজারীকারক উক্ত ব্যক্তিকে খুঁজিয়া না পাইয়া শমন জারী করিতে পারে না। পরে আসামীর গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট জানা যায় যে আসামী রাধু ডোম প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। আদালতের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য শমন লইতেও তাহার ঘরে কেহ নাই। মহকুমা হাকিমরূপে শ্রী এ, আর, বোস এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য জেলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্জ্ঞেয় মনোভাব

প্রকাশ যে, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় পুরুলিয়া জেলার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ৪ কোটী টাকা বরাদ্দ হয়। ঐ টাকার মধ্যে কয়েক লক্ষ টাকা সেচ কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হয়। পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত হওয়ার পর ঐ টাকা খরচের ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতির অভাবে ঐ টাকা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ব্যয় করা যাইতেছে না। দ্বিতীয় পাঁচসালার মেয়াদ আর মাত্র এক বৎসর, ইহার মধ্যে যদি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি না আসে তবে ঐ টাকা আর ব্যয় করা যাইবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরুলিয়া জেলায় সেচকার্য্যে সুবিধার জন্য মানবাজারের নিকট কাঁসাই নদীকে বাঁধিবার জন্য এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। কেন্দ্রের অনুমতি না পাওয়ায় তাহাও কার্য্যকরী করা যাইতেছে না।

ইন্দিরা গান্ধীর আব্দার

গত ২৫শে জুলাই কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও আধঘণ্টা তাঁহার সহিত আলোচনা করেন। রাষ্ট্রপতির সহিত সাক্ষাৎকারের পর তিনি বলেন কেরল সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় নিষ্ক্রিয়তায় আমি অস্বস্তি বোধ করিতেছি। ভারত সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য কেরল সমস্যার সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। যতই দিন যাইবে ততই অবস্থা খারাপ হইবে। তিনি বলেন কেন্দ্রের এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য অন্যান্য রাজ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে। কংগ্রেস সভানেত্রী বলেন যে যদি সংবিধানে কেরলের জনগণকে উদ্ধার করিবার কোন উপায় না থাকে তবে সংবিধান সংশোধন করিতে হইবে। জনসাধারণের সুবিধার ব্যবস্থার জন্যই সংবিধান রচিত হইয়াছে সংবিধানের সেবার জন্য জনসাধারণ নয়।

পাঁচ আইনের ঠ্যালায় আদালত এলাকায় ত্রাসের সঞ্চার

সংবাদ পাওয়া গেল, ডেপুটী কমিশনার মহাশয় নাকি এক নির্দেশ জারী করিয়াছেন যে, আদালত এলাকায় কেহ প্রস্রাব করিলে তাহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় অভিযুক্ত করিয়া হাজতে প্রেরণ করা হইবে। পুলিশ পুলিসেরাও উপরওয়ালাকে খুসী করিবার জন্য বিরাট অভিযান চালাইয়া বালক, বৃদ্ধ, কেরাণী, মহুরী, মোক্তার সকলকেই উক্তধারায় চালান করিতেছে। ইতিপূর্ব্বেও সহরের কয়েকটি স্থানে প্রস্রাব করিবার অভিযোগে গ্রাম ও সহরবাসী অনেকেই দণ্ডিত হইয়াছেন। খুন, জখম, চুরি, ডাকাতির কোন কিনারা হইতেছে কি না জানি না তবে এই একটি ক্ষেত্রেই পুলিসের অদ্ভুত কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে।

নাগরিক জ্ঞান সম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি সহরের যত্র-তত্র প্রস্রাব করিবার বিরোধী। কিন্তু সহর বা আদালত এলাকায় প্রস্রাবাগার বা শৌচাগারের কোন ব্যবস্থা না করিয়া বা জনসাধারণকে কোনরূপ সতর্ক না করিয়াই এরূপ নির্দেশ জারী করা তোগলকী শাসনের নামান্তর এবং ক্ষমতার অপব্যবহার। আদালত প্রাঙ্গণে যে দু একটি প্রস্রাবাগার বা শৌচাগার আছে তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা ডেপুটী কমিশনার মহাশয় কোনদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি? তৈয়ারী হইবার সময় হইতে আজ পর্য্যন্তও এইগুলি পরিষ্কার করা হয় নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সহরের অবস্থা আরও শোচনীয়। অর্দ্ধলক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত এই সহরে একটীও প্রস্রাবাগার বা শৌচাগার নাই—পৌর শাসনকর্ত্তারা ইহাতে লজ্জিত না হইলেও সহরবাসীর পক্ষে অগৌরবের বিষয়। এবং এইগুলির কোনরূপ ব্যবস্থা না করিয়াই যাহারা আইন প্রয়োগ করেন তাহারা আইনের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন না—আইনের অপমান করেন।

মুক্তি

১০ই শ্রাবণ, সোমবার

পুরুলিয়া জিলার উন্নয়ন

প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার ৫ বৎসর ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রায় ১ বৎসর মানভূম বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বাধীনতার পর হইতে যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাত হয় তখন ভারতের সমস্ত জিলাতেই যাহোক কিছু না কিছু উন্নয়ন মূলক কাজের ব্যবস্থা হয়। কিছু কিছু এই উন্নতির সুযোগ সমস্ত জিলারই গ্রহণ করিয়াছিল—শিক্ষায়, শিল্পে, সেচন প্রভৃতি ব্যাপারে। কিন্তু তখন মানভূমে বিশেষ করিয়া পুরুলিয়া মহকুমায় বিহারের হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ তাহার চরম হিংস্রতা লইয়া অভিযান চালাইয়াছে—উন্নয়ন তো দূরের কথা যাহা ছিল তাহাই সরকারী ক্ষমতায় ভাঙ্গিবারই প্রচেষ্টা চলিয়াছিল। সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পুরুলিয়া জিলায় অবনয়ন পরিকল্পনায় সাফল্যের সহিত পর্য্যবসিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা যখন আরম্ভ হয় তখনও পুরুলিয়ায় হিন্দীর অভিযান চলিতেছে সুতরাং উন্নয়নের সামান্য ছিটেফোঁটাটুকুও এখানে স্পর্শ করে নাই। জনসাধারণ শিক্ষা ক্ষেত্রেই হোক বা অন্য ক্ষেত্রেই হোক নিজেদের চেষ্টায় যাহা এযাবত কাল করিয়াছিল, হিন্দীর লাঠীর আঘাতে তাহাও ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া শেষ অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছিল। কেবল একটা জিনিষ তাহারা ভাঙ্গিতে পারে নাই তাহা পুরুলিয়ার অধিবাসী জনসাধারণের নৈতিক মেরুদণ্ড। তাহা দৃঢ় ছিল বলিয়াই খণ্ডিত হইয়াও পুরুলিয়া মহকুমা বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইল। কিন্তু এই অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে সীমা কমিশন যাহা সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহাও হইল না। টাটা কোম্পানীর মারফত বিহার গবর্মেণ্ট একটা বাজে অজুহাত উপস্থিত করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। ডাঃ বিধান রায় বদান্যতা দেখাইয়া পুরুলিয়ার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অঞ্চল বিহারকে দান করিয়া উদার হইলেন। বাংলা মায়ের শ্রাদ্ধে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দানসাগর করিলেন। ফলে এখন তাহাদের দুর্গতি আরও বেশী চলিয়াছে। ডাঃ বিধান রায়ের এখন কোন ক্ষমতা নাই সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেন—আর করিলেই বা তাহার কথা কে শুনিবে? কে মূল্য দিবে? অবশ্যই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও কোন বাঙ্গালীর এইরূপ দুর্দ্দশা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন মনে করেন না!

কিন্তু ইহার ফলে পুরুলিয়া মহকুমারও যে অংশটুকু পুরুলিয়া জিলা রূপে বাংলায় অন্তর্ভুক্ত হইল—তাহারও অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরম হইয়া দেখা দিল। আশা করা গিয়াছিল পশ্চিম বাংলার গবর্মেণ্ট এবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য দিয়া ইহার প্রতিকারকল্পে যত্নবান হইবেন। কিন্তু বাংলা গবর্মেণ্টও কংগ্রেস গবর্মেণ্ট। বাংলার মন্ত্রীমণ্ডল, বাংলার কংগ্রেস পরিচালকরা বাঙ্গালী নহেন—তাহারা কংগ্রেসী! সুতরাং পুরুলিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের কোন প্রচেষ্টাই দেখা গেল না। শোনা গেল, বিশিষ্ট কয়েকজন মন্ত্রী লইয়া নাকি পুরুলিয়ার জন্য একটী কমিটী হইয়াছে—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। জিলার জনৈক কংগ্রেসী এম, এল, এ যিনি বিহারের আমলে গুণ্ডা জোগাড় করিয়া বাঙ্গালীর মাথা ফাটাইবার কাজে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন তাহাকে নাকি জিলার ভার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, এই সব কমিটী এই সব ভার দেওয়া-নেওয়া জিলার অর্থনৈতিক বা অন্য কিছু উন্নতির জন্য নয়—একমাত্র লক্ষ্য যদি আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের জন্য নির্বাচন ক্ষেত্রের কিছু উন্নতি করা যায়।

যাহা হউক এ অবস্থায় শোনা গেল যে পুরুলিয়া প্রভৃতি হস্তান্তরিত এলাকাগুলির উন্নয়ন বাবত ৪ কোটী টাকা পাওয়া যাইবে। বাংলা গবর্মেণ্ট বাংলার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ঘোষণাতে জানাইলেন—"পুরুলিয়া সাব ডিভিজনের ২৪০৭ বর্গমাইল বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই বাড়তি এলাকার উন্নয়নের ভার পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্টের উপর পড়িয়াছে। বিহার গবর্মেণ্টের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে এই এলাকার জন্যও উন্নয়নের ব্যবস্থা থাকায়—বিহার প্ল্যান হইতেই উন্নয়নের জন্য টাকাটা আশা করা যাইতেছিল। প্ল্যানিং কমিশন পশ্চিমবঙ্গের এই এলাকার উন্নয়নের বাবদ ৪ কোটী টাকা বরাদ্দ করেন।"

পুর্ণিয়ার কিষণগঞ্জের যে অংশ বাংলায় আসিয়াছে তাহা উত্তর বঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর জিলার অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে তাহার জন্য বিশেষ উন্নয়নের পরিকল্পনাসমূহ দিনাজপুর জিলার পরিকল্পনার সহিত এক সঙ্গেই করা হইয়াছে। হস্তান্তরিত এলাকার জন্য এই চার কোটী টাকার ভিত্তিতে, যে বাবত যত টাকার পরিকল্পনা বাংলা গবর্মেণ্ট করিয়াছিলেন তাহা এই :—

কৃষি—	১৯ লক্ষ	৪৯ হাজার	টাকা
পশুপালন—	৩ ,,	২৭ ,,	,,
বন—	১৬ ,,	৭৫ ,,	,,
মাছের চাষ—	১ ,,	৬৪ ,,	,,
গুদাম এবং কৃষি-জাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা—	১ ,,	১৬ ,,	,,
কো-অপারেটীভ সোসাইটী প্রভৃতি—	৭ ,,	৪৫ ,,	,,
কম্যুনিটী ব্লক—	৪১ ,,	৮৭ ,,	,,
সেচ—	২০ ,,	৯৪ ,,	,,
বৈদ্যুতীকরণ—	১৩ ,,	১৩ ,,	,,
ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প	৪৭ ,,	২০ ,,	,,
রাস্তা—	৩৭ ,,	৬৯ ,,	,,
শিক্ষার প্রসার—	৮৬ ,,	৬০ ,,	,,
স্বাস্থ্য—	৬২ ,,	৪৬ ,,	,,
অনুন্নত শ্রেণী—	১৭ ,,	০৮ ,,	,,
শ্রমিক—	১ ,,	৪৭ ,,	,,
প্রচার ও শস্য ভাণ্ডারের গুদাম—	১ ,,	৫৯ ,,	,,

কিন্তু পরিকল্পনা বোধ হয় পরিকল্পনাতেই পর্য্যবসিত রহিয়া গেল। এ টাকাটা কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের মারফত আসিবে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন টাকা পাওয়া যায় নাই। প্রাথমিক কাজ বা সেচের জন্য বাংলা সরকার কিছু টাকা চাহিয়াছিলেন—কিন্তু কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার বাংলা কংগ্রেস সরকারকে টাকা দিতেছেন না। কবে দিবেন এবং একান্তই দিবেন কিনা তাহাও বলা যাইতেছে না।

কখন পাওয়া যাইবে? দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় তো প্রায় শেষ হইয়া আসিল—অর্থাৎ ১৯৬১ সালের মার্চেই ইহা শেষ হইবে। দুই বছরেরও কম সময় আছে—কিন্তু এখনও এখানে পরিকল্পনার কাজ কিছু আরম্ভই হয় নাই। আরম্ভ যে কবে হইবে তাহারও ঠিক নাই তারপর এই পরিকল্পনা পাঁচ বৎসরের জন্য—দুই বছরে ইহা করা যাইবে না। যদি অদূর ভবিষ্যতে টাকাটা পাওয়া যায় তবে বেশীর ভাগ টাকাই পড়িয়া থাকিবে। সরকারী ব্যবস্থা অনুযায়ী বরাদ্দ টাকা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খরচ না হইলে তাহা ফেরত দিতে হইবে। টাকা না দিলেও—তাহা আর পাওয়া যাইবে না। ব্যাপার দেখিয়া ইহাই মনে হইতেছে যে—এই চার কোটী টাকার কথা এ সমস্তই ভাঁওতা। এই ভাঁওতা আগামী নির্বাচন পর্য্যন্ত চলিবে। আমরা টাকা বরাদ্দ ও খরচের পরিকল্পনার যে তালিকা দিলাম তাহা এই জন্যই দেওয়া হইল যে, দেশবাসী দেখিয়া রাখুন! কাজে কিছুই হইবে না কিন্তু আগামী নির্বাচনের সময় বড় বড় প্লাকার্ডে, পোষ্টারে, পুরুলিয়ায় কংগ্রেস হইতে এই তালিকাটাই দেখাইয়া বলা হইবে—এই দেখ কত টাকা খরচের কথা লেখা আছে তোমাদের জন্য। তাই কংগ্রেসে ভোট না দিলে সরকার রাগিয়া যাইবে, এ টাকা আর খরচ করিবে না। সুতরাং ভোট দাও।

এই উন্নয়ন আর এই পরিকল্পনা! এখন কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে বলিবে? কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট কংগ্রেস গবর্মেণ্ট, বাংলা গবর্মেণ্টও কংগ্রেস গবর্মেণ্ট। এক নম্বর কংগ্রেস—দুই নম্বরকে টাকা বরাদ্দ করিয়াও দিতেছে না। কেন দিতেছে না? বাংলা দেশ বলিয়া কি? অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তারা রাগিয়া আছেন যে—বিহারের যে অংশগুলিকে বাংলার সামিল করিয়া দিতেই হইল সেগুলির বাবত কোন টাকাই দেওয়া হইবে না।

এখন পুরুলিয়ার কংগ্রেসী শাসনে ব্যাপারটা এই দাঁড়াইয়াছে—পুরুলিয়ার বিহারে থাকাকালীন পঞ্চবার্ষিকী বা কোন বার্ষিকী কোন পরিকল্পনাতেই ইহার উন্নতির জন্য এক পয়সাও ব্যয় করা হয় নাই বরং ইহার মাথা ভাঙ্গিবারই ব্যবস্থা হইয়াছে। বাংলায় আসিবার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পুরুলিয়ার জন্য বরাদ্দ যে টাকা বিহারের নিকট জমা ছিল অথচ খরচ হয় নাই সে টাকা কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট দিব বলিয়াও দিতেছে না—দিবার কোন সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। দিলেও হয় তো এমন সময়েই তাহারা দিবে যখন খরচ করিবার

মতো সময় বা সুযোগ থাকিবে না—ঘরের টাকা ঘরেই ফিরিয়া যাইবে। বাংলা গবর্মেণ্ট এবিষয়ে কতদূর কি করিতেছেন তাহা আমাদের জানা নাই। অন্যান্য প্রদেশ কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে কান মলিয়া বরাদ্দেরও বেশী টাকা আদায় করিতেছে—বাংলা গবর্মেণ্ট দরবার করিয়া বরাদ্দ টাকাও পাইতেছে না। কিন্তু কথা হইতেছে বাংলা গবর্মেণ্ট কি ইহার জন্য কিছু করিবেন? প্রশ্নটা করিতেছি এই জন্য যে, এযাবত ব্যাপার যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে পুরুলিয়ার ব্যাপারে তাহারা বিশেষ অবহিত নহেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইয়া তাহার উদারতাকে সঙ্কীর্ণ করেন না। মন্ত্রীমণ্ডলী আছেন—কিন্তু তাহারা ড্রইংরুমে আলমারিতে সাজান কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল। সুতরাং পুরুলিয়ার উন্নয়নের ব্যবস্থা কোথা দিয়া কেমন করিয়া হইবে?

সমস্যাটা কেবল পুরুলিয়ারই নয়। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের কর্তব্য, এই অবহেলা—তাহা কেন্দ্রীয় সরকারেরই হোক বা বাংলা সরকারেই হোক—ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনি তোলা। ইহা আরম্ভ করিতে হইবে পুরুলিয়া হইতেই প্রথমে। গ্রামে, গ্রামে সহরে সহরে সভা শোভাযাত্রা প্রভৃতি করিয়া দৃঢ় দাবী তুলিতে হইবে। সর্ব্ব শ্রেণীর লোককে এজন্য অগ্রসর ও তৎপর হইতে হইবে। চাষী, মজুর, শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবি কাহারও পিছাইয়া থাকা চলিবে না। ইহাতে কিছু হইবে না ইহা মনে করা ভুল হইবে। জনগণের সমবেত দৃঢ় দাবীর যে কোন ক্ষেত্রেই মূল্য আছে। যদি কেহ মূল্য নাও দেয় তবে তাহাকে এই দাবীর মূল্য দিতে বাধ্য করিতে হইবে। কারণ ইহা কেহ আমাদের ভিক্ষা দিতেছে না ইহা আমাদের অধিকারের দাবী। আমাদের অধিকারকে আমরা নিজেরাই অন্যের অনুগ্রহের দান বলিয়া মনে করি বলিয়াই আমরা নিজের অধিকার পাই না এবং তাহারাও তাহাই মনে করে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন সাধন করাই শুধু কাম্য নয়, নিজেদের সমবেত দৃঢ় আত্মশক্তিতে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত ইহাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে। পুরুলিয়ার উন্নয়নের ব্যবস্থার জন্য পুরুলিয়ার অধিবাসীদের আজ এই ভাবেই অগ্রসর হইতে হইবে অন্য কোন পথ নাই। অনুগ্রহের প্রত্যাশায় উন্নতি হয় না, অধিকারের প্রতিষ্ঠায় কর্তব্য করার পথই উন্নয়ন বা উন্নতি লাভ করিবার পথ।

সরিষায় ভূত!

গত সংখ্যায় মুক্তিতে আদালত কক্ষের ভিতর পকেটমারের কীর্ত্তির কথা প্রকাশিত হইয়াছে। আদালত প্রাঙ্গণে বা পোষ্ট অফিসের নিকট পকেটমারের কাহিনী প্রায়ই শোনা যায়। নিরীহ গ্রামবাসীর পকেট মারিয়া বা প্রলোভন দেখাইয়া অর্থ আত্মসাৎ করিয়া একদল সমাজ বিরোধী দুর্ব্বৃত্ত এতদূর বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহারা নির্ব্বিবাদে আদালত কক্ষের ভিতরে পুলিশের উপস্থিতিতেই পকেট মারিবার সাহস পাইতেছে। পুলিশের কর্মদক্ষতার উপর জনসাধারণেরও আস্থা এরূপকমিয়া গিয়াছে যে, চুরি হইলে থানায় সংবাদ দিবার ইচ্ছাও অনেকের হয় না। এবং পকেটমার প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্ত দল ধরা পড়িলে থানায় না দিয়া নিজেরাই চুচার ঘা দিয়া ছাড়িয়া দেয়। পুলিশ বিভাগ চেষ্টা করিলে দুর্ব্বৃত্তদল এতদূর বেপরোয়া হইয়া উঠিতে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যে পুলিশ বিভাগ ইংরাজ আমলে বিপ্লবীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়াছিল, বড় বড় ডাকাত ও গুণ্ডাদের সায়েস্তা করিয়াছিল তাহাদের কর্মদক্ষতা ও সাহস কি কংগ্রেস শাসনাধীনে এতই অবনতির পথে যে আজ জনসাধারণ পর্য্যন্ত তাহাদের উপর আস্থা হারাইতে বসিয়াছে? ইহা কি পুলিশ বিভাগের দুর্ব্বলতার পরিচয় না শাসক সম্প্রদায়ের নির্দেশে তাহাদের কর্মদক্ষতা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না? যাহাই হো'ক নিশ্চিত কোন রহস্যজনককারণে পুলিশ নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছে বলিয়া জনরব শোনা যাইতেছে। দুর্ব্বৃত্তদলের সহিত পুলিশের যোগাযোগ আছে বলিয়া জনসাধারণ যদি সন্দেহ করিতে থাকে তাহাতে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় কি? পুলিশ বিভাগের বহু উর্দ্ধতন কর্মচারী দুর্নীতিপরায়ণ ও উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকে, প্রমাণাদিসত্বেও তাহাদের কোন বিচার হয় না। উপরন্তু তাহাদের উন্নতি হইয়া থাকে বলিয়া আমরা দেখিয়াছি। শাসকমণ্ডলী যেখানে দুর্নীতির সহায়ক সেখানে তাহাদের অধস্তন কর্মচারীদের রোধ করিবে কে?

কাদের বিরুদ্ধে চার্জ্জসীট

গত ১০ই জুলাই কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি রাষ্ট্রপতির নিকট কেরল সরকারের বিরুদ্ধে তাহাদের বহু বিঘোষিত চার্জসিট বা অভিযোগ পত্র পেশ করিয়াছেন। কেরল কংগ্রেসের এই অভিযোগ পত্রের ভিতর নূতনত্ব কিছু নাই। প্রত্যেকটি কংগ্রেস শাসিত প্রদেশের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারা যায় এই অভিযোগ পত্রে সেইগুলিই উল্লিখিত হইয়াছে। কেরলের মন্ত্রীসভা দলীয় স্বার্থে শাসনযন্ত্রকে কাজে লাগাইতেছেন, অকম্যুনিষ্ট মতাবলম্বীদের ধনপ্রাণ বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে, সংবিধানে জনসাধারণকে যে মৌলিক অধিকার দান করা হইয়াছে কেরল সরকার সে অধিকার হইতে তাহাদের বঞ্চিত করিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

কংগ্রেস-শাসিত বিহার রাজ্যের অধীনে মানভূমের প্রতিটি অধিবাসী (কতকগুলি ভাড়াটিয়া দালাল বাদে) কংগ্রেসী শাসনের স্বরূপ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া বৃটিশের পুনরাগমন কামনা করিয়াছে। জাল, জুয়াচুরি, লাঠিবাজী, গুণ্ডামী, স্বজনপোষণ, ঘুষখোরী, জনসাধারণের মৌলিক অধিকার হরণ প্রভৃতি যত প্রকার কুকীর্ত্তি রহিয়াছে তাহার প্রত্যেকটি অভিযোগে বিহারের শাসকমণ্ডলীকে অভিযুক্ত করিতে পারা যায়। ঐ অভিযোগের কোন একটি হইতেও বাংলা সরকারকে বাদ দেওয়া যায় না। নিরীশ্বরবাদী কম্যুনিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে যত প্রকারের অভিযোগই সত্যসেবী কংগ্রেস এবং বিরোধী দলগুলি আনুন না কেন, অনাহারে মৃত্যুর দায়ে দায়ী বলিয়া কেরল সরকারকে অভিযুক্ত করিতে পারেন নাই। আজ পর্য্যন্তও কেরলে কেহ অনাহারে মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদও বাহির হয় নাই। কিন্তু বাংলা বিহার প্রভৃতি কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ নূতন নয়। গত বৎসর এই পুরুলিয়া জেলাতেই প্রায় অর্দ্ধশত হতভাগ্য নরনারী ক্ষুধার করাল গ্রাসে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। "সত্যমেব জয়তে"র ধ্বজাধারী কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী এই অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাগুলিকে চাপা দিবার জন্য এবং মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল সমূহ অবলম্বন করেন। লোক সেবক সংঘের সচিব ভারতের সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেসী সরকারসমূহকে যুক্ত তদন্তে আহ্বান করিয়া এই বলিয়া চ্যালেঞ্জ করেন যে "অনাহারে মৃত্যুর যে সকল বিবরণ বা তথ্য আমরা দিয়াছি তাহার মধ্যে এক অক্ষরও যদি অসত্য বলিয়া প্রমাণ করার কাহারও সাধ্য থাকে—আসুন।" সারা ভারতের কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠান বা কংগ্রেসী সরকারের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিবার সৎসাহস সেদিন হয় নাই।

সহায়-সম্বলহীন, নিরন্ন, আশ্রয়প্রার্থী নরনারীকে অন্ধকূপে রাখিয়া পাইকারীভাবে হত্যার অভিযোগেও কেরল সরকারকে অভিযুক্ত করিতে পারেন নাই—অভিযোগ কারীর দলও বাংলা সরকারকে এইরূপ নৃশংস হত্যার দায়েও অভিযুক্ত করিতে পারা যায়। সে ১৯৪১ সালের ঘটনা। কলিকাতার নিকট কাশীপুরে আলো-বাতাসহীন, অন্ধকারাচ্ছন্ন, মনুষ্যবাসের অযোগ্য একটি পাটের গুদামে কয়েকশত উদ্বাস্তু নরনারীকে পুরিয়া দেওয়া হয়। ১৪ দিনের মধ্যে ৭১ জন প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী এবং ১২৪ জন শিশু কংগ্রেসী সরকারের চরম হৃদয়হীনতা ও ঔদাসিন্যের ফলে পরলোকের যাত্রী হয়। সভ্য বলিয়া পরিচিত কোন দেশে এরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইতে পারে—ইহা কল্পনার অতীত। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনেও যাহা হয় নাই কল্যাণব্রতী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাহাই নির্বিবাদে সংঘটিত হইয়াছে।

দুর্ব্বৃত্তকারিদের পশ্চাতে কাহারা

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বিভাগ যে দিনের পর দিন কিরূপ অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ হইয়া পড়িতেছে তাহা সংবাদপত্রের দিকে লক্ষ রাখিলেই বুঝিতে পারা যায়। কলিকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলগুলিতে খুন, জখম, গুণ্ডামী, লুঠতরাজ প্রকাশ্য রাজপথেই অবাধে অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং দিনের পর দিন ইহার সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। দুর্ব্বৃত্তদের অবাধ এবং ব্যাপক উপদ্রবে জনসাধারণের জীবনে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়াছে।

ইহার উপর রহিয়াছে চোরাকারবারী এবং মুনাফাখোরদের গোপন অভিযান।

সংবাদ পত্রের সংবাদে প্রকাশ যে, পুলিশের উচ্চ পর্য্যায়ের কর্ম্মচারীরা মন্তব্য করিয়াছেন—প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের নীতি বিগর্হিত হস্তক্ষেপের ফলেই অপরাধীরা শেষ পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি পায়। নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা এই সব দুষ্কৃতিকারীদিগকে পুলিশের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া আনে। বিহারের আমলেই আমরা দেখিয়াছি—মানভূমের কুখ্যাত ডাকাতের সর্দার প্রকাশ্য রাজপথে তলোয়ার ঘুরাইতে ঘুরাইতে সত্যাগ্রহীদিগকে ভয় দেখাইতেছে; পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তাহা উপভোগ করিতেছে। গুণ্ডারদল মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া "খুনকা নদী বহা দেঙ্গে" বলিয়া রাজপথে শোভাযাত্রা করিয়াছে—পুলিশ তাহাদের সহিত সংযোগিতা করিয়াছে। ইহার পশ্চাতে কোন্ শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাদের অদৃশ্য হস্ত সেদিন কাজ করিয়াছে তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় নাই। এবং বর্তমানেও এই সব দুষ্কৃতিকারীদিগকে কাহারা কি উদ্দেশ্যে রক্ষা করিতেছে তাহাও অনুমান করিতে অসুবিধা হয় না। ভোটের সময় এই সব সমাজ বিরোধী উপদ্রব কারীরা নির্ব্বাচন প্রার্থীর স্বপক্ষে প্রচারকার্য্য চালায়, ভোটারদিগকে ভয় এবং লোভ দেখাইয়া প্রার্থীর পক্ষে ভোট আদায় করে। দেশ হইতে এই সব অনাচার দূর করিতে হইলে, পুলিশের কার্য্যদক্ষতা পুনরুদ্ধার করিতে হইলে বর্ত্তমানের শাসক সম্প্রদায়কে সর্ব্বপ্রথমে পদচ্যুত করাই জনসাধারণের প্রধান কর্ত্তব্য। নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।

পুরুলিয়া জিলায় রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট কমিটী গঠিত

গত ১লা জুলাইয়ের কলিকাতা গেজেটে মোটর ভেহিক্‌ল্ এক্ট অনুযায়ী পুরুলিয়া জিলার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া—'রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটী' গঠিত হইয়াছে। সদস্যগণের নাম :—

১। ডেপুটী কমিশনার পুরুলিয়া—চ্যায়ারম্যান।
২। সদর সাবডিবিজনাল অফিসার—সেক্রেটারী।
৩। পুরুলিয়া ডিবিজনের এক্সিকিউটীভ ইঞ্জিনীয়ার।
৪। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—
৫। শ্রীসুধীর কুমার মজুমদার—পুরুলিয়া
৬। শ্রীকিশোরী বিজয় আচার্য্য গোস্বামী—পুরুলিয়া
৭। ডাঃ তারাপদ রায়—পুরুলিয়া।
৮। শ্রীশঙ্কর নারায়ণ সিংহদেও—এম, এল, এ।

বে-সরকারী সদস্যদের মধ্যে একজন মিউনিসিপ্যালিটীর চ্যায়ারম্যান আর একজন জিলা বোর্ডের ভাইস চ্যায়ারম্যান। তাহাদের মনে হয় ব্যক্তিগত ভাবেই গ্রহণ করা হইয়াছে—চ্যায়ারম্যান ভাইস চ্যায়ারম্যান হিসাবে নয়। ইহারা দুইজনের মধ্যে একজন কিশোরীবাবু পুরাতন কংগ্রেসী, আর একজন সুধীরবাবু হালী কংগ্রেসী। পুরুলিয়া বাংলায় আসিবার পরে কিছুদিন হইল কংগ্রেসে নাম লিখাইয়াছেন। তৃতীয় বে-সরকারী সদস্য ডাঃ তারাপদ রায়ও তাহাই। যাহা হউক সরকারী সব কমিটিগুলিই কংগ্রেস কমিটিরই এদিক বা ওদিক করিয়াই গঠিত হইয়াছে হইতেছে। এইসব দেখিয়াই বোঝা যাইতেছে যে—বাংলা দেশে আসিবার পরে কিছু লোকের কংগ্রেসে ঢুকিবার জন্য অকস্মাৎ কেন প্রেরণা হইয়াছিল। যাহা হউক নিছক কংগ্রেসজনদের লইয়া—তাহারা যে রকম লোকই হোন না কেন—এই সব কমিটীগুলি গঠিত করিবার প্রয়োজন আছে। কংগ্রেসের অর্থ ভাণ্ডারের ব্যাপারটা না হয় ছাড়িয়াই দেওয়া হইল—কোন বাসের মালিকের, ট্যাক্সির মালিকের এবার কংগ্রেস মেম্বার না হইলে বা না করিলে দুশ্চিন্তার শেষ থাকিবে না। ভোটের সময় তাহাদের নিজেদের স্বার্থেই জোড়া বলদের লেজ না মলিয়া উপায় কোথায়? যাহা হউক এবিষয়ে যত কম বলা যায় ততই ভাল। যেমন গবর্মেণ্ট তেমনি তাহারা লোক নির্বাচন করিবে এবং কাজও তেমনি চলিবে—ইহা স্বাভাবিক। তবুও আমরা দেখিতেছি যে এই ধারাতেও গবর্মেণ্ট একটু ভুল করিয়াছেন। ইহাদের অপেক্ষাও অধিকতর নিষ্ঠাবান দু একজন কংগ্রেসজন এই কমিটী হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। তবে ভাগ লইয়া কংগ্রেসের মধ্যেই যে পারস্পরিক লেজীর প্যাঁচ চলিয়াছে তাহাতে কি ইহারাই ক্ষেত্র দখল করিয়াছে?

"স্পোর্টসম্যান" (!) পুলিশ সাহেবের স্পোর্টসে বাধাদান

আন্তঃজিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা পুরুলিয়া ভিক্টোরিয়া স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। মাঠ হিসাবে ইহা ফুটবল খেলার বিশেষ উপযুক্ত নহে। প্রকাশ যে, পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট মহাশয় জেল গ্রাউণ্ডে খেলিবার অনুমতি না দেওয়ায় ঐ মাঠে খেলা হইতে পারিতেছে না। আজ বহুদিন হইতে জেল গ্রাউণ্ডেই পুরুলিয়ার খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। অথচ এই বৎসর পুলিশ সাহেবের এই অন্যায় জিদ কেন? এই জেল গ্রাউণ্ডে খেলাধূলার অনুমতি দিলে কি অসুবিধা হইবে তাহাও বোঝা দুষ্কর। পূর্ব্বে কোন অসুবিধা হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই—তাঁহার সময়েই কি অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে? অন্যায় মনোভাব ত্যাগ করিয়া তিনি জিলার খেলাধূলার সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। তাঁহার অনুমতির অভাবে পুরুলিয়ার লীগ খেলা শুরু হইতে বিলম্ব হইতেছে। ভিক্টোরিয়া স্কুল ময়দানে লীগ খেলা হইলে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের খেলাধূলার ব্যাঘাত হইবে। স্কুলসমূহের মধ্যে কাপ ও শীল্ডের খেলা ঐ স্কুল ময়দানেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কাজেই জেল গ্রাউণ্ডেই পুরুলিয়া জেলার লীগ ও অন্যান্য কাপ শীল্ডের খেলা হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি নিজেকে "স্পোর্টসম্যান" বলিয়া পরিচয় দেন—জিলাবাসী তাহার এবম্বিধ কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। স্পোর্টসম্যানের ন্যায় ব্যবহারই তাহার কাছে আশা করি।

সরকারী জীপে শিশু-চালক

গত ১৭ই জুলাই বৈকাল ৪।৫ টার সময় পুরুলিয়া সহরের অনেকগুলি লোক দেখিয়া বিস্মিত হয় যে, ৫।৬ হইতে ৮।৯ বৎসর বয়স্ক ৪।৫টি বালক একটি জীপ গাড়ী (নং WBE 3021) সদর রাস্তার উপর বেপরোয়াভাবে চালাইয়া লইয়া যাইতেছে এবং গাড়ীর এক কোণায় একটী বয়স্ক লোক (ড্রাইভার?) নীরব দর্শক হইয়া বসিয়া আছে। সংবাদ লইয়া জানা গিয়াছে ঐ গাড়ীটি সরকারী প্রচার বিভাগের। সরকারী গাড়ী লইয়া বন্ধুবান্ধব সহ পিকনিকে যাওয়া, পরিবারবর্গ লইয়া প্রমোদ ভ্রমণে যাওয়া প্রভৃতি নানাবিধ সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অল্পবয়স্ক বালকদের মোটর শিক্ষার জন্য সরকারী জীপ ব্যবহার করিতে ইতিপূর্ব্বে শুনা বা দেখা যায় নাই। সরকারী জীপ লইয়া অফিসাররা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন—ইহাতে জনসাধারণের আপত্তি থাকিলেও আমাদের বক্তব্য এই যে, একটা জীপ নষ্ট হইলে তাহা কিনিতে পারা যাইবে কিন্তু পথচারী জনতার সহিত অল্পবয়স্ক কয়েকটি অমূল্য প্রাণ নষ্ট হইলে তাহা অর্থের বিনিময়ে কিনিতে পারা যাইবে না।

পুরুলিয়া জিলায় বিহার আমলের পঞ্চায়েত নাকচ

পুরুলিয়া জিলা বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইবার পরেও বিহারের আইনে গঠিত পঞ্চায়েতগুলি এখানে আইন অনুযায়ী চালু ছিল। সম্প্রতি ১৯৫৯ সালের ২৯শে মে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করিয়া যে অর্ডিন্যান্স প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পুরুলিয়া জিলায় 'বিহার পঞ্চায়েত রাজ এক্ট' অনুযায়ী গঠিত পঞ্চায়েতগুলিকে নাকচ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত এক্ট অনুযায়ী পঞ্চায়েত গঠনের আইন চালু করা হইল। পুরুলিয়া জিলায় আর বিহার আমলের পঞ্চায়েতগুলির কোন অস্তিত্ব রহিল না।

মহুলের উপর ট্যাক্স

সম্প্রতি বাংলা গবর্মেণ্ট মহুলের উপর আবগারী ট্যাক্স ধার্য্য করিয়াছেন। সহরে আধমণের উপর মহুল মজুত থাকিলে এবং গ্রামাঞ্চলে চারিমণের উপর মহুল থাকিলে লাইসেন্স লইতে হইবে এবং মণ প্রতি ১৲ এক টাকা হিসাবে ট্যাক্স দিতে হইবে। এই আইন পুরুলিয়া জিলায় সম্প্রতি লাগু করা হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

আদিবাসী এলাকায় জল সরবরাহ ও সুবিধা দরে বীজ বিতরণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় জলসরবরাহ পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে পুরুলিয়া জিলার জন্য ২৪০০০৲ টাকা এবং শস্য বিতরণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ১৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

চীনের গোপন পরিকল্পনা

প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির মধ্য প্রদেশ শাখার চেয়ারম্যান শ্রীএইচ, ভি, কামাথ সাংবাদিকদের নিকট জানাইয়াছেন যে, লাডাক, নেপাল, সিকিম, ভূটান ও উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত এজেন্সী প্রভৃতি রাজ্যগুলি লইয়া চীন একটী যুক্তরাষ্ট্র গঠনের গোপন পরিকল্পনা করিয়াছে। চীন যে মানচিত্রের মাধ্যমেই ভারতের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছে—তাহাই নয় নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূলে জোর প্রচার কার্য্য শুরু করিয়াছে।

জনকল্যানাত্মক প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মঘট নিষিদ্ধ

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষায়তন, হাসপাতাল প্রভৃতি জনকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিয়া রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক রচিত বিল কলিকাতা গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তবে উহা বিধান মণ্ডলীর আগামী অধিবেশনে বা নিকট ভবিষ্যতে কোন অধিবেশনে উত্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া বুঝিবার জন্যই উক্ত বিল প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ উঠিলে সরকার উক্ত বিষয়ে বেশীদূর অগ্রসর নাও হইতে পারেন বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের শ্রম মন্ত্রী বলেন।

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের দাবীতে সত্যাগ্রহ

পশ্চিমবঙ্গ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে গত ১৬ই জুলাই হইতে মেদিনীপুরে সত্যাগ্রহ শুরু হইয়াছে।

বি, এ, ও বি, এস, সি পরীক্ষার ফল

সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ ও বি, এস, সি পরীক্ষার ফল আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহের পূর্ব্বে প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না বলিয়া জানা গিয়াছে। এ বৎসর পরীক্ষার পাশের হারও কম।

আসাম সীমান্তে পাকিস্থানী সৈন্য

সংবাদে প্রকাশ, গত ১৪ই জুলাই হইতে পূর্ব্ব পাকিস্থানী সৈন্যেরা আসাম সীমানায় আক্রমণাত্মক প্রস্তুতি কার্য্য শুরু করিয়াছে। কয়েক স্থানে বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চ নির্মিত হইতেছে। অস্ত্র শস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সৈন্য সরবরাহ করাই এই ট্রেঞ্চ খননের উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

দুর্গাপুরে সরকারী ক্রটী ঢাকিবার কৌশল হিসাবে নিরাপত্তা আইন ব্যবহার

দুর্গাপুর কোকচুল্লী কারখানার অংশ বিশেষ ভাঙ্গিয়া পড়ায় কারখানা অচল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। উৎপাদন বন্ধ হইয়া যাওয়ার দরুণ যে ক্ষতি হইবে তাহার পরিমাণ এক কোটী টাকায় পৌছিবে। ইহা মেরামত করিতে ২০।২৫ দিন লাগিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। যান্ত্রিক গোলযোগ ছাড়াও পরিচালনা ব্যবস্থার ত্রুটিই ইহার জন্য দায়ী বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিতেছেন। ইতিমধ্যে দুর্গাপুরের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এক সার্কুলার জারী করিয়া এই কোকচুল্লীর ত্রুটীঘটিত কোন সংবাদ বাহিরে প্রচার করা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। সমগ্র কারখানা অঞ্চলটি পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে চার্জ্জসীট্

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির নিকট চার্জ্জসীট পেশ করিবার জন্য ভারতীয় রাজ্যসভার কম্যুনিষ্ট দলের নেতা শ্রীভূপেশ গুপ্ত ও পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বিরোধী দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু আগামী ২৮শে জুলাই নয়াদিল্লী যাত্রা করিবেন। ২৯শে জুলাই ঐ চার্জ্জসীট্ রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, কুশাসন, স্বজন পোষণ প্রভৃতির ফিরিস্তি দিয়া উক্ত চার্জসীট্ তৈয়ারী হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবার পর আগামী ৩০শে জুলাই নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে চার্জসীটের বিবরণ প্রকাশ করা হইবে। রাষ্ট্রপতির নিকট চার্জসীট্ পেশ করিবার পর পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপালের নিকটও অনুরূপ চার্জসীট্ দাখিল করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

—*—

ঋষি নিবারণ চন্দ্র স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠান

কলিকাতায় ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতি সভা

গত ১৮ই জুলাই বৈকাল ৫টার সময় কলেজষ্ট্রীট মার্কেটের উপর "অভয় আশ্রমের" সম্মুখে নিখিলবঙ্গ শহীদ ও দেশ সেবক স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে একটী জন-সভার আয়োজন করা হয়। প্রবীন দেশকর্ম্মী শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী সভায় সভাপতিত্ব করেন। ঋষির সহকর্ম্মী মানভূমের জননেতা শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের বাণী সভায় পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত ননী গোপাল ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ ইন্দু ভূষণ সেন, শ্রীসুরেন্দ্র নিয়োগী, শ্রীপ্রমোদ কুমার ঘোষাল, মেজর সত্য গুপ্ত, দেবেন্দ্র নাথ ঘটক, শ্রীসুধীর চন্দ্র লাহা প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতা করেন।

সতনপুর লোক সেবাশ্রমে

গত ১লা শ্রাবণ সতনপুর লোক সেবাশ্রমে যথারীতি ঋষি নিবারণ চন্দ্র স্মৃতিদিবস প্রতিপালিত হয়।

প্রভাতে ঋষির উদ্দেশ্যে বেদমন্ত্র পাঠ করা হয়। ঋষির প্রিয় সঙ্গীত "হরি নিজেরই যা কিছু" ও প্রিয় কীর্ত্তন "বন্ধু কি আর বলিব আমি" এবং ঋষির উদ্দেশ্যে রচিত "জয় জয় মানভূম ঋষি" গান করা হয়।

আশ্রম ভিতরে ঋষির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। তাঁহার সুসজ্জিত প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে সূত্রযজ্ঞ করা হয়। প্রার্থনামূলক বিভিন্ন সঙ্গীত ও কীর্ত্তন করা হয়। সূত্রযজ্ঞে যোগদান করেন শ্রীমতী ভাবিনী দেবী, সারদা দেবী, ফণি বালা দেবী, শ্রীমতী দাসী, ধোবানী দাসী, ষষ্ঠী বালা, শান্তি বালা, মন্দাকিনী, চাঁপা, বীণাপাণী, ইরবাতী, অণিমা, তুলালী, শুকলাল গরাঞ, লম্বোদর মাঝি।

শ্রীভিক্ষাকর বহু গান করে। তুলালী চাঁপা মন্দাকিনী ষষ্ঠী ও সারদাও গান ও কীর্ত্তন করে। বেলা সাড়ে পাঁচটায় অনুষ্ঠান শেষ হয়।

শ্রীমতী ভাবিনী দেবী সমস্ত দিন উপবাস করিয়া ছিলেন। আশ্রমের পক্ষ হইতে কর্ম্মীবৃন্দ বিভিন্ন কুষ্ঠ সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

ভূতাম গ্রামে

গত ১লা শ্রাবণ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের পঞ্চ বিংশতি-তম মৃত্যুবার্ষিকী গভীর পরিবেশে নিম্নসূচী ক্রমে ভূতাম নিবারণ চন্দ্র বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পরম শ্রদ্ধার সহিত পালিত হইয়াছে।

প্রাতে ৬ টার সময় স্কুলের ছাত্রবৃন্দ, শিক্ষকগণ এবং গ্রামবাসী 'রামধুন' সঙ্গীত গাহিয়া ঋষির প্রতিকৃতি সহ গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া তাহা স্কুলে স্থাপন করেন। বেলা ৩টার সময় স্কুলের প্রাঙ্গণে এক সভা হয়। শ্রীশ্রীশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ভূতাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি এবং ঋষির একজন একনিষ্ঠ অনুরক্ত ভক্ত শ্রীরাম কিস্কর মাহাত ঋষির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। পরে সমবেত সুরে স্কুলের ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক 'জাতীয় সঙ্গীত' গীত হয়। সুনির্ব্বাচিত তিনটি রবীন্দ্র কবিতা সর্ব্বশ্রী সুনীল চন্দ্র মাহাত, রূপচাঁদ মাহাত ও শ্যামসুন্দর মহাপাত্র মধুরভাবে আবৃত্তি করে। পরে সভাপতি মহাশয় ঋষির দিব্য জীবনী এবং আদর্শ সম্বন্ধে প্রায় আধ ঘণ্টা ব্যাপী এক ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ মাহাত অনুষ্ঠান উপযোগী সঙ্গীত গাহিয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
৩১শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৭ই শ্রাবণ, ১৩৬৬— ৩রা আগষ্ট ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য ৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

কেরলে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তন

গত ৩১।৭।৫৯ তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টার সময় রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সংবধানের ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এক ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া কেরলের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু রাষ্ট্রপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে জানাইয়া দেন যে সংবিধানের ব্যবস্থা অনুযায়ী বর্ত্তমানে কেরলে শাসন পরিচালনা সম্ভব নয় বলিয়া কেরলের রাজ্যপাল রিপোর্ট দেওয়ায় ভারত সরকারের অভিমত শাসনতন্ত্রের ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত। রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক কেরলের শাসনভার গ্রহণের সংবাদ লইয়া এক বিশেষ বার্তাবহ ত্রিবান্দামে কেরলের রাজ্যপালের নিকট উপস্থিত হন। রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে কেরলের মন্ত্রিসভা ও বিধান সভা বাতিল হইল।

—*—

(৪ পৃষ্ঠার পর হইতে)

এবার গণতন্ত্রের বিষয়টি দেখা যাক। যাঁহারা বলিতেছেন—রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপে গণতন্ত্র রসাতলে গেল—তাঁহারা কি জানেন না যে, কংগ্রেসী শাসনের হস্তক্ষেপ ভারতের গণতন্ত্রের সমস্ত কাঠামোই আজ বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। এই হস্তক্ষেপে নতুন করিয়া গণতন্ত্র আর কতটুকু বেশী পর্য্যুদস্ত হইবে? এবং ইহাও আজ মনে করা স্বাভাবিক যে, কেরালা ব্যাপার লইয়া কংগ্রেসের এই অভিনয় ও উপদ্রবের ব্যাপারে কমিউনিষ্ট সরকার তথা কমিউনিষ্ট পার্টিও যে ভাবে ভীতি ও আতঙ্ক প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কংগ্রেসী অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ভারতে জনমত সৃষ্টি করার বিষয়ে কমিউনিষ্ট শক্তির ক্ষেত্র এখনও এত দুর্ব্বল যে, যাহার ফলে গণতন্ত্রকে লইয়া উপদ্রব ও উপহাস করিবার বিষয়ে কংগ্রেস অধিকতর সাহস অর্জ্জন করিয়াছে। অন্য দিকে কেরালার ঘরোয়া বিভ্রান্ট সরকার বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট সরকার আতঙ্কিত হইয়া প্রতিরোধ পন্থা বিষয়ে যে ভাবে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন যাহার ফলে গণতন্ত্রের আবেদনও তাহার পক্ষে ম্লান হইয়া গিয়াছে।

যাহাই হউক, কেরালা ব্যাপারে কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট (ভারতের প্রধানতম এই দুই দলই) বুদ্ধিমত্তা, পরিচালনা ও নেতৃত্ব প্রদানে কোনো যোগ্যতাই প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

কেহ ভাবিতেছেন—এই হস্তক্ষেপের দ্বারা এমন এক নজীর করা হইল—যাহাদ্বারা কংগ্রেসকেই একদিন নিজের কোনো প্রদেশের ব্যাপারে এই হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হইয়া লজ্জিত ও চিন্তিত হইতে হইবে। কিন্তু আমরা মনে করি—কংগ্রেসের লজ্জিত হইবার কোনোদিন কোনো অবকাশ আসিবে না। কংগ্রেসের অন্তরে লজ্জা বা চিন্তা বলিয়া বস্তু থাকিলে, কেরালার পূর্ব্বেই নিজেরই কোনো কোনো প্রদেশে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ করার দায়িত্ব কংগ্রেসকে অনুভব করিতে হইত। শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগীর অপসারণ ও তাহার প্রতি বিদ্বেষের কারণটাই আসল না হইয়া যদি কেরালার জনগণের সংকটের দুশ্চিন্তাই কংগ্রেসের এই হস্তক্ষেপের কারণ হইত—বিপন্ন জনগণের রক্ষার জন্য কল্যাণ বুদ্ধিদ্বারাই যদি আজ এই ব্যাপারে কংগ্রেস পরিচালিত হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ইহার বহু পূর্ব্বেই বিহারের লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষী জনগণের ভয়াবহ সংকটের অবসানকল্পে কংগ্রেসী সরকার বিহার সরকারের উপরই রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপের অভ্যুদয় ঘটিত। সেদিন কংগ্রেসী সরকার এই বিহার সরকার বিহারের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের উপর যে ভয়াবহ অত্যাচার অনাচার করিয়াছিল—তাহাদের জীবন, ধন ও জীবনব্যবস্থার নিরাপত্তাকে যেরূপ ভয়াবহভাবে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল—সেদিনকার সেই গ্লানীজনক দায়িত্বজ্ঞানহীনতার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সামান্যতম বিবেকও যদি জাগ্রত হইত, তাহা হইলে—কেরালার বহু পূর্ব্বেই রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপে সম্মানজনক নজীর হইয়া থাকিত। তাহা হইলে কংগ্রেসকে আজ এরূপ বিসদৃশ অবস্থায় পড়িতে হইত না। কিন্তু সেদিনও যেমন কংগ্রেসের বিবেকের অভ্যুদয় হয় নাই—আজও তেমনি আর কোনো পর্য্যায়ে এই বিষয়ে কংগ্রেসের লজ্জার অবকাশও হইবে না—ইহা আমরা জানি। কারণ কংগ্রেসী শাসনের ইহাই স্বাভাবিক রূপ।

কংগ্রেসের ইহাই স্বাভাবিক ধারা বলিয়া, আজ এই রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ কংগ্রেসী নীতিধারার স্বাভাবিক রূপেই দেখা দিয়াছে। ইহা সত্য। আত্মবিস্মৃত যে শক্তি দ্রুত বিনাশের পথে ধাবমান হয়—বিপরীত বুদ্ধিই তাহার ধ্বংসের পথ সৃষ্টি করিতে থাকে। অবাঞ্ছিত পথ অকল্যাণের আয়োজন করে—কল্যাণের গতিপথ রচনা করিবার জন্যই। সেজন্য আজ আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই—গণশক্তি ও গণতন্ত্রকে লইয়া এই পরিহাসের খেলা সত্যকার গণতন্ত্রকেই জন্মদান করিবে—তাহারই অন্যতম সূচনা।

পরলোকে শ্রীকুমারেন্দ্র নাথ ঘোষ

পুরুলিয়ার সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় আবাল বৃদ্ধ বনিতার "কুমার দা" গত ২৮শে জুলাই সন্ধ্যা ৬টার সময় সদর হাসপাতালে করোনারী থ্রম্বোসিস রোগের আক্রমণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। পূর্ব্বদিন রাত্রি বেলায় তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন ২৮শে জুলাই সকালে তাঁহাকে সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতালে স্থানান্তরের সংবাদ পাইয়া তাঁহার অগণিত বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন এবং গুণমুগ্ধ জনসাধারণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য হাসপাতালে গমন করিতে থাকেন।

জেলার প্রতিটি হিতকর কার্য্যের সহিত যেমন তিনি জড়িত থাকিতেন তেমনই অকাতরে মুক্তহস্তে তিনি এই সব কার্য্যে অর্থদান করিতেন। অজ্ঞাতশত্রু, নিরহঙ্কার পরলোক গমনে পুরুলিয়ার যে স্থান শূন্য হইল তাহা মানী কুমারদার কোনদিনই পূরণ হইবে না। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে স্বান্তনা দিবার ভাষা আমাদের নাই। মঙ্গলময়ের নিকট কুমারদার স্বর্গগত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুন ইহাই আমাদের কামনা।

আগামী সংখ্যায় কুমারদার জীবনী ও কর্মধারা প্রকাশিত হইবে।

মুক্তি

১৭ই শ্রাবণ, সোমবার

কেরালার কলঙ্ক-তিলক

অবশেষে দেবাদিদেব ইন্দ্রের হাত হইতে মহা-অশনী নিক্ষিপ্ত হইল। প্রতাপান্বিত ভারত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রপতির সংবিধান-বাণ অবশেষে কেরালা সরকারের বক্ষ বিদীর্ণ করিল। শুধু ভারতের দিকচক্রবাল কেন, সমস্ত বিশ্বের মহাকাশ প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠায় থম থম করিতেছিল—কি হয়, কি হয়। শঙ্কা, সন্দেহ, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, কোলাহল, কলরবে আকাশ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। সকল সন্দেহ ছিন্ন করিয়া সহসা বারুদ বিদীর্ণ হইল—মহাআড়ম্বরে মহাশব্দে। কিন্তু এই নাটকীয় স্নায়ুবিক যবনিকা-পাতের দৃশ্যপটটুকুর জন্য কত যে দীর্ঘ অভিনয় ও অন্তরালবর্ত্তী নাটকীয় মহড়া পরিচালিত হইয়াছে—তাহাও অবশ্যই ভারতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে—সন্দেহ নাই।

এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে প্রতিক্রিয়ার বিবদমান ধারাও বহিতে সুরু হইয়াছে—ইহা সমীচীন হইল কি, না। যাঁহারা রাষ্ট্রপতির এই হস্তক্ষেপের বিপক্ষে তাঁহারা ব্যাকুলকণ্ঠে আর্ত্তনাদ তুলিয়াছেন—গণতন্ত্র রসাতলে গেল—সংবিধান ধূলায় মাটি হইল—কংগ্রেস সরকার এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিলেন—যাহাদ্বারা একদিন সরকারের নিজেকেই লজ্জায় পড়িতে হইবে—নিজেদের শাসিত প্রাদেশিক শাসনের ব্যাপার বিষয়ে। ইত্যাদি ইত্যাদি। যাঁহারা এই হস্তক্ষেপের পক্ষে, তাঁহারা বলিতেছেন—এই হস্তক্ষেপ না করিয়া আর পথ ছিল না। এই রাজনৈতিক সঙ্কট হইতে মুক্তির অন্য আর পথ কিছুই ছিল না।

সত্যই, মুক্তির আর কোনো পথ ছিল না। কিন্তু মুক্তি কাহার? উদ্ধারের প্রয়োজন ছিল কংগ্রেসেরই। কেরালা কংগ্রেস যে ভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছিল—গণশক্তির পথে কেরালা সরকারকে উচ্ছেদ করিবার জন্য আত্মম্ভরিতার বিরাট বড়াই করিয়াও কংগ্রেস এই সামান্য কেরালার সামান্য সরকারকে উচ্ছেদ করিবার বিষয়ে যে ভাবে বিপাকে পড়িয়া গিয়াছিল—তাহাতে তাহা হইতে মুক্তির সহজতম যে পথ কংগ্রেসের হাতে খোলা ছিল—তাহাই প্রয়োগ না করিবার মত মানসিক বল ও সংযম কংগ্রেসের পক্ষে যে স্বাভাবিক নয়—তাহা সহজেই অনুমেয়।

যাঁহারা এই হস্তক্ষেপের পক্ষে তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, কেরালার সংগ্রামে কংগ্রেসের অবস্থা যাহাই হউক, যে গৃহ বিবাদ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল—তাহা তো অনস্বীকার্য্য। এবং বিবাদ যখন ঘনাইয়া উঠিয়াছিল এবং হস্তক্ষেপ না করিলে যখন তাহা সবিশেষ অবনতির দিকে যাইবার ছিল—তখন হস্তক্ষেপ না করিয়া কি উপায় ছিল? তাঁহাদের বক্তব্য—কমিউনিষ্ট কুশাসনে ও অত্যাচারে অবস্থা এরূপ অসহনীয় হইয়াছিল যে, সাধারণ মানুষ মরিয়া হইয়া মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যদি এই হস্তক্ষেপ না হইত তবে এক ভয়াবহ ইতিহাস রচিত হইত। তাহা হইতে উদ্ধারের পথ যখন ছিল এই হস্তক্ষেপ—তখন কংগ্রেস কেনই বা তাহা হস্তগত করিবে না?

এই কথা শুনিয়া আমরা শঙ্কিত হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—হে বন্ধু! সামান্য এই কেরালা সরকারের ব্যাপারে মানুষ যখন অতিষ্ঠ হইল—তখন তাহার মুক্তির জন্য না হয় কংগ্রেস রূপ এই মুরুব্বির হস্তক্ষেপের সহায়তা লাভ করিল—কিন্তু যখন বিরাটকায় এই কংগ্রেস সরকারই আমাদের জীবনে ভয়াবহ রূপে দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিতেছে—এবং আরো অধিকতর ভয়াবহরূপে দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিবে, তখন আমরা হস্তক্ষেপের জন্য কোন্ মুরুব্বিকে ধরিব? হস্তক্ষেপের মুরুব্বি ছাড়া কি আর মুক্তির কোনো পথ জনসাধারণের জীবনে নাই? গণশক্তি বলিয়া কি আর কোনো পথ নাই? কংগ্রেসের কি এ বিষয়ে ভারতবর্ষকে কোনো পথ দেখাইবার সামর্থ্য নাই? ভারতের ক্ষুদ্রতম এক রাষ্ট্রে মুষ্টিমেয় এক সরকারের বিরুদ্ধে আসমুদ্র ভারতের প্রবল প্রতাপান্বিত কংগ্রেস শক্তি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল—তাহার সমস্ত ক্ষমতা দিয়া তাহাকে বিধ্বস্ত করিতে—জনশক্তি, শাসনশক্তি, অর্থশক্তি প্রভৃতি সকল বিষয়ের বিরাট শক্তি সমুদয় দিয়া তাহাকে পর্য্যুদস্ত

করিতে; কিন্তু এত বল এত অহমিকাসত্ত্বেও এই পথে তাহাকে পরাভূত করিতে অসমর্থ হইয়া কংগ্রেস অবশেষে খিড়কির পথে—বালিবধের মত তাহাকে বধ করিয়া বিজয়ী বীরের গৌরব লইবার জন্য বক্ষ স্ফীত করিয়া আমাদের সামনে আজ দণ্ডায়মান। কিন্তু আমরা লজ্জিত যে, এই সামান্য ক্ষেত্রেও কংগ্রেসের হাতে আজ গণশক্তি পরাজিত, গণসংগ্রাম পর্যুদস্ত।

খুব জোর দেওয়া হইতেছে—আভ্যন্তরীণ সহিংস আত্মকলহের উপর। স্বীকার করিলাম—দুই পক্ষের মধ্যে আত্মঘাতী রক্তপাতের অবস্থা ঘটিয়াছিল। কিন্তু দুই পক্ষ কে? একদিকে কমিউনিষ্ট পক্ষ—আর একদিকে সম্মিলিত পক্ষ যাহাকে কংগ্রেস নৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত করিতে পারে বলিয়া কংগ্রেস দাবী করে। অবস্থা যদি ইহাই ছিল—তবে দুইপক্ষে এই আত্মঘাতী সহিংস মনোবৃত্তির অবস্থা কেন ঘটিয়াছিল? কংগ্রেসের দৃষ্টিতে না হয় কমিউনিষ্ট পক্ষ খুনী পর্য্যায়ের পক্ষ। কিন্তু অপর পক্ষতো কংগ্রেসের প্রতি আস্থাবান পক্ষ। তাহারা কেন আত্মঘাতী জিঘাংসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল? কংগ্রেসের মত এমন এক বিরাট শক্তি সমন্বিত প্রতিষ্ঠান কেন তাহাদিগকে বীরের মত দুঃখবরণের মন্ত্রে পরিচালিত করিয়া কমিউনিষ্ট জিঘাংসাকে প্রতিহত করিতে প্রস্তুত করিতে পারে নাই? ভারতীয় জীবনে যদি আত্মকলহ এরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল—কুশাসনের প্রতিক্রিয়া যদি এরূপ মারাত্মক হইয়া উঠিতেছিল—কেন তবে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীর মত বীরের ধর্ম লইয়া—অহিংসার মন্ত্র লইয়া—কেরালার কুশাসনের অত্যাচার ক্ষেত্রে অগ্রসর হন নাই—নিজেরা দুঃখবরণ করিয়া মানুষকে ধৈর্য্য ধরিয়া মহৎ সাধনার মধ্যে প্রতিকারের পথ দেখাইবার জন্য?—কুশাসনে মরিয়া হইয়া আত্মবিনাশে বিভ্রান্ত মানুষকে কেন তাঁহারা গণশক্তির আত্মমর্য্যাদার মহিমান্বিত সংগ্রামের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ দেখাইতে পারেন নাই?

কিন্তু আসল কথা অন্য। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আদর্শচ্যুত হইয়াছেন বলিয়াই এই পথের প্রশ্নই আজ তাঁহাদের জন্য উঠিতে পারে না। ঈর্ষা, বিদ্বেষ, প্রতিযোগিতা, হিংসা ও জিঘাংসার দ্বারা পরিচালিত হইয়া যাঁহারা নিজেরাই আত্মকলহ ও আত্মবিনাশে ক্ষেত্র-সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম প্রধান অংশ বহন করিয়াছেন—তাঁহারা অহিংসার মন্ত্র বহন করিয়া জিঘাংসার মধ্যে শান্তির পথ প্রদর্শন করিবেন—ইহা সম্ভব নয়। কেরালায় কমিউনিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে জিঘাংসাপূর্ণ অত্যাচারের অভিযোগ উঠিয়াছে। ইহা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু ইহাও সত্য যে, কেরালার ব্যাপারে—কাঠের উপযুক্ত কাঠ দেখা দিয়াছে—শঠে শাঠ্যং মন্ত্র অনুসৃত হইয়াছে। কমিউনিষ্ট শক্তি প্রতিহত করার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সর্ব্বপ্রকার কদর্য্য পন্থা, আত্মঘাতী ব্যবস্থা, সহিংস মারাত্মক উপাদানসমূহ যে অনুসৃত হইয়াছে ইহাই ভাবা স্বাভাবিক। কারণ আমরা কংগ্রেসকে জানি। এক এই মানভূমের ব্যাপারেই আমরা জানি যে, সমগ্র কংগ্রেস নিজ স্বার্থসাধনে কত জঘন্য, কত ভয়াবহ কার্য্যধারা দ্বিধাহীন চিত্তে অনুসরণ করিতে পারে। একদল অভিযোগ করে—কমিউনিষ্ট শাসন ব্যবস্থা কংগ্রেসের শাসন ব্যবস্থা হইতে উন্নতর হইয়া যাইবে—এই আশঙ্কায় কংগ্রেস হীন পন্থাসমূহ অনুসরণ করিয়া এক পাকা সংকটের ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাও বিচিত্র কিছু নয়। তবে দোষত্রুটি, তারতম্য এসকল বিচার্য্য বিষয়।

রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপের ব্যাপারে—আইনগত দিক-টিই বিশেষ বিচার্য্য। কেরালা সরকারের দ্বারা অনুষ্ঠিত অত্যাচার অবিচারের প্রশ্নটি এক বিষয়—আর সরকার দ্বারা সংবিধান বিরোধী শাসনধারার প্রশ্নটি আর এক বিষয়। কেরালা সরকার সংবিধান বিরোধী শাসনধারা অনুসরণ করিয়াছেন—এই মর্মে কোনো নজীর বা যুক্তি কংগ্রেস সরকার দেখাইতে পারিয়াছেন কিনা ইহাই সবিশেষ বিচার্য্য। আমরা মনে করি, এবিষয়ে কংগ্রেস সরকার যুক্তি ও নজিরে অসামর্থ্যই হইয়াছেন। এই অবস্থায় কেরালা সরকারের অত্যাচার অবিচারের বিষয়টি যে ভাবে সমাধান করার প্রয়োজন ছিল—কংগ্রেস তাহার পথ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এই অসামর্থ্যের মান-রক্ষায় সংবিধান আজ যে ভাবে প্রযুক্ত হইল—কংগ্রেস ইতিহাসে তাহা কলঙ্কতিলকরূপেই জাগ্রত হইয়া থাকিবে। এবং কে বলিতে পারে—ইহার মধ্য দিয়াই ইতিহাসের এক অলখ্য নির্দ্দেশ নূতন গতিপথ রচনা করিবে না?

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে

প্রদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির চার্জ্জসিট

স্বৈরাচারী কংগ্রেসী সরকারের কুকীর্ত্তি সমূহের পুনরুল্লেখ

বিধান সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা ও সংবাদ পত্রে পরিবেশিত ঘটনারই সন্নিবেশ

জনসাধারণের নূতন কোন অভিযোগ ইহাতে সন্নিবেশিত হয় নাই

কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ সমন্বিত ৫২ পৃষ্ঠার একটি চার্জ্জসীট দিল্লীতে রাষ্ট্রপতির নিকট এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের নিকট দাখিল করা হইয়াছে। সমস্ত অভিযোগ স্থানাভাব বশতঃ উদ্ধৃত করা সম্ভব হইল না। কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের আর যে সব অভিযোগ রহিয়াছে ইহাদের অভিযোগ পত্রে সে সকলের উল্লেখ নাই। বিধান সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা ও বিভিন্ন সংবাদ পত্রের বহুজন পঠিত অভিযোগগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিলে কংগ্রেসী সরকারের আরও বহু মারাত্মক কুকীর্ত্তি উদ্ঘাটিত হইত। উক্ত চার্জ্জসিটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সরকারী অর্থের অপচয় ও দুর্নীতি

উক্ত স্মারকলিপিতে সরকারী অর্থের অপচয়, দুর্নীতি ও শাসন যন্ত্রের অপব্যবহার প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে, বাস্তুহারাদের পুনর্ব্বাসনের নামে এই সরকার ৬০ কোটী টাকা নষ্ট করিয়াছেন। আসনসোলের নিকট সালানপুরে যে উদ্বস্তু উপনিবেশ ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হইয়াছে সেখানে একজন উদ্বস্তুরও পুনর্ব্বাসন হয় নাই। উপনিবেশটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। **রিজিওন্যাল ট্র্যান্সপোর্ট অথরিটির হাতে বিভিন্ন জেলার ট্যাক্সি, ট্রাক প্রভৃতির পারমিট বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে দলীয় লোকদ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে।** বেশী ট্যাক্সির পারমিট দেওয়া হইয়াছে মন্ত্রীর ভাই, আত্মীয়দের এবং সমাজবিরোধী লোকদের। ইহাদের অনেকের কলিকাতায় ৫।৬ খানা করিয়া বাড়ী আছে।

কন্ট্রাক্ট ও সমবায় ঋণের মাধ্যমে আত্মীয় পোষণ

সরকারী কন্ট্রাক্ট, সমবায় ঋণ প্রভৃতি—আত্মীয়, ধনী বন্ধুবান্ধব এবং বেনামী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিতরণ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—প্রধান মন্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তদীয় স্ত্রী জড়িত রহিয়াছেন এইরূপ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ২৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। প্রতাপ মিত্র নামক একজন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিকে ১৭ খানি চালু বাস মাত্র ৫ হাজার টাকায় বিক্রয় করা হইয়াছে এবং বাৎসরিক ৩০ লক্ষ টাকার ঠিকাদারী দেওয়া হইয়াছে।

দুর্নীতি পরায়ণ অফিসারদের পদোন্নতি

সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপের সহিত জড়িত কলিকাতা পুলিশের একজন ডেপুটি কমিশনারকে পুলিশ বিভাগের ডি, আই, জি এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগের একজন জয়েন্ট সেক্রেটারীকে বিভাগীয় কমিশনার পদে উন্নীত করা হইয়াছে। বিধান পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যার স্বামী এবং মুখ্যমন্ত্রীর অনুগ্রহভাজন এক ব্যক্তিকে (বর্ত্তমানে উদ্বাস্তু বালিকার ইজ্জৎহানির অভিযোগে ইনি গ্রেপ্তার হইয়াছেন) পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আপত্তি সত্ত্বেও জোনাল অফিসারের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। শ্রী সি, কে, রায় নামক পরিবহন বিভাগের একজন অফিসারকে ট্যাক্সি প্রভৃতির পারমিট বিতরণে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণের অভিযোগে অভিযুক্ত করিলে শাস্তির বদলে তাহাকে কৃষি বিভাগের সেক্রেটারীর পদে উন্নীত করা হয়।

সমাজ বিরোধী ব্যক্তিদের আশ্রয় দান

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় দুইটি ধনকুবেরের গৃহে অবৈধভাবে রক্ষিত দুই কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও হিরক এবং বৈদেশিক বিনিময়ের নিয়মাবলী লঙ্ঘনের কাগজ পত্র পুলিশের হস্তগত হয়। ইহাদের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করা হয় কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর অদৃশ্য হস্তক্ষেপে

মামলাটি ধামা চাপা পড়ে। শ্রীভালোচীর নামে আসনসোলের একজন বড় ব্যবসায়ী ২০ লক্ষ টাকা ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেয়। কলেজের নামে কিছু টাকা দান করিলে প্রধানমন্ত্রী ইহাকে "দানবীর" সম্মানে ভূষিত করেন।

কংগ্রেসী ফাণ্ডে টাকা দানের প্রতিদান

কলিকাতায় উক্ত ধনকুবের "আলান ও বাজেরিয়া পরিবার" উপকারের বিনিময়ে কংগ্রেসী নির্ব্বাচনী ফাণ্ডে অর্থ সাহায্য করেন। শ্রীকানোরিয়া নামক জনৈক ব্যবসাদারকে ২ লক্ষ মণ চালের বিশেষ পারমিট দেওয়া হয়। ইনি কাকদ্বীপ কৃষক সম্মেলনে বহু অর্থদান করেন ও কংগ্রেসী ফাণ্ডে নিয়মিত চাঁদা দিয়া থাকেন। খাদ্যমন্ত্রীর বিশেষ বন্ধু "সারাওগীর" একটি বেনামী প্রতিষ্ঠানকে চালের বিশেষ পারমিট দেওয়া হয়। ইনি প্রতিদানে কল্যাণী কংগ্রেসে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দান করেন। ইহারই অর্থে কলিকাতার কংগ্রেস ভবন নির্মিত হয়। খাদ্যমন্ত্রীর বিশেষ প্রিয়পাত্র জনৈক বলাই রায়-এর (খাদ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সেক্রেটারীর ভ্রাতা) একটি প্রতিষ্ঠান সরকারী ধান চাউল ক্রয় বিক্রয়ের এজেন্ট। ইনি কংগ্রেসী নির্বাচনী ফাণ্ডে ৮০ হাজার টাকা দান করেন। মার্টিন এণ্ড বার্ণ কোম্পানিকে বিনা টেণ্ডারে ২ কোটি টাকার উপর ঠিকা দেওয়া হইয়াছে; প্রতিদানে কংগ্রেস নির্বাচনী ফাণ্ডে ইংরা ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার চেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাতে প্রদান করেন। পশ্চিমবঙ্গের চিনি ব্যবসায়ীদের সমিতি "সুগার সিণ্ডিকেটের" চেয়ারম্যান শ্রীখৈতান কল্যাণী কংগ্রেসে ২ লক্ষাধিক টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দেন। বিনিময়ে খাদ্যমন্ত্রী ইহাদের চিনি আমদানীর পারমিটের ব্যবস্থা করেন।

সুখী পরিবার

পশ্চিমবঙ্গের মত একটি ক্ষুদ্র এবং সমস্যাজর্জ্জরিত রাজ্যে ৩১জন মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, এবং পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী লইয়া একটি সুখী পরিবার গঠন করা হইয়াছে। ইঁহাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বৎসরে ৮ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়। ১৯৪৭ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ২৯২টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৬০টি মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের আরামের জন্য। বাকি ৩২টি হাসপাতালের অস্ত্রোপচার কক্ষে স্থাপন করা হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক যখন অর্দ্ধাহারে এবং অনাহারে দিন কাটাইতেছে তখন বর্ত্তমান বৎসরে দার্জ্জিলিংয়ে মন্ত্রীসভার অধিবেশনে ৪ লক্ষাধিক টাকা সরকার অপচয় করিয়াছেন। ১৯৫২ সালের পূর্ব্বে ইহাদের পিছনে খরচ হইত বাৎসরিক ২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা মাত্র।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার

দুর্গাপুরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাপনায় যে কোকচুল্লী স্থাপিত হয় তাহার নির্ম্মাণের জন্য ৩টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে টেণ্ডার পাওয়া যায়। যে দুইটি প্রতিষ্ঠানের টেণ্ডারে কম দাম চাওয়া হইয়াছিল তাহাদিগকে না দিয়া অপর একটি প্রতিষ্ঠানকে "খাদ্যমন্ত্রীর প্রতি সুবিবেচনা দেখান হইবে" এই সর্তে ৭৮০ কোটী টাকায় ঠিকা দেওয়া হয়। কোকচুল্লী স্থাপনের পর দেখা গেল যে ইহার অত্যাবশ্যক কয়েকটী অংশ ভাঙ্গা এবং অকেজো। তাহা মেরামত করিতে ১৩৮০ কোটী টাকা অতিরিক্ত খরচ পড়িবে। পশ্চিমবঙ্গের অডিটর জেনারেল এই টাকা অনুমোদনে আপত্তি করিয়া কণ্ট্রাক্টের সর্ত্তাদি পরীক্ষা করিবার জন্য মূল চুক্তিপত্রটি চাহিয়া পাঠান। ঐ মূল চুক্তিপত্রটি খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। এবং অপর দুইটি প্রতিষ্ঠানের (যাহারা কম মূল্য দিয়াছিল) টেণ্ডারের কোন হদিস নাই।

ক্রমবর্দ্ধমান সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ

১৯৪৮ হইতে ৫৮ এই দশ বৎসরের মধ্যে পুলিশি খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ৫ কোটী টাকা হইতে ১০ কোটী টাকার উপর উঠিয়াছে। প্রদেশে ৪০ হাজারের উপর পুলিশ বাহিনী থাকা সত্বেও সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৫৫ সালে মোট অপরাধের সংখ্যা ৩৫৪১৫। তন্মধ্যে চুরি ১৪১৭২, দস্যুবৃত্তি ৫২২, হত্যা ৩১০। ১৯৫৭ সালে মোট অপরাধ—৪২৬৪৯; চুরি—২২৬৬০, দস্যুবৃত্তি ৭৭৮ এবং হত্যা—৪৪৭। ১৯৫৮ সালে অপরাধের সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে। সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ কাহারা চালায় এবং উহাদের পিছনেই বা কাহারা আছে তাহার পূর্ণ বিবরণ রাজ্য সরকারের পুলিশ বিভাগ এবং পুলিশ মন্ত্রীর নিকট আছে। দুই দিনের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার

করিয়া আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব। কিন্তু কেন এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে না?

অহিংস শাসনের নমুনা

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সরকারের পুলিশের গুলীতে বিগত বার বছরে মোট ১৫৮ জন নর-নারী-শিশু নিহত হইয়াছেন। ৪ জন কম্যুনিষ্ট রাজনৈতিক বন্দীকে জেলের মধ্যে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। পুনঃ পুনঃ দাবী সত্বেও একবার ছাড়া কখনই সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্তে রাজী হন নাই। একবারের তদন্তের রায়ও সরকারের প্রতিকূলে ছিল বলিয়া ঐ রায় প্রকাশ করা হয় নাই।

কালা কানুন ও নিবর্ত্তনমূলক আটক আইন

গত ১১ বছরে পশ্চিমবঙ্গে এই আইন গুলির দ্বারা লক্ষাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কুখ্যাত নির্বতনমূলক আটক আইনটি কলিকাতার হাইকোর্ট সংবিধান বিরোধী বলিয়া রায় দেন কিন্তু রায়ের দুইদিন পূর্ব্বে এই কুখ্যাত আইনটি পাশ করাইয়া লওয়া হয়। এই রাজ্যের কংগ্রেসী সরকার মুনাফাশিকারী, চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে এই আইনটি কদাচিৎ প্রয়োগ করিয়াছেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য ও কর্ম্মীদের উপর বেশীর ভাগ প্রযোজিত হইয়াছে।

চাকুরীতে নিয়োগ ও সুযোগ সুবিধা দানের ব্যাপারে বৈষম্য মূলক আচরণ

হাওড়ার ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীএস, কে, সান্যাল ১৯৫৩ সালে হাওড়া জেলার দেউলটি ষ্টেশনে শান্তিপূর্ণ কৃষক শোভাযাত্রার উপর গুলীবর্ষণের জন্য পুলিশের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করায় এই সরকারের চীফসেক্রেটারী তাহাকে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে দূরের এক জেলায় বদলীর আদেশ দেন। সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা থাকা সত্বেও অধ্যাপক শ্রীসুশোভন সরকারকে তাহার মার্কসবাদী মতাদর্শের জন্যই প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ দেওয়া হয় নাই। প্রতিকূল পুলিশ রিপোর্টের জন্য শ্রীএস, পি, সেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হওয়া সত্বেও চূড়ান্তভাবে মনোনীতদের তালিকা হইতে বাদ পড়েন। অপর পক্ষে নির্ব্বাচনে পরাজিত কংগ্রেসী মন্ত্রী শঙ্কর মিত্র, নির্ব্বাচনে পরাজিত কংগ্রেসী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটীর সহ সভাপতি অজিত নাথ রায়, প্রভৃতিকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করিতে মন্ত্রিসভা আপত্তি করে নাই।

ভূমি সংস্কারের প্রহসন

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের নামে রাজ্যের দরিদ্র জনসাধারণের স্কন্ধে ৭০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপান হইয়াছে অথচ ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চাষীরা জমি পান নাই। জমিদার-নেতাদের চাপেই সরকার জমির বেনামী ও বে-আইনি হস্তান্তর রোধের ব্যবস্থা করিতেছেন না। অভিযোগ করা সত্বেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হস্তান্তর আইনসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। জমির হস্তান্তরকারীদের মধ্যে মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, মন্ত্রীদের বৈবাহিক, কংগ্রেস সভাপতির বৈবাহিক, কংগ্রেসী এম, পি ও এম, এল, এ।

নির্ব্বাচনে দলীয় স্বার্থে শাসনযন্ত্রের অপব্যবহার

বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারীকে নির্ব্বাচনী অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছিল। 'স্পেশ্যাল ক্যাডার' শিক্ষকদের দুরবস্থার সুযোগ লইয়া চাকুরীর ভয় দেখাইয়া তাহাদের অনেককে কংগ্রেসী পক্ষে প্রচারের কার্য্য করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। খাদ্যমন্ত্রী নির্ব্বাচনে জিতিবার জন্য নিজ পদমর্য্যাদা ও ক্ষমতার সুযোগ লইয়া নিজ নির্ব্বাচনী অঞ্চলে সরকারী রিলিফ, ডোল প্রভৃতির যথেচ্ছ অপব্যবহার করিয়াছিলেন। খাদ্যমন্ত্রী সমগ্র হুগলী জেলার বরাদ্দ ২ লক্ষ টাকার মধ্যে তাহার এলাকায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয় করেন।

লোকসভা সদস্যের দিল্লী যাত্রা

পুরুলিয়া জিলার লোকসভার সদস্য শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত (লোক সেবক সঙ্ঘ) আগামী লোকসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনে যোগদানের নিমিত্ত ২৯শে জুলাই বুধবার দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। লোকসভার অধিবেশন ৩রা আগষ্ট হইতে সুরু হইবে।

মুক্তির সংবাদে সরকারী কর্ম্মচারীর উষ্মা

হকারদের উপর অযথা আস্ফালন

গত ২৮।৭।৫৯ তারিখ বৈকালে "মুক্তি" পত্রিকার দুইজন হকার বাজারে পত্রিকা বিক্রয় করিতেছিল। সেই সময় জনৈক পুলিশ কর্মচারী তাহাদের নিকট হইতে 'মুক্তি' ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে থাকেন। গত সংখ্যায় 'মুক্তি'র ১ম পৃষ্ঠায় "মৃত ব্যক্তির উপর শমন জারী" শিরোনামা দিয়া একটি সংবাদ বাহির হইয়াছিল। ইহা পাঠ করিয়াই উক্ত কর্মচারিটী ক্রোধান্বিত হইয়া উঠেন ও বলেন "এসব বাজে খবর ছাপাইয়া ভুলাইয়া সাধারণের নিকট পয়সা লইবার ফন্দি মাত্র।" হকাররা তাহার কথার প্রতিবাদ করে। ইহাতে সেখানে অনেক লোক জমা হয়। জনসাধারণও হকারদের সমর্থন করিতে থাকে। উপায়ান্তর না দেখিয়া কর্মচারিটী নিজ উক্তি প্রত্যাহার করিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়েন। কর্মচারিটী তাহার বিভাগের কলঙ্কের কাহিনী জনসাধারণের সম্মুখে "মুক্তি" পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন এবং 'মুক্তি'র প্রতি বিষোদ্গার করিয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তাহাতে 'মুক্তি' পত্রিকার কিছু ক্ষতি হয় নাই, জনসাধারণের নিকট তাহারই পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। স্বাধীন দেশের সরকার জনসাধারণের অর্থে কি ধরণের কর্মচারী পুষিতেছেন তাহা জনসাধারণ দেখুন। কর্মচারিটির উচিত যাহাতে তাহার বিভাগের সুনাম বৃদ্ধি হয় তাহার জন্য নিজের ও বিভাগের সহকর্ম্মীদের চেষ্টা করা। নিরীহ হকারদের উপর অযথা আস্ফালন না করিয়া সরকার তাহাকে যে কাজের জন্য রাখিয়াছেন ও তাহার পিছনে জনসাধারণের অর্থ 'মাহিনা' হিসাবে ব্যয় করিতেছেন তাহার উপযুক্ত কাজ করিয়া নিমকের যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

শিক্ষা সংস্কারের দাবীতে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর বিবৃতি

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর সভাপতি নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন—

সরকারের শিক্ষানীতির প্রতিবাদে—শিক্ষা সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও শিক্ষক সমাজের উন্নতি বিধানের জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সমাজ গত ৩০শে এপ্রিল একদিনের প্রতীক কর্মবিরতি ও অনশনের মাধ্যমে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। শিক্ষকগণ আশা করিয়াছিলেন, সরকার অতঃপর শিক্ষানীতির পরিবর্ত্তন সাধনে ব্রতী হইবেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সরকার সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধিরের ন্যায় নিষ্ক্রিয় থাকিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিতেছেন।

সারা পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় এখানেও শিক্ষাব্যবস্থা মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ। সহরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম; বর্ত্তমানে অধিকাংশ বিদ্যালয় গৃহগুলি সংস্কারের অভাবে ভগ্নপ্রায় এবং বিদ্যালয় গৃহ হিসাবে অনুপযুক্ত। শিক্ষার্থীদের উপকরণ না থাকায় শিক্ষাদানের অসুবিধা প্রভৃতি নানারূপ অভাব অভিযোগের বিষয়ে আমরা বহুবার সরকার ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি, কিন্তু প্রতিকার কিছুই হয় নাই। দীর্ঘদিনের চেষ্টার ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকগণের সরকার-নির্দ্ধারিত-বেতনের হার (৫২৷০, ৬২৷০ ও ৬৭৷০ টাকা) ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে এখানে কার্য্যকরী করা হইয়াছে। কিন্তু ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত এগারো মাসের বর্ধিত বেতনের বকেয়া টাকা মিটাইয়া দিবার পর মার্চ্চ মাস হইতে পুনরায় পূর্ব্বের (বিহারের) হারে সঙ্কুসাকুলে প্রায় ৩০৲, ৩৫৲ ও ৪০৲ টাকা হারে আমাদের বেতন প্রদান করা হইতেছে—তাহাও আবার দুই তিন দফায়। বেতনের বাকী টাকা কখন দেওয়া হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। শিক্ষকগণকে মুষ্টি ভিক্ষার মত সামান্য কয়েকটি টাকা বেতন দিয়া অভুক্ত রখিয়া পুরাপুরি কাজ আদায় করিয়া লইতে চাওয়া কোন স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষেই গৌরবের বিষয় বলিয়া আমরা মনে করি না। সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট আমরা বহু আবেদন নিবেদন জানাইয়াছি—প্রতিকার কিছু পাই নাই। পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি পৌরাঞ্চলে ইতিমধ্যে 'ন্যূনতম বেতন' কার্য্যকরী করা হইয়াছে, কিন্তু এখানে হয় নাই।

এই সব কারণে অনন্যোপায় হইয়া শিক্ষকগণকে আন্দোলনের পথে নামিতে হইতেছে। নতুবা শিক্ষার বিপর্য্যয় রোধ করা যাইবে না এবং শিক্ষকগণকেও অনাহারে মৃত্যু বরণ করিতে হইবে।

সহরে ট্রাকের উপদ্রব ও পুলিশ

সহরের জনবহুল রাস্তাগুলিতে দিনের পর দিন মালবাহী ট্রাকগুলি ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তা আটক করিয়া মাল ওঠানামা করিতে ব্যস্ত থাকে। জনসাধারণের পক্ষে পথ চলা দুষ্কর হইয়া পড়ে। এই অসুবিধাসমূহ দূর করিতে সচেষ্ট হইতে পুলিশ কর্তৃপক্ষের আমরা বহুবার পত্রিকা মারফৎ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু পুলিশের লোকদিগকে অধিকাংশ সময়েই ট্রাকগুলির পেছনে ঘোরাঘুরি করিতে এবং ড্রাইভার ও গোদামের মালিকের সঙ্গে খোস গল্প করিতে দেখা যায়—কিন্তু রাস্তা আটক করা ট্রাকগুলিকে পথ পরিষ্কার করিবার জন্য কোনরূপ তাগিদ দিতে দেখা যায় না। গত ২৭শে জুলাই তারিখে বেলা প্রায় ১টার সময় জগদীশ মুখার্জী রোডে একই মুখে দুইটি ট্রাক, একটি মালবোঝাই রত নম্বর B R.T. 3500 এবং অপরটি নম্বর B.R N. 3575 বহুক্ষণ মাল ওঠানামার অজুহাতে সাধারণের পথ চলাচল আটক করিয়া রাস্তা জুড়িয়া দাঁড়াইয়া থাকে। গাড়ীগুলি সরাইতে বলাতে কেহ কর্ণপাত করে না। এবিষয়ে জনৈক সাংবাদিক নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ফোন যোগে পুরুলিয়া থানাতে জানান এবং প্রায় আধঘণ্টা পরে নিজে গিয়া থানায় এই মর্ম্মে জানাইয়া আসেন। আমরা দেখিতে চাই—করিৎকর্ম্মা পুলিশ এবিষয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ পুরুলিয়া জেলা

কেন্দ্র এবং প্রদেশ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত এবং অবহেলিত পুরুলিয়া জেলা কি সত্যই কৃপার পাত্র? এই জেলার মাটীর নীচে যে প্রচুর অর্থভাণ্ডার মজুত রহিয়াছে তাহার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিলে "সমৃদ্ধ ভারত" গঠনে পুরুলিয়া জেলা যে অংশ গ্রহণ করিবে তাহা অবহেলার যোগ্য নয়। এই জেলাতে যে সকল মূল্যবান খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় তাহাদের নাম "আর্থিক প্রসঙ্গ" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পুরুলিয়ার আমতোড়ে চীনামাটী পাওয়া যাওয়া যায়। পুরুলিয়ার হংসপাথর, বাঘমুণ্ডি, ঝালদা, পাঞ্চেৎহিল অঞ্চলে চুনাপাথর পাওয়া যায়। পুরুলিয়ার গুনিয়াড়া ও হরিরামপুর অঞ্চলে ডলামাইট পাওয়া যায়। পুরুলিয়ায় খুব ভাল কোয়ার্টজ পাওয়া গিয়াছে।

(ফেলস্পার—একটি ক্ষার মেশান পাথর এবং মৃৎশিল্প অপরিহার্য্য।)

ফেলস্পার এবং অভ্র মেশান পেগমাটাইট পুরুলিয়া জিলার রঘুনাথপুর, শাঁকা, গৌরাঙ্গডি, জয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।

খুব ভাল অর্থোক্লেজ বা পটাশ ফেলস্পারও পুরুলিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। পুরুলিয়া জিলার বলরামপুর, বেগুনকোদর এবং বিরামডিতে সুন্দর নীল রং এর কেয়ানাইট পাওয়া যায়।

পুরুলিয়ার গৌরাঙ্গডি অঞ্চলে খুব ভাল ব্যারাইট পাওয়া যায়। পুরুলিয়া জিলার নিতুড়িয়া অঞ্চলে পাতলা গ্রাফাইটের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। পুরুলিয়া জিলার নানা স্থানে হেমাটাইট ও হেমাটাইট-ম্যাগনেটাইট পাওয়া যায়।

পুরুলিয়া জিলায় গ্যালেনা পাওয়া যায়, তামার পাইরাইট ও পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়াও পুরুলিয়া জেলায় কয়লা পাওয়া যায়। (আর্থিক প্রসঙ্গ)

কেরল কংগ্রেসের চার্জ্জসীট "সর্বৈব মিথ্যা"

কেরল সরকারের জবাব :—

কেরল কংগ্রেস কর্তৃক রচিত ও প্রচারিত কেরল কম্যুনিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে চার্জ্জসীট, যাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইয়াছে—তাহার জবাব রাষ্ট্রপ্রধান সরকার দিয়াছেন। এই জবাবে কেরল সরকার বলিয়াছেন রাষ্ট্রপতির নিকট যে সব অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা অতি পুরাতন। প্রকৃত পক্ষে কেরলে কম্যুনিষ্ট দল শাসনভার লইবার পর হইতেই এই সব অভিযোগ করা হইতেছে। কেরল গবর্মেণ্ট এই সব অভিযোগগুলি সর্বৈব মিথ্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণ নির্ব্বাচনের পর কেরলের জনমতের বিরাট পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া কেরল কংগ্রেস যে দাবী করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেরল গবর্মেণ্ট বলেন যে কেরলে গত দুই বৎসরে বহু উপনির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে সরকারের বিরোধিতা করিতেছেন, তাহারা উপনির্ব্বাচনগুলিতেও কম্যুনিষ্ট দলের বিরোধিতা করিয়াছিল তবুও কম্যুনিষ্ট পার্টি জয়লাভ করিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে কেরলে কম্যুনিষ্ট সরকারের পিছনে জনমতের সমর্থন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিচার বিভাগীয় প্রশ্ন সংক্রান্ত যে সমস্ত অভিযোগ বহু নিরপেক্ষ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিকট গুরুতর বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহার উত্তরগুলিও চিন্তা করিবার মত। কেরল সরকার বলেন যে, দণ্ডিত ব্যক্তিদের দণ্ডহ্রাস বা মুক্তিদান বিষয়গুলি সম্পর্কে তাহারা দলমত নির্বিশেষে একই নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট অপেক্ষা অকম্যুনিষ্টরাই বেশী সুবিধা পাইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ তাহারা দেখান যে ১৯৫৭ হইতে ১৯৫৮ সালের মধ্যে ১৮২৭টি ফৌজদারী মামলা প্রত্যাহৃত হয়, তাহার মধ্যে ২৪৪টি ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্টরা জড়িত ছিল, বাকী ১২৯১টি ক্ষেত্রে কংগ্রেসী ও বিরোধী দলসমূহের লোকেরা ও ২৯২টি ক্ষেত্রে রাজনীতি-বহির্ভূত লোকেরা জড়িত ছিল। এভাবে অন্যান্য মামলা বা দণ্ডিত ব্যক্তিদের সম্পর্কেও হিসাব দেওয়া হইয়াছে। উপসংহারে বলা হয় যে মধ্যবর্ত্তীকালের নির্ব্বাচন দ্বারা সমস্যার সমাধান হইবে না। নির্ব্বাচনে যদি কম্যুনিষ্ট দল জয়লাভ করে তবে এই অবস্থারই পুনরাভিনয় হইবে, কারণ কংগ্রেস বিরোধীদল রূপে নিজেদের ভূমিকা পালনে প্রস্তুত নহেন।

পেঁচাড়া গ্রামে ঋষি নিবারণ স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠান

পেঁচাড়া গ্রামবাসী, পেঁচাড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হয়। বিদ্যালয় কক্ষে ঋষির প্রতিকৃতি সুসজ্জিত করিয়া সকলেই শ্রদ্ধা অর্পণ করে। ঋষির কল্পিত স্বরাজ চিত্র সঙ্গীত "এযে সব সমানের দেশ" এবং বিভিন্ন সঙ্গীত সমূহ যথাক্রমে শ্রীসতীশ চন্দ্র মাহাত, শ্রীঅতুল চন্দ্র মাহি, প্রতুল, মণ্টু, ক্ষুতু, রাধানাথ কর্তৃক গীত হয়। অতঃপর প্রধান শিক্ষক মহাশয় ঋষির জীবনী ও কর্মের আদর্শ আলোচনা করেন। সভা শেষে গ্রামের রাস্তার পার্শ্বে ৭টী বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

স্থানীয় সংবাদ

কালোবাজারী গ্রেপ্তার

পুরুলিয়া সদর থানার ও, সি, দুই জায়গায় হানা দিয়া চোরাই সন্দেহে কিছু পরিমাণ গুঁড়া দুগ্ধ উদ্ধার করেন ও তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন। প্রকাশ যে, গত ৩০।৫।৫৯ তারিখে পুরুলিয়া মেন রোডের উপর অবস্থিত "বিমল টী ষ্টোর্সে" হানা দিয়া ২ প্যাকেট দুধ, ২৯০ টাকা পাউণ্ড দরে বিক্রয়ের অভিযোগে শ্রীরামনিরঞ্জন আগরওলা ও শুভাগবত আগরওলাকে গ্রেপ্তার করে।

গত ২১।৭।৫৯ তারিখে পুরুলিয়া চাঁইবাসা রোডের উপর অবস্থিত দোকানে হানা দিয়া পুলিশ ১৭ প্যাকেট গুঁড়া দুধ উদ্ধার করে ও চোরাই বিক্রয়ের অভিযোগে শ্রীগোপাল সাউ নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

চুরির খবর

গত ২৮।৭।৫৯ তারিখে 'নিউ সিনেমা'র সম্মুখে শ্রীসন্তোষ কুমার কুণ্ডুর পানের দোকানে চুরি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, কুণ্ডু মহাশয় প্রতিদিনের মত সিনেমা শেষ হইলে পর দোকানে তালা বন্ধ করিয়া বাড়ী যান। আর পরদিন সকালে দোকানে আসিয়া দেখিতে পান যে তাহার দোকানের তালা ভাঙ্গিয়া কে বা কাহারা চুরি করিয়াছে।

ভ্রম সংশোধন!

২০ বর্ষ ৩০ সংখ্যায় 'মৃত ব্যক্তির উপর শমন জারী' নামক সংবাদে ছাপাই এর ভুলে রাধু 'ডম' হইয়াছে। উহা রাধু ওম হইবে। —মুঃ সঃ

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

২০শ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৪শে শ্রাবণ, ১৩৬৬— ১০ই আগষ্ট ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য ৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

খাদ্য-সংকট ও বিবিধ কর্ম্মধারা বিশ্লেষণ

লোক সেবক সংঘের সচিবের বিবৃতি

প্রদেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জেলার খাদ্য-পরিস্থিতির রূপ নির্ণয়

ভাদ্র-আশ্বিনের ভয়াবহ সংকটের সম্ভাবনা আজ জেলার জীবনে আসন্ন

খাদ্য-পরিস্থিতি বিষয়ে চিরাচরিত ধারায় সরকারের অবাঞ্ছিত ঔদাসিন্য ও অযোগ্যতার ধারা

খাদ্য-সংকট বিষয়ে অনুসৃত সংগ্রামসমূহের পরিচালকদের প্রতি সাবধানতার বিনীত আবেদন

উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুতির ভিত্তিতেই সার্থক সংগ্রাম প্রয়োজন

কিছু দিনের ব্যবধানে জেলার খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে বিবৃতি দিতেছি। তাহার কারণ আছে। সময়ে সময়ে দেশের জীবন-গতি ও দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার গতি অনুধাবন করিতে হয়। কখনও কখনও জনগণের রাজনৈতিক দাবী উত্থাপনের ক্রমান্বিত কাজের মধ্যে বিরতির অবসরে জনগণের স্বাবলম্বন শক্তির প্রচেষ্টা গড়িয়া তুলিতে হয় ও ক্রমান্বিত সংকটের মধ্যেই অবস্থাকে স্বাভাবিক রূপে ফিরিয়া যাইতে অনুকূল অবকাশও দিতে হয়।

ইহার মধ্যে আর একটু কথা আছে। বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রের দিক হইতে বৃহত্তর আশার প্রশ্নও এখানে ছিল। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক বিস্তৃত যে খাদ্য সংগ্রাম পরিচালিত হয়—তাহা অল্প দিনের মধ্যেই সরকারের সহিত এক আপোষের মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়। যদিও আমাদের আশঙ্কা হইয়াছিল যে এই আপোষের দ্বারা ফল কিছুই হইবে না; কিন্তু বামপন্থী নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, সরকারের সহিত এই আপোষের দ্বারা খাদ্য সংকটের সমা-

ধানের ব্যবস্থা হইবে। নেতৃবৃন্দের এই বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তাঁহারা এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য সংগ্রামকে সহসা বন্ধ করিয়াছেন এবং দেশের জনসাধারণও কিছুটা আশায় থাকেন যে, সর্ব্বভারতীয় কর্মক্ষেত্রের নেতৃবৃন্দ যখন সরকারের সহিত বিশ্বাসের যোগে খাদ্য সংকটের অবসানে অগ্রসর হইয়াছেন—তখন প্রদেশের খাদ্য সমস্যা হয়তো খানিকটা স্থায়ী সমাধানের রূপ লাভ করিবে।

গত বৎসরে খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে সরকারের সদিচ্ছা-বিহীন মনোভাব দেখিয়া আমাদের সংঘের আইন সভা সদস্য যিনি প্রাদেশিক খাদ্য পরামর্শ কমিটিতে ছিলেন—তিনি ঐ কমিটী হইতে পদত্যাগ করেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সদস্যদের কমিটিতে থাকা সম্পূর্ণ নিরর্থক। কমিটীতে সদস্যদের পরামর্শের ও যুক্তির কোনো স্থান বা মূল্যই ছিল না। কিন্তু সেই সময় কংগ্রেসবিরোধী অপর দলগুলির সদস্য যাঁহারা ঐ কমিটিতে ছিলেন—তাঁহারা তখনও ঐ কমিটিতে থাকিয়া কাজ হইবে বলিয়া আশার মধ্যে থাকেন। কিন্তু ঐ আপোষ তথা ঐ খাদ্য কমিটীর কর্মধারাসমূহ প্রদেশের খাদ্য সমস্যার পথে কোনো সমাধান বা কোনো উন্নতি তো করিতেই পারিল না বরং সমগ্র প্রদেশে খাদ্য পরিস্থিতি আরো স্থায়ী অবনতির রূপ পরিগ্রহ করিল। বামপন্থী নেতৃবৃন্দ আপোষের দ্বারা প্রতারিত হইলেন। জনগণের সংগ্রাম গতিকে মধ্যপথে সহসা থামাইয়া দিয়া তাহাদের আপোষও যে হঠকারিতারই কাজ হইয়াছিল—উদ্ভূত পরিস্থিতিই তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। বামপন্থী নেতৃবৃন্দ অবশেষে সেই খাদ্য পরামর্শ কমিটি হইতেও আজ যেমন সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে বাধ্য হইতেছেন তেমনি আবার খাদ্য-সংগ্রামের কর্ম তালিকা গ্রহণ করিতেও উদ্যত হইতেছেন।

বিগত কয়েক মাসের মধ্যে সমগ্র প্রদেশে খাদ্য-পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। কতকগুলি জেলার খাদ্য-মূল্য অভাবনীয় রূপে বাড়িয়া যায়। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সরকারী অযোগ্যতা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে শাসনযন্ত্রকে সম্পূর্ণ অচল করিয়া খাদ্য দ্রব্য চোরাকারবারীদের খেলার জিনিষ হইল।

বামপন্থী নেতৃবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে জনগণকে বহু আশ্বাস দিয়াছিলেন। ইহার ফলে অন্ততঃ রিলিফ কাজ প্রতিটিও জেলায় জেলায় কিছুটা ভালভাবে চলিবে—আমরা জনগণ ভাবিয়াছিলাম। এই জন্য এই একটা আশাজনক বিধায় জনগণের পক্ষ হইতে এই বিষয়ে দাবীর প্রচেষ্টাও কতকটা শিথিলই হইয়াছিল। আমাদের জেলায় অবশেষে আমরা দেখিলাম রিলিফের কাজ গত বৎসরের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য হইয়াছে। আপোষের ইহাই পরিণাম ঘটিয়াছে।

স্থায়ী তথা ক্রমান্বিত যে ব্যাপক খাদ্য সংকট চলিয়াছে—তাহা হইতে আমাদের জেলারও কোনো উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় নাই। সংকট ঘনাইয়া আসিতেছিল—তবে এবৎসর প্রথমদিকে বৃষ্টি সুরু হওয়ায় চাষের জন্য আসন্ন সংকট কিছুটা প্রকাশিত হয়। কিন্তু সামনে ভাদ্র আশ্বিন আসন্ন সংকট লইয়া আগাইয়া আসিতেছে। এই সময় হইতে সরকার তথা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকেই আজ সচেতন হইতে হইবে।

সমগ্র প্রদেশের খাদ্যমূল্য ভয়াবহরূপে ওঠা নামার সঙ্গে—আমাদের জেলার খাদ্যমূল্যও জনগণের ক্রয়শক্তির বহু উর্দ্ধে ভয়াবহভাবে ওঠা নামা করিয়াছে ও এখনও করিতেছে। বিশেষ, আজ এই ঘোর চাষের সময়ে গত কয়েকদিন ধরিয়া অনাবৃষ্টির ফলে—চাষ বিপন্ন হইতে চলিয়াছে—জনগণ আতঙ্কিত এবং খাদ্যমূল্য দ্রব্যমূল্য বাড়তির মুখে চলিয়াছে। ইহাই জেলার পরিস্থিতি।

ওদিকে আবার প্রদেশের কয়েকটি বামপন্থী দল অবিলম্বে এখন ব্যাপক খাদ্য-সত্যাগ্রহ করিবার আয়োজন করিতেছেন। কোথাও কোথাও সুরু হইয়াছে। দেশের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য-ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকার যেরূপ নিষ্ক্রিয় এবং উদাসীন, আযোগ্যতা ও স্বার্থান্ধতার ফলে এই নিষ্ক্রিয়তা যেভাবে আরো বাড়িয়া যাইতেছে—তাহাতে এই সরকারকে যে যেভাবে নাড়া দিতে পারেন চেষ্টা করুন। তবে সংগ্রামের উপযোগিতা থাকিলেও, সংগঠন-হীন বিচ্ছিন্ন সামান্য খেলার মত তথাকথিত সংগ্রামের দ্বারা ফল বিশেষ কিছু হইবে না। সংগ্রাম

(১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

২৪শে শ্রাবণ, সোমবার

বিচার করিবে কে ?

ইহাও কেরালা বিষয়েরই প্রশ্ন।—বিচার করিবে কে? কেরালা বিষয়ে উদ্ভূত অবস্থা সম্পর্কে ভারতের দুই বৃহৎ প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট পার্টি উভয়েই পরস্পরের প্রতি গুরুতর অভিযোগ সমূহ উত্থাপন করিয়াছে—এবং এই বিষয়ে উভয়েই অপরের বক্তব্যকে গভীর অসত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা কেরালা গিয়া কেরালার অবস্থা দেখি নাই। এবং উপরোক্ত এই দুই দলই কেরালার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পক্ষ। সুতরাং এই দুই পক্ষের কোনো এক পক্ষের উক্তিকে এই অবস্থায় গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়—সমীচীনও নয়। এতদ্ব্যতীত কোনো নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটিও এই পারস্পরিক গুরুতর অভিযোগের বিষয়ে কোনো যথাযথ তদন্ত এপর্য্যন্ত করে নাই। সুতরাং অবস্থার সত্যতা বিষয়ে কোনো বিশ্বাসযোগ্য তথ্য আজ আমাদের কাছে নাই। এইরূপ একটি পরিস্থিতির মধ্যেই কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট পার্টি অন্তহীনভাবে উভয়েই পরস্পরকে গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া চলিয়াছে। সেজন্য দেশের কাছে আজ এই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে যে, ইহার মধ্যে কোন্‌টি সত্য কোন্‌টি মিথ্যা? দুইপক্ষের বক্তব্যের মধ্যে সত্যই বা কতটা মিথ্যাই বা কতটা? সর্বোপরি—আজ ইহার বিচারই বা করিবে কে?

কেরালা ব্যাপারে কংগ্রেস কমিউনিষ্ট উভয়ে আজ ফরিয়াদী পক্ষ—উভয়েই আসামী পক্ষ। ইহাদের কেহই বিচারক হইতে পারে না। এবং যথাযথ তদন্তের ভিত্তিতে তদন্ত ও বিচার করিবার বিষয়ে বিচারক যখন সামনে কেহই নাই—তখন আজ আমাদেরই বিচারক হইতে হইবে।

বিচারে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে দেখিয়া লওয়া যাক—কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট পার্টির পরস্পরের প্রতি অভিযোগটা কি। কংগ্রেসের অভিযোগ—কেরালার শাসনভার হাতে লইয়া কমিউনিষ্ট পার্টি শাসনের অপপ্রয়োগ করিয়া পার্টির সদস্যদিগের জন্য অবাধ ক্ষমতার রাজত্ব সৃষ্টি করিয়াছে—তদুদ্দেশ্যে অপর পক্ষ ও প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুগামীদিগকে শক্তিহীন করিতে কমিউনিষ্ট পার্টি ভয়াবহ মারাত্মক আচরণ ও উপদ্রব করিয়াছে—এবং শাসন জীবন এরূপ অযোগ্যতা, বিশৃঙ্খলা ও বৈরাচারপূর্ণ করিয়াছে যে, কেরালার অধিবাসীবৃন্দ অতিষ্ঠ হইয়া, বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়াছে এবং বাঁচিবার জন্য মরিয়া হইয়া জনগণ যে প্রতিঘাত সৃষ্টি করিতে সুরু করিয়াছে তাহাতে উভয় পক্ষের এই সংঘর্ষ মূলক মনোভাব অচিরে ভয়াবহ গৃহবিপ্লব ও রক্তক্ষয় আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে—ইহাই কংগ্রেসের অভিযোগ।

এই অভিযোগের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট পার্টির বক্তব্য এই যে, কমিউনিষ্ট পার্টির অগ্রগতি ও সাফল্যের সম্ভাবনায় ভীত হইয়া কংগ্রেস কেরালার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে উস্কাইয়া দিয়াছে—কেরালার জনজীবনে কতকগুলি মারাত্মক ভয়াবহ উপদ্রবকারী নিয়োগ করিয়া তথায় বিপজ্জনক এক গৃহবিপ্লবের প্রস্তুত করা অবস্থার আয়োজনও সৃষ্টি করিয়াছে—কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় শক্তি একদিকে কেরালায় এইভাবে উপদ্রব সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত থাকিয়া অন্যদিকে বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া কেরালায় স্বাভাবিক "গৃহ বিপ্লবের" মারাত্মক অবস্থা উপলব্ধি করিতেছেন! এবং নিয়মতান্ত্রিক দায়িত্ব পালনের অভিনয় করিয়া আবার সংবিধান-প্রদত্ত হস্তক্ষেপও প্রয়োগ করিতেছেন। ইহাই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্টের অভিযোগ। অর্থাৎ সংক্ষেপে দুই পক্ষের এই দুই অভিযোগ। এখন আমরা কি করি? ইহার মধ্য হইতে সত্য নির্ণয়ই বা আমরা করিব কি করিয়া? বিচার করিবার কতকগুলি ধারা আছে। যখন সাক্ষাৎ তথ্য প্রমাণ না থাকে, তখন পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদির সহায়তায় বা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির চারিত্রিক অবস্থাসমূহের ভিত্তিতেও আমরা বহু সময়ে অবস্থার একটা ধারণা লাভ করিতে পারি। কেরালায় গিয়া তদন্ত আমরা করি নাই সুতরাং এইখানে বসিয়াই আমাদের হাতে বিচারের অনুকূলে যে তথ্য প্রমাণ আছে—পারিপার্শ্বিক অবস্থার মাধ্যমে ধারণা করিবার যে সকল সুযোগ আছে—আজ তাহা দ্বারাই আমাদের

বিচার করিতে হইবে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট দুইপক্ষের হোমরা চোমরারা যাহাই বলুন না কেন—আমাদের এই বিচারের আলোকেই সে সকলের সত্যতা অসত্যতা নির্ণীত হইবে। এখন দেখা যাক—আমাদের হাতে তথ্য প্রমাণ কি আছে।

প্রথম কংগ্রেসের কথাই বলি। কংগ্রেস কেরালার ব্যাপারে নিরপেক্ষতার ভান করিতেছে—নিছক জনগণের কল্যাণ ভাবনায় পরিচালিত হইয়া কেরালার সংগ্রামে আর্ত্ত মানুষকে সহায়তা দিয়াছে—ইহাই দাবী করিতেছে এবং অবশেষে উদ্ভূত এক গৃহবিপ্লবের অবস্থার প্রতিরোধকল্পে নিরপেক্ষ শাসকের দায়িত্ব বোধে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেরালায় সংবিধান জনিত হস্তক্ষেপে বাধ্য হইয়াছে—ইহাই কংগ্রেসের দাবী। আমরা কংগ্রেসের এই সকল দাবী ও কথার এক বর্ণও বিশ্বাস করি না। তাহার কারণ কংগ্রেসকে আমরা চিনি। স্বার্থপরতা, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব এবং তদুদ্দেশ্যে শঠতা, দুর্নীতি ও স্বৈরাচার—ইহাই যেখানে কংগ্রেসের আজ দ্বাদশ বৎসরের একমাত্র লক্ষ্য ও কর্ম্মধারা—সেখানে কংগ্রেসের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা, জনকল্যাণ প্রভৃতির কথা কখনো উঠিতে পারে বলিয়া স্বপ্নেও আজ আমাদের মনে হইবে না। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগত জীবনের ও শাসনের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া জড়িত থাকিয়া ইহাই আমরা স্পষ্টভাবেই আজ উপলব্ধি করিয়াছি যে, গোষ্ঠী ও ব্যক্তি স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া ভারতের জনগণের প্রতি সর্ব্বতোভাবে প্রতারণা, শোষণ ও অত্যাচারের ব্যবসা ব্যতীত—কংগ্রেসের শরীরে কোনো স্থানে জনগণের প্রতি কল্যাণবুদ্ধির এক বিন্দুরও লেশ মাত্র নাই। এবং কংগ্রেসের জীবনে অপরের প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ এবং অপরের ক্ষতি করার জন্য যে-কোনো নোংরা অপকর্ম্মই আজ অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেজন্য আমরা আজ পরিষ্কার বুদ্ধিতে পারিয়াছি যে, কেরালায় তথাকথিত এই গৃহবিপ্লব কংগ্রেস-নিরপেক্ষ রূপে স্বাভাবিকভাবে কখনই দেখা দেয় নাই—কংগ্রেসই আজ তাহার বিরাট ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার নোংরামীর সহায়তায় তথাকথিত এই গৃহবিপ্লব পাকাইয়া তুলিয়াছে—কমিউনিষ্ট শাসনের সাফল্যের আশঙ্কায় ত্রাস্ত হইয়া ব্যাকুল হইয়া কংগ্রেস আজ বিসদৃশ রূপে এই ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। হইতে পারে প্রথমে কংগ্রেস-নিরপেক্ষ কোনো গোলযোগ কেরালায় উদ্ভূত হইয়াছিল—কিন্তু তাহার মূল্য কিছুই ছিল না বা হইত না—যদি না কংগ্রেস তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিত। কেরালা ব্যাপারে গোপন ষড়যন্ত্র ছাড়াও, নিরপেক্ষতার ভান করিয়া—আর্ত্ত জনগণকে সহায়তার নাম করিয়া—কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যে সকল আচরণ বা পরস্পরবিরোধী যে সকল প্রকাশ্য উক্তি করিয়াছেন—তাহার মধ্য দিয়াই কংগ্রেসের নিরপেক্ষতার অপূর্ব্ব স্বরূপের ব্যর্থ মুখোস খুলিয়া ভাঁড়িয়া শেষ হইয়া গিয়াছে।

সংবিধানের নির্দেশ ও মর্য্যাদা রক্ষার দায়িত্ব যাহাদের হাতে—তাহাদের ইহাও এক অন্যতম কর্ত্তব্য যে, আইনানুগভাবে নির্ব্বাচিত রাজ্য মন্ত্রীমণ্ডলীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার বিপন্ন করার জন্য যাহারা অন্যায়ভাবে চেষ্টা করিবে—তাহাদের শায়েস্তা করার ব্যাপারে রাজ্য-সরকারকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা। সংবিধান নির্দেশের ধারক ও বাহকগণের ইহা কখনই কর্ত্তব্য নয় যে, রাজ্যসরকারকে বিপন্ন করিবার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহীর মত সেই রাজ্যে উপদ্রব সৃষ্টির জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া অবশেষে সেই রাজ্যে সংবিধানের হস্তক্ষেপ প্রয়োগ করা। গৃহ বিপ্লবের অজুহাত তুলিয়া, সংবিধানের এই হস্তক্ষেপ প্রযুক্ত হইলে, তাহাকে বাহ্যতঃ আইনানুগরূপে সংবিধান-প্রয়োগের ব্যাপার বলিয়া কেহ মনে করিতে পারেন—কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকে সংবিধান প্রয়োগ বলা চলিতে পারে না। দেশের সমস্ত সমাজ-জীবনে পরস্পরকে রক্ষা করার যে উচ্চ আদর্শ সংবিধানের ভিত্তিমূলে রহিয়াছে—সমগ্র শাসনজীবনের পরিচালনায় যাহারা সেই আদর্শকে ধুলায় মাটি করিয়া—গোষ্ঠীস্বার্থে দৃষ্টতঃ এক সংবিধান প্রয়োগের মিথ্যা অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে, তাহাদের সংবিধানও মিথ্যা—সংবিধানের দোহাইও মিথ্যা। সেজন্য আমরা আজ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়াছি—কেরালার ব্যাপারে কংগ্রেসের হাতে এই সংবিধানের প্রয়োগ—ষড়যন্ত্রকারীর হাতে সংবিধানের নগ্ন অপপ্রয়োগ মাত্র।

ইহা দ্বারা বলিতে চাহি না—কেরালায় কমিউনিষ্ট সরকার জনগণের জীবনে স্বৈরশাসন সৃষ্টি করে নাই। এবিষয়ে কংগ্রেসের অভিযোগকে আমরা উড়াইয়া দিতেছি না। বলিতে চাহি না—কংগ্রেসই একতরফা উপদ্রবের ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা বিশ্বাস করিতে পারি—কমিউনিষ্ট সরকারও স্বৈরশাসনের ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছে। কংগ্রেস রাজত্বগুলিতেও কি তাহা হয় নাই? হইয়াছে—সেই একই ব্যাপার চলিয়াছে ও চলিতেছে।— তবে কেরালার জন্যই এই হস্তক্ষেপ কেন? কংগ্রেসের কাছে সংবিধানের যদি কোনো মর্য্যাদা থাকিত—তাহা হইলে কেরালা ব্যাপারে কংগ্রেসের পক্ষে সম্পূর্ণ নীরব থাকা উচিত ছিল—সেখানকার জনগণকে নিজের শক্তিতে অগ্রসর হইতে দেওয়াই উচিত ছিল। যদি জনসাধারণ আপনা হইতেই এমন মূর্ত্তি ধারণ করিত যে কমিউনিষ্ট স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জন-বিক্ষোভ আত্মঘাতী জাতীয় কলহের রূপ পরিগ্রহ করিতে যাইতেছে—তখন না হয় সেই অবস্থায় সংবিধানের প্রয়োগ—স্বাভাবিক ও সমীচীন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারিত। কিন্তু আজিকার এই সংবিধান প্রয়োগ—যেমন যুক্তিহীন অর্থহীন এক বিশদৃশ রূপে দেখা দিয়াছে—তেমনি ইহা এক দুরভিসন্ধী-প্রণোদিত ষড়যন্ত্রকারীর হাতে কার্য্যসিদ্ধির কলঙ্কিত যন্ত্ররূপে অস্ত্ররূপে দেখা দিয়াছে—ইহাও সত্য। আজ সমগ্র আবহের সুগন্ধী দিয়াও ইহার কলঙ্কিত গন্ধ কোনো দিন মোচন করা যাইবে না।

এবার কমিউনিষ্টদের বিষয়ে দুই চারি কথা বলি। কেরালায় স্বৈরশাসনের বিষয়ে অভিযোগের সম্পর্কে আমরা কি ভাবিতে পারি? কমিউনিষ্ট পার্টিকেও আমরা জানি। দেশের নানা ব্যাপার ও নির্ব্বাচনে গোষ্ঠীস্বার্থে ইহাদের কৃত দুর্নীতি ও অনাচার সমূহ বহুভাবে বহু সময়েই দেশের নিকট ধরা পড়িয়াছে—তাহাও অনস্বীকার্য্য। তাহা ছাড়া, ইহাদিগকে আজ ভারতের একটি দলরূপে দেখিলেই চলিবে না। বিশ্বব্যাপী যে বিরাট প্রতিষ্ঠানের মূলশক্তি হইতে ইহারা প্রাণ, প্রেরণা ও পাথেয় লাভ করিয়া থাকেন, সেই কমিউনিষ্ট বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানও গোষ্ঠীস্বার্থে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র, নিষ্পেষণ, খুন, জখম, আত্মকলহ ও দুর্নীতি প্রভৃতির কাজে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াই গিয়াছেন—ইহাও আজ সত্যের খাতিরে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এই প্রতিষ্ঠান দেশে দেশে নিজেদের মধ্যেই ক্ষমতার লোভে একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করিতেও দ্বিধা বোধ করে নাই—ইহাও না বলিয়া উপায় নাই। ইহাও বাস্তব সত্য যে, নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে যে কোনো প্রকার কাজ ইহাদের কর্ম্মলক্ষ্যের আজও অঙ্গ হইয়া আছে। এহেন মূল প্রতিষ্ঠানের এরূপ কর্ম্মধারা যে ইহাদের ভারতীয় দলকে অনুপ্রাণিত করিয়া চালাইতেছে—ইহা ধারণা করাও স্বাভাবিক। সুতরাং কোনো-ক্রমে ভারতের মধ্যে একটি রাজ্যে—এই কেরালায় আসন দখল করিয়া সেখানে নিজেদের ক্ষমতার রাজত্ব সৃষ্টি করিতে গিয়া কমিউনিষ্ট পার্টি অধীর আগ্রহে ষড়যন্ত্র পাকাইয়া যে তুলিয়াছে—দীর্ঘদিন ধরিয়া কংগ্রেস রাজত্বে নানা নিপীড়ন সহ্য করিয়া কেরালায় সুযোগ পাইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া ইহারা যে প্রতিহিংসার ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছে—এই অভিযোগ বিশ্বাস করা স্বাভাবিক। এই পার্টির সমগ্র বিশ্ব কর্ম্মধারার সহিত ইহাও সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়াই মনে হইতে পারে। কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট পার্টির গঠনতন্ত্রে উচ্চ মহনীয় আদর্শসমূহ থাকিতে পারে—কিন্তু বাস্তব জীবনে ইহাদের কার্য্যধারা যেখানে যে ভাবে অবাঞ্ছিত তাহা বিচার না করিলে—আজ অন্তরাবকতারই নামান্তর হইবে।

কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট ভারতের এই উভয় বিরাট দলেরই আজ এই অবস্থা। একদিকে কংগ্রেস কেরালার ভয়াবহ স্বৈর শাসনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। এবং অন্যদিকে কমিউনিষ্ট পার্টিও কংগ্রেস রাজ্যগুলির ভয়াবহ স্বৈরশাসনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু ইহার প্রতিকার কি এই সংবিধানিক হস্তক্ষেপ? অথবা হস্তক্ষেপ না করা? তবে আমরা ভারতের জনগণ আজ কোথায় যাই? সংবিধানই মুক্তির পথ নয়। জনশক্তির বিধানই মুক্তির পথ। কংগ্রেসের যদি শক্তি থাকে—কেরালায় গিয়া জনশক্তির উদ্বোধন করিয়া কমিউনিষ্ট স্বৈরশাসনের অবসান করিবার ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করুক—আর কমিউনিষ্ট পার্টির যদি শক্তি থাকে—তবে কেরালাটি না করিয়া গৌরব সহকারে কংগ্রেস রাজ্যগুলিতে গণশক্তির মহান উত্থানকে পরিচালনা করুক। কিন্তু উভয়েরই কাহারও সে শক্তির পরিচয় নাই। সেজন্য দুজনেই আজ সংবিধানের দোহাই লইয়াই মগ্ন। দুজনের হাতেই আজ ভারতের গণ মুক্তির আশা সুদূর পরাহত। সুতরাং অবস্থা যতই নৈরাশ্যজনক হোক—আজ সকল অপ-দেবতার বিরুদ্ধেই ভারতের মহান গণদেবতাকে জাগ্রত করিতে হইবে—ইহাই আজিকার দিনে জনগণের মহামন্ত্র।

—০—

চাকুরীর ক্ষেত্রে উপেক্ষিত জেলাবাসী

সরকারী প্রতিটি বিভাগে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর্ম্মচারী আমদানী

রাজ্য পরিসংখ্যান সংস্থা ও পুলিশ বিভাগে জেলাবাসী যুবকদের দাবী উপেক্ষিত

নিজেদের অধিকার রক্ষায় জনসাধারণকে আগাইয়া আসিতে হইবে।

জেলার কৃষি বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত ১৯৫৭ সালে রাজ্য পরিসংখ্যান সংস্থার (State statistical Bureau) একটি শাখা পুরুলিয়াতে স্থাপিত হইয়াছে। জেলার গ্রামগুলিতে আবাদী, অনাবাদী এবং পতিত জমির পরিমাণ কত, কোন জমিতে কত ধান, পাট, রবিশস্য ইত্যাদি কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়—তাহার সঠিক তথ্য নির্দ্ধারণ করাই এই বিভাগের উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত প্রত্যেক থানায় কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং প্রতিটি কেন্দ্রের অধীনে ৩০।৪০টি গ্রামের জন্য একজন য়্যাসিষ্টেন্ট ইনভেষ্টিগেটর নিযুক্ত করা হইয়াছে। গ্রামগুলির যাবতীয় বিষয়ের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ করাই ইহাদের কার্য্য। এই রাজ্য পরিসংখ্যান সংস্থার পুরুলিয়া শাখাতে পিয়ন বাদে কর্মচারী এবং অফিসারের সংখ্যা ছিল ২৫ জন; তন্মধ্যে স্থানীয় অধিবাসী মাত্র ৫ জন।

গত ১৪ই জুলাই পুরুলিয়া শাখার য়্যাসিষ্টেন্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আরও ৫ জন য়্যাসিষ্টেন্ট ইনভেষ্টিগেটর আদারডি (ঝালদা), বাঘমুণ্ডি, কালিমাটি (বাঘমুণ্ডি), কেন্দা (মানবাজার), ও গৌরাংডি (কাশীপুর) কেন্দ্রগুলির জন্য নিযুক্ত করেন। ইহাদের মধ্যে ৩ জন পুরুলিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা এবং ২জন অন্য জেলা হইতে আগত। ইহারা সকলেই এই অফিসের অধীনে বিনা মাহিনায় হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। হঠাৎ ২৪শে জুলাইয়ের স্বাক্ষরিত একখানা পত্রে য়্যাসিষ্টেন্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পুরুলিয়া শাখা হইতে নবনিযুক্ত ৫ জন কর্মচারীকে জানান যে হেড অফিসের নির্দেশে ৩১শে জুলাইয়ের পর তাহাদের আর প্রয়োজন নাই। হতভাগ্য কর্মচারীরা জানিতেও পারিল না যে, কি কারণে কলিকাতার হেড অফিস তাঁহাদের উপর এত নির্দয় হইয়া উঠিলেন। ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে, জল-ঝড়, কাদা-খানা উপেক্ষা করিয়া জেলার অভ্যন্তরস্থ দুর্গম স্থান হইতে তাঁহারা যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন তাহা লইয়া ৩১শে জুলাই সদরে হাজির হইলেন। ১৫ দিনের মধ্যেই ভবিষ্যতের রঙীন আশা হেড অফিসের কলমের একটি আঁচড়ে শেষ হইয়া গেল।

উক্ত পাঁচজন কর্মচারীর পদচ্যুতির কারণ সম্বন্ধে জানা গিয়াছে যে, কলিকাতার হেড অফিস কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া ৫জন কর্ম্মচারী—আদারডি, বাঘমুণ্ডি, কালিমাটি, কেন্দা ও গৌরাংডির কেন্দ্রের ভার গ্রহণ করিবার জন্য পুরুলিয়ায় আসিতেছেন।

কৃষি বিষয়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহের ন্যায় একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজে বহিরাগতদের নিযুক্ত অত্যন্ত অবিজ্ঞজনোচিত কার্য্য। এই জেলা সম্বন্ধে ইহাদের কোন জ্ঞান নাই। চলাচলের অনুপযোগী, রাস্তাঘাট হীন, দুর্গম ও দুরধিগম্য স্থান হইতে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা ইহাদের পক্ষে সহজসাধ্য নয়—এবং পুরুলিয়া জেলার শিক্ষায় অনগ্রসর গ্রামবাসীদের সহিত ঘনিষ্টভাবে মিশিয়া প্রকৃত সংখ্যাতত্ত্ব নিরূপণ করাও এইসব কর্মচারীদের দ্বারা সম্ভব নয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কেন্দ্রে বসিয়াই এই সব কর্ম্মচারী বিভিন্ন স্থানের পরিসংখ্যান তৈয়ারী করিলেও তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। এই; রূপ বিশেষ অজ্ঞদের দ্বারা রচিত পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করিয়াই পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে প্রদেশে খাদ্যের ঘাটতি মাত্র ৭॥ লক্ষ টন। এখন দেখা যাইতেছে প্রদেশের খাদ্য ঘাটতি ইহার দ্বিগুণ অপেক্ষা কম নয়। অথচ স্থানীয় অধিবাসীদের য়্যাসিষ্টেন্ট ইনভেষ্টিগেটর নিযুক্ত করিলে এইসব অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হইতে হয় না এবং প্রকৃত তথ্যও সংগৃহীত হইতে পারে।

শুধু রাজ্য পরিসংখ্যান সংস্থাতেই নয়, সরকার পরিচালিত হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি প্রতিটি বিভাগেই পুরুলিয়া জেলাবাসী চাকুরির ক্ষেত্রে উপেক্ষিত, অবহেলিত। সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে যে, সাব-ইন্সপেক্টার অফ পুলিশ পদের জন্য পুরুলিয়া জেলা হইতে একজনও নির্ব্বাচিত হন নাই—যদিও জেলা কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক তাহারা মনোনীত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে মুক্তিতে আমরা বহুবার এই সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনাও করিয়াছি—কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কলিকাতার হেড অফিসগুলি হইতে কিম্বা খাস ডিরেক্টোরেট কর্ত্তৃক লোক নিযুক্ত হইয়া বাহির হইতে কর্মচারী আমদানী করা হইতেছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতেও ইহার প্রভাব সংক্রমিত হইতেছে। পুরুলিয়া জেলার শিক্ষিত বেকার যুবকেরা খালিপেটে মাঠে ময়দানে ঘুরিয়া বিশুদ্ধ বাতাস সেবন করিতেছে—প্রতিবাদের ভাষা নাই, প্রতি বিধানের চেষ্টাও নাই। আর কংগ্রেসী বুরুব্বরেরা পদের লোভে কিম্বা চাল গমের পারমিটের আশায় বিধান-প্রফুল্লের পদ লেহন করিতেছে।

আবার চিনি কণ্ট্রোল

সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৯৫৮-৫৯ আর্থিক বৎসরে ৭৬ হাজার টন চিনি কম উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। সেইজন্য ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, অতঃপর একমাত্র লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীদিগকেই চিনি বণ্টনের ভার দেওয়া হইবে। ন্যায়মূল্যের দোকানগুলি মারফৎ জনসাধারণ চিনি খরিদ করিতে পারিবেন। কি দরে চিনি বিক্রয় করা হইবে তাহা সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকগণ ঠিক করিয়া দিবেন।

সংবাদে আরও প্রকাশ, চিনির মূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করার উদ্দেশ্যে সরকার পশ্চিমবঙ্গ হইতে অন্যরাজ্যে চিনি রপ্তানি বন্ধ করার নির্দেশ জারী করিয়াছেন। সরকারী নির্দেশ পূর্ব্বাহ্নেই আঁচ করিতে পারিয়া একদল ব্যবসায়ী বিভিন্ন পথে হাজার হাজার মণ চিনি প্রদেশের বাহিরে পাচার করিয়া দিবার চেষ্টা করে। সংবাদ পাইয়া এনফোর্সমেন্ট পুলিশ বিভিন্ন স্থান হইতে আনুমানিক ২৩।২৪ হাজার মণ চিনি আটক করিয়াছে।

সংবাদগুলিকে তিনটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার বিষয় রহিয়াছে। প্রথম—চিনির উৎপাদন বর্ত্তমান বর্ষে হ্রাস পাইয়াছে। অথচ গত বৎসরও সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল—দেশে এত প্রচুর চিনি উদ্বৃত্ত হইয়াছে যে, বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জনের জন্য মণ করা কয়েক টাকা লোকসান দিয়াও বিদেশে চিনি রপ্তানি করা হইতেছে। এক বৎসরের মধ্যেই উৎপাদন হ্রাস হইবার কারণ কি? দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয়—চিনি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের আদেশ পূর্ব্বেই ব্যবসায়ীরা জানিয়া ফেলিয়াছেন। সরকারী যে কোন নির্দেশ জারী হইবার আগে—এমন কি লোক সভার বাজেট পর্য্যন্ত—একশ্রেণীর লোক এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় পূর্ব্বাহ্নেই জানিতে পারিয়া সতর্ক হয়। কিরূপে ইহা সংঘটিত হয়? তৃতীয় বিষয় হইল—আসন্ন দুর্গাপূজার প্রাক্কালে চিনি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবসায়ীরা তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। প্রদেশের বাহিরে যাহা পাচার হইতেছিল তাহার কিছু অংশ এনফোর্সমেন্ট পুলিশ আটক করিয়াছে। এবং পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে অনুমান করিতে কষ্ট হয় না যে, হাজার হাজার মণ চিনি যাহা চোরাবাজারে বিক্রয়ের জন্য অজ্ঞাত গুদামের অন্ধকারকক্ষে আত্মগোপন করিয়াছে, পূজার সময় তাহা বিক্রয় করিয়া একশ্রেণীর ব্যবসায়ী ফাঁপিয়া উঠিবে। সমস্ত জানিয়া বুঝিয়াও পূজার পূর্ব্বে নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারীর কারণ কি?

তিনটি প্রশ্নের জবাবে মাত্র একটী উত্তরই হইতে পারে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের স্বার্থেই ভারতের শাসন কার্য্য পরিচালিত হয়। কংগ্রেসী সরকার এই ব্যবসায়ীদের হাতের পুতুল মাত্র। কারণ ইহারা কংগ্রেস নির্ব্বাচনী ফাণ্ডে টাকা না দিলে সপারিষদ মন্ত্রীদের গদীচ্যুত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসীর স্মারকলিপি

উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসের প্রধান ও অন্যতম সম্পাদক শ্রীচতুর্ভুজ শর্ম্মার বিরুদ্ধে বিভেদ সৃষ্টির প্ররোচনা ও ক্ষমতার অপব্যবহার এর অভিযোগ করিয়া উত্তর

প্রদেশের অন্যতম উপমন্ত্রী শ্রী এম, এন, বহুগুনা এক স্মারকলিপি গত ৪ঠা আগষ্ট কংগ্রেস সভানেত্রীর নিকট পেশ করেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। এই স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে কয়েকজন মন্ত্রীও আছেন। স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে শ্রী শর্ম্মা কংগ্রেস সদস্য হওয়ার ফরম বিলির ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রী শর্ম্মা "চন্দ্রভানু গুপ্তের দল" ও শ্রী বহুগুনা উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণানন্দের দলের সমর্থক বলিয়া উত্তর প্রদেশের রাজনীতিতে পরিচিত।

অহিংস কংগ্রেসের সহিংস সংঘর্ষে যোগদান

গত ৩রা আগষ্ট সোমবার রাত্রিতে বিজাপুর সহরে কংগ্রেস ও মহাগুজরাট জনতা পরিষদ দলের সমর্থকগণের মধ্যে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষের খবর পাওয়া গিয়াছে। এই সংঘর্ষের ফলে এক ব্যক্তি নিহত ও দুই ব্যক্তি ছুরির আঘাতে আহত হইয়াছে। দুই দলের সদস্যসহ মোট ২০জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। বিজাপুর সহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে। সংবাদে জানা যায় মহাগুজরাট জনতা পরিষদ এক জনসভার আয়োজন করে। পরিষদ দল দাবী করে যে বিজাপুর সহরে মিউনিসিপ্যালিটির দুইজন সদস্য জনতা দল ত্যাগ করিয়া নাগরিক দলে যোগদান করিয়াছে, তাহাদিগকে পদত্যাগ করিতেই হইবে। ইহার ফলে গোলমালের সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস নাগরিক দলের সমর্থক এবং জনতা পরিষদ জনতা দলের সমর্থক।

বিবিধ সংবাদ

ব্যবসায়ীরা সাবধান!

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো গত ২৭শে জুলাই বোম্বাইয়ের একটি ব্যবসায়ী সম্মেলনে ঘোষণা করিয়াছেন যে, সরকার আইন সংগত ব্যবসায়ীদের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দিতে আগ্রহশীল। তবে যে সমস্ত ব্যবসায়ীর কার্য্যকলাপ সমাজ বিরোধী, তাহাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

কংগ্রেস ফাণ্ডে টাকার প্রয়োজন হইলে মন্ত্রীরা মাঝে মাঝে হুঙ্কার দেন—ব্যবসায়ীরা তাহা বুঝেন।

দুর্নীতি দমনে বিপত্তি

কলিকাতার বড়বাজার এলাকার আমড়াতলা কমার্সিয়েল ট্যাক্স অফিসের চার্জ্জ-অফিসার জনৈক প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর এক কুকীর্ত্তি ধরিয়া ফেলেন। উক্ত ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—তিনি ৮৮ হাজার টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এই অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু যে অফিসারের কর্মতৎপরতায় অসাধু ব্যবসায়ীটি ধরা পড়ে সরকারী নির্দ্দেশে তাহার পদাবনতি ঘটে।

বিড়লা কোম্পানির কয়েক কোটি টাকা ট্যাক্স ফাঁকি ধরিয়া একজন অফিসারের চাকুরী গিয়াছে। হাজারের ঘরে থাকায় এই চার্জ্জ অফিসারের ফাঁড়া অল্পের উপর দিয়াই গেল। অতঃপর অফিসাররা সাবধান!

খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি

পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্রই খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির দিকেই যাইতেছে। কলিকাতা এবং তাহার নিকটস্থ অঞ্চলগুলিতে মিহি চাউলের দর ৩৫৲, কাঁকর মিশ্রিত মোটা চাউলের মূল্য ২৯।৩০৲, মাছের দর ৪৲ টাকা সের, একটি ডিমের দাম ৵১০ পয়সা।

খাদ্যমন্ত্রী জানাইয়াছেন বড় বড় চাষী ও মজুতদাররা চাল বস্তাবন্দী করিয়া রাখিয়াছেন—তাই চালের অভাব। বৈদেশিক তা'দিবার যন্ত্র দ্বারা ডিম কোটান হইতেছে বলিয়াই ডিমের অভাব কি না—তাহা মন্ত্রী মহাশয় বলেন নাই।

খাদ্য উপদেষ্টা বোর্ড হইতে বামপন্থীদলের পদত্যাগের সম্ভাবনা

পশ্চিমবঙ্গ মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সদস্যগণ রাজ্য খাদ্য উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্যপদে হস্তক্ষা দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গত ২৮শে জুলাই কমিটীর আট ঘণ্টা অধিবেশনে স্থির হয় যে, বর্ত্তমান পরিবেশে খাদ্য উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য থাকিয়া কোন ফল পাওয়া যাইবে না। লোকসেবক সংঘের বিধান সভার সদস্য শ্রীমতী লাবণ্য প্রভা ঘোষ বৎসরাধিককাল পূর্ব্বেই উক্ত বোর্ডের অসারতা বুঝিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন।

সরকারী খরচে বামপন্থী নেতারা দার্জ্জিলিং ঘুরিবার লোভেই এতদিন বোর্ডের গদী আঁকড়াইয়া ছিলেন বলিয়া লোকে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে।

পূর্ব্ব পাকিস্থানের ৪ জন প্রাক্তন মন্ত্রী গ্রেপ্তার

রাজনৈতিক বন্দীদের পুনর্ব্বাসনের জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থ বণ্টনের ব্যাপারে পাক সামরিক পুলিশ পূর্ব্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লিগ-কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার ৪ জন প্রাক্তন মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

একলক্ষ মণ চালে ১০ লক্ষাধিক টাকা ব্যবসায়ীদিগকে মুনাফা অর্জনের সুযোগ দিয়াও খাদ্যমন্ত্রী এখনও স্বস্থানে থাকেন, ইহা কংগ্রেসী রাজত্বেই সম্ভব।

ভারত সরকারের কর্ম্মতৎপর ন্যাশন্যাল বুক ট্রাষ্ট

ভারত সরকার দুই বৎসর পূর্ব্বে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পুস্তক প্রকাশের জন্য ন্যাশন্যাল বুক ট্রাষ্ট নামে সংস্থা গঠন করেন। ঐ সংস্থার চেয়ারম্যান ডাঃ সি, ডি, দেশমুখ। ১৯৫৯ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত এক লক্ষ একুশ হাজার টাকা ঐ সংস্থায় ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু তাহারা একখানি বইও প্রকাশ করিতে পারেন নাই বলিয়া সংবাদে প্রকাশ।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রকৃতি-বিজ্ঞান ২য় ভাগ দেখিয়াই তাঁহারা সাবধান হইয়াছেন কি না তাহা বলা যায় না।

আবার বিদেশী ঋণ

মার্কিন উন্নয়ন ঋণ ভাণ্ডার ভারতকে ৯ কোটী টাকা অতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য সোভিয়েট রাশিয়াও ১৮০ কোটী টাকা ঋণ দিবে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। ১৯৫৮ সালের শেষে বিদেশে ভারতের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৪৮ কোটী টাকা।

কংগ্রেসী শাসনকর্ত্তারা ঋণ করিয়া ঘৃত পান করিয়া ফীতকায় হইতেছেন। পরিশোধের জন্য ভাবনাটী তাহাদের নয়। উত্তর পুরুষেরা শাকান্ন ভোজন করিয়া শীর্ণকলেবরে অঋণী হইবেন—ইহার তপস্যা সুরু হইয়া গিয়াছে।

স্থানীয় সংবাদ

মধ্য বাজারে চুরি

পুরুলিয়ার সদর রাস্তার উপর চুরির সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ৪ঠা জুলাই মধ্য বাজারে কাশীরাম শর্ম্মা নামক একজন তামাক বিক্রেতার দোকানের তালা ভাঙ্গিয়া কে বা কাহারা ১মণ ১৫সের তামাকপাতা এবং নগদ ৪০৲ টাকা লইয়া গিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত কেহই ধরা পড়ে নাই।

কম্যুনিষ্টদের জনসভা

গত ৩রা আগষ্ট স্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে কেরালা দিবস উপলক্ষে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেই বেলা ১২টার সময় একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়। সন্ধ্যা ৬।০ টার সময় স্থানীয় রাস ময়দানে একটি জনসভা হয়। উহাতে পার্টির স্থানীয় কর্ম্মীরা এবং আব্দুল রসুল বক্তৃতা করেন।

ঘাঘরজুড়ি গ্রামে ডাকাতি

পুরুলিয়া থানার অন্তর্গত ঘাঘরজুড়ি গ্রামের শ্রীহেম চন্দ্র চট্টরাজের বাড়ীতে গত ২৭শে জুলাই রাত্রি আনুমানিক একটার সময় এক ভয়াবহ ডাকাতি হইয়াছে। প্রকাশ যে, ডাকাতেরা চট্টরাজ মহাশয়ের দুইপুত্র তারাপদ ও সুবোধকে লাঠি ও টাঙ্গির দ্বারা গুরুতরভাবে আহত করে এবং মহিলাদিগকেও প্রহার করে। তারাপদর স্ত্রীর কান হইতে গহনা ছিনাইয়া লয়। আনুমানিক ১৫ হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার, বাসনপত্র, কাপড়, নগদ অর্থ প্রভৃতি লইয়া ডাকাতেরা নির্ব্বিবাদে চলিয়া যায়। তারাপদ ও সুবোধকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। সুবোধের বামহাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এপর্য্যন্ত ২।৩টি গ্রামের মাত্র দশজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পুলিশ সুপারের ছাগল চুরি।

পুলিশ সাহেব তাহার ড্রাইভার কনেষ্টবল শ্রীজগন্নাথ ভট্টাচার্য্যের নামে ৪২০ ধারা মতে এক মামলা দায়ের করিয়াছেন। এই মামলা উপলক্ষ্যে ডেপুটী কমিশনার মহাশয়ের এজলাসের সম্মুখস্থ গান্ধী-পার্কে গান্ধী মূর্ত্তির সম্মুখে একটি অকৃতপূর্ব্ব সনাক্ত করণ

প্যারেডের আয়োজন করা হয়। ইহাতে অংশ গ্রহণ করে জেমসেদপুর হইতে আনীত দুই ট্রাক রামছাগল। ঘটনার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, পুলিশ সুপারের কোন কারণ বশতঃ রামছাগলের দুগ্ধের প্রয়োজন হয়। তজ্জন্য তিনি একটি দুগ্ধবতী রামছাগল কিনিয়া দিতে বলরামপুরের দারোগাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পুলিশ সাহেবের ড্রাইভার উক্ত রামছাগলটি বলরামপুর হইতে আনিয়া নিজঘরে রাখিয়া দেয় পুলিশ। সাহেব তাহা পরে জানিতে পারিয়া ড্রাইভারটির ঘর সার্চ করিয়া রামছাগলটি খুঁজিয়া বাহির করেন ও ড্রাইভারের নামে মামলা দায়ের করেন। পুরুলিয়ার ইতিহাসে এইরূপ চাঞ্চল্যকর সনাক্ত করণ প্যারেড পূর্ব্বে দেখা যায় নাই।

আন্তঃ জেলা রেলওয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা

সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে পরিচালিত আন্তঃ জেলা রেলওয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতায় ফাইন্যালে আদ্রা দল ওয়ালটেয়ার দলকে ৩-১ গোলে পরাজিত করিয়া উপর্য্যুপরি দুইবার মনসুন কাপ লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন।

আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা

গত ২৭। আগষ্ট বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত খেলায় পুরুলিয়া দল বাঁকুড়াকে ১-০ গোলে পরাজিত করিয়াছে।

চুরি না ডাকাতি?

লোক সেবক সংঘের পাড়া থানার বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীসহদেব চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে গত ৬ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার রাত্রিতে যথাসর্ব্বস্ব চুরি হইয়াছে। চোরেরা আনুমানিক দুই হাজার টাকা মূল্যের জিনিষ পত্র লইয়া গিয়াছে। পরনের বস্ত্র ছাড়া আর কিছুই রাখিয়া যায় নাই। সহদেব বাবু উক্ত দিবসে বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহার শয্যার পাশে একটি ধারাল তলোয়ার এবং বাড়ীর আশেপাশে কয়েকটি ধারাল অস্ত্র ও লাঠি পাওয়া গিয়াছে। ১৫।২০ জন লোক ছিল বলিয়া মনে হয়। চোররা সহদেব বাবুকে হত্যার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। প্রকাশ যে, উদয়পুর, রাওতড়া, মহাদেবপুর প্রভৃতি ৪।৫টি গ্রামের ডাকাতির ফলে পুলিশের বিরুদ্ধে জনসাধারণের যে ক্ষোভের এবং আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তাহাতে সহদেববাবু প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। এই আন্দোলনের ফলেই পুলিশ সক্রিয় ও তৎপর হইয়া কয়েকজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়। অনুমান করা যাইতেছে—ইহাতে স্থানীয় দুর্ব্বৃত্তগণ আতঙ্কিত হইয়া সহদেববাবুর প্রাণ গ্রহণের সঙ্কল্প করে। সহদেববাবু ইহা বুঝিতে পারিয়া চুরির ১০।১২ দিন পূর্ব্বে স্থানীয় দারোগাবাবুকে বলিয়াছিলেন। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। এ ব্যাপারে এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। রাত্রিতে সহদেব বাবুর বাড়ী পাহারা দিবার জন্য স্থানীয় দারোগা পাহারার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

রাঘবপুরে চুরি

গত ৫ই আগষ্ট রাত্রি আন্দাজ ২।০ টার সময় রাঘবপুরের শ্রীআশুতোষ অধিকারীর বাড়ীতে চুরি হইয়াছে। প্রকাশ যে, ৩টী থামার বাড়ীর প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া, দালান ঘরের তালা ভাঙ্গিয়া চোরেরা ঘরে প্রবেশ করে এবং আনুমানিক ২৫০ টাকার জিনিষ পত্র লইয়া চলিয়া যায়। থানায় সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, এবং দাগীর নামও দেওয়া হইয়াছে। জমাদারবাবু রাঘবপুরে গিয়াছিলেন, কিন্তু দাগীগণের ঘরে যান নাই।

চোরাই মাল সন্দেহে লোহার দোকানে থানা তল্লাসী

পুরুলিয়ার এনফোর্সমেণ্ট ব্র্যাঞ্চ এবং স্থানীয় পুলিশ যুক্তভাবে পুরুলিয়া চকবাজারের লৌহ ব্যবসায়ী শ্রীগোবর্দ্ধন চৌধুরীর গুদামে হানা দিয়া গত ৭ই আগষ্ট বৈকাল চারিটার সময় চোরাই মাল সন্দেহে প্রচুর পরিমাণে করোগেটেড সিট ও লোহার ছড় সিজ করিয়াছে। ঐ জিনিষগুলির পারমিট দেখিতে চাহিলে দোকানের মালিক তাহা দেখাইতে পারেন নাই। শ্রীগোবর্দ্ধন চৌধুরী পলাতক হইয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। পুলিশ তাহার অনুসন্ধান করিতেছে।

চোরাই তামার তার উদ্ধার

গত ৩১, ৭, ৫৯ তারিখে রাত্রি দশটার সময় স্থানীয় পুলিশ কোন সূত্রে সংবাদ পাইয়া—পুরুলিয়া হইতে ৬ মাইল দূরে টামনার নিকট হইতে টাটার ইন্দ্রমোটরস্-এর B. R. N. 3625 নং ট্রাকটিকে ৩ জন পাঞ্জাবী সহ ধরিয়া আনিয়াছে। ট্রাকটিতে প্রচুর পরিমাণে তামার তার পাওয়া গিয়াছে। ট্রাকের পাঞ্জাবী ৩ জনকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

(২ পৃষ্ঠার পর হইতে)

করিলে উপযুক্ত নাড়া দিবার মত প্রস্তুতি ও আয়োজন থাকিলেই—ইহার উপযোগিতা ও কার্য্যকারিতা আছে। তাহা না হইলে ছেলেখেলার মত নিষ্ফল আয়োজনে জনগণের মধ্যে নৈরাশ্য ও আত্মশক্তি বিষয়ে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়াই ঘটে। তাহা ছাড়া, এবিষয়ে বিশেষ সাবধান করিয়া দিবার ইহাই আছে যে, তোড়জোড় করিয়া, জনচিত্তকে আলোড়ন করিয়া, বহু কিছু করিবার ঘোষণা করিয়া, অবশেষে দুইদিন না যাইতেই ব্যস্ত হইয়া সংগ্রাম শেষ করিবার ব্যগ্রতায়—সম্মানজনক আপোষের নামে—যেন তেন করিয়া সংগ্রামের পরিসমাপ্তি করিবার অবস্থা যেন না ঘটে। আমরা দোষারোপ করিবার জন্য বলিতেছি না। যে দৃঢ়তা আবেগ ও সদিচ্ছা লইয়া সংগ্রাম সুরু করা হইতেছে—তাহার যথার্থ উপযোগিতার উদ্দেশ্যেই এই আলোচনা করিলাম।

এই বিষয়ে আর একটি সাবধানতার প্রয়োজন আছে। খাদ্য-সংগ্রাম খাদ্যসংকট অবসানের প্রতি আন্তরিক তাগিদ ও দৃষ্টিতেই যেন পরিচালিত হয়। বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতির দৃষ্টিতে মানরক্ষা বা প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থারূপে—খাদ্যসংকটের নামে যেন এই সংগ্রাম পরিচালিত করিয়া ইহাকে খিচুড়ি করিয়া তোলা না হয়। বহুজনে এই খাদ্য সংগ্রামের আয়োজনকে এই দৃষ্টিতেই দেখিতেছেন।

গত বৎসরও যেমন, এবৎসরও তেমনি বামপন্থী দলগুলির যাঁহারা সত্যাগ্রহ সুরু করিয়াছিলেন—তাঁহাদের কেহই সত্যাগ্রহ পরিকল্পনার সময়ে বুদ্ধি, পরামর্শ ও সংযোগিতার জন্য লোক সেবক সংঘকে আহ্বান জানান নাই। যত ক্ষুদ্রই হউক, জনশক্তির মধ্যে সকলেরই কিছু না কিছু উপযোগিতা আছে—তাহা আমরা মনে করিলেও—তাঁহারা হয়তো এই সংঘের সহযোগিতাকে গণ্য ও খেয়াল করেন না। রাজনৈতিক আদর্শ বিভিন্ন হইলেও—জাতীয় সংকট ও বিশেষ বিশেষ জন-জীবনের বৃহৎ জরুরী কাজে বিভিন্ন দল একযোগে কাজ করিবার প্রেরণা লাভ করিতে পারে—এবং করাও প্রয়োজন—আমরা মনে করি। কিন্তু অন্যান্য বামপন্থী দল সম্ভবতঃ লোক সেবক সংঘের রাজনৈতিক আদর্শের পার্থক্যের জন্যও সংঘকে এই সকল জরুরী কাজে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। করাও হয়তো স্বাভাবিক। দল গঠন ধারার মধ্যে চারিদিকে বিরোধ এত বেশী যে, জরুরী জন-জীবনের এক ভাবে জাতীয় কর্ম্মধারায় কাজ করিতে বিভিন্ন দলের মধ্যে বহু বাধা আসে। কিন্তু লোক সেবক সংঘ সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়াছে জাতীয় সংকট ও জাতীয় কর্ম্মতালিকায় বিভিন্ন দলের সহিত একযোগে কাজ করিতে—যেখানে সংঘের কর্ম্মধারা ও আদর্শের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত প্রতিবন্ধকতা কিছু না দেখা দিয়াছে। সেজন্য কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলি যখনই আহ্বান দিয়াছে—ঐক্য-দৃষ্টিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাঞ্ছিত জাতীয় কর্ম্ম তালিকায় তখনই সংঘ তাহাদের সহিত সকল সময়েই যোগদান করিয়াছে।

কোনো সংগ্রাম বা বৃহৎ জাতীয় কাজের পরিকল্পনার সময়ে যদি কোনো দলকে আহ্বান করা না হয় অথবা কোনো দলের সহায়তা যখন চাই তখন কাজের সেই পর্য্যায়েই যদি সেই দলের সহিত সম্মিলিত কর্ম্মধারা স্থির না করা হয় অথবা সেই দলের সুবিধা অসুবিধা, দৃষ্টিকোণ ও বিচার বুদ্ধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্মিলিত কর্মতালিকা না করা হয়—তবে নিজেদের মনোমত সব কিছু স্থির করিয়া লইয়া, কাজের আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিয়া যদি সেই দলকে যুক্ত হইতে আহ্বান করা হয়—তবে সেই দলের পক্ষেও যেমন সেই অবস্থায় যুক্ত হওয়ার পথে অনেক অসুবিধাও দেখা দেয়—তেমনি সেইরূপ আচরণ করিয়া সেই দলের প্রতিও খুবই অবিচার করা হয়। গত বৎসরও বামপন্থী দলের পক্ষ হইতে খাদ্য সংগ্রামের সব কিছু স্থির করিয়া লইয়া পরে সংগ্রামের গতিধারার প্রয়োজনে লোক সেবক সংঘকে আহ্বান জানান হয়। হয় তো বা এবারেও কোনো কোনো দল হইতে সেই ভাবে আহ্বান জানান হইবে। কিন্তু বিচার, কর্মধারা এবং সুবিধার দৃষ্টিতে উভয় দলের পক্ষেই ইহা বাঞ্ছনীয় নয়—এবং অসুবিধাজনক।

যাহাই হউক, আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতি চলিতে থাকিলেও আমাদের বক্তব্য এই যে, এই ঘোর চাষের সময়ে চাষ বিষয়ে চাষীদের প্রধান দায়িত্ব শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চাষীদের সত্যাগ্রহে এখনই জড়িত না করাই কর্ত্তব্য। কারণ সরকারকে নাড়া দিয়া খাদ্যসমস্যা সমাধানে সরকারকে কিছু করাইতে চেষ্টা করাও যেমন

একটা কাজ—তেমনি জনগণের স্বাবলম্বন শক্তিতে খাদ্য উৎপাদনের এই চিরন্তন কাজটিকে অব্যাহত ও উন্নত করাই খাদ্যসমস্যা সমাধানে আসল কাজ। সুতরাং চাষের গুরুতর সময়ে চাষী-ছাড়া অন্যান্য জন সম্প্রদায় লইয়াই আপাততঃ সংগ্রাম পরিচালনার ব্যবস্থা হওয়া উচিত বলিয়া আমাদের বিনীত অভিমত।

কমিউনিষ্ট পার্টি, প্রজাসোশ্যালিষ্ট পার্টি প্রভৃতির মত সর্ব্বভারতীয় দলগুলি যখন খাদ্যসমস্যা সমাধানে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইতেছেন—তখন ইহা আমাদের কাছে আশা ও আশ্বাসের কথা। ইঁহাদের যাত্রা পথে আমরা অভিনন্দন জানাই। এই সর্ব্বভারতীয় বৃহৎ দলগুলির কর্মতালিকা যখন সামনে রহিয়াছে তখন লোক সেবক সংঘের মত ক্ষুদ্র দল কি করিবে না করিবে বিশেষ কথা নয়। তবে লোক সেবক সংঘ এই সংগ্রামগুলি অনুধাবন করিবে—এবং এই সব সংগ্রাম সত্ত্বেও যদি প্রয়োজন হয় এবং সময়, সুযোগ ও যথার্থ সংগ্রামের উপযোগী প্রস্তুতি যদি ঘটিয়া ওঠে তবে লোক সেবক সংঘও নিজস্ব ধারায় অগ্রণীদের পথ অনুসরণ করিতে দ্বিধা করিবে না—ইহাই আমাদের বক্তব্য।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ ১০।৮।৫৯

শোক সংবাদ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, লোক সেবক সংঘের পটমদা থানার প্রভাবশালী বিশিষ্ট কর্মী শ্রীকৃষ্টিরাম মাহাত বিগত ১৪ই শ্রাবণ রাত্রি ১২ টার সময় আকস্মিক হৃদরোগে পরলোক গমন করেন। তিনি কুমীর গ্রামনিবাসী ছিলেন। দক্ষিণ মানভূম অঞ্চলে জনপ্রিয় অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। সংঘের অতি নিষ্ঠাবান অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। তিনি স্বাধীনতার যুগে গান্ধীজীর আদর্শের অনুগামী ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে ও লোক সেবক সংঘের ভাষা আন্দোলন প্রভৃতি সকল সংগ্রামের কর্মতালিকায় তিনি বহু দুঃখবরণ ও কারাবরণ করেন। বহুবিধ গঠনকর্মে তিনি অগ্রণী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, সৎ ও সাহসী কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার নিষ্ঠা ও সততা কর্ম্মীদের ভিতরে প্রবাদ বাক্যের মত প্রচলিত আছে। সংঘের এহেন আদর্শবান, নির্ভীক, নিষ্ঠাবান কর্ম্মীর তিরোধানে আমরা আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছি ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

দুবরাজপুরে অগ্নিকাণ্ড

পুরুলিয়া থানার অন্তর্গত দুবরাজপুরে এক অগ্নিকাণ্ড হয়। বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ ঘটনাটি ঘটে। ৮টি পরিবারের যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা 'মুদি' সম্প্রদায়ের লোক। ইহারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বিপন্ন হইয়াছেন। ইহাদিগকে সরকারী সহায়তা দেওয়া উচিত।

—•—

কৃষি প্রচার ভবন

(মুক্তি প্রেস ভবনে অবস্থিত)

বহু রকমের কলম ও চারাগাছ আসিয়াছে। কফি, মূলা প্রভৃতি শীতের বীজ আসিয়াছে। আলু প্রভৃতি আসিতেছে। যাহার যাহা প্রয়োজন—আগে জানাইলে কাজের সুবিধা হইবে। সেজন্য অনুরোধ জানাই।—

বিনীত—অরুণচন্দ্র ঘোষ

বহু পরীক্ষিত স্বপ্রসিদ্ধ

"বিশ্ব মাধুরী"

যক্ষ্মারোগের অব্যর্থ ঔষধ

তরুণ রোগে ১ মাস এবং পুরাতন রোগে ৩ হইতে ৪ মাসের মধ্যে আরোগ্য হয়।

প্রাপ্তিস্থান: রামময়ী মেডিক্যাল হল

চকবাজার, পুরুলিয়া।

প্রোঃ—শ্রীবিন্ধ্যাচল প্রসাদ

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

সম্পাদক শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত

২০শ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা | পুরুলিয়া, সোমবার ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৬৬—১৭ই আগষ্ট ১৯৫৯ | বার্ষিক মূল্য—৬৲ নগদ মূল্য ৵০ বা নয়া ১৩ পয়সা

"মুক্তি"র সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে মামলা।

গত ১১।৮।৫৯ তারিখে এস, ডি, ও র আদালতে পাড়া থানায় নড়িহা মণ্ডল কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীশরৎ বাউরী "মুক্তি" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীরামচন্দ্র অধিকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়াছেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, এই পত্রিকার গত ২০ বর্ষ ২৯ সংখ্যাতে—"ইনি একজন খ্যাতনামা সি ক্লাস দাগী। কিছুদিন পূর্ব্বে উদয়পুরে শ্রীরাধু চারের বাড়ীতে একটি ডাকাতি হয়। ডাকাতির পরে গৃহস্বামীর পক্ষ হইতে পুলিশকে বলা হয় যে, শ্রীশরৎ বাউরীর ঘর যদি অবিলম্বে খানাতল্লাসী করা হয় তবে ডাকাতির মাল পাওয়া যাইবে—" এইরূপ অসম্মান কর উক্তি প্রকাশ করার ফলে বাদীর সম্মানের পক্ষে হানিকর হইয়াছে। মুক্তি পত্রিকা একটি বহুল প্রচারিত পত্রিকা। ইহা সমগ্র জেলা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানেও যায়। সেই জন্য ইহা অভিযোগকারীকে জনসাধারণের চক্ষে হীন ও হেয় করিয়াছে।

—•—

আদিবাসী হরিজন ছাত্রদের বৃত্তি

এ পর্য্যন্ত আদিবাসী, হরিজন প্রভৃতি ছাত্রদের বৃত্তি (বিশেষ করিয়া কলেজের ছাত্রদের জন্য) কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট হইতেও সরাসরি দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু এখন তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের দেওয়া টাকা রাজ্য গবর্মেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এবার হইতে সমস্ত বৃত্তি রাজ্য গবর্মেণ্টের তরফ হইতেই দেওয়া হইবে। এবিষয়ে কোন ছাত্রের কোন কিছু জানিবার বা করিবার দরকার হইলে রাজ্য গবর্মেণ্টের সহিতই যোগাযোগ করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট কোন কিছু করিবার নাই।

বিবিধ সংবাদ

"বনস্পতি" ব্যবহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক

বনস্পতি ব্যবহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কি না প্রশ্নের উত্তরে গত ১২ই আগষ্ট কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী ডি, পি, কারমারকার লোকসভায় বলেন যে বনস্পতি খুব বেশী ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্যহানী ঘটে এবং উহার ফলে করোনারী থ্রম্বসিস্ রোগ হয়। ইহা পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন যে, এরূপ তৈল নিষিদ্ধ করিয়া ভাল তৈল ব্যবহার করাই উচিত।

ডি, ডি, টি মিশ্রিত বিষাক্ত গম

কলিকাতা বন্দরে সম্প্রতি খালাস করা তিন হাজার টন গমের সহিত ডি, ডি, টি পাউডার মিশ্রিত হইয়া যাওয়ায় ঐ গম বিষাক্ত ও মনুষ্য খাদ্যের অনুপযোগী হইয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। ঐ বিষাক্ত গম নষ্ট করিয়া না ফেলিয়া বেহালায় সরকারী গোদামে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যদপ্তরের কুকীর্ত্তির ইতিহাসের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা আশঙ্কা করিতেছেন যে খাদ্যদপ্তর ঐ বিষাক্ত গম ভাল গমের সহিত মিশাইয়া মানুষের খাদ্য বলিয়া চালাইতে পারেন। সম্প্রতি লোক সভায় এই বিষয়ে তদন্ত করিতে ও কেন্দ্রীয় সরকারকে এই গম বণ্টন না করার জন্য নির্দেশ দান করিতে দাবী জানানো হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ যে ইতিমধ্যেই ১১ শত ৮ টন কলিকাতায় বিলি করা হইয়াছে এবং আরও কিছু কলিকাতার বাহিরে পাঠানো হইয়াছে। সম্প্রতি লোকসভায় কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী এক বিবৃতিতে এই সংবাদকে ভুল বলিয়া বর্ণনা করেন।

উত্তর-প্রদেশ কংগ্রেসে ক্ষমতার লড়াই

উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস দলের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই সুরু হইয়াছে এবং দলে প্রচণ্ড ভাঙ্গন দেখা দিয়াছে। উত্তর প্রদেশ হইতে কংগ্রেসীরা নিজেদের মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপের দাবী জানাইয়াছেন। গত ৭ই আগষ্ট উত্তর প্রদেশে বিধান সভার বিরোধী দলগুলি কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উথাপন করেন। সেই সময় প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী আচার্য্য যুগল কিশোর এক লিখিত বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে বর্ত্তমান কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার উপর কংগ্রেস দলীয় ৯৮ জন সদস্যের সম্পূর্ণ আস্থা নাই। তবে আপাততঃ তাহারা মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে ভোট দিবেন না। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য আচার্য্য যুগল কিশোর ও শ্রীমঙ্গল প্রধানদের কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন। কৈফিয়ৎ তলবের পরে অবস্থা বিশেষ সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। আচার্য্য যুগল কিশোর পাল্টা জবাব দিয়া বলিয়াছেন যে এই অভিযোগ আজ নূতন নয়। ১৯৫৩ সাল হইতে স্বৈরাচার, দুর্নীতি, অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি ইত্যাদি যাবতীয় অভিযোগ বিধান সভা কক্ষেই কংগ্রেসী সদস্যেরা তুলিয়া আসিতেছেন এবং স্পীকারের নিকটও দাখিল করা হইয়াছিল। কিন্তু হাইকম্যাণ্ড সেদিকে কর্ণপাতও করেন নাই। তাই উত্তর প্রদেশের কেলেঙ্কারী হাইকম্যাণ্ডই ঘটিতে দিয়াছেন। আচার্য্য যুগল কিশোরের দল স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ পদত্যাগ না করিলে কোনরূপ আপোষ-আলোচনায় তাহারা যোগ দিবেন না এবং প্রয়োজন হইলে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া বিরোধীপক্ষে যোগ দিতেও পিছ পা হইবেন না।

কৃষি প্রচার ভবন

(মুক্তি প্রেস ভবনে অবস্থিত)

বহু রকমের কলম ও চারাগাছ আসিয়াছে। কফি, মূলা প্রভৃতি শীতের বীজ আসিয়াছে। আলু প্রভৃতি আসিতেছে। যাহার যাহা প্রয়োজন—আগে জানাইলে কাজের সুবিধা হইবে। সেজন্য অনুরোধ জানাই।—

বিনীত—অরুণচন্দ্র ঘোষ

মুক্তি

৩১শে শ্রাবণ, সোমবার

ভাষাগত সংখ্যালঘু কমিশনের রিপোর্ট

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্টে প্রত্যেক প্রদেশে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য বিষয়ে নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জোর সুপারিশ করা হইয়াছিল। সেই অনুযায়ী রাজ্যগুলির পুনর্গঠন হইবার পরে প্রদেশে প্রদেশে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি 'Linguistic Minority Commission' অর্থাৎ ভাষাগত সংখ্যালঘু কমিশন স্থায়ীভাবে গঠিত হয়। তাহার সভাপতি করা হয় এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রী বি, মল্লিক এবং তাহার প্রধান কার্য্যালয় এলাহাবাদে স্থাপিত হইয়াছে।

এই কমিশন সম্প্রতি তাহার প্রথম রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। ইহা লোকসভার বর্ত্তমান অধিবেশনেই আলোচনা হইবার কথা আছে। সমস্ত রিপোর্ট দৃষ্টে দেখা যায় যে—ইহাতে ভারতের সমস্ত ভাষাগত সংখ্যালঘুদের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু একমাত্র বিহারের বাংলাভাষীদের সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনা মন্তব্য বা তথ্য নাই। বিহারের সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে যে—এই কমিশন বিহারের উর্দুভাষী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিকট হইতে স্মারকলিপি পাইয়াছিলেন, বিহারের আর কাহারও নিকট হইতে পান নাই।

এই কমিশন কি ধারায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ এই রিপোর্টে দেওয়া হইয়াছে। কমিশন হইতে রাজ্যের সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্যের জন্য প্রশ্ন করিয়া সমস্ত রাজ্য গবর্মেণ্টদের নিকটই পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু বারবার তাগিদ সত্ত্বেও বিহারের নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত তার কোন উত্তর তাহারা পান নাই। আর সমস্ত রাজ্যগবর্মেণ্টই উত্তর দিয়াছে—বিহার গবর্মেণ্টের তরফ হইতে উত্তর না দেওয়ার কারণ সুস্পষ্ট। কারণ কমিশনের সভাপতি এই তথ্য সংগ্রহের প্রসঙ্গে প্রত্যেক রাজ্যসরকারকে ইহা জানাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে—তাহার রাজ্যে যে সমস্ত ভাষাগত সংখ্যালঘু আছে তাহাদের মন হইতে সরকার কর্ত্তৃক পক্ষপাতিত্বের ভয় দূর করিয়া বিশ্বাস সৃষ্টি করিবার জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কি না বা গ্রহণ করিবার কোন পরিকল্পনা আছে কি না।

বিহার গবর্মেণ্ট ইহার কোন জবাব দেন নাই। আমাদের মনে হয় সেই জন্যই বিশেষ করিয়া এই কমিশনের পক্ষ হইতে চাণ্ডিল, ইচাগড়, পটমদা, ধলভূম সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি বিহারের বাংলাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি বিশেষ করিয়া পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করা উচিত ছিল এবং এখনও প্রয়োজন আছে। এইসব অঞ্চলে বাংলাভাষী অধিবাসীদের জীবনে তাহাদের ভাষাসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের উপর আক্রমণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কিরকম হইতেছে তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ না করিলে কাহারও পক্ষে তাহা বোধগম্য হইবে না। এইসব অঞ্চলে বিহার সরকার কর্ত্তৃক ইহাদের মন হইতে পক্ষপাতিত্বের ভয় দূর করিবার কথা তো আসেই না বরং ভয় বৃদ্ধি করিবার কথাই আসে। শিক্ষার ব্যবস্থায় তো কথাই নাই—সম্প্রতি সার্ভে সেটেলমেণ্টের অজুহাত লাগাইয়া এইসব অঞ্চলগুলিতে জনসাধারণের জমি সংক্রান্ত সমস্ত রেকর্ড নক্সা, পড়চা খাতয়ান প্রভৃতিও যে—চিয়াচরিত বাংলা হইতে হিন্দীতে রূপান্তরিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে—তাহাতে জনসাধারণের জীবনে বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে।

ইহাই প্রতিকারের উপায় কোথায়? সরকারী কাঠামোতে ব্যবস্থা সমস্তই করা আছে—কেবল তাহা বিপরীত দিকে কাজ করে মাত্র। এ বিষয়ে বিহার গবর্মেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা হইয়াছে—কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টে আন্দোলন করা হইতেছে—লোকসভায়ও ইহা লইয়া বলা হইতেছে এবং আরও বলা হইবে কিন্তু কাজ যাহা হইবার তাহা হইয়া চলিয়াছে।

বিধান সভায় বা লোকসভাতেও আন্দোলন করা দরকার তাহারও একটা দিক আছে, কিন্তু প্রধান কথা

হইতেছে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের এ বিষয়ে আন্দোলন। কারণ কংগ্রেস গবর্মেণ্ট সে রাজ্যেই হোক বা কেন্দ্রেই হোক একটিকথার অর্থই তাহারা বোঝে—সেটি হইতেছে গণ-আন্দোলন। জনগণ সমবেত ও সংঘবদ্ধভাবে দৃঢ়-সংকল্প লইয়া দাবী করিলে এবং তাহার জন্য দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত হইলে তাহার ফল হইবেই—তাহা অবধারিত।

এ বিষয়ে বর্ত্তমান পুরুলিয়ার অধিবাসীদের যেমন কর্তব্য রহিয়াছে—সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণেরও সেইরূপ কর্তব্য আছে। যে অঞ্চলগুলি কংগ্রেসী ষড়যন্ত্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিহারে এখন বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে—সর্ব্বাবস্থায় তাহাদের জন্য যদি আমরা সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে উদাসীন থাকি তবে তাহা আমাদের কর্তব্যহীনতারই দুঃখজনক প্রকাশ হইবে।

এই কংগ্রেসী কাঠামোতে যে কোন ব্যবস্থারই প্রতিকার নিজের হাতে নিজেদের হাতে। আজ কেরালায় অকংগ্রেসী সরকার বলিয়া বিদ্যুৎগতিতে কেন্দ্রীয় সরকার জন-আন্দোলন ও কুশাসনের অজুহাত দিয়া রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিল না। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও দুঃশাসন, এবং সংবিধান-বিরোধী কার্য্য যে সমস্ত কংগ্রেসী রাজ্যে চলিয়াছে—তাহা কংগ্রেসী বলিয়াই সে সম্বন্ধে কোন প্রকার তদন্ত করা পর্য্যন্ত ইহারা প্রয়োজন মনে করেন না, বরং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সমর্থনই করিয়া থাকেন—বড়জোর সংবিধানের দোহাই দিয়া বলেন যে, রাজ্য গবর্মেণ্টের আভ্যন্তরীক শাসন ব্যাপারে কেন্দ্রী সরকার হস্তক্ষেপ করিতে অক্ষম। এই অবস্থায় ও ব্যবস্থায় ইহারা কোনো বিষয়ের কোনো প্রতিকার করিবে ইহার কোনো প্রকার আশা করিলে তাহা নিস্ফলই হইবে। এই আশা ভরসায় কোনো প্রতিকার যে হইবে না তাহাও বিগত দিনের অভিজ্ঞতাতেই নগ্নরূপে উপলব্ধি হইয়াছে।

দিল্লীর চিঠি

নয়া দিল্লী

৮ই আগষ্ট, শুক্রবার

গত ৩রা আগষ্ট সোমবার থেকে দিল্লীতে লোক-সভার অষ্টম অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে। এই অধিবেশন অল্পদিনের জন্যই অর্থাৎ ৬ সপ্তাহ চলবে। ১১ই সেপ্টেম্বর শেষ হবার কথা।

দিল্লীতে এখন গরম বেশ। কিছু কিছু বৃষ্টি হলেও গরমের কমতি নেই, বৃষ্টি হলেই বরং তারপরে গরমটা বেশী মনে হয়। তবে অন্যবারের চেয়ে এবার গরম যেন আরও বেশী। বাইরের গরমতো আছেই, তা ছাড়া কেরালার ব্যাপারে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত লোকসভার কক্ষেও কম্যুনিষ্টদের ক্রমবর্দ্ধমান মনের গরম বাইরের গরমকেও পরাভূত করেছে।

লোকসভার অধিবেশন বসবার ঠিক অব্যবহিত পূর্বেই অর্থাৎ ৩১শে জুলাই সন্ধ্যা ৬টার সময় কেরলে কম্যুনিষ্ট মন্ত্রীসভার অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করে ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। এর পূর্ব্বেই কিন্তু কবে কখন ক'টার সময় রাষ্ট্রপতির এই ঘোষণা প্রকাশিত হবে তার সঠিক খবর দিল্লীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। গুজব এই যে, কেরলের নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রীসভাও এবিষয়ে দিন, ঘণ্টা, মিনিটের সম্বন্ধে সঠিকভাবে খবর পেয়ে তাদের যা ব্যবস্থা করবার ছিল করে নিয়েছিলেন। ঘোষণা প্রকাশ হবার আগে হয়তো অনুমান বা আন্দাজ করা যেতে পারে কিন্তু সঠিকভাবে জানাটা একমাত্র মন্ত্রীসভার সদস্যরা ছাড়া আর কারও পক্ষে জানার কোন সুযোগ নেই। অভিজ্ঞ মহলের মন্তব্য এই যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সভাতেও কম্যুনিষ্টদের দরদী নাকি কেউ আছেন। যার ফলে তাদের যা প্রয়োজন তা তারা জানতে পারে।

লোকসভায় কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা প্রায় ত্রিশ। এদের প্রায় বেশীর ভাগ সদস্যদেরই প্রথম দিনেই লোকসভায় উপস্থিত দেখা গেল। অধিবেশন আরম্ভ হবার আগে থেকেই লবীতে এবং অন্যান্য স্থানে সদস্যরা একটা আসন্ন ঝটিকার প্রত্যাশা করে সভাকক্ষে ঢুকলেন। লোকসভায় সেদিন সদস্যদের সমস্ত আসনই ভর্ত্তি। এমন উপস্থিতি সচরাচর দেখা যায় না।

বেলা ১১টা থেকে ১২টায় প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে কতকগুলি মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাওয়া হয়। স্পীকার নিয়মিতভাবেই সেগুলির সম্বন্ধে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির ডেপুটী লীডার শ্রীগোপালন এবিষয়ে বেশ উত্তেজিত হয়েই বলতে থাকেন যে কেরালায় কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের পরেই—যারা কেরালা কম্যুনিষ্ট মন্ত্রীদের পক্ষে ছিল তাদের উপর নিদারুণ অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে। তাদের ধন ও প্রাণের উপর অবাধ আক্রমণ আরম্ভ হয়েছে। এবিষয়ে বহু টেলিগ্রাম যা এসেছে তা তিনি স্পীকারকে দেখান এবং দু একটা পড়তেও থাকেন। তিনি বলেন—কেরালার অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পন্থজী প্রায় অসুস্থ অবস্থায়ই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে—হাঁ কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে কতকগুলি টেলিগ্রাম তিনি পেয়েছেন তবে সেগুলি তিনি তারযোগেই কেরালার লাট সাহেবকে পাঠিয়ে দিয়ে অবিলম্বে এসব বিষয়ে ব্যবস্থা নেবার জন্য জানিয়েছেন।

স্পীকার বলেন—তিনি নিশ্চিত জানেন যে, মন্ত্রী মহাশয় এবিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন, এবং কোন অন্যায় ঘটনা যাতে না হয় তার জন্য তিনি দেখবেনই এবং অত্যাচারীতদের সাহায্যের ব্যবস্থা তিনি নিশ্চয়ই করবেন।

শ্রীগোপালন এবিষয়ে মুলতবী প্রস্তাবের জন্য জিদ করতে থাকেন, আরও দু এক জনও এবিষয়ে বলতে থাকেন। স্পীকার এরপরে তাদের গোলমালের মধ্যেই অন্য কাজ সুরু করে দেন।

এরপরেই পন্থজী রাষ্ট্রপতির ঘোষণা সভায় পেশ করেন—আবার আর একটা গোলমালের সুরু হয়। কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীডাঙ্গে বলেন যে—কেরলের রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, এবং যার উপর ভিত্তি করে এই রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হয়েছে তা লোকসভায় পেশ করা হোক। পন্থজী তা করতে অস্বীকার করেন। এর প্রতিবাদে শ্রীডাঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টির সমস্ত সদস্যদের নিয়ে সভা থেকে বেরিয়ে যান। বহু সদস্যই সেদিন একটা বড় কিছু গোলমালের আশা করেছিলেন। কিন্তু তারা সব নিরাশ হলেন।

এখন লোকসভায় যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি আছে কেরলের ব্যাপার সম্বন্ধে তাদের অভিমত বা মনোভাবের কথা বলি। কেরলে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ বা কম্যুনিষ্ট শাসনের অবসান সম্বন্ধে কংগ্রেসী সদস্যরা বেশীর ভাগই খুসী। তাদের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে। দু চারজন কংগ্রেসী আছেন যারা এতে খুসী নন। তাদের বক্তব্য এই যে কেরলের আন্দোলনে কংগ্রেসের যোগ দেওয়া ঠিক হয়নি। কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ এভাবে না করাই ভাল ছিল। কারণ অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল তাতে কয়েকদিন পরে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদকে নিজেই কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের জন্য বলতেই হত। পি, এস, পির দল খুব খুসী। তারা এবিষয়ে কংগ্রেসের সঙ্গেই আছেন। মাদ্রাজের দ্রাবিড়ী মুনেত্রা কাজ ঘামের দল কম্যুনিষ্টদের এবিষয়ে সমর্থন করে। উড়িষ্যার গণতন্ত্র পরিষদের সদস্যরা উড়িষ্যায় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠন করলেও কেরলের ব্যাপারে কম্যুনিষ্টদের সমর্থক। বিরোধীদের মধ্যে খুচরো দল, স্বতন্ত্র প্রভৃতি যারা আছেন তাদের কেউবা কম্যুনিষ্ট সরকার খতম হওয়াতে খুসী কিন্তু হস্তক্ষেপের বিরোধী, কেউবা কম্যুনিষ্টদের সমর্থক না হলেও কেরালার ব্যাপারে তাদের প্রতি সহানুভূতি করে। মোট কথা বিরোধী দলের ভূমিকা নিয়ে লোক-সভায় যেসব সদস্য আছেন তাদের মধ্যে হিসাব করতে গেলে যারা কেরলে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের সমর্থন করে এবং কম্যুনিষ্ট সরকারের অবসান অপছন্দ করে না তাদের সংখ্যাই বেশী হবে।

৩রা তারিখে কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে কেরল সম্বন্ধে প্রতি-বাদ দিবস পালন করা হয়েছিল। দিল্লীতে বিরাট শোভাযাত্রা করে পার্লামেণ্ট হাউসের সামনে এসে সভা করা হল। এই শোভাযাত্রা ও সভায় ১৫০০০ হাজারের কম লোক ছিলনা। ব্যাণ্ডের বাজনা এবং লাল পতাকায় এরা চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। নাম্বুদ্রী-পাদের বিরাট ছবি শোভাযাত্রার একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল। শ্লোগানে এমন কোন গালাগালি নেই যা

কংগ্রেসের সম্বন্ধে করা হয়নি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্লোগান একটা ছিল 'বাপ বেটীকী রাজ খতম হো'।

গোলমালটা বেশ পেকে ওঠে ৫ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার তারিখে। ব্যাপারটা পূর্ব্বপরিকল্পিতই ছিল—প্ল্যান করা। কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে শ্রীগোপালন এবং আরও দু একজন মুলতুবী প্রস্তাবের নোটীশ দিয়েছিল। স্পীকার তা সভাতেও উপস্থিত করতে অস্বীকার করেন। শ্রীগোপালন তার কারণ জানতে চান। স্পীকার অস্বীকার ক'রে তাকে বসতে আদেশ দেন। কে কার কথা শোনে! গোপালন বলে যেতে থাকেন যে-কেরালায় রাজনৈতিক হত্যা আরম্ভ হয়েছে, কম্যুনিষ্টদের কেরালা থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র করে তাদের উপর এখন অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। স্পীকার জোর করে তাকে থামতে বলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কম্যুনিষ্ট সদস্যরা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ঘুসী বাগিয়ে চীৎকার করে ইংরাজীতে যত প্রকার গালাগালি হতে পারে তা বর্ষণ করতে থাকে। স্পীকার একবার তাদের সভা থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন; তারা সমস্বরে অস্বীকার করে বলে যে—এই মুলতবী প্রস্তাব তুলতে তারা স্পীকারকে বাধ্য করবে। ঘুসী দেখান, হাল্লা এবং গালাগালি চলতে থাকে। শ্রীজহরলাল নেহরু বিপরীত দিকে বসে যেন ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছেন—এমনিভাবে মৃদুকী হাসি হাসছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন—আমি কম্যুনিষ্ট পার্টির ডেপুটী লীডারকে জিজ্ঞাসা করতে চাই পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে এই রকম ব্যবহার কি তাদের উচিত ব্যবহার? আর যায় কোথা—এদিক থেকে সে দিন এমন কোন কথা নাই যা জহরলালকে বলা হয় নি। জহরলাল দু একবার দাঁড়িয়ে বলবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাকে বসতে হল। ঘুসী চীৎকার ইংরাজী গালাগালি জহরলাল সমস্ত জীবনে এরকম গালাগালি শোনবার কল্পনাও কোনদিন করেন নি। স্পীকার কিন্তু, কম্যুনিষ্টরা তার কথা মতো বেরিয়ে না যাওয়াতেও, আর কিছু কড়া কথা বললেন না। অনেকে আশা করেছিল যে হয়ত স্পীকার তাদের এবার মার্শালকে ডেকে জোর করে বের করবার হুকুম দেবেন। অবস্থাটা আরও ঘোরালো হয়ে উঠবে, কিন্তু তা আর হল না। প্রায় মিনিট পনের এই রকম হাল্লা চলল। তারপরে কম্যুনিষ্টরা বেরিয়ে এল।

যারা পুরোনো সদস্য তারা বলছিলেন লোকসভার এই সাত বৎসরের মধ্যে এমন দৃশ্য আর দেখা যায়নি। জনৈক কম্যুনিষ্ট সদস্য বললেন—এ ত সবেমাত্র সুরু। কেরালায় নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত কি হয় দেখুন না।

ব্যাপারটা যে এখানেই শেষ নয়—সুরু মাত্র তা অনেকেই অনুমান করছেন। কিন্তু তা হলেও ঠিক এই রকম ব্যাপারটা, অনেকেই যারা কেরালার সম্বন্ধে সহানুভূতি সম্পন্ন তাঁরাও পছন্দ করেননি। তাঁদের মতে দৃঢ় প্রতিবাদের ক্ষেত্রেও 'ডিগনিফাইড' আচরণের একটা আলাদা প্রভাব থাকে। সেইটাই অনেকে বাঞ্ছনীয় মনে করেন। এই রকম ব্যাপারে এই ধারণারই সৃষ্টি করতে পারে যে এটা একটা 'ফ্রাসট্রেসন' এর অবাঞ্ছনীয় অভিব্যক্তি। এই সপ্তাহে লোকসভার এইটাই প্রধান ঘটনা। কেরালার ব্যাপারটা আজ সকলের কাছে প্রধান মনে হলেও লোকসভায় আর একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এসপ্তাহে হয়ে গেল।

এংলো ইণ্ডিয়ান সদস্য শ্রীফ্রাঙ্ক এণ্টনী ঐ সমাজের প্রতিনিধিরূপে লোকসভার মনোনীত সদস্য। তিনি গতবারেই একটা প্রস্তাব এনেছিলেন যে—সংবিধানে স্বীকৃত অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সঙ্গে ইংরাজী ভাষাটাকেও স্বীকার করে নেওয়া হোক। ৭ই আগষ্ট শুক্রবার তারিখে এই প্রস্তাবের পক্ষে এবং বিপক্ষে বক্তৃতা হয়। কংগ্রেসের ডাঃ সুব্বারায়ণ এবং অনেকেই ইংরাজীকে সমর্থন করেন। শ্রীজহরলাল নেহেরুও ইংরাজীর স্বপক্ষেই বলেন যে—এবিষয়ে কংগ্রেসী সদস্যদের ভোট দিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রাখা হয়েছে। কিন্তু তিনি আবার একথাও বলেন যে, এই প্রস্তাবটা এভাবে আনাটা ঠিক বিজ্ঞজনোচিত নয়। যাই হোক, এই ইংরাজী এবং হিন্দী নিয়ে বেশ একটা বাগবিতণ্ডা চলতে থাকে। এণ্টনী সাহেব ব্যারিষ্টার হলেও শেষকালে তিনি এমনভাবে বলতে থাকেন যে—তার সমর্থকরাও বিরক্ত হয়ে যান অবশ্যই তিনি প্রস্তাবটা শেষকালে তুলে নেন এই বলে

যে—প্রধান মন্ত্রী যখন অভয় দিয়েছেন যে—ইংরাজীর প্রয়োজন আছে তখন আর তিনি এই প্রস্তাব ভোটে দেবেন না।

এণ্টনী সাহেবের এই ইংরেজীর ব্যাপারে প্রস্তাবটা ওঠান হয়েছিল একটু অন্য রকম ভাবে। বলা হয়েছিল এংলো ইণ্ডিয়ানদের মাতৃভাষা ইংরাজী, তারা সংখ্যায় খুব কম থাকলেও ভারতেরই মানুষ—সুতরাং তাদের প্রতি সুবিচার করে ইংরেজীটাকে অন্যতম ভাষা হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হোক।

কংগ্রেসের ডাঃ সুব্বারায়ন ইংরেজী সমর্থন করে বললেন—ইংরেজী না হলে ভারতের ঐক্য ব্যাহত হবে।

শ্রীজহরলাল নেহেরু ভাষার সম্বন্ধে দীর্ঘ এক বক্তৃতা দিলেন—হিন্দীর সম্বন্ধে বললেন কারও উপর জোর করে চাপান চলবে না। ইংরেজী সম্বন্ধে বললেন—আমাদের বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিনে এ অপরিহার্য্য।

এ সপ্তাহের প্রধান ব্যাপার এই। কেরালার সম্বন্ধে আলোচনার দিন ধার্য্য হয়েছে ১৭ই ও ১৯শে আগষ্ট। এর পরে আরও দুটো বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হবে; একটা হচ্ছে সরকারী ভাষা হিন্দী কি ইংরাজী হবে; আর একটা হচ্ছে ভাষাগত সংখ্যালঘু কমিশনারের রিপোর্ট।

দিল্লীর সর্ব্বদলীয় রাজনৈতিক মহলে আর একটী ব্যাপার নিয়ে বেশ গভীরভাবে আলোচনা চলছে। সেটা হচ্ছে শ্রীরাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে নূতন গঠিত 'স্বতন্ত্র দল'। কংগ্রেসের অনেক সদস্যও এ সম্বন্ধে গভীরভাবে ভাবছেন। খুচরা স্বতন্ত্র সদস্য (ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট) যারা আছেন তারাও অনেকে এই দলে যোগ দেবার কথা ভাবছেন। পি, এস,পির একজন বিশিষ্ট সদস্য যিনি পূর্ব্বে মাদ্রাজ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন—তিনি সম্প্রতি স্বতন্ত্র দলে যোগ দিলেন। যারা কম্যুনিষ্ট দল পছন্দ করেন না, কংগ্রেস দলও পছন্দ করেন না অথচ রাজনৈতিক জীবনে কোন একটা খুঁটী চান—তারা রাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বকে একটা বড় সহায় বলে মনে করছেন। তাদের অভিমত এই যে—রাজাগোপালাচারীই একমাত্র ব্যক্তি এখন ভারতবর্ষে, যিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দেশকে একটা পরিবর্ত্ত নেতৃত্ব (অল্টারনেটিভ লিডারশিপ) দিতে পারবেন। তার পরে যারা সাম্যবাদ বা সমাজবাদ বা সমষ্টীবাদ পছন্দ করেন না তারাও এদিকে ঝুঁকছেন। শ্রীরাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে এই স্বতন্ত্র দল দেশে একটা শক্তিশালী অংশের যে সমর্থন পাবে—সে বিষয়ে অনেকেই খুব আস্থাবান।

বর্তমান সময়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে চারদিক থেকেই কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর আঘাত আসছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বাইরের আঘাত থেকে ভিতরের দ্বন্দ্বই একে বিপর্য্যস্ত করছে বেশী। ক্ষমতা অধিকারের উপরই যাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে - ক্ষমতার অপব্যবহার ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বই তাদের বিপর্য্যয়ের কারণ হয়।

———•———

লোকসভায় নূতন আইন যাহা পাশ হইয়াছে ও পেশ হইয়াছে

(১)

আমাদের রাজ্য বিধান সভায় বা কেন্দ্রীয় লোকসভায় প্রায় দৈনিক এক একটী করিয়া আইন পাশ হইতেছে। জনসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট আইন যাহা কেন্দ্রীয় সরকার পাশ করিতেছেন তাহার সম্বন্ধে জনসাধারণের জানিবার মতো অংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইবে।

গত ৩রা আগষ্ট হইতে ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য নিম্নলিখিত আইনগুলি পাশ হইল :—

১। ভারতীয় ইলেক্‌ট্রীক সংশোধন আইন

১৯১০ সালের ইলেক্‌ট্রিসিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী এতাবৎকাল কাজ চলিয়া আসিতেছে। ইহাকে কিছু সংশোধন করা হইল। জনসাধারণের ক্ষেত্রে যাহারা বিজলী ব্যবহার করেন—তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বে আইন ছিল যে ভাড়া বাড়ীতে ভাড়াটে থাকিলে বা অন্য কোন ভাবে দখল করিয়া থাকিলে—বাড়ীর আসল মালিকের অনুমতি ছাড়া বিজলীর লাইন নিতে পারিতেন না। বর্তমান আইনে সেটাকে সংশোধন করিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে—এ বিষয়ে বাড়ীর ভাড়াটে মালিকের অনুমতি না নিয়াই বিজলীর লাইন নিতে পারিবেন এবং বিজলী ব্যবহার করিতে পারিবেন।

২। ফার্মাসী সংশোধন আইন

কম্পাউণ্ডারদের সম্পর্কে এযাবত যে বিধান প্রচলিত ছিল সেটার সংশোধন করিয়া একটু কড়াকড়ি করা হইয়াছে। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে রেজিষ্টার্ড কম্পাউণ্ডার ছাড়াও যে কোন লোক রেজিষ্টার্ড কম্পাউণ্ডারের প্রত্যক্ষ এবং ব্যক্তিগত পরিদর্শনাধীনে প্রেসক্রিপসনের ওষুধ তৈরী করিতে পারিতেন বা কম্পাউণ্ডারী করিতে পারিতেন। এখন সেটা তুলিয়া দেওয়া হইল। রেজিষ্টার্ড কম্পাউণ্ডার ছাড়া আর কেহ কম্পাউণ্ডারী করিতে পারিবে না।

৩। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আইন—

এটী একটী নূতন আইন করা হইল। যে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ অফিস, সরকারী বিভাগ, সরকারী কোম্পানী, সরকারী পরিচালনায় করপোরেশন, সমবায় সমিতি প্রভৃতিতে, এবং বে-সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানে—অফিস, দোকান, কারখানা প্রভৃতি যেখানে সাধারণতঃ পঁচিশ জন বা তাহার বেশী লোক কাজ করে —সেই সব জায়গায় কাজ খালি হইলেই সংকারী এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে বাধ্যতামূলকভাবে খবর দিতে হইবে। অন্যথা করিলে ৫০০ হইতে এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইবে।

তারপরে প্রতিষ্ঠানে কত লোক কাজ করিতেছে তারও রিপোর্ট মাঝে মাঝে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে দিতে হইবে।

তবে কতকগুলি ব্যাপার এই আইনের কবল হইতে ছাড়া পাইবে—

১। চাষীদের চাষের কাজে অথবা কোন কৃষি প্রতিষ্ঠান—যেখানে চাষের জন্য কলকব্জা ব্যবহার হয় না।

২। বাড়ীর চাকর বাকর সম্বন্ধে।

৩। তিন মাসের কম সময়ের জন্য লোক নিযুক্ত করিলে।

৪। দারোয়ান, জমাদার, ঝাড়ুদার, পিয়ন প্রভৃতি ব্যাপারে।

৪। বিবাহে পণ নিবারণ আইন

এই আইনটী লোকসভায় পেশ হইয়াছে, এখনও পাশ হয় নাই আলোচনা চলিয়াছে। সিলেক্ট কমিটীতে আলোচনার জন্য গিয়াছে। এবার ইহা আলোচনা হইবে না, পরের অধিবেশনে ইহা আসিবে। তাহা হইলেও আইনটা কি হইতেছে তাহা দেশবাসীর জানিয়া রাখা ভাল।

এই আইনে বিধান হইতেছে এই যে—বিবাহের সময় কন্যাপক্ষকেই হোক বা বর পক্ষকেই হোক, কাপড় চোপড়, গয়না ও অন্যান্য জিনিষপত্র যাহা উপহার দেওয়া হইবে তাহার মোট মূল্য ২০০০৲ টাকার বেশী হইতে পারিবে না। অর্থাৎ মেয়ের বিবাহে মেয়ের বাবা দুই হাজার টাকার জিনিষপত্র দিতে পারেন বেশী নয়।

যদি কেহ এর বেশী দেয় বা নেয়, অথবা দিতে বা নিতে সাহায্য করে তবে তাহার ৬ মাস জেল অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা একসঙ্গে দুইটাই হইতে পারে।

শুধু দেওয়া নেওয়াই নয় যদি কন্যার বাবা বা বরের বাবা বা তাহাদের অভিভাবক প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষ ভাবে কোন প্রকার বরপণ বা কন্যাপণ দাবী করে তাহা হইলেই তাহাদের উপযুক্ত সাজা হইবে।

মুসলমানদের বিবাহের ব্যাপারে এই আইন প্রযোজ্য নয়।

বহু পরীক্ষিত স্বপ্নসিদ্ধ

"বিশ্ব মাধুরী"।

যক্ষ্মারোগের অব্যর্থ ঔষধ

তরুণ রোগে ১ মাস এবং পুরাতন রোগে ৩ হইতে ৪ মাসের মধ্যে আরোগ্য হয়।

প্রাপ্তিস্থান: রামময়ী মেডিক্যাল হল
চকবাজার, পুরুলিয়া।

প্রো:—শ্রীবিন্ধ্যাচল প্রসাদ

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশ গুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২১শে ভাদ্র, ১৩৬৬—৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

খাদ্য-আন্দোলন দমনে কংগ্রেসী শাসনের নগ্নরূপ

বেপরোয়া লাঠিবাজি ও গুলিবর্ষণে বৃটিশ আমলকেও লজ্জা দিয়াছে

দুগ্ধপোষ্য শিশু ও গর্ভবতী নারীও নরপশুদের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য কংগ্রেসী সরকার অহিংস জনসাধারণের উপর বারংবার লাঠিচার্জ্জ, টিয়ার গ্যাস ও গুলী চালায়। পুলিশের বর্ব্বরোচিত আক্রমণে এপর্য্যন্ত ৩৮ জন প্রাণ হারাইয়াছে। বহু লোক নিখোঁজ হইয়াছে, আহতদের সংখ্যা হিসাব করিয়া বলা অসম্ভব। হাজারের সংখ্যাও অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। প্রকাশ যে, ৭বৎসরের নাবালক শিশু ও পুলিশের গুলির বলি হইয়াছে। বহু মহিলা, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা এই নৃশংস আক্রমণে আহত হইয়াছে। গর্ভবতী নারীর পেটে সবুট জুতার লাথি পড়িয়াছে, দমন নীতি প্রবলতর করিবার জন্য হাওড়াতে কংগ্রেস সরকার মিলিটারী সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। কংগ্রেসী পুলিশের এই বীভৎস ও প্রতিশোধমূলক আচরণ বৃটিশ আমলকেও লজ্জা দেয়। সংবাদে প্রকাশ যে, গত শুক্রবার হইতে কলিকাতার অবস্থা স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে।

মুনাফাখোর ও কালোবাজারীর দল যখন সরকারের মূল্য-নিয়ন্ত্রণকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া চাউল বাজার হইতে উধাও করিয়া জনগণকে অনাহারে রাখিয়া মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছিল তখন এই সব দুর্নীতি পরায়নদের চরনাশ্রিত সরকার কোনরূপ আইনের সাহায্য লইতে সাহস করেন নাই-আর জনসাধারণ যখন বাঁচিবার জন্য ক্ষুধার অন্ন চায় ন্যায্য মূল্যে, তখন নির্লজ্জ সরকারের পেষণচক্র চলে অবিরাম ও অবাধগতিতে এই সব ক্ষুধাতুরদের বুকের উপর। নপুংষক কাপুরুষ অহিংসের ধ্বজাধারী কংগ্রেসীদের ইহাই গণতন্ত্র!

(৯ পৃষ্ঠার পর হইতে)

শাখার সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় আই, এন, টি, ইউ, সি শ্রমিকদের মধ্যে যে বিভেদনীতি চালাইতেছেন তাহার তীব্র সমালোচনা করা হয়। শ্রীবিশ্বাস বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে পে-কমিশনের রিপোর্টের উপর অবিলম্বে সরকারের মতামত ব্যক্ত করার দাবী জানান। সভায় শ্রীঅজিত বাগচী, বি. পাণ্ডে ও এন, এন, রাও শ্রমিকদিগকে একতাবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করেন।

ভবানীপুর গ্রামে সিঁদ দিয়া চুরি

গত ৩রা সেপ্টেম্বর পুরুলিয়া থানার অধীন ভবানীপুর গ্রামের শ্রীকিশোরী মোহন মিশ্র মহাশয়ের বাড়ীতে সিঁদ দিয়া চোরে কিছু পয়সাকড়ি, কাপড় জামা, দলিলপত্র, সুজনী, নূতন কাঁথা ও লেপ প্রভৃতি লইয়া নির্ব্বিবাদে পলায়ন করিয়াছে। গৃহস্থের কেহ জানিতেও পারেন নাই। ইতিপূর্ব্বে উক্ত গ্রামের শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিশ্র ও শ্রীহরি গাঁইয়ের বাড়ীতেও সিঁদ দিয়া চুরি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত কেহ ধরা পড়ে নাই।

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে হরতাল ও জনসভা

পশ্চিমবঙ্গ মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে গত ৩রা সেপ্টেম্বর পুরুলিয়া সহরে হরতাল প্রতিপালিত হয়। সহরের সমস্ত দোকানপাট, যানবাহন বেলা ৪।০ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। সন্ধ্যা ৬ টার সময় রাস ময়দানে একটি জনসভা হয়। তাহাতে বহু লোক যোগদান করে। সর্ব্বশ্রী অমূল্য কর্মকার, শ্রদ্ধানন্দ বাউরী, পেলু মাহাতো, প্রবীর মল্লিক এবং মিহির চট্টরাজ সভায় বক্তৃতা করেন।

ছুটমুড়া গ্রামে চুরি

৩রা সেপ্টেম্বর রাত্রি বেলায় ছুটমুড়া গ্রামের জনৈক দোকানদার শ্রীপেকুলাল ওঝার দোকান ঘরের কপাট ভাঙ্গিয়া কে বা কাহারা বহু জিনিষপত্র লইয়া গিয়াছে ও বহু জিনিষ নষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ডি, এস, পির কোয়ার্টারে চুরি

গত ৫,৯, ৫৯ তারিখে রাত্রিতে ডেপুটি পুলিস সুপারিন্টেনডেণ্টের কোয়ার্টারে চুরি হইয়াছে। জানা যায় কে বা কাহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া চুরি করে। ঘটনা বিবরণে জানা গিয়াছে যে, ডি, এস, পির ৮০০৲ টাকা তাহার চাকরের ১৫১০৲ টাকা, দুইটী পার্কার ফাউণ্টেন পেন, ঘড়ি ১টি, পোষ্টাল সেভিং সার্টিফিকেট কিছু ইউনিফরম সেট ২টি ও কিছু জামাকাপড় চুরি হইয়াছে। পুলিস সন্দেহক্রমে শ্রীনির্মল কুমার দে (সূত্রধর) ভমন ও আরও ৬, ৭ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সংবাদ লইয়া জানা গেল যে উক্ত নির্মল জনৈক কণ্ট্রাক্টারের ম্যানেজার বিমলগুহ কর্ত্তৃক ডি, এস, পির কোয়ার্টারে কোন কোন দরজা জানালার মেরামতি কার্য্য করিতে হইবে তাহা দেখিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

ড্রাইভারের উপর পুলিশের জুলুম

শ্রীশুকর সিং, চাষ জানাইতেছেন—গত ৬, ৮, ৫৯, তারিখে যখন ৬৭১০ নং গাড়ী হইতে শ্রীশিব প্রসাদ কেড়িয়ার দুয়ারে খালি টিন নামান হইতেছিল তখন নামো পুরুলিয়ার হাবিলদার ড্রাইভারের নিকট টাকা চায়। ড্রাইভার টাকা না দেওয়াতে সে ড্রাইভারকে দারোগাবাবু ডাকিতেছেন বলিয়া থানাতে লইয়া যায়। দারোগাবাবু ড্রাইভারের নিকট কাগজপত্র দেখিতে চান। কাগজপত্র ঠিক থাকাসত্ত্বেও জামানত থোঁজেন। ড্রাইভার জামানত দিতে না পারায় তাহাকে হাজতে বন্ধ করা হয়। গাড়ীটি পুলিতে ছিল এবং কাগজপত্র ঠিক ছিল তবুও কি কারণে পাঁচআইন করা হইল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অথচ বি, আর, আর ৬৯৯৫, বি, আর, পি ১১৭১, বি, আর, এন ৩৭০৫, বি, আর, পি ১০২৪ নং গাড়ীগুলি মেন রোডের উপর রাস্তা আটক করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ড্রাইভারদের উপর এই অনর্থক জুলুম ও হয়রানীর ন্যায্য বিচার হওয়া উচিত। এবিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

প্রধান মন্ত্রী নেহেরু, শ্রীবিধান রায়, প্রফুল্ল সেন প্রভৃতির সহিত আলোচনা দ্বারা খাদ্যসমস্যার সমাধান করার চেষ্টাকে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে চেয়ারম্যান এই কার্য্যের দ্বারা পার্টিকে ধ্বংশের মুখে ঠেলিয়া দিতেছেন। কংগ্রেসের লেজুড় হইয়া পার্টি বাঁচিতে পারিবে না।

হিন্দী প্রতিশব্দের স্বরূপ—

গত ৭ই আগষ্ট লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু বলেন যে রেলওয়ে ষ্টেশন ও রাস্তার মোড়ে যে হিন্দী প্রতিশব্দগুলি লেখা থাকে তাহা সাধারণের বোঝা কঠিন। যিনি এই প্রতিশব্দগুলির আবিষ্কর্তা তিনিও নিজে হয়ত এই গুলির অর্থ বোঝেন না বলিয়া আমার মনে হয়। ঐ বিকট শব্দগুলি সৌন্দর্য্য বোধে বাধা দান করে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

পণ্ডিত নেহেরু মাত্র দুইটি হিন্দী পরিভাষার উদাহরণ দিয়াছেন। হয়ত সমস্ত পরিভাষাগুলি তিনিও শুনেন নাই। হাসপাতালে "অপারেশন রুমের" হিন্দী পরিভাষা "চির ফাড় ঘর" এবং নেকটাই এর "কণ্ঠ লেঙ্গোটি"—ইহা যদি তাহার জানা থাকিত তবে হয়ত পরিভাষা প্রস্তুতকারকদের তিনি একটি বুদ্ধিহীন চতুষ্পদ জন্তুর সহিতই তুলনা করিতেন।

শোক সংবাদ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে পুরুা থানার অন্তর্গত মৌজা সৌরাং টোলা বেলডি নিবাসি লোক সেবক সংঘের কর্ম্মী শ্রীমঙ্গলা চরণ সিং সর্দ্দার গত ৬ই ভাদ্র বেলা ৫ ঘটীকার সময় পক্ষাঘাত রোগে পরলোক গমন করেন। তিনি বরাবর শিল্পাশ্রমে থাকিতেন। বৃটিশ গর্ভর্ণমেণ্টের সময় তিনি ঝরিয়াতে পতাকা উত্তোলন করিয়া কারাবরণ করিয়া ছিলেন। সংঘের সকল কর্ম তিনি নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। তিনি মৃত্যুর সময় দুইভাই, একটি ভাতৃ বধূ ও একটি ভাইঝি রাখিয়া মারা যান। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মানহানীর অভিযোগে জেলা হিতৈষী সম্পাদক

আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার জনৈক হকার শ্রীরবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী গত ৫ই সেপ্টেম্বর জেলা হিতৈষী পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রীশিবশঙ্কর বক্সীর নামে এস, ডি, ওর আদালতে এক মানহানীর অভিযোগ দায়ের করিয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে যুগান্তর পত্রিকার তৃতপূর্ব্ব সুপারভাইজারের অনুরোধক্রমে যুগান্তরের বাকি বিল আদায়ের জন্য গত ২রা সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র জেলা হিতৈষী কার্য্যালয়ে যায়। বিল আদায়ের ব্যাপার লইয়া উভয় পক্ষে কথা কাটাকাটি হইলে পত্রিকা সম্পাদক রাগান্বিত হইয়া তাহাকে অফিস হইতে চলিয়া যাইতে বলে। বাদী চলিয়া যায়।

উক্ত পত্রিকার ২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যায় সম্পাদক "পুরুলিয়া জেলা হিতৈষী পত্রিকার কার্য্যালয়ে গুণ্ডামী ও হামলা" শীর্ষক প্রবন্ধে বাদীকে গুণ্ডা বলিয়া লিখিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে আরও লেখা হইয়াছে যে "উক্ত গুণ্ডা প্রকৃতির যুবকটি সহরে কুখ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং তাহার কার্য্যকলাপ অনেক শান্তিকামী সহরবাসীর অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবিষয়ে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।" ইহাতে বাদীর সম্মানে হানি হইয়াছে এবং তাহাকে লোকচক্ষে হেয় করা হইয়াছে।

স্থানীয় সংবাদ

সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে আনাড়ায় জনসভা

গত ২৯শে আগষ্ট আনাড়ার নূতন ক্যান্টিন বিল্ডিংএ সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন আনাড়া শাখার বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় আগামী বৎসরের জন্য শাখার কর্মকর্ত্তা নির্বাচন করা হয়। ঐ দিন বিকালে গ্রেনশপ ময়দানে শ্রী জে, এম, বিশ্বাস—সভাপতি রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন আনাড়া

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ASP/HC 140

NORTON

নর্টন—মানে নিখুঁত যন্ত্রসমষ্টির সমাবেশ

নর্টনের পূর্ণাঙ্গ-সুন্দর গঠন রূপ পেয়েছে—তার অপূর্ব্ব সুন্দর অংশগুলির সমষ্টিতে। তার বলিষ্ঠ রিম, নিরাপদ সেন্টার-পুল ব্রেক, নিখুঁত-ভাবে গড়া হাব-কোন্‌স্, আর তার সুখ-গতির আরাম, লঘুভার এবং স্থায়িত্বের গৌরবে।

HIND CYCLES LTD. 250 WORLI BOMBAY 18

Wanted

Five meritorious students will get half-free concession for training in Shorthand, Typewriting, Telegraphy at **Nilkuthidanga** Phonetic Commercial Institute.

Apply to the Superintendent, Phonetic Commercial Institute **P O. Purulia** (Old Victoria Building) on or before 10th September, '59.

কৃষি প্রচার ভবন

(মুক্তি প্রেস ভবনে অবস্থিত)

বহু রকমের কলম ও চারা-গাছ আসিয়াছে। কফি, মূলা প্রভৃতি শীতের বীজ আসিয়াছে। আলু প্রভৃতি আসিতেছে। যাহার যাহা প্রয়োজন—আগে জানাইলে কাজের সুবিধা হইবে। সেজন্য অনুরোধ জানাই।—

বিনীত—অরুণচন্দ্র ঘোষ

বহু পরীক্ষিত স্বপ্নসিদ্ধ

"বিশ্ব মাধুরী"

যক্ষ্মারোগের অব্যর্থ ঔষধ

তরুণ রোগে ১ মাস এবং পুরাতন রোগে ৩ হইতে ৪ মাসের মধ্যে আরোগ্য হয়।

প্রাপ্তিস্থান:

রামময়ী মেডিক্যাল হল

চকবাজার, পুরুলিয়া।

প্রো:—শ্রীবিন্ধ্যাচল প্রসাদ

শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ, পরিচালক, লোক সেবক সংঘ কলিকাতার সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে ৫, ৯, ৫৯ তারিখে সংবাপত্রে এক বিবৃতি দিয়াছেন। তাহা আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। —মু: স:

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশ গুপ্ত

২০শ বর্ষ
৩৮শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৪ঠা আশ্বিন, ১৩৬৬—২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

বাংলা বিধানসভার শরৎকালীন অধিবেশন আরম্ভ

মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ

খাদ্য আন্দোলনে নিহত শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্যাপারে কংগ্রেস ও প্রজাপার্টির বিসদৃশ আচরণ

অদ্য (৪ঠা আশ্বিন) হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্বল্পকালীন অধিবেশন সুরু হইল। লোক সেবক সংঘ, কমিউনিষ্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর, এস, পি এবং এস, ইউ, সির সদস্যগণ 'কালোব্যাজ' ধারণ করিয়া বিধান সভায় উপস্থিত হন। সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীদলের নেতা শ্রীজ্যোতি বোস খাদ্য আন্দোলনে নিহত শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য অনুরোধ জানান। কংগ্রেস ও পি, এস, পি, দলের সদস্যগণ ছাড়া উপস্থিত সকলেই একযোগে নীরবে উঠিয়া দাঁড়ান। বিরোধীদলগুলির পক্ষ হইতে খাদ্য সমস্যা ও খাদ্য আন্দোলন সম্পর্কে ৭টি মূলতবী প্রস্তাব উথাপিত হইলে তাহা আলোচিত হয়।

বর্তমান অধিবেশনেই কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনিবার জন্য বিরোধী দলগুলি এবং কয়েকজন স্বতন্ত্র সদস্য নোটিশ দিয়াছেন। পি, এস, পি দল সরকারের বিরুদ্ধে ২টি অনাস্থা প্রস্তাব উথাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। আগামী ১লা অক্টোবর অনাস্থা প্রস্তাবগুলি আলোচিত হইতে পারে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

(১১ পৃষ্ঠার পর হইতে)

করে। কিন্তু বাড়ীর লোক জন জানিতে পারিয়া হাল্লা করায় চোরেরা পলায়ন করে। এই ব্যাপারে গ্রামে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ছটমুড়া এবং পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে চুরি প্রায়ই হইতেছে।

নামোপাড়ায় চুরি

সম্প্রতি নামোপাড়ার শ্রীনদিয়া চাঁদ কর্ম্মকারের বাড়ী হইতে রাত্রিতে কে বা কাহারা সাইকেল ও কিছু জামা কাপড় চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। পুলিসেশ্বর দেওয়া হইয়াছে।

আড়ষায় চুরি

সম্প্রতি আড়ষা থানার ঝুন্ঝকা গ্রাম হইতে দুইটী চুরির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীঘাসীরাম মাহালী ও শ্রীসত্য অধিকারীর বাড়ী হইতে ধান, চাল, জামা, কাপড় ইত্যাদি যাবতীয় জিনিষপত্র চুরি হইয়াছে।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

পুরুলিয়া প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর সভাপতি শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায় জানাইতেছেন—

গত ৩৯।৫৯ তারিখে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর দুইজন প্রতিনিধি ডি, আই, মহাশয়ের সহিত তাঁহার অফিসে সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহাকে মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক শিক্ষকগণের ৬ মাসের বেতনের আংশিক বকেয়া টাকা প্রদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি অত্যন্ত রূঢ়ভাবে শিক্ষক প্রতিনিধিগণের সহিত অসৌজন্য ও অশোভন আচরণ প্রকাশ করেন। তাঁহার এরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে সম্মিলনী গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে এবং তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে।

সম্মিলনী আরও লক্ষ্য করিতেছে যে, ডি, আই মহাশয়কে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে পত্র দিয়া কোনরূপ জবাব পাওয়া যাইতেছে না। তিনি সম্মিলনীর পত্রের জবাব দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না অথবা চিরাচরিত আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতা কুখ্যাত ঐতিহ্য বহন করিতে আগ্রহশীল ?

স্বাঃ—শ্রীমহাদেব মুখার্জী, সভাপতি ১১।৫৯

শ্রীশিশির গুপ্ত সুইসা হইতে জানাইতেছেন:—

কংগ্রেস সরকারের জঙ্গল সংরক্ষণ নীতির (!) ফলে বাঘ মৃগু থানার ঘন জঙ্গলময় এলাকাগুলি আজ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। কালীমাটির নিকটবর্ত্তী "ঠাকুর বাঁধের" সম্মুখে বহু পুরাতন শাল গাছগুলি কাটিয়া ফেলা হইয়াছে ও লাহা আবাদযোগ্য বহু "শিশু" গাছ কাটিয়া জঙ্গল বিভাগের কর্মচারীদের জন্য খাটিয়া, তক্তাপোষ, চেয়ার, টেবিল তৈয়ারী হইয়াছে। একদিকে নিরীহ গ্রামবাসী দিগকে মিথ্যা মামলা জুড়িয়া হাটে খরিদ করা কাঠের জন্য ৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করা হইতেছে। অন্যদিকে বৈধ উপায়ে যাহাতে জনসাধারণ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে পারে তজ্জন্য ঠিকাদারগণের মাধ্যমে কূপ বিলির ব্যবস্থা আজ দুই বৎসর যাবত বাগমুণ্ডি জঙ্গলে করা হয় নাই। স্থানীয় গ্রামবাসীগণ কুল, পলাশ, কুসুম প্রভৃতি লাহা আবাদের গাছগুলি কাটিয়া জ্বালানী কাঠের অভাব পূরণ করিতেছে। সারা বৎসরে এই থানায় কমপক্ষে এই রকম গাছ এক হাজার কাটা হইতেছে যাহাতে আবাদ হইলে ৩৭৫ মণ লাহা হইতে পারিত যাহার বর্ত্তমান মূল্য প্রায় ১৫০০০৲ টাকা, ইহা আমাদের জাতীয় ক্ষতি। জঙ্গল এলাকায় লাহা আবাদের গাছগুলি আটক করা হইতেছে। সরকারও লাহা আবাদ করিতেছেন না এবং জনসাধারণকেও করিতে দিতেছেন না। জঙ্গল ডিমারকেশনের এলাকায় যে সমস্ত জমি পড়িয়াছে তাহাতেও চাষীদিগকে চাষ করিতে দেওয়া হইতেছে না। ইহাতে থানায় খাদ্যশস্যে ঘাটতির সৃষ্টি করিতেছে। অবিলম্বে এই সব সমস্যার সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয় অন্যথায় সারা থানা ব্যাপী বিক্ষোভ গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিবে।

মুক্তি

৪ঠা আশ্বিন, সোমবার

বাংলা কি এখনও আত্ম-বিস্মৃত ?

বাংলা দেশের খাদ্য আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া বাংলার কংগ্রেস-শাসনের যে বীভৎস মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচিত হইল তাহা ভারতের পরাধীনতার নৃশংসতাকেও আজ ব্যঙ্গ করিয়া চলিয়াছে। এ অভিযান শান্তিরক্ষার অভিযান নয়—আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কোন একটা দেশের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-ক্ষমতারও ইহা সদম্ভ পদদলন নয়; শাসনক্ষমতাকে আশ্রয় করিয়া ইহা যেন কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠির পুঞ্জীভূত রোষের প্রতিশোধাত্মক ক্রুর বহিঃপ্রকাশ। পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ ডায়ার ভারতবাসীকে 'নৈতিক শিক্ষা' দিতে যাইয়া জালিয়ানওয়ালাবাগে ভারতবাসীর রক্তের সিঞ্চনে স্বাধীনতার ক্ষেত্র উর্বর করিয়াছিল—আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে বাংলার কংগ্রেস-শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বাংলার 'ডায়ার' বাঙ্গালীকে আজ সেই রকম 'নৈতিক শিক্ষা' দিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীর রক্তের প্রবাহে, বাঙ্গালীর লাঞ্ছনার ধারায় বাংলার কোন্ সে বিপ্লবের ক্ষেত্র উর্বর করিয়া তুলিতে চলিয়াছে—তাহা সদ্য-বর্ত্তমান বলিতে অনিচ্ছুক হইলেও অনাগত ভবিষ্যত তাহা ঘোষণা করিবে।

বাঙ্গালী জাতিকে বন্দুকের গুলি ও পুলিশের লাঠীতে অবদমিত করিবে—এস্পর্দ্ধা যাহারা করে তাহারা বাঙ্গালী হইলেও বাঙ্গালীর সেই ইতিহাসকে অস্বীকার করে—যে ইতিহাসকে বর্তমান ক্ষমতামত্ত শাসকদের বৈদেশিক প্রতিরূপ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বাংলা খণ্ডিত, বাংলার চাষী ক্লিষ্ট, বাংলার মধ্যবিত্ত খিন্ন সন্দেহ নাই; খণ্ডিত বাংলার বলিষ্ঠ জীবন-প্রবাহ আজ পথহারা হইয়া বাস্তুহারাতে বিলীন হইয়াছে; বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গ আজ বেলাভূমিতে গুমরিয়া কাঁদিতেছে। আজ বাংলায় নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা নাই, মনীষার বিকীরণ নাই, প্রতিভার জয়মাল্য নাই—ইহা সবই সত্য। একদিন যাহারা বাংলার দীপ্ত-প্রভায় চক্ষু অবনমিত করিয়া বিস্মিত হইত আজ তাহারা তাহাদের ঈর্ষা-দগ্ধ নয়নের রোষবহ্নিতে বাংলার জীবন-শক্তি দহন করিয়া তাহাদের উদ্ধত-অনুগ্রহের ভিখারী রূপে বাঙ্গালী জাতিকে পরিণত করিয়াছে—ইহাও সত্য। আর ইহাও সত্য যে তাহাদেরই করম্বরাহী রূপে বাংলার কংগ্রেসী-রাজনৈতিক-নেতৃত্ব শাসন-ক্ষমতার নিরঙ্কুশ আঘাতে বাঙ্গালীকে শ্মশান-শবে পরিণত করিয়া অভিচারীর পৈশাচিক তাণ্ডবে প্রেতের আহ্বান করিতেছে। সবই সত্য। কিন্তু এ সমস্তই অতিক্রম করিয়া আজও বাংলার মজা গঙ্গায় বাংলার চিরন্তন সত্যের প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। বাঙ্গালী যখন আত্ম-বিস্মৃত হয় তখন কঠিন আঘাতে তাহার আত্মসংবিত জাগিয়া উঠে। সে সংবিতে যে নবজাতকের জন্ম হয়—তাহার কাছে মৃত্যু অভিসারিকা রূপে আসিয়া জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে। ভাবিতেছি আজ যে আঘাত আসিয়াছে তাহাতে তাহার আত্ম-সংবিত ফিরিবে কিনা অথবা ইহা অপেক্ষাও কঠিনতর আঘাতের প্রয়োজন বাঙ্গালীর জীবনে আজও বাকী রহিয়াছে ?

খাদ্যসংগ্রাম অভিযানের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আঘাত অমানুষিক ও আইন-বিরো

সরকারের নিষ্ঠুর পাশবিকতার পরিচয়

কংগ্রেস সরকার ব্রিটিশ শাসনের দমননীতি অনুসরণ করিয়াছেন

লোকসেবকসংঘের পরিচালক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের বিবৃতি

সম্প্রতি কলিকাতায় এবং পশ্চিমবাংলার অন্যান্য কয়েকটি স্থানে নিরাপত্তাহীন এক অরাজকতার রাজত্ব দেখা দিয়াছে। আইন অমান্যের সহযোগে যে শোভা-যাত্রা হইয়াছিল—তাহার প্রতি দমনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে অমানুষিক আঘাত দান করিয়াছেন—তাহাই এই অরাজকতার অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অভিযানকারীদের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ দ্বারা উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য—সরকার পূর্ব্ব হইতেই পূর্ণভাবে প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। যদিও এই শোভাযাত্রা সুপরিকল্পিত শৃঙ্খলার জন্য প্রশংসার দাবী করিতে পারে না, তথাপি ইহা সত্য যে, এই শোভাযাত্রাকারীদের পক্ষ হইতে এমন কোনো ব্যাপার ঘটে নাই যাহাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই অবিবেচনাপ্রসূত কাজের প্ররোচনা রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। এই শোভাযাত্রার প্রারম্ভ শান্তিপূর্ণই ছিল। যদিও এই জন-সমুদ্র চতুর্দ্দিক হইতে তরঙ্গের মত ধাবিত হইয়া অগ্রসর হইয়াছিল—তথাপি এক ব্যূহরূপ বাধার সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছিল—তথাপি ইহাদিগকে সামলাইবার অন্যান্য বিবিধ পথ সরকারের কাছে খোলাই ছিল—বিগত ব্রিটীশ সরকারের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পন্থা অবলম্বন করিলেন তাহার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে চাই যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই কাজ অত্যন্ত অবিবেচনা প্রসূত, অহৈতুক এবং আইন বিগর্হিত হইয়াছে এবং এমনকি উহা নিষ্ঠুর পাশবিকতার কাজও হইয়াছে। আমি দৃঢ়তার সহিত ইহার প্রতিবাদ করি। খাদ্যসংগ্রাম আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই নিরোধ আইনে বাম-পন্থী নেতৃবৃন্দকে আটক করিয়া রাখিবার ব্যবস্থারও প্রতিবাদ করি। ইহা নাগরিক অধিকার ও বাক্তি শাসনপদ্ধতির পরিপন্থী।

সরকারের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া জনসাধারণের যে একাংশ হিংসাত্মক আচরণ সমূহ অবলম্বন করিয়াছে—তাহাদের এই কর্মকেও অবাঞ্ছিত বলিয়া মনে করি। এবং আমরা মনে করি যে, উদ্ভূত এই সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিদ্যমান উভয় পক্ষেরই আজ আয়ত্বের বাহিরে। ইহাও সত্যই দুঃখের কথা যে, আমরা এইরূপ এক উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা-ধারার বিরুদ্ধে উপযুক্ত সমাজ-পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সক্ষম বা সচেতন হইতে পারি নাই। সেজন্য আমাদের আন্তরিক অনুরোধ এই যে, বিবদমান পক্ষগুলি বা সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি বা দলগুলি আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করুন—যাহাতে উদ্ভূত এই অরাজকতার আশু অবসান হইতে পারে। যদি সরকার এই জন-অন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে চান—তাঁহারা করুন—তবে তাহা আইন ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়াই করুন; এবং এই আন্দোলন তাহার উপযুক্ত কার্যকারিতা ও যৌক্তিকতার জন্য শান্তিপূর্ণ ভাবে চলুক—ইহাই আমাদের কাম্য।

অতুল চন্দ্র ঘোষ

(এই বিবৃতিটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। মুক্তিতে প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইলেও গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি বলিয়া আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়া ইহা ঘটনা পঞ্জিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইল)

মুক্তি সম্পাদক

উপেক্ষিতবাংলারদাবীপুনরুত্থাপিতহোক

মহারাষ্ট্র গুজরাট প্রদেশের অভ্যুদয়ের প্রতি অভিনন্দন

ইহা বাংলার দাবীকে প্রেরণা দান করিবে

বাংলার অপ্রতিরোধ্য দাবী বিষয়ে লোকসেবকসংঘপরিচালকের বিবৃতি

লোক সেবক সংঘের পরিচালক শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ বিগত ২১ সেপ্টেম্বর (১৯৫৯) তারিখে ভাষাভিত্তিক প্রদেশের প্রশ্ন বিষয়ে বাংলার দাবী সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। বিবৃতিটি এই :—

দুই পৃথক ভাষাভাষী প্রদেশকে এক করিয়া যে বোম্বাই প্রদেশ করা হইয়াছিল সেই বোম্বাই প্রদেশকে ভাগ করিয়া গুজরাট ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে রূপান্তরিত করার কথা উঠিয়াছে। এই প্রস্তাব কার্য্যে রূপান্তরিত করার বিষয়টি এখনো কিছু দূরেই আছে। তথাপি এইরূপ একটি বাঞ্ছিত সম্ভাবনায় আমরা খুবই আনন্দিত হইয়াছি। এই সংশ্লিষ্ট জনগণের সম্ভাবিত কল্যাণের প্রতি আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি।

ভাষার ভিত্তি অনুসারে শাসনের ক্ষেত্র রচনা করিয়া জনগণের দ্রুত অগ্রগতি ও কল্যাণের পথ লাভ করার যে সংহতিপূর্ণ গভীর সুযোগ রহিয়াছে—সেই সুযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মহারাষ্ট্র, গুজরাট, বাংলা উড়িষ্যা প্রভৃতির ভাষার দাবী উত্থাপিত হইয়াছিল। ন্যায়-সঙ্গত এই গণদাবীর অনুকূলে বিরাট গণউত্থান, ত্যাগ ও দুঃখবরণ সত্ত্বেও, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ দুঃখজনকভাবে অনমনীয় রহিলেন। ইহা সত্যই খুবই পরিতাপের বিষয় হইয়াছিল। আজ বিলম্বে হইলেও, যদি সেই ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি মানিবার মত নেতৃবৃন্দের সুবিবেচনা দেখা দেয়—আমরা আনন্দিত হইব এবং গভীর বুদ্ধিমত্তা ও সুবিবেচনার কাজ হইয়াছে বলিয়া ভাবিতে পারিব। ভাষাভিত্তিক প্রদেশের নীতির যে উপেক্ষিত দাবীকে স্বীকার করিয়া আজ গুজরাট ও মহারাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা হইতে চলিয়াছে—স্বাভাবিকভাবেই সেই নীতি ও দাবী অনুসারে বাংলা উড়িষ্যা প্রভৃতির দাবীও অচিরে বিবেচিত হইবে—ইহা ভাবা নিতান্তই স্বাভাবিক।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্নে বাংলার দিক হইতে যে সকল দাবী উত্থাপিত হইয়াছিল তাহার বহু কিছুই উপেক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে শুধু বাংলার প্রতি অবিচারই নয়—সমগ্র দেশের উপযুক্ত শাসন ব্যবস্থার দিক হইতে জাতীয় পরিকল্পনার দৃষ্টিতে ইহা নিতান্তই অদূরদর্শিতার কাজ হইয়াছে। বিরাট বাংলাভাষী জনমত সর্ব্ববিধ উপায়ে সেদিন ইহার বিরুদ্ধে মূর্ত্ত প্রতিবাদ জানাইয়াছে। প্রতিবাদ জানাইয়াই তাহাদের কাজ শেষ হইয়া যায় নাই। যে দাবী ন্যায় সঙ্গত,—কর্ম্মে তাহার সার্থক রূপান্তর না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের সামনে কাজ আজও জাগ্রতরূপেই রহিয়াছে। আজিকার এই মহারাষ্ট্র গুজরাটের প্রস্তাব তাহাদের এই অসমাপ্ত কাজের পথে—নূতন প্রেরণা ও উদ্যোগ দান করিবে—ইহাও নিতান্তই স্বাভাবিক।

সুষ্ঠু দেশ শাসনের প্রয়োজনে ও সংশ্লিষ্ট জনগণের অগ্রগতি ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে আমরা বিহার ও আসামের সমস্ত বাংলাভাষী অঞ্চল বাংলার শাসন ক্ষেত্রের মধ্যে সংগত করার দাবী করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় সেদিন জাতীয় কল্যাণ ও অগ্রগতির এই প্রয়োজনকে বিহারের বা আসামের নেতৃবৃন্দ বা শাসন কর্তৃপক্ষ স্বীকার করিতে পারেন নাই। মানব জীবনে মাঝে মাঝে এমন সময় আসে যখন আকস্মিক বিভ্রান্তিতে ব্যক্তি, শ্রেণী, এমন কি জাতিও আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়। সেই ভাবে ভাষার প্রশ্নে ভারতবর্ষে আমাদের মধ্যে একদিন অনেকেই আত্মবিস্মৃত হইয়া অপরের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে প্রতিহত

করিতে চাহিয়াছিলেন। আজ অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশে অনেকের মধ্যে সহজ বিচারের দৃষ্টি জাগ্রত হওয়াই স্বাভাবিক। এই পরিবেশের আজ সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। সেইজন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক অনুরোধ সমগ্র দেশ তথা সংশ্লিষ্ট শ্রেণীসমূহের কল্যাণ ও অগ্রগতির প্রয়োজনকে সম্মুখে রাখিয়া, তাহারা এই ভাষার দাবীর প্রতি সহানুভূতি লইয়া আজ ইহাকে নিরাসক্ত মনেবিচার করুন ও ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলিকে সহায়তা প্রদান করুন। রাজনৈতিক মতবাদ বা আনুগত্য হিসাবে আমাদের মধ্যে যতই বিভিন্নতা থাক—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত ভাষাভিত্তিক প্রদেশের কল্যাণময় এই দাবীর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন মনোভাব আজ প্রয়োজন। সেজন্য আজ আন্তরিকভাবে কামনা করি—বিহার ও আসামের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যেন না মনে করেন তাহাদের সহিত এই দাবীগুলির স্বার্থের সংঘাত আবার দেখা দিতেছে। এই দাবীগুলির সত্যকার পরিস্থিতি তাঁহারা বিচার করুন এবং উদার দৃষ্টি লইয়া আগাইয়া আসিয়া শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার মধ্যে তাঁহারা যুক্তভাবে—সক্রিয়ভাবে এই বাঞ্ছিত ব্যবস্থাকে উদ্‌ঘাপিত করুন—ইহাই আমাদের অন্তরের কামনা। অন্তরের এই বাঞ্ছিত উদার মনোভাব দেখিতে পাইলে আমরা সমগ্র ভারতের জনগণের সহিত আনন্দিত ও শ্রদ্ধান্বিত হইব—ইহা বলাই বাহুল্য।

ভাষাভিত্তিক প্রদেশের দাবী এরূপ ন্যায়সঙ্গত যে ভারতবর্ষে একদিন ব্যাপকভাবে বহুলাংশে এই দাবী মানিয়া লইয়া ইহার প্রবর্তন করিতে কংগ্রেস সরকার বাধ্য হইয়াছেন। দুঃখজনক গোষ্ঠিস্বার্থের নানা ঘাত সংঘাতের ফলে এই দাবীর যে কতকগুলিকে ধামাচাপা দেওয়া হইল—তাহাও ধীরে ধীরে একদিন উদ্‌ঘাটিত, বিচার্য্য ও উদ্‌যাপিত হইতে বাধ্য। এই অবধারিত নীতির ধারা অনুসারেই ধামাচাপা দেওয়া সেই প্রশ্নকয়টির মধ্যে আজ মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের বৃহৎ প্রশ্নটিরই সমাধান হইতে চলিয়াছে। আর যে সামান্য কয়টি বাকী থাকিবে—সেই দাবীগুলিরও সমাধান ঐ নীতিরই ধারা সূত্রে একদিন অবশ্যই উদ্ভাপিত হইবে—ইহাও অবধারিত। ইহা যখন নিতান্তই অবধারিত তখন বিলম্ব করিয়া আর কি লাভ হইবে?

ধামা চাপা দেওয়া ঐ প্রশ্নগুলির সবগুলি বিষয়েই সরকারী সিদ্ধান্ত একদিন অকাট্য অপরিবর্ত্তনীয় ছিল। সে দিনের দৃষ্টিভঙ্গীরও আজ পরিবর্তন প্রয়োজন হইতেছে। ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক যে, সেদিনকার পদক্ষেপের বিভ্রান্তিই আজ উপলব্ধি হইতেছে।

এই উপলব্ধির মধ্যেও আজ আবার যদি আংশিক বিভ্রান্তি ও উপেক্ষা থাকিয়া যায়,—তাহা আরো দুঃখজনক হইবে; এবং তাহা অবিচারকে আরো মূর্ত্ত করিয়াই তুলিবে—সন্দেহ নাই। সেজন্য আমাদের শুভেচ্ছাপূর্ণ অন্তরের অনুরোধ এই যে, যাহা প্রয়োজনীয়—সাহসের সঙ্গে তাহার সম্মুখীন হইয়া, জাতীয় কর্ত্তব্যের পূর্ণ সমাধান করাই আজ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষে অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন। ভাষার দাবীর সমস্ত গুলির মীমাংসা উদ্‌ঘাপিত হইলে—ইহাই উপলব্ধ হইবে যে,—একটি সুনির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে; ন্যায়বিচার তাহার পূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। নতুবা একটি প্রশ্নও ধামা-চাপা দিলে—এই বিষয়ে বহু ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও—এই অভিযোগ থাকিয়াই যাইবে যে, সুনির্দ্দিষ্ট নীতি এখানে কাজ করে নাই—বৈষম্যমূলক মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হইয়া—পরিচালিত হইয়াই এখানে কাজ হইয়াছে।

আমরা একটি বিশ্বাসযোগ্য মহল হইতে এক আনন্দজনক সংবাদ শুনিলাম। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে যদিও আমরা নিশ্চিত নহি, তথাপি ইহা সত্য হইলে সত্যই খুব প্রশংসার কথা। আমরা শুনিলাম—খরসোঁয়া সেরাইকেলা বিষয়ে উড়িষ্যার দাবীর প্রতি বিচারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ সহানুভূতিপূর্ণ অনুকূল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। উড়িষ্যার এইদাবী সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হইলেও একদিন বিহারের বহু লোকে নিজেদের প্রাদেশিক ক্ষেত্রে-সীমার ক্ষতি হইবে—এই অহেতুক ভীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইহার ঘোর বিরোধীতা করিয়াছিলেন। ডাঃ সিংহ যদি আজ যুক্তি ও বিচারের আলোকে অনুপ্রাণিত হইয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উড়িষ্যার

সেরাইকেলা খরসোঁয়া ছাড়িয়া দিবার সংকল্প করিয়া থাকেন—তবে ইহা তাঁহার অন্তরের প্রশংসনীয় উদারতার ও যথার্থ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় হইবে। এবং ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে সত্যই ইহা যেমন এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবে, তেমনি ইহা ভাষাভিত্তিক প্রদেশের প্রশ্নের বিষয়ে বাঞ্ছিত সমাধানের আলোক দান করিবে। বিহার ও আসামের নেতৃবৃন্দের কাছ হইতে যদি বাংলার ন্যায়সঙ্গত ভাষার এই দাবীও আজ এইরূপ ঔদার্য্যময় অনুকূল সহানুভূতি ও এই সমাধান লাভ করে—তবে ইতিহাস তাহার অধ্যায়ে এক মহনীয় স্বাক্ষর রাখিয়া যাইবে এবং বিবাদক্লিষ্ট বাংলা, বিহার ও আসামের মধ্যে বাঞ্ছিত সম্প্রীতি প্রসারের নবতর এক পথের আলোক দান করিবে।

বিহার ও আসামের বাংলাভাষী যে অঞ্চলগুলি আমরা বাংলার সহিত যুক্ত করিতে চাহিয়াছি—ভাষার দৃষ্টিতে, তথ্য-পরিসংখ্যানে সেগুলি বহু সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সত্যই বাংলাভাষী অঞ্চল বলিয়া আমাদের যে দাবী—পূর্ণরূপে তাহার যাচাই হউক—তাহা আমরা অবশ্যই চাই। ভাষার দাবী স্বীকৃত হইলে শাসনতান্ত্রিক ও বিভিন্ন দিক হইতে ঐ অঞ্চলগুলির প্রকৃত সুবিধা ও কল্যাণ হইবে—সেজন্যই আমরা এই দাবী তুলিয়াছি। আমরা সত্যই উপলব্ধি করিয়াছি যে, এই সুযোগ সুবিধার দ্বারা অগ্রগতি-সম্পন্ন সংশ্লিষ্ট-জনগণ ভারতের ঐক্য, সংহতি ও কল্যাণকেই অগ্রসর করিয়া তুলিবে—ইহা নিঃসন্দেহ। এই দাবীর মূলে কোনো ভেদভাব, সাম্প্রদায়িকভাব বা বিহার আসামের ক্ষতি করার ভাব যে আদৌ নাই—তাহা বলাই বাহুল্য। এই দাবী আমাদের কাছে মহনীয় এবং আদর্শের বলিয়াই আমরা সংশ্লিষ্ট জনগণ ইহার জন্য একদিন বহু দুঃখবরণ করিতেও অগ্রসর হইয়াছিলাম; এবং ভারতের রাজনৈতিক জীবনের দুর্ভাগ্যবশে যদি আবার ইহার প্রয়োজন ঘটেই, তবে তাহাও আবার আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে—ইহাও নিতান্তই সত্য।

বিশ্বের বাঞ্ছিত চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তথা ভারতের মনীষার অবদান ও সম্মিলিত গণদাবী অনুসরণ করিয়াই, যদিও একদিন আমরা ভাষাভিত্তিক প্রদেশের দাবী লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলাম—তথাপি সেদিন এই মহৎ দাবীকে আশ্রয় করিয়া ভারতবর্ষে যে গ্লানীজনক আত্মকলহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল—ভারতবর্ষের এই মহান জাতির পক্ষে তাহা নিতান্তই দুঃখজনক ও অগৌরবের হইয়াছে—তাহা আজ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। দাবীর পক্ষে বিপক্ষে অভিমত, আগ্রহ ও কর্ম্মধারা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তাহার কারণে গ্লানীজনক বিরোধ এবং স্বেচ্ছাকৃত বিপর্য্যয় নিতান্তই আমাদের পক্ষে অশোভন এবং দুঃখজনক। শান্তিপূর্ণভাবে নিজের নিজের দাবী তুলিতে আমাদের সকলেরই অধিকার আছে। ন্যায়সঙ্গত এই ভাষার দাবীর পুনরুদ্ঘাটনের ভূমিকার মধ্যে আমরা যেন আজ আবার বিভ্রান্ত না হই—ইহাই আমাদের অন্তরের দৃঢ় কামনা। আমরা যেন ইহা পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহানুভূতি, সুবিবেচনা ও শালীনতার সহিত—শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত করিতে পারি—ইহাই আমাদের শুভেচ্ছাপূর্ণ অন্তরের গভীর প্রার্থনা।

ভাষাভিত্তিক প্রদেশের দাবীর যৌক্তিকতায় আমরা গভীর বিশ্বাসী বলিয়া, এই নীতি অনুসারে যে কাহারও ন্যায়সঙ্গত দাবী থাকিবে—তাহার প্রতিই আমাদের অন্তরের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা থাকিবে—ইহাও আমাদের অন্তরের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রতিশ্রুতি।

—অতুল চন্দ্র ঘোষ।

হলদে একআনা ও দু'পয়সা

ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—আগামী ১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখ হইতে বর্ত্তমানে প্রচলিত হলদে একআনি ও দু পয়সার মুদ্রার প্রচলন রহিত করিবেন। যাহারা ঐগুলি পাইবেন তাহারা পুনরায় তাহা বাজারে না ছাড়িয়া স্থানীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিম্বা সরকারী ট্রেজারীতে জমা দিবেন। রেল অফিস এবং ডাকঘরেও ঐ শ্রেণীর মুদ্রা জমা দেওয়া চলে।

আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে ঐ শ্রেণীর মুদ্রার প্রচলন রহিত হইলে ৩০শে জুন ১৯৬০ পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সরকারী ট্রেজারী ও সাব-ট্রেজারীতে, রেল অফিস ও ডাকঘরে উভয় শ্রেণীর মুদ্রা গৃহীত হইবে।

বিহারের বাংলাভাষীদের শোচনীয় অবস্থা

ভাষাগত সংখ্যা লঘুদের সম্বন্ধে লোকসভায় আলোচনা

বিভূতিভূষণ দাস গুপ্তের লোকসভায় বক্তৃতা

১৯৫৬ সালে সীমা কমিশন যে রিপোর্ট দেন তাহাতে তাহারা একটি বিষয়ে ভারত গবর্মেণ্টের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। রিপোর্টে তাহারা বলেন যে—ভারতের অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য যে সব বিধান রহিয়াছে তাহা বহুক্ষেত্রে রাজ্যসরকারগুলি পালন করিতেছে না বলিয়া গুরুতর অভিযোগ রহিয়াছে। তাহারা রিপোর্টে এবিষয়ে কতকগুলি ব্যবস্থারও সুপারিশ করেন। সেই অনুযায়ী সংবিধানে একটি নূতন ব্যবস্থা করিয়া—বিভিন্ন রাজ্যে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য একজন স্থায়ী কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। তাহাকে 'কমিশনার ফর লিঙ্গুইষ্টিক মাইনরিটিজ' বলা হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীবিধু মল্লিককে এই পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি এবিষয়ে তাহার যে প্রথম রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন—সেই রিপোর্টটী লোকসভায় গত ৮ই ও ৯ই সেপ্টেম্বর আলোচনা হয়। এই সম্বন্ধে শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত ৮ই সেপ্টেম্বর লোকসভায় যে বক্তৃতা দেন তাহা প্রকাশিত হইল।

শ্রীবিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত (পুরুলিয়া)

মিঃ চ্যায়ারম্যান, ভাষা—ভাবগত ঐক্য, সংহতি আনয়ন করে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার অপপ্রয়োগ হইলে ইহা ভাবগত অনৈক্যের কারণ হইয়াও দাঁড়ায়। বিহারে ব্যাপার তাহাই হইয়াছে। সীমা কমিশন তাহাদের সুপারিশ করিবার পরে এবং এই লোকসভা কর্তৃক আইন করিয়া রাজ্য পুনর্গঠন করিবার পরেও যে আজ আমাকে এই লোকসভাতেই বিহারে সংখ্যালঘুদের ভাষার সমস্যার কথা আনিতে হইতেছে—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

সমস্যার সর্বাপেক্ষা গুরুতর দিক হইল এই যে গত ১০ বৎসর ধরিয়া বিহারের সংখ্যালঘু বাংলাভাষীরা নিপীড়িত হইয়া চলিয়াছে এবং আজও তাহা অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। আমি জানি না বিহারের এই সংখ্যালঘু বাংলাভাষীদের নিকট কখন সেই সুখের দিনের উদয় হইবে—যেদিন তাহারা অনুভব করিতে সমর্থ হইবে যে—যে দেশে তাহারা বাস করিতেছে সেই দেশে বাস করিয়া তাহারা নিজেদের মৌলিক অধিকার ভোগ করিতে সমর্থ হইতেছে।

রাজ্যপুনর্গঠন কমিশন দুইটি থানা ছাড়া পুরুলিয়া সাবডিভিজনের সমস্ত অংশই বাংলায় অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার সময় প্রায় ২ লক্ষ ১২ হাজার অধিবাসী সহ আরও তিনটী থানা কাটিয়া বিহারে রাখিয়া দিলেন। সেই অংশটি এখন সিংভূম জিলার অংশ হইয়াছে। বিহারে অবস্থিত এই সমস্ত অধিবাসীদের অবস্থা সত্যই অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে—ইহা বলিতেই হইবে। আমি এই সংসদের সমক্ষে একটি উদাহরণ দিতেছি। এই অঞ্চলে এখন রিভিজনাল সার্ভে অপারেশন (সেটেলমেণ্টের মাপ) চলিতেছে। সেখানকার শতকরা ১০০ জনই বাংলাভাষী ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। আমি ১৯৫১ সালের সেন্সাসের কথা ধরিতেছি না—কিন্তু তবুও যদি তাহা ধরা যায় তবে তাহার হিসাবেও শতকরা ৫৫ জন বাংলাভাষী। ঐ অঞ্চলের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চষিয়া বেড়াইলেও বাংলাভাষায় ছাড়া একখানিও দলীল পাওয়া যাইবে না। তাহাদের অক্ষর বাংলা, তাহাদের সংস্কৃতি বাঙ্গালী সংস্কৃতি। বাংলাভাষী বলিতে সত্যকার যাহা বোঝায় তাহারা তাহাই।

সেটেলমেণ্টের মাপ তো চলিতেছে! এখন বিহার গবর্মেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে তাহাদের জমি সংক্রান্ত সমস্ত দলীলপত্র রেকর্ড-অফ-রাইটস্ হিন্দীতে এবং হিন্দী অক্ষরে করা হইবে। যদি সমস্ত সেটেলমেণ্টের রেকর্ড হিন্দীতে করা হয় তবে সেখানকার চাষী এবং রায়তদের দুরবস্থা যে কী হইবে তাহা কল্পনার অতীত। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক—উত্তর প্রদেশে মির্জাপুর জিলায় রবার্টসগঞ্জ সাবডিভিজন। সেখানকার জনসংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ১২ হাজার। যদি উত্তর প্রদেশের গবর্মেণ্ট ঘোষণা করেন যে—তাহাদের সমস্ত খতিয়ান পড়চা প্রভৃতি বাংলাতে এবং একমাত্র বাংলাতেই করা হইবে—এবং একমাত্র যাহারা হিন্দীর জন্য দরখাস্ত করিবে তাহাদের হিন্দীতে দেওয়া হইবে—তাহা হইলে তাহাদের অবস্থাটা কি দাঁড়ায়? মহাশয়! এই রকম ভাবেই সেখানে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ভাষা রক্ষার যে বিধান রহিয়াছে তাহা কার্যকরী করা হইতেছে!

আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলিতেছি যে, ইহা রোধ করিবার জন্য তিনি অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। যদি ইহা চলিতে থাকে তবে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্ভোগের সীমা থাকিবে না—তাহাদের আর্থিক জীবন বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে। তাহাদিগকে এই বিপর্যয় হইতে রক্ষা করিতেই হইবে। আমি এই লোকসভার নিকট আবেদন করিতেছি—আমি মনে করি—তাহাদের এই বিপর্যয় হইতে, এই শোচনীয় অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহাদের যথেষ্ট আছে।

মহাশয়, বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট বহুবার লিখিবার পর মুখ্যমন্ত্রী এই পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে—একমাত্র যাহারা বাংলা দলীলের জন্য দরখাস্ত করিবে তাহাদের বাংলায় দেওয়া হইবে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বলিতেছেন—

"সিংভূম জিলার চাণ্ডিল, ইচাগড় এবং পটমদা থানার সেটেলমেণ্ট রেকর্ড, সমগ্র সিংভূম জিলার রিভিজনাল সার্ভে অপারেশনের রেকর্ড একমাত্র হিন্দীভাষায়, হিন্দী অক্ষরে তৈরী করা হইবে। যাহারা এই রেকর্ড-অফ-রাইটস্ বাংলা অথবা উড়িয়া ভাষায় চাহিবে তাহাদের সেই ভাষাতে দেওয়া হইবে।"

এখন এই বিরাট জনসমষ্টির পক্ষে—প্রত্যেকটি লোকের ব্যক্তিগতভাবে, বা সমষ্টিগতভাবে দরখাস্ত করা সম্ভবপর নয়। এ বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিবার জন্য এবং অবিলম্বে ইহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য আমি দাবী করিতেছি।

তারপরে সেই অঞ্চলে শিক্ষার ব্যবস্থার সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল।

আমি যে কোন লোককে চ্যালেঞ্জ করিতেছি—যে কোন লোক সেই অঞ্চলে চলুন। গবর্মেণ্ট সেখানে যে কতকগুলি জুনিয়র বুনিয়াদী বিদ্যালয় খুলিয়াছেন—

শ্রীবিভূতি মিশ্র (বাগাহা, বিহারের সদস্য)—আমি মাননীয় সদস্যের নিকট জানিতে চাহি যে—পশ্চিমবঙ্গে মোট বিহারীর সংখ্যা কত, বিহারে বাঙ্গালীর সংখ্যা কত, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দীস্কুল কত এবং এখানে (বিহারে) বাংলা স্কুল কত?

শ্রীপাণিগ্রাহী (পুরী)—কমিশনই তাহা সরবরাহ করিবে

শ্রীবিভূতি দাসগুপ্ত—এটা একটা সম্পূর্ণ আলাদা তর্ক। তবুও যদি চ্যায়ারম্যান আমাকে সময় দিতে রাজী থাকেন তবে আমি ইহার সমস্ত জবাব দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি দুঃখিত যে আমার সময় কম। যাহা হউক—বিগত শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং যাহা কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে তাহার প্রথম লাইনেই বলা হইয়াছে—

"জুনিয়ার বেসিক স্তরে শিক্ষার এবং পরীক্ষার মাধ্যম ছাত্রের মাতৃভাষাতে অবশ্যই করিতে হইবে। যেখানে সরকারী অথবা আঞ্চলিক ভাষা হইতে মাতৃভাষা পৃথক, সেখানে ছাত্রের শিক্ষার মাধ্যম যাহাতে মাতৃভাষায় হয়—তাহার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে।"

আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ঐ অঞ্চলে তদন্ত করিতে বলিতেছি—এবং বলিতেছি যে ঐ অঞ্চলে একটীও জুনিয়ার বেসিক স্কুল তিনি খুঁজিয়া বাহির করুন যেখানে ছাত্রদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমি একথা বলিলে ইহার উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় বলিবেন—"না না এগুলি ঠিক নয়—বিহার গবর্মেণ্টকে জিজ্ঞাসা করা হোক।"

আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করিতেছি যে এই সমস্ত ব্যাপারগুলি রাষ্ট্রপতিকে জানান হোক যাহাতে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য যে কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন—তাহাকে সেখানে যাইয়া তাহাদের অবস্থার সম্বন্ধে বিশেষভাবে তদন্ত করিবার জন্য যেন নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

বিহারের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অবস্থা এই। ধানবাদে যান, সাঁওতাল পরগণাতে যান, ধলভূমে যান সর্ব্বত্রই ঐ একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি চলিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ সিংভূম জিলার অবস্থাটা কি দেখা যাক। ঐ জিলার ভাষাগত অবস্থা ১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী হইতেছে এই :—উড়িয়াভাষী শতকরা ২০, বাংলাভাষী শতকরা ১৮' ১৫; হিন্দীভাষী শতকরা ১৪; হো ভাষী শতকরা ১০; সাঁওতালী শতকরা ১০ জন। হিন্দীর অবস্থাটা দেখুন! বর্ত্তমান কার্য্যনীতির সমর্থনে কোন যুক্তি, কোন সঙ্গত কারণ আছে কি? সমস্ত অধিবাসীদের দলীলপত্র হিন্দীতে রূপান্তরিত করিবার কোন যুক্তি কি ইহার সমর্থনে আছে? যাহা চলিতেছে তাহা মূলতঃ সম্পূর্ণ অন্যায় চলিতেছে।

তারপর ধলভূম সাবডিভিজনেরই ভাষাগত অবস্থা ধরা যাক। সেখানে ১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী বাংলাভাষী শতকরা ৩০' ৮; উড়িয়াভাষী শতকরা ২১' ৩; হিন্দীভাষী শতকরা ২১' ৩; এবং সাঁওতালী শতকরা ১৭' ৪ জন। আমি মনে করি যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উচিত—বিহার গবর্মেণ্টকে দৃঢ়ভাবে বলা যে—ধলভূম এবং এই রকম যে সমস্ত অঞ্চল বিহারে আছে সেখানে বাংলা-ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে স্বীকার করিয়া ঘোষণা করা। কারণ অন্যান্য রাজ্যে ইহা করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অন্ধ্র প্রদেশের কথা বলা যাইতে পারে।

অন্ধ্র প্রদেশে আদিলাবাদ নামক একটী জিলা আছে। সেখানে শতকরা ২০জন মাত্র মারাঠীভাষী। অন্ধ্রের সরকারী ভাষা তেলেগু হওয়া সত্ত্বেও সেই জিলাতে মারাঠী ভাষা আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে অন্ধ্র গবর্মেণ্ট স্বীকার করিয়াছে। যদি অন্ধ্রে ইহা হইতে পারে তবে—ধলভূম মহকুমায়, চাণ্ডিল, ইচাগড়, পটমদা অঞ্চলে, ধানবাদে যেখানে বাংলাভাষীর সংখ্যা শতকরা ২০।২৫ জনেরও অধিক সেখানে বাংলা ভাষা আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে কেন স্বীকৃত, গৃহীত ও ঘোষিত হইবে না?

ভাষাগত সংখ্যা লঘুদের ভাষা সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট করিয়াছেন তাহাতে একটী নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে—যেখানে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সংখ্যা শতকরা ১৫ হইতে ২০জন থাকিবে সেখানে সমস্ত সরকারী নোটীশ প্রভৃতি বাংলাতে প্রকাশ করিতে হইবে। আমি কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি তাহারা বিহারে যাইয়া একবার ঐ অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করুন তাহারা দেখিতে পাইবেন যে—এমন কি যে সমস্ত অঞ্চলে ভাষাগত সংখ্যালঘুর সংখ্যা ৫০ জনের ও অধিক সেখানে বাংলা, উড়িয়া বা সংখ্যালঘুদের কোন ভাষায়ই একখানি সরকারী নোটীশ প্রকাশিত হয় না।

ফলে ব্যাপার এই দাঁড়াইয়াছে যে জমির খাজনা জন্যও যে রসীদ দেওয়া হয় তাহাও হিন্দীতে দেওয়া হয়। আর প্রজারা, রায়তরা সেই রসিদে, তাহাদের দেওয়া টাকা কিভাবে উশুল দেখান হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে দৌড়িয়া বেড়ায়—অবস্থাতো এই।

কোন সংরক্ষণ ব্যবস্থাই কার্য্যকরী করা হইতেছে না। আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা আছে তাহা কেবল সংবিধানের পৃষ্ঠার শোভাই বর্দ্ধন করিতেছে তাহার আর কোন মূল্যই নাই। আমরা দাবী করিতেছি যে সব সংরক্ষণ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার, এবং লোকসভা কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত হইয়াছে তাহা কেবল সংবিধানের পুঁজির মধ্যে নিবদ্ধ না থাকিয়া কার্য্যে পরিণত হোক। আমরা দাবী করিতেছি তাহা ঠিক ভাবে এবং ন্যায়সঙ্গত ভাবে কার্য্যকরী করা হোক।

তারপরে আমি সংসদের দৃষ্টি আর একটী বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতেছি। ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য কমিশনার আছেন তিনি প্রত্যেকটী রাজ্য সরকারের নিকটই কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। সমস্ত রাজ্য গবর্মেণ্টই তাহার উত্তর দিয়াছে কিন্তু একমাত্র বিহার, হিমাচল প্রদেশ এবং মণিপুর রাজ্য তাহাকে কোন উত্তর দেয় নাই। বিহার গবর্মেণ্টের নিকট বার বার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও কোন উত্তর তাহারা দেয় নাই। ইহার কারণ কি? কারণ সুস্পষ্ট!

পরিশেষে আমি জানাইতেছি যে সবই ঠিক আছে এই মনে করিয়া মন্ত্রী মহাশয়ের আত্মতৃপ্তি লাভ করিবার মত এতটুকু কোন কারণই নাই। অবস্থা যাহা চলিতেছে—সেই অবস্থায় যদি আমরা বলি যে—জনগণের নিকট আর কোন পথ নাই, জনসাধারণ উত্তাক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা অসন্তুষ্ট, তাহাদের জীবন দুর্বিসহ, শঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে—এবং যখন আর কোন উপায়ই দেখা যাইতেছে না তখন এই অঞ্চলগুলিকে বাংলা ও উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হোক, তখনই আমাদের প্রাদেশিকতার দোষে দোষী করা হইবে! প্রাদেশিকতা (Provincialism) ভাষাবাদীতা (linguism) এবং স্থানীয় সঙ্কীর্ণতা (Parochialism) বলিয়া আমাদের কথাকে নিন্দা করা হইবে—অথচ ইহার কোন ব্যবস্থাও করা হইবে না! এক্ষেত্রে এই সমস্ত ভাষাগত সংখ্যালঘুরা যে রকমভাবে অত্যাচারীত হইতেছে, তাহাদের উপর যে নিপীড়ন চলিতেছে, যে দুর্ভোগ তাহারা ভুগিতেছে তাহা হইতে তাহাদের বাঁচাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে—অন্য ব্যবস্থা করা অর্থাৎ তাহাদের স্বভাষী রাজ্যে—তাহাদের মাতৃভাষার রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া।

মন্ত্রী শ্রী দাতারের উত্তর

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মিনিষ্টার অফ ষ্টেট শ্রী দাতার ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে আলোচনার উত্তরে ১০ই আগষ্ট তাহার বক্তৃতায় বলেন যে—

"আমি মাননীয় সদস্যের নিকট বলিতেছি যে—গত দুইদিন ধরিয়া এই সংসদে যে সকল বক্তৃতা হইয়াছে এবং আজ রাজ্যসভায়ও যে সমস্ত বক্তৃতা হইয়াছে সে সমস্তই ভাষাগত-সংখ্যালঘুদের কমিশনারের নিকট পাঠান হইবে এবং তাহাকে সমস্ত ব্যাপারগুলি—ভুল, ভ্রান্তি এবং ত্রুটি—সমস্তই বিশেষভাবে দেখিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে। এবং আমি বিশ্বাস করি যে—তিনি যতদূর শীঘ্র সম্ভব এই সমস্ত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিবেন।"

পুরুলিয়া জেল কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে খাদ্য-সত্যাগ্রহীদের গুরুতর অভিযোগ

প্রকাশ যে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর পুরুলিয়া জেলে খাদ্য-সত্যাগ্রহীদিগকে জেল কর্ত্তৃপক্ষ মারপিট করিয়াছে। সত্যাগ্রহীদের উপর লাঠীচার্জ্জও করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে ডিপুটী কমিশনার জেলখানায় যাইয়া তদন্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

এই মারপিটের পরে জেলের ওয়ার্ডাররা কয়েকজন খাদ্য-সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করে। খাদ্য-আন্দোলনের কয়েকজন সাজা-প্রাপ্ত আসামী আদালতে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া মুক্তি পাইয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়া সহর ও জিলাতে চুরির সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। জিলার সমস্ত জায়গার চুরি, ডাকাতির সংবাদ নিয়মিত ভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। তবুও যেগুলি "মুক্তি"তে প্রকাশ হইতেছে তাহা হইতেই জনসাধারণ বুঝতে পারিবেন জিলায় চুরি ডাকাতির সংখ্যা কিরূপ হারে বাড়িয়া চলিতেছে। জিলার সর্ব্ব সাধারণের নিকট অনুরোধ তাহারা যেন চুরি, ডাকাতি ইত্যাদির খবর আমাদের নিকট প্রেরণ করেন।

দিনের বেলায় চুরি

গত ৮, ৯, ৫৯ তারিখে ভাগাবাঁধ পাড়ার শ্রীমুরলীধর ব্যানার্জ্জির (দুলাল) বাড়ীতে বেলা ২।০ টার সময় চুরি হইয়াছে। তাহার বাড়ীর পিছনের বাগানের প্রাচীর টপকাইয়া দরজা ভাঙ্গিয়া কে বা কাহারা ঘরে প্রবেশ করে। ঘরের ভিতরে স্যুটকেশের তালা ভাঙ্গিয়া নগদ ২০০৲ শত টাকা লইয়া বাহিরের দিকের দরজা খুলিয়া চলিয়া যায়। পুলিসে খবর দেওয়া হইয়াছে।

সিঁদ দিয়া চুরির চেষ্টা

গত ৮, ৯, ৫৯ তারিখে রাত্রিতে হটমুড়ায় শ্রীসমর শুরার বাড়ীতে কে বা কাহারা সিঁদ দিয়া চুরির চেষ্টা

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ASP/HC 148

NORTON

নর্টন—মানে নিখুঁত যন্ত্রসমষ্টির সমাবেশ

নর্টনের পূর্ণাঙ্গ-সুন্দর গঠন-রূপ পেয়েছে—তার অপূর্ব্ব সুন্দর অংশগুলির সমষ্টিতে। তার বলিষ্ঠ রিম, নিরাপদ সেণ্টার-পুল ব্রেক, নিখুঁত-ভাবে গড়া হাব-কোন্‌স্, আর তার সুখ-গতির আরাম, লঘুভার এবং স্থায়িত্বের গৌরবে।

HIND CYCLES LTD. 250 WORLI BOMBAY 18

কৃষি প্রচার ভবন

(মুক্তি প্রেস ভবনে অবস্থিত)

বহু রকমের কলম ও চারা-গাছ আসিয়াছে। কফি, মূলা প্রভৃতি শীতের বীজ আসিয়াছে। আলু প্রভৃতি আসিতেছে। যাহার যাহা প্রয়োজন—আগে জানাইলে কাজের সুবিধা হইবে। সেজন্য অনুরোধ জানাই।—

বিনীত—অরুণচন্দ্র ঘোষ

বহু পরীক্ষিত স্বপ্রসিদ্ধ

"বিশ্ব মাধুরী"

যক্ষ্মারোগের অব্যর্থ ঔষধ

তরুণ রোগে ১ মাস এবং পুরাতন রোগে ৩ হইতে ৪ মাসের মধ্যে আরোগ্য হয়।

প্রাপ্তিস্থান :

রামময়ী মেডিক্যাল হল

চক্‌বাজার, পুরুলিয়া।

প্রো:—শ্রীবিন্ধ্যাচল প্রসাদ

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত

দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোদ, কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কান রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাগুরিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্টিক আলসার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গান্ধী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাইয়াছেন। ১।২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৫৲ টাকা। স্পেশাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ; বি, এল, শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান পো: দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশ গুপ্ত

২০শ বর্ষ
৪০শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৮ই আশ্বিন, ১৩৬৬—৫ই অক্টোবর ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিবাত্যার ও বর্ষণের তাণ্ডব

পুরুলিয়া জেলা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা হইতে ১লা অক্টোবর দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত প্রায় ১৬ ঘণ্টাকাল ধরিয়া যে প্রচণ্ড ঘূর্ণি-বাত্যা ও তৎসহ প্রবল বর্ষণ এই জেলার বুকের উপর দিয়া বহিয়া যায় তাহাতে এক বিপর্য্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হয়। অসংখ্য ঘরবাড়ী বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, ফসল নষ্ট হইয়াছে, বহু গাছপালা সমূলে উৎপাটিত হইয়া রাস্তা ঘাট বন্ধ হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র লোক নিরাশ্রয় হইয়াছে। প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর খেয়ালে অসহায় মানুষ ও গৃহপালিত পশু চরম দুর্দশার মধ্যে পড়িয়াছে। স্মরনীয় কালের মধ্যে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার এত দীর্ঘস্থায়ীতা এবং তৎসহ এরূপ প্রবল বর্ষণ ঘটিতে দেখা যায় নাই।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে অঞ্চলে বিশেষ করিয়া ২৪ পরগণার সন্দেশ খালি, হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার কাঁথি অঞ্চল এই প্রলয়ঙ্করী ঝঞ্ঝার প্রচণ্ড তাণ্ডবে চরম বিপর্য্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যানবাহন ও টেলিফোনের লাইন ছিন্নভিন্ন হইয়া যাওয়ায় বহু অঞ্চলের সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে প্রাথমিক সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় যে বিভিন্ন অঞ্চলে ৭জনের প্রাণহানি, ৭২ জন গুরুতর আহত হইয়াছে এবং দশ-লক্ষাধিক নরনারী ইহাতে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

পুরুলিয়া জেলার পুরুলিয়া সহর ছাড়াও কাশীপুর, ছড়া, পুঞ্চা, পুরুলিয়া, পাড়া, জয়পুর, আড়ষা, মানবাজার, বরাবাজার, বলরামপুর, বাগমুণ্ডি, ঝালিদা প্রভৃতি থানা হইতেও বহু ক্ষয় ক্ষতির সংবাদ আসিতেছে। চাষ, চন্দন কিয়ারী, চাণ্ডিল, ইচাগড় প্রভৃতি থানা ও বিশেষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মানভূমের নদীনালাও প্রবল বর্ষণের ফলে অস্বাভাবিক স্ফীত হইয়া উঠে এবং এই বিপর্য্যয়ের পরে কাঁসাই নদী যেরূপ প্রবল বন্যায় উত্তাল হইয়া উঠে স্মরণীয় কালের মধ্যে কাঁসাই এ সেরূপ বন্যা কদাচিৎ দেখা গিয়াছে।

পুরুলিয়া সহরের প্রায় সর্বত্রই, বিশেষ করিয়া বস্তী অঞ্চলে বহু গৃহ বিধ্বস্ত হইয়াছে, এবং রাঁচী রোড সাহেব বাঁধ ও নাড়ডার কোন কোন অঞ্চলে বহু গাছপালা পড়িয়া রাস্তাঘাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং অনেকগুলি ইলেকট্রিক পোলও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পুরুলিয়া সহরের সহিত রাঁচী, বরাবাজার, ছড়া, প্রভৃতি স্থানের যোগা-যোগ ব্যবস্থাও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীশ্রীগান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে রচিত (গান)

জয়-যুগ-অবতার

—শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য

জয় জয় জয় হে মহামানব
জয় যুগ অবতার
বিশ্বে তুমি মূর্ত্ত প্রতীক
সত্য অহিংসার।

(১)

একদা সত্যে রাখিলে সত্য ধরি রূপ নরহরি
দৈত্য দুষ্ট, করিলে নষ্ট, ভক্ত রক্ষা করি—
ধন ধরণীরে করিয়া দান
বিশ্বে মিত্রে দেখালে মান
শুধিলে ঋণের ভার।
জয় যুগ অবতার॥

(২)

ত্রেতায় তুমি নাশিয়া শক্র
রাখিলে নারীর লাজ
বনের পশুরে করিলে মিত্র
চণ্ডালে দিলে তাজ।
প্রজারঞ্জনে, ভুলি প্রিয়জনে
দেখালে ত্যাগের পার॥
জয় যুগ অবতার॥

(৩)

দ্বাপর সমরে পার্থ সারথি—
ধর্ম্ম রাজ্য তরে।
পাঞ্চজন্যে করিলে ঘোষণা
পঞ্চ শিখর পরে॥
জরাসন্ধ কংস ভূপালে
বিনাশ করিলে শিশু মহীপালে
হরিলে ধরার ভার।
জয় যুগ অবতার॥

(৪)

কল্কি ম্লেচ্ছ বন্ধনে মায়ে
বক্ষে বেদনা ভার
সহি—বন্দী জীবনে কত লঞ্ছনা
করি—কারাবাস বহুবার॥
দিয়ে বক্ষ রক্ত ধুইলে চরণ
শুধিলে মায়ের ধার
জয় যুগ অবতার।

খুলি শৃঙ্খল বন্ধনী
আনিলে মুক্তি ত্রিবেণী
গাহিলে জয় জননী
জয় ভারত মাতার॥
জয় যুগ অবতার।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে মুক্তির ছুটি

মুক্তির ৪০শ সংখ্যা ৫ই অক্টোবর প্রকাশিত হইয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে। আগামী ২৬শে অক্টোবর ৮ই কার্ত্তিক মুক্তির ৪১শ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

ম্যানেজার, মুক্তি

দুর্গাপূজা উপলক্ষে মুদ্রিপ্রেসের ছুটি

আগামী ৭ই অক্টোবর ২০শে আশ্বিন বুধবার হইতে ২রা কার্ত্তিক ২১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১৩ দিন মুক্তি প্রেসের কার্য্যাদি বন্ধ থাকিবে।

৩রা কার্ত্তিক ২১শে অক্টোবর হইতে যথারীতি প্রেসের কার্য্য সুরু হইবে।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, মুক্তি প্রেস

মুক্তি

১৮ই আশ্বিন, সোমবার

অকাল বোধন

বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা! অকাল বোধন! একদিন সত্যই বাঙ্গালী তাহার তপস্যায়, আরাধনায় শক্তিকে জাগ্রত করিয়াছিল,—সন্তানের আহ্বানে মা আসিয়াছিলেন; দশদিক ব্যাপিয়া বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ শক্তিধর ছিল। ত্যাগে, ভোগে, প্রতিভায়, মনীষায়—বাংলার বাঙ্গালী বরাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল; সম্পদে সমৃদ্ধ, জ্ঞানে দীপ্ত, শৌর্য্যে মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙ্গালীই ভারতকে সিদ্ধির পথ দেখাইয়াছিল; তাহার শক্তির বোধন কালাকালের কোন অপেক্ষা রাখে নাই।

আজও প্রতি বৎসর বাঙ্গালী দুর্গাপূজায় উৎসব করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু একি উৎসব? এ উৎসব না, অক্ষমের ক্রন্দনকে ঢাকে ঢোলের বাদ্যে ঢাকিবার এ করুণ প্রয়াস? কোথায় আজ বাঙ্গালী? বাংলার বাহিরে তোমার স্থান নাই—নিত্য বিতাড়িত, উপেক্ষিত লাঞ্ছিত—শিবার কাছে সিংহ আজ অনুগ্রহ প্রার্থনায় রত। আজ বাংলাতেও তোমার স্থান কোথায়? খণ্ডিত বাংলার লুণ্ঠিত বাঙ্গালীর জীবন-সূর্য্য যেন আজ অস্তাচলের দিকে চলিয়াছে; শক্তির সাধক বাঙ্গালী আজ শক্তির সাধন ভুলিয়াছে—তাই শক্তি বুঝি তাহাকে সত্যই ত্যাগ করিয়াছে।

বাঙ্গালীর জীবনে শক্তির বোধন তাই আজ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। জীবনে যখন দুর্দ্দৈব নিশ্চিত হইয়া দেখা দেয় তখনই তাহার অকাল উপস্থিত হয়। শক্তির উদ্বোধন ছাড়া এ বিপর্য্যয়ে কেহ বাঁচিতে পারে না, আজ কি বাঙ্গালী মায়ের দশ প্রহরণকে রাঙতায় ঢাকিয়া তাহার শোভাই দেখিবে?

বাঙ্গালী মায়ের মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়া তাহার আনুষ্ঠানিক পূজা করিতেছে,—তাহাতে সে মায়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছে না। মাকে আনিতে যে প্রস্তুতি তাহা কোথায়? তোমার হস্ত আজ শক্তিহীন, কোন্ হাতে মায়ের চরণে অর্ঘ্য দিবে? গৃহে তোমার অন্ন নাই, কোন উপচারে মায়ের নৈবেদ্য সাজাইবে? হৃদয়ে তোমার বিশ্বাস নাই কোন মন্ত্রে মাকে আহ্বান করিবে?

তবুও আজ মায়ের মাটীর মূর্ত্তির দিকেই ভাল করিয়া তাকাও, ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করো—মাগো শক্তি দাও, শক্তি দাও; বাহুতে শক্তি দাও, হৃদয়ে শক্তি দাও। কাহারও অনুগ্রহ নয়, কাহারও প্রত্যাশা নয় নিজের শক্তিতে যেন আমরা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। বাংলার জীবনে বাঙ্গালীর জীবনে আজ ইহা ছাড়া প্রার্থনার অন্য কিছু নাই; তাই বাঙ্গালী আজ আরাধনা কর, জপ কর, কর্ম্মে রূপায়িত কর একমাত্র সেই মন্ত্রকে—

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

রুশ-মার্কিন মিতালি ও ভারত-চীন বিরোধ

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ারের বিশেষ আমন্ত্রণে সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভ সপরিবারে মার্কিন মুলুক সফর করিয়া আসিয়াছেন। আমেরিকা সফর শেষ করিয়াই ক্রুশ্চেভ প্রজাতন্ত্রী চীনের জাতীয় উৎসবে যোগদানের জন্য চীন যাত্রা করিয়াছেন।

আজ পর্য্যন্ত রাশিয়ার কোনও রাষ্ট্রপ্রধান আমেরিকা পদার্পণ করেন নাই। ঠিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে রুশ সম্রাট প্রথম আলেকজান্দারের সময় আমেরিকার সহিত রাশিয়ার প্রথম কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে বিশেষ কোনও প্রীতির বন্ধন না থাকিলেও প্রত্যক্ষ যুদ্ধবিগ্রহ আকারে বিরোধ চরম পর্য্যায়ে আত্মপ্রকাশও করে নাই। গত দুইটি বিশ্বযুদ্ধেই আমেরিকা ও রাশিয়া একই পক্ষভুক্ত ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতেই আমেরিকা এবং ক্রমে ক্রমে রাশিয়া প্রথম শ্রেণীর শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। পুঁজীবাদী রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিরূপে আমেরিকার শীর্ষস্থান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরই অবিসম্বাদীরূপে স্বীকৃত হয়। অন্যদিকে সাম্যবাদী রাষ্ট্ররূপে সোভিয়েট রাশিয়ার অপ্রতিহত ও অদ্বিতীয় শক্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ রাখে না।

সুতরাং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তিম পর্য্যায়ে যখন বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া প্রমুখ মিত্রশক্তির জয় সুনিশ্চিত হইয়া উঠে তখন হইতেই রুশ-মার্কিন দ্বন্দ্ব অতি উৎকটভাবেই প্রকট হইয়া উঠে এবং বিশ্বের যুধ্যমান শক্তিগুলি রাশিয়া ও আমেরিকাকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি দলে বিভক্ত হইতে সুরু করে। হিটলারের পরাজয়ের পর মিত্রশক্তি কর্তৃক জার্ম্মানী ও তাহার রাজধানী বার্লিন অধিকার এবং রুশ-মার্কিন প্রভৃতি অঞ্চলে বিভাগ করার মধ্য দিয়াই এই বিরোধ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তাহার পর লীগ অফ নেশন্সের ধ্বংসের উপর ইউ-এন-ও তথা সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সূত্র ধরিয়া এই বিরোধ কখনও কখনও চরম আকারে দেখা দেয়।

সাম্প্রতিককালের মধ্যে বার্লিন সমস্যা অ... উৎকট আকারে দেখা দেয় এবং রুশ-মার্কি... বিরোধ চরম পর্য্যায়ে উঠিয়া বিশ্বশান্তি বিঘ্নি... হইবার সমূহ আশঙ্কা দেখা দেয়। ক্রুশ্চেভে... আমেরিকা সফরের ফলে বার্লিনের বিরো... প্রশমন এবং বিশ্বশান্তি অব্যাহত রাখার ব্যাপা... খুবই কার্য্যকরী হইবে সন্দেহ নাই। পরস্পরে... প্রতি অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের আবরণে যে বিরো... ধূমায়িত হইয়া যে কোনও মুহূর্ত্তে সর্ব্বনাশা অগ্নি... কাণ্ডের সূচনা করিতে পারিত তাহা নির্ব্বাপিত না হইলেও স্তিমিতাংশে যে প্রশমিত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এই মৈত্রী সফরের দ্বারা যে বন্ধুত্বের বন্ধন এবং সহ-অবস্থানের মনোভাব সূচিত হইল তাহা উত্তরোত্তর আরও গভীর হইয়া আগামী বসন্তের সময় যখন মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার সোভিয়েট রাশিয়ায় পাল্টা মৈত্রী সফর সুরু করিবেন তখন হয়ত ফলপুষ্পে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে আশা করা যায়।

ক্রুশ্চেভের আমেরিকা পদার্পণের অব্যবহিত প্রাক্‌কালে সোভিয়েট বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত রকেট সাফল্যের সহিত চন্দ্রে গিয়া উপনীত হয়। চন্দ্রগামী সেই রকেটের এক প্রতীক চিহ্ন ক্রুশ্চেভ স্বহস্তে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ারকে উপহার দেন। অর্থাৎ যেন ক্রুশ্চেভ আমেরিকার হস্তে সোভিয়েট চন্দ্র ধরাইয়া দেন। অতঃপর আইসেনহাওয়ার তাঁহার রাশিয়া সফরকালে কোন্ মার্কিনী "আকাশকুসুম" রাশিয়াকে উপহার দেন তাহাই দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তৎকালে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে নূতন জাতীয় জাগরণ দেখা দেয়। পদদলিত দেশগুলি পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকে। বিশেষ করিয়া ভারত ও

চীন এই দুই মহাজাতির উত্থান শোষিত ও নিপীড়িত দেশগুলির মধ্যে নূতন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। নিজ নিজ দেশের মুক্তি সাধনায় তাহারা ভারত ও চীনের নেতৃত্বে ও সহায়তায় ভরসায় বুক বাঁধে। চীন সমাজতান্ত্রিক মত ও পথ গ্রহণ করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত সাম্যবাদী গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু ভারত স্বীয় নিরপেক্ষতা নীতি রক্ষার চেষ্টায় মধ্যপন্থা তথা তৃতীয় পন্থা অনুসরণ করিয়া চলে।

এশিয়াখণ্ডের দুইটি প্রাচীনতম দেশ—ভারত ও চীন—গত আড়াই সহস্রকাল ধরিয়া মৈত্রী ও প্রীতির সম্পর্ক রক্ষা করিয়া পরস্পরের প্রতিবেশীরূপে বাস করিয়া আসিতেছে। সেই প্রতিবেশী চীন এখন সহসা শক্তিমান হইয়া অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর লুব্ধ দৃষ্টি দিতে সুরু করিয়াছে। চীনের পূর্ব্বতন সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা অপরের রাজ্য গ্রাস করিয়া চীনের ভৌগলিক আয়তন বৃদ্ধি করিবার বাসনায় যে মানচিত্র রচনা করিয়াছিলেন—তাহারই ভিত্তিতে সাম্যবাদী চীন ভারত, ভূটান, ব্রহ্ম প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহস্র সহস্র মাইল সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চল দাবী করিয়া বসিয়াছে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চলে সীমান্ত রক্ষার অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া শত শত বর্গ মাইল অঞ্চল গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে। এইভাবে চীন ভারতেরও কয়েকটি অঞ্চল দখল করিয়া আছে এবং কোনও কোনও স্থলে আক্রমণাত্মক অভিযানও চালাইয়াছে।

তিব্বতে চীনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে তিব্বতীয় লামাদের বিদ্রোহ, কঠোর হস্তে চীনা সৈন্য কর্তৃক বিদ্রোহ দমন এবং সেই সূত্রে কয়েক সহস্র তিব্বতী আশ্রয় প্রার্থীসহ দালাইলামার ভারতে পলায়ন এবং ভারত সরকার কর্তৃক দালাইলামা ও তাঁহার সহচরদের রাজনৈতিক আশ্রয়দান—এই সকল ঘটনায় ভারত ও চীনের মধ্যে গভীর মনোমালিন্য সৃষ্টি করে সত্য। দালাইলামাকে কেন্দ্র করিয়া তিব্বতে চীনের কার্য্যকলাপের প্রতিবাদে আন্দোলন এবং নিন্দাত্মক মনোভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা যেমন ভারতে হয়—তেমনি চীনেও সভা সমিতি, সংবাদপত্র, বেতার প্রভৃতি মারফৎ বিশিষ্ট ও অবিশিষ্ট নেতৃমণ্ডলী ভারতের বিরুদ্ধে উগ্র ও ঘৃণ্য প্রচারকার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন।

কিন্তু মনোমালিন্য বা উত্তেজনার যত কারণই থাকুক না কেন—সেই অজুহাতে অপরের রাজ্য গ্রাস করার মনোবৃত্তি কোনও সভ্য সমাজের রীতি হইতে পারে না। চীনের এই শক্তিমদমত্ত মনোভাবের প্রতিবাদ করিতে ভারতও বাধ্য হইয়াছে এবং আড়াই সহস্র মাইল ব্যাপী সীমান্ত রক্ষার জন্য যথা সম্ভব ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

চীনের এই নিন্দনীয় কার্য্যের ফলে ভারত ও চীনের মৈত্রীর বন্ধনে কেবল ফাটল সৃষ্টি করিল না—এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির মনে চীনের গূঢ় অভিসন্ধি সম্পর্কে সন্দেহ ও আতঙ্কের ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে। এশিয়ার পদদলিত ও অনগ্রসর জাতিগুলির মুক্ত সাধনার অগ্রদূতরূপে চীনকে দেখিবে—না দুর্ব্বল দেশগুলির গ্রাসকারীরূপে চীনকে দেখিবে এই প্রশ্নই আজ বড় হইয়া দেখা দিয়াছে।

চীন ও ভারতের এই সমস্যার সার্থক ও সম্মানজনক সমাধানে সোভিয়েট রাশিয়া কোন্ নীতি অবলম্বন করে তাহাই দ্রষ্টব্য।

—*—

সীমাহীন খাদ্য সংকট ও তার প্রতি নৃশংস আচরণের জন্য

শাসন-যন্ত্রের ক্ষমাহীন অপরাধ

সরকারী কৃতিত্বের সাক্ষীরূপে জ্বলন্ত জাগ্রত ভয়াবহ বাস্তব

অগণিত আর্ত্ত বুভুক্ষু মানুষের অন্তহীন দুর্গতির অপরিসীম বেদনা

খাদ্যসংকটের অবসানে সরকারী অযোগ্যতার প্রতিকারে জন-সহায়তার প্রতি সরকারী বিরূপতা

ইতিহাসে সকল স্বৈরশাসকেরই অবসানের অধ্যায় রচিত ঃ মনে রাখিও ইতিহাস ক্ষমাহীন

পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় লোক সেবক সংঘের সদস্যের ভাষণ

বিগত ২৩।৯।৫৯ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার অধিবেশনে আইনসভা সদস্য শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষের ভাষণ :—

দেশের জীবন ও খাদ্যপরিস্থিতি নিত্য অবনতির দিকে

আমাদের খাদ্য-জীবনের এই অন্তহীন দুর্গতি এবং তার প্রতিকারের প্রশ্ন নিয়ে, শাসন-যন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ—আমাদের জীবনে নিত্য এক অভিনয়ের জিনিষ হ'য়ে উঠেছে। অযোগ্য এই কংগ্রেসী শাসন-যন্ত্র এগিয়ে চলেছে—ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজ জীবনের সকল বিষয়ে—ক্রমবর্দ্ধমান ভয়াবহ অবনতির সঙ্গে, খাদ্যপরিস্থিতিও জটিল থেকে জটিলতর, এর ভয়াবহতা-নিত্য অধিকতর এবং অগণিত মানুষের দুর্গতি গভীর হতে গভীরতর হয়ে চলেছে। এর যেন বাধা কোথাও নেই—এর যেন প্রতিকার কোথাও নেই—একে নিষ্ঠার সঙ্গে রোধ করবার সত্যিই চেষ্টা কোথাও নেই।

কথা দিয়ে অবিচার ও অযোগ্যতা ঢাকবার ব্যর্থ সরকারী চেষ্টা

এর মধ্যে একটি মাত্র চেষ্টা আছে—হিংস্র লোভাতুর যে বাহিনী-সমাজের লুণ্ঠন ক্ষেত্রে অবাধে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে—কংগ্রেস তথা সরকারী বাহিনী একদিকে তাদের সঙ্গে যোগসাজস ও সহায়তার যোগে মানুষের সংকট-সংকটতর করে তুলে—অন্যদিকে রাজকীয় দপ্তরে এসে বসে—গভীর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে—বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডার আলোড়িত ক'রে—অগণিত বিবৃতি এবং সাহিত্য সৃষ্টি করে আমাদের জানাচ্ছেন যে, বহু উচ্চতর আন্তর্জাতিক তথা আন্তর্দেশিক ঘাতপ্রতিঘাত—এবং সূক্ষ্মতর কারণ ও ব্যাপার সমূহ আমাদের হতভাগ্য এই জনগণের—খাদ্য-জীবনে-অবধারিতরূপে কাজ করেছে—যার জন্য কংগ্রেস সরকারের কোনো দোষ নেই!

কিন্তু সামনে সাক্ষীরূপে জলন্ত জাগ্রত ভয়াবহ বাস্তব

সেজন্য আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছি—খাদ্যের বদলে—এঁদের অন্তহীন বিবৃতির স্তূপ আর এঁদের স্তূপীকৃত কাগজ পত্রের রাশি। এবং এর মধ্যে-এও আমাদের জন্য বাদ পড়েনি যে,—মানুষের সাধ্যের অতীত এই ভয়াবহ সংকটের মধ্যেও আমাদের সরকার কি অমানুষিক কৃতিত্ব দেখিয়ে—আমাদের খাদ্য-পরিস্থিতিকে কত উন্নত এবং সুবিধাজনক ক'রে তুলেছেন এবং মৃত্যুর অবধারিত গহ্বর থেকে কি ভাবে রক্ষা করেছেন!

কিন্তু এদিকে তাঁদের এই সব কৃতিত্বের সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে জলন্ত জাগ্রত ভয়াবহ বাস্তব—অগণিত বুভুক্ষু মানুষের নিত্য প্রবর্দ্ধমান—অন্তহীন দুর্গতির অপরিসীম বেদনার ক্ষমাহীন বাস্তব। যদি সামান্যতম সততাও এঁদের মধ্যে থাকতো তবে খাদ্যপরিস্থিতির এ সকল সমস্যা দ্রুত সমাধানের পথেই অগ্রসর হোত।

সরকার সব কিছু সুযোগের ক্ষেত্রকে পিষ্ট করে তুলছেন

এই শাসন-যন্ত্রের দ্বারা জাতির প্রয়োজনীয় খাদ্যোৎপাদন, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা, সরকারী ব্যবসা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপার গড়ে তোলার প্রাথমিক সুষ্ঠু আয়োজন এবং ধারা নির্ণয় করা দূরে থাক; এই বিষয়গুলিতে কিছু কাজ সুরু করবার অবস্থাকেও সরকার নষ্ট ক'রে তুলছেন—জটিল এবং বিভ্রান্তিপূর্ণ করে তুলছেন।

শুভেচ্ছা থাকলে যোগ্যতাও অর্জ্জন করা যায়

কাজের যোগ্যতা না থাকলেও—শুভেচ্ছা এবং অপরের সহায়তা দিয়েও—কাজের যোগ্যতা এবং অগ্রগতি অর্জ্জন করা যায়। যেখানে তা নেই—সেখানে—দেশ-জীবনের এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অন্তহীন আলোচনাতেও এঁদের কাছ থেকে কোনো ফল বা আশা আছে ব'লে আমার মনে হয় না।

যদি আশা আছে—তবে তাকে সার্থক করার পথও আছে। এবং তা হতে পারে—পারস্পরিক নিষ্ঠাপূত সহযোগিতার মধ্যে, যথার্থ কার্য্যকরী পথ নির্ণয়ের জন্য আন্তরিক আগ্রহের মধ্যে। এর নজীররূপে সম্মিলিত পরামর্শ কমিটীর কথা বলা হয়।

সহযোগিতার আশাস শুধু দুঃখজনক মিথ্যা প্রতারণা

আমার দুঃখজনক বাস্তব অভিজ্ঞতা এই যে, যে সমগ্র প্রতারণা এই শাসন যন্ত্রের মূলমন্ত্র—সেই মূল প্রেরণা থেকেই এই কমিটি গুলিরও পরিকল্পনা, আবির্ভাব ও পরিচালনা ঘটেছে। প্রাদেশিক কমিটির মধ্যে অপমানজনক এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি বলেই—এর থেকে পদত্যাগ করে সরে আসতে আমি বাধ্য হয়েছি।

বিরোধী দলগুলির প্রতি একটি বিশেষ আবেদন

বিরোধী যে দলগুলি আমাদের সহযোগীরূপে এখানে রয়েছেন—তাঁদের প্রতিও আমি এখানে দু একটি কথা বলতে চাই। তথাকথিত এই পরামর্শ কমিটির ব্যর্থ কর্মধারা দেখে—আমি অনুভব করেছিলাম যে—পরিস্থিতির প্রতিকারে সরকারী অসামর্থ্যতার প্রতিবিধানে যে পরামর্শ কমিটির পরিকল্পনা—সেই উদ্দেশ্যকে সার্থক ক'রে তুলতে হলে—পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সুযোগকে সত্যকার সদিচ্ছা, উপযুক্ত ব্যবস্থা ধারা এবং কার্য্যকরী আয়োজনে গঠিত করে তুলতে হবে।

আমি আজ এক বৎসর পূর্ব্বে এই নিতান্ত প্রয়োজনীয় দাবী নিয়ে পরামর্শ কমিটিতে যখন আলোচনা উত্থাপন করি;—এবং নিতান্ত সঙ্গত ও গুরুত্বপূর্ণ এই দাবী সমূহ বিষয়ে যখন গভীর উপেক্ষা ও উদাসীনতা লাভ ক'রে অপমানিত বোধ করে—পদত্যাগ করে চলে আসি; তখন এই উভয় সময়েই আমাদের সহযোগী বিরোধী দলগুলির কাছ থেকে এবিষয়ে আমি সহযোগীতা, সমর্থন বা পরামর্শ আশা করেছিলাম।

সহযোগিতার ক্ষেত্র রূপায়নে সার্থক পরিবেশ চাই

খাদ্য পরিস্থিতি সমাধানে সরকার ও জনগণের সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়োজন যখন আমরা সকলেই বোধ করি—তখন এই সহযোগিতার সার্থক রূপায়নের জন্য যে-অবস্থা সমূহের পরিবেশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য বলে মনে ক'রে—আমি আলোচনা উত্থাপন করেছি—আমি আশা করি—আমরা সম্মিলিতভাবে আমাদের সেই সম্মানিত সহযোগিতার ক্ষেত্র গঠনের জন্য দাবী উত্থাপন করার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করব।

পুরুলিয়া জেলার খাদ্যপরিস্থিতি সমগ্র সংকটের অঙ্গ মাত্র—শাসনতান্ত্রিক প্রতিকার ও আত্মশক্তির সমন্বয়

সমগ্র বাংলার ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতির অঙ্গরূপে—আমাদের জেলাও আজ খাদ্য জীবনে নিত্য ভয়াবহ সংকটের মধ্যেই যে চলেছে—এ বলাই বাহুল্য। সমগ্র দেশের এই নিদারুণ সংকটের দিনে—শাসনতান্ত্রিক প্রতিকার—ব্যবস্থার সঙ্গে—জনগণের আত্মশক্তির মহান প্রচেষ্টার ধারাকে যুক্ত করেই আজ এই সংকটের মধ্যে আমাদের পথ করতে হবে—বলে আমরা মনে করি।

সাম্প্রতিক ভয়াবহ ঘটনা ও সরকারী অপ-প্রয়াস

খাদ্য পরিস্থিতিকে আশ্রয় ক'রে সম্প্রতি আমাদের জীবনে যে এক ভয়াবহ নিদারুণ ঘটনা ঘটে গেল—তার কথাও এখানে বলা আমি প্রয়োজন বোধ করছি।

খাদ্য পরিস্থিতি ও সেই বিষয়ের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে যে সরকারী স্বৈরাচার দেখা দিল—তাকে লঘু করে দেখাবার জন্যে—সংগ্রামের মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য -জনতার আক্রমণ প্রভৃতির কথা বড় করে তোলবার প্রয়াসও আজ চলেছে।

স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের জন্মগত অধিকার

এই খাদ্য আন্দোলনের মূলে যে প্রেরণাই থাক—শাসনতান্ত্রিক সীমাহীন অযোগ্যতা ও দুর্নীতির ফলে,

সাধারণ মানুষের জীবনে অন্নকষ্টের যে দুর্বিসহ বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছে—সেই দুঃখের মধ্যে আর্ত্ত বুভুক্ষু মানুষ প্রতিবাদ করবে—আন্দোলন করবে—সংগ্রাম করবে—বিদ্রোহ করবে—এ অধিকার তার আছে। এবং এই সংগ্রামের পরিচালনায় কোনো দলের পক্ষ থেকে যদি কোনো বিশেষ প্রচ্ছন্ন প্রেরণাই থাকে, তবু সেই আর্ত্ত বুভুক্ষু মানুষের মর্ম্মান্তিক ন্যায়সঙ্গত দাবীকে আন্দোলনে মূর্ত্ত করে তোলবার নিত্য জন্মগত অধিকার তাদেরও আছে।

আর্ত্তমানুষকে খাদ্য দাওনি—দিয়েছ নির্ম্মম আঘাত

সেই আর্ত্ত মানুষের গণ-উত্থানের সামনে—তাকে খাদ্য না দিয়ে—তার জন্য শৃঙ্খলাপূর্ণ খাদ্য-ব্যবস্থার আয়োজন না ক'রে —তাকে সন্তুষ্ট না ক'রে, তাকে যুক্তি দিয়ে আশ্বাস দিয়ে নিরস্ত না করে—যদি সেই গণ উত্থানের প্রতি নির্ম্মম লাঠির আঘাত দেওয়া হয়—যদি নিষ্ঠুর বুলেট দেওয়া হয়—যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দোষারোপ করে জনতার দাবীকে উড়িয়ে দেওয়া হয়—যদি এই দোষারোপ করে—সরকারী নির্ম্মম আঘাতকে সমর্থন করা হয়—তবে কি তাতে সমস্যার প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত আচরণ হবে? তবে কি তা কোনো সরকারের পক্ষে বুদ্ধিমত্তার বা সভ্যশাসনের পরিচয় হবে?

গণ উত্থানের শান্তিপূর্ণ রূপ ও অহৈতুক সরকারী পাশবিকতা

অলক্ষ্যে যে কোনো দলেরই যে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ ক'রে যাক—আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, গত ৩১শে আগষ্টের অভিযান গণ-উত্থান রূপেই দেখা দিয়েছিল। এবং একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সেদিনের সেই অভিযান বিরাট হলেও, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ছিল; নিরুপদ্রব ভাবেই নিজেদের দাবী ও প্রতিবাদ জানাতে গেছল। এবং এও সত্য যে অভিযানের আরম্ভ সম্পূর্ণ অহিংসই ছিল।

তবে কি কারণ ঘটল যে, এই নিরুপদ্রব অভিযানের প্রতি বিরাট সশস্ত্র সরকারী বাহিনী ঝাঁপিয়ে প'ড়ে—তাকে দমন করবার জন্যে এ রকম অভাবিত অমানুষিক নৃশংসতায় তারা প্রবৃত্ত হোল? ওরা যদি নিরুপদ্রবভাবে আইন ভঙ্গেই উদ্যত হয়েছিল—তবে আইন ভঙ্গের প্রতি আইনের যে শাস্তি বিধান—সেই শাস্তির ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোনো প্রকার স্বেচ্ছাচারী নিষ্ঠুর শাস্তি দেবার অধিকার সংবিধানের কোনো চক্রেই তো সরকারকে দেওয়া হয় নি।

মূল মানসিক কারণ সমূহের অবসান চাই

শাসনতান্ত্রিক জীবনে যে মানসিক কারণ সমূহের সমাবেশের ফলেই এই গ্লানীজনক খাদ্যপরিস্থিতি ও তার সংশ্লিষ্ট অবাধ লুণ্ঠন ও বিপর্য্যয় সম্ভব হয়েছে—সেই মানসিক কারণ সমূহের সমাবেশের কারণেই এই অমানুষিক অত্যাচার সম্ভব হয়েছে। একই কারণের অবসানেই এই সবেরই প্রতিকার সম্ভব হতে পারবে।

বিশেষ দল বা ব্যক্তির অসুস্থ রাজনীতির প্রতি

সমগ্র শাসনযন্ত্রের এই মর্ম্মান্তিক গ্লানীজনক ধারা দেখেও—কোনো কোনো দল বা কেউ কেউ এই সকল অপরাধের কারণরূপে শাসনযন্ত্রের কোনো কোনো ব্যক্তি বিশেষকে বাচাই করার দিকে খুবই ব্যস্ত হয়েছেন। তাঁদের রাজনীতি ও উদ্দেশ্যকে আমি সুস্থ মনে করি না।

এই নগ্ন অপরাধের জন্য দুরপনেয় কলঙ্কে অপরাধী কারা?

এই নগ্ন অপরাধ সমূহের জন্য খাদ্যমন্ত্রী বা পুলিসমন্ত্রীর গ্লানীজনক কর্ম্মসমূহ যেমন ইতিহাসে দুরপনেয় কলঙ্করূপে চিরদিন জাগ্রত হয়ে থাকবে—তেমনি এই নগ্ন অপরাধ সমূহের জন্য পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর সমগ্র মন্ত্রীমণ্ডলীর দায়িত্বও কোনো অংশে এক চুলও কম হবে না। শাসনের নিত্য কর্মধারা ও নীতিধারা বিষয়ে শাসনযন্ত্রে একক কোনো মন্ত্রীর নিজস্ব মূল্য বা দায়িত্ব কিছুই নেই। যাঁরা এই এককের অজুহাত তোলেন—তাঁরা জনগণকে প্রতারিত করতেই চান।

সমগ্র মন্ত্রীমণ্ডলী এই সর্ব্বোচ্চ অপরাধে অভিযুক্ত

প্রাদেশিক শাসনযন্ত্রে এর জন্য ব্যক্তি বিশেষ যদি কেউ চূড়ান্ত দায়িত্ব এবং সর্ব্বোচ্চ অপরাধের জন্য দায়ী থাকেন—তবে সে মুখ্যমন্ত্রী। বাংলাদেশের এই নিরবচ্ছিন্ন শাসনতান্ত্রিক অত্যাচার, অপমান, লুণ্ঠন, বিপর্য্যয় ও আঘাতের জন্য একক কাউকে বাচাই করবার আজ নেই। এর সমস্ত অপরাধের জন্য দায়ী আজ—বাংলার

মুখ্যমন্ত্রী ও তার সমগ্র মন্ত্রীমণ্ডলী। এদের আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে দেখেছি। এঁদের কারুর অপরাধই আজ ইতিহাস গোপন করতে পারবে না।

আর আমরা চিনি কংগ্রেসের সর্ব্বোত্তম নেতাকে

আর আমরা চিনি কংগ্রেসের সেই সর্ব্বোত্তম নেতৃত্বকে; শাসনতান্ত্রিক এই সমস্ত অপরাধের তাঁরা মূল উদ্গাতা—ধারক এবং বাহক। তাঁরা চান ব'লেই—বর্ব্বর যুগের এই রাজত্ব আজও অপ্রতিহত গতিতে আমাদের জীবনে এগিয়ে চলেছে। ইতিহাসে সকল স্বৈরশাসকেরই অবসানের অধ্যায় রচিত হয়েছে—এঁদের জন্যও একদিন হবেই। আজ এই সব প্রতিবাদ সমূহ—তারই প্রশস্তি-গান মাত্র।

এ জাতির নব-সম্বর্দ্ধনা

(২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে আইনসভার পাদুকা-অধিবেশনে রণক্ষেত্রের শেষ অধ্যায়ে দর্শকের গ্যালারী হইতে রণদর্শনের ক্লান্তির অবসরে রচিত।)

'পলায়িত স্পীকারের পরিত্যক্ত এ আসনখানি—
পূর্ণ হবে একদিন, জানি আমি,-জানি তাহা জানি।
এও জানি, বিরোধের একদিন হবে অবসান;—
আপনার জুতাগুলি ধরি রবে নিজ নিজ স্থান।
হে উদভ্রান্ত! শান্ত হও,—ক্ষান্ত করো এই উত্তেজনা;
জুতো আর গুঁতো দিয়ে—এ জাতির হবে সম্বর্দ্ধনা?
বাহিরেও খেতে হবে কালীপদ পুলিসের গুঁতো—
কালীপদ প্রসঙ্গেতে ভেতরেও খেতে হবে জুতো!
ধন্য তবে হোক কালীপদ—
আজ তবে ফিরে যাও সভাসদ যত খালিপদ"॥

(খাদ্য আন্দোলনের সময় পুলিসী অত্যাচারের আলোচনার উত্তর দান কালে পুলিস মন্ত্রী শ্রীকালিপদ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন—সেই বক্তৃতা কালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিরোধী দল ও কংগ্রেসীদলের মধ্যে যে জুতা—নিক্ষেপ পর্ব্ব চলিয়াছিল তাহার বিশদ বিবরণ সংবাদ-পত্রের পাঠকেরা বিশেষ ভাবেই অবগত আছেন।)

শোক সংবাদ

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর মানবাজারের শ্রীভূতনাথ দত্ত মহাশয় কিছুদিন রোগ ভোগের পরে হঠাৎ মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৭২ হইয়াছিল।

ভূতনাথ বাবু মানবাজারে একজন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৩ বৎসর বয়সে তিনি অতি সামান্য অবস্থায় ব্যবসায় জগতে প্রবেশ করেন। তারপরে অতি কঠোর পরিশ্রমে এবং দৃঢ় অধ্যবসায়ে ব্যবসায় তিনি সফলতা লাভ করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার জীবন,—পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সংকল্পের একটী উজ্জ্বল নিদর্শন।

তিনি সংসারে তাহার স্ত্রী, দুইটী পুত্র এবং দুইটী মেয়ে ও কয়েকটী নাতি নাতনি রাখিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবিজয় দত্ত এবং কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ দত্ত পিতার ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছেন।

ভূতনাথ বাবু লোক সেবক সংঘের একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাহার পুত্রদ্বয়ও লোক সেবক সংঘের বিশেষ সমর্থক এবং অনুরাগী এবং সক্রিয় সহায়ক। আমরা ভূতনাথ বাবুর মৃত্যুতে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

ভারতের সহিত জম্মু ও কাশ্মীরের ঘনিষ্ঠতর যোগ

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে ভারতের নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ার সম্প্রসারণ এবং জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের বিচারপতিদের ভারতের অন্যান্য রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতিদের অনুরূপ মর্য্যাদা দান করিবার উদ্দেশ্যে রাজ্যের সংবিধান সংশোধন জম্মু ও কাশ্মীর বিধান সভায় সর্ব্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

রাজ্য সংবিধানের এই সংশোধন আগামী ২৬শে জানুয়ারী হইতে বলবৎ হইবে।

ASP/HC 148

NORTON

নর্টন—মানে নিখুঁত যন্ত্রসমষ্টির সমাবেশ

নর্টনের পূর্ণাঙ্গ-সুন্দর গঠন রূপ পেয়েছে—তার অপূর্ব্ব সুন্দর অংশগুলির সমষ্টিতে। তার বলিষ্ঠ রিম, নিরাপদ সেণ্টার-পুল ব্রেক, নিখুঁত-ভাবে গড়া হাব-কোন্‌স্, আর তার সুখ-গতির আরাম, লঘুভার এবং স্থায়িত্বের গৌরবে।

HIND CYCLES LTD. 250 WORLI BOMBAY-18

কৃষি প্রচার ভবন

(মুক্তি প্রেস ভবনে অবস্থিত)

বহু রকমের কলম ও চারা গাছ আসিয়াছে। কফি, মূল প্রভৃতি শীতের বীজ আসিয়াছে আলু প্রভৃতি আসিতেছে যাহার যাহা প্রয়োজন—আমাকে জানাইলে কাজের সুবিধা হইবে সেজন্য অনুরোধ জানাই।—

বিনীত—অরুণচন্দ্র ঘোষ

বহু পরীক্ষিত স্বপ্নসিদ্ধ

বিশ্ব মাধুরী

যক্ষ্মারোগের অব্যর্থ ঔষধ

তরুণ রোগে ১ মাস এবং পুরাতন রোগে ৩ হইতে ৬ মাসের মধ্যে আরোগ্য হয়।

প্রাপ্তিস্থান :

রামময়ী মেডিক্যাল হল

চকবাজার, পুরুলিয়া।

প্রো:—শ্রীবিন্ধ্যাচল প্রসাদ

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত

দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোদ, কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কান রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাণ্ডবিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্টিক আলসার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গান্ধী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাইয়াছেন। ১২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৫৲ টাকা। স্পেশ্যাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ; বি, এল, শান্তি আশ্রম, লোবাগান পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

১৪৯

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

সম্পাদক শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশ গুপ্ত

২০শ বর্ষ ৪২শ সংখ্যা | পুরুলিয়া, শুক্রবার ২২শে কার্ত্তিক, ১৩৬৬—৯ই নভেম্বর ১৯৫৯ | বার্ষিক মূল্য—৬৲ নগদ মূল্য—৵০ বাইশ ১৩ পয়সা

বঙ্গভুক্তি অনুষ্ঠান দিবস

পুরুলিয়া রাস ময়দানে জেলার দাবী দিবস উদ্‌যাপিত

ষ, চন্দনকিয়ারী, চাণ্ডিল প্রভৃতি পাঁচটি থানার অবিলম্বে বঙ্গভুক্তি দাবী

গত ১লা নভেম্বর তারিখে বঙ্গভুক্তির তৃতীয় বার্ষিক দিবস অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রাস ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী সভাপতিত্ব করেন।

এই দিবসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীজ্যোতিশ্ময় গুপ্ত মহাশয় বলেন যে বাংলার প্রতি রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকার যে ঘোর অবিচার করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া সেই অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য সঙ্কল্প গ্রহণই এই দিবসের অবশ্য কর্ত্তব্য। অধুনা পুরুলিয়া মানভূম জেলার এক বিচ্ছিন্নাংশরূপে পুরুলিয়া জেলা পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইবার ফলে পুরুলিয়া জেলার অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক ও শাসনতান্ত্রিক অবস্থায় এক বিশেষ সংকট দেখা দিয়াছে সুতরাং এই সংকট মোচনের অন্যতম ব্যবস্থা হিসাবেও অন্ততঃ পুরাতন পুরুলিয়া সদর মহকুমার বিচারস্থিত পাঁচটি থানা চাষ, চন্দনকিয়ারী, চাণ্ডিল, ইচাগড় ও পটমদা থানা পুরুলিয়া জেলার সহিত সংযুক্ত করা প্রয়োজন। পুরুলিয়ার উকিলসভা কর্ত্তৃক এই মর্ম্মে গৃহীত প্রস্তাবের প্রতিও তিনি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মানভূম জেলা বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীশ্যামাকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন যে, এসার বৎসর পূর্বে পর্য্যন্ত সমগ্র মানভূমের অধিবাসীদের হৃদয়ে কংগ্রেস গভীর শ্রদ্ধার আসনলাভ করিয়াছিল এবং মানভূমের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সমগ্র দেশের আদর্শ ও নীতিগতভাবে পরিচালিত শ্রেষ্ঠ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম ছিল। বর্ত্তমানে সেই কংগ্রেস দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বার্থপর ব্যক্তিদের মিলনস্থল হইয়াছে; সুতরাং কংগ্রেসের নিকট এখন ন্যায়, নীতি বা বিচার বিবেচনার কোনও আশা করা যায় না। কংগ্রেসের অনুষ্ঠিত অন্যায় ও অবিচারের প্রতিবিধানের একমাত্র পথ হইল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে এই জেলা হইতে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করা। এইভাবেই কেবল কংগ্রেস অনুষ্ঠিত অবিচারের প্রতিবিধান সম্ভব হইবে তিনি বিশেষ জোরের সহিত বলেন।

পুরুলিয়া সদর লোকাল বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন খণ্ডিত পুরুলিয়া জেলার জনজীবনে সকল দিক দিয়া যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহার মধ্যে পুরুলিয়া জেলাবোর্ড ও সদর লোকাল বোর্ডের সঙ্কট আজ চরমে উঠিয়া ইহাদের অস্তিত্বই বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। এই সঙ্কটের আংশিক সমাধানকল্পে পুরুলিয়া সদর লোকাল বোর্ড কর্তৃক সম্প্রতি গৃহীত প্রস্তাবে বিহার ভুক্ত চাঁই, চাণ্ডিল প্রভৃতি পাঁচটি থানা অবিলম্বে পুরুলিয়া জেলার সহিত সংযুক্তি দাবী করিয়াছে।

শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে কংগ্রেসী সরকার দেশের উন্নতির নামে কেবল নিজ দলীয় ব্যক্তিদের স্বার্থোন্নতির সাধনের কাজেই ব্যস্ত আর প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি রচিত। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খেসারত জোগাইতে দেশের লোক সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছে এবং ক্রমবর্দ্ধমান করভারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ভাষাভিত্তিক নীতিতে প্রদেশগুলি গঠন করিতে যাইলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রগতি ব্যাহত হইবে বলিয়া কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ যে যুক্তি দেখাইতেছিলেন তাহার কৃত্রিম অর্থ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের কায়েমী স্বার্থই ব্যাহত হইবে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন নীতির প্রতি সমর্থন জানাইয়া তিনি বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলির পশ্চিমবাংলায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে জোর দেন।

শ্রীহরকালী মুখোপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতায় মানভূমকে খণ্ড খণ্ড করার ফলে খণ্ডিত পুরুলিয়া জেলা ও অন্যান্য অঞ্চলগুলির দুরবস্থার কথা বিবৃত করিয়া বলেন যে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ জেলার সংহতি বিনষ্ট করিয়া সীমাকমিশন যে অন্যায় করিয়াছেন তাহার প্রতিবিধান অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন। অন্ততঃ পক্ষে পাঁচটি থানা পুরুলিয়া জেলার সহিত অবিলম্বে যুক্ত করিয়া ঐ থানাগুলির অধিবাসীদের বিহার সরকারের নানাবিধ অন্যায় ও অবিচারের হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাংলাকে তাহার ন্যায্য দাবী হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য দেশের শাসন শক্তির উচ্চতম হইতে নিম্নতম পর্য্যায় পর্য্যন্ত ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথার উল্লেখ করেন। কংগ্রেসী শাসনশক্তির কায়েমী স্বার্থ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনকে কিভাবে বিভ্রান্ত বা প্রভাবিত করিয়া মানভূমের অস্তিত্ব বিলোপে সহায়তা করিয়াছে তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে কেবলমাত্র মানভূম বা বাংলার ক্ষেত্রে নহে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন ব্যাপারে যে অন্যায় ও অবিচার ঘটিয়াছে তাহার প্রতিবিধানে পুনরায় বিরাট আন্দোলন যে অবশ্যম্ভাবী তাহা দ্বিভাষিক বোম্বাই রাজ্যকে ভাষার ভিত্তিতে দুইটি স্বতন্ত্ররাষ্ট্রে বিভক্ত করার প্রচেষ্টার মধ্যেই সূচিত হইতেছে। বিহার ও আসামের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্তির দাবীকে পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়া বলেন যে এই ভাবার দাবী পূরণের জন্য বিশেষরূপে প্রস্তুতি ও ব্যাপক সংগ্রাম প্রয়োজন; এবং সেই সংগ্রামও হয়ত অদূর ভবিষ্যতে হইবে। মানভূমের বিচ্ছিন্নাংশ ধানবাদ বা প্রতিবেশী অঞ্চল খলভূমের বঙ্গভুক্তির প্রশ্নও বিস্মৃত হইবার নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে চাষ, চন্দনকিয়ারী, চাণ্ডিল ইচাগড়, ও পটমদা এই পাঁচটি থানা অবিলম্বে পুরুলিয়া জেলার সহিত সংযুক্তি দাবী করা হইতেছে এইজন্য যে ভাষার প্রশ্ন ছাড়াও অন্যান্য অনেক জরুরী বিষয় ইহার সহিত জড়িত আছে। প্রথমতঃ এই অঞ্চলগুলি ভূতপূর্ব্ব পুরুলিয়া সদর মহকুমার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এক অখণ্ড ভৌগলিক আবেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ,—ইহাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সত্তাও অভিন্ন। দ্বিতীয়তঃ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনও প্রকৃত পক্ষে এই পাঁচটি থানা বঙ্গভুক্ত পুরুলিয়া জেলার সহিত সংযুক্ত করিবার সুপারিশ তাঁহাদের রিপোর্টে করিয়াছিলেন। সেই জন্যই বাংলার পূর্ণ দাবী পূরণস্তরে অবিলম্বে এই পাঁচটি থানা পুরুলিয়া ভুক্তি দাবী করা হইতেছে।

শ্রীনন্দদুলাল মিত্র ও শ্রীঅশোক চৌধুরীও ঐ দাবীর সমর্থনে বক্তৃতা করেন।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

আজ দ্বিভাষিক বোম্বাই রাজ্যকে ভাষার ভিত্তিতে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট দুইটি স্বতন্ত্র ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রে বণ্টনের প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে বিহার ও আসামের সমগ্র

(৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

২২শে কার্ত্তিক, সোমবার

কার্জ্জনের ভূত

পলাশীর প্রান্তরে একদিন মীর্জ্জাফর যে পাপ করিয়াছিল তাহার ফলেই বাংলায় তথা ভারতে ইংরেজ রাজত্বের বুনিয়াদ দৃঢ় হইয়াছিল সত্য—কিন্তু সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তও বাংলা করে ইংরেজ সাম্রাজ্যের সমাধিস্তূপের ভিত্তি রচনা দ্বারা। বাঙালীর রক্তের স্বাক্ষরে মুক্তি আন্দোলনের সেই গৌরবময় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত রহিয়াছে। স্বভাবতঃ শান্ত অলস বাঙালীর এই মরণজয়ী সর্ব্বনাশা রূপ সুচতুর ইংরাজের দৃষ্টিতে চিনিতে ভুল হয় নাই বলিয়াই বৃটিশ সাম্রাজ্যের শাণিত খড়্গ সদা উদ্যত ছিল বাংলা ও বাঙালীকে দুর্ব্বল ও খণ্ড বিভক্ত করিয়া রাখায়। সাম্রাজ্যবাদীদের এই চালেই ভুল হইয়াছিল বঙ্গভঙ্গ করার কার্জ্জনী নীতি; কিন্তু বঙ্গভঙ্গের উত্তাল ও উদ্বেল আন্দোলনে যখন Settled fact unsettled হইল—অর্থাৎ ইংরাজ শাসক তখন মাথা নত করিতে বাধ্য হইলেও সে অপমান ভুলিল না। ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লী স্থানান্তরিত করিয়া এবং আসাম ও বিহার-উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশ করার সূত্রে-বঙ্গভাষী অঞ্চলগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রথম প্রতিশোধ লইল।

সেই ইংরাজের শাসনের গদীতে আজ স্বরাজী কংগ্রেসীরা আসীন। কিন্তু কার্জ্জনের ভূত আজও তাহার স্কন্ধে ভর করিয়া আছে। স্বরাজী শাসকরা আজ তাহার বাহন। তাই কংগ্রেসের দলীলাভের চরম মূল্য দিতে হইল বাংলাকেই। ভারত বিভাগের খড়্গ বাংলার বক্ষই ছিন্ন করিল। রক্তাক্ত বাংলার এই শেলশয্যায় ক্ষমতালোভী কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ পুলকিত ও আশ্বস্ত হইলেন যে দীর্ঘকাল বাংলা ও বাঙ্গালী আর মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। স্বরাজী প্রভুরা ইংরেজের নিকট হইতে এই শিক্ষাটুকুই কেবল ভালভাবে পাইয়াছেন যে "বাংলা বা বাঙ্গালীকে কখনই মাথা তুলিতে দিও না"। এই শিক্ষা তাঁরা পরম ভক্তিভরে পালন করিয়া আসিতেছেন।

কংগ্রেসের ইতিহাস হইতেও বর্ত্তমান কংগ্রেসী নেতৃবর্গ এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছেন যে বাংলার চিত্তরঞ্জনই একদিন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে একক বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছেন—আর সেই দেশবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসাধক সুভাষচন্দ্রও আরেক বার বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া সমগ্র কংগ্রেসের বুনিয়াদকেই টলাইয়া দিয়াছিলেন। নেতৃবৃন্দ ভালভাবেই জানেন যে বাংলাই যেমন কংগ্রেসের বুনিয়াদ রচনা করিয়াছিল—সেই বাঙ্গালীই আবার বর্ত্তমান কংগ্রেসের দুষ্ট ও গলিত দেহের সমাধি রচনা করিবে; আর সেই সঙ্গে কার্জ্জনের ভূতগ্রস্ত দিল্লীকেও রাহুমুক্ত করিবে। নেতৃবৃন্দ সেই দুর্দ্দিনকে ঠেকাইবার জন্যই আজও কার্জ্জনের ভূতকে আঁকড়াইয়া আছেন।

বিলাসের মত্ত উৎসবে মগ্ন নয়া দিল্লীর নূতন বাদশাহদের কাছে ন্যায় ও নীতি, বিচার ও বিবেচনার কোনও বালাই নাই। আবুহুসেনী সিংহাসন যখন ভাগ্যগুণে সিকা ছিঁড়িয়া কপালে জুটিয়া গিয়াছে—তখন যে কোনওরূপে এই গদী আঁকড়াইয়া থাকাই ইহাদের জীবনের ধ্যান এবং চরম ও পরম আদর্শ হইয়াছে। এই সুখী পরিবারের সুখের সংসারে বাংলার বিভীষিকাই কেবল ইহাদের শয়নে স্বপনে কাঁটার মত বিঁধিতেছে। সেই জন্যই বাংলার সমস্যাগুলিকে সমাধানের দৃষ্টিতে না দেখিয়া সংকটকে তীব্রতর করিয়া তোলাই ইহাদের চেষ্টা। কিন্তু বাংলা আবার জাগিবেই এবং কার্জ্জনের ভূতসহ তাহার কংগ্রেসী বাহনেরও সমাধি রচনা করিবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পুরুলিয়া সহরের প্রধান রাস্তাটি বর্ত্তমানে যানবাহন ও লোকচলাচলের তুলনায় সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া বিশালকায় ট্রাকগুলি মাল ওঠানামা করিবার জন্য যে ভাবে রাস্তা জুড়িয়া দাঁড়াইয়া থাকে তাহাতে যাতায়াত করা—বিশেষ ভাবে কালী তলা হইতে সরকার পাড়ার রাস্তার মোড় পর্য্যন্ত খুবই অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সকল অসুবিধার উপর গরু, ছাগল, কুকুর প্রভৃতি যে ভাবে সর্ব্বক্ষণ বিচরণ করিয়া বেড়ায় বা বেপরোয়াভাবে রাস্তা জুড়িয়া দাঁড়াইয়া বা শুইয়া থাকে তাহাতে ইহা সদর রাস্তা না পশুচারণ ভূমি তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠে। একে ত সংস্কারের অভাবে জীর্ণ রাস্তার গর্ত বা নালা বাঁচাইয়া সন্তর্পণে চলিতে হয়—আবার রাস্তার পার্শ্বে স্তূপীকৃত আবর্জ্জনার জন্য রাস্তার পাশ ঘেঁসিয়া চলাচল করাও মুস্কিল—তাহার উপর যদি সদর রাস্তাটি আবার পশুচারণ ভূমিতে পরিণত হয় তাহা হইলে পথচারীদের অসুবিধা ও হায়রাণির অন্ত থাকে না।

মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ এবং শাসন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের এই বিষয়ে দৃষ্টি দিবার সুযোগ ও অবসর হইবে কি?

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা ও সম্বন্ধের ক্ষেত্রে প্রীতিপূর্ণ ও সহযোগিতার মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হইবার উদ্দেশ্যে পঞ্চশীল নীতির প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু এই দুইটি উদ্যোক্তা রাষ্ট্রের পরস্পরের ক্ষেত্রে এই নীতির কার্য্যকরী প্রয়োগ দেখিয়া একটি প্রশ্ন জাগে। হিমালয় অঞ্চলে উত্তর পশ্চিমে লাডাক হইতে উত্তর পূর্ব্ব নেফা অঞ্চল পর্য্যন্ত দীর্ঘ আড়াই হাজার মাইল সীমান্ত ব্যাপিয়া ভারতের বিরুদ্ধে চৈনিক সৈন্যদের যে ভাবে ক্রম-বর্দ্ধমান দস্যুতা চলিয়াছে তাহাতে মনে হয় শ্রীনেহেরু "পঞ্চশীল" কেবল নিজের কাছেই রাখিয়াছেন—আর এই "শীলের" আনুষঙ্গিক "নোড়া"গুলি তাঁহার বন্ধু চৌ-এন-লাইকে উপহার দিয়াছেন; সেইজন্যই ভারতের দন্তপাটি বিলুপ্ত করার জন্য চৈনিক বন্ধু ঐ উপহার সামগ্রীর সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

সমগ্র ধানবাদ সহ পুরুলিয়া সদরের পাঁচটি থানা প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য পুরুলিয়া জেলাবোর্ডের প্রস্তাব

পুরুলিয়া জেলাবোর্ডের গত ২৮শে অক্টোবরের অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শ্রীকিশোরী বিজয় আচার্য্য গোস্বামী সভাপতিত্ব করেন।

১৯৫৬ সালের বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ ভূমি হস্তান্তর আইনের প্রয়োগে পূর্ব্বতন মানভূম জেলার অবিচ্ছেদ্য ও প্রাণস্বরূপ অঞ্চলগুলি তিনটি বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে সমগ্রভাবে এই জেলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং জেলার জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইহার গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। এই বিভাগের দ্বারা পূর্ব্বতন মানভূম জেলার সমগ্র ধানবাদ মহকুমা এবং সদর মহকুমার চাস ও চন্দনকিয়ারী থানা অর্থাৎ সমস্ত কয়লা খনি সমৃদ্ধ অঞ্চলটি যাহা হইতে কয়লাখনি সেস হিসাবে পূর্ব্বতন মানভূম জেলাবোর্ডের প্রায় ২০ লক্ষ টাকা আয় হইত তাহা চলিয়া যাওয়ায় বর্ত্তমান জেলা বোর্ডের আয় রোড সেস বাদে নগণ্য ৭০ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে এবং জেলাবোর্ডের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরিণাম স্বরূপ, জেলা বোর্ডের অবশ্য করণীয় বিভিন্ন কার্য্যাবলীর ব্যয় নির্ব্বাহ ত দূরের কথা—বোর্ডের কর্ম্মচারীদের মাসিক বেতন দেওয়াও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

সুতরাং এই বোর্ড প্রস্তাব করিতেছে যে, পুরাতন মানভূম জেলার বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলি, অর্থাৎ সমগ্র ধানবাদ মহকুমা এবং চাস, চন্দনকিয়ারী, চাণ্ডিল, ইচাগড় ও পটমদা প্রভৃতি পূর্ব্বতন পুরুলিয়া সদর মহকুমার পাঁচটি থানা পুনরায় হস্তান্তরের দ্বারা মানভূম জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করিয়া এই জেলা বোর্ডের তথা সমগ্রভাবে এই জেলার অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসন করিবার জন্য ভারত সরকার এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ করা হউক।

বিহারের বাংলাভাষীদের উপর নির্য্যাতন

লোক সেবক সংঘ কর্ত্তৃক গুরুতর অভিযোগ পেশ

কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষাগত সংখ্যালঘু কমিশনার কর্ত্তৃক সরেজমীন তদন্তের ব্যবস্থা

সহকারী কমিশনার শ্রীহিম্মৎ সিং আই-এ-এস এর সফর

৫ই হইতে ৮ই নভেম্বর পর্য্যন্ত চাণ্ডিল, ইচাগড়, পটমদা, চাষ ও চন্দনকিয়ারী থানায় ব্যাপক তদন্ত

চাস, চন্দন কিয়ারী, চাণ্ডিল, ইচাগড় ও পটমদা—পুরাতন পুরুলিয়া সদর মহকুমার বিহারভুক্ত এই পাঁচটি থানায় বিহারের সংখ্যালঘু বাংলাভাষীদের উপর যে নির্য্যাতন, অন্যায় ও জোরপূর্ব্বক হিন্দী চাপাইবার চেষ্টা চলিয়াছে সেই সম্পর্কিত অভিযোগাদির তদন্ত করিবার জন্য ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার কমিশনারের প্রতিনিধি হিসাবে উক্ত কমিশনের এ্যাসিষ্টেন্ট কমিশনার শ্রীহিম্মৎ সিং আই, এ, এস মহাশয়ের তদন্ত কার্য্য ৫ই নভেম্বর তারিখ হইতে সুরু হইয়াছে। এই তদন্ত কার্য্যের জন্য শ্রীযুক্ত সিং কমিশনের সদর দপ্তর এলাহাবাদ হইতে গত ৪ঠা নভেম্বর রাত্রে চাণ্ডিল আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি সদর দপ্তর এলাহাবাদ হইতে তদন্ত কার্য্যের সময় উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ জানাইয়া লোক সেবক সংঘের লোকসভার সদস্য শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্তকে যে টেলিগ্রাম ও পত্র দিয়াছিলেন সেই অনুযায়ী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত এম, পি; শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ, সচিব লোক সেবক সংঘ, শ্রীচিত্ত ভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীগোবর্দ্ধন মাহাত, শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত প্রমুখ লোক সেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্ম্মীগণ ৪ঠা নভেম্বর সন্ধ্যায় চাণ্ডিল যাত্রা করিয়াছেন। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীরবি চৌধুরী ও সম্পাদক শ্রীকেশব চক্রবর্ত্তী এবং ধলভূমের অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দও এই উপলক্ষ্যে ৫ই নভেম্বর তারিখে চাণ্ডিলে পৌঁছাইতেছেন। এই তদন্তের সূত্রে চাণ্ডিল, ইচাগড়, পটমদা, চাষ ও চন্দনকিয়ারী থানার জনসাধারণের প্রবল উত্তেজনা ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে।

সংখ্যালঘুদের এ্যাসিষ্টেন্ট কমিশনার শ্রীহিম্মৎ সিং আই, এ, এস মহাশয় চাণ্ডিল-চাষ প্রভৃতি অঞ্চলের ৪দিন ব্যাপী সফরের যে সূচি শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়কে জানাইয়াছেন তাহা নিম্নরূপ :—

বিহারভুক্ত পুরুলিয়া অঞ্চলে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের এ্যাসিষ্টেন্ট কমিশনারের সফর সূচি

৪ঠা নভেম্বর—রাত্রি ৮-৩৪মিঃ চাণ্ডিল পৌছান। ৫ই, ৬ই, ৭ই, ও ৮ই নভেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত চাণ্ডিল ডাক বাংলায় রাত্রিবাস।

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে সফর :—

৬ই নভেম্বর—চাষ। সকাল ৭টায় চাণ্ডিল ত্যাগ এবং রাত্রে চাণ্ডিল প্রত্যাবর্ত্তন।

৭ই নভেম্বর—সীমা, গুণ্ডা, নিমডি ও বামনী গ্রাম সকালে পরিদর্শন। বৈকালে কুকুড়ুহাট পরিদর্শন।

৮ই নভেম্বর—সকালে বান্দুদা ও কুমীর পরিদর্শন।

৫ই নভেম্বর ও ৮ই নভেম্বর তারিখের বৈকালে চাণ্ডিলে লোকজন ও ডেপুটেশন প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎকার, স্মারকলিপি গ্রহণ ইত্যাদি।

৮ই নভেম্বর তারিখে রাত্রি ৯ ঘটিকায় চাণ্ডিল ত্যাগ ও টাটানগর যাত্রা।

কিন্তু তদন্ত কার্য্যের সুবিধা এবং সুষ্ঠুভাবে সফর কার্য্য চালনার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত সফর সূচির আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। সেই জন্য ৪ঠা নভেম্বর রাত্রে এ্যাসিষ্টান্ট কমিশনার শ্রীহিম্মৎ সিংএর সহিত শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত ও শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ চাণ্ডিলে আলাপ আলোচনা করিয়া একটি সংশোধিত সফর সূচি নির্দ্ধারণ করেন। সংশোধিত সফর সূচি নিম্নলিখিত ভাবে রচিত হয় :—

এ্যাসিষ্টেন্ট কমিশনার শ্রীহিম্মৎ সিংএর সংশোধিত সফর সূচি :

৫ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার :—সকালে সীমা, গুণ্ডা, নিমডি প্রভৃতি পরিদর্শন। বৈকালে বাম্নী হাট—(চাণ্ডিল থানা)।

৬ই নভেম্বর, শুক্রবার :- কুঁকড়ু হাট (ইচাগড় থানা)।

৭ই নভেম্বর, শনিবার : সকালে বাজুড়দা ও কুমীর পরিদর্শন (পটমদা থানা)। বৈকালে পুরুলিয়া হইয়া চাষ (চাষ ডাক বাংলা)।

৮ই নভেম্বর, রবিবার : সকালে চাষ ও চন্দনকিয়ারী বাজার ও গ্রাম পরিদর্শন। বৈকালে চাণ্ডিল প্রত্যাবর্তন ও ডেপুটেশনের সহিত সাক্ষাৎকার এবং স্মারকলিপি গ্রহণ; রাত্রে টাটানগর যাত্রা।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের অবিচারে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যায় বড়যন্ত্রে মানভূম জেলা বিচ্ছিন্ন ও বিলুপ্ত হইয়া ধানবাদ মহকুমা পৃথক হইয়া বিহারে থাকিয়া যায় এবং তাহার সহিত পুরুলিয়া সদর মহকুমার চাষ ও চন্দনকিয়ারী থানা জুড়িয়া দেওয়া হয়। অন্যদিকে পুরুলিয়া সদরের চাণ্ডিল, ইচাগড় ও পটমদা এই তিনটি থানা বিচ্ছিন্ন করিয়া বিহারের সিংভূম জেলার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয়। ফলে, মাত্র ষোলটি অবশিষ্ট থানা সহ পুরুলিয়া সদর মহকুমা পুরুলিয়া জেলারূপে পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই অন্যায় ও অবিচারের ফলে, প্রায় ৬০০ বর্গমাইল এলাকা বিশিষ্ট চাণ্ডিল, ইচাগড় ও পটমদার প্রায় ২ লক্ষ ১১ হাজার বাংলাভাষী জনসাধারণ সিংভূম জেলার অংশরূপে বিহারে থাকিয়া যায়; অন্যদিকে ৩২১ বর্গমাইল এলাকাযুক্ত চাষ ও চন্দনকিয়ারী থানার ১৭৪০০০ হাজার বাংলাভাষী অধিবাসী বিচ্ছিন্ন ধানবাদ জেলার সহিত যুক্ত হইয়া বিহারভুক্ত রহিয়া যায়। এইরূপে প্রদেশগুলি পুনর্গঠিত হইবার পরও গত তিন বৎসর ধরিয়া বিহারস্থিত বাংলাভাষী অঞ্চলের জনসাধারণের উপর বিহার সরকারের অন্যায়, অবিচার ও জুলুম অব্যাহত থাকে এবং লোক সেবক সংঘও এই অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালাইয়া আসে। এই সকল অঞ্চলে বাংলাভাষী স্কুলগুলির উচ্ছেদ, জোরপূর্বক হিন্দী আরোপ, রিভিসানাল সার্ভে সেটেলমেণ্টের নামে পড়চা, দলীল, রেকর্ড অফ রাইটস প্রভৃতি জমিজমা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র হিন্দীতে ও হিন্দী অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হইতে থাকে। এই সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন সুরু করিলে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সিংহ এই পর্যন্ত স্বীকার করেন যে—একমাত্র যাহারা বাংলা দলিলের জন্য দরখাস্ত করিবে তাহাদেরই কেবল বাংলায় দেওয়া হইবে।

এই সকল অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম হইতে গ্রামবাসীরা মিলিতভাবে ৬০টির অধিক দরখাস্ত বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া তাহাদের হায়রানী, কষ্ট ও অসুবিধার কথা জানায় এবং বাংলাতে রেকর্ড ও দলিলপত্র লিপিবদ্ধ করাইবার দাবী করে। দরখাস্তের প্রতিলিপি পূর্ব আঞ্চলিক পরিষদ (Eastern Zonal Council)এ পাঠান হয়। শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত এই বিষয় সম্পর্কে স্বয়ং বিহারের রাজস্বমন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝা-এর সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন। কিন্তু কোনও ফলই হয় না।

অবশেষে গত ১৯শে মার্চ্চ তারিখে লোকসভার সদস্যরূপে শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক এক স্মারকলিপিতে বিহারের সংখ্যালঘু বাংলাভাষীদের উপর যে অন্যায় ও নিপীড়ন অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ও রাজস্বমন্ত্রী শ্রীবিমল চন্দ্র সিংহ, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সিংহ, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের কমিশনার শ্রীমালিক, কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্রীমালি প্রভৃতির নিকট পাঠানো হয়। এই স্মারকলিপিতে ধলভূম অঞ্চলে সেটেলমেণ্টের মাপ সংক্রান্ত দুর্নীতি, চাণ্ডিল প্রভৃতি অঞ্চলে স্কুলে বাংলা মাতৃভাষার উচ্ছেদ তথা হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের দাপট ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়।

অভিযোগাবলীর উত্তর প্রত্যুত্তর

এই স্মারকলিপির উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পন্থ জানান যে ঐ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট নির্দ্দেশ পাঠাইয়াছেন। পরে, ঐ সম্পর্কে বিহার সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন জানিতে চাহিয়া শ্রী দাশগুপ্ত পত্র লিখিলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্মারকলিপি সম্পর্কে বিহার সরকারের উত্তরের একটি নকল পাঠাইয়া জানান যে বিহার সরকার অভিযোগগুলি অস্বীকার করিতেছেন। বিহার সরকারের উত্তরে কয়েকটী অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া অস্বীকার করার চেষ্টা হয় আর বাকী অভিযোগগুলি সম্পর্কে নীরব থাকেন।

ভাষাগত সংখ্যালঘুদের কমিশনার স্মারকলিপি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন এবং পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত বিহার সরকারের উত্তরের এক নকল পাঠাইয়া দেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী জানান যে অভিযোগগুলি বিহার সরকারের বিবেচনার জন্য পাঠানো হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্রীমালী গত ২১-৮-৫৯ তারিখের পত্রে জানান যে শিক্ষা ব্যাপারে বিহার সরকার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সর্ব্বভারতীয় শিক্ষানীতি লঙ্ঘন করেন নাই।

লোকসভায় অভিযোগাদি উত্থাপন

গত ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে লোকসভায় সরকারী ভাষা কমিশনের (Official Language Commission) রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা কালে শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের দাপটে অহিন্দীভাষীদের বিশেষ করিয়া বিহারের বাংলাভাষীদের দুরবস্থার কথা বিবৃত করেন।

তাহার পর গত ৮ই ও ৯ই সেপ্টেম্বর লোকসভায় ভাষাগত সংখ্যালঘু কমিশনারের (Commissioner for Linguistic Minorities) রিপোর্টটি আলোচনার জন্য উত্থাপিত হইলে গত ৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত বিহারের বাংলাভাষীদের শোচনীয় অবস্থার কথা বিশদভাবে আলোচনা করিয়া এক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া কমিশনার কর্তৃক বিহারের বাংলা ও উড়িয়াভাষী সংখ্যালঘুদের স্বার্থ, অধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অক্ষমতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় স্মারকলিপি

গত ২৯।৯।৫৯ তারিখে শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত দ্বিতীয় স্মারকলিপিতে অকাট্য যুক্তি ও বহুল তথ্য সহকারে বিহার সরকারের উত্তরে মিথ্যা ভাষণ ও সত্য গোপনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেন। এই স্মারকলিপিতে প্রথম স্মারকলিপিতে প্রদত্ত অভিযোগগুলির প্রমাণ স্বরূপ বিবিধ তথ্যও সন্নিবিত হয়। এই দ্বিতীয় স্মারকলিপিটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের কমিশনার শ্রী বি, মালিক এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিমল চন্দ্র সিংহের নিকট প্রেরিত হয়।

গত ৭।১০।৫৯ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পন্থ শ্রীদাশগুপ্তের নিকট লিখিত পত্রে জানান যে দ্বিতীয় স্মারকলিপি সম্পর্কে তিনি বিহার সরকারের বক্তব্য জানিতে চাহিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে বিহারের মুখ্য মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার দ্বারা সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য শ্রীদাশগুপ্তকে বিশেষ অনুরোধ জানান। গত ১৯।১০।৫৯ তারিখে এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য শ্রীদাশগুপ্ত যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পন্থের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখনও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিবার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পন্থ শ্রীদাশগুপ্তকে বিশেষ অনুরোধ জানান। বিহারের মুখ্য মন্ত্রীর সহিত আলাপ আলোচনায় কোনও ফলই হইবে না—এই কথা শ্রীদাশগুপ্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বারবার জানাইলেও তিনি সাক্ষাৎকারের জন্য বিশেষ জোর দিতে থাকেন।

সেই অনুযায়ী শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত গত ৩০।১০।৫৯ তারিখে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য পাটনা যান এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পন্থ সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সময়ের অভাবের অজুহাতে শ্রীদাশগুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করেন। মুখ্যমন্ত্রীর অস্বীকৃতির কথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে জানান হয়।

তদন্তের প্রতিশ্রুতি

অধিকতর তথ্য ও প্রমাণাদি সম্বলিত দ্বিতীয় স্মারকলিপি প্রাপ্তির পর ভাষাগত সংখ্যালঘুদের কমিশনার শ্রী বি, মালিক অভিযোগগুলি সম্পর্কে সরেজমীন তদন্ত করিবার জন্য তাঁহার সহকারী শ্রীহিম্মৎ সিং আই, এ, এস মহাশয়কে প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত জানাইয়া তদন্ত কার্য্যের সম্ভাব্য তারিখ জানাইতে শ্রীদাশগুপ্তকে অনুরোধ করেন। তাহার পরই এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার তারযোগে তাঁহার তদন্তের তারিখ জানাইয়া শ্রীদাশগুপ্তকে তদন্তের সময় উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করেন। ঘটনাস্থলে গিয়া প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য আকস্মিক পরিদর্শনের প্রয়োজনীতার কথাও জানান।

৫ই নভেম্বর হইতে ৮ই নভেম্বর পর্য্যন্ত চাণ্ডিল, ইচাগড়, পটমদা, চাষ ও চন্দন কিয়ারী এই পাঁচটি থানার তদন্ত কার্য্য ভাষাগত সংখ্যালঘুদের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার শ্রীহিম্মৎ সিং আই-এ-এস সম্পাদন করিবেন।

প্রশংসনীয় উদ্যম

ঋষি নিবারণ পার্কের নিকট একটি রিক্সা ষ্ট্যাণ্ড আছে। বহু রিক্সা শ্রমিক সেখানে জীবিকার সন্ধানে জমায়েৎ হয়। তাহাদের জীবনের সুখ দুঃখের নানা কথার মধ্যে আসন্ন পয়লা নভেম্বর দিবসের কথাও মনকে নাড়া দেয়। তাহাদের খেয়াল হয়—যে ঋষির মর্ম্মর মূর্ত্তির পাদপীঠে তাহারা জীবিকার আশায় প্রতিদিন মিলিত হয়—তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনার্থে তাহাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু করিবে। তাহাদের যে কথা —সেই কাজ। নিজেদের মধ্যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিল —তাহাতে কুলায় না দেখিয়া তাহারা স্থানীয় দোকান-পাট ও অন্যান্য ভদ্রমণ্ডলীর নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া প্রায় ৪০৲ টাকা সংগ্রহ করে। তাহার পর চুণ ও রং কিনিয়া তাহারা নিজেরাই নিবারণ পার্কের প্রাচীর ও রেলিং চুণকাম ও রং করে। এই কাজে যে তিন জন রিক্সা শ্রমিক বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিল তাহাদের নাম সর্ব্বশ্রী খেদন বাউরী, খাঁদু বাউরী ও রাম বাউরী।

(২য় পৃষ্ঠার পর হইতে)

বাংলাভাষী অঞ্চল ন্যায়সঙ্গত ভাষাভিত্তিক দাবীর দৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গের সহিত সংযুক্তির প্রশ্ন উত্থাপনের সময় আসিয়াছে। আমাদের এই দাবী দৃঢ়তার সহিত পুনরুদ্ঘাটনের প্রয়োজন ও সবিশেষ যৌক্তিকতা দেখা দিয়াছে।

সুতরাং অন্ধকার এই অবিস্মরণীয় দিবসের অনুষ্ঠানে এই ভাষাভিত্তিক দাবীর প্রতি আমরা পূর্ণ সমর্থন ও আনুগত্য জানাইতেছি এবং আমাদের দাবী পূরণের প্রথম পদক্ষেপরূপে রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তকে রূপায়িত করিতে আমরা সুসম শাসনতান্ত্রিক ও ভৌগলিক যুক্তিযুক্ততার ভিত্তিতে চাষ, চন্দনকিয়ারী, চাণ্ডিল, ইচাগড় ও পটমদা, অর্থাৎ পুরাতন পুরুলিয়া সদর মহকুমার এই পাঁচটি থানা অবিলম্বে পুরুলিয়া জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের সহিত সংযুক্তির দাবী করিতেছি। ভাষার প্রশ্নের সহিত জরুরী শাসনতান্ত্রিক যৌক্তিকতার ভিত্তিতেও এই দাবীর প্রশ্ন বিবেচনার জরুরী আবশ্যকতা রহিয়াছে।

অতএব, এই সভা সর্ব্বসম্মতিক্রমে চাষ, চন্দনকিয়ারী, চাণ্ডিল ইচাগড় ও পটমদা এই পাঁচটি থানা পুরুলিয়া জেলার সহিত অবিলম্বে সংযুক্তির দাবী পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যাপক তথা বিপুল জনমত সৃষ্টির জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করিতেছে।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী মহাশয় তাঁহার সভাপতির ভাষণে এই দাবীর তাৎপর্য্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

স্থানীয় সংবাদ

পরিকল্পনার জন্য জমি দখল

রঘুনাথপুর থানা চেলিয়ামা পরগণার ইছর গ্রামে কেন্দ্রীয় সরকারের কয়লা পরিশুদ্ধ যোজনার (Coal washery project) জল সরবরাহ কল্পে জলের পাম্প প্রভৃতি বসাইবার জন্য ঐ অঞ্চলে ৫৭৮নং হইতে ৩৫৯ নং পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্লটে প্রায় ৬-২৯ একর জমি দখল করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নোটিশ দিয়াছেন। পুরুলিয়া ডেপুটী কমিশনারের অফিসে ঐ জমিগুলির নক্সা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্রেস কনফারেন্স

গত ২২শে অক্টোবর তারিখে জেলা পাবলিসিটী অফিসারের উদ্যোগে এবং ডেপুটী কমিশনারের সভাপতিত্বে একটি প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে ডেপুটী কমিশনার মহাশয় ঘূর্ণিবাত্যায় ও বন্যায় এই জেলার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বর্ণনা করেন।

ডেপুটী কমিশনারের বিবৃতি অনুযায়ী ঘূর্ণিবাত্যায় ও বন্যায় প্রায় ৬০০০ গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; ৪জন লোক এবং ৭৩ গৃহপালিত পশু নিহত হইয়াছে এবং পাঁচেট ড্যাম অঞ্চলে প্রায় ১০০ একর জমি তিনদিন পর্য্যন্ত জলমগ্ন থাকায় ঐ অঞ্চলে শতকরা ২০ ভাগ শস্য হানি ঘটিয়াছে। মোট ক্ষতির পরিমাণ (ঘূর্ণিবাত্যার জন্য) প্রায় একলক্ষ টাকা।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদে সাহায্যের জন্য গৃহনির্মাণ খাতে ঋণদানের জন্য একলক্ষ টাকা, এক বিঘার অধিক জমি আছে এমন ব্যক্তিদের গৃহ নির্মাণ ঋণের জন্য ৫০০০৲ টাকা এবং দুস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য মৃণ্ময়ী রিলীফ ফাণ্ড হইতে ২০০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইহাছাড়াও কিছু পরিমাণ ধুতি শাড়ী, জামা ও গুঁড়া দুধ বিলি করিবার জন্য পাওয়া গিয়াছে। টেষ্ট রিলিফ কার্য্যের মাধ্যমে জেলা বোর্ডের রাস্তাগুলি মেরামত করা হইতেছে এবং পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানকে খারাপ রাস্তাগুলি মেরামত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ

ভারত-চীন সীমান্তের পরিস্থিতি ক্রমশঃই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। কাশ্মীর রাজ্যের দক্ষিণে লাডাক অঞ্চলে চীনা সৈন্যগণ ভারতীয় এলাকার অভ্যন্তরে প্রায় চল্লিশ মাইল প্রবেশ করিয়া টহলদারী ভারতীয় পুলিশের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে। ফলে নয় জন ভারতীয় পুলিশের মৃত্যু হয়, কয়েকজন গুরুতর আহত হয় এবং কয়েকজনকে চীনারা বন্দী করে। ভারত গবর্ণমেণ্ট যথারীতি তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং মৃত ও আহত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়াছেন। চীন সরকার ভারত সরকারের প্রতিবাদ নস্যাৎ করিয়া ভারতের বিরুদ্ধে চীন এলাকা আক্রমণের পাল্টা অভিযোগ করিয়াছেন। এমন কি মৃত ভারতীয় পুলিশের হেলমেট হস্তান্তর এবং বন্দীদিগকে মুক্তিদানের প্রশ্নে গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া চীন সরকার টালবাহানা করিতেছেন। এদিকে চীন সৈন্য লাদাকের প্রায় চার হাজার বর্গমাইল এলাকা দখল করিয়া সেখানে পাকাপাকিভাবে ঘাঁটি গড়িবার আয়োজন করিতেছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু দিল্লীর সাংবাদিক বৈঠকে অথবা জনসভায় মধ্যে মধ্যে দৃপ্ত ঘোষণা করিতেছেন—ভারতভূমির ইঞ্চি পরিমাণ জমিও আক্রমণকারীকে গ্রাস করিতে দিবেন না। আর ভারতের দেশরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন বর্ত্তমানে নিউইয়র্কে বসিয়া রাষ্ট্র সংঘের ভারতীয় পরিষদে দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে দেশরক্ষার সুদৃঢ় ব্যবস্থা করিতেছেন। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষার কত সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে—তাহা চীনা হামলার মাধ্যমে সুপরিস্ফুট হইয়াছে। গত ১৯৫৪ সাল হইতে হিমালয় অঞ্চলে ভারতীয় এলাকায় চীনা হামলা সুরু হয়। কিন্তু চীন কর্তৃক এই হামলার সংবাদ দেশরক্ষা দপ্তর তথা ভারত সরকারের নিকট পৌঁছাইতে বৎসরাধিককাল সময় লাগে। তাহার পর প্রায় বৎসরখানেক কাটিয়া যায় এই তথ্য সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করিতে যে চীন সত্যই ভারতীয় এলাকায় হানা দিয়াছে কিনা। যখন নিঃসন্দেহভাবে প্রতিপন্ন হইল যে চীন ম্যাকমোহন লাইন অতিক্রম করিয়া ভারতীয় এলাকায় সত্যই হামলা করিতেছে—তখন দীর্ঘকাল ধরিয়া তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলে চীন কোথায় কোথায় ভারতীয় এলাকায় হানা দিয়াছে এবং কি পরিমাণ ভারতীয় এলাকা দখল করিয়া বসিয়াছে। ইহার পরের পর্য্যায়ে চলে চীনের হামলার বিরুদ্ধে ভারত সরকারের প্রতিবাদের পালা। এদিকে চীন এই দীর্ঘ কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় এলাকায় পাকা সড়ক নির্ম্মাণ, বিমান ঘাঁটি স্থাপন প্রভৃতির দ্বারা সীমান্ত অঞ্চলে স্থায়ী ঘাঁটি গড়িতে থাকে। সুতরাং এখন ভারত প্রতিবাদ করিলে ভারতকেই রক্তচক্ষু দেখাইয়া চীন হুঁসিয়ার করিয়া দিতেছে যে ভারত যেন চীন এলাকা ছাড়িয়া চলিয়া যায়। হিটলারের প্রচার সচিব ডাঃ গোয়েবলস্ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য গলার ও গায়ের জোরে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নীতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন—চীনের কম্যুনিষ্ট সরকারও সেই নীতিকেই অন্ধ আনুগত্যের সহিত অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।

ভারত-চীন সীমান্ত অঞ্চল রক্ষা সম্পর্কে সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, যে সীমান্তের রক্ষা ব্যবস্থা টহলদারী পুলিশ বাহিনীর হাত হইতে সৈন্য বাহিনীর উপর অর্পিত হইতেছে এবং সীমান্ত অঞ্চলের সড়ক নির্ম্মাণাদি কার্য্যও সৈন্য বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারগণের উপরই অর্পিত হইতেছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েটে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে ভাষণ দান প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া উক্ত বিরোধের আশু মীমাংসার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

নিরুদ্দেশ

আমার তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীশূলপাণী বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১১ই অক্টোবর তারিখে রাত্রি হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার গায়ের রং গৌরবর্ণ, চেহারা লম্বা, গালের নীচে চোয়ালে লম্বা কাটা দাগ আছে। বয়স ৩৯ বৎসর। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ দিলে বাধিত হইবে।

ইতি

শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

পোঃ ও গ্রাম—লক্ষণপুর

থানা—কড়া

৪টি কারণ—কেন নর্টন
সাইকেলই আপনার সেরা খরিদ

১। নর্টনের ফ্রেমেই সর্বচেয়ে মজবুত (ভারতের শতকরা ৮০টি সাইকেল নির্ম্মায় এইরূপ ফ্রেম ব্যবহৃত হয়)।

২। ক্যাণ্টিলবার—ক্রোম-প্লেটযুক্ত এবং মরিচা-মুক্ত অধিকতর আরামের জন্য উপযুক্তভাবে গঠিত।

৩। রাস্তার ঝাঁকানি ও ধাক্কা সামলাইবার জন্য নর্টনের ফর্ক বিশেষ ভাবে যুক্ত।

৪। নর্টনের সেন্টার পুল ব্রেক কাজে অধিকতর দ্রুত ও নিরাপদ।

অধিকতর স্বচ্ছন্দ ও সুখগতির জন্য নর্টনই আপনার সেরা খরিদ।

ASP/HC-150

কৃষি প্রচার ভবন
(মুক্তি প্রেস, ভবনে অবস্থিত)
বহু রকমের কলম ও চারা-গাছ আসিয়াছে। কপি, মূলা প্রভৃতি শীতের বীজ আসিয়াছে। আলু বীজ প্রভৃতি আসিতেছে। যাহার যাহা প্রয়োজন—আগে জানাইলে কাজের সুবিধা হইবে সেজন্য অনুরোধ জানাই।—
বিনীত—অরুণচন্দ্র ঘোষ

বহু পরীক্ষিত সুপ্রসিদ্ধ
বিশ্ব মাদুরা
বন্ধ্যারোগের অব্যর্থ ঔষধ
তরুণ রোগে ১ মাস এবং পুরাতন রোগে ৩ হইতে ৬ মাসের মধ্যে আরোগ্য হয়।
প্রাপ্তিস্থান:
রামময়ী মেডিক্যাল হল
চকবাজার, পুরুলিয়া।
প্রো:—শ্রীবিদ্ধাচল প্রসাদ

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত
দৈবশক্তি কবচ (রেজি:
গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোদ, কুবাত, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কোন রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাগুরিয়া নিরঞ্জন মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্টিক আলসার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত বি,এ, (অনার্স) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাইয়াছেন। ১২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৫৲ টাকা। স্পেশাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।
ডি, এন, সেন—এম, এ; বি, এল, শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান গোট দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সংখ্যালঘু কমিশন তদন্ত সংখ্যা

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
বোধত

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশ গুপ্ত

২০শ বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৬৬—১৬ই নভেম্বর ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

দলমত নির্ব্বিশেষে
পুরুলিয়ার জনগণের সুস্পষ্ট দাবী

চাস-চন্দনকিয়ারী-চাণ্ডিল-ইচাগড় ও পটমদা থানা

অবিলম্বে
পুরুলিয়া জেলার সহিত সংযুক্ত হউক

ভাষার অত্যাচার, শাসনের অবিচার, দৈনন্দিন নানাবিধ অন্যায় ও জুলুমের হাত হইতে সংখ্যালঘু বাংলাভাষীদের রক্ষা করার একমাত্র পন্থা হইল এই অঞ্চলগুলির বঙ্গভুক্তি।

(১১ পৃষ্ঠার পর হইতে)

'কুলুপখাড়ির' আবির্ভাব

এহেন সময়ে মুখিয়া আবার কোথা হইতে কি বুদ্ধি লইয়া ভিড়ের মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়া শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলিলেন—আমাদের ভাষা যে হিন্দীর সহিত মিশ্রিত ভাষা তাহার নজীর আছে। এই ধরুন, আমাদের ভাষায় 'কুলুপখাড়ি' বলে। শ্রীহিম্মৎ সিং সংঘ প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসা করেন—ক্যা বোলতে হ্যাঁয়? (ইনি কি বলছেন?) সংঘ প্রতিনিধিরা বলেন—ইনি বলিতেছেন 'কুলুপখাড়ি, শব্দটি যাহা এখানকার চলতি বাংলায় চলে—মুখিয়ার মতে ইহা হিন্দী—সুতরাং এই ভাষা মিশ্রিত। গ্রামের ১টি যুবক বলিয়া উঠিল—আমাদের ভাষার মধ্যে আমরা টেবিল বলি—সুতরাং ইহা ইংরাজী। তখন সংঘের সচিব শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলেন যে,—'কুলুপখাড়ি' শব্দ হিন্দী হইলে আপনি বুঝিতেন। ইহা হিন্দী নহে ইহা বাংলা—আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় বলা হয়। ইহার অর্থ তালা চাবি। হিন্দীতে কোথাও ইহার ব্যবহার হয় না—অন্যদিকে,—ইহা আঞ্চলিক ভাষারূপে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া জেলা ও এই সকল অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। মুখিয়া হারিবার পাত্র নহে। পুনরায় বলিল—আমাদের এই ভাষা—রাঢ়ী বুলি। জেলা শিক্ষা অফিসার একটা আশ্রয় পাইয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—হাঁ, ইহাকে রাঢ়ী বুলি বলে। ইহা ঠিক বাংলা নহে। সংঘের প্রতিনিধিরা বুঝাইয়া দিলেন যে, রাঢ় বাংলা দেশেরই একটা অঞ্চলকে বলে। রাঢ়ীভাষা বাংলাভাষারই এক গোষ্ঠীর নাম।

মুখিয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভঃ সমগ্র গ্রামবাসীর সম্মিলিত দাবী

অবস্থা উপলব্ধি করিয়া মুখিয়া সরিয়া পড়িল। এদিকে সরকারী কর্ম্মচারীরাও,—নিয়োজিত মুখপাত্রদের চেষ্টা সত্ত্বেও—হিন্দীর দাবী এভাবে ধূলিসাৎ হওয়ায় নিতান্ত বিব্রত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। গ্রামের জনসাধারণও মুখিয়ার এই শত্রুতা ও কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সমস্ত অবস্থা উপলব্ধি করিয়া শ্রীহিম্মৎ সিংও গুণ্ডাগ্রামে যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িলেন। গ্রামের জনসাধারণ তখন তাঁহার কাছেই নিজেদের মধ্যে হাঁকডাক সুরু করিয়া দিল। চেঁচামেচী করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল—এই মুখিয়া যত মিথ্যাকথা বলিয়া গ্রামের শত্রুতা করিতেছে। এই অঞ্চলে এই মুখিয়া ও এক এম, এল, এ জুটিয়াছে ইহারা সরকারী দালাল হইয়া—নিজেরা সুযোগ সুবিধা পাইয়া গ্রামে হিন্দী ঢুকাইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ইহাতে ছেলে মেয়েদের শিক্ষা গেল, দলিল পড়চা সব হিন্দী হইতে চলিল। মুখিয়ারা সরকারী লোক—ইহার মিথ্যা কথা রেকর্ড হইল—আমাদের সব গেল ধরোরে ভাই সব, উপরের হাকিমকে ধরো—আমরা হিন্দী চাই না—আমরা বাংলা চাই। গ্রামের সমস্ত জনসাধারণ তখন শ্রীহিম্মৎ সিংকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক হইতে সকলে বলিতে লাগিল—আমরা বাংলা চাই—আমরা বাংলা স্কুল চাই—আমরা হিন্দী চাই না—হিন্দী স্কুল চাই না—মুখিয়া মিথ্যা কথা বলিতেছে আমাদের ভাষা বাংলা—আমাদের ভাষা আদৌ হিন্দী নয়। আপনি হিন্দী স্কুল উঠাইয়া দিন—পড়চা দলিল—চেক দাখিলা নোটিশপত্র সব বাংলায় করার ব্যবস্থা করুন—ইত্যাদি ইত্যাদি। খানিকক্ষণ ধরিয়া এই দাবী সমবেত কণ্ঠ শান্ত হইয়া আসিলে—শ্রীহিম্মৎ সিং তখন হাস্য সহকারে জানাইলেন যে, তিনি তাহাদের দাবী উপলব্ধি করিয়াছেন—তিনি তাহাদের জন্য চেষ্টা করিবেন। তদন্ত বাহিনী গুণ্ডাগ্রামের দিকে আগাইয়া গেল।

সীমা গ্রাম বিষয়ে সংঘের যাহা অভিযোগ ছিল

এই গ্রাম বিষয়ে লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে বিভূতি বাবুর অভিযোগপত্রে ইহাই ছিল যে, এই গ্রামে দীর্ঘদিন হইতে একটি বাংলা স্কুল থাকা সত্ত্বেও পাশাপাশি একটি হিন্দী স্কুল খোলা হইয়াছে। এইভাবে সর্ব্বত্র উদ্দেশ্য এই যে, বাংলা স্কুলের প্রতি নিয়ত অবিচার ও উপেক্ষা দ্বারা স্কুলটিকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাওয়া এ হিন্দীস্কুলের প্রতি সকল রকম সুবিধা দিয়া—জনগণ উহা লইতে বাধ্য করা—শিশুদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ হইতে বঞ্চিত করা এবং বাংলা স্কুলে যারা পড়াইবে—তাহাদের প্রতি নানাবিধ বৈষম্যমূলক দমন-মূলক আচরণ করিয়া তাহাদিগকে হিন্দীস্কুলে পাঠাইতে বাধ্য করা। সংবিধান আছে—সংখ্যা কমিশন আছে—ভারত সরকার আছে—জনগণের মাতৃভাষা রক্ষার অধিকার স্বীকৃত হইয়া আছে—সুতরাং বাংলা স্কুল একেবারে উঠাইয়া দেওয়া সুবিধাজনক হইবে না। সেজন্য বিহার সরকার বাংলা স্কুল একেবারে উঠাইয়া দিতে পারেন নাই। বাংলার পাশে হিন্দী রাখিয়া নানা বৈষম্যমূলক ব্যবহারে বাংলাকে উঠাইবার জন্য বিবিধ কৌশল করা হইতেছে—বাংলা স্কুল নামে রাখিয়া হিন্দীতে না পড়াইলে নানা উপদ্রব করিয়া বাংলাকে নিশ্চিহ্ন করার বহুবিধ কর্মতৎপরতা, ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল সমূহ চলিতেছে। এখানের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তদন্তবাহিনী এবার গুণ্ডাগ্রামে সরকারের অনুরূপ বিবিধ কৌশল চলিতেছে—তাহা দেখিতে রওনা হইলেন।

মুক্তি

২৯শে কার্ত্তিক, সোমবার

কেবল পাঁচটি থানারই দাবী কেন?

খণ্ডিত পুরুলিয়ার বিচ্ছিন্নাংশ ফিরাইয়া আনিবার স্বতঃস্ফূর্ত্ত দাবী আজ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলি দাবীর পশ্চাতে ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্ন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকিলেও বাংলার পূর্ণদাবী ইহা নয়। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন তথা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট পশ্চিম বাংলার প্রতি যে অমার্জ্জনীয় অন্যায় ও নির্লজ্জ অবিচার করিয়াছেন—তাহার কোনও সুবিচার এই পাঁচটি থানা পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির দ্বারা হইবে না। বিহার ও আসামের বহু বিস্তীর্ণ বাংলাভাষী অঞ্চলগুলি বাংলায় ফিরাইয়া না আনা পর্য্যন্ত এই অন্যায় ও অবিচার বাংলার জন-জীবনে শেলের মত বিঁধিয়া থাকিবে।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কলমের এক খোঁচায় মানভূমের শতাব্দীরও অধিক কালের অস্তিত্ব স্বাধীন ভারতের মানচিত্র হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। সুতরাং কেবল চাস, চন্দনকিয়ারী, চাণ্ডিল, ইচাগড় ও পটমদা থানা পুরুলিয়ায় ফিরিয়া আসিলেই মানভূমের এই ক্ষত জুড়াইবে না। ধানবাদ ও ধলভূমের কথা ভুলিবার নহে। ভারতের মানচিত্রে ন্যায় ও সম্মানের সহিত মানভূমের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারাই এই ক্ষতের উপশম হইবে।

তবে কেবল এই পাঁচটি থানা দাবীর কি যুক্তি আছে? কোন্ সমস্যার সমাধান এই পাঁচটি থানার পুরুলিয়াভুক্তি তথা বঙ্গভুক্তির দ্বারা হইবে? পূর্ব্বতন পুরুলিয়া সদর মহকুমার অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বরূপ এই পাঁচটি থানা বর্ত্তমান পুরুলিয়া জেলার সহিত অন্তর্ভুক্তির দাবী অতি সরল, স্বাভাবিক ও অপ্রতিরোধ্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজ্য-পুনর্গঠনের প্রশ্নে কমিশন "জেলা"কেই হস্তান্তরের প্রাথমিক ও অবিভাজ্য ভিত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু মানভূমের প্রশ্নে কমিশন নিজেদের ঘোষিত নীতির কোনও সম্মান দেওয়ার প্রয়োজন নিজেরাই বোধ করিলেন না; উপরন্তু, একটি মহকুমাকেও খণ্ডিত করিতে কমিশন দ্বিধা বা লজ্জা বোধ করিলেন না। ভুল তথ্য ও মানচিত্রের ভিত্তিতেই যে তাঁহারা চাস ও চন্দনকিয়ারী থানাকে পুরুলিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন—তাহা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। কতকগুলি মনগড়া সাক্ষ্য প্রমাণ কল্পনা করিয়া বিচারক যদি নিরীহ আসামীর প্রাণদণ্ডের বিধান দেন—তবে সে বিচার প্রহসন নয়—হত্যাকাণ্ড বলিয়াই গণ্য হইবে। সীমা কমিশনকে এই ঘাতকতার অভিযোগ হইতে মুক্ত করার জন্যও চাস ও চন্দনকিয়ারী থানাকে অবিলম্বে পুরুলিয়ার সহিত যুক্ত করা প্রয়োজন।

চাণ্ডিল, ইচাগড় ও পটমদা—এই তিনটি থানা সীমা কমিশন বঙ্গভুক্তির সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার "টাটা কোম্পানীর স্বার্থে এবং শাসন কার্য্যের সুবিধার" জন্য এই তিনটি থানা বিহারভুক্ত রাখিবার আদেশ দেন। পটমদা থানায় অবস্থিত 'ডিমনা নালা' হইতে জামসেদপুর সহরে জল সরবরাহ হয়। এই ডিমনা নালা প্রায় বিশ বর্গ মাইল এলাকা জুড়িয়া অবস্থিত। সুতরাং এই বিশ বর্গ মাইল এলাকার জন্য টাটা কোম্পানীর স্বার্থে প্রায় ছয় শত বর্গ মাইল এলাকা বিশিষ্ট তিনটি থানা বিহারে রাখা হইল। এই তিনটি থানার দুই লক্ষাধিক অধিবাসীর সুখ দুঃখ, মৌলিক অধিকার ও জীবন মরণের প্রশ্ন অপেক্ষা টাটা কোম্পানীর কাল্পনিক স্বার্থই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বড়

হইল! আবার টাটা কোম্পানীর স্বার্থের যুক্তিও অদ্ভুত! পটমদা থানা বঙ্গভুক্ত হইলে কি ডিমনা নালা হইতে জামসেদপুরে জল সরবরাহ বাংলা সরকার বন্ধ করিয়া দিতেন? টাটার কারখানার জন্য একান্ত অপরিহার্য্য লৌহপিণ্ডের সরবরাহ উড়িষ্যার এক খনি অঞ্চল হইতে হয়। টাটা কোম্পানীর স্বার্থে উড়িষ্যার এই খনি অঞ্চলও কি তবে বিহারভুক্ত করিতে হইবে?

শাসনতান্ত্রিক সুবিধার ওজুহাতে এই তিনটি থানা বিহারে রাখার যুক্তি বিহার সরকারের সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের নির্লজ্জ চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নহে। সমগ্র মানভূম জেলায় বাংলা-ভাষা দমনে এবং হিন্দীর জোয়াল চাপানোর যে উন্মত্ত প্রচেষ্টা চলিয়াছিল—সম্পূর্ণরূপে বাংলা-ভাষী এই তিনটি থানায়ও তাহা আজও অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। হিন্দী শাসক গোষ্ঠীর ভাষা এই অঞ্চলের জনসাধারণ এক বিন্দুবিসর্গ না বোঝাতে শাসনকার্য্যে, শিক্ষা ব্যাপারে, আইন আদালতের কাজে, সরকারী গণসংযোগের ধারা, প্রভৃতি সর্ব্বক্ষেত্রেই চরম অরাজকতা বিরাজ করিতেছে। জমি জরীপ কার্য্য সংক্রান্ত দুর্নীতি ও অব্যবস্থায় জনসাধারণের দুর্গতি চরমে উঠিয়াছে। সুতরাং শাসন সংক্রান্ত সুবিধার প্রশ্নও নির্ভেজাল শঠতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সুতরাং দক্ষিণে এই তিনটি থানা এবং উত্তরে চাস ও চন্দনকিয়ারী এই দুইটি থানা পুরুলিয়ার সহিত সংযুক্ত করিবার প্রশ্নে শাসন সংক্রান্ত বা অন্য কোনও প্রকার বিন্দুমাত্র বাধা নাই। বিহার ও আসামের অন্যান্য বাংলাভাষী অঞ্চলের বঙ্গভুক্তির প্রশ্নে নূতন করিয়া তথ্য বিশ্লেষণ ও হস্তান্তর যোগ্য অঞ্চলের এলাকা ও সীমানা নির্দ্ধারণের সমস্যা উঠিতে পারে—কিন্তু এই পাঁচটি থানা সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ নাই। অধিকন্তু, এই কৃত্রিম ও জবরদস্তিমূলক বিচ্ছেদের ফলে সকল বিচ্ছিন্ন অংশের অর্থ নৈতিক, শাসন-তান্ত্রিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক জীবন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বতন পুরুলিয়া সদর মহকুমার আঞ্চলিক সংহতি আজ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। অতএব, অবিলম্বে এই পাঁচটি থানার পুরুলিয়াভুক্তি আজ সম্ভব করিতে হইবে।

পাঁচটি থানার দাবীতে পুরুলিয়া নাগরিক সঙ্ঘের প্রস্তাব

গত ১০ই নভেম্বর তারিখে নাগরিক সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শ্রীজ্যোতির্ময় দাসগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন।

"দ্বিভাষিক বোম্বাই রাজ্যকে সংশ্লিষ্ট মাহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যে বিভক্ত করার প্রশ্নে, ইহা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, জাগ্রত জনমতের নিকট নতি স্বীকার করিয়া সরকারকে তাহার অন্যায় ও জবরদস্তি-মূলক সিদ্ধান্ত আজই হউক বা কালই হউক পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যায়ের প্রতিবিধান করিতেই হইবে। সুতরাং বোম্বাই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অন্ততঃ আরেকটি সমস্যা বিচার করিতে হইবে যাহা লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জীবন ও আশা আকাঙ্খাকে অনুরূপভাবেই ভারাক্রান্ত ও কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছে এবং যাহার দ্বারা একটি বিশাল বাংলাভাষী সম্প্রদায় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত বিচার নির্লজ্জ অন্যায়প্রসূত বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-হস্তান্তর আইনের অপব্যবহারের ফলে পরস্পরের নিকট হইতে কৃত্রিম ও জবরদস্তিমূলকভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। সেই কারণে ভারত সরকার ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার দুইটিকে স্থানীয় অঞ্চলের জনসাধারণের সুস্পষ্ট অভিমত ও দাবী জানানো হউক এবং বিশেষ করিয়া ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগকে অবহিত করা হউক যাহাতে পুরাতন মানভূম জেলার পুরুলিয়া সদর মহকুমার ভৌগলিক অখণ্ডতা, অর্থনৈতিক সংহতি, শাসনতান্ত্রিক সুসমতা, এবং ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিহার রাজ্যের বর্ত্তমান ধানবাদ জেলার চাস ও চন্দনকিয়ারী থানা এবং সিংভূম জেলার সহিত চাণ্ডিল, ইচাগড় ও পটমদা থানা—এই পাঁচটি থানা পশ্চিমবঙ্গভুক্ত পুরুলিয়া জেলার সহিত অবিলম্বে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হউক—যাহাতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীরা সমভাবে উন্নতি ও বিকাশের সুযোগ পায়।"

বিহারেঅবস্থিতমানভূমেরবিচ্ছিন্নঅংশের বাংলাভাষীদের প্রতি নগ্ন উৎপীড়ন

সংখ্যালঘু কমিশনের পক্ষ হইতে তদন্ত

চাণ্ডিল ইচাগড় পটমদা চাষ চন্দনকেয়ারী থানায় সফর

এই সকল অঞ্চল হিন্দীভাষী বলিয়া বিহার সরকারের দাবী জ্বলন্ত মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত

বাংলাভাষার প্রতি বিহার সরকারের বিসদৃশ বৈষম্যমূলক আচরণ নগ্নরূপে উদ্‌ঘাটিত

বাংলা ভাষার অধিকার নষ্ট করিতে বিবিধ অপকৌশলের স্বরূপ প্রকাশ

বাংলা ভাষায় চিরাচরিত পড়চা দলিলের হিন্দী করণের জুলুম প্রমাণিত

চারিদিকে বাংলাভাষী জনগণের মাতৃভাষার রক্ষায় জাগ্রত দাবী

(বিশেষ প্রতিনিধি)

লোক সেবক সংঘের ক্রমান্বিত দাবী ও আন্দোলনের ফলে, ভারতের সংখ্যালঘু কমিশনের তথা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে চাণ্ডিল, ইচাগড়, পটমদা, চাষ ও চন্দনকেয়ারী থানায় বিগত ৪ই নভেম্বর হইতে ৮ই নভেম্বর পর্য্যন্ত জরুরী তথ্য দ্রুত তদন্ত কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। বিহারে অবস্থিত ঐ সকল বাংলাভাষী অঞ্চলে বাংলাভাষা জনসাধারণের উপর শিক্ষা, ভাষা শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে বিহার সরকার কর্ত্তৃক নিরবচ্ছিন্ন যে বৈষম্যমূলক আচরণ ও অত্যাচার চালান হইতেছে—যে দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে বলিয়া গুরুতর অভিযোগ সমূহ করা হইয়াছে—তাহার তথ্য প্রমাণ গ্রহণ করা এই তদন্তের বিষয়বস্তু ছিল।

তদন্তে যাহা প্রমাণিত হইয়াছে

পাঁচটি থানার বহু অভিযোগের তদন্ত করার জন্য নির্দ্ধারিত এই চারিদিন যদিও নিতান্ত কম সময়ই হইয়াছিল—তবুও এই চারিদিনের ব্যাপক দ্রুত ভ্রমণেও সংশয়াতীত জলন্ত ব্যাপক যে তথ্য প্রমাণ সমূহ পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে,—(১) চারিদিকে সকল লোকের—প্রায় শতকরা সকল লোকের ভাষা বাংলা; (২) আবহমান কাল হইতে পড়চা, দলিল, কাগজপত্র সমস্ত কিছু একমাত্র বাংলাভাষাতেই হইয়া আসিয়াছে,—কোথাও কোনো এক টুকরা কাগজে হিন্দীর একটি দাগ পর্য্যন্ত নাই—(৩) ইহা সত্ত্বেও বিহার সরকার জনগণের অপরিসীম অসুবিধা ও ক্ষতি করিয়া জবরদস্তি সমস্ত কাগজপত্র, পড়চা দলিল, নোটিশ, রসিদ, চেকদাখিলা হিন্দীতে প্রদান করিতেছেন; এবং (৪) ইহাও স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিহার সরকার বাংলা ভাষার প্রতি নগ্ন বৈষম্যমূলক আচরণ করিতেছেন এবং বিবিধ অপকৌশলে বাংলাকে অপসারিত করার চেষ্টা করিতেছেন; (৫) সরকারী এই অবাঞ্ছিত কর্ম্মের লক্ষ্যে অসহিষ্ণু বিহার সরকার তথা সরকারী অফিসারদের দ্বারা যে দমনমূলক ও ভীতি

প্রদর্শনমূলক আচরণ করা হইতেছে—সহকারী কমিশনারের সম্মুখেই তাহা সুপরিস্ফুটভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। একমাত্র চন্দনকেয়ারীর কর্ম্মসূচি ব্যতীত সমগ্র কর্ম্মতালিকাটি শৃঙ্খলার সহিত নির্দ্ধারিত প্রায় সমস্ত ব্যবস্থামতই উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

ভূমিকাপট : সংঘের যোগাযোগ ও তদন্ত

মানভূমের যে সব অঞ্চল বিহারে থাকিয়া গেল, সেই সকল অঞ্চল সম্পূর্ণ বাংলাভাষী হওয়া সত্ত্বেও সেই সকল অঞ্চলের বাংলাভাষী জনসাধারণের শিক্ষা, ভাষা তথা অধিকারের উপর বিহার সরকার কর্ত্তৃক ক্রমাগত পীড়ন ও বৈষম্যমূলক ব্যবহার চলিতে থাকার জন্য এবং বিশেষ করিয়া ভূমি জরিপের ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের চিরাচরিত বাংলা পড়চা প্রভৃতি রাতারাতি হিন্দীতে রূপান্তরিত করার ব্যাপক ও দুঃসাহসিক ষড়যন্ত্র অনুষ্ঠিত হইতে থাকার জন্য—ইহার প্রতিকারে লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে সংঘের পরিচালক বিহার সরকারের সহিত গত একবৎসর হইতে যোগাযোগ আরম্ভ করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সংঘের এম, পি শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগাযোগ করিতে থাকেন ও লোকসভায় এবিষয়ে বিশদ তথ্যাদিসহ আলোচনা উত্থাপন করেন ও ভারতের সংখ্যালঘু কমিশনের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করেন। এবং অপর দিকে, ঐ সকল সংশ্লিষ্ট অঞ্চল হইতে জনসাধারণ ব্যাপকভাবে ঐ সকল অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও আন্দোলন করিতে থাকেন।

তদন্তের ভিত্তি

লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে বিভূতিবাবু অত্যাচারের উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলি তথ্য প্রেরণ করেন। এবিষয়ে বিহার সরকারের বক্তব্য কি— তাহা জানাইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে আহুত হইয়া বিহার সরকার ঘটনাসমূহ অস্বীকার করেন। কেন্দ্রীয় সরকার বিভূতিবাবুকে বিহার সরকারের উত্তর পাঠাইয়া দিলে, বিভূতিবাবু পুনরায় দৃঢ়তার সহিত বিশদ তথ্য সহযোগে জানান যে, বিহার সরকারের এই কৈফিয়ৎগুলি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে তদন্তের দাবী করিতে থাকা হয়।

তদন্তের সিদ্ধান্ত ও সংবাদ

ইহারই ফলস্বরূপ ভারতের সংখ্যালঘু কমিশনের কমিশনার শ্রী বি, মালিকের নিকট হইতে তদন্তের সিদ্ধান্ত প্রেরিত হয়। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি এলাহাবাদ হইতে শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্তকে এক পত্র দ্বারা জানান যে—এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনারকে চাণ্ডিল ইচাগড় পটমদা প্রভৃতি অঞ্চলে সরেজমিনে তদন্তের জন্য পাঠাইবার সিদ্ধান্ত হইতেছে। এবং তাহার পর সংসদ গত ৩০শে অক্টোবর এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার শ্রীহিম্মৎ সিং এক তারযোগে জানান, যে তিনি ৪ঠা নভেম্বর সন্ধ্যায় এলাহাবাদ হইতে চাণ্ডিল পৌঁছাইবেন এবং ৫ তারিখ হইতে ৮ তারিখ পর্য্যন্ত চাণ্ডিল ইচাগড় পটমদা, চাষ ও চন্দনকিয়ারী থানার সফর ও তদন্ত করিবেন। এবং জানান হয় যে, বিহার সরকারকেও এই তদন্তের বিষয় জানান হইয়াছে।

তদন্তের কর্মসূচী

বিহার সরকার দ্বারা উপদ্রবের যে সকল দৃষ্টান্ত লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে প্রেরিত হইয়াছিল—মূলতঃ সেই সকলের ভিত্তিতে তদন্তের একটি কর্মসূচি রচিত হয়—এবং তদন্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে তারিখ সহ সেই কর্মসূচি বিভূতিবাবুকে দেওয়া হয় এবং জানান হয় যে, অনুরূপ কর্মসূচি বিহার সরকারকে দেওয়া হইয়াছে। এই তদন্তের কার্য্যে সহযোগিতা করিতে লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি রাখার জন্য বিভূতিবাবুর নিকট শ্রীহিম্মৎ তার ও পত্র প্রেরণ করেন।

চাণ্ডিলে অভ্যর্থনা ও চাণ্ডিলে সরকারী ক্যাম্প

৪ঠা নভেম্বর সন্ধ্যার ট্রেনে শ্রীহিম্মৎ সিং পুরুলিয়া হইয়া চাণ্ডিল যান। পুরুলিয়া ষ্টেশনে বিভূতিবাবু তাঁহার সহিত যোগদান করেন ও চাণ্ডিলে আসেন। চাণ্ডিল ষ্টেশনে অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন—সরাইকেলার এস, ডি, ও, জেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সার্কেল অফিসার ও সাব-ইনসপেক্টার।

...র সরকারের পক্ষ হইতে চাণ্ডিল ডাক-বাংলায় ...ং সিংএর এবং তাঁহার সহিত আগত ও তাঁহার ... আগত কর্মচারীদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়। ...কে মূলকেন্দ্র করিয়া এই পাঁচ থানার সফর ...ন্ন হয়। শ্রীহিম্মৎ সিংএর সহিত তাঁহার এক ...কারী আগমন করেন।

...ণ্ডিলে জনসাধারণের ক্যাম্প

এই তদন্তের উদ্দেশ্যে ৬ঠা হইতেই সংবাদপত্রের ...তিনিধি চাণ্ডিলে আসিতে সুরু করেন। সংবাদ...ত্রের প্রতিনিধিদের তথা লোক সেবক সংঘের প্রতি...ধিদের থাকা ও খাওয়া দাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা চাণ্ডিলের ...সাধারণ গ্রহণ করেন। চাণ্ডিলে এই উদ্দেশ্যে এক ...ম্প সুরু হইয়া যায়। সমস্ত চাণ্ডিল বাজারের সর্ব...স্তরের জন-প্রতিনিধিগণের সম্মিলিত ব্যবস্থা ও সহ...যোগিতায় ক্যাম্প পরিচালিত হইতে থাকে এবং তথ্য...বলাদি সংগ্রহের জন্য গ্রামাঞ্চলে যোগাযোগের ব্যবস্থা ...রিতে থাকে। চারিদিকে এক সাড়া পড়িয়া যায়।

...রকারী প্রতিনিধিগণ

চাণ্ডিল, ইচাগড়, পটমদা থানার তদন্তে বিহার সর...কারের পক্ষে প্রতিনিধিরূপে সঙ্গে ছিলেন—জেলা শিক্ষা ...ফিসার, জেলা শিক্ষা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, শিক্ষাবিভাগীয় ...নস্পেক্টারগণ। এবং চাষের তদন্তে সরকারী প্রতি...ধিরূপে ছিলেন—বাগমারার এস, ডি, ও এবং শিক্ষা...ভাগীয় অফিসারসমূহ। ৮ই তারিখে তদন্তের শেষ ...নে চাষ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চাণ্ডিলে পুনরায় যে ...ন্ত কার্য্য হয়—তাহাতে শিক্ষাবিভাগীয় অন্যান্য অফি...রদের সহিত বাগমারার এস, ডি, ও এবং ধানবাদের ...ক্ষা বিভাগের ডেপুটি সুপারিনটেনডেণ্টও ছিলেন। ...হিম্মৎ সিংকে চাণ্ডিল অঞ্চল হইতে চাষ লইয়া যাইবার ...ন্যও ৬ই সন্ধ্যায় বাগমারার এস, ডি, ও, চাণ্ডিল ...াগমন করেন।

...লোক সেবক সংঘের প্রতিনিধি

সংঘের পক্ষে প্রতিনিধিরূপে সমগ্র তদন্তে উপস্থিত ...ছিলেন—শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত এম, পি ও লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ। ইঁহাদিগকে ...হায়তা করার জন্য সংঘের কেন্দ্রীয় বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্য হইতে ৪।৫ জন এবং প্রত্যেক থানায় থানায় বিশিষ্ট কর্মীগণ কর্ম-পরিচালনা করেন। কেন্দ্রীয় কর্মীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীলেডুমাঝি এম, এল, এ।

সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণ

আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি ৪ঠা তারিখে রাত্রে কলিকাতা হইতে চাণ্ডিল আগমন করেন ও ৮ই তারিখ পুনরায় চাণ্ডিলে তদন্ত কার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত তিনি বরাবর ছিলেন। মুক্তির প্রতিনিধিও ৪ঠা হইতে শেষ পর্য্যন্ত তদন্তের সঙ্গে থাকেন; কলিকাতা হইতে যুগান্তরের বিশেষ প্রতিনিধি ৬ই তারিখে চাণ্ডিলে আগমন করেন এবং পটমদা ও চাষ থানা সফরে যুক্ত হন। ষ্টেটসম্যানের ও ইণ্ডিয়ান নেশনের প্রতিনিধি ইচাগড় থানা সফরে যুক্ত হন।

অন্যান্য প্রতিনিধিগণ

চাণ্ডিল, ইচাগড়, পটমদা প্রভৃতি বর্ত্তমানে সিংভূম জেলার অন্তর্গত বলিয়া এবং ধলভূমের অভিযোগ সম্পর্কে কমিশনের সহিত যোগাযোগের উদ্দেশ্যে ধলভূম তথা সিংভূমের বিশিষ্ট জনসেবী শ্রীরবি চৌধুরী এই তদন্তে বরাবর যুক্ত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুনর্গঠন পরিষদ বরাবর বিহার আসামের বাংলাভাষী অঞ্চল সমূহের প্রতি সরকারী অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া আসিয়াছেন। সেজন্য এই তদন্ত উপলক্ষ্যে কলিকাতা হইতে এই পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকেশব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী চাণ্ডিলে ৫ই প্রাতে আগমন করেন ও তদন্তের শেষ পর্য্যন্ত যুক্ত ছিলেন।

চাণ্ডিলের একটি ঘটনা

৪ঠা রাত্রি কালে শ্রীহিম্মৎ সিং যখন চাণ্ডিল ষ্টেশন হইতে বাহিরে আগমন করিতেছিলেন—তখন ষ্টেশনের বাহিরেই সংলগ্ন মাঠে এক যাত্রা অনুষ্ঠিত হইতেছিল—তিনি দেখেন। প্রায় ৫।৬ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। তাঁহাকে জানান হয় যে, এই অভিনয়কে 'যাত্রা, বলে; এবং ইহা বাংলা সংস্কৃতির একটি বিশেষ অভিনয় ধারা; এই যাত্রায় বাংলাভাষাতেই পালাগান হইতেছে। এই সহস্র সহস্র লোক বাংলাভাষী বলিয়াই তাহারা এমন তন্ময় হইয়া পালাগান শুনিতেছে। বিহার সরকারের যে অফিসাররা ছিলেন তাঁহারা বা অপর কেহ

শ্রীহিম্মৎ সিংএর কাছে ইহা বলিতে সাহস করেন নাই যে, এই 'যাত্রা' হিন্দীতেই হইতেছে-বা যাহারা শুনিতেছে তাহারা হিন্দী ছাড়া বাংলা বোঝে না।

কর্মসূচীর পরিবর্তন

শ্রীহিম্মৎ সিং যে কর্মসূচি রচনা করেন—তাহার তারিখের অদল বদল করার প্রয়োজন হয়। দুইটি হাট দেখার প্রয়োজনে—হাটগুলি যে যে তারিখে-সেই তারিখগুলি অনুসারে কর্মতালিকার তারিখ পরিবর্তিত করার প্রয়োজন ঘটে। লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে হাটগুলি দেখার উপযোগিতার বিষয় জানান হইয়াছিল। সেই কারণে হিম্মৎ সিংও হাটগুলি দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তদনুসারে লোক সেবক সংঘের প্রতিনিধিদের পরামর্শক্রমে কর্মসূচি পরিবর্তিত হয়।

তদন্তের যানবাহন

সরকারের পক্ষ হইতে শ্রীহিম্মৎ সিংএর জন্য একটি জীপ রাখা হয়। কোনো সময়ে তাহার সহিত একটি মোটর গাড়ীও রাখা হয়। লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে একটি জিপ ও একটি মোটরগাড়ী এই চারিদিন ব্যাপী নিযুক্ত ছিল। সাংবাদিকগণ সুবিধা অনুসারে এই উভয় দলের যানবাহন ব্যবহার করেন।

আহারাদি

শ্রীহিম্মৎ সিং ও সরকারী কর্মচারীদের আহারাদি সাধারণতঃ চাণ্ডিল ডাকবাংলোয় ও একদিন চায় ডাক বাংলোয় সরকারী ব্যবস্থাপনায় হইয়াছিল। লোক সেবক সংঘের যোগাযোগে গ্রামাঞ্চলের সফরে বিভিন্ন স্থানে গ্রামবাসীগণ লোক সেবক সংঘের কর্মীবৃন্দ ও সংবাদপত্রের প্রতি নিধিদের তথা শ্রীহিম্মৎ সিং ও কর্মচারীদের আহারাদির ব্যবস্থা দ্বারা আপ্যায়ন করেন।

চাণ্ডিল থানার তদন্ত কার্য্য

৫ই নভেম্বর সকাল ৯টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চাণ্ডিল থানার তদন্ত কার্য্য হয়। চাণ্ডিল থানার যে গ্রামসমূহ পরিদর্শন করা হয় তাহা এই :—জামডি, রঘুনাথপুর, সীমা, গুণ্ডা, কেতুডা, বামনী হাট। দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের জন্য নিমডি লোকসেবায়তনে গমন করেন।

এই সফরতালিকায় সীমা ও গুণ্ডাগ্রাম দুইটির বিষয় একটি উল্লেখযোগ্য কথা আছে। লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট লিখিত অভিযোগ পত্রে বংলাভাষার প্রতি অত্যাচারের দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে সকল গ্রামের উল্লেখ করা হয়—তন্মধ্যে এই সীমা ও ও গুণ্ডার নাম দেওয়া হইয়াছিল। তদনুসারে এই গ্রামগুলিও তদন্তের বিষয় হয়। গুণ্ডা গ্রামটি ঐ অঞ্চলের কংগ্রেসী এম, এল, এর গ্রাম। এবং বিহার সরকারের হিন্দী সাম্রাজ্যবাদী অভিযানে সরকার এই দুইটি গ্রামে কতকগুলি করিয়া অনুচর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। সেই কারণে অনেকের ধারণা ছিল যে, এই গ্রাম দুটিতে বিহার সরকারের প্রভাব আছে এবং সেই কারণে এই গ্রামগুলির উল্লেখে তাঁহারা আপত্তিত হইয়াছিলেন যে, তথ্য সত্য হইলেও হয়তো বিহার সরকার এই গ্রামগুলিতে অনুচরদের দ্বারা মিথ্যা সাক্ষ্য ও দাবী করাইতে পারিবে।

এই বিষয়ে লোক সেবক সংঘের সচিবদের অভিমত জিজ্ঞাসিত হইলে তাঁহারা জানান যে,—"যে সকল গ্রামে বিহার সরকারের প্রচারকদের প্রভাব আছে বা সরকারী অনুচরদের প্রাধান্য আছে বলিয়া ধারণা দেওয়া হইয়াছে—সেই সকল গ্রামেই দুই চারিজন সরকারী অনুগ্রহভাজন ছাড়া আপামর জনসাধারণ যে সরকারী এই সকল অপচেষ্টার বিরোধী ও নিজ মাতৃভাষা রক্ষার জন্য ব্যগ্র—তাহাও এই সকল গ্রাম নির্বাচনের দ্বারাই প্রমাণিত হইবে।"

জামডি গ্রামের তদন্ত

৫ই সকালে প্রথমে যাত্রা শুরু করিয়া সীমা গুণ্ডার পথে যাইবার কালে পথিমধ্যে টাটা-পুরুলিয়া রাস্তার উপর জামডি গ্রামের পাশ দিয়া যাইবার সময় শ্রীহিম্মৎ সিং জামডি গ্রামের স্কুল দেখিবার জন্য গাড়ী বন্ধ করিতে বলেন। সেখানে থামা হয়। স্কুলটি রাস্তার ধারেই। হিন্দী স্কুল বেশ সুন্দর নূতন দালান। শিক্ষক জেলার বহিরাগত হিন্দীভাষী। শ্রীহিম্মৎ সিং শিক্ষককে স্কুলের ও গ্রামের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। শিক্ষক বলেন—হিন্দীভাষার মাধ্যমে পরিচালিত এই প্রাথমিক স্কুলটি তিন বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

'মিশ্রিত বাংলার' আবির্ভাব

শ্রীহিম্মৎ সিং এই গ্রামের বাসিন্দাদের পরিচয় লইতে গিয়া জানেন যে, ঐ গ্রামে অনেকগুলি ভূমিজ পরিবার আছে যাহারা আদিবাসী। তাহাদের ভাষার প্রশ্ন উঠিলে—গ্রামবাসীরা বলেন—ভূমিজদের আদিবাসী বুলি নাই—একমাত্র বাংলা ভাষাতেই তাহারা কথা বলেন। গ্রামের অন্যান্য অধিবাসীদের ভাষা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে গ্রামবাসীগণ বলেন যে, তাহা বাংলা। ইহাতে বিহারের জেলা শিক্ষা অফিসার বলেন যে—ইহা মিশ্রিত বাংলা। হিন্দী বাংলা মিশ্রিত। ইহাতে সংঘের প্রতিনিধি বলেন—ইহা যদিও আদৌ সত্য নহে—ইহা প্রমাণের দায়িত্ব অফিসারগণের। শ্রীহিম্মৎ সিং এই ভাষা মিশ্রিত কিনা জানিতে আগ্রহান্বিত হন। এই জামডি গ্রামের তদন্তের এক আধ ঘণ্টার মধ্যেই রঘুনাথপুর সীমা প্রভৃতি গ্রামের তদন্তে ইহার সন্দেহাতীত পরীক্ষা হইয়া যায়।

রঘুনাথপুর গ্রামের তদন্ত

জামডি হইতে চাণ্ডিল থানার রঘুনাথপুর গ্রামের এক স্কুলের সম্মুখে বেলা ১১॥টায় গাড়ীগুলি আসিয়া থামে। একটি হিন্দী এল, পি, স্কুল। ৭৮টি ছাত্র পড়তেছিল। শ্রীহিম্মৎ সিং পণ্ডিত মহাশয়কে প্রশ্ন শুরু করিলেন। উত্তরে জানা গেল হিন্দী স্কুল বেশী দিনের নহে। শ্রীহিম্মৎ সিং জিজ্ঞাসা করেন যে, যে-ছাত্রদের হিন্দী পড়ান হইতেছে—তাহাদের মাতৃভাষা কি—পণ্ডিত বলিলেন বাংলা। তাহার পর অফিসারদের দিকে তাকাইবার পর বলিলেন—বাংলা, তবে মেশা-মেশি—হিন্দী বাংলায় মিশ্রিত। সংঘের প্রতিনিধিরা পণ্ডিত মহাশয়কে এই বাংলার মধ্যে হিন্দী শব্দ কি কি আছে বলিতে বলেন। তিনি বলিতে পারিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর শ্রীহিম্মৎ সিং পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলেন যে, এই গ্রামের 'আবাদী' কত। পণ্ডিত বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া রহিলেন। সংঘের সচিব শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলিলেন পণ্ডিত মহাশয় হিন্দীভাষী বলিয়া 'আবাদী' বুঝিতে পারিতেছে না—এই হিন্দী বিশেষজ্ঞকে আপনি 'লোকসংখ্যা' কত জিজ্ঞাসা করুন—উনি উত্তর দিতে পারিবেন। তখন শ্রীহিম্মৎ সিং মৃদুহাস্য সহকারে জিজ্ঞাসা করেন—আপনার গ্রামের লোকসংখ্যা কত। তখন হিন্দী পণ্ডিত উত্তর দিতে পারেন। শ্রীহিম্মৎ সিং বলেন—বাংলায় আপনারা লোক সংখ্যা বলিয়া থাকেন ? সংঘ সচিবেরা বলেন—হ্যাঁ।

কুড়মালী তত্ত্বের শোচনীয় পরিণতি

অবস্থা বেগতিক বুঝিয়া পণ্ডিত মহাশয় পন্থা পরিবর্তন করিয়া বলেন—আমরা মাহাতো জাতি—কুর্মী সম্প্রদায়ের—আমাদের ভাষা বাংলা নহে—কুড়মালী। ইহাতে সংঘের সচিব শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলেন—আমি কুড়মালী কিছু কিছু জানি। আপনি পণ্ডিতকে আমার সহিত কুড়মালীতে কথা বলিতে বলুন। আমি জানি, পণ্ডিতজী কুড়মালীর এক বর্ণও জানেন না। ইহাতে শ্রীহিম্মৎ সিং পণ্ডিতের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকান। পণ্ডিত নীরব থাকিয়া হাসিতে থাকেন। সংঘের সচিব বলিলেন—শুধু ইনি নহেন—সমগ্র চাণ্ডিল ইচাগড় পটমদা থানায় কোনো কুর্মী কুড়মালীর এক বর্ণও জানেন না। সংঘের সচিব অফিসারদের দিকে তাকাইয়া বলেন—এই সত্যের বিরুদ্ধে যদি কাহারও বলিবার থাকে—তাহাদিগকে আমরা আহ্বান জানাইতেছি। অফিসারগণ তাঁহাদের বহু প্রচারিত মিশ্রিত ভাষার সহসা এই পরিণতিতে খুবই বিব্রত বোধ করিতে থাকেন। জেলা শিক্ষা অফিসার নিতান্ত ক্ষুব্ধ মর্ম্মাহত ও উত্তেজিত হইয়া বলেন—এই সকল লোককে বাধ্য করিয়া তাঁহাদের মাতৃভাষা ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সংঘ সচিব সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেন যে, তবে অফিসারের উক্তিতেই এখন প্রমাণিত হইতেছে—হিন্দী কেহ জানেন না—ইহার মিশ্রিত ভাষার দাবী ইহার মধ্যেই 'ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে' দাবীতে রূপান্তর লাভ করিল।

সীমা গ্রামের তদন্ত

তাহার পরক্ষণেই তদন্ত বাহিনী সীমা গ্রামে উপস্থিত হইলেন। গ্রামে প্রবেশ করিবার প্রথমেই গ্রাম প্রান্তে একটি অভিনব স্কুল দেখা গেল। ইহার চারিদিকের মাটির দেওয়ালগুলি প্রায় বারো আনা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। চালে খড় আদৌ নাই। ভগ্ন কাঠামো কোনো রকমে

দাঁড়াইয়া আছে। পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে জানা গেল—ইহাই বাংলা এল, পি স্কুল। ইহার এই অবস্থা কেন—শ্রীহিম্মৎ সিং এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে না করিতেই জেলা শিক্ষা অফিসার বলেন—বিগত ঝড়ে ইহার এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। সংঘের দিক হইতে বলা হইল—স্কুলের অবস্থা এমন করিয়া রাখা হয় কেন, যাহাতে ঝড়ে এভাবে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে। তাহা ছাড়া ভাঙিয়া পড়িয়া আছে মেরামতের আজও পর্য্যন্ত ব্যবস্থা কিছু হয় নাই। শ্রীহিম্মৎ সিং পণ্ডিতকে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, এই স্কুল বহু পুরাতন স্কুল—বহু বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। এবং জানা গেল—শিক্ষা বিভাগ হইতে অনুকূল সহযোগিতা লাভ হইতেছে না।

জনৈক মুখিয়ার আবির্ভাব

শিক্ষকের নিকট হইতে শ্রীহিম্মৎ সিং গ্রামের বিষয়ে তথ্যাদি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—ইতিমধ্যে অনেক গ্রামবাসী এই গ্রাম প্রান্তে আসিয়া হাজির হইলেন। তাঁহাদের সহিত গ্রাম পঞ্চায়েতের মুখিয়াও আসিলেন। মুখিয়া আসিতেই জেলা শিক্ষা অফিসার শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলিলেন—ইনিই সব তথ্য ভালভাবে বলিতে পারিবেন—আপনি ইহার কাছে তথ্য গ্রহণ করুন। তখন শ্রীহিম্মৎ সিং গ্রামে কি কি লোক আছেন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া—গ্রামের ভাষা কি জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে মুখিয়া বলিলেন—আমরা বাংলা বলি না—আমাদের মোটা ভাষা—হিন্দী বাংলা মিশ্রিত। লোক সেবক সংঘের প্রতিনিধিরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই ভাষায় কতভাগ হিন্দী আছে। তিনি বলিলেন—আধা আধি। তাঁহারা মুখিয়াকে উহা দেখাইতে বলিলেন। তাহাতে সক্ষম না হইয়া মুখিয়া বলিলেন—আমরা তো কলকাত্তার বাংলা বলিনা। ইহাতে সংঘের প্রতিনিধিরা শ্রীহিম্মৎ সিংকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, সমগ্র বাংলার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বাংলার বিভিন্ন চলতি রূপ—আঞ্চলিক রূপ আছে। এদিকেও আছে। তবে তাহা বাংলাই—ইহাতে হিন্দী কিছুই নাই। কিন্তু মুখিয়া দমিবার পাত্র নহেন। তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন—আমাদের মোটা ভাষা মিশ্রিত ভাষা। জেলা শিক্ষা অফিসারও পরম উৎসাহে সমর্থন করিতে লাগিলেন।

সীমাগ্রামে বাংলাভাষী নিতান্তই কম!

ইহার পর সকলে মিলিয়া গ্রামের অভ্যন্তরে যাওয়া গেল। যাইবার পথে হিন্দী স্কুল দেখা গেল। মাটির ঘর হইলেও—হিন্দী স্কুলটির নূতন গঠন ও মেরামত হইতেছে দেখা গেল। শ্রীহিম্মৎ সিং হিন্দী স্কুলের পরিচয় লইলেন এবং তাহার পর গ্রামের বসতির মধ্যে এক নিমতলায় তদন্তের বৈঠক বসিল। গ্রামের বহু লোক আসিয়া জমা হইলেন। গ্রামের বদ্ধিষ্ণু বিশিষ্ট লোকেরাও উপস্থিত হইলেন। সংঘের সচিব শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলিলেন—এই সকল অঞ্চলের জনগণের ভাষা কি তাহা পুরিষ্কার করিয়া আপনার জানিয়া লওয়া দরকার—কারণ বিহার সরকারের জবরদস্তি হিন্দী চালাইবার অন্যতম প্রধান অজুহাত হইল যে, জেলার ভাষা হিন্দী। ইহাতে বিভূতিবাবু বলিলেন যে, তাহা ছাড়া বিহার সরকার আমার অভিযোগের উত্তরে জানাইয়াছেন যে, সীমা গ্রামে বাংলাভাষীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। বিহার সরকারের এই উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি—এই গ্রামে প্রত্যেকটি লোক বাংলাভাষী—একজনেরও হিন্দী মাতৃভাষা নহে। আমাদের উক্তি সত্য, না, বিহার সরকারের, আপনাকে ইহা আজ এখানেই স্পষ্ট করিয়া যাচাই করিয়া যাইতে হইবে।

সরকারের উপযুক্ত সাক্ষী

ইহাতে জেলা শিক্ষা অফিসার বলিলেন—এই গ্রামের ভাষা মিশ্রিত ভাষা। হিন্দী বাংলা মেশামেশি। ইহাতে শ্রীহিম্মৎ সিং বলিলেন—তবে কি আমরা বুঝিব—ইহা দ্বিভাষী জায়গা? বিভূতিবাবু বলিলেন ইহা কখনই নয়। ইহা একভাষী জায়গা—সম্পূর্ণ বাংলাভাষী। তখন মুখিয়া পুনরায় ভাঙা হিন্দীতে বলিলেন—না হুজুর, আমাদের ভাষা মোটা ভাষা—আমরা হিন্দী শিখিতে চাই। আর আমরা হিন্দীও কিছু কিছু জানি। আমরা হিন্দী বলিতে পারিতেছি। ইহাতে সংঘের সচিব বলিলেন—টাটার বাজার প্রভৃতি গিয়া এবং অফিসারদের সহিত কয়েক বৎসর যাবত কথাবার্তার আদান প্রদান করিয়া দুই চারিজন সামান্য কিছু হিন্দী শিখিতে পারে—কিন্তু গ্রামের মেয়েদের বা শিশুদের

শিক্ষা করিলেই জানিবেন—তাহারা হিন্দী আদৌ জানে না। ইহাতে জেলা অফিসার শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলিলেন—এখানে উপস্থিত গ্রামবাসীর অনেকেই হিন্দী ভাষা বুঝিতেছে। সুতরাং ইহা মিশ্রিত ভাষা। ইহাতে শ্রীহিম্মৎ সিং বলিলেন—বুঝিলেই কোন প্রমাণ হয় না। আমি তো বাংলা জানি না—তথাপি বাংলা বলিলে আমারও কিছু কিছু ধারণা হইতেছে। তেমনি হিন্দী বলিলে বাংলাভাষীদেরও ধারণা হইতে পারে। কারণ উভয় ভাষাতেই সাধারণ শব্দ বহু আছে।

বাংলা স্কুল কি রাম রাজত্বের আমলের?

ইহার পর শ্রীহিম্মৎ সিং উপস্থিত গ্রামবাসীদের নিকট হইতে স্কুল ও ভাষার পরিচয় লইতে থাকেন। প্রশ্নের উত্তরে গ্রামবাসীদের প্রতিনিধিরা যখন বলেন যে, এই বাংলা স্কুল বহু পুরাতন; তখন শ্রীহিম্মৎ সিং জিজ্ঞাসা করেন—ইহা কি একশত বৎসরেরও পুরাতন? তখন তাঁহারা বলেন—তাহারও বেশী পুরাতন—পিতৃপুরুষেরা আদিকালে বসতি যখন করিয়াছে—তখন হইতেই এই বাংলা স্কুল চলিতেছে। ইহাতে জেলা শিক্ষা অফিসার নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলেন—নিশ্চয়ই আপনাদের এই বাংলা স্কুল রামরাজত্বের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই? ইহাতে সংঘের সচিব উত্তর দেন—না, আমাদের বাংলা স্কুল রামরাজত্বের আমলে প্রতিষ্ঠিত হইবার ভাগ্য লাভ করে নাই—আপনাদের হিন্দী স্কুলগুলিই রামরাজত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ইহা শুনিয়া শ্রীহিম্মৎ সিং ও উপস্থিত সকলে হাস্য করিতে থাকেন। শ্রীহিম্মৎ সিংএর প্রশ্নে জানা যায়—হিন্দী স্কুল মাত্র ১৯৪৮ সাল হইতে চলিতেছে। ১৯৪৮ সাল হইতেই বিহারের হিন্দী অভিযান সুরু হইল—ইহা বিভূতিবাবু বুঝাইয়া দেন।

হিন্দীভাষার অত্যাচারঃ গ্রামবাসীদের অভিযোগ

তাহার পর গ্রামবাসীগণ শ্রীহিম্মৎ সিংকে তাঁহাদের ভাষা বিষয়ে ও তাঁহাদের অভিযোগ বিষয়ে বলিতে থাকেন। তাঁহারা বলেন—আমাদের ভাষা আদৌ মিশ্রিত ভাষা নহে—সম্পূর্ণ বাংলা—তবে চলতি ভাষায় আঞ্চলিকতা আছে—উহাত্ত বাংলাই। হিন্দী কোনো দিন জানি না। রেকর্ডপত্র, দলিল পড়চা যুগ যুগ ধরিয়া একমাত্র বাংলাতেই হইয়া আসিয়াছে। আজ কয়েক বৎসর যাবত বিহার সরকার জবরদস্তি চেক দাখিলা নোটিশপত্র হিন্দীতে করিয়া জনগণের অপরিসীম অসুবিধার কারণ হইয়াছেন। ইহার উপর জরিপের পড়চা হিন্দীতে হইতে চলিয়াছে—ইহা জানিয়া গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত হইয়াছে। গ্রামবাসীরা শ্রীহিম্মৎ সিংকে ব্যাকুলভাবে অনুরোধ জানান—অবিলম্বে আপনি এই সমস্ত জিনিষ বাংলা ভাষায় করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিন। এবং তাঁহারা বলেন ছেলেমেয়ে সকলেই বাংলাভাষী—অনর্থক হিন্দী স্কুল করিয়া অর্থের অপচয় করা হইতেছে; আর বাংলা শিক্ষার প্রতি অবহেলা করা হইতেছে। আমরা বাংলাতেই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা চাই।

এই বাংলায় কি আধ পয়সাও হিন্দীর দাবী আছে?

এই সময়ে পুনরায় মুখিয়া আগাইয়া আসিয়া বলেন—যখন আমাদের ভাষা বাংলা নহে—মোটাভাষা—মেশামেশি, তখন আমরা হিন্দীতেই শিক্ষা পাইতে চাই। ইহাতে সংঘের সচিব শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলেন যে, মুখিয়া বলিতেছেন—তাঁহার বাংলাভাষা হিন্দীর সহিত মিশ্রিত—এবং এমন কি আধাআধি। আপনি নিজে হিন্দী জানেন। উনি তাঁহার মিশ্রিত বাংলা আপনাকে বলুন—আপনি দেখুন উহাতে হিন্দী আছে কিনা এবং কত ভাগ হিন্দী আছে। ইহাতে শ্রীহিম্মৎ সিং মুখিয়ার নিকট জানিতে চাহেন—তাঁহার বাংলায় হিন্দী কি শব্দ ও কি পরিমাণ শব্দ আছে। ইহাতে মুখিয়া ইহার উত্তর দিতে না পারিয়া বলেন—হ্যাঁ, হিন্দী শব্দ আছে—তবে কম আছে—বাংলাই বেশী আছে—বাংলা চৌদ্দ আনা, হিন্দী দু আনা হইবে। ইহাতে সংঘের সচিব বলেন—দু আনাই যদি হয়—তাই বলুন না—হিন্দী শব্দ কি আছে—হিন্দীর স্বপক্ষে আপনি আধ পয়সাই যদি বলিতে পারেন তাই বলুন না। মুখিয়া কিছু বলিতে না পারিয়া সরিয়া পড়িলেন। মুখিয়ার এই সব কাণ্ড দেখিয়া বিরক্ত হইয়া গ্রামবাসী শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলিতে লাগিলেন—এসব মিথ্যা কথা, আপনি আমাদের ভাষা পরীক্ষা করুন—ইহা সম্পূর্ণ বাংলাভাষা—বাংলাভাষাতেই স্কুল চলুক—পড়চা দাখিলা চলুক—আপনি ব্যবস্থা করুন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

৪টি কারণ—কেন নর্টন
সাইকেলই আপনার সেরা সওদা

নর্টনের ফ্রেমই সবচেয়ে মজবুত (ভারতের শতকরা ৮০টি সাইকেল বিক্রায় এইরূপ ফ্রেম ব্যবহৃত হয়)

২। হ্যাণ্ডলবার—ক্রোম প্রলেপযুক্ত এবং মর্চিচা-মুক্ত অধিকতর আরামের জন্য উৎযুক্তভাবে গঠিত

৩। রাস্তার ঝাঁকানি ও ধাক্কা সামলাইবার জন্য নর্টনের ফর্ক বিশেষ স্প্রিং যুক্ত।

৪। নর্টনের সেন্টার পুল ব্রেক দ্রুত ও নিরাপদ ভাবে গাড়ী থামায়।

অধিকতর স্বচ্ছন্দ ও সুখগতির জন্য নর্টনই আপনার সেরা খরিদ।

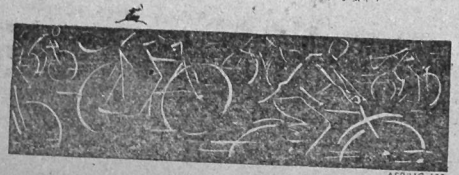

ASP/HC-150

বহু পরীক্ষিত স্বপ্নসিদ্ধ
"বিশ্ব নাথুর
যক্ষ্মারোগের অব্যর্থ ঔষধ
তরুণ রোগে ১ মাস
পুরাতন রোগে ৩ হইতে
মাসের মধ্যে আরোগ্য হয়।
প্রাপ্তিস্থান :
রামময়ী মেডিক্যাল হল
চক্রবাজার, পুরুলিয়া।
প্রো:—শ্রীবিন্ধ্যাচল প্রসা

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্র
দৈবশক্তি কবচ (
গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী,
ভগন্দর, মৃগী, গোদ, কুরণ্ড, কুষ্ঠ,
পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যা
যে কান রোগ নিশ্চিত আরোগ্য
বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ ল
হয়। কোন বিধি নিষেধ পা
করিতে হয় না। মাগুরিয়া নিবা
মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্ট্রিক আ
সার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং
গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত বি,
(গান্ধী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাই
ছেন। ১২নং মিলিত কবচের মূ
১৫৲ টাকা। স্পেশ্যাল ১৫৲ টা
ডাক খরচ ভিন্ন।
ডি, এন, সেন—এম, এ ;
এল, শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা (বিহার

কৃষি প্রচার ভবন
(মুক্তি প্রেস, ভবনে অবস্থিত)
বহু রকমের কলম ও চারা
গাছ আসিয়াছে। কফি, মূল
প্রভৃতি শীতের বীজ আসিয়াছে
আলু বীজ প্রভৃতি আসিতেছে
যাহার যাহা প্রয়োজন—আগে
জানাইলে কাজের সুবিধা হইবে
সেজন্য অনুরোধ জানাই।—
বিনীত—অরুণচন্দ্র ঘোষ

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সংখ্যালঘু কমিশন তদন্ত সংখ্যা (২)

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশ গুপ্ত

২০শ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৬—২৩শে নভেম্বর ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

সংখ্যালঘুদের দুর্দ্দশা সম্পর্কে কমিশনের মন্তব্য

"রাজ্য সরকারের সকল প্রকার বৈষম্যমূলক নীতির কবল হইতে সংখ্যালঘুদের কোনও রক্ষা কবচই ত্রাণ করিতে পারে না। রাজ্য সরকারের পর্য্যায়ে সরকারী কার্য্যধারা এত ব্যাপক যে জনসাধারণের জীবনের সকল ক্ষেত্রকেই প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রিত করে—এবং তাহাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক মানদণ্ডের স্বরূপ প্রতিফলিত করাও গণতান্ত্রিক সরকারের কর্তব্য। সুতরাং প্রতাপশালী সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি সংখ্যালঘুদের প্রতি বিরূপ হয়– তবে সংখ্যালঘুদের অবস্থা শোচনীয় হইতে বাধ্য"। (রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন রিপোর্ট – ২১৬ পৃষ্ঠা)

"সমস্যাটির অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল মাতৃভাষায় শিক্ষালাভে সংখ্যালঘুদের অধিকার, শাসনকার্য্যে সংখ্যালঘুদের ভাষার স্থান এবং সরকারী কার্য্যে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম এবং শাসন কার্য্যে ব্যবহৃত ভাষা—প্রকৃতপক্ষে, এই দুইটি বিষয়ই অপরিহার্য্যভাবে প্রত্যেক নাগরিকের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি স্পর্শ করে। সুতরাং আমাদের বিচারে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সমস্যার এইগুলিই হইল সারবস্তু।" (রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন রিপোর্ট ২০৯ পৃষ্ঠা)

সুতরাং ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনই সমস্যার একমাত্র সমাধান

Notice

In the matter of Bengal Co-operative Societies Act, 1940
and
In the matter of "The Purulia Central Co-operative Bank Ltd."

Notice is hereby given that the statutory audit of the above named Co-operative Bank for the year ended 30. 6. 59. has been taken up by me.

I, therefore, request every depositor, creditor, debtor and member of the said Bank to verify his individual credit and/or debit balance and the share balance, respectively, as the case may be, as at 30. 6. 59 with me in the Bank's Office (at Barakar Road, Purulia) on the 26th, 27th and 28th November, 1959 (between 2 P. M. to 4 P. M.).

Dated, the Purulia
20th Nov. 1959.

Sd/- A. Sarkar
District Auditor,
Co-operative Societies,
Purulia.

সহরের আসে পাশে বসন্ত দেখা দিয়াছে

আজই টীকা লউন—বিলম্ব করিবেন না

এই রোগের একমাত্র প্রতিষেধক হইল টীকা—বসন্তের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার এই একমাত্র উপায়। যাঁহারা টীকা লন নাই তাঁহাদের মধ্যেই বসন্তের আক্রমণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং মৃত্যুর হারও গুরুতর। আপনি নিজে টীকা না লইয়া থাকিলে আজই টীকা লউন, অপরকে টীকা দেওয়ান। শরীরে গুটী দেখা দেওয়া মাত্রই মিউনিসিপ্যাল অফিসে সংবাদ দিন এবং সকল কাজে মিউনিসিপ্যালিটীর সহিত সহযোগিতা করুন।

আপনি আজই টীকা লউন
নিজে বাঁচুন অপরকে বাঁচান

মিউনিসিপ্যালিটী অফিসে খবর দিলেই বিনা পয়সায় টীকা দেওয়া হয়।

হেল্‌থ অফিসার
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী

বিজ্ঞপ্তি

পুরুলিয়া জেলার সংস্কৃত পরীক্ষেচ্ছুক ছাত্রগণকে জানান হইতেছে যে এই জেলার সংস্কৃত যাবতীয় আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা পুরুলিয়া সহরের কোন এক নির্দ্দিষ্টস্থানে অনুষ্ঠিত হইবে ও পুরুলিয়া সংস্কৃত পরীক্ষা কেন্দ্র কমিটি পরীক্ষার্থীগণের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবেন। যাঁহারা এই বৎসর পরীক্ষাদানে ইচ্ছুক তাঁহারা অবিলম্বে নিম্নলিখিত ঠিকানা হইতে আবেদন পত্র সংগ্রহ করিয়া ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে পরীক্ষার ফি সহ ঐ ঠিকানায় জমা দিন। ১৫ই ডিসেম্বরের পর কোন পরীক্ষার্থীর নিকট আবেদন পত্র গ্রহণ করা হইবে না।

আবেদন পত্র সংগ্রহ ও প্রেরণের ঠিকানা :—

স্বামী মায়েশানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ তারক মঠ
(কেতিকা) পোঃ পুরুলিয়া

স্বামী মায়েশানন্দ
সম্পাদক
পুরুলিয়া সংস্কৃত পরীক্ষা কেন্দ্র
পুরুলিয়া

নাট্যাভিনয়ের সমারোহ

সদরপাড়া নাট্য সংঘ

গত ২৩।নভেম্বর তারিখে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া উপলক্ষে সদরপাড়া নাট্য সংঘ কর্ত্তৃক রাজার বেড় ময়দানে সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসুর প্রসিদ্ধ নাটক "ডাক বাংলো" সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়।

সর্ব্বশ্রীমান আশীষ কুমার মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ হালদার, সুধাংশু সেনগুপ্ত, অশোক রায়, হরনাথ চ্যাটার্জী, অরুণ আধিয়া, জয়ন্ত সিংহ, প্রিয়ব্রত সেনগুপ্ত, নিমাই বরাট, সুনীল দত্ত, প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন।

পুরুলিয়া মিউজিক্যাল ইনস্‌টিটিউট

গত ৫ই নভেম্বর তারিখে স্থানীয় রেলকর্ম্মীদের আমন্ত্রণে পুরুলিয়া মিউজিক্যাল ইন্সটিটিউট লোহার ডাঙ্গা

(১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

৬ই অগ্রহায়ণ, সোমবার

জওহর লাল নেহেরু

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এই উপলক্ষ্যে সমগ্র দেশে নানাভাবে নানা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইল এবং দেশ ও বিদেশের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের শুভেচ্ছায় প্রধান মন্ত্রী অভিনন্দিত হইলেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এক সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী নেহেরু পরিবারে যে শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল আজ তিনিই স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী।

বর্ত্তমান কংগ্রেস নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে নেহেরুর জীবনই সর্ব্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যময়, ঘটনা বহুল এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। দেশে ও বিদেশে জনপ্রিয়তায় তাঁহার স্থানই সর্ব্বোচ্চে এবং প্রতিষ্ঠাও সর্ব্বাধিক। সর্ব্বোপরি মহাত্মা গান্ধীর স্নেহধন্য ও মানসপুত্র রূপে জওহর লাল নেহেরুই গান্ধীজীর উত্তরাধিকারীরূপে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সেই জন্যই যোগ্যতর ও প্রবীনতর ব্যক্তি থাকা স্বত্বেও এই সকল বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী হওয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় জওহরলাল নেহেরুই কংগ্রেস কর্ত্তৃক ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচিত হন।

কালে ভদ্রে, এই মানব সমাজেই এক অসাধারণ পুরুষের আবির্ভাব হয়, যাঁহার অসামান্য প্রতিভা এবং অনন্য সাধনা উত্তরকালে এক নূতন যুগের সূচনা করিলেও তাঁহার কর্ম ও সাধনা, চিন্তা ও ভাবধারার সম্যক বিচার ও উপলব্ধি সমসাময়িক কালে সম্ভব হয় না। বহুকাল পরে তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত এবং মূল্যায়ন সম্ভব হয়। অন্যদিকে, আমাদের এই সাধারণ মানুষের মধ্যেই মাঝে মাঝে দুইচারিজন বিশেষ গুণ ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির উদ্ভব হয়—যাঁহারা স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও কর্ম্মশক্তির দ্বারা সাধারণের স্তর হইতে বহু উচ্চে আপনার আসন করিয়া লন—কিন্তু অসাধারণত্ব যাহাই থাকুক—ইঁহাদের জীবন বিচার সাম্প্রতিক কালেই করা চলে। জওহরলাল এই শেষোক্ত পর্য্যায়ে পড়েন। সুতরাং তাঁহার প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসরের রাজনৈতিক জীবনের কর্ম্ম ও সাধনা এবং প্রায় বারো বৎসর ব্যাপী এক বিরাট শাসনযন্ত্রের নায়কতার অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহার জীবন বিচার করা চলে।

নেহেরুর ভাব বিলাসী কবি মন সর্ব্বদাই সৌন্দর্য্য পিপাসায় আকুল; তাই চির-তুহিনাবৃত উত্তুঙ্গ হিমালয়ের অনবদ্য ও বিশাল সৌন্দর্য্য তাঁহার সর্ব্বকালের আকর্ষণ। কিন্তু ঘটনার আবর্ত্ত তাঁহাকে সুন্দরের সাধনা হইতে রাজনীতির স্রোতে টানিয়া আনিয়াছে এবং রাজনীতিই তাঁহার জীবনের কর্ম ও সাধনা হইলেও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের গুণাবলী তাই তাঁহার মধ্যে নাই।

নেহেরু চরিত্রেও এক বিশেষ অবস্থার মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বাল্যে, কৈশোরে ও যৌবনে তিনি স্নেহশীল কিন্তু কঠোর নিয়মনিষ্ঠ পিতার কঠিন শাসনে মানুষ হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার চরিত্রের অন্যান্য বহুগুণের স্ফুরণ হইলেও সকল বিষয়ে পিতৃনির্ভরশীলতার জন্য আত্মনির্ভরশীলতার অভাব তাঁহার চরিত্রে সুগভীর ছাপ রাখিয়া দেয়। পরবর্ত্তী রাজনৈতিক জীবনেও তিনি পিতার ও গান্ধীজীর বিশাল আশ্রয়ে পালিত ও চালিত হইয়াছেন। ফলে, নিজ স্বাধীন মত পোষণের বা প্রতিষ্ঠার অবকাশ পান নাই এবং কখনও কখনও সুযোগ ঘটিলেও তাহা দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতে পারেন নাই। তাই নেহেরু অসাধারণ কর্ম্মী পুরুষ হইলেও দেশের চিন্তা নায়ক তিনি নহেন—তাঁহার নিজস্ব কোনও মৌলিক চিন্তাধারাও নাই। সেই জন্যই তাঁহার চিন্তাধারায় বৈশিষ্ট্য ও স্থৈর্য্যের অভাব। সেই জন্যই আজ বিরাট রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়া যখন কোনও মহীরুহের মহৎ আশ্রয় হইতে নেহেরু বঞ্চিত হইলেন—তখন নেহেরু প্রায় দিশাহারা হইয়া তাঁহাকে পরিচালনার ভার তাঁহারই বশংবদ পার্শ্বচর ও অন্ধ স্তাবকদের হাতে অর্পণ করিলেন। দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে, শাসনতান্ত্রিক সংগঠনে, দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে, প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা পাই।

দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি নানা দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে বরণ করিয়াছেন—ব্যক্তিগত জীবনের বিলাস ও

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিতেও কখনও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই—বিশাল জনতার অকুণ্ঠ প্রশংসা এবং উদ্বেল অভিনন্দনে অভিভূত হইয়া দেশকে যেমন উদ্বোধিত করিয়াছেন, তেমনি দেশ প্রেমের উন্মাদনায় যে কোনও বিপদ আপদ বরণ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। কিন্তু জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করিয়া নিজ মত ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্য ভাবনাহীন চিত্তে অনিশ্চিত দুর্গম পথে একাকী যাত্রা করার বৈপ্লবিক সাহস ও নিষ্ঠা নেহেরুর চরিত্রে নাই।

স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে নেহেরুর "স্বাধীন ও নিরপেক্ষ" পররাষ্ট্রনীতি তাঁহাকে মহান্ মর্য্যাদা দান করে এবং দেশে ও বিদেশে নেহেরুকে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদরূপে আখ্যা দেওয়া হয়। বর্ত্তমান যুগের প্রচার পদ্ধতি এরূপ শক্তিশালী ও সর্ব্বগ্রাসী যে প্রচারের কুজ্ঝটিকা কাটাইয়া প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা সাধারণ মানুষের পক্ষে ত সম্ভব নহেই—বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির প্রাথমিক সাফল্যে ও জয়গানে অভিভূত হইয়া স্বয়ং নেহেরুও কেবল এশিয়ার অবিসংবাদী নেতাই নহে—নিজেকে হয়ত ভারতের ষ্ট্যালিনরূপে ইতিহাসে স্বাক্ষর রাখিয়া যাইবার আশা পোষণ করিতে থাকেন। কিন্তু রূঢ় বাস্তব সে স্বপ্ন চুরমার করিয়া দিয়াছে এবং নেহেরুর পররাষ্ট্রনীতি কতদূর স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সে বিচারেরও সময় আসিয়াছে। নেহেরুর পররাষ্ট্র নীতি ও দেশরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দূরদৃষ্টি, বাস্তব জ্ঞান ও বিচক্ষণতার একান্ত অভাব তাহা ক্রমশঃই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে এবং নেহেরু নীতি যে দেশকে রক্ষার পরিবর্ত্তে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে—এই আশঙ্কাই দেশবাসীকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

পররাষ্ট্র নীতির মতই নেহেরুর আভ্যন্তরীন ও স্বরাষ্ট্র-নীতি চরম ব্যর্থতার গ্লানিতে ধিক্কৃত। দেশের নাড়ীর সহিত নেহেরুর প্রত্যক্ষ কোনও যোগ নাই—মাটীর মানুষের ক্রন্দন তাঁহার ভাববিলাসী মনে কিছু কম্পন সৃষ্টি করিলেও গভীর অনুভূতির কোনও ঝঙ্কার তোলে না। তাই নেহেরুর অবাস্তব নীতি ও পরিকল্পনার খেসারৎ জোগাইতে দেশবাসীর মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকাইতে বসিয়াছে—দুনিয়ার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি হস্তে ধর্ণা পাড়িয়া সামান্য যাহা কিছু জুটিতেছে, তাহাও ভূতের পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ কর্মেই উজাড় হইয়া যাইতেছে। আর বৈদেশিক ঋণের দায়ে দেশ বন্ধক পড়িতেছে। পরিকল্পনার নামে কাজ যাহা হইতেছে তাহাতে বেসরকারী প্রাসাদবাসী এবং সরকারী প্রসাদজীবিদের অবাধ লুণ্ঠনের অবশেষে সামান্য ক্ষুদকুঁড়া মাত্র হয়ত কোথাও সাধারণ মানুষের কপালে জুটিতেছে। ফলে শাসনযন্ত্রের অনাচার ও সমাজের দুর্নীতি দেশকে অধঃপাতের পথেই টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধঃপতনের যুগে, বুদ্ধের সুমহান অবদানকে তাঁহার প্রশিষ্যমণ্ডলী যেমন তান্ত্রিক সাধনার আবরণে পঙ্কিল ও কলুষময় করিয়া দেশকে ব্যাভিচার দুর্নীতির রসাতলে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল;—তেমনি গান্ধীজীর মহান্ জীবন ও আদর্শকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া জওহরলালপ্রমুখ বিশিষ্ট গান্ধীশিষ্যগণ 'গান্ধীবাদের' তন্ত্রধারকরূপে ন্যায়, সত্য, নীতি, প্রেম ও আদর্শকে বলিদান করিয়া ভারত ভূমিকে এক মহাশ্মশান ভূমিতে রূপায়ণের জন্য গণতন্ত্রের শবসাধনায় মগ্ন। ক্ষমতার মদে প্রমত্ত রাজনীতির কলুষ কুটিল আবর্ত্ত আজ কেবল বিলাস ও ব্যাভিচারের স্রোত প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে।

নেহেরুর দেহ আজ অবসন্ন, মন স্বপ্ন-ভঙ্গ জনিত বেদনায় বিধুর। বিবেকের দংশন মাঝে মাঝে মনকে নাড়া দেয়—নৈতিক মানের অধঃপতনে কখনও কখনও হয়ত হৃদয়কে ব্যথিত করিয়াও তোলে। কিন্তু নেহেরুর অসহায় অক্ষমতা এই স্রোতকে রোধ করিবার কোনও পথ খুঁজিয়া পায় না। এই বর্ষিয়ান নেতার দীর্ঘছায়া সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া আছে। তাই দুরচক্রবালে এখনও কোনও আভাষ ফুটিয়া উঠে নাই—কবে এই মহা তামসিকতা দূর করিয়া নূতন সূর্য্য উদিত হইবে!

সংখ্যালঘু কমিশনের পাঁচথানা তদন্তে উদ্ঘাটিত

হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের সুপরিকল্পিত জুলুম

(তদন্তের পরবর্ত্তী বিবরণ)

মাতৃভাষা রক্ষায় চারিদিকে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত দাবী

বৈষম্যমূলক আচরণের দৃষ্টান্তসমূহ ঢাকিবার সরকারী অপচেষ্টা

মিথ্যার মুখোস খুলিয়া যাওয়ায় সরকারী অফিসারদের আক্রোশ

সহকারী কমিশনারের সামনেই উষ্মাপ্রকাশ ও গ্রামবাসীগণের প্রতি ধমক ও ভীতি প্রদর্শন

গ্রামে সরকারী অনুগ্রহভাজনদের দ্বারা বিঘ্ন সৃষ্টির অপচেষ্টা ঃ সত্যকে ঢাকিবার ব্যর্থ প্রয়াস

এই পাঁচ থানার বঙ্গভুক্তি ছাড়া উপদ্রবের প্রতিকার নাই

(বিশেষ প্রতিনিধি)

এই চারিদিনের জরুরী ও ক্ষিপ্র তদন্তে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, চাঙ্গিল ইচাগড় প্রভৃতি পাঁচ থানার ভাষাগত এই সকল দমন ও বৈষম্যের ব্যাপারসমূহ বেপরোয়া উপদ্রব, অত্যাচার ও মিথ্যাচারের আশ্রয় লইয়া করা হইতেছে। কমিশনের সামনেই সরকারী এই রুদ্রমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। সীমা গ্রামে যখন সরকারী অনুচরের মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানের বিরুদ্ধে সমগ্র গ্রামবাসী বিক্ষুব্ধ হইয়া সহকারী কমিশনারের সামনে নিজেদের ভাষার দাবী জানাইতেছিলেন; তখন বিহার সরকারের জেলা শিক্ষা অফিসার অন্তরের প্রচণ্ড উষ্মা চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া সরকারী কমিশনারের সামনেই উন্মত্তের ন্যায় গ্রামবাসীদের ধমকাইয়া চিৎকার করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন—"এখানে থাকিয়া বাংলা চাই, বাংলা চাই করিতেছ বাংলা পড়চা চাহিতেছ যাও তোমরা বাংলায় চলিয়া যাও যাও তোমাদের জমিজমা সব বাংলায় লইয়া যাও—বাংলার আন্দোলনকারীরা এখানে আসিয়া আজ যত উৎপাত করিতেছে"!!! কি ভয়াবহ কথা! বিহারে বসিয়া বাংলা ভাষার দাবী করিবার উপায় নাই—তাহাদের অত্যাচারের কথাও বলিবার উপায় নাই তাহ হইলেই বাংলার আন্দোলনকারী হইতে হইবে তাহা হইলেই বাংলায় চলিয়া যাইতে হইবে। (আর তাহার জন্য যে ভোজপুরা লাঠি উদ্যত হইয়া আছে তাহাও আমাদের অবিদিত নাই) আর 'জমিজমা সব বাংলায় লইয়া যাও ইহার অর্থ, বিহারে বসিয়া বাংলায় লিখিত পড়চা সহযোগে জমি ভোগ করিবার অত সখ চলিবে না। এত আব্দার কি লে পারো তো জমিজমা লইয়া বাংলায় সরিয়া পড়ো অর্থাৎ বাংলাভাষা হইয়া এখানে জমি ভোগ করা চলিবে না!

যাঁহারা আজ আমাদের মালিক

এই অফিসারদের আজ কি আকাশচুম্বী অহমিকা এবং জুলুম। ভারতবর্ষে হিন্দীভাষীদের সাম্রাজ্যের রাজত্বে অপর কাহারো মাতৃভাষা রক্ষা করিবার অধিকার নাই তাহাকে আপন ভাষা অধিকার-সংস্কৃতিবিহীন দাসের মত থাকিতে হইবে। কারণ ইঁহারাই আজ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মহি

মায় আমাদের সকলের উপরে মালিক। ইহাই আজ কংগ্রেসী সরকারের রাজনীতি; ইহাই আজ কংগ্রেসী সংবিধানের মহিমা ও কংগ্রেসী সাম্যবাদের মন্ত্র!!

ইহার প্রতিকারের একমাত্র যাহা পথ

এই ভাষাগত, শ্রেণীগত বৈষম্যসমূহের কোনো প্রতিকারই আজ ভারতবর্ষে কোথাও নাই। ভারতের কংগ্রেসী নেতৃত্ব আজ এই শ্রেণী বুদ্ধির প্রধান পরিপোষক। সেইজন্য এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে সংগ্রাম করিয়া, আন্দোলন করিয়া, যে যেভাবে খানিকটা বাঁচিবার পথ ও পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে। বিহারে থাকিয়া যেখানে এই সকল বাংলাভাষীদের অধিকার রক্ষার আর কোনো পথ আপাততঃ নাই—যেখানে একটা সমগ্র প্রাদেশিক সরকার নিয়ত বিবিধ জাজ্বল্যমান মিথ্যা তথ্য সৃষ্টি করিতেছেন—অগণিত লোকের ভাষা ও অধিকার নষ্ট করিবার জন্য—তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিবার জন্য, এবং যাহার সহিত, এমনকি কেন্দ্রীয় সর্ব্বোচ্চ নেতৃবৃন্দও জড়িত আছেন—(এবং যাহার অবিসম্বাদিত প্রমাণেরও কোনো অভাব নাই), সেখানে সেই অবস্থায় বাংলাভাষীদের স্বার্থ ও কল্যাণ কখনো অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে—ইহা ভাবাই অস্বাভাবিক। বিশেষ করিয়া সমগ্র বিহারের মধ্যে পুরুলিয়া জেলার জনগণের সহিত এই পাঁচ থানারলোক নির্ভীকতার সহিত আপন ভাষা ও অধিকার রক্ষায় অগ্রণীরূপে বিরামহীন সংগ্রাম করিয়াছে। সেইজন্য এই পাঁচ থানার জনসাধারণের উপর আজ বিহার সরকারের সমস্ত আক্রোশ গিয়া পড়িয়াছে। সেজন্য আজ সমগ্র বিহারের বাংলাভাষীদের মধ্যে এই থানাগুলির বাংলাভাষী জনসাধারণ আজ বিহার সরকারের হাতে সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে। ইহাদের দুর্গতির আজ অন্ত নাই। পূর্ব্বের চেয়েও আজ অধিকতর দমন, পীড়ন, অত্যাচার অবিচার ও বৈষম্য ইহাদের জীবনে নিরবচ্ছিন্নভাবে অপ্রতিহতগতিতে ঘটিয়া চলিয়াছে। কারণ পুরুলিয়া জেলা সরিয়া আসিয়াছে—ইহাদেরই একক লড়িতে হইতেছে। তবে অবিচার ও অত্যাচারের ক্ষেত্র এই থানাগুলিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিবার মত নির্ভীক যোদ্ধার অভাব নাই। তাহারা লড়াই করিয়া চলিতেছে। সেজন্য আজ লোক সেবক সংঘের কর্মীদের উপর যে সকল উপদ্রব ও বঞ্চনা চলিয়াছে—তাহা কর্মীরাই জানে। আজ শুধু পুরুলিয়া জেলার কেন—আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী জনসাধারণ—ভারতবর্ষের সকল স্থানের মহানুভব কর্মীসমাজের দায়িত্ব রহিয়াছে—এই পাঁচ থানার উৎপীড়িত বাংলাভাষী জনসাধারণের এই দুর্গতির অবসানের স্থায়ী ব্যবস্থা করা—অর্থাৎ অবিলম্বে এই পাঁচ থানাকে পুরুলিয়া জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা। সংখ্যালঘু কমিশনের তদন্তে যে পরিস্থিতি ও অবস্থা সমূহ নগ্ন তথা অবিসম্বাদীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—এবং প্রতিকারের উপায়রূপে যে ভাবনা উপস্থিত করিয়াছে—তাহাতে স্থায়ী সমাধানের পথ স্বরূপ—এই সমাধান-পন্থারই ইঙ্গিত-দান করিতেছে।

গুণ্ডা গ্রামের তদন্ত ঃ

নগ্ন বৈষম্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত ঃ গুণ্ডা গ্রামে পৌঁছিয়াই হিন্দী বাংলার বৈষম্য নগ্নরূপে প্রমাণিত হইয়া গেল। বিরাটকায় পাকা ইমারত লইয় রঙ বেরঙে চিত্রিত হইয়া গ্রামের একদিকে হিন্দী এম, ই স্কুল শোভা পাইতেছে—আর অন্যদিকে দুটি ছোট কুঠরী সম্বলিত ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘর লইয়া ভগ্নপ্রায় বাংলাস্কুল কোনোমতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—তাও চালে পুরা খড় নাই—দেওয়াল স্থানে স্থানে ভাঙ্গা। শ্রীহিম্মৎ সিং জিজ্ঞাসা করিলেন—বাংলা স্কুলটির এই দশা কেন? ইহাতে জেলা শিক্ষা অফিসার ধাঁ করিয়া বলিয়া দিলেন—গত ঝড়ে ইহার এই অবস্থা হইয়াছে। ইহাতে সংঘের সচিব বলিলেন—বাস্তবিকই ইহা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে, বিগত ঝড় যেখানে যত বাংলা স্কুলকেই ঘায়েল করিতে পারিয়াছে—কিন্তু কোথাও কোনো হিন্দী স্কুলকে এই ঝড় কাবু করিতে পারে নাই—হিন্দীস্কুলের এমনই আব্রু বল! ইহাতে শ্রীহিম্মৎ সিং ও অপর সকলে হাস্য করিলেন। তদন্তের বৈঠকটি গ্রামের মাঝখানে বাংলা-স্কুলের সামনেই বসিল।

খিড়কীর দরজা দিয়া

স্কুল দুইটির পরিচয় পাওয়া গেল। হিন্দীস্কুলে ৩টি শিক্ষক। ইহা বেসিক জুনিয়ার স্কুল। পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত আছে। বাংলা স্কুলটি নিম্ন প্রাথমিক স্কুল—৪০টি ছাত্র পড়ে—একটি কম বয়সের মেয়ে শিক্ষকতা করে—স্কুলে এই একটি মাত্র শিক্ষক। জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে জানা গেল—এইটি সম্পূর্ণরূপে বাংলাস্কুল—সরকারী তালিকায় বাংলাস্কুল বলিয়াই আছে। কিন্তু স্কুলের ভিতর গিয়া ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশুনা দেখিতে গিয়া একটি অভিনব জিনিষের পরিচয় পাওয়া গেল। দেখা গেল—ছেলে মেয়েদের বাংলা বইএর সহিত হিন্দী বই রহিয়াছে। ইহার বিসদৃশতা অনুভব করিয়া জেলা শিক্ষা অফিসার বলিলেন—লোকের হিন্দী পড়ার আগ্রহ এত বাড়িয়াছে যে, এই বাংলাস্কুলেও হিন্দী চলিতেছে। ইহাতে শ্রীহিম্মৎ সিং বলিলেন—বাংলা স্কুলে হিন্দী পড়ান কেন চলিতেছে? কে ইহার ব্যবস্থা করিয়াছে? শ্রীহিম্মৎ সিং আরো বলিলেন যে, বাংলা মাতৃভাষার মাধ্যমের সহিত হিন্দী যদি একটি বিষয়ে রূপেও পড়াইবার কথা ওঠে—তাহা হইলেও অন্যভাষী ছাত্রদের চতুর্থ শ্রেণীর পূর্ব্বে তাহা পড়াইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। জেলা শিক্ষা অফিসার মুস্কিলে পড়িলেন। সহসা মুখে যাহা যোগাইল আমতা আমতা করিয়া বলিয়া দিলেন। বলিলেন—বাংলা স্কুলে হিন্দী পড়াইতে তো আমরা বলি নাই—শিক্ষকও তো বিনা নির্দ্দেশে করিবে না—তবে বোধহয় ছেলেমেয়েরা নিজেরাই হিন্দী পড়িতেছে। সংঘের সচিব শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলিলেন—দেখুন, আমাদের দেশের অগ্রগতি আজ এত হইয়াছে যে, দুগ্ধপোষ্য শিশুরাই নিজ হতেই নিজেদের শিক্ষা লইবার স্বাবলম্বন শিখিয়া ফেলিয়াছে! সকলে হাস্য করিলেন। তাহার পর সংঘের সচিব বলিলেন যে, এইভাবে খিড়কীর দরজা দিয়া হিন্দীর প্রসার ও বাংলার বিতাড়ন ব্যবস্থা বিহার সরকারের কৌশল সমূহের মধ্যে অন্যতম এক কৌশল। সরকারী তালিকায় বাংলাস্কুল বলিয়া রাখা হইয়াছে কিন্তু কার্য্যতঃ উহাকে হিন্দীতে পরিণত করার সব আয়োজন ও ষড়যন্ত্র চলিতেছে!

রাজ্যভাষা বা রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দীর সীমাক্ষেত্র

এখানে বিভূতিবাবু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, যদি ধরিয়া লওয়াও যায় যে এই সব বাংলা স্কুলে পাঠ্যভাষারূপেও হিন্দী পড়ানো হইতেছে তাহা হইলেও বাংলাস্কুলে চতুর্থ শ্রেণীর পূর্ব্বে রাজ্যভাষা বা রাষ্ট্রভাষারূপে অন্যতম এক পাঠ্য বিষয় করিয়া হিন্দীকে চালানো তো বেআইনী কার্য্য হইতেছেই। অধিকন্তু, সর্ব্বভারতীয় নির্দেশক্রমে কোনো রাজ্য সরকার অপর ভাষাভাষী কোনো ছাত্র ছাত্রীকেই কোনো স্কুলেই চতুর্থ শ্রেণীর পূর্ব্বে হিন্দী পড়াইতে পারে না—এবং অপর ভাষী ছাত্রদের শিশু শ্রেণী হইতে মধ্যে কোনো ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ছাড়া হিন্দীর মাধ্যমে পড়াইতে পারে না। (অবশ্য যদি স্কুলে নির্দ্ধারিত সংখ্যক অপরভাষী ছাত্র থাকে।) সেই দৃষ্টিতে এই সব বাংলাভাষী অঞ্চলে হিন্দী স্কুল স্থাপনা কখনই সমাচীন হইতেছে না। ইহাতে জেলা শিক্ষা অফিসার বলিলেন—আমরা কি করিব? ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকেরা যদি মাতৃভাষা ছাড়িয়া হিন্দীতে পড়াইতে চায়—সেক্ষেত্রে আমরা হিন্দী স্কুল দিতে বাধ্য। ইহাতে সংঘের সচিব বলিলেন—কারসাজী ও ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্র ব্যতীত, পৃথিবীতে কোথাও দেখা যায় নাই যে, মানুষ আপন মাতৃভাষা ত্যাগ করিতেছে। বিভূতিবাবু বলিলেন 'নির্দ্দেশ আছে—ছাত্রছাত্রীর মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হইবে—এবং অভিভাবক মাত্র বলিতে পারেন যে,

তাঁহার ছেলে বা মেয়ের ভাষা কি। যাহা সত্য সেই ভাষা অনুসারেই সরকারকে শিক্ষার মাধ্যম স্থির করিতে হইবে। ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার সুবিধা, অগ্রগতি ও অধিকার লইয়া কথা। কোনো অভিভাবকও তাহার পুত্র কন্যাকে তাহাদের মাতৃভাষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না। বা সরকারী সুযোগ সুবিধার লোভে ছেলে মেয়ের শিক্ষাকে বাজারের পণ্য করিয়া তাহার মাতৃভাষাকে বিক্রয় করিতে পারেন না।

মাতৃভাষা ছাড়িয়া হিন্দী গ্রহণের রহস্য

এই আলোচনা কালে সংঘের সচিব বলিলেন যে, অভিভাবকেরা যাহাতে বাংলাস্কুলে ছাত্র না দিয়া হিন্দী স্কুলে ছাত্র পাঠান—তজ্জন্য বহু সরকারী কৌশল অবলম্বিত হইতেছে। হিন্দী স্কুলে যাহারা ছাত্র পাঠাইবেন তাহাদের জন্য বহুবিধ সুযোগ সুবিধার প্রলোভন রহিয়াছে—সরকারী ঋণ, বাঁধ কুয়ার ঠিকা, সংরক্ষিত জঙ্গলের কাঠ ও অন্যান্য বহুবিধ সরকারী অনুকূল্য তাহাদের জন্য সহজ ও উন্মুক্ত; আর যাহারা বাংলা স্কুল ধরিয়া থাকিবে—ঐ সকল বিষয়ে তাহাদের প্রতি বৈষম্য মূলক ব্যবস্থা ধারা চলিতে থাকিবে— ইহাই আজ বাস্তব ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা।

কংগ্রেসী এম, এল, এর 'কুড়মালী'

ইহার পর গ্রামের ভাষা লইয়া কথা উঠিল। গুণ্ডা গ্রামটি বড়—ইহাতে বহু লোকের বাস। শ্রীহিম্মৎ সিং জিজ্ঞাসা করিলেন—এই গ্রামের সকলের ভাষা কি? তখন ঐ অঞ্চলের কংগ্রেসী এম, এল, এ শ্রীধনঞ্জয় মাহাত বলিলেন—আমরা তো পুরা বাংলা বলি না—আমাদের ভাষা মিশ্রিত। বাংলাভাষীদের সহিত চলাফেরা করিতে হয় বলিয়া আমরা বাংলা শিখিয়াছি। ইহাতে শ্রীহিম্মৎ সিং বলিলেন—ঘরে আপনারা পুত্রকন্যা ও স্ত্রী লোকদের সহিত কি ভাষায় কথা বলেন? ইহাতে এম, এল, এ বলিলেন—ঘরে আমরা ছেলে মেয়েদের সহিত বাংলায় কথাবার্তা বলি না—'কুড়মালী ভাষায় কথাবার্তা বলি। ইহাতে সংঘের সচিব শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলেন যে, আমি কুড়মালী ভাষা জানি—আপনি এম, এল, একে আমার সহিত কুড়মালী ভাষায় কথা বলিতে বলুন; আমি জানি, উঁন কুড়মালী ভাষার একবর্ণও জানেন না। শ্রীহিম্মৎ সিং তখন এম, এল, একে সচিবের সহিত কুড়মালী ভাষায় কথা বলিতে ইঙ্গিত করিলেন। এম, এল, তখন কোনো কথা না বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। তিনি কুড়মালীর একবর্ণও জানেন না। সমবেত সকলে হাসিতে লাগিলেন। এই সময়ে সংঘের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলিলেন—এম, এল, এ যেমন কুর্মী সম্প্রদায়ের লোক—আমিও তেমনি কুর্মী সম্প্রদায়ের লোক—আমাদের উভয়ের ভাষাই সম্পূর্ণ বাংলা—কুড়মালী আদৌ নহে। তথাপি আমি কুড়মালী জানি;—আমি এম, এল, একে চ্যালেঞ্জ করিতেছি—তিনি কুড়মালীর এক অক্ষর জানেন না—আমার সহিত আসিয়া তিনি কুড়মালীতে কথা বলুন। কুর্মী সম্প্রদায়ের একজনের কাছ হইতে এই কথাবার্তা শ্রীহিম্মৎ সিং অত্যন্ত আগ্রহভরে শুনিলেন। এবং বুঝিলেন যে, এই কুড়মালীর দাবী নিতান্তই ভুয়া। এম, এল, এ তখন নীরবে কাষ্ঠহাসি হাসিতে ছিলেন।

ইহা দেখিবার জিনিষ যে, জনসাধারণের ভাষার অধিকার নষ্ট করিতে কিরূপ নগ্ন মিথ্যাচার সমূহের আশ্রয় করা হইতেছে। শুধু ইহা আজ নয়—বিগত দশ বৎসর হইতে এই ধারা চলিয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোকের ভাষাকে ইহারা এই ভাবে উড়াইয়া দিতে চায়, ইহা যেন জলন্ত দিবালোকে দিনে দুপুরে ডাকাতি।

একমাত্র বাংলাভাষাই আমরা বলি—

তখন শ্রীহিম্মৎ সিং সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহা হইলে ঘরে আপনারা বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন? এম, এল, এ শ্রীধনঞ্জয় মাহাত পুনরায় উত্তর দিয়া বলিলেন—বাংলাতেই বলা হয়—তবে পুরা বাংলা নহে। তখন সংঘের সচিব শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলিলেন—আপনি গ্রামের সমবেত এই সকল লোকের মধ্য হইতে যে কোনো একজনকে বাছাই করিয়া লইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন। পরণে ছিন্ন বসন—একটি মধ্যবয়সী সাধারণ ব্যক্তিকে বাছাই করিয়া শ্রীহিম্মৎ সিং বলিলেন—আপনি বলুন—আপনারা ঘরে কি ভাষায় মেয়েছেলেদের সহিত কথা বলেন। ইনি উত্তর দিলেন—বাংলা। শ্রীহিম্মৎ সিং জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই বাংলার সঙ্গে কোনোরূপ মেশামেশি ভাষায় কি কথা বলেন?

উত্তরে ইনি বলিলেন—না, কোনো মেশামেশি ভাষা নয়—শুধু বাংলা। শ্রীহিম্মৎ সিং সমস্ত লোকের দিকে তাকাইলেন—এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার আছে? না। সকলেই সম্মতি দিতেছে। শ্রীহিম্মৎ সিং রেকর্ড করিয়া লইলেন।

আদিবাসীদের ভাষা

পুনরায় এইখানে আদিবাসীদের ভাষার কথা উঠিল। সংঘের প্রতিনিধিরা শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলিলেন—এখানে আদিবাসীদের মধ্যে যত শ্রেণী আছে—তাহার মধ্যে সাঁওতালদের নিজস্ব বুলি আছে—তবে তাহাদেরও দ্বিতীয় মাতৃভাষা বা সাংস্কৃতিক জীবনের ভাষা বাংলা। অপর যে সকল আদিবাসী শ্রেণী সমূহ আছে ভূমিজ প্রভৃতি তাহাদের মাতৃভাষা একমাত্র বাংলা। তাহাদের অন্য কোনো নিজস্ব বুলি নাই। শ্রীহিম্মৎ সিং গ্রামবাসীদের কাছে ইহার সত্যতা যাচাই করিলেন। তিনি উত্তর পাইলেন—হাঁ।

হিন্দীপ্রসারের আর এক অভিনব

কৌশল: গ্রামবাসীর দাবী

তদন্ত বাহিনী অন্য গ্রামে যাইবার জন্য উঠিলে, এম, এল, এ শ্রীহিম্মৎ সিং ও সরকারী কর্মচারীদের এবং সাংবাদিকদিগকে চা খাওয়াইতে নিজগৃহে লইয়া গেলেন। ঘরটি এই তদন্ত বৈঠকের জায়গার পাশেই ছিল। গ্রামবাসীগণ সকলেই রাস্তায় সমবেত হইয়া একস্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—তাঁহারা শ্রীহিম্মৎ সিংকে আরো কিছু বলিবেন। লোক সেবক সংঘের প্রতিনিধিরাও শ্রীহিম্মৎ সিংএর জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসীগণ আসিয়া সংঘ-কর্মীদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—আমরা হাকিমকে বলিব—আমাদের পড়চা দাখিলা প্রভৃতি বাংলায় করার ব্যবস্থা হউক—নতুবা আমাদের সর্বনাশ হইবে। সরকার কাহারও কথা শুনিতেছে না—জবরদস্তি পড়চা দাখিলা সব কিছু হিন্দীতে করিয়া দিতেছে—পড়িতে না পারিলে আমরা কানার মত—অন্ধকারের মধ্যে বাস করিব। আমাদের কাহার কি সম্পত্তি ইহাতে কি বুঝিব—বহিরাগত হিন্দী-প্রচারকেরা ঠকাইয়া খাইবে—সরকারী লোকেরা ঘুষ লইয়া রেকর্ড যা-তাই করিয়া দিবে—আমরা কিছু বুঝিব না—আমাদের অধিকার সব নষ্ট হইবে। এই সব হিন্দী কাগজ পড়াইতে গেলে, দালালেরা কান মুলিয়া টাকা লইতেছে। সরকারী কাজকর্ম, কাগজপত্র, পড়চা দাখিলা সব হিন্দী হইয়া যাইতেছে—সেই জন্য আমরা অনেকে ভয়ে ভয়ে হিন্দী স্কুলে ছেলে পাঠাইতেছি—যাহাতে তাহারা অন্ততঃ সরকারী কাগজ পড়চা দাখিলা পড়িতে পারে—তাহার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তাও কি বাবা, মাতৃভাষা ছাড়িয়া অন্য ভাষা সকলে শিখিতে পাবে! আমরা যখন এখানে সকলে বাংলাভাষী—তখন কেন সরকার আমাদের পড়চা দাখিলা বাংলায় করিবে না—স্কুলে হিন্দী পড়ান বন্ধ করিয়া বাংলায় পড়াশুনার ব্যবস্থা করিবে না? সংঘ প্রতিনিধিরা বলিলেন—হাকিম বাহির হইলে আপনারা আপনাদের বক্তব্য হাকিমকে বলুন। শ্রীহিম্মৎ সিং ও অফিসারগণ বাহির হইয়া গ্রামান্তরে চলিয়া যাইতে রওনা হইলে—গ্রামবাসীরা তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলিলেন—আমরা কিছু বলিতে চাই। তিনি বলিলেন—বলুন। তাঁহাদের প্রতিনিধি বলিলেন—হিন্দীতে পড়চা দাখিলা হইলে আমাদের খুবই অসুবিধা হইবে। সব বাংলা করুন। স্কুলে হিন্দী পড়া বন্ধ করিয়া বাংলা করুন। আমরা বাংলা ভাষায় শিক্ষা চাই। শ্রীহিম্মৎ সিং বলিলেন—আমি আপনাদের অভিযোগ সব শুনিলাম। উপরে গিয়া আপনাদের দাবী জানাইব।

তদন্ত বাহিনী গুণ্ডাগ্রাম ছাড়াইয়া আগে অগ্রসর হইয়া গেলেন।

নিমডি লোকসেবায়তনের আতিথ্য

গুণ্ডা গ্রাম হইতে ফিরিয়া তদন্ত-বাহিনী নিমডি লোক সেবায়তনে উপস্থিত হইলেন। চাঙরা থানার এই নিমডি গ্রামে ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জামাতা শ্রীযুক্ত সুবোধ কুমার রায় ও তাঁহার কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী রায় এই গঠন-কর্মের প্রতিষ্ঠান—'লোক সেবায়তন' প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা আজ বহু বৎসর ধরিয়া চলিতেছে এবং বিহার সরকারের বহু উপদ্রবের ঝড় ঝাপটা ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। নিমডি গ্রামে যে মাধ্য-

মিক স্কুল ও শিশুভবন রহিয়াছে—তাহা এই লোক-সেবায়তনের কর্মীদের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। এই সংঘের পরিচালক সুবোধ বাবু এই কমিশনের তদন্তের কিছু দিন পূর্ব্বে এই সংখ্যালঘু কমিশনের নিকট এক অভিযোগ পত্র দিয়া—চাঙিল, ইচাগড়, পটমদা, ধলভূম প্রভৃতি স্থানের বাংলাভাষীদের অভিযোগের বিষয় সমূহ উপস্থিত করেন। এই কমিশনও সুবোধবাবুর সহিত যোগাযোগ ও আলোচনার জন্য আহ্বান করেন। তদন্তের সফরকালে দ্বিপ্রহরের সময় নিমডি গ্রাম পড়িবে বলিয়া, লোক সেবক সংঘের প্রতিনিধিগণ নিমডি লোক সেবায়তনে দ্বিপাহরিক আহারের জন্য সংখ্যালঘু কমিশনার ও তদন্তে যুক্ত অফিসার ও অপর সকলকে আমন্ত্রণ জানান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মণ্ডিত পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত পরিচ্ছন্ন এই আশ্রমটিতে বিশ্রামের উপভোগে সকলেই আনন্দিত হন। আশ্রমের মেয়েরা যত্ন সহকারে আহার ও আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন।

আহারাদির পর স্বতঃপ্রবৃত্ত আগ্রহে জেলা শিক্ষা অফিসার ও শিক্ষাবিভাগীয় অন্যান্য অফিসারগণ নিমডি স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ও অপর শিক্ষয়িত্রীদের সহিত আন্তরিকতার সহিত আলোচনা করেন এবং স্কুল সংক্রান্ত কতকগুলি বিভাগীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে অসুবিধাসমূহের নিরাকরণের ব্যবস্থা করেন। তাহার পর শ্রীহিম্মৎ সিং শিক্ষা অফিসারগণ, সংবাদপত্রের তথা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ও লোক সেবক সংঘের প্রতিনিধিগণ নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ সম্প্রীতির মধ্যে অবসরকালীন আলাপ-আলোচনা করেন। সংগ্রাম ক্ষেত্রে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য অগ্রিম কর্ত্তব্য করিতে হইলেও—সামাজিক জীবনের দৃষ্টিতে এই সকল অফিসারদের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তিগত কোনো আক্রোশ নাই—ইহার মধ্যে তাহারই একটি দৃষ্টান্তের পরিচয় ছিল। এই তদন্তের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আরো এইরূপ দৃষ্টান্তের পরিচয়ের অভাব ঘটে নাই। এই সকল আলোচনার মধ্যে সংঘের প্রতিনিধিগণ খোলাখুলিভাবেই বলেন যে, অধিকাংশ সময়েই এই সকল অফিসারগণ অত্যুৎসাহের পরিচয় দিলেও—সাধারণভাবে ব্যাপার এই যে, সরকারী এক দুষ্টচক্রের তাহারা অসহায় অঙ্গমাত্র—শাসনতন্ত্রের অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সমূহকে রূপায়িত করিতে তাহারা নিয়োজিত যন্ত্র মাত্র। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও—উহা অনুসরণ করিতে তাহারা বাধ্য।

সামান্য কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরই তদন্ত বাহিনী কেতুন্দার দিকে রওনা হইলেন। কেতুন্দা গ্রামে জমি সেটেলমেন্টের অফিস। সেখানে জমিজিরপ ব্যাপারে প্রত্যহই বহু লোকেরই সমাগম হয়। সেখানে গেলে জমি ও জরিপ সংক্রান্ত তথ্যাদি ও রেকর্ডপত্র পাওয়া যাইবে—এই জন্য ঐ স্থান নির্ব্বাচিত হইল। নিমডি গ্রাম পার হইয়া আমারা কেতুন্দা উপস্থিত হইলাম।

ক্রমশঃ

হরিপদ সাহিত্য মন্দির কর্ত্তৃক গৃহীত প্রস্তাব

এক একটি অঞ্চলের অনসাধারণের জীবন যাত্রা সাংস্কৃতিক বিকাশ, অর্থনৈতিক সংহতি, শাসনতান্ত্রিক সুসমতা প্রভৃতি যুগ যুগ ধরিয়া নিজ নিজ জেলাকে গেড়িয়া গড়িয়া ওঠায় জেলার আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করিবার গুরুতর প্রয়োজনে ভাষা ভিত্তিক প্রদেশ গঠনের প্রশ্নে জেলাকেই ভূমি হস্তান্তরের নিয়ম ও প্রাথমিক ভিত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু মানভূম জেলার ক্ষেত্রে রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সংশোধন সম্বলিত বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ ভূমি হস্তান্তর আইনের প্রয়োগে মানভূম জেলার শতাব্দীর অধিক কাল-ব্যাপী অস্তিত্বই কেবল ভারতের মানচিত্র হইতে বিলুপ্ত হইল না—সঙ্গে সঙ্গে ঐ জেলার প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ পুরুলিয়া সদর মহকুমাও তিনটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পনেরো লক্ষেরও অধিক বাংলাভাষীকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিল এবং সেই সঙ্গে সমগ্র অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্য্যস্ত শাসনতান্ত্রিক সমস্যা কণ্টকিত এবং সাংস্কৃতিক জীবন পর্য্যুদস্ত করিল।

সুতরাং এই সমগ্র অঞ্চলের বাংলাভাষী জনমণ্ডলীর উন্নতি ও বিকাশের সুযোগ অব্যাহত রাখিবার এবং বিহার ভুক্ত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের অধিকার রক্ষা করিবার অপরিহার্য্য প্রয়োজনে—ভারত সরকার ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারদ্বয়কে বিহার রাজ্যের ধানবাদ জেলার চাস চন্দনকিয়ারী থানা এবং সিংভূম জেলার চাঙিল-ইচাগড় পটমদা থানা—এই পাঁচটি থানা অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পুরুলিয়া জেলার সহিত অবিলম্বে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হউক।

(২য় পৃষ্ঠার পর)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত "সাজাহান" নাটক অভিনয় করেন। সুদূর লোহার ডাগায় বাংলাভাষীর সংখ্যা অল্প হইলেও প্রায় পাঁচ ছয় হাজার দর্শক এই অভিনয় দেখিতে সমবেত হন। ইন্ডাস্টিটিউটের ছাত্র শিল্পীগণ বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রতি ভূমিকার জন্য কলিকাতা হইতে দক্ষ অভিনেত্রীগণ আগমন করেন।

ঝাকরঞ্জন শাখার অভিনয় উদ্যম

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার) দপ্তরের লোক-রঞ্জন শাখার উদ্যোগে পুরুলিয়া নিউ সিনেমা হলে গত ১৭, ১৮ই ও ১৯শে নভেম্বর তারিখে লোক-রঞ্জন বিভাগ-প্রাপ্ত নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় প্রমুখদের রচিত নাটক অভিনীত হয়।

গত ২০শে ও ২১শে নভেম্বর তারিখে পুরুলিয়া থানার অভ্যন্তরেও লোক-রঞ্জন শাখা কর্ত্তৃক অভিনয় প্রদর্শিত হয়।

শিল্পীদের অভিনয় কৌশল ও মঞ্চের আলোক সজ্জা অতি উন্নত ধরণের হইয়াছিল।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া সংবাদ পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার দক্ষিণা দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না)

বাংলা আমলেও আবার বিহারের কুখ্যাত হিন্দী পন্থীদের গুণ্ডামী

ঝালিদা বাসীদের অভিযোগ

ঝালিদা হইতে সর্বশ্রী মণীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, শিশির গুপ্ত, সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, কালীপদ হালদার ও শশীভূষণ কৈবর্ত্ত অভিযোগ করিতেছেন—

শ্রী সাহনলাল ও রাজেন্দ্র পাঞ্জাবী ঝালদা ইণ্ডিয়ান সেল্‌-লোক কোম্পানীর মালিক। গত ১৩ই নভেম্বর সকাল ৮ টার সময় শ্রীরাজেন্দ্র পাঞ্জাবী ও কোম্পানীর ড্রাইভার শ্রীঅতুল ব্যানার্জ্জীর মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হয়। ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া রাজেন্দ্র বাবু ড্রাইভারকে গালাগালি দিয়া মারিতে সুরু করে। তাহার বড় ভাই সোহনলালের সামনে আরও ২।৪ জন ড্রাইভারকে ধরিয়া থাকে এবং রাজেন্দ্র জুতা ও চড় ঘুষি দ্বারা অতুলকে মারিতে মারিতে মাটিতে শুয়াইয়া ফেলে। তখন "ঠহরো শালেকো গোলী সে মার ডালেগা" বলিয়া রাজেন্দ্র রিভলভার আনিতে ভিতরে যাইলে অতুল ড্রাইভার প্রাণের ভয়ে পলাইয়া থানায় গিয়া ডায়েরী করে ও ডাক্তারী রিপোর্ট দাখিল করে। ইতিমধ্যে ঐ কুঠীর ও অন্যান্য কুঠীর শ্রমিকেরা ও জনসাধারণ বিপুল সংখ্যায় এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য থানা ঘেরিয়া ফেলেন। এই অবস্থায় স্থানীয় শ্রমিক কর্মী ও লোক সেবক কর্মীরা ডেপুটী কমিশনারের নিকট তার পাঠান এবং যাহাতে শান্তিভঙ্গ না হয় তজ্জন্য পুলিশকে অনুরোধ জানান।

পুলিশ তৎপরতার সহিত ধনী কুঠিয়ালের রক্ষার জন্য তাহার কুঠিতে পুলিশ পাহারা বসাইয়া দেয়।

শ্রীনিরঞ্জন মিশির ও শ্রীসন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য্য সাক্ষীদ্বয়ের মধ্যে গত ১৫।১১।৫৯ তারিখে থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা কেবল সাক্ষী শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য্যকে থানায় ডাকান এবং তাহার বিবৃতি লন। শ্রী ভট্টাচার্য্য তাঁহার বিবৃতিতে বলেন যে ঐ রাস্তা দিয়া নিজ মৌজা সারন্ধ গ্রামে যাওয়ার সময় রিভলভার হস্তে রাজেন্দ্রকে চীৎকার করিতে শুনেন, "কাহা হ্যায় সালে ড্রাইভার—ভাগ গিয়া নহিতো আভি গুলি করতে"।

থানার এ, এস, আই মন্তব্য করেন যে কেস হইলে ড্রাইভারের লাইসেন্স কেনসেল হইয়া যাইবে।

আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি যে বিহার আমলে যাহারা বিহার সরকারের সহিত মিতালী করিয়া বাংলা-ভাষীদের অকথ্য নির্য্যাতন করিয়াছে—বাংলাভাষীদের উপর গুণ্ডামীর জন্য ট্রাকে ট্রাকে ডাণ্ডা ও গুণ্ডা সরবরাহ করিয়াছে—সীমা কমিশনের সময় বাংলাভাষীদের ধন-জীবন ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করিয়া ঘরে ঘরে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছে; বাংলা আমলে—আবার সেই বিহার আমলের কুখ্যাত ব্যক্তিরা প্রকাশ্য দিবালোকে গুণ্ডামীতে ঝালদা সহরে নীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতেছে।

অবিলম্বে ইহার প্রতিকার না হইলে ঝালদার জনগণের মনে উক্ত ঘটনায় যে বিরাট ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে—তাহাই ধুমায়িত হইতে থাকিবে এবং বাংলার পুলিশও যে কুখ্যাত গুণ্ডাদের প্রশ্রয় দাতা এই অনুমানও বদ্ধমূল হইতে থাকিবে।

Regd. No. P—976 মুক্তি

৪টি কারণ—কেন নর্টন
সাইকেলই আপনার সেরা সওদা

নর্টনের ফ্রেমই সবচেয়ে মজবুত (ভারতের শতকরা ৮০টি সাইকেল রিক্সায় এইরূপ ফ্রেম ব্যবহৃত হয়)

২। হ্যাণ্ডলবার—ক্রোম প্লেটযুক্ত এবং মবিচা-মুক্ত অধিকতর আরামের জন্য উপযুক্তভাবে গঠিত

৩। রাস্তার ঝাঁকানি ও ধাক্কা সামলাইবার জন্য নর্টনের ফর্ক বিশেষ স্প্রিং যুক্ত।

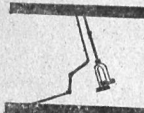

৪। নর্টনের সেণ্টার পুল ব্রেক দ্রুত ও নিরাপদ ভাবে গাড়ী থামায়।

অধিকতর স্বচ্ছন্দ ও সুখগতির জন্য নর্টনই আপনার সেরা খরিদ।

ASP/HC-150

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্র
দৈবশক্তি কবচ (
গ্রহশান্তি করিয়া হাপানি
ভগন্দর, মৃগী, গোদ, কুরণ্ড, কুষ্ঠ
পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ই
যে কান রোগ নিশ্চিত আরোগ্য
বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ
হয়। কোন বিধি নিষেধ
করিতে হয় না। মাগুরিয়া
মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্ট্রিক
সার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এ
গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত
(গান্ধী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পা
ছেন। ১২নং মিলিত্ কবচের
১৫৲ টাকা। স্পেশ্যাল ১৫০
ডাক খরচ ভিন্ন।
ডি, এন, সেন—এম, এ
এল, শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা (বিহ

ক্লাষ প্রচার ভবন
(মুক্তি প্রেস, ভবনে অবস্থি
বহু রকমের কলম ও চা
গাছ আসিয়াছে। কফি,
প্রভৃতি শীতের বীজ আসিয়া
আলু বীজ প্রভৃতি আসিতে
যাহার যাহা প্রয়োজন—অ
জান ইলে কাজের সুবিধা হই
সেজন্য অনুরোধ জানাই।—
বিনীত—অরুণচন্দ্র দে

দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রি
হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড
ও
সাপ্তাহিক দেশ
নিয়মিত পাঠ করুন।
স্থানীয় এজেণ্ট
গঙ্গাসাগর সিং
মেসার্স হিন্দুস্থান কেবি
পুরুলিয়া।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সংখ্যালঘু কমিশন তদন্ত সংখ্যা (৩)

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশ গুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৬—৩০শে নভেম্বর ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

এশিয়ার শান্তি বিঘ্নকারী
প্রজাতন্ত্রী চীন

লোকসভায়, বিধানসভায় এবং সমগ্র দেশব্যাপী চীনের বিশ্বাসঘাতকতা ধিক্কৃত

ভারতের উত্তর পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড প্রজাতন্ত্রী চীন কর্ত্তৃক জবরদস্তি দখলের চেষ্টা সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের পরিচায়ক এবং ভারতের সার্ব্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন করার এবং সংহতি বিনষ্ট করার ঘৃণ্য চেষ্টা বলিয়া লোকসভায়, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় এবং দেশব্যাপী প্রতিবাদ সভায় কম্যুনিষ্ট পার্টি ব্যতীত সকল দল ও সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ধিক্কৃত ও নিন্দিত হইয়াছে।

বিশ্বের সকল রাষ্ট্রই আজ শান্তির জন্য উৎসুক—সোভিয়েট ইউনিয়ন, আমেরিকা, প্রভৃতি বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিও অতি শক্তিশালী রণ সম্ভারে পূর্ব্বমাত্রায় সজ্জিত হইয়াও যুদ্ধের পথ পরিত্যাগ করিতে আগ্রহশীল। বিশ্বে একমাত্র চীন রাষ্ট্রই "জোর যার মুলুক তার" নীতি অনুসরণ করিয়া এশিয়ার তথা বিশ্বের শান্তি বিঘ্নিত করার স্পর্দ্ধা রাখে।

স্কুলফাইন্যাল পরীক্ষার্থী শিক্ষকগণের প্রতি

গত ১৬ই নভেম্বর শিক্ষক-পরীক্ষার্থীদের ফি ও আবেদন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ ছিল। আবেদনপত্র না পাওয়ার জন্য বা দেরীতে পাওয়ার জন্য বা ডি, আই মহাশয় প্রত্যাখান করার জন্য যে সকল শিক্ষক আবেদন পত্র বা ফি, দাখিল করিতে পারেন নাই তাঁহারা যেন আগামী **১৪ই ডিসেম্বরের** মধ্যে ফি ও আবেদনপত্র দাখিল করেন। বহু চেষ্টার পরে আমরা ১৪ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দিন পিছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছি। এবিষয় কিছু জানিবার থাকিলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। যাঁহারা আবেদনপত্র এখনও পান নাই তাঁহারা আবেদনপত্রের জন্য দরখাস্ত বোর্ডে করিবেন। ইতি—

শ্রীহরি গোপাল সরকার
সম্পাদক, মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘ
ও
সহ-সভাপতি, প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের বার্ষিক অনুষ্ঠান

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি **হরিপদ** সাহিত্য মন্দিরের **৩৮শ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে** সাহিত্য, সংস্কৃতি, গ্রন্থাগার ও কিশোর সম্মেলন এবং কৃষি, শিল্প, কলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে।

লোকসভা ও বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন

গত ১৬ই নভেম্বর হইতে লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন সুরু হইয়াছে। শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত লোকসভার অধিবেশনে যোগদানের জন্য গত ১২ই নভেম্বর দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন।

গত ২৩শে নভেম্বর হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন সুরু হওয়ায় শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ, ও লোক সেবক সংঘের অন্যান্য সদস্যগণ গত ২১শে নভেম্বর কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন।

জমি বিক্রয়

রেণী রোডের উপর পাকা রাস্তার ধারে এক বিঘা জমি পতিত পড়িয়া আছে, উক্ত জমি বিক্রয় করা হইবে। অনুসন্ধান করুন।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ নাগ
নাগ ব্রাদার্স
পুরুলিয়া

সহরের আসে পাশে বসন্ত দেখা দিয়াছে

আজই টীকা লউন—বিলম্ব করিবেন না

এই রোগের একমাত্র প্রতিষেধক হইল টীকা—বসন্তের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার এই একমাত্র উপায়। যাঁহারা টীকা লন নাই তাঁহাদের মধ্যেই বসন্তের আক্রমণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং মৃত্যুর হারও গুরুতর। আপনি নিজে টীকা না লইয়া থাকিলে আজই টীকা লউন, অপরকে টীকা দেওয়ান। শরীরে গুটী দেখা দেওয়া মাত্রই মিউনিসিপ্যাল অফিসে সংবাদ দিন এবং সকল কাজে মিউনিসিপ্যালিটীর সহিত সহযোগিতা করুন।

আপনি আজই টীকা লউন

নিজে বাঁচুন **অপরকে বাঁচান**

মিউনিসিপ্যালিটী অফিসে খবর দিলেই বিনা পয়সায় টীকা দেওয়া হয়।

হেল্‌থ অফিসার
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী

দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা
হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড
ও
সাপ্তাহিক দেশ
নিয়মিতপাঠ করুন।

বিঃ দ্রঃ—মানবাজার বলরামপুর বরাবাজার বাঘমুণ্ডি প্রভৃতি মফঃস্বলে আমাদের পত্রিকা বিক্রয়ার্থে স্থানীয় প্রতিনিধি চাই। বিশদ বিবরণের জন্য আমাদের সহিত যোগাযোগ করুন।

স্থানীয় এজেন্ট
গঙ্গাসাগর সিং
মেসার্স হিন্দুস্থান কেবিন
পুরুলিয়া।

মুক্তি

১৩ই অগ্রহায়ণ, সোমবার

দণ্ডকারণ্যে কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড

পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু ও সার্থক পুনর্বাসন যে কেন্দ্রীয় সরকার তথা কংগ্রেস চাহেন না—এ সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। বাংলার উদ্বাস্তুদের দরদে দরবিগলিত হইয়া প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সরকারের বা কংগ্রেসের যত্র মধু পর্য্যন্ত যতই কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করুন না কেন-নিত্য নানা ঘটনার মধ্য দিয়া ইহা-দের গূঢ় অভিসন্ধি নিত্যই প্রকাশ হইয়া প ড়-তেছে। দণ্ডকারণ্যের কেলেঙ্কারী এই তথ্যের অধুনাতম এবং জ্বলন্ত প্রমাণ।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যাটি কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক কত লঘুচিত্তে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার প্রমাণ পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহের চাঁদ খান্না স্বয়ং। এই পেশোয়ারী ভদ্র লোকটির পুনর্বাসনের আর অন্য কোনও উপায় না পাইয়া কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ বাংলার কংগ্রেসী কর্ণধারদের যোগসাজসে পশ্চিম-বঙ্গ হইতে ইহাকে রাজ্যসভার সদস্য করিয়া কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী করিলেন এবং বাংলার বুকে যাহাতে ভালমত চাপিয়া বসিতে পারেন তাহার সকল আয়োজন ও ব্যবস্থা করিলেন। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের নামে যে সরকারী ও বেসর-কারী লুণ্ঠন চলিতেছিল তাহা অব্যাহত থাকিল এবং কংগ্রেসের স্ফীতকায় উদর স্ফীততর হইতে লাগিল। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন খাতে কোটী কোটী টাকা খরচ হইতে থাকিল—কিন্তু উদ্বাস্তুগণ বাংলার পথে ঘাটে শৃগাল কুকুরের ন্যায় অথবা সুদূর কোনও উদ্বাস্তু শিবিরে অসহায় ও অরক্ষিত অবস্থায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থাকে গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য নানাদিক হইতে যখন তীব্র সমালোচনা ও আন্দোলন সুরু হইল তখন চাপে পড়িয়া এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মুখরক্ষার জন্য দণ্ডকারণ্য পরি-কল্পনা রচিত হইল।

হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল দণ্ডকারণ্যের বিস্তীর্ণ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সেই স্থানে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য একশত কোটী টাকার এক পরিকল্পনাও করা হইল এবং এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থা নামে একটি স্বয়ং শাসিত প্রতিষ্ঠানও করা হইল। শ্রীফ্লেচার নামে জনৈক অভিজ্ঞ সিভিলিয়ান এই সংস্থার প্রধান প্রশাসক নিযুক্ত হইলেন। ইহার পরই খান্না সাহেবের খেলা সুরু হইল।

পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন ইহার উদ্দেশ্য নহে, কারণ একশত কোটী টাকার এক বিরাট পরিকল্পনার সুযোগ সুবিধা পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা ভোগ দখল করিবে—তাহা নেহেরু-পন্থের ধ্বজাবাহী শ্রীমেহের চাঁদ খান্না কোন্ প্রাণে সহ্য করিবেন? তাই তিনি চাহিয়াছিলেন দণ্ড-কারণ্য উন্নয়ন সংস্থাটিকে শিখণ্ডীরূপে রাখিয়া নিজের অভিসন্ধি অনুযায়ী কলকাঠী নাড়িবেন ও কাজ চালাইবেন। কিন্তু পুনর্বাসন মন্ত্রীর সাধে প্রধান প্রশাসক শ্রীফ্লেচার বাধ সাধিলেন; কারণ তিনি শিখণ্ডী সাজিতে রাজি না হইয়া উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সমস্যাটিকে সত্যসত্যই গুরুত্ব দিয়া বসিলেন। পুনর্বাসন মন্ত্রীর বিশ্বস্ত অনুচরেরা গভীর অরণ্য অঞ্চলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের নামে গরু ভেড়ারও বাসের অযোগ্য কুটীরে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের বাঘ ভালুকের

মুখে পাঠাইবার যে সব পাকা বন্দোবস্ত করিতেছিলেন শ্রীফ্লেচার সেই সকল ত্রুটি ধরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কিন্তু খান্নাজীও হঠিবার পাত্র নহেন—গদীর সুযোগ লইয়া তিনি নানা কসরৎ দেখাইতে লাগিলেন—আসর বেশ জমিয়া উঠিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পেশোয়ারী পালোয়ানের নিকট সিভিলিয়ান ফ্লেচারকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। ফ্লেচার সাহেব বিদয় লইলেন।

দণ্ডকারণ্য কেলেঙ্কারীর অতি সামান্য মাত্রই এখনও পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে। ক্রমশঃ কুটীল, জটীল ও শয়তানী চক্রান্তের অনেক তথ্যই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আর শ্রীমেহের চাঁদ খান্না মেহেরবাণী করিয়া পুনর্বাসন দপ্তর আঁকড়াইয়া থাকিলে দণ্ডকারণ্যের কেলেঙ্কারীও কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডেই শেষ হইবে না,—লঙ্কা কাণ্ড পর্য্যন্ত অবধারিতভাবেই আগাইয়া যাইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

'সোনার পাথরবাটি' যে কেবল কথার কথা মাত্রই নয়—বাস্তব জগতে যে তাহার সত্যই অস্তিত্ব আছে—তাহার পরিচয় পাওয়া গেল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার) দপ্তরের "লোক রঞ্জন শাখা" হইতে। অবশ্য, অগ্রাঙ্গ জেলায় এই লোক রঞ্জনের কি ধারা সে সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা নাই—কিন্তু বঙ্গভুক্ত এই জেলায় লোক রঞ্জনের যে প্রথম পরিচয় লাভ হইল, তাহাতে এই শাখাটির নাম "আমলারঞ্জন" রাখিলেই শোভন ও সঙ্গত হইত বলিয়া মনে হয়। কারণ, সমগ্র ব্যবস্থাপনা হইতে আমলারঞ্জনের প্রয়াসটিই সুপরিস্ফুট—যদিও শেষের দিকে জেলখানায় কয়েদিরঞ্জনের কিছু ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই আমলাতান্ত্রিক সরকারের আমলারাই সর্ব্বস্ব—সুতরাং আমলাদের সরকার আমলাদের রঞ্জনের জন্য সকল ব্যবস্থাই করিতে পারেন—বলিবার কিছু নাই। অবশ্য বলিবার অঙ্গ আর কিছুই থাকিত না যদি এই সরকার রঞ্জন ব্যবস্থাটির ষোল আনা কড়ি "লোক" নাম গৌরী সেনকে গণিতে না হইত।

নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মহার্ঘতা দিনদিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সম্পর্কে অনেক বিষয় হয়ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারের বাহিরে। কিন্তু চিনি, কয়লা প্রভৃতি কয়েকটি আবশ্যকীয় দ্রব্য সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট হইলে কিছু সুব্যবস্থা করিতে পারেন। এই সংবাদ জেলায় কয়লা সাধারণতঃ ট্রাকে করিয়া ঝরিয়া অঞ্চল হইতে আসে। এই কয়লা আনা সম্পর্কে বিহার সরকার কোনরূপ বাধা না দিলেও বাংলা সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কড়াকড়িতে ট্রাকে কয়লা আনা বন্ধ হইয়া অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। বাংলা বিহার চেক পোষ্টগুলিতে ট্রাকের চালকের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের অঙ্গ নানা জুলুমের সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। ফলে, এই ব্যবস্থার সুরাহা না হওয়া পর্য্যন্ত ট্রাকে কয়লা আনা একরূপ বন্ধ আছে। সহরে কয়লার অভাব সৃষ্টি এবং দুর্মূল্যতার সম্ভাবনাও দেখা দিয়াছে। কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে অবহিত হইবেন আশা করি।

পুলিশ হাজত যে কিরূপ নারকীয় স্থান সে সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ বিভাগকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন—পুলিশ অত্যাচারের অভিযোগ আজকাল কেন এত বাড়িয়া যাইতেছে তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি। ...আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছি যদি এই ধরণের অভিযোগ আরও শোনা যায় তাহা হইলে পুলিশ হাজতের ব্যবস্থা চিরকালের মত তুলিয়া দিব এবং পুলিশের মধ্যে যাহারা আইনের অবজ্ঞা করিবে, পদমর্য্যাদা নির্বিশেষে আমার সমস্ত ক্ষমতা আমি প্রয়োগ করিব।"

কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কথা স্বতন্ত্র। মফঃস্বলের বিচারক হাকিমেরা পুলিশকেই সন্তুষ্ট করিতে ব্যস্ত—অনেকের চাকুরী হয়ত পুলিশ রিপোর্টের উপরই নির্ভর করে—তাঁহারা পুলিশকে চটাইবেন কিরূপে?

ত্থ্যালঘু কমিশনের পাঁচখানা তদন্তের পরবর্ত্তী বিবরণ

ন্দী সাম্রাজ্যবাদের প্রতিকারহীন জুলুম

অফিসারদের প্রকাশ্য উৎপাত

তুঙ্গা অফিস প্রাঙ্গনে সহস্রাধিক লোকের ব্যূহমধ্যে সহকারী কমিশনার

মাদের বাংলা পড়চা রাখিয়া দাও : হিন্দী পড়চার অবসান করো

কা বিষয়ে নগ্ন বৈষম্যের দৃষ্টান্ত সমূহ ঢাকা দিবার সরকারী চক্রান্ত সমূহের পরিকল্পনা

লাভাষার শাসন জীবনই আজ এই জুলুমের প্রতিকার

এই তদন্তের মধ্যে দেখিবার জিনিষ এই যে, সরকারী অফিসারগণ প্রকাশ্য জুলুম করিতেও ত নহেন। ইঁহারা জানেন ভারতীয় শাসনে ইঁহাদের পক্ষে মুরুব্বিরা আছেন—সেজন্যই আজ হাদের এত স্পর্দ্ধা। এই স্পর্দ্ধার জন্য ইহারা কেন্দ্রীয় তদন্তের সম্মুখেও উপদ্রব করিতে সাহস য়াছে। এই সমস্ত অবস্থা প্রমাণ করিতেছে—ভাষাগত শাসন ব্যতীত ইহার প্রতিকার নাই।

কতুঙ্গাগ্রামে তদন্ত

কেতুঙ্গা সেটেলমেণ্ট অফিস প্রাঙ্গণে পৌঁছিয়া দেখি াধিক লোক সেখানে রহিয়াছে। আমরা যাইতেই ৎসং সিংএর গাড়ীর চারিদিকে লোক জমা হইয়া ল। এই শত শত লোকের হাতে সাদাগাদা নথি-; নূতন পুরাতন দলিল-দস্তাবেজ সমূহ। তাঁহারা রে ব্যাকুলভাবে বিহার সরকারের বিরুদ্ধে এক তর অভিযোগ জানাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের া এক ব্যাপক আতঙ্ক পরিলক্ষিত হইল। এবিষয় তে গেলে একটু ভূমিকা জানা প্রয়োজন।

টেলমেণ্ট রেকর্ড ও সরকারী ষড়যন্ত্র

ঐ সব অঞ্চলে নতুন করিয়া জমি-জরিপ চলিতেছে। রায় নূতন করিয়া জমিজমার সত্বের পড়চা প্রস্তুত তে চলিয়াছে। বিহার সরকার তথা অফিসারেরা াহীন ভাবেই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, সম্পূর্ণ এই লাভাষী অঞ্চলগুলির জন্যও পড়চা নকসা সবই হিন্দী- ই হইবে। লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে তথা সংঘের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট জনগণের পক্ষ হইতে এই গুরুতর অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার ফলে, বিগত ২২শে জুন (১৯৫৯) তারিখে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের পক্ষ হইতে সংঘের পরিচালক শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষের কাছে জানান হয় যে, সেটেলমেণ্ট রেকর্ড সমূহ প্রাদেশিক ভাষা হিন্দীতেই করা হইবে—তবে যাঁহারা বাংলা বা উড়িয়া ভাষায় পড়চা চাহিবেন—তাঁহাদিগকে সেই ভাষাতেই পড়চা সরবরাহ করা হইবে।

জনগণকে প্রতারণার জন্য মুখোস পরা এই সিদ্ধান্ত আপাতঃদৃষ্টিতে অনেকের কাছে সরকারী এই সিদ্ধান্ত জনগণের প্রতি সহানুভূতি সূচক মনে হইবে। কিন্তু ইহা জনগণকে প্রতারণার কৌশল মাত্র। যেখানে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে জনসাধারণ প্রায় শতকরা সকলেই বাংলাভাষী সেখানে সকলের জন্য বাংলা না করিয়া—লক্ষ লক্ষ লোক আবেদন পত্র দিয়া চাহিতে পারিবে না—সুতরাং তাহারা বাংলা পড়চা পাইবে না। আর আবেদন পত্র কেহ রেজিষ্ট্রি ডাকে দিবে না—সুতরাং আবেদন পত্র গেলেও সেগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া,

ঘোষণা করিলেই হইবে—'কেহ বাংলা চায় নাই—সেজন্য হিন্দী দেওয়া হইয়াছে—সুতরাং বোঝা যাইতেছে—সকলেই হিন্দী পড়চার জন্য আগ্রহান্বিত।' উপরোক্ত এই সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চারিদিকে বিক্ষোভ ছড়াইয়া পড়িল। চারিদিকে জনগণের মধ্যে দাবী উঠিল—বাংলাভাষী এই সকল ব্যাপক অঞ্চলে বাংলা পড়চা দাও—যদি এখানে দুই চারিজন হিন্দী ভাষী থাকে তাহাদিগকে হিন্দীর জন্য আবেদন করিতে বল—ইহাই যুক্তিযুক্ত হয়।

হিন্দী পড়চায় আতঙ্ক

জনগণের এই ন্যায়সঙ্গত দাবীতেও সরকার নীরব থাকিয়া কাজে আগাইয়া যাইতে থাকেন। কাঁচা পড়চা হিন্দীতে দিতে সুরু করিলেন। যে বিষয় লোকের বিষয় সম্পত্তির ব্যাপার—জীবিকার যাহা মূল আশ্রয়—লোকেদের যাহা জীবন-সদৃশ—সেই সম্পত্তির স্বত্ব বিষয়ে তথ্যাদি যখন দুর্বোধ্য ভাষা ও অক্ষরে আসিয়া পড়িতে লাগিল—লোকে তখন আতঙ্কে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পড়চা কেহ পড়িতে পারে না—পড়িয়া দিবার লোকও পাওয়া দুষ্কর। দুই চারিজন বহিরাগত যাহারা হিন্দী-ভাষী—তাহাদের দিয়া পড়াইয়া লইবার জন্য দক্ষিণাও লাগে প্রচুর। তাহাদিগকে পাওয়াও মুস্কিল। আর পাইলেও নির্ভরযোগ্য নয়। হিন্দীভাষা জানেনা অথচ হিন্দী প্রচারকরূপে কুখ্যাত এরূপ কিছু ব্যক্তি আছে সত্য—লোকে তাহাদের কাছে পড়চা পড়াইতে ছুটিয়া যায়—তাহারা পড়িতেও পারে না—পণ্ডিতের মত পড়চা তুলিয়া ধরিয়া যাহা ইচ্ছা বলিয়া দেয়—তজ্জন্যও সেলামী দিয়া আসিতে হয়। অন্যদিকে আবার আমীনেরা প্রজাসাধারণের বাংলা বুঝিতে পারে না—ভাষা না বুঝিতে পারিয়া—ইহার জমি তাহার ঘাড়ে করিয়া কাজ সারিয়া চলিতেছে—এবং এই সকল অপকর্মসমূহের জন্যও তাহাদের পায়ে নৈবেদ্য চড়াইতে হইতেছে। এই ভাবে এক নারকীয় কাণ্ড চলিতেছে। যাহারা নিতান্তই অজ্ঞ—তাহারাও উপলব্ধি করিতেছে যে—এক ভাষার বিভ্রাটের জন্য তাহারা বহু প্রকারের উপদ্রব, প্রতারণা, হায়রানী ও আর্থিক ক্ষতির বিপর্যয়ে পড়িয়াছে। বহু কষ্ট করিয়া বহু বৎসর ধরিয়া সাধারণ মানুষের ভিতরে মাতৃভাষায় কিছু কিছু শিক্ষার প্রসার হইয়াছে—শিক্ষা লইয়াও তাহারা নিজেদের জমিজমা সং কাগজ পত্র দলিল পড়চা চেক দাখিলা সরকারী প্রভৃতি পড়িতে পরিত। আজ সেই শিক্ষা থা লোককে অন্ধকারে থাকিতে হইতেছে—হি উপদ্রবে। জীবন-সদৃশ এই সম্পত্তির অধিকার এই নষ্ট হইতে বসিতেছে দেখিয়া লোকে মরিয়া উঠিয়াছে। জনগণের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ এবং আতঙ্ক ক্ষিপ্রগতিতে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ি চারিদিকে লোকে চৈ চৈ তুলিয়াছে—হিন্দী বন্ধ ক বাংলা পড়চা চাই। ইহা না হইলে জনবিক্ষো কতদূর কিভাবে পড়াইবে—তাহা বুঝিবার ক্ষম এই সরকারের নাই।

হিন্দী পড়চায় আতঙ্কিত জনগণ ও সহসা ব্যাঘ্রের হু

জনগণের এই আন্দোলিত বিক্ষোভ ও আতঙ্ক হইয়া উঠিল—যেমনি তাহারা ভারত সরকারের হা শ্রীহিমত সিংএর সহানুভূতিসূচক মনোযোগ দেখি অমনি জনতার মধ্যে অগ্রণী ব্যক্তিরা আগাইয়া গেলে হিন্দী পড়চার বিষয়ে নিজেদের আতঙ্ক ও নিজে অপরিসীম দুর্গতির কথা বলিতে লাগিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অমনি ব্যাঘ্রের হুঙ্কারে এক বিকট ধমক বাহির হইয়া আসিল :—

"কেয়া তুমলোক বেঙ্গল মে জানে মাঙ্গতা হ্যায়

এই হুঙ্কার থামিল না—রোষায়িত গর্জনে পুনরায় চিৎ উঠিল—"চলা যাও বেঙ্গল মে।"—ইনি আর কে নহেন—সব চক্রান্তে ব্যর্থকাম সেই জেলা শিক্ষা অফি মহোদয়টি। আক্রোশে অগ্নিশর্মা হইয়া ফুঁসিতেছিলে

সঙ্গে সঙ্গে বিভূতিবাবুর কাছ হইতেও উপযুক্ত ধম আসিল—চুপ করুন, আপনি এই ভাবে কোনো ব বলিতে পাইবেন না—বারম্বার এই ভাবে আপনি উপদ্র করিতেছেন—লোকে কমিশনের কাছে নিজেদে কথা বলিতে চায়—এক্ষেত্রে উহাদিগকে ধম দিবার আপনার কোনো অধিকার নাই। আপনা ভাবিতেছেন—ধমক দিয়া সত্যকে চাপা দিয়া রাখিবেন আপনাদের সব চালাকি ধরা পড়িয়া যাইতেছে—

তাহাতেই এই অস্থিরতা। আপনি এই ভাবে অভদ্রতা করিবেন না—আমরা বরম্বার বলিতেছি।

শ্রীহিমৎ সিংও বিরক্ত হইয়া জেলা শিক্ষা অফিসারকে ধমক দিয়া বলিলেন—ইহারা আমার সহিত কথা বলিতে আসিয়াছে, আপনি চুপ করিয়া থাকুন।—কেন আপনি এই রকম করিতেছেন। এই বলিয়া তিনি জনসাধারণের বক্তব্য শুনিতে লাগিলেন।

হিন্দী বন্ধ করুন : হিন্দী বন্ধ করুন

জনসাধারণের বক্তব্য এই ছিল যে—এই সকল পুরাতন নকসা পড়চা দলিল সব বাংলা ভাষাতেই হইয়া আসিয়াছে আর আজ বিহার সরকার হিন্দীতে করিয়া দিতেছেন—তাহার ফলে জনগণের বহুবিধ অপরিসীম দুর্গতি হইতেছে। —শ্রীহিমৎ সিং পুরাতন বাংলা পড়চা দলিল চেক দাখিলা সমূহ দেখিয়া দেখিয়া নোট করিতে লাগিলেন এবং সাম্প্রতিক হিন্দীর উপদ্রবের নমুনাগুলিও নোট করিলেন। জনসাধারণ বারম্বার দাবী জানাইতে লাগিলেন—আপনি আদেশ দিয়া যান—নতুন পড়চা বাংলায় হউক। তিনি বলিলেন—আপনাদের সব কথা—সব অসুবিধার কথা আমি ফিরিয়া গিয়া উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাইতেছি। এই আশ্বাস দিয়া তিনি সেখানে হইতে বামনী হাট রওনা হইলেন। বিদায়কালে সেই সহস্রাধিক জনতা চারিদিক হইতে বারম্বার দাবী জানাইতে লাগিলেন—আমাদের বাংলা চাই—আমাদের বাংলা চাই—হিন্দী বন্ধ করুন—হিন্দী বন্ধ করুন।

আমাদের গাড়ী চলিয়া গেল—দূর হইতে শুনিলাম সেই আওয়াজ—হিন্দী বন্ধ করুন। হিন্দীর প্রতি ইহা আক্রোশ নয়। হিন্দী বন্ধ করুন—এই মিনতি সত্যই করুণ। হিন্দীর উপদ্রবে লাঞ্ছিত মানুষের দুর্গতি আজ সত্যই করুণ।

বামনী হাট

বামনী গ্রামে ছোট একটি হাট—সাপ্তাহিক হাট। হাটে ঘুরিয়া শ্রীহিমৎ সিং জনগণের ভাষা এবং এই দিকের জনগণের সাংস্কৃতিক জীবনধারা, মেয়েদের কাপড় পরার রীতি ইত্যাদি বাংলার সাংস্কৃতিক ধারা দেখিলেন। হাট দেখিয়া শ্রীহিমৎ সিং অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন—বলিলেন, এদিককার মানুষের আর্থিক দুর্গতি খুবই বেশী। এসব অঞ্চল অত্যন্ত অবহেলিত। কৃষিজাত দ্রব্য দেখিয়া বলিলেন—মাটিও অত্যন্ত অনুর্বর। তাহার উপর উন্নত কৃষির কোনো ব্যবস্থা নাই।

ভূমিজদের কি আদিবাসী ভাষাও নাই?

হাটে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখা হইল—৫২ মৌজার মালিক—তরফ পঞ্চ সরদার শ্রীশঙ্করী প্রসাদ সিং পাতরের সঙ্গে। ইহারা ভূমিজ সম্প্রদায়ের লোক। শ্রীহিমৎ সিং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাদের ভাষা কি? শ্রীপাতর বলিলেন—বাংলা। শ্রীহিমৎ সিং পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—ঘরে কি আপনারা আপনাদের আদিবাসী বুলি বলেন? শ্রীপাতর বলিলেন—না, আমাদের কোনো রকম আদিবাসী বুলি নাই—আমাদের ভাষা একমাত্র বাংলা। ইহা শুনিয়া শ্রীহিমৎ সিং আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কারণ এ বিষয়ে সরকারী দাবী তাঁহার জানাই ছিল। সরকারের যে দাবীই থাকুক—বাস্তব সত্যের সামনে আসিয়া—ভারত সরকারের প্রতিনিধির কাছে—ইহার বিরুদ্ধে প্রতি-দাবী জানাইবার মত বিহার সরকারের কোনো অফিসারের সাহস ছিল না। ইহাই সরকারের বহু বিঘোষিত ভূমিজালী ভাষার স্বরূপ। তথাপি এই সব মিথ্যাচার লইয়া দিনের পর দিন সরকারী কত উপদ্রবই না গিয়াছে—কত জুলুমই না গিয়াছে। এই জুলুমের কি অবসান হইবে?

ইহার উত্তর শ্রীহিমৎ সিং দিবেন। আপাততঃ আগামী দিনের কর্মবহুল ভ্রমণের জন্য শক্তিসঞ্চয় করিতে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে শ্রীহিমৎ সিং ও তদন্ত বাহিনী চাণ্ডিলের কেন্দ্রে ফিরিয়া গেলেন। চাণ্ডিলের বিশ্রাম কক্ষে বসিয়া, বহু প্রত্যাশিত এই তদন্তের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার বিষয়ে কি লিখিলেন—তাহা শ্রীহিমৎ সিংই জানেন। তবে আমরা জানি—সত্যকে পরিষ্কাররূপে জানিতে একদিনেই তিনি প্রচুর মালমশলা পাইয়াছেন। দেখা যাক আগামী আর তিন দিনের সঞ্চয়ে কি কি অভিনব জিনিষ পাওয়া গেল।

দ্বিতীয় দিনের সফর

প্রথম দিন চাণ্ডিল থানার গ্রাম সফর করিয়া, দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ৬ই নভেম্বর (১৯৫৯) তারিখে ইচাগড় থানা সফরে যাওয়া হইল। ইচাগড় থানায় গ্রামাঞ্চলের পথ-

ঘাট অত্যন্ত খারাপ। জিপ প্রভৃতির সফরও কষ্টসাধ্য ও অসুবিধাজনক। এই দিন কুঁকড়ুতে হাট ছিল। কুঁকড়ুর হাট বিখ্যাত। এই হাটে বিশেষ করিয়া ইচাগড় ও চাণ্ডিল থানার এবং এই থানা দুইটির আসপাশ অঞ্চলের বহু স্থানের হাজার হাজার নরনারী সমবেত হয়। টাটানগরের লেনদেনের বহু অংশ এই হাটে হয়। বহুস্থান হইতে ব্যবসাদারগণ এই হাটে আসে। শ্রীহিম্মৎ সিং এই হাটটি দেখিতে চান। সেজন্য স্থির হইল—প্রথম সিরুম গ্রামে গিয়া সেই গ্রামের অভিযোগ শুনিয়া কুঁকড়ুহাটের নিকটবর্তী ইচাডি গ্রামে যাওয়া হইবে—সেখান হইতে কুঁকড়ুহাট দেখিয়া ফেরা হইবে।

পথিমধ্যে হঠাৎ আদারডি-ঘটনার উদ্ভব

এই অনুসারে তদন্ত বাহিনী সকল ৮।৯টার সময় ইচাগড় থানার অভিমুখে রওনা হইল। চারিটি গাড়ী পর পর ছুটিয়া চলিয়াছে। চাণ্ডিল হইতে মাইল ৬।৭ আসিলে বড় রাস্তার পার্শ্ববর্তী আদারডি গ্রামের একদল লোক আমাদের গাড়ী থামাইলেন। সব গাড়ীগুলি থামিয়া গেল। লোকে সবক সংঘের সচিব গ্রামবাসীদের পরিচিত বলিয়া তাঁহারা সচিবকে কলিলেন—'আমরা হাকিমের কাছে আমাদের অভিযোগ জানাইতে চাই।' জানা গেল এই পথে তদন্ত বাহিনী আজ সকালে যাইবেন শুনিয়া ইহারা ভোর হইতে অপেক্ষা করিতেছেন। সচিব উহাদিগকে শ্রীহিম্মৎ সিংএর কাছে লইয়া গেলেন। দলের মধ্যে মুখপাত্র স্বরূপে আদারডি গ্রামের মুখিয়া শ্রীঈশ্বর চন্দ্র কুম্ভকার বলিলেন—হুজুর, আমাদের চাতরমার বাংলা স্কুলকে হিন্দী স্কুল করিয়া দেওয়া হইয়াছে—গ্রামের লোক হিন্দী চায় না, বাংলা চায়।

আবার মস্তিষ্ক বিকৃতি: কেয়া মাজতা হ্যায়

আর যায় কোথায়? শ্রীহিম্মৎ সিংএর পার্শ্বে উপবিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসার অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া চেঁচামেচি সুরু করিলেন—বাংলা, বাংলা। কেয়া মাজতা হ্যায়? বাংলামে জানে মাজতা হ্যায়? ইয়া, তুমলোগ বাংলা চাহতা হ্যায়?—সঙ্গে সঙ্গে সংঘের সচিব দৃঢ়তার সহিত আপত্তি করিলেন যে, এই ভদ্রলোকের এইভাবে ভীতি প্রদর্শন করিয়া লোকের মুখবন্ধ করিবার অপচেষ্টা অত্যন্ত খারাপ হইতেছে। শ্রীহিম্মৎ সিং অফিসারকে ধমক দিয়া বলিলেন—কেন আপনি এইরূপ আচরণ করিতেছেন?

কোন্ ব্যক্তিটি এক নম্বরের দালাল?

শ্রীহিম্মৎ সিং তখন আদারডির মুখিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই চাতরমায় পূর্ব্বে বরাবর বাংলাভাষার মাধ্যমে স্কুল ছিল কিনা এবং বাংলাকে উচ্ছেদ করিয়া উহা এখন হিন্দী স্কুলে পরিণত করা হইয়াছে কিনা। মুখিয়া বলিলেন—ইহাই প্রকৃত সত্য। শ্রীহিম্মৎ সিং বলিলেন—ইহা গুরুতর রকমের অভিযোগ; এই স্কুল আমি দেখিতে চাই। জেলা শিক্ষা অফিসার চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা—ইহা এক ষড়যন্ত্রমূলক অভিযোগ—এই ব্যক্তিটি এক নম্বরের দালাল। আমি চ্যালেঞ্জ করিতেছি—ইত্যাদি ইত্যাদি। বিভূতিবাবু তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—এই ভাবে আপত্তিজনক উক্তি সমূহ করিবার ইঁহার কি অধিকার আছে? এক ভদ্রলোক অভিযোগ আনিয়াছেন—বিচারের পূর্ব্বেই ইহাকে গালি দিবার অধিকার ইহাকে কে দিয়াছে? শ্রীহিম্মৎ সিংও বিরক্ত হইয়া অফিসারকে বলিলেন—আপনার এই আচরণ সত্যই আপত্তিজনক হইতেছে। আপনি চুপ করিয়া থাকুন। সংঘের সচিব তখন বলিলেন যে, জেলা শিক্ষা অধিকার যাঁহাকে দালাল বলিতেছেন তিনি সরকারেরই অফিসার পর্য্যায়ের লোক—ইনি পঞ্চায়েতের মুখিয়া। সুতরাং জেলা শিক্ষা অফিসার সরকারেরই একজন পদস্থ ব্যক্তিকেই দালাল বলিয়া অপদস্থ করিতেছেন। এই মুখিয়া সরকারী পঞ্চায়েতের ব্যক্তি হইয়াও সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন।

মুখ চাপা দিবার নূতনতর বাহানা

জেলা শিক্ষা অফিসার তখন মুখিয়াকে ধমকাইয়া বলিলেন যে, চাতরমা কি আপনার পঞ্চায়েতের অধীনে, যে, আপনি ইহার বিষয়ে কথা বলিতেছেন? ইহাতে মুখিয়া বলিলেন—চাতরমা পূর্ব্বে আমার পঞ্চায়েতেরই অধীনেই ছিল। সেজন্য এই গ্রামের বাসিন্দারা আমার কাছে অভিযোগ করায় আমি হাকিমের নিকট তাহাদের দুঃখকষ্ট জানাইতেছি। সংঘের সচিব বলিলেন—

কোনো অভিযোগকারীর অধিকারের সীমানা কতটুকু তাহার প্রশ্ন এখানে উঠাইবার কিছু নাই—অভিযোগ সত্য কিনা তাহাই প্রশ্ন। বিভূতিবাবু বলিলেন—ভারতের যে কেহ, যে কোনো স্থানের বা ব্যক্তির বিষয়ে অভিযোগ করিতে পারে।

এরূপ অভিযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ

জেলা শিক্ষা অফিসার তখন শ্রীহিম্মৎ সিংকে অভিমানভরে বলিলেন—এতবড় অভিযোগ আমাদের উপর করিতেছে—আমিও এই চাই এক্ষুনিই চাতরমা গ্রামে তদন্তে যাওয়া হোক। সব ফেলিয়া এখনিই ঐখানে যাইতে আমি রাজী আছি। (অফিসার জানিতেন—নির্দ্ধারিত কর্ম্মতালিকা ফেলিয়া সত্যই এখনই চাতরমা যাওয়া হইবে না।)। শ্রীহিম্মৎ সিং বলিলেন—আমিও এই গ্রামে গিয়া এরূপ একটি অভিযোগের তদন্ত করিতে চাই—। চালু বাংলা স্কুলকে বন্ধ করিয়া দিয়া বা উচ্ছেদ করিয়া একেবারে তাহার স্থলে হিন্দী স্কুল করিয়া দেওয়া—এরূপ অভিযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্য জায়গায় যাইবার সিদ্ধান্ত হইয়া আছে—সেই কর্ম্মতালিকা বাতিল করা চলিতে পারেনা—বরং আমরা শুদিকের কাজ শীঘ্র সারিয়া বৈকালে আসিয়া চাতরমা যাইব। শ্রীহিম্মৎ সিং চাতরমা স্কুলের বিষয়ে অভিযোগ সমূহ এবং অভিযোগকারীদের নাম প্রভৃতি নোট করিয়া লইলেন। এবং অন্যদিকেই ইহার সঙ্গে সঙ্গে চাতরমা স্কুলের বিষয়ে জেলা শিক্ষা অফিসারের মস্তিষ্কের নিভৃত কোণেও এক অভিনব পরিকল্পনা খেলিয়া গেল—যে পরিকল্পনার রূপায়ণ অচিরেই একটী ডিটেকটিভ গল্পের মত হইয়া দেখা দিল। পাঠকগণ চিন্তিত হইবেন না এই অভিনব চক্রান্তের উপভোগ্য ডিটেকটিভ গল্প হইতে তাঁহারা বাদ পড়িবেন না।

কেবল চাতরমা নয়—আরো আছে

যখন শ্রীহিম্মৎ সিং যাইবার জন্য উদ্যত, তখন আর একজন তাহার নিকট আগাইয়া আসিলেন—বলিলেন আমার কিছু বলিবার আছে। ইনি একজন এই অঞ্চলের বিশিষ্ট সমাজ সেবী—নিমডি গ্রামের শ্রীগোপাল চন্দ্র মাহাত। শ্রীহিম্মৎ সিং তাঁহার বক্তব্য শুনিতে চাহিলে তিনি বলিলেন—শুধু চাতরমা নয়—এই কাছাকাছি অঞ্চলেই অনেকগুলি বাংলা স্কুলকে হিন্দী স্কুলে পরিণত করা হইয়াছে। শ্রীহিম্মৎ সিং স্কুলগুলির নাম জমিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইলেন। শ্রীগোপাল মাহাত বলিয়া যাইতে লাগিলেন—তিনি নোট করিয়া লইতে লাগিলেন:—চিংড়া স্কুল, পাড়কিডি স্কুল, টেঙ্গাডি স্কুল। ইহার সব কয়টিতেই বাংলা চলিতেছিল—বাংলা উচ্ছেদ করিয়া হিন্দীতে পরিণত করার বিসদৃশ জুলুম এই গুলিতে করা হইয়াছে—এই অভিযোগ। যখন এই নোট করা হইতেছিল তখন কে জানিত—মাত্র দুইদিনের মধ্যে স্কুলগুলির মধ্যে টেঙ্গাডি স্কুলটিও একটি অভাবিত ব্যাপারের বিষয় হইয়া উঠিবে। পরের কথা পরে দেখা যাইবে—আপাততঃ ইচাগড় সফরে অগ্রসর হওয়া যাক।

(ক্রমশঃ)

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংশ্লিষ্ট বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ত দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না)

পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

বান্দোয়ান থানার ধাদকা গ্রামের শ্রীসত্য কিঙ্কর দাস অভিযোগ করিতেছেন:—গত ২৩শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার প্রবল বর্ষণের ফলে ধাদকা গ্রামের জানকী বাঁধের বুলান বাহির হইয়া যায়। জানকী বাঁধের পাশেই আমাদের ধানের জমি। ২৫শে ভাদ্র সকালে সকলেই ক্ষেতে জমিতে মাছ ধরিতে থাকে এবং আমরাও আমাদের নিজেদের জমিতে মাছ ধরি। ঐ বাঁধে শ্রীপ্রফুল্ল রায় ভাগে মাছ ছাড়িয়াছিল—তাহার লোকজনও আমাদের জমিতে মাছ ধরিতে থাকিলে ক্ষেতের ধান নষ্ট করার জন্য আমার দাদা শ্রীঅশ্বিনী কুমার দাস প্রফুল্লবাবুর লোকজনকে আমাদের ক্ষেত হইতে উঠাইয়া দেন। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় আলো জ্বালাইয়া বহুলোক মাছ ধরিতে সুরু করে—আমিও তখন ঘর হইতে সিয়াড়া পাটা আনাইয়া ক্ষেতে পাটা আড়ি। সংবাদ পাইয়া

প্রফুল্ল রায়, মুটুক ভূমিজ, ফকির সিং ভূতনাথ দাস প্রভৃতি কয়েকজন লাঠি হাতে আসিয়া উপস্থিত হয় ও আমাদের পাটা তুলিয়া দিয়া গালি গালাজ করিতে থাকে। আমাদের প্রতিবাদে কর্ণপাত করে না। তাহারা জোর পূর্ব্বক আমাদের জমিতে আবার পাটা আড়িয়া প্রায় ৪০টি মাছ ধরে। পরে, সেই রাত্রেই তাহারা মাছ ও পাটা লইয়া আমাদের তিন জনকে অর্থাৎ গুরুপদ দাস, চৈতন রজক ও আমাকে লতাপাড়ার তরফ সর্দ্দার শ্রীগোলক নাগের তহশীলদার শ্রীকানাই ব্যানার্জীর নিকট ধরিয়া লইয়া যায়। কানাইবাবু বন্দুক লইয়া উপস্থিত হন এবং বিষয়টি গোলকনাগের নিকট জানাইতে বলিলে প্রফুল্ল রায় ও তিলক দাস সেই রাত্রেই বান্দোয়ান রওনা হয়।

পরদিন ২৮শে চৈত্র সকালে বান্দোয়ান থানার ছোট বাবু ধাদকাতে উপস্থিত হন এবং আমাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট আছে বলেন। সেই সময়ে আমরা কেহই বাড়ীতে ছিলাম না—কেবল চৈতন রজক ছিল—তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়া দেওয়া হয়। আমাদের বৃদ্ধ পিতা উপস্থিত হইলে ছোটবাবু বলেন—"ঘর সার্চ্চ করিব"। সংবাদ পাইয়া আমরা যখন উপস্থিত হই—তখন ছোটবাবু আমাদের সকলকে বাঁধিয়া চালান দিবার হুকুম দেন। আমাদের কোনও অনুনয় বিনয়ে কর্ণপাত না করিলে, অবশেষে সিপাহীকে ৫৲ টাকা দেওয়াতে আমাদের আর বাঁধা হয় না। আমাদের গ্রেপ্তার করিয়া বৈকাল ৪-৫টা নাগাদ বান্দোয়ান থানায় আনা হয় এবং রাত্রি ১১টার সময় হাজতে বন্ধ করা হয়। আমার বৃদ্ধ পিতা, পিতৃব্য ও তারাপদ ওঝা মিটমাটের আশায় বান্দোয়ানে আসেন। ধৃত মাছগুলি অন্যান্য জিনিষপত্র সহ বান্দোয়ানে আনা হয় এবং মাছগুলি সিপাহী ও অন্যান্য বাবুদের দেওয়া হয়।

রাত্রি প্রায় ১১॥ টার সময় বড়বাবু থানাতে আসিয়া আমাদের ডাকিয়া পাঠান। তিনি আমাদের কোনও এজাহার লন নাই—আসিয়াই বলিলেন—"তোমাদের খালাস করে দিচ্ছি—যত সব ফাঁকাফাঁকি ঝামেলা।" তাহার পর তিনি সিপাহীদের বলেন—"ছোটবাবুকে ডাক—নয়ত আসামীদের ছেড়ে দোব।—দিনরাত কেবল টাকার ধান্দায় গোলক নাগের কাছে পড়ে রয়েছে।" পরে ছোটবাবু, গোলক নাগ তারাপদ ওঝা প্রভৃতি সকলে আসেন। ছোটবাবু বলেন—"একটা আপোষ মীমাংসা হয়ে গেছে।" তাহার পর ছোটবাবু আমাদের মুচলেকা লিখাইয়া লন যাহাতে আমরা মানহানীর মামলা করিতে না পারি। আমরা বাধ্য হইয়া তাহাতে সহী দিলাম এবং আমার পিতা ও পিতৃব্যও সহী দিলেন।

পরে বাহিরে আসিয়া আমার পিতার নিকট শুনিলাম যে ছোটবাবু, গোলক নাগ, প্রফুল্ল রায় প্রভৃতি আমার বৃদ্ধ পিতাকে নানা ধমক দিয়া এবং বন্দুকের লাইসেন্স ক্যান্সেল করিবার ভয় দেখাইয়া ১৫০০৲ টাকা দাবী করে। বৃদ্ধ পিতা অনন্যোপায় হইয়া ৩২৫৲ টাকা রফা করেন। টাকা দেওয়ার জন্য আমরা পিতার নিকট দুঃখ প্রকাশ করিলাম।

একটি সাধারণ ঘটনাকে কিভাবে ঘোরালো করিয়া লোককে বিপদে ফেলিয়া হায়রানী ও আক্কেল সেলামী আদায় করা হয়—এই ঘটনাটি তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিজ্ঞপ্তি

পুরুলিয়া জেলার সংস্কৃত পরীক্ষেচ্ছুক ছাত্রগণকে জানান হইতেছে যে এই জেলার সংস্কৃত যাবতীয় আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা পুরুলিয়া সহরের কোন এক নির্দ্দিষ্টস্থানে অনুষ্ঠিত হইবে ও পুরুলিয়া সংস্কৃত পরীক্ষা কেন্দ্র কমিটি পরীক্ষার্থীগণের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবেন। যাঁহারা এই বৎসর পরীক্ষাদানে ইচ্ছুক তাঁহারা অবিলম্বে নিম্নলিখিত ঠিকানা হইতে আবেদন পত্র সংগ্রহ করিয়া ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে পরীক্ষার ফি সহ ঐ ঠিকানায় জমা দিন। ১৫ই ডিসেম্বরের পর কোন পরীক্ষার্থীর নিকট আবেদন পত্র গ্রহণ করা হইবে না।

আবেদন পত্র সংগ্রহ ও প্রেরণের ঠিকানা :—

স্বামী মায়েশানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ তারক মঠ
কেতিকা) পোঃ পুরুলিয়া

স্বামী মায়েশানন্দ
সম্পাদক
পুরুলিয়া সংস্কৃত পরীক্ষা কেন্দ্র
পুরুলিয়া

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সংখ্যালঘু কমিশন তদন্ত সংখ্যা (৪)

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশ গুপ্ত

২০শ বর্ষ
৪৬শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৬৬—৭ই ডিসেম্বর ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

চীনের সৃষ্ট সঙ্কটে আসন্ন জাতীয় কর্ত্তব্য

বিধানসভায় সংঘ-সদস্যের ভাষণ

চীনের দ্রুতিগতি ঢাকিয়া রাখিতে কমিউনিষ্ট পার্টির বিড়ম্বনা

চীন-সাম্যবাদ যদি সাম্রাজ্যবাদ না হয় তবে আপোষের পথ করিতে কমিউনিষ্ট পার্টির দায়িত্ব

সীমান্ত সঙ্কট বিষয়ে জরুরী দৃষ্টি আকর্ষণের কাজ যেন উপযুক্ত সংযমসীমার মধ্যেই করা হয়

সকল অপচেষ্টার মধ্যেও শান্তির বাণীই হইবে ভারতের বাণী

বিগত ২৭শে নভেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যা বিষয়ে আলোচনাকালে লোক সেবক সংঘের আইন সভা সদস্য শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ নিম্নলিখিত ভাষণ প্রদান করেন :—

চীনের কার্য্য কলাপ ও ভারতীয় ব্যবস্থার রূপ

ভারত সীমান্তে চীনের কার্য্যকলাপে ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে—আকস্মিক উত্তেজনা, বিবিধ সন্দেহ, এবং দেশবাসীর মনে বিশেষ আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। অপরদিকে, এ বিষয়ে ভারতের দিক থেকে— প্রস্তুতি সম্পর্কে উপযুক্ত গুরুত্ব দেখা দিচ্ছে না বলেও—বহুলোকে চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছেন।

প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি

এই সঙ্গে,—এই বিষয়ে ভারতের প্রধান-মন্ত্রীর দিক থেকেও—উপযুক্ত নেতৃত্বের পরিচয় ঘটছে না বলেও—

বহু অভিযোগ দেখা দিয়েছে। এই আন্তর্জাতিক গোল-যোগ—এই বিবিধ অভিযোগের পরিস্থিতির মধ্যে, ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ সমূহও যে—বাঞ্ছিত ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে না—তাও অনস্বীকার্য্য।

ভুল মিটিয়ে নেবার পন্থা নয়

কোনো কোনো পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে—চীন ভারত আক্রমণ করতে চায় না। পারস্পরিক ভুল বোঝার ভিত্তিতেই এই অবাঞ্ছিত গোলযোগ ঘটে গেছে। চীনের দিক থেকে ভুল বোঝার অবকাশের কথাও যদি কেউ তোলেন, তাহলে আমরা মনে করতে পারি—চীন যে মনোভাব ও কর্ম্মধারা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে—তা কখনো ভুল মিটিয়ে নেবার পন্থা নয়।

আপোষের পরিবেশ ও সন্দেহের অবকাশ

আপোষের সদিচ্ছা—একটা বিশেষ মনোভাব ও আচরণের অপেক্ষা রাখে। চীন যে কর্মধারা গ্রহণ করেছে—তাতে একথাও অনস্বীকার্য্য যে, তার দ্বারা সে ভারতের মনে যথেষ্ট সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ দান করেছে।

কমিউনিষ্ট পার্টির অসুবিধা কেন?

কমিউনিষ্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত বিশ্বের সকল স্থানের—সকল দলের মধ্যে একটা ঐক্য—একটা যোগসূত্র আছে বলে মনে করা স্বাভাবিক। চীনের কার্য্যকলাপ—সদিচ্ছাসম্পন্ন কোনো পরিচ্ছন্ন নীতির বিষয় হয়ে থাকলে—ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে চীনের মতিগতি জানার কোনো অসুবিধে ছিল না।

চীনের আচরণ ও কমিউনিষ্ট পার্টির বিড়ম্বনা

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির এবিষয়ে উক্তি ও আচরণ সমূহ দেখে মনে হচ্ছে—তাঁরা চীনের মতিগতি যা উপলব্ধি করেছেন—তাকে ন্যায়সঙ্গত জন বিক্ষোভের হাত থেকে সামলে নেবার জন্যে আজ তাঁদের বহু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়েছে।

তাঁরা আজ যা বলতে বাধ্য হয়েছেন

চীনের সদিচ্ছা সম্বন্ধে তাঁদের মনে ধারণা পরিষ্কার থাকলে, তাঁরা বলতে পারতেন—উদ্ভূত ভ্রান্তি পারস্পরিক আপোষের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সে কথা তাঁরা বলতে পারেননি; তাঁরা জনমতের চাপে পড়ে এবং চীনে মনোভাবের অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েই—বলতে বাধ্য হয়েছেন যে—ম্যাকমোহন লাইন বিষয়ে চীনের অযৌক্তিক দাবী থাকলেও—ম্যাকমোহন লাইনই ভারতের সীমান্ত থাকবে।

কমিউনিষ্ট পার্টির দুর্বলতা ও দায়িত্ব পালনে বিচ্যুতি

এতে পার্টির দুর্ব্বলতারই পরিচয় ঘটেছে। এতে চীনের অবাঞ্ছিত মনোভাব বিষয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির অন্তরের আশঙ্কারই প্রকাশ ঘটেছে। চীনের অবাঞ্ছিত আক্রমণ বিষয়ে দ্ব্যর্থ ভাষায় যে প্রতিবাদ জানাবার দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য কমিউনিষ্ট পার্টির ছিল—সে দায়িত্ব পালনের থেকেও তাঁরা বিরত হয়েছেন।

জাতীয়তা বনাম আন্তর্জ্জাতীয়তা

ভারতের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেক ভারতবাসীর। এই স্বার্থরক্ষার দাবী জাতীয়তাবাদ নয়। একে আন্তর্জাতীয়তা বনাম সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বলা যায় না। আন্তর্জাতীয়তা প্রশ্নের প্রধানতম অঙ্গ—সকল দেশের সার্ব্বজনীন নিরাপত্তা ও ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষা। কোনো দেশের এই ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ বিপন্ন হ'লে, সেই সেই দেশের আত্মরক্ষার প্রয়াস,—আন্তর্জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী নয়; আন্তর্জাতীয়তাবাদেরই তা অঙ্গ।

আন্তর্জাতীয়তার বেশে সাম্রাজ্যবাদের সামনে কর্ত্তব্য

কিন্তু কোনো দেশ যদি আন্তর্জাতীয়তার নামে সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষ নিয়ে—অপর দেশের প্রতি অগ্রসর হতে থাকে—তবে তার কাজ আন্তর্জাতীয়তার বিপরীতরূপেই দেখা দেবে। তাকে প্রতিহত করার প্রচেষ্ট—সংকীর্ণ জাতীয়তার আখ্যা পেতে পারে না।

কমিউনিষ্ট পার্টির সামনে কাজ

বিশ্বের সকল দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ যোগসূত্র আছে—একথা যদি সত্য হয়—এবং চীনের কমিউনিষ্ট সরকারের মধ্যে ভারত সীমানার ভূখণ্ড বিষয়ে কোনো সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষ থেকে না থাকে—তাহলে আমরা আশা করতে পারি—ভারতের

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

২০শে অগ্রহায়ণ, সোমবার

পুলিশের সমাজ সেবা

কিছুকাল পূর্বে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ পুলিশের এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দান প্রসঙ্গে পুলিশের কার্য্যধারাকে নীতি ও আদর্শগতভাবে সমাজ সেবার অঙ্গরূপে পরিচালনা করার বিশেষ উপদেশ দেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সেই উপদেশকে আদেশরূপে পালন করিতে 'কর্তব্যনিষ্ঠ' পুলিশ বিন্দুমাত্র দেরী করে নাই। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা দিবারাত্র দেশবাসীর কল্যাণসাধনায় যেভাবে উৎসর্গীকৃত প্রাণ হইয়া একেবারে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহাদেরই বিশ্বস্ত অনুগামী পুলিশও পরম নিষ্ঠাভরে "শিষ্টের দমন ও দুষ্টের পালন" নীতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া সমাজ সেবাকেই জীবনের এক মাত্র ব্রত করিয়াছে। ফলে, কল্যাণব্রতের কল্যাণী নাগপাশে এবং পুলিশী সমাজসেবার আলিঙ্গনে দেশবাসী ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে।

বৃটিশ আমলে পুলিশ বিভাগ ছিল পীড়ন ও দুর্নীতির পীঠভূমি। স্বাধীন ভারতের পুলিশও সেই ঐতিহ্যের অবমাননা করে নাই—আরও উগ্রতরভাবে ঐ ধারাকে অব্যাহত রাখিয়াছে। বৃটিশ আমলে অন্ততঃ শাসন ছিল, পুলিশকে নিয়ম ও শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে হইত এবং দায়িত্ব পালনের ঠাট বজায় রাখিতে হইত। এখন স্বাধীন দেশে আর সে সবের বালাই নাই। এই মায়াময় জগতের সকল মোহ ও বন্ধন কাটাইয়া বৈদান্তিক পুলিশের চৌকিদার হইতে বিভাগীয় মন্ত্রী পর্য্যন্ত একমাত্র কাঞ্চনের তপস্যায় মগ্ন। পুলিশের এই কাঞ্চন সাধনায় যিনি সিদ্ধিদান করিতে পারেন তিনি ভগবানেরও ভগবান—আর পুলিশ তাঁহার দাসানুদাস। সেই কাঞ্চন-সিদ্ধি-দাতা হাতে লোকের মাথা কাটুন, পায়ে সেই কাটা মাথা লইয়া কন্দুক ক্রীড়া করুন—চির বশংবদ পুলিশ পরমভক্তিভরে প্রভুর সেই লীলাখেলা দেখিয়া কৃতার্থ হইবে। তৃণের অপেক্ষাও নম্র-বিনয়ী আর কুসুমের অপেক্ষাও কোমল—এই পুলিশী গুণাবলী পরম বৈষ্ণবদেরও লজ্জা দেয়।

কিন্তু এই পরমবৈষ্ণব পুলিশকে শক্তিহীন মনে করিবারও কারণ নাই। কারণ স্থানবিশেষে শক্তিসাধক পুলিশ শক্তির সম্যক পরিচয় দান করিতেও কুণ্ঠা করে না। কাঞ্চন কৌলিন্যের গর্ব্ব যাহাদের নাই—যাহারা দিনান্তে একমুষ্টি অন্নের সংস্থানের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে কাতর—যাহারা নিত্য অত্যাচারিত ও পীড়িত—যাহারা বিপদে অসহায় আর সম্পদ যাহাদের কেবল প্রতারণা ও বঞ্চনাই করে—পুলিশের শক্তিসাধনা ও বিক্রম প্রদর্শনের প্রশস্ত ক্ষেত্র সেইস্থানে। শক্তি সাধক পুলিশ এখানে কাপালিকের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। দুর্ব্বলের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইতে, অসহায়কে পীড়ন ও নির্য্যাতনে বিপর্য্যস্ত করিতে, নারীত্বের অবমাননা করিতে—ভারতের সমাজসেবী পুলিশের বীরত্ব ও বিক্রম অদ্বিতীয়। বাঘের কেবল স্পর্শমাত্রেই যে রেহাই পায় তাহারও আঠারো ঘা এর কমে নিস্তার নাই। কিন্তু সমাজসেবী পুলিশের আলিঙ্গন যিনি একবার লাভ করিয়াছেন—তাঁহার কিন্তু আটান্ন ঘা-এও নিস্তার নাই। পুলিশ তাঁহার হাড় ও মাংসের সদ্গতি করিবার

পর—চামড়াটি পর্য্যন্ত লইয়া অবসর বিনোদনের বাদ্যযন্ত্র করিয়া ছাড়িবে।

সমাজের বহু অন্যায় ও পাপ পুলিশের প্রশ্রয় ও প্ররোচনায় ঘটিয়া থাকে। সমাজবিরোধীদের সঙ্গে পুলিশের আত্মার আত্মীয়তা। সমাজ-বিরোধী শ্রেণী ও সমাজসেবী পুলিশ একে অন্যের পরিপূরক মাত্র। পীড়নের অস্ত্ররূপে যতটুকু প্রয়োজন—ততটুকুতেই কেবল পুলিশী নিয়ম ও শৃঙ্খলার সার্থকতা। দেশে অশান্তি ও উপদ্রব আনয়নে শান্তিরক্ষক পুলিশের আর জুড়ি নাই। অন্যান্য স্বাধীন দেশে পুলিশ তাহার যথাকর্তব্য পালন করে বলিয়া লোকেও পুলিশকে বন্ধুর মত দেখে এবং সম্মানও দেয়। কিন্তু আমাদের দেশের পুলিশ একটি বিভীষিকা ও আতঙ্কের বস্তু। ছোটদের গল্প বা রূপকথায় যে সব দৈত্য-দানবের বর্ণনা দেখা যায়—তাহাদের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় অবশ্যই কাহারও নাই। কিন্তু আমাদের দেশের লোক পুলিশকে ঐসব দৈত্য-দানবেরই মানবীয় সংস্করণ মনে করে এবং ভয় করে।

পুলিশের মধ্যেও সৎ ও সাধুলোক নিঃসন্দেহেই আছেন—কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যাও নগণ্য এবং তাঁহারা একেবারে কোণঠাসা হইয়া থাকেন। যদি কোন দৃঢ়চরিত্র ও আদর্শনিষ্ঠ পুলিশ কর্মচারী ন্যায়, নীতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়তা দেখান তবে শয়তানী চক্রের কবলে হয় তাঁহার চাকুরী থাকিবে না—নয়ত তাঁহার প্রাণসংশয় ঘটিতে বাধ্য।

পুলিশের বর্তমান কার্য্যধারায় একমাত্র বড় বড় সহরের জটীল পরিস্থিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে পুলিশের কিছু কিছু সার্থকতা দেখা যায়—কিন্তু মফঃস্বল সহরে বা গ্রামাঞ্চলে একমাত্র সরকারী খাজনাখানা বা পুলিশ ফাঁড়ি সুরক্ষা ব্যতীত পুলিশের অস্তিত্বের কোনও সার্থকতা দেখা যায় না।

এই বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগেও পুলিশের যমপুরীতে যদি স্বাধীন দেশের মুক্ত আলো ও বাতাস প্রবেশের কোনও পথই না থাকে—যদি ইহার সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও উন্নতি বিধানের কোনও সম্ভাবনা না দেখা যায়—তবে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের স্কন্ধে কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিয়া এই অবাঞ্ছিত পীড়নযন্ত্রটি কায়েম রাখিবার কোনও সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা—দেশের সুস্থ নাগরিকদের নিকট এই প্রশ্নই আজ দেখা দিয়াছে।

—(০)—

বিবিধ প্রসঙ্গ

পুরুলিয়া হাসপাতালের বিষয় বারবার আলোচনা করিলেও ইহার অবস্থার উন্নতির কোনও লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। হাসপাতালের অন্য বিষয় ছাড়িয়া দিলেও সাধারণ ঔষধ পর্য্যন্ত থাকে না। রোগীদের চিকিৎসা করাইতে হইলে নিজ খরচে বাজার হইতে ঔষধ কিনিয়া আনিতে হইবে নতুবা বিনা চিকিৎসায় পড়িয়া থাকিতে হয়। টি, বি, প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রোগের ঔষধও হাসপাতালে পাওয়া যায় না। সুতরাং সরকারী দাতব্য হাসপাতালটি দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের প্রহসন করিবার জন্যই যেন বিরাজ করিতেছে।

শুভ বিবাহ

গত ১০ই অগ্রহায়ণ তারিখে ঋষি নিবারণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা মালতী সেন গুপ্তার প্রথম পুত্র শ্রীমান পরিতোষের এবং দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান বিশ্বতোষের শুভ বিবাহ একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়।

ভরাকর বিক্রমপুর নিবাসী ৺শিশির কুমার দাশ শর্ম্মার দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া সুজাতার সহিত শ্রীমান পরিতোষের বিবাহ নবগ্রাম কোন্নগরে অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্গা বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দাস শর্ম্মার প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া গীতার সহিত শ্রীমান বিশ্বতোষের বিবাহ ১৫ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, রাজারাজারস্থিত জ্ঞানাঞ্জন ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১২ই অগ্রহায়ণ ২১০-এ কালীচরণ ঘোষ রোড, শ্যামবাজারে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়।

শ্রীমতী গীতা নিমড লোক সেবায়তনের কর্ম্মীরূপে তথা নিমড মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরূপে কয়েক বৎসর হইতে রহিয়াছেন। শ্রীমান বিশ্বতোষ বান্দোয়ান ঋষি নিবারণচন্দ্র বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক।

আমরা দম্পতিদ্বয়ের দীর্ঘ জীবন ও শুভ কামনা করিতেছি।

(২য় পৃষ্ঠার পর হইতে)

কমিউনিষ্ট পার্টি চীনের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগত আলোচনার মধ্য দিয়ে অচিরেই ভারতের ন্যায্যদাবী ও ব্যাপক জনমতকে—প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। এবং চীন সম্পর্কে ভারতের নিরাপত্তাকে সন্দেহ-মুক্ত করতে পারবেন। এই বিষয়ে তাঁদের আজকের এই প্রস্তাবিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার বিষয়ে তাঁদের সদিচ্ছার পরিচয় লাভ হবে।

অন্যান্য দলের কাজ

লোক চক্ষুর অন্তরালে আমাদের সীমান্তে যে সকল বিদেশীয় কার্য্যকলাপ চলছিল—তার প্রতি উদাসীন বা অন্ধকারে থেকে—যে আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হ'তে চলেছিল—তার তথ্যসমূহ জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত করে—তার প্রতি জাতির জরুরী দৃষ্টি আকৃষ্ট করে—দেশের কতকগুলি রাজনৈতিক দল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রশংসনীয় কাজ করেছেন সত্য।

এ বিষয়ে আমাদের বাঞ্ছিত কর্ম্মধারার রূপ

তাঁদের প্রতি আমার অনুরোধ— জরুরী অবস্থার প্রয়োজনে যে কাজ করবার রয়েছে—সে কাজ যেন আমরা প্রয়োজনীয় স্থিরতা ও সংযম সীমার মধ্যেই করি। তার বাইরে গিয়ে—যেন আমরা অনিচ্ছাকৃতভাবেও দেশের জন-জীবনে কোনোভাবে অযথা ভীতির সৃষ্টি ক'রে বিশৃঙ্খলার কারণ না হই—যেন আমরা আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে পুনর্গঠনের কাজকে কোনোভাবে ব্যাহত না করি।

প্রধানমন্ত্রীর অমনোযোগিতার পরিণতি

বিশ্বরাজনীতির ব্যাপার বিষয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর জ্ঞান বিশ্ববিদিত। আজ একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে—দেশের এই সীমান্ত সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ও ধারণা বিষয়ে তাঁর দীর্ঘকালের এই উদাসীনতা এমন কি, অমনোযোগিতা দ্বারা দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা ঘটেছে।

আমাদের সংযম ও আমাদের প্রস্তুতি

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মতিগতির অনিশ্চয়তার জন্য—অনেক সময়, সীমান্তরক্ষার সর্ব্ববিধ আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রে তুলতে থাকলেও—শান্তি ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে আমাদের কথাবার্ত্তাকে বহুখানি সংযমের বন্ধনেই আবদ্ধ রাখতে হয়।

প্রস্তুতহীন হুমকী শক্তির ভাষা নয়

সীমান্ত রক্ষা বিষয়ে অব্যবস্থিত ও বিশৃঙ্খল থেকে, শুধু যুদ্ধ ঘোষণার হুমকীতেই সংশ্লিষ্ট প্রতিবেশীরাষ্ট্রকে অভিভূত করতে পারা যায় না। বিপন্ন শান্তি ও সৌহার্দ্দকে পুনর্গঠিত করার দৃষ্টিতে—যদি নীরব থেকেও, বলিষ্ঠ ব্যবস্থায় সীমান্ত রক্ষার আয়োজন দৃঢ় ও সম্পূর্ণ ক'রে তোলা যায়, তবে শক্তির ভাষা যার জন্য প্রয়োজন ব'লে আমরা মনে করি—তার কাছে এই নীরব প্রস্তুতির ভাষাই অধিকতর কার্য্যকরী হতে পারে।

সীমান্ত রক্ষায় সীমান্তের মানুষের আত্মবল

সীমান্ত রক্ষায় সামরিক ব্যবস্থাই সব কিছু নয়। দেশের বেসামরিক শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহায়তাও—দেশের বিপুল শক্তি। এবং বিশেষ করে—সমগ্র সীমান্তরেখার অধিবাসী মানুষের মধ্য থেকে দৃঢ় এবং জাগ্রত সহযোগিতার শক্তিও অন্যতম সহায়। তাদের আত্মবল—সীমান্ত রক্ষায় তাদের চেতনা দেশের সঙ্গে তাদের ঐক্য বোধ—সীমান্ত রক্ষার জন্য অপরিহার্য্য। সেজন্য সীমান্তের মানুষের সর্ব্ববিধ সংগঠনের প্রতি সচেতনতাও আজ সর্ব্বতোভাবে কাম্য।

শান্তি বিঘ্নিত হবার ধূমায়িত অবস্থা

বিশ্বের বহুক্ষেত্রে—আজও সাম্রাজ্যবাদী মন কাজ করছে। আজও বিশ্বের বহুক্ষেত্রে শান্তি বিঘ্নিত হবার অবস্থা ধূমায়িত হচ্ছে। বহুক্ষেত্রে শান্তিকে বিঘ্নিত করার জন্য বহু অবুঝ মনও আজ উদ্যত হবে।

তবু তারই মধ্যে জাগ্রত থাকবে
আমাদের শান্তির বাণী

তবু সেই বিপর্য্যয়ের মধ্যে—উদ্যত অশান্তির গতি ফেরাবার জন্যে আমাদের মৈত্রীর কাজ অক্ষুণ্ণ রেখেই চলতে হবে—কোনো সময়ে আমাদের আত্মহারা হলে চলবে না। সেই হচ্ছে ভারতের বাণী—সেই হচ্ছে আমাদের জাতির জনকের বাণী এবং প্রথম ও শেষ পর্য্যন্ত সেই হবে আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাণী।

বিহার সরকার দিনকে রাত করিয়াছে

তদন্ত কমিশন ইচাগড়ের দিকে

নিত্যনূতন জাগ্রত জ্বলন্ত মিথ্যাচার সমূহের স্বরূপোদঘাটন

কুঁকড়ু হাটে দশ সহস্র লোকের মাঝখানে তাহাদের ভাষার স্বরূপ নির্ণয়ের আহ্বান

সিরুমগ্রামের বিচিত্র কাহিনী ঃ বাংলাউচ্ছেদের অভিনব ধারা ঃ সরকারী আন্তরক্ষার অপূর্ব্ব কৌশল

চাতরমা স্কুলের তদন্ত এড়াইবার উদ্ভট ও হাস্যকর কৌশলসমূহ

তিনদিনের মধ্যে লোকসেবক সংঘ অগণিত লোককে শিখাইয়া ফেলিয়াছে

সরকারী কোনো অপকৌশলই সত্যকে চাপা দিতে পারে নাই

ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা বিষয়ে, সংস্কৃতি বিষয়ে বিহার সরকার তথা সরকারী অফিসারেরা যেমন দপ্তরে বসিয়া নিত্যনূতন হাস্যকর উদ্ভট মিথ্যা কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছেন—তেমনি উঁহারা সংখ্যালঘু কমিশনের তদন্ত সফরকালে সত্যকে চাপা দিবার জন্য যে সকল কৌশলসমূহ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন—সে সকলও তেমনি ছিল উদ্ভট ও হাস্যকর। আলোচনা ও জেরার সম্মুখীন হইয়া অফিসারেরা যে সকল উত্তর দিয়াছেন—সেই সকল উত্তরের মধ্য দিয়াও তাঁহাদের অভিনব বিচিত্র প্রত্যুৎপন্নমতিত্বেরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দিবাকে রাত্রি করিয়া যে সকল মিথ্যা-দাবী তাঁহারা দিনের পর দিন সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন—তাঁহারা কোনোদিন ভাবেন নাই যে, কেন্দ্রের সর্ব্বোত্তম স্তরে তাঁহাদের পক্ষে মুরুব্বিরা থাকিতে তাঁহাদের বিষয়েও কেহ তদন্ত করিতে পারিবে—বা তাঁহাদের মিথ্যা-দাবীসমূহের বিষয়ে কোনো দিন যাচাই করিবার অবস্থা আসিবে। আজ সেজন্য এই তদন্ত তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত বিমূঢ়, বিক্ষুব্ধ ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। মূলতঃ তাহার কাহিনীসমূহ এই তদন্তের কাহিনী।

খেলা আরম্ভ হইল ঃ পথ হারাইয়া গেল

ইচাগড় থানার ইচাডির পথে আমরা ছুটিয়াছি—রাস্তা নামধারী গণ্ডী-বরাবর রাস্তাবিহীন প্রান্তরে আমাদের গাড়ীগুলি ছুটিয়াছে। প্রথম জিপে শ্রীহিম্মৎ সিং, বিভূতি বাবু, জেলা শিক্ষা অফিসার ও স্কুল সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার প্রভৃতি শিক্ষা বিভাগীয় অন্যূন ২।১ জন চলিয়াছেন। সিরুম হইয়া ইচাডি যাইবার কথা। রাস্তা চিনিতেন স্থানীয় স্কুল সাব-ইনস্‌পেক্টার। তিনি আগের গাড়ীতে বসিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছেন। আমরা পিছনের গাড়ীগুলিতে চলিয়াছি। পথিমধ্যে সিরুম গ্রাম—ঐ গ্রামে আগেই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে—গ্রামবাসী নিজেদের গুরুতর অভিযোগ সমূহ জানাইবার জন্য দলবদ্ধভাবে গ্রামের মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন। তেপান্তরে ধাবমান প্রথম জিপ সিরুম গ্রাম কখন পার হইয়া গেল—আমরা টের পাইলাম না—প্রথম জীপের পিছনে আমরাও ছুটিয়া চলিয়া সিরুম গ্রাম পিছনে ফেলিয়া আগে চলিয়া গেলাম। পথ প্রদর্শক প্রথম জীপ বেরাস্তা ধরিয়া আগেই কুঁকড়ুহাটের পথ ধরিল। কুঁকড়ু পরে যাওয়ার কথা ছিল। কুঁকড়ু হাটে আমাদের পরিচিত কর্মীরা এইভাবে সময়ের পূর্ব্বে হাটের পাশ দিয়া জিপগুলিকে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া—পথ ভুলিয়াছে বুঝিয়া গাড়ী থামাইবার চেষ্টা করিল।—পথ প্রদর্শক গাড়ী তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, ইচাডির পথে মোড় না ঘুরাইয়া, শন্ শন্ বেগে আরো বহু পথ বেরাস্তায় ঘুরিয়া এক অপরিচিত নিরুদ্দিষ্ট গ্রামে গিয়া হাজির হইল।

এক অজানা প্রান্তরেঃ ভাগ্য বিধাতাদের কি অভিলাষ ?

আমরা সবাই হতবাক হইয়া গেলাম। গাড়ীগুলি অত্যন্ত খারাপ পথ দিয়া এক খাপছাড়া মাঠের মধ্যে আসিয়া বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানা গেল—ইচাডি গ্রামের রাস্তা ছাড়িয়া আমরা বহুদূর অন্যদিকে আসিয়াছি। সংকীর্ণ রাস্তাগুলি হইতে কষ্টে সৃষ্টে গাড়ীগুলি ঘোরাইয়া আমরা পুনরায় ইচাডির পথে ফিরিলাম। অনর্থক বিলম্ব হইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা বিব্রত বোধ করিলাম। ইচাগড়ের কাজ শীঘ্র সারিয়া বৈকালে ফিরিতে হইবে—কারণ চাতরমা যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কিন্তু বিহার সরকার প্রেরিত এই ভাগ্য-বিধাতারা আমাদের পথ প্রদর্শকরূপে যেভাবে আমাদের পথ দেখাইলেন তাহাতে চাতরমার ভাগ্যে কি আছে কে জানে! সেই প্রান্তরে ভিন্-গাঁয়ে আসিয়া তখনো এই প্রশ্নের ইঙ্গিত অন্তরের মধ্যে জাগে নাই যে,—পথপ্রদর্শকের হাতে পথ-ভোলার এই ব্যাপার টুকুর মধ্যে সক্রিয় পরিকল্পনার কোনো কাজ মনের মধ্যে চলিতেছিল কিনা।

ইচাডি গ্রামের তদন্ত

ইচাডি গ্রামে আসিয়া পৌছাইলাম। ইচাডির বিরাট বাংলা স্কুল ঘরটিতে আমাদের থাকিবার স্থান করা হইয়াছিল। স্কুলের সেক্রেটারী মহোদয় গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি। অঞ্চলের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁহার বাড়ীতেই আহারের আয়োজন হইয়াছিল। স্থানীয় সংঘ কর্মীরাও সম্মিলিতভাবে এই আন্তরিক আপ্যায়নের যথারীতি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া হইল। চাণ্ডিল ইচাগড় থানার বিশিষ্ট সংঘ কর্মীরাও আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। পরিচয় লইয়া জানা গেল—স্কুল বহু পুরাতন। দুই শতাধিক ছাত্র পড়ে। শিক্ষক পাঁচজন। বিরাট মাটির ঘর। জনসাধারণের চেষ্টায় এই ঘরগুলি হইয়াছে। এম, ই বিভাগটির দেওয়াল ও চালা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইহাও সেই ঘূর্ণিবাত্যার কীর্ত্তি!

খাওয়া দাওয়ার পর স্কুলের একটি প্রকাণ্ড কক্ষে ছোট বৈঠকের মত বসিল—শ্রীহিম্মৎ সিংএর উপস্থিতিতে। সেক্রেটারী মহোদয় জানাইলেন যে, ঘরের জন্য বারম্বার টাকার আবেদন করিয়াও পাওয়া যায় নাই। শিক্ষা বিভাগীয় অফিসার বলিলেন—সম্ভবতঃ ইহারা শিক্ষা-বিভাগের সর্ত্ত পালন করিতে চায় নাই—সেইজন্যই টাকা পায় নাই। বহু বাংলা স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ সর্ত্ত পালন করিতে রাজী নয় বলিয়া টাকা পায় নাই। ইহার উত্তরে সংঘ সচিব অরুণ বাবু বলিলেন যে, হিন্দীস্কুলের কর্ত্তৃপক্ষেরা সর্ত্ত পালনে সর্ব্বদা তৎপর হয়—ইহাও একটা উল্লেখযোগ্য সংবাদ।

অদ্ভুত প্রকৃতির এই বাংলাভাষীরা

ইহার পর নিকটস্থ চৌকা গ্রামের কথা উঠিল। উহারাও বহু আবেদন করিয়া স্কুল ঘরের জন্য সাহায্য পায় নাই। এই অভিযোগে স্কুল সাব-ইন্‌সপেক্টার লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন—ইহা আদৌ সত্য কথা নয়। চৌকার বাংলা স্কুলের ঘরের উদ্দেশ্যে টাকা দিবার জন্য আমরা উহাদের কাছে বারম্বার পীড়াপীড়ি করিয়াছি; কিন্তু উহারা কিছুতেই লইতে চায় নাই। ইহাতে অরুণ বাবু বলিলেন—এই বাংলাভাষীরা এমন বুদ্ধিহীন ও বিকৃত স্বভাবের লোক যে, সদাশয় সরকারের শিক্ষা বিভাগীয় অফিসারেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গিয়া ঘরে টাকা গুঁজিয়া দিয়া আসিতে চাহিতেছেন—তবু এই হতভাগারা কিছুতেই টাকা লইয়া নিজেদের কল্যাণ করিবে না। আর হিন্দী স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষেরা কি রকম বিবেচক লোক দেখুন নিজেদের কল্যাণ গুছাইয়া লইবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অবিলম্বেই সাড়া দিয়া কাজ হাসিল করিতেছে! এই কথায় জেলা শিক্ষা অফিসার অত্যন্ত মর্ম্মপীড়া ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া

বলিতে লাগিলেন—এত বড় আঘাত আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না—সংসারে মানুষের সততার কোনো মূল্য নাই—মানুষের জন্য সেবার কোনো স্বীকৃতি ইহাদের কাছে নাই—ধন্য এই সংসার। ধন্য এই লোক সেবক সংঘের নেতারা—ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাতে অরুণ বাবু বলিলেন—এই মহানুভবতা আমরা তো বুঝিতে পারি নাই আরো পাঁচজন আসিয়াছেন—তাঁহারা বুঝিয়া যান।

কুঁকড়ুর হাট দেখিয়া চাতরমা যাইবার উদ্দেশ্যে তাড়া ছিল। সেজন্য সামান্য কিছু কথার পরই সংঘের প্রতিনিধিরা কুঁকড়ু হাট যাইবার জন্য উঠিতে অনুরোধ করিলেন। স্বল্পক্ষণ বৈঠকেই এই অঞ্চলের শিক্ষাক্ষেত্রে বিহার সরকারের মহানুভবতা কিরূপ কার্য্যকরীভাবে চলিতেছে তাহা উপলব্ধি করিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। সুতরাং দেরী না করিয়া কুঁকড়ু হাট যাওয়া গেল।

সেই বিখ্যাত কুঁকড়ু হাট

সে এক বিরাট হাট। গ্রামাঞ্চলের তুলনায় সত্যই বিরাট। ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বলিলেন—প্রতি হাটে প্রায় হাজার দশ করিয়া লোকের আমদানী হয়। অধিকাংশ লোক ইচাগড় চাণ্ডিল থানার। আশপাশের অন্যান্য থানার লোকও আসে। আর ব্যবসায়ী বহু স্থানের—বিশেষ টাটানগরের। সংঘ প্রতিনিধিরা বিহার সরকারের অফিসারদের সামনে শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলিলেন—এখানে হাজার হাজার লোকের সমাগম। বাইরের গুটিকতক লোক ছাড়া স্থানীয় এই হাজার লোকের ভাষা বাংলা। আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন ইহা সত্য কি না। শ্রীহিম্মৎ সিংএর চারিপাশে সমবেত লোকজন—তাহাদের ভাষা প্রভৃতি দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—না, আর পরীক্ষা করিয়া দেখিবার দরকার নাই। সংঘ প্রতিনিধিদের এই কথার প্রতিবাদ করিবার মত বিহার সরকারের অফিসারদেরও কাহারও সাহস ছিল না—এই বাস্তব সত্যের সম্মুখে আসিয়া। বিহার সরকার ও তাহার অফিসারেরা দপ্তর হইতে বসিয়া নিয়তই সত্যকে অস্বীকার করিতেছেন। পাটনায় বসিয়া কুঁকড়ু হাট বিষয়ে কথা উঠিলে—বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক অফিসার বলিতেছেন—কুঁকড়ু হাটমে চলিয়ে দেখিয়েগা সব কোই আদমী হিন্দীভাষামে হী বোলতে হ্যাঁয়। কিন্তু এই কুঁকড়ুর হাটের মধ্যখানে দাঁড়াইয়া—এই দশ সহস্র জনমণ্ডলীর সম্মুখে আসিয়া বাংলাভাষার অখণ্ডনীয় দাবীকে তুলিয়া ধরিবার প্রয়োজন ছিল। ইহার সামনে কোনো অফিসারের মুখ হইতে একটি শব্দ বাহির হইবার উপায় ছিল না। সকলে মুখ নিচু করিয়া রহিলেন। মনে মনে বলিলেন—আরে, আফৎমে ডাল দিয়া।

নাটের গুরু তখন কি করিতেছিলেন ?

বিশেষভাবে এখানে আর একটি জিনিষ দেখিবার ছিল। এই অভিনয়ের মধ্যে যিনি প্রধান নাটকের ভূমিকায় ছিলেন—সেই জেলা শিক্ষা অফিসার তখন কোথায় অবস্থান করিতেছেন ? শ্রীহিম্মৎ সিংএর চারিদিকে যখন লোকজন—সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা, সংঘের প্রতিনিধিরা ও স্থানীয় বহু গ্রামের অগ্রণী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যখন হাটের অফিস বারান্দায় ভীড় জমাইয়া হিন্দী বাংলার ভবিষ্যৎ রচনা করিতেছেন—তখন সেই সময়টিতে জেলা শিক্ষা অফিসার মহোদয় সামান্য কিছু দূরে হাটের এক কোণায় যেখানে জিপগুলি নিরিবিলি পাঁদাড়ে বিশ্রাম করিতেছিল—সেখানে একটি জিপের গদিতে গা হেলাইয়া নিরাসক্ত মনে আকাশের দিকে তাকাইয়া আছেন। শ্রীহিম্মৎ সিংএর কাছে বারম্বার ধমক খাইয়া উনি কি অভিমান করিয়া সরিয়া আছেন ? অথবা এই বিরাট জনতার মাঝে সকলের সামনে ভাষা সম্পর্কে অপপ্রচারণা বিষয়ে ধরা পড়িবার গ্লানী এড়াইবার জন্য এখানে বসিয়া আছেন ? ব্যাপার কি ? শ্রীহিম্মৎ সিংএর আসরে ইহাকে না দেখিয়া অরুণ বাবু ক্ষণকালের জন্য তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। দেখিলেন—তিনি জিপে নিলিপ্তের মতন বসিয়া আছেন। তাঁহাকে গিয়া বলিলেন—কি ব্যাপার এখানে আপনি এভাবে বসিয়া কেন ? অফিসার বলিলেন ঘোষ সাহাব, আজ আমার শরীরটা খারাপ লাগছে। সেজন্য বসিয়া আছি। উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ কথা হইল। অরুণ বাবু যখন ফিরিয়া যাইতে উদ্যত তখন অফিসার বলিলেন আপনাকে একটি

কথা বলি। রাস্তায় কোনো জায়গায় গাড়ী থামাইয়া আমাকে একটু অবকাশ দিবেন। আমি পাইখানা যাইব। অরুণ বাবু একটু বিস্মিত হইলেন। পাইখানা যদি লাগিয়াছে তখনই যাইতে পারেন—হাতে সময়ও আছে। কিন্তু অফিসার তখন পাইখানা যাইতে চাহেন না। ফিরিবার কালে রাস্তায় কোনো জায়গায় গাড়ী থামাইতে হইবে। অরুণ বাবু বলিলেন—আমি তো আপনাদের গাড়ীতে থাকিব না—আপনি বলিলেই হইত। যাহাই হোক, আমি আপনাদের গাড়ীর লোকদের বলিয়া দিব। অরুণ বাবু ভাবিতে লাগিলেন—তাঁহাকে এই ভাবে বলার অর্থ কি ? অর্থ আর কিছুই ছিল না—অর্থ এই ছিল যে, কোনো এক বিশেষ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থাটি ফাঁদিয়া—সংঘ প্রতিনিধিদের মনে ধারণা দেওয়া হইতেছে—নিছক প্রকৃতির আবেদনেই পথিমধ্যে সময় ক্ষেপণ করা হইবে। অপটু চক্রান্তকারীরা লোকের মনে সন্দেহ উদ্রেকের পথ বন্ধ করিতে গিয়া সন্দেহ সৃষ্টিরই কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

ইচাগড়ের অভিযোগ সমূহ এবং অসমাপ্ত তদন্তের কারণ

ওদিকে তখন কুকুড়ু হাট অফিস প্রাঙ্গণে ঘুম বৈঠক চলিতেছে। ইচাগড়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শ্রীহিম্মৎ সিংকে জানাইলেন—যে, চিরকাল ধরিয়া বাংলাভাষাতেই তাঁহাদের যাবতীয় কাজকর্ম চলিতেছে—আজ সমস্ত সরকারী কাগজপত্র হিন্দী ভাষায় রচিত হইতেছে বলিয়া জনসাধারণের অবর্ণনীয় অসুবিধা ও ক্ষতি হইতেছে। কয়েকটি গ্রামের লোক বলিলেন—তাঁহাদের বাংলা শিক্ষার মাধ্যম নানাভাবে বিপন্ন হইবার অবস্থা ঘটিতেছে—তাহার অবসান হওয়া দরকার। কয়েকটি গ্রামের লোক বলিলেন—তাঁহাদের বাংলা স্কুল হিন্দীতে পরিণত করা হইতেছে;—যেখানে স্কুল নাই—সেখানে বাংলা স্কুল না দিয়া হিন্দী স্কুল করা হইতেছে। শিক্ষা বিভাগীয় অফিসাররা আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। শ্রীহিম্মৎ সিং তখন তাড়াতাড়ি এখানের কাজ সারিয়া চাতরমা যাইতে ব্যগ্র হইতেছিলেন বলিলেন—যে সব স্কুল বিষয়ে বিশদ তথ্য গ্রহণ বা তদন্ত সম্ভব হইতেছে না সেই সব স্কুল সম্পর্কে অভিযোগগুলি যেন তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। রওনা হইবার জন্য শ্রীহিম্মৎ সিং সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানাইলে—রওনা হওয়া গেল। তখন বেলা প্রায় তিনটা। দলবল যখন রওনা হইতে চলিয়াছে তখন লোক সেবক সংঘের নেতৃস্থানীয় জনৈক বিশিষ্ট কর্ম্মী দৃঢ়তার সঙ্গে আপত্তি করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, হাটে বেলা ৪টা, ৫টা পর্য্যন্ত থাকিবার কথা—অন্যান্য গ্রামবাসীদের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের অভিযোগসমূহ লইয়া আসিতে। তাহারা সব আসিতেছে। এখনই চলিয়া যাওয়া কখনই চলিতে পারে না। তখন সংঘ প্রতিনিধিরা তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন যে, ঐ ধরণের অভিযোগ সমূহের তথ্যাদি এদিকে সংগৃহীত হইয়াছে—চাতরমা প্রভৃতি স্কুলের ব্যাপারের ধরণের অভিযোগ যাচাই করা শ্রীহিম্মৎ সিং আরো বেশী প্রয়োজন মনে করিতেছেন—সেজন্য আপনাদের অনুমতি লইয়াই এই সম্পর্কিত আরো জরুরী তদন্তে যাইতে চান। ছাড়পত্র পাওয়া গেল। কিন্তু বিধাতা হাসিলেন। আর হাসিলেন—জেলা শিক্ষা অফিসার। চাতরমা পরিদর্শনের ভাগ্য কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে—তাহারই ভাগ্য-বিধাতা পরিকল্পনা রচনায় তখন ব্যস্ত। আমাদের বুঝিবার তখন অবসর নাই। দলবল তাড়া হুড়া করিয়া আবার সেই প্রান্তরের পথ ভাঙ্গিয়া রওনা হইয়া গেলেন।

সিরুম গ্রামের অভিযোগ

সকালে সিরুম গ্রাম দেখিবার কর্মসূচি থকা সত্ত্বেও তাহা বাদ পড়িয়াছে। কথা হইল—যাওয়ার পথে সুযোগ হইলে, লোকজনকে সহজে পাওয়া গেলে—তাড়াতাড়ির মধ্যে সিরুম দেখিয়া লওয়াও যাইতে পারে। গাড়ী সিরুম পৌঁছাইতেই দেখি—গ্রামবাসী দলবদ্ধভাবে রাস্তা আটক করিয়া বসিয়া আছেন—আমাদের অভিযোগ না শুনিয়া চলিয়া যাইবেন কোথায় ?—ইহা তাঁহাদের সহৃদয় অভ্যর্থনার সহিত দৃঢ় দাবী। গাড়ীগুলি থামিয়া গেল। গ্রামবাসীরা শ্রীহিম্মৎ সিংকে আসিয়া ধরিলেন—আমাদের উপর গুরুতর অন্যায় ঘটিতেছে—প্রতিকার করুন।

আবার সেই চিৎকার

জেলা শিক্ষা অফিসার এই গ্রামবাসীদের দেখিয়াই অত্যন্ত চটিয়া গেলেন—ধমক দিয়া বলিতে লাগিলেন—কেয়া মাঙ্গতা হ্যায়—কাহে হল্লা করতা হ্যায় ইত্যাদি। গ্রামবাসী ধমকে ভীত হইবার পাত্র নহেন। গ্রামবাসীদের মধ্যে জন-দুই আগাইয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন—আমাদের স্কুলে শিশুশ্রেণী হইতেই জোর করিয়া হিন্দীর মাধ্যমে পড়ানো হইতেছে। ইহা শুনিবামাত্র জেলা শিক্ষা অফিসার চেঁচাইতে লাগিলেন—ইলোগ ফাষ্ট ক্লাস টাউট—ইলোগ ফাষ্ট ক্লাস টাউট; সমূচা ঝুট হ্যায়—সমূচা ঝুট হ্যায়। (অর্থাৎ এরা এক নম্বরের দালাল,—এদের সব কথা মিথ্যা।) সঙ্গে সঙ্গে বিভূতিবাবু ধমক দিয়া বলিলেন—আপনি এইভাবে একটি কথা বলিতে পাইবেন না—একেবারে চুপ করুন। অরুণবাবু শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলিলেন—এইভাবে আপত্তিজনক কথা অবাধে ইনি বারম্বার বলিয়া চলিয়াছেন—ইহা সত্যই বিচিত্র ব্যাপার হইতেছে! ভয় দেখাইয়া ইনি জনগণের অভিযোগ বন্ধ করিতে চান। শ্রীহিম্মৎ সিংও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া জেলা শিক্ষা অফিসারকে একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে নির্দ্দেশ দিলেন।

বিনা সরকারী অনুমতিতে হিন্দী চলার অভিনব ধারা

গ্রামবাসীরা বলিলেন—তাঁহাদের স্কুলটি উচ্চ প্রাথমিক স্কুল। তিনজন শিক্ষক। কিন্তু স্কুলে বাংলার বদলে হিন্দীর মাধ্যমেই পড়ানো হইতেছে। শ্রীহিম্মৎ সিং বলিলেন—একেবারে শিশুশ্রেণী হইতেই কি হিন্দীর মাধ্যমে পড়ানো হইতেছে? তাঁহারা বলিলেন—হাঁ। জেলা শিক্ষা অফিসার চেঁচাইয়া বলিলেন—কখনই হইতে পারে না—মিথ্যা কথা। গ্রামবাসী সমবেত কণ্ঠে বলিলেন—না, উহাই সত্য। তখন জেলা শিক্ষা অফিসার বলিলেন—আমার বাংলা স্কুলের তালিকায় এই সিরুম স্কুল রহিয়াছে—আমার নির্দেশ আছে বাংলা পড়াইতে—আর হিন্দীতে পড়ানো হইতেছে? যদি হইতেছে—তবে তাহা আমার সম্পূর্ণ বিনা নির্দ্দেশে। এবং উহা ঐ শিক্ষকগুলার বদমায়েসী। গ্রামবাসী ইহা লিখিয়া দাও—আমি কালই ঐ শিক্ষকগুলাকে চাকরী হইতে তাড়াইয়া দিব—কালই আমি নিশ্চয়ই উহাদের তাড়াইয়া দিতেছি। বলিয়াই আহত নাগিনীর মত ফুঁসিতে লাগিলেন। আবার বলিলেন—শিক্ষক তিনজন কোন্ ভাষাভাষী? এ্যাঁ, বাংলাভাষী? মাহাত সম্প্রদায়ের? তোমাদের বাংলাভাষী হইয়াও আমাদের বিনা অনুমতিতেই হিন্দী পড়াইতে চাহিতেছে? এতবড় বেআদবী? আমি আবার বলিতেছি—কালই এই তিনজনকে আমি চাকরী হইতে নিশ্চয়ই বরখাস্ত করিব—আমি দেখি উহারা কেমন!—ন্যায়পরায়ণতার দর্পে অফিসার মহোদয়ের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল।

বিনা অনুমতির আসল রহস্য কি?

সর্ব্বনাশ! ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া অরুণবাবু বলিলেন—বাংলাভাষী শিক্ষকেরা সত্যই অত্যন্ত অত্যুৎসাহী। বিনা অনুমতিতেই এবং জনমতের বিরুদ্ধেই উহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হিন্দী পড়াইতে চায়! যেমন তথা, তেমনি বিশ্বাস যোগ্যও কথা বটে। জেলা শিক্ষা অফিসার ক্রুদ্ধ নয়নে অরুণবাবুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন—এই স্কুল আমরা হিন্দী পড়াইতে কখনই অনুমতি দিই নাই—ইহা আমাদের তালিকায় বাংলা স্কুল বলিয়াই আছে। আমি নিজে বলিতেছি—এই মাষ্টারদের আমি কালই তাড়াইয়া দিব।

জেলা শিক্ষা অফিসার আবেগপূর্ণ কণ্ঠে এই ন্যায়পরায়ণতার যে ভঙ্গী প্রকাশ করিলেন, তাহার ভাব ও ভাষা সম্ভবতঃ শ্রীহিম্মৎ সিংএর অন্তর কিছুটা স্পর্শ করিল। তিনি বলিলেন—ঘোষ সাহাব, জেলা শিক্ষা অফিসার সত্যই তো এবিষয়ে আন্তরিক সদিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। তাহাদের বিনা অনুমতিতে হিন্দী পড়ানো হইতেছে বলিয়া নিজেই তো অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং অপরাধ জানা মাত্র তিনি অপরাধীদের শাস্তি দিতে চান। হায়রে, সংসারে সকল সময় কি সত্যকার অপরাধী ধরিতে পারা যায়—বা, মুখোসপরা ন্যায়পরায়ণতার ক্রোধ কি সকল সময় চিনিতে পারা যায়? এই ভাবে কত সময় বিজ্ঞ বিচারকও প্রতারিত হইতে থাকেন—যদি না তাঁহাকে আসল সত্য ধরাইয়া দেওয়া যায়। শ্রীহিম্মৎ সিংএর কথার উত্তরে অরুণবাবু বলিলেন—শিক্ষকদের বহিষ্কৃত করিতে জেলা শিক্ষা অফিসার সততা ও তৎপরতার পরিচয় দিতেছেন সত্য; কিন্তু হিন্দী চালাইবার

বিহার সরকারের ইহাও একটি অভিনব কৌশল। স্কুলকে বাংলা স্কুলের তালিকায় লিখিতভাবে রাখা হইবে—হিন্দীর মাধ্যমে পড়াইতে লিখিতভাবে কোনো নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে না। হিন্দীর মাধ্যমে পড়াইবার জন্য শিক্ষকদের উপর ঝিড়কীর দরজা দিয়া চাপ দিতে থাকা হইবে—এবং অবশেষে দরিদ্র শিক্ষকেরা ভীত হইয়া বাধ্য হইয়া হিন্দী পড়াইতে থাকিবে—তাহার পর কোনো সময় বাংলা উচ্ছেদের এই অপকীর্ত্তি ধরা পড়িলে—তখন বিহার সরকারের জেলা শিক্ষা অফিসার অত্যন্ত তৎপরতা ও সদিচ্ছার সহিত বলিবেন—কালই আমি শিক্ষকদের চাকুরী হইতে বরখাস্ত না করিয়া জলগ্রহণ করিব না। চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিতে সত্যকার সদিচ্ছা প্রকাশে তো কোনো বাধা নাই। ইহাতে তো সরকারের কোনো ক্ষতি হইতেছে না—অপকর্ম ঠিকই চালানো হইতেছে—তাঁহাদের অবাঞ্ছিত নীতিও ধরা পড়িতেছে না—বাংলা উচ্ছেদ ফাঁস হইয়া গেলে—দরিদ্র শিক্ষকদের চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়া সরকার বাঁচিবার পথ রাখিতেছেন। ইহাও এক বেশ ভাল পন্থা।

ব্যাপক সরকারী কর্ম্ম নীতির প্রশ্নঃ শিক্ষক নিধন কল

ইহা শুনিয়া শ্রীহিম্মৎ সিং হাসিলেন। বিভিন্ন কথার মধ্যে বলিলেন—ইহার সহিত তবে ব্যাপক সরকারী কর্ম নীতির প্রশ্ন আসিতেছে। অরুণ বাবু বলিলেন—ইহা সত্যই, কারণ ব্যাপক কর্ম নীতির প্রশ্ন না থাকিলে, ইহাই বিশ্বাস করিতে হয় যে, বাংলাভাষী শিক্ষকেরা সরকারের বিনা অনুমতিতে, জনমতের বিরুদ্ধে হিন্দী পড়াইয়া নিজদেরই সন্তান সন্ততিদের ক্ষতি করিতে চায়। এই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার সংসারে সম্ভব কিনা—তাহা এক গুরুতর বিচার্য্য বিষয়। আসল সত্য যাহা দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট তাহা এই যে, কাজ হাসিল করার জন্য বিহার সরকার এই দরিদ্র শিক্ষকদিগকে কাঁধে পা দিয়া চাপিবার অসহায় জীবরূপে ব্যবহার করিতেছেন। এখন সিরুম গ্রামের ব্যাপারে গ্রামবাসী মরীয়া হইয়া অন্যায়ের প্রতিকারে অভিযোগ করিয়াছেন। ইহারা সবাই ইহাই জানেন যে, ইহা বিহার সরকারেরই ব্যাপার। কে ধারণা করিয়াছে যে, ইহার মধ্যে শিক্ষক নিধন কল পাতা আছে। সুতরাং জল এখানেই আসিয়া দাঁড়াইল যে, সিরুম গ্রামবাসীর ঘরের লোক সিরুম স্কুলের এই তিনজন শিক্ষকের চাকুরী যাইবার ব্যবস্থা একেবারে আসন্ন। একজন সাংবাদিক মন্তব্য করিলেন যেমন ধরা পড়ে কর্ম্মচারীর দল, আর কৃষ্ণমাচারীদের জন্য পথ খোলা থাকে।

রওনা হইবার মুখে জেলা শিক্ষা অফিসার গ্রামবাসীর উদ্দেশ্যে বলিলেন—তুমলোগ দরখাস্ত লিখকে ভেজিও, হাঁ?

গ্রামবাসী চিন্তান্বিত চিত্তে নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইলেন—হাঁ।

আমরাও ভাবিতে ভাবিতে রওনা হইলাম—চাতরমার দিকে—আর এক নবতর ব্যাপারের অভিজ্ঞতার অভিমুখে।—চলিলাম সেই দুস্তর পথ ভাঙ্গিয়া অবহেলিত উপেক্ষিত ইচাগড়ের প্রান্তর বাহিয়া, তখন বেলা তা॰টা পার হইতেছে।

তিনি ময়দানের দিকে গেলেন

আমাদের জিপ কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছিল—মাঠা বনবিভাগের অফিসের সামনে আসিয়া দেখি—শ্রীহিম্মৎ সিংদের জিপ দাঁড়াইয়া। বাহিরে সবাই জটলা করিতেছেন। বন-বিভাগীয় অফিসারের ডেরা হইতে 'লোটায়' করিয়া জল আসিতেছে। আমরাও সব গাড়ী থামাইয়া নামিয়া গেলাম। দেখিলাম জেলা শিক্ষা অফিসার লোটা হাতে হেলিতে দুলিতে জঙ্গলের দিকে ময়দান গেলেন। অফিসারের নিশ্চিন্ত নিরিবিলিতে ময়দান সারিবার অবসরে আমরা নানাদিকে বিভিন্ন জনে রাস্তায় দাঁড়াইয়া বহু গল্প গুজব করিলাম। শ্রীহিম্মৎ সিং, বিভূতি বাবু, অরুণ বাবু প্রভৃতি এক জায়গায় গল্প করিতেছিলেন। অরুণবাবু শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলিলেন—আপনি জেলা শিক্ষা অফিসারের আচরণ দেখিতেছেন। অত্যাচারিত উৎপীড়িত হইলেও সাধারণ গ্রামবাসী মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না—শক্তি বা সাহস সঞ্চয় করিতে অসমর্থ হয়। এখানে গ্রামবাসীরা খানিকটা সাহস অর্জ্জন করিয়া অভিযোগ করিতে আসিতেছে অফিসার যদি এই ভাবে ভীতি প্রদর্শন করিতে থাকেন তবে বহুলোকে বলিবার সাহস পাইবে না। আর তাহাড়া, এই ভাবে

অভদ্র আচরণ করার অধিকারই বা তাঁহাকে কে দিয়াছে? শ্রীহিম্মৎ সিং বলিলেন আমি তাঁহাকে বলিব জনসাধারণের সহিত সরাসরি তিনি যেন কথা না বলেন।

তিনি লোটা মাজিতেছেন

শ্রীহিম্মৎ সিং জেলার নানা পরিচয় লইতেছিলেন। ও দিকে শীতের বেলা ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঢলিয়া আসিতেছিল। জেলা শিক্ষা অফিসার প্রসন্ন চিত্তে প্রকৃতির শোভা দর্শন করিতে করিতে লোটা হস্তে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীহিম্মৎ সিং প্রভৃতি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন—তাহারই নিকটে আসিয়া তিনি লোটা মাজিতে বসিলেন। বালতি করিয়া জল আসিল—চিরাচরিত ধীর মন্থর গতিতে লোটা মর্দন চলিতে লাগিল—ধীরে সুস্থে পর পর মুখ-প্রক্ষালনাদিও চলিতে থাকিবে। ততক্ষণ দণ্ডায়মান ব্যক্তিরা গল্পগুজব চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

ইহারা সবাইকে শিখাইয়া রাখিয়াছে

শ্রীহিম্মৎ সিং রসিকতা করিয়া সহাস্য বদনে সংঘ প্রতিনিধিদের বলেন—আপনাদের উপর গুরুতর অভিযোগ আসিতেছে— (বলিয়াই তিনি জেলা শিক্ষা অফিসারের দিকে কটাক্ষ পাত করিলেন ;) অভিযোগ এই যে, আপনারা নাকি চারিদিকেই লোককে শিখাইয়া রাখিয়াছেন। বলিয়াই হাসিতে লাগিলেন। পুনরায় সরস ভঙ্গীতে বলিতে লাগিলেন—তাহাই যদি সত্য হয়, তবে আমি বলিব যে, আপনারা সত্যই খুব পারদর্শী শিক্ষক আর এই কয়দিনেই এই অগণিত লোককে শিখাইবার বিরাট কাজ সারিয়া ফেলিয়াছেন! বলিয়াই শ্রীহিম্মৎ সিং উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন। সকলে হাসিতে যোগ দিলেন। আরো নানা কথা হইল—জেলার, অন্য জেলার—শ্রীহিম্মৎ সিংএর নিজ নানা অভিজ্ঞতা প্রভৃতির। আর বাড়াইব না—কারণ ওদিকে চাতরমা যাওয়ার তাড়া আছে।—কিন্তু অবস্থা যে রকম তাহাতে কি চাতরমা যাওয়া হইবে?

আসন্ন অন্ধকার ও চাতরমা যাওয়ার প্রস্তাব

অফিসার সাহেব আকাঙ্ক্ষামত শৌচাদি সারিয়া এখন প্রস্তুত হইয়াছেন। আমরা রওনা হইলাম—কিন্তু শীতের বেলা কি আর চাতরমা যাইবার সময় দিতে প্রস্তুত আছেন? ধাবমান জিপে বসিয়া জেলা শিক্ষা অফিসার সন্ধ্যার ভয় দেখাইয়া চাতরমা না যাইবার প্রস্তাবে শ্রীহিম্মৎ সিংকে রাজী করিয়া—নিজের কাজ হাসিল করিয়া সোজা চাণ্ডিল পাড়ি দিলেন। পশ্চাৎগামী গাড়ীতে বসিয়া আমরা দেখিলাম—শ্রীহিম্মৎ সিংএর গাড়ী চাতরমা যাইবার বাঁকে ঘুরিল না। সোজা চলিয়া গেল। বুঝিলাম—চাতরমা গ্রামে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত গ্রামবাসীরা জটলা করিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিবে—এই প্রতিক্ষণ ভাবিবে, এই বুঝি তাঁহারা আসিতেছেন। কিন্তু নিরীহ গ্রামবাসীরা জানেনা যে, তাঁহারা আর আসিবেন না। তাহাদের জন্য প্রদত্ত সময় জেলা শিক্ষা অফিসারের লোটা মর্দ্দন অধ্যায়ের অবকাশেই কয় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের উপর আর এই তদন্তের উপদ্রবও হইবে না—কারণ জেলা শিক্ষা অফিসার জানেন যে, কাল ভোরে রওনা হইয়া, পটমদা থানা সায়ংকাল ঐ পথেই চাষ চলিয়া যাওয়া হইবে।

কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় অন্য

কিন্তু চাণ্ডিল-বিধাতাদের ব্যবস্থা বিধানের উপরেও বিশ্ব-বিধাতার যে অভিপ্রায় ছিল—তাহা তিনিই জানিতেন। চাতরমা না গিয়াও যে অঘটনীয় ঘটনা সংঘাতে চাতরমার সত্য অভিনব কাহিনীতে আত্মপ্রকাশ করিল—তদন্তের উপসংহার অধ্যায়ে তাহার বিচিত্র রূপায়ণ অবিচারের স্বয়ংপ্রকাশিত ইতিহাস রূপে জাগ্রত হইয়া রহিল। অপেক্ষা করুন—সেই ইতিহাস এবার কাছেই আগাইয়া আসিতেছে।

দ্বিতীয় দিনের দিনলিপির সমাপ্তি পটে

আজকার দিনের আর বাকীটুকু শেষ করি। চাণ্ডিলে রাত্রিকালে শ্রীহিম্মৎ সিংএর কক্ষে একটি ছোট বৈঠকে ধলভূমের অভিযোগ ও কর্মতালিকা আলোচিত হইল। ধলভূমের প্রতিনিধি শ্রীরবি চৌধুরী তাঁহাদের অভিযোগসমূহ শ্রীহিম্মৎ সিংএর কাছে উপস্থাপিত করিলেন। সেই একই অভিযোগ—বাংলা ভাষীর উপর বৈষম্যমূলক ব্যবহার—বাংলা ভাষাভাষীর শিক্ষা, শাসনধারা প্রভৃতি হইতে বাংলাভাষার অধিকার সঙ্কোচ ও হরণের সেই একই ইতিহাস। এই আলোচনাকালে উপস্থিত ছিলেন —বিভূতিবাবু ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুনর্গঠন পরিষদের প্রতিনিধি শ্রীকেশব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এক বৈঠকে স্থির হইল—অদূর ভবিষ্যতেই ধলভূম সফর কর্মতালিকা রচিত হইবে।

দ্বিতীয় দিনের ইহাই দিনলিপি। তৃতীয় চতুর্থ দিনের কাহিনী আর দুই সংখ্যার জন্য রহিল। এই কাহিনী স্বাধীন ভারতের ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদের অবিচারের দুঃখজনক কাহিনী। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সংখ্যালঘু কমিশন তদন্ত সংখ্যা (৫)

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশ গুপ্ত

২০শ বর্ষ
৪৭শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩৬৬—১৪ই ডিসেম্বর ১৯৫৯

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলির পশ্চিমবঙ্গ ভুক্তির দাবী

বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে বাংলাভাষী ছাত্রদের অসুবিধা

গত ২৪শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার কলিকাতার আজাদ হিন্দ বাগে পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষদ কর্তৃক আহুত এক জনসভায় বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলসমূহের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তির দৃঢ় দাবী জানান।

আগামী ১৯৬০ সাল হইতে সমগ্র বিহারে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হইবে বলিয়া বিহার বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষী ও অহিন্দীভাষী ছাত্র-ছাত্রী ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছেন। সংখ্যালঘু কমিশনারের নির্দ্দেশ মত পশ্চিমবঙ্গ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণকে তাঁহাদের প্রদেশ-সীমা ব্যাপকতর করিয়া বিহারের বাঙ্গালী শিক্ষায়তনগুলি অনুমোদন করিবার ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ জানাইয়া—উক্ত সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

ভারতে পাঁচদিনব্যাপী শুভেচ্ছা সফর শেষ করিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার আজ সোমবার সকালে ইরাণের রাজধানী তেহরাণের অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। নয়াদিল্লীর সম্বর্দ্ধনা সভায় ১০ লক্ষ লোকের সমাবেশ দেখিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট অভিভূত হইয়া পড়েন।

ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবাধ্যতার অজুহাতে কর্তৃপক্ষ এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। লোক সভায় একটি মুলতবী প্রস্তাবের আলোচনাকালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ মালী জানান যে—এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের করিবার কিছু নাই।

পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীলক্ষ্মী মেনন একটি লিখিত জবাবে জানান যে ভারত সরকার ১৯৫৯ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত দালাইলামা ও তাঁহার সফরের জন্য ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮ শত ৭১ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ঐ সময়ে তিব্বতী আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ব্যয় হইয়াছে ২৩ লক্ষ ২৬ হাজার ২১৯ টাকা।

সংবাদে প্রকাশ যে, নির্ব্বাচন কমিশনার কেরলের সকল নির্ব্বাচন কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ একদিনে শেষ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী কেরলে ভোট গ্রহণের দিন ধার্য্য হইবে।

গত ১০ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ঘোষিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অধিবেশনের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই যে, এই দিন বিরোধী পক্ষের তুমুল বিরোধীতায় নতি স্বীকার করিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় বহু নিন্দিত ওরিয়েন্ট্যাল গ্যাস কোম্পানী বিলটি প্রত্যাহার করিয়া লন।

পশ্চিমবঙ্গের ১০১টি চটকলের প্রায় দুই লক্ষ শ্রমিক আজ (১৪ই ডিসেম্বর) অন্তর্বর্ত্তীকালীন সাহায্যের দাবীতে ২৪ ঘণ্টার জন্য প্রতীক ধর্ম্মঘট পালন করেন।

গত ১৩ই ডিসেম্বর আসানসোলের কম্যুনিষ্ট পার্টি পরিচালনায় একটি শোভাযাত্রা সহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল পার্কে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় কাজ অগ্রসর হইলে শ্রোতাদের মধ্য হইতে কতকগুলি লোক বক্তাদের নানারূপ প্রশ্ন করিতে থাকেন। ইহার ফলে কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীদের সহিত তাঁহাদের বচসা হয় এবং শেষে হাতাহাতিতে পরিণত হয়। ফলে কয়েক ব্যক্তি আহত হয়।

চীনা সৈন্যগণ কর্ত্তৃক অপহৃত ভারতীয় পুলিশ অফিসার শ্রীকরম সিং বর্ত্তমানে জম্মু সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন। তিনি এই মর্ম্মে এক বিবৃতি দিয়াছেন যে, গ্রেপ্তারের পর চীনা সৈন্যগণ তাঁহাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করে। তিনরাত্রি ধরিয়া তাঁহাকে বরফের উপর চলিতে ও শুইতে বাধ্য করে। তাঁহাকে শুইতে বিছানা দেয়া হয় নাই এবং ২ দিন তাঁহাকে অনাহারে থাকিতে হয়।

১৪ই ডিসেম্বর এক সংবাদে প্রকাশ—আজ অন্ধ্রপ্রদেশ বিধান সভার স্পীকার বলেন যে, হিন্দীতে প্রদত্ত কোন কাগজপত্র গ্রহণ করিতে তিনি বাধ্য নন। গত সপ্তাহে বিধান সভার কোন সদস্য হিন্দীভাষায় একটি মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু অন্ধ্র বিধানসভায় ইংরাজী ও তেলেগু ভাষাতেই কাজ চলে। এই প্রসঙ্গে রুলিং দিতে গিয়া স্পীকার উপরিউক্ত মন্তব্য করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ইহাও জানান যে, বিধানসভার নিয়মাবলীতে বা ভারতীয় সংবিধানে বিধানসভার কোন সদস্যকে হিন্দী ভাষায় কোন কাগজপত্র বা অন্য কোন প্রস্তাব স্পীকারের নিকট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় নাই।

ভূপালে মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের নির্ব্বাচনের যে ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, একক দল হিসাবে কম্যুনিষ্ট পার্টিই সর্ব্বাধিক আসন লাভ করিয়াছে। নির্ব্বাচনে জনসংঘ ও প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টি সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়াছে।

—১—

মুক্তি

২৭শে অগ্রহায়ণ, সোমবার

আমাদের হৃদয় কাহাকে দিয়াছি?

যন্ত্র-বিজ্ঞানের মহা-অভিযানের যুগে, ঐশ্বর্য্যে ও মারণাস্ত্রে প্রবলপ্রতাপান্বিত যে আমেরিকা, সেই স্বর্ণ ও ধ্বংস-প্রসূ আমেরিকার রাষ্ট্র-প্রধান আইসেনহাওয়ার ভারত সফর করিয়া ফিরিয়া গেলেন। সম্বর্দ্ধনা ও সমারোহের যে ইতিহাসও আজ বিশ্বে অভূতপূর্ব্ব,—ভারতের পক্ষে, সেই বিশ্ববিজয়ী বিপুল অভাবিত সম্বর্দ্ধনা মার্কিন রাষ্ট্রপতির প্রতি যে উত্তাল তরঙ্গে উচ্ছসিত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল—তাহাও নাকি যেরূপ মর্ম্মস্পর্শী হইয়া দেখা দিয়াছিল—সেইরূপ তাহা দিগন্ত বিস্তারী হইয়াই দেখা দিয়াছিল— ইহাই সংবাদ। তাঁহার অভ্যর্থনায় দিল্লীর রামলীলা ময়দানে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সেদিন যে সমাবেশ হইয়াছিল—তাহা জীবনে ইতিপূর্বে আর কেহ কখনো দেখে নাই। এই রামলীলা ময়দানেই একদিন রামের দাস, জাতির জনক, যুগের স্রষ্টা, ভারতের অগণিত মৌনমূক জনগণের একান্ত দোসর মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধীও আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু সেদিনও এই রামলীলা ময়দানেই তাঁহার সম্বর্দ্ধনাতেও এত লোক হয় নাই। কিন্তু রামের কি লীলা,—আজ বিশ্বনায়ক মার্কিনী মহীপতির আগমন-সম্বর্দ্ধনায় যেন ভারতের আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল—জন-সমাগমের বন্যা যেন থামিতে চায় নাই।

মার্কিন-রাষ্ট্রপতির এই স্বল্পক্ষণ-স্থায়ী সফরের মধ্যে বিদ্যুৎ বেগে যে বিশাল আড়ম্বর আয়োজন ভোজ আপ্যায়ন, লোক সমাগম হইয়া গেল তাহা ইন্দ্রজালের মতই যেমন চমকপ্রদ, তেমনি চিন্তাপ্রদও। ধনকুবের আমেরিকা হইতে রাজ-অতিথি আসিয়াছিলেন—তাঁহার যোগ্য সম্বর্দ্ধনার জন্য দীন দরিদ্র অনাহার জর্জ্জরিত ভারতের কোটি কোটি নরনারীর বক্ষ নিঙড়ানো রুধিরের মতো কোটি কোটি টাকাও ব্যয় করিতে আমরা কুণ্ঠা করি নাই। এবং সম্বর্দ্ধনা-আয়োজনের প্রচণ্ড বাত্যা-বিতাড়নের মুখে সমবেত হইতেও জনগণ কিছু কার্পণ্য করে নাই। তাঁহার আগমনে, আমরা শুনিলাম, দিল্লীর আকাশে বাতাসে যে ভাব বিহ্বলতা দেখা দিয়াছিল—তাহাতে ভারতের রাষ্ট্রনায়ক জওহরলালজী হইতে আরম্ভ করিয়া সকল লোকনায়কগণের হৃদয়ই ভাব-মুগ্ধ এই আত্ম-নিবেদনের ভাবই নাকি ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে,—

আজি—রাজার দুলাল চলি যাবে মোর ঘরের সমুখ পথে—
মোর—বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া রহিব বল কি মতে!

স্বর্ণরথে রাজ-সমারোহে যে রাজ অতিথি আসিয়াছিলেন—দুঃখিনীর যাহা কিছু ছিল—তাহাই দিয়া তাঁহার সমাদর আমরা করিয়াছি। রাজ-অতিথিও আমাদের এই আন্তরিক আত্ম-নিবেদনে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলেন। ভারতের প্রতি প্রেম-প্রকাশের সঙ্গে তিনি জানাইয়া গিয়াছেন যে—তাঁহার এই অভিযান বিশ্বের সমস্ত মানবকে আশ্বাস দিবার উদ্দেশ্যেই; তাঁহার এই জয়যাত্রা বিশ্বে শান্তির বাণী বহন করিবার জন্যই; তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ধ্যেয়—শান্তি; এবং মার্কিনের যাহা কিছু সম্ভার আয়োজন—তাহা কেবল বিশ্ব-মানবের সেবার জন্যই। বিদায়-যাত্রার কালে, আমাদের রাষ্ট্রনায়ক জওহরলালজীও ভাব-বিহ্বল আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে যাহা বলিয়াছেন—তাহার পর বলিবার আর কিছু নাই। তিনি বলিয়াছেন—আমাদের হৃদয় আমরা তোমাকে দিয়া ফেলিয়াছি!

মার্কিন রাষ্ট্রপতি যখন চলিয়া গেলেন—ভারতের তীর হইতে সানাইএর বৈরাগের করুণ রাগিণী তখন গলিয়া পড়িতেছিল। আজ বিদায় বেদনার মধ্যে বসিয়া ক্ষণে ক্ষণে সেই করুণ রাগিণীর মূর্চ্ছনা হৃদয়তটে আসিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। আলোড়িত ভোজ-আয়োজনের অবসানে, ক্লান্তির অবসাদের অবসরে, পরিক্ষীর্ণ উচ্ছিষ্টস্তূপের মধ্যে দাঁড়াইয়া, আমাদের রাষ্ট্রনায়কের বিদায় কালের সেই কথাটিই আজ বারবার মনে আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে—আমরা তোমাকে আমাদের হৃদয় দিয়া দিয়াছি। আর ভাবিতেছি—আমরা আমাদের হৃদয় কাহাকে দিয়াছি? সত্যই আজ প্রশ্ন আজ আমাদের হৃদয় কাহাকে দিয়াছি?

আমরা কি আমাদের হৃদয় মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে দিয়াছি? মানুষ হিসাবে আইসেনহাওয়ারকে আমরা কি আমাদের হৃদয়দান করিয়াছি? আমাদের হইয়া জহরলালজী কি তাহাই করিয়া ফেলিয়াছেন? তাহা তো বোধ হইতেছে না। কারণ, তিনি তো বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, গান্ধী, মার্ক্স কি লেনিনের মত সত্যই ক্ষণজন্মা যুগস্রষ্টা মহাপুরুষ নন —যে, ভারতের অন্তরাত্মা তাঁহার মধ্যে আদর্শের সন্ধান পাইয়া তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া ফেলিবে! সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছু প্রভাবশালী ও কৌশলী মানুষরূপে আজ তিনি মার্কিনের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন এইমাত্র। ব্যক্তি হিসাবে ভাব ও চিন্তা জগতে—সৃষ্টিকর্ম্মের সংসারে বিশ্ব বা একটা যুগকে দিবার মত সত্যই পুঁজি তাঁহার কিছু নাই—যাহার জন্য তাঁহাকে হৃদয় দিতে হইবে। তবে কি তাঁহার মাধ্যমে আমরা আমেরিকার আদর্শবাদের পায়ে আত্মনিবেদন করিয়াছি? যদি করিয়া থাকি—তবে সে আদর্শবাদ কি? সদিচ্ছার মধ্যে যাহাই থাক, আমেরিকার বাস্তব জীবনে আজ সে ইংলণ্ড, রুশ, চীন, ফ্রান্স প্রভৃতি অপর প্রধান রাষ্ট্রগুলির মতই একমাত্র আত্মসর্ব্বস্ব ভোগবাদের ভয়াবহ প্রতিযোগিতার পথে ছুটিয়া চলিয়াছে—আর তাহার প্রয়োজনে যাহা কিছু যড়যন্ত্র, যাহা কিছু চরম মারণাস্ত্র, যাহা কিছু প্রচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদের কর্ম্মজাল বিস্তারের আয়োজন সম্ভব—কিছুই তাহার জীবনে বাদ নাই। এবং ইহাও সত্য যে, সে আজ এই পথে পথিকৃৎ ও নায়ক। ইহার জন্য নির্ম্মম পরুষ হাতে অপরকে চূর্ণ ও ধ্বংস করিতে তাহার দ্বিধা নাই। এবং এই ইতিহাসের ধারা পরিবর্ত্তনে আজও তাহার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই। প্রতিযোগিতার বিপাকে পড়িয়া, ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বীর কৌশলকে ব্যর্থ করিতে হইবে বলিয়া—মাঝে মাঝে ঔপনিবেশিকতার লোভকেও ঢাকিয়া রাখিয়া, এই বিশ্বনায়কদের রাষ্ট্রের প্রতি সহায়তার হস্ত প্রসারিত করার প্রয়োজনও আসিয়া ঘটে। এবং অভাবনীয় মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের ও আকাশ জয়ের প্রতিযোগিতার সংকটে যখন আকাশ আচ্ছন্ন হইতে থাকে—তখন সকল মহান্ রাষ্ট্রনায়ককেই বিশ্ব-পর্য্যটনে বাহির হইতে হয়—বিশ্বকে শান্তির ললিত বাণী শোনাইবার জন্য। কিন্তু বিশ্বের মানুষ আজ জানে—যাহাদের সমগ্র জীবনের সাধনা অন্য, তাঁহারা যখনই শান্তির মহান বাণী শোনাইবার জন্য বিশ্ব-পর্য্যটনে বাহির হইবেন—প্রতি সময়ে তখনই তাঁহাদের সেই—'শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।'

কিন্তু যিনি অভিভূত, যিনি বিভ্রান্ত তাঁহার কাণে কি এই মুখোস-পরা শান্তির ললিত বাণীর ব্যর্থ পরিহাস গিয়া পৌঁছাইতে পারে? যখন রাশিয়ার মহিমান্বিত প্রধানমন্ত্রী আসিয়া বুকে জড়াইয়া ধরেন—তখন হৃদয়ের 'মুকুতার' হার তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়া অভিভূত অন্তর বলিয়া ওঠে—তোমাকে আমার হৃদয় দিলাম। যখন আবার মহিমান্বিত মার্কিন রাষ্ট্রপতি আসিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া জড়াইয়া ধরেন—তখনও আবার ভাববিহ্বল চিত্ত আত্মহারা হইয়া চরম আত্মনিবেদনের বাণী বলিয়া ওঠে—দিলাম, তোমাকেই আমার হৃদয় দিয়া দিলাম।

দিতে সত্যই হইবে—রাজ অতিথি আসিলে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা অবশ্যই করিতে হইবে। তাহা রাষ্ট্রজীবনে উপযোগিতা ও অতিথেয়তার কথা। কিন্তু উহা অতিশয়োর কথা নয়। এবং অপরের সদিচ্ছার বাণীকেও যথোচিত অভিনন্দন জানাইতে হইবে। কারণ এই সদিচ্ছার ধারাগুলি আশ্রয় করিয়াই বিশ্বকে আগাইতে হইবে। তবে বিপুল ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী রাষ্ট্রনায়কেরা সম-সম্মানের অভিনয়ে দ্বারপ্রান্তে নামিয়া আসিলেও অভিভূত না হইয়া, স্তবস্তুতি না করিয়া যথোচিত সম্বর্দ্ধনার সহিত জাতির বাণী—বিশ্বের বাণী সমুচিত মর্য্যাদা ও দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দিবার চিত্ত-সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে। হিংসা মথিত প্রতিযোগিতাময় এই বিশ্বে নিরপেক্ষতার নীতি যথেষ্ট আত্ম-সম্বিতের অপেক্ষা রাখে। তাহা উপলব্ধি না করিয়া, এই ভাবে হৃদয় দিতে গেলে হৃদয়ের বহু জটে পাক খাইয়া অবশেষে বিপাকেই মরিতে হয়। এখনো কি উহা মনে রাখিবার সময় আসে নাই?

বিহার শাসনে বাংলাভাষার স্থান নাই

পটমদা থানায় কমিশনের অভিজ্ঞতা

মাতৃভাষা রক্ষায় সহস্র সহস্র লোকের দাবীর দৃঢ় অভিব্যক্তি

পটমদা প্রভৃতি থানায় গ্রামে গ্রামে জনগণের পক্ষ হইতে আবেদন পত্র বিহারে মানভূম ধলভূমের বাংলাভাষী শিক্ষকদের জন্য বাংলাভাষায় গুরুটে্নীংএর কণ্ঠরোধ বাংলা হইতে অসংখ্য আন্দোলনকারী বিহারে আসিয়াছে বলিয়া জেলা অফিসারের অভিযোগ পটমদা থানাতেও বাংলাভাষা দমনের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের আবির্ভাব

বাংলাভাষার শাসন ব্যতীতএ অন্যায়ের প্রতিকার অসম্ভব

যদি কোনো সরকার স্বয়ং অসাধু হয় যদি তাহার উপর ন্যস্ত আইনকে ফাঁকি দিতে সেই সরকার নানাবিধ অপরাধজনক বৃত্তির ও উপদ্রবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে—তাহা হইলে সে সরকার যেমন অপরাধপ্রবণ আসামীরূপে জনগণের আস্থা হইতে বঞ্চিত হয়—তেমনি সেই সরকারের অধিকার সীমায় ন্যস্ত জনগণের সম্পূর্ণ অকল্যাণ ব্যতীত কোনো কল্যাণ তাহার অধীনে হইতে পারে না। এই অপরাধ প্রবণ রাজ্য সরকারের উপদ্রব ও জালিয়াতির কর্মকে যে কর্তৃপক্ষ দিনের পর দিন প্রশ্রয় ও সহায়তা দিয়া পুষ্ট করিয়া থাকেন—তাঁহারা আরো অধিকতর অপরাধে অপরাধী। প্রাদেশিকতার উপদ্রবকে প্রশ্রয় দিয়া নেহেরু-নেতৃত্ব আজ কম অপরাধী নহে। কল্যাণময় রাষ্ট্র পরিচালনার নামে নেহেরু-নেতৃত্ব অপরাধমূলক এই উপদ্রবেও আজ কম অংশভাগী নয়। সেজন্য স্পষ্টভাবেই ইহা উপলব্ধি হইয়াছে যে, প্রাদেশিকতার বিষদুষ্ট বিহার শাসনের মধ্যে থাকিয়া বাংলাভাষীর স্বার্থ, কল্যাণ, অগ্রগতি ও নিরাপত্তা কখনো সম্ভব নয়—ভাষা-ভিত্তিক শাসন জীবনের উপযোগিতার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। সংখ্যালঘু কমিশনের তদন্ত-রিপোর্ট এই সত্যতার প্রমাণরূপে ও এই দাবীর প্রেরণা রূপেই দেখা দিবে।

পটমদার কর্ম্মসূচি

চাগুিল, ইচাগড় তদন্তের বিবরণ লেখা শেষ হইয়াছে। এখন পটমদা ও চাষ চন্দনকিয়ারীর তদন্তের বিষয় আলোচিত হইতেছে। ঠিক হইল—আগামী দুই দিনের মধ্যে অর্থাৎ ৭ই ও ৮ই নভেম্বর তারিখের প্রথম দিন পটমদার কাজ শেষ করিয়া সেই রাত্রেই চাষ যাওয়া হইবে এবং তাহার পরদিন চাষ চন্দনকিয়ারী থানার তদন্ত সমাপ্ত করা হইবে।

আবার চাতরমা স্কুলের প্রশ্ন দেখা দিল

লোক সেবক সংঘের প্রতিনিধিরা শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলিলেন—চাষ চন্দনকিয়ারীর কাজ সারিয়া আপনি যখন পুনরায় চাগুিল হইয়া জামসেদপুর যাইতে চাহিতেছেন—তখন ইহাই স্থির করুন যে, চাষ চন্দনকিয়ারীর কাজ কিছু আগে সারিয়া ফিরিবার পথে বৈকালে চাতরমা স্কুল পরিদর্শনের জন্য চাতরমা যাওয়া হইবে। বিহার সরকারের অফিসারেরা খুবই মুস্কিল বোধ করিলেন। তাঁহাদের বিবিধ মিথ্যাচার ও চক্রান্তের আবরণ ফাঁসিয়া গিয়া ইতিমধ্যেই

ধই লাঞ্ছনা বহন করিতে হইয়াছে—তাহার উপর আবার যে চাতরমার তদন্ত বাংবার এড়াইতে চাহিয়া বহু অপকৌশল তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন—এবং যাহার প্রশ্ন এড়াইয়া গেল বলিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন সেই প্রশ্নই আবার উঠিয়া গেল! কিন্তু শ্রীহিম্মৎ সিং চাতরমার নামে উৎসাহিত হইলেন—স্থির হইল, চাস চন্দনকিয়ারী তদন্ত হইতে সমস্ত করিয়াও সেখানে যাওয়া চাই।

পটমদা থানার তদন্ত

পটমদা থানায় তদন্তের জন্য পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল যে, বান্দোয়ান যাওয়ার পথে বড় রাস্তার ধারে পটমদা থানার অন্তর্গত কুমীর গ্রামে এই থানার অভিযোগ কারীদের যতদূর আনা যায়—আনা হইবে। এইখানে সকলে সমবেত হইবেন। আকস্মিক তদন্তের সংবাদ পাওয়ার পর ৩।৪ দিনের মধ্যে যতদূর সম্ভব সংঘ প্রতিনিধিরা চারিদিকে সংবাদ দিয়া তথ্য প্রমাণ আনিতে কর্মীদের নির্দ্দেশ দেন। সংঘের পক্ষ হইতেই অভিযোগ করা হইয়াছে—তাঁহাদের অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত হইতেছে; সেই কারণে অভিযোগের যাথার্থ্য প্রমাণের দায়িত্ব তাঁহাদের উপরই রহিয়াছে। ইহাও স্থির হইয়াছিল যে, কুমীর যাওয়ার পথে বাঙুড়দা গ্রামে সরকারী হিন্দী ট্রেনীং স্কুল দেখা হইবে। এই বাঙুড়দা স্কুল বিষয়ে অভিযোগ এই ছিল যে, বাংলা মাধ্যমে প্রচলিত বহুদিনকার বাঙুড়দা গুরুট্রেনীং স্কুলের অবসান ঘটাইয়া উহা হিন্দী শিক্ষা স্কুলে পরিণত করা হইয়াছিল।

বাঙুড়দা হিন্দী ট্রেনীং স্কুলে তদন্ত

চাণ্ডিল হইতে সকাল ৮॥০ টায় রওনা হওয়া গেল। জিপগুলি ও মোটরকারগুলি বাঙুড়দা হিন্দী ট্রেনীং স্কুলের সামনে আসিয়া থামিল। অনেকগুলি বড় বড় ব্যারাক—বেশ বড়োসড়ো আয়োজন। তবে অপরিচ্ছন্নতা ও বিশৃঙ্খলার ভারে যেন শ্রী নাই—ছন্নছাড়া ভাব। স্কুল চৌহদ্দির ভিতরে একটি ঘরে বসা গেল। তদন্ত বাহিনীর সহিত যুক্ত হইলেন স্কুলের হিন্দীভাষী বহিরাগত শিক্ষকবৃন্দ। কথাবার্ত্তা সুরু হইল।

বাংলা ভাষার গুরুট্রেনীংস্কুল বিলোপ করা হইল

লোক সেবক সংঘের প্রাতনিধি বিভূতি বাবু শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলিলেন—এই কেন্দ্রটি পূর্ব্বে এই সকল অঞ্চলের শিক্ষকদের শিক্ষকতা শিক্ষার একটি কেন্দ্র ছিল। বহু বৎসর হইতেই ইহা চলিতেছিল। ১৯৪৮ এর পর হইতে হিন্দীসাম্রাজ্যবাদের কল্যাণে এই প্রয়োজনীয় শিক্ষা কেন্দ্রটিকে উঠাইয়া দিয়া অন্যায়ভাবে ইহাকে হিন্দী শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করা হইয়াছে। বাংলাভাষী শিক্ষকদের জন্য বিহারে আর গুরুট্রেনীং স্কুল নাই। ইহাতে বাংলাভাষী শিক্ষকদের তথা বাংলাভাষী ছাত্রদের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে। জেলা শিক্ষা অফিসার প্রত্যুত্তরে বলিলেন—যেহেতু ইহা বিহার সীমানার অন্তর্গত সেই হেতু এখানে হিন্দী পড়ানো জরুরী হওয়া পড়ায়—গুরুট্রেনীংস্কুলকে হিন্দী-শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করা হইয়াছে। আর বাংলাভাষী শিক্ষকদের শিক্ষকতা শিক্ষার জন্য কাছাকাছি ধলভূম প্রভৃতি স্থানে চাকুলিয়া প্রভৃতি ৪টি কেন্দ্রে ব্যবস্থা আছে—সেখানে তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে।

বাংলা ভাষার মাধ্যমে গুরুট্রেনীং স্কুল কেন চাই

ইহার উত্তরে অরুণ বাবু বলিলেন—বাংলাভাষী শিক্ষকদের জন্য পৃথক কোনো গুরুট্রেনীং স্কুল নাই। সকলের জন্য নির্দ্ধারিত হিন্দী গুরুট্রেনীংস্কুলেই তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বাংলাভাষী শিক্ষকদিগের জন্য বাংলাভাষার মাধ্যমে কোনো গুরুট্রেনীং স্কুল রাখিয়া বাংলাভাষার মাধ্যমে কি ভাবে শিক্ষা দিতে হয়—তাহা শিখাইবার জন্য বিহারে আজ কোনো ব্যবস্থা নাই। উত্তরে জেলা শিক্ষা অফিসার বলিলেন—'যাহাই হউক, তাহারা তো গুরুট্রেনীং পাইতেছে। আমরা তো তাহাদিগকে বঞ্চিত করি নাই।' অরুণ বাবু বলিলেন—'গুরুট্রেনীং হইতে তাহারা বঞ্চিত না হইলেও, মাতৃভাষার মাধ্যমের সুযোগ হইতে তাহারা প্রবঞ্চিত হইতেছে। গুরুট্রেনীং তো মাতৃভাষার মাধ্যমে দেওয়া হইতেছে না।' জেলা শিক্ষা অফিসার প্রত্যুত্তর করিলেন যে, মাতৃভাষায় ট্রেনিং না হইলে কি হয়—ট্রেনীং তো পাইতেছে। অরুণবাবু বলিলেন—তফাৎ আছে। সাধারণ বাংলা শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষকদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করার বিশেষ উপযোগিতা ও বিশেষ

বিধা আছে—। বিশেষ করিয়া যে ভাষা তাহাদের আপন হয় নাই ও যাহা হওয়া সহজও নয়—সেই ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার অপচেষ্টা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। তাহা ছাড়া, শিক্ষকতার ব্যাপারে মাতৃভাষার প্রয়োগ-কলিও তো শিক্ষার অঙ্গ। যে ছেলেদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে—তাহারা বাংলাভাষী। সেজন্য বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ধারাটি আয়ত্ত না করিলে—শিক্ষা প্রদান কালে ছাত্রদের ক্ষতি করাই হইবে।

মনে থাকে যেন এটা বিহার

এই কথায় জেলা শিক্ষা অফিসারের মুখে এক বিজাতীয় শ্লেষের হাসি ধ্বনিত হইল। বলিলেন—আপনি সাহাব, ভুলিয়া যাইতেছেন কেন যে—এটা বিহার। এই প্রদেশে সব কাজ হিন্দীতেই চলিতেছে। এখানে থাকিলে হিন্দীতেই শিক্ষা লইতে হইবে। অরুণ বাবু উত্তরে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—বিহারে অবস্থিত মানভূমের এইসব অঞ্চল ও ধলভূম প্রভৃতি আরো অনেক স্থানের অগণিত বাংলা শিক্ষকদের জন্য বাংলা মাতৃভাষার মাধ্যমেই গুরুট্রেনীং এর ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিহারে হিন্দীর প্রাধান্য বলিয়া অগণিত বাংলাভাষীর অধিকার ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গঙ্গার জলে দেওয়া চলিতে পারে না। এই ন্যায্য সঙ্গত দাবী থাকা সত্ত্বেও,—এই ব্যবস্থায় কোনো অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও—বিহার শাসনে যদি ইহার সুবিধা না দেওয়া হয়—বা শাসন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অসুবিধাজনক মনে হয়—তবে অন্য ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায় নাই।

শিক্ষকতা শিক্ষার মধ্যে মাতৃভাষার অপরিহার্য্য স্থান

অরুণ বাবু তখন শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলিলেন যে, বিহারের এই এত সংখ্যক বাংলাভাষী শিক্ষকদের জন্য পৃথক একটি বাংলা ভাষার মাধ্যমে গুরুট্রেনীং স্কুল করা সরকারের যখন কোনো অসুবিধা নাই এবং তাহা দ্বারা যখন শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের প্রভূত কল্যাণ হইবে—তখন, যেহেতু ইহা বিহার—এই বলিয়া ইহা না করার কোনো যৌক্তিকতা নাই।—ইহা সরকারের পক্ষে অন্যায় কাজ হইতেছে। অরুণ বাবু তখন শ্রীহিম্মৎ সিংকে আরো বলেন যে, যে শিক্ষকদিগকে বাংলাভাষার মাধ্যমে ছাত্র পড়াইতে হইবে—সেই শিক্ষকদিগকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা না দিয়া হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা দিলে শিক্ষা ব্যাহত হইবে—ইহা অবধারিত। অন্তরের ভাব ও বিষয়ের অর্থ বহন করিবে বলিয়াই ভাষা। যে ভাষায় পড়াইতে হইবে—সেই ভাষার ভাববহনকারী শব্দসমূহের সহিত পরিচয় ও তাহার প্রয়োগ ধারাসমূহ শিক্ষকের পক্ষে আয়ত্ত করা অপরিহার্য্য। নতুবা ছাত্রদের মনে তিনি বিষয়গুলি ফুটাইয়া তুলিবেন কি করিয়া? অর্থ ও ভাবের প্রকাশভঙ্গী ভাষাই দিতে পারে। বাংলাভাষী শিক্ষকেরা কি তাহাদের ছাত্রদের জন্য ইহা শিক্ষা করিবে না? এই দৃষ্টিতে এই বিরাট সংখ্যক বাংলাভাষী শিক্ষকদের জন্য বাংলাভাষার মাধ্যমে গুরুট্রেনীং আজ নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বিহারে অগণিত বাংলাভাষী ছাত্রের এই প্রয়োজন মিটাইতে কোনো ব্যবস্থা নাই। অরুণ বাবু তাঁহার এই যুক্তি ও বক্তব্যসমূহ বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে ও লিপিবদ্ধ করিয়া লইতে শ্রীহিম্মৎ সিংকে অনুরোধ জানান। শ্রীহিম্মৎ সিং সম্মতি জানান ও লিপিবদ্ধ করেন।

এখানের কাজ সারিয়া কুমীর গ্রাম অভিমুখি রওনা হওয়া গেল। কুমীরের ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা দেখিতে অরুণবাবুরা একটা গাড়ীতে আগাইয়া গেলেন। শ্রীহিম্মৎ সিং ও অফিসারেরা পরবর্ত্তী গাড়ীতে চড়িলেন। বিভূতিবাবুরা ও সাংবাদিকেরা তার পরের গাড়ীগুলিতে রওনা হইলেন। অরুণবাবুরা কুমীরে আসিয়া উঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং বড় রাস্তা হইতে কুমীর গ্রামে ঢুকিবার মোড়ে কর্মী নিয়োগ করিয়া রাখিলেন—পরবর্ত্তী গাড়ীগুলিকে কুমীরে যথাস্থানে লইয়া আসিবার জন্য।

কুমীর গ্রামে তদন্ত-সভা

লোক সেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্ম্মী, নিষ্ঠাবান জনসেবক, কুমীর গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় শ্রীকণ্ঠীরাম মাহাতর স্মৃতিপূত 'কণ্ঠীরাম সেবাশ্রমের' প্রাঙ্গনে তদন্ত সভার আয়োজন হইয়াছে। আম বাগানে চাঁদোয়ার নিচে বসিবার স্থান। বহু লোক সমাগম হইয়াছে। প্রায় দেড় সহস্র লোক। পটমদা থানার বহু গ্রামের বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ সমাগত হইয়াছেন। সজ্জিত মণ্ডপে

তদন্ত মণ্ডলীর আসনের চতুর্দ্দিকে শৃঙ্খলাকারে লোক-জনকে বসানো হইয়াছে। থানার সমস্ত বিশিষ্ট কর্ম্মীরা আসিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে শ্রীগোবর্দ্ধন মাহাত আছেন শ্রীভজহরি মাহাত আছেন রেবতী বাবুরাও আছেন। ওদিকে পটমদা থানার কর্ম্মীদের সুযোগ্য ব্যবস্থাপনায় কঙ্কীরাম আশ্রমে রন্ধনের আয়োজনও সুচারুরূপে চলিয়াছে —বিভিন্ন পদাধিকারি মাননীয় অতিথিদের জন্য বিভিন্ন পদের আয়োজন। কিন্তু কই, মাননীয় অতিথিদেরই তো দেখা নাই। অরুণবাবুরা বহুক্ষণ আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। অপেক্ষমান প্রতিনিধিবর্গও চঞ্চল হইয়া পড়িতেছেন—অতিথিদের সন্ধান নাই।

মাননীয় অতিথিরা উধাও

খানিক পরে একজন কর্ম্মী আসিয়া অরুণবাবুকে সংবাদ দিলেন যে, গাড়ী খারাপ হইয়া বিভূতিবাবুরা রাস্তায় পড়িয়া আছেন। আর অপর গাড়ীতে শ্রীহিম্মৎ সিংকে লইয়া অফিসারবর্গ কুমীরের মোড়ে প্রহরারত কর্ম্মীর কথা না শুনিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিয়া সোজা অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছেন। ব্যাপার কি? শ্রীহিম্মৎ সিংকে কি উধাও করিয়া লইয়া যাওয়া হইল?

পাল্টা বৈঠকের মহড়া

অনুসন্ধানে ব্যাপার জানা গেল যে, কুমীর গ্রামে একটি সরকারী তাঁবেদার পঞ্চায়েৎ আছে। বোঝা গেল—আজ ২।১ দিন ধরিয়া তোড়জোড় চলিতেছে যে, লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীরা তদন্তের জন্য কুমীর গ্রামে যে স্থানে বৈঠকের আয়োজন করিবে সেই স্থানের পাল্টা স্থানরূপে এই পঞ্চায়েৎমণ্ডলী পঞ্চায়েৎ অফিসের সামনে তদন্তের জায়গা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে এবং পথ প্রদর্শক অফিসার-গণ কর্ত্তৃক শ্রীহিম্মৎ সিংকে সোজা এইখানে লইয়া আসা হইবে। এবং সরকারী প্রচেষ্টায় এইখানেই লোকজন বেশী করিয়া জমা করিয়া রাখা হইবে। তাহার পর লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীদের এই স্থানে ডাকাইয়া লইলে চলিবে। অফিসারদের পক্ষ হইতে এই সব পরিকল্পনা খাড়া করার পর পঞ্চায়েতের পক্ষ হইতে গ্রামের লোকজনকে বলা হইতেছিল—ভারতের হাকিম পঞ্চায়েতে আসিতেছেন—আমাদের মান দিবার জন্য।—আমাদের পঞ্চায়েতেই তিনি আসিবেন বলিয়া জানাইয়া-ছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি। বাজনদারের হাতে ঢোল যেমন বাজে। যেমন অফিসারদের বুদ্ধি-কল্পনা—তেমনি তাহাদের সাঙ্গোপাঙ্গের মানস-চরিত। অফিসারেরা যেমন বরাবর করিয়েছেন, তেমনি এক্ষেত্রেও করিয়াছেন ও ভাবিয়াছেন যে, প্রতিযোগিতা করিয়া অন্যত্র বৈঠক করিলেই যেন তাঁহাদের জয় হইয়া যাইবে। একেবারে সেই চিরন্তন ভুতুড়ে বুদ্ধি।

অবশেষে কুমীর পঞ্চায়েতের পাল্লায়

বিভূতিবাবুরা তখনো পৌঁছান নাই। রাস্তায় পড়িয়া আছেন। একজন আসিয়া অরুণবাবুকে সংবাদ দিলেন—শ্রীহিম্মৎ সিং ও অফিসারেরা কুমীর পঞ্চায়েৎ অফিসে বসিয়া আছেন—আপনাকে তাঁহারা ডাকিতেছেন। অরুণবাবু শ্রীহিম্মৎ সিংএর কাছে একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী পাঠাইয়া দিয়া জানাইলেন যে, বৈঠকের স্থান এইখানেই করা হইয়াছে—যাহারা অভিযোগ করিবে সেই সমস্ত বহু লোকজনের সহিত অরুণবাবু রহিয়াছেন—তিনি যাইতে পারিতেছেন না—আপনারা এখানে আসুন। প্রেরিত কর্ম্মীটি পঞ্চায়েৎ অফিসে গিয়া দেখিলেন—শ্রীহিম্মৎ সিং ও অফিসারগণ জন ১০।১২ পঞ্চায়েৎ কর্ম্মীদের সঙ্গে বসিয়া আছেন—আর কোন লোকজন নাই। সরকারী পাল্টা-জমায়েতের ইহাই রূপ। কর্ম্মীটি গিয়া শ্রীহিম্মৎ সিংকে অরুণবাবুর বক্তব্য জানাইতেই তাঁহারা তৎক্ষণাৎ টিপ ঘুরাইয়া তদন্ত-সভামণ্ডপে চলিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পঞ্চায়েতী অনুচরেরাও দৌড়াইয়া সভামণ্ডপের দিকে রওনা হইলেন।

বিভূতিবাবুরা এখনো পৌঁছাইলেন না। ঠিক সন্ধিক্ষণে তবে কি বিশেষ প্রভাব বলে বিভূতিবাবুদের গাড়ীর ড্রাইভারের হাতে গাড়ী খারাপ হইল? গাড়ী ভাল থাকিলে শ্রীহিম্মৎ সিংএর গাড়ীর সঙ্গেই তাঁহারা আসিতে পারিতেন। বিপথে যাওয়ার চেষ্টায় বাধা পড়িত। বিভূতিবাবু সাধারণতঃ শ্রীহিম্মৎ সিংএর সহিত এক গাড়ীতেই বসিতেন। এই সময় আসিবারকালে শ্রীহিম্মৎ সিংএর গাড়ীতে অন্য লোকে ভর্ত্তি হইয়া যাওয়ায় তিনি অপর গাড়ীতে আসেন। এ সবই কি ঘটনাধারার সাধারণ ব্যাপার, না, কোনো অদৃশ্যতন্ত্রের পরিকল্পনার ব্যাপার?

তদন্ত সভামণ্ডপে অতিথিবৃন্দ

যাহাই হউক, বিভূতিবাবুরা আসিয়া পড়িয়াছেন। এবং সেই সময়েই শ্রীহিম্মৎ সিং ও অফিসারেরা সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। বিশিষ্ট কর্ম্মীরা তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। মণ্ডপে ঢুকিয়াই শ্রীহিম্মৎ সিং সহাস্যবদনে মন্তব্য করিলেন—'এক মস্ত রাজ-দরবার হইয়া গিয়াছে দেখিতেছি।' সংঘ প্রতিনিধিরাও সহাস্যে জানাইলেন—রাজ-আহ্বান যেহেতু, সেই হেতু রাজ-দরবার।

রাজকীয় প্রতাপ সুরু হইয়া গেল: অলীক আন্দোলনকারীর প্রতি আস্ফালন

শ্রীহিম্মৎ সিং এবং জেলাশিক্ষা অফিসার ও অন্যান্য অফিসার ও সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের সকলকে সমাদর করিয়া বসাইতে না বসাইতেই রাজ দরবারে রাজকীয় প্রতাপ সুরু হইয়া গেল। জেলা শিক্ষা অফিসার আসন হইতে হুঙ্কার দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন—এই জমায়েতে বাংলা হইতে দলে দলে আন্দোলনকারীরা আসিয়া হাজির হইয়াছে—বাংলার এজিটেটাররা আসিয়াছে—তাহারাই আসিয়া এইসব করিতেছে—এখানে বাংলার আন্দোলনকারী বহু লোক আসিয়া রহিয়াছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। সম্মুখে যেখানে গ্রামের প্রতিনিধিরা বসিয়াছিলেন তাহা-দের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উত্তেজিত হইয়া নাচিয়া নাচিয়া তিনি বলিতেছিলেন। যেন এবার বাঘের হাতে সত্যই মাল ধরা পড়িয়াছে! দাঁত কড়মড় করিয়া মুখ বিকৃতি করিয়া আস্তিনাদের ভঙ্গীতে তিনি শ্রীহিম্মৎ সিংএর কাছে আবেদন জানাইতেছিলেন—এখানে বাংলার এজিটেটাররা আসিয়া ভরিয়া গিয়াছে।

আমার পঞ্চায়েৎ মুখিয়া বলিয়াছিল

সঙ্গে সঙ্গে অরুণবাবু উঠিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা—আমি জেলা শিক্ষা অফিসারকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি যে, তিনি ইহার মধ্য হইতে পটমদা থানার বাহিরের একজন লোককেও দেখাইয়া দিন। যেখানে সেখানে এইরূপ অপমানজনকভাবে আপত্তিকর অসত্য কথা বলিয়া চেঁচাইলেই হইবে না—তাঁহার অভিযোগের সত্যতা তাঁহাকে এখুনি প্রমাণ করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি শ্রীহিম্মৎ সিংকে বলিলেন—আপনি উঁহাকে প্রমাণ করিতে বলুন। সঙ্গে সঙ্গে আগুন দপ করিয়া নিভিয়া গেল—অফিসার ধপ করিয়া আসনে বসিয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ কাঁচুমাচু হইয়া বলিলেন—হাম কেয়া জানতা হ্যায়, হামারা পঞ্চায়েৎ মুখিয়া এ্যায়সা বোলা। নিকটে একধারে উপবিষ্ট পঞ্চায়েৎ মুখিয়ার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অরুণবাবু বলিলেন—আপনার পঞ্চায়েৎ মুখিয়া আপনাকে এরূপ মিথ্যা তথ্য দেয় কেন? আপনার মুখিয়াকে বলুন—ইহার মধ্য হইতে একজনও পটমদা থানার বাহিরের লোক বাহির করিয়া দিক। মুখিয়া মুখ চুন করিয়া বসিয়া রহিল। অরুণবাবু জেলা শিক্ষা অফিসার ও শ্রীহিম্মৎ সিংএর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—কোনো তথ্য সত্য কি মিথ্যা না যাচাই করিয়া তাহা লইয়া মিথ্যা হৈ চৈ করা একজন দায়িত্বশীল অফিসারের পক্ষে কখনই শোভনীয় হয় না। আমি জানি, এখানে পটমদা থানার বাহিরের কেহ আসে নাই—যদি আসিতও তাহা হইলেও কোনো দোষের হইত না। কারণ বাংলারই লোক হউক আর বিহারেরই লোক হউক—তাহার অভিযোগ সে বিহার সরকারের নামে করিবে। এবং সেই অভি-যোগের সত্যতা সে প্রমাণ করিতে প্রস্তুত হইয়াই আসিবে—হৈ চৈ করিয়া পলাইবে না। আর যে কেহ যাহাই অভিযোগ করুক—অপরাধ না করিয়া থাকিলে ঘাবড়াইবার কিছু নাই। আর অভিযোগ করিলেই তাহা স্বয়ং প্রমাণিত হইয়া যাইবে না—তজ্জন্য এখানে একজন বিচারক নিযুক্ত আছেন। সুতরাং ভদ্রভাবে আলাপ আলোচনা হোক। বিভূতিবাবুও এখানে পুনরায় তাঁহার সেই কথাটি বলিলেন যে, ভারতবর্ষের যে কোনো স্থানের যে কোনো লোকের অধিকার আছে—যে কোনো লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে। জেলা শিক্ষা অফিসারের এই সকল আচরণ সত্যই অবাঞ্ছিত হইয়া উঠিতেছে।

১৩২ গ্রামের দরখাস্ত আসিয়া উপস্থিত

উপস্থিত গ্রামবাসীবৃন্দের পক্ষ হইতে নিজ নিজ অভিযোগ বিবৃত করার প্রাক্কালে শ্রীগোবর্দ্ধন মাহাত অনেকগুলি আবেদনপত্র শ্রীহিম্মৎ সিংএর কাছে উপস্থিত করিলেন। পটমদা প্রভৃতি থানার ১৩২টি গ্রামের

জনসাধারণের আবেদন পত্র। সংখ্যালঘু কমিশনের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। ঐ গ্রামগুলির প্রত্যেকটি গ্রামের বহু সংখ্যক করিয়া লোক সহী করিয়া, টিপসহী দিয়া আবেদন জানাইয়াছেন যে, অবিলম্বে আমাদের পড়চা হিন্দীতে করার ব্যবস্থা রদ করা হোক—পড়চা বাংলায় হোক। নতুবা দুর্দ্দশা অস্থহীন হইয়া দেখা দিবে। চেক দাখিলা নোটিশ প্রভৃতিও হিন্দীতে হওয়ায় আজ অপরিসীম অসুবিধা ঘটিতেছে—এই সকল সরকারী কাগজপত্র অবিলম্বে বাংলাভাষায় করা হোক। আর সেই সর্ব্বজন পরিচিত সমস্যা—শিক্ষার ভাষা সমস্যা—শিক্ষা ক্ষেত্রে হিন্দীর দৌরাত্ম্য বন্ধ করিয়া অবিলম্বে বাংলা ভাষাকে তাহার ন্যায়সঙ্গত আধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা হোক। এই ১৩২ খানা দরখাস্তের উপহার হাতে লইয়া শ্রীহিম্মৎ সিং হাসিতে হাসিতে অরুণবাবুকে বলিলেন—এই জন্যই অনেকে আপনাদের উপর চটিতেছে। এই সামান্য সময়ের মধ্যে আমার জন্য এই ১৩২ গ্রামের আবেদনপত্র আসিয়া হাজির। এরূপ নিদারুণ সংঘশক্তির ব্যাপার দেখিলে অপরের রাগ হইবারই কথা। শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন।

জাল-জাল-ফোরজারি

কিন্তু যাঁহার রাগ হইবার কথা তিনি সত্যই ভীষণ রাগিয়াছেন। সেই রাগ তৎক্ষণাৎ বারুদের মত ফাটিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। জেলা শিক্ষা অফিসার চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। ক্রোধে আরক্ত হইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন—জাল জাল—এই দরখাস্ত গুলির প্রত্যেকটির সই সম্পূর্ণ জাল—ফোরজারি—ফোরজারি—আমি বলিতেছি জাল সই দিয়া দরখাস্তগুলি করা হইয়াছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার চিৎকার থামিলে অরুণ বাবু পুনরায় দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—ইহা আপনাদের তৈরী করা দরখাস্ত নয়। এই দরখাস্তগুলি গ্রামবাসী আমাদের মাধ্যমে দিয়াছে—আমরা সহকারী সংখ্যালঘু কমিশনারের হাতে দিতেছি—এবং আমি আহ্বান করিতেছি যে, তিনি যেন এই দরখাস্তের প্রত্যেকটি সহী যাচাই করিয়া লন। যদি তিনি চাহেন—এখুনিই এই মুহূর্ত্তে তিনি যে কোনো দরখাস্ত যাচাইএর ব্যবস্থা করিতে পারেন। এই দরখাস্তগুলির বহু দরখাস্ত আসপাশের গ্রামেরই রচিত—বেশী দূরেরও নয়। জেলা অফিসারের অভদ্রতায় বিক্ষুব্ধ অরুণবাবুদের ঠাণ্ডা করিতে শ্রীহিম্মৎ সিং বলিতেছিলেন—যানে দিজিয়ে—যানে দিজিয়ে। বিভূতিবাবু বলিলেন জেলা শিক্ষা অফিসারের এই সকল আচরণ অত্যন্ত আপত্তিজনক হইতেছে। এইভাবে কাহাকেও অযথা অভিযুক্ত করা বা অপমানিত করার অপচেষ্টা তাহার পদমর্য্যাদাকে নিয়তই হেয় করিতেছে। আমরা বারবার বলিতেছি—তিনি যেন এইভাবে আমাদিগকে ও নিজেকে অপমানিত না করেন।

পটমদা থানার অভিযোগ

এবার আরম্ভ হইল—সমবেত গ্রামবাসীদের অভিযোগসমূহের বিবৃতি। প্রথমে সার্ব্বজনীনরূপে অভিযোগ দেখা দিল—পড়চা, দলিল, চেক দাখিলা, নোটিশ নক্সা প্রভৃতির ব্যাপারে হিন্দীর উপদ্রব ও বাংলার দাবী। তাহার পর সুরু হইল শিক্ষা ক্ষেত্রে হিন্দীর অবাঞ্ছিত উপদ্রব। কয়েকটি জায়গা হইতে এই অভিযোগ হইল যে, একে বাংলাভাষায় লোককে ব্যাপক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে না—আর তাহার উপর হিন্দী স্কুল করা অনর্থক অপচয় হইতেছে। শিশুদিগকে মাতৃভাষা হইতে বঞ্চিত করিয়া হিন্দী পড়াইবার চেষ্টা হইতেছে। বাংলাভাষায় স্কুল নাই অথচ হিন্দী স্কুল চালান হইতেছে—এইভাবে কয়েকটি অভিযোগ হইল। বাংলা স্কুলগুলির প্রতি সরকারের অবহেলার অভিযোগও হইতে লাগিল। যেখানে বাংলা পড়ানো হইতেছিল—সেখানে বাংলা উঠাইয়া দিয়া হিন্দীর মাধ্যম প্রবর্ত্তনের অথবা একমাত্র হিন্দী স্কুল চালানর গুরুতর অভিযোগও কয়েকটি হইল। জেলা শিক্ষা অফিসার ও স্কুল সাবইন্‌স্‌পেকটার আপত্তি জানাইতেছিলেন কিন্তু এই দুইজন ব্যতীত দেড় সহস্রের মধ্যে একজনেরও পক্ষ হইতে জনগণের এই সকল অভিযোগের বিরুদ্ধে একটি কথাও কেহ বলে নাই। সকলে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা মতো এইগুলি সমর্থন করিয়াই গিয়াছেন। পটমদা থানার অভিযোগগুলির বিষয়ে ঘটনাস্থলে গিয়া যাচাই করা শ্রীহিম্মৎ সিংএর পক্ষে সম্ভব না হইলেও—সমগ্র থানার প্রতিনিধি স্থানীয় বহু সংখ্যক লোকের মাঝখানে আলোচিত অভিযোগগুলির বিষয়ে ব্যাপক জনমতের আলোকে এই সকলের সত্যতা উপলব্ধি করিতে শ্রীহিম্মৎ সিংএর বিলম্ব হয় নাই—ইহা সহজেই অনুমেয়। এই তদন্ত সভায় উত্থাপিত অভিযোগগুলি শ্রীহিম্মৎ সিং সমস্তই লিখিয়া লইলেন।

শিক্ষা জীবনের করুণ কাহিনী ও অবুঝ অফিসারের তাণ্ডব

এই সকল আলোচনার শেষের দিকে পটমদা থানায় সংঘ ব্যবস্থাপক শ্রীগোবর্দ্ধন মাহাতর একটি বক্তব্য লইয়া জেলা শিক্ষা অফিসার অনেকখানি উত্তেজনা প্রকাশও করিলেন এবং তাঁহার সহিত ভদ্রতা-বিরুদ্ধ আচরণও করিলেন। শ্রীগোবর্দ্ধন মাহাত হিন্দী ভাষার উপদ্রবের এক কাহিনীর বিবরণ দিতে গিয়া যাহা বলিলেন—তাহা সকলের অন্তর স্পর্শ করিল। তিনি বলিলেন যে, তাঁহাদের গ্রাম গাগীবুরুতে সরকার হইতে শিক্ষা প্রচেষ্টার এক অভিনব ব্যবস্থা সুরু হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগ হইতে তাঁহাদের গ্রামে একজন শিক্ষক প্রেরণ করা হইয়াছে। তিনি হরিবোল মণ্ডপে স্কুল করার অভিনয় সুরু করিয়াছেন। শিক্ষক মহোদয় সরকারী নির্দ্দেশের কথা জানাইয়া (অর্থাৎ বাধ্যতামূলক রাষ্ট্রভাষার অপ্রতিরোধ্য দাবীর কথা জানাইয়া) গ্রামবাসীর কাছ হইতে পড়ুয়া আদায় করিয়া রাষ্ট্রভাষী পণ্ডিতের পাঠশালা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন—অন্যান্য ছেলেদের ঐ স্কুলে যাইতে দেখিয়া গোবর্দ্ধনবাবুর শিশুপুত্রও ঐ পাঠশালায় যাইতে চায়—গিয়া হাজির হয়। ছেলেকে মাতৃভাষা হইতে বঞ্চিত করিয়া হিন্দী না পড়াইবার সিদ্ধান্তের জন্য এবং মাতৃভাষাকে উচ্ছেদ করিয়া যে শিক্ষা জনজীবনকে দূষিত করিতে চাহিতেছে—তাহার উপদ্রবে মাথা নত না করিবার দৃঢ়তার জন্য গোবর্দ্ধনবাবু ছেলেকে ঐ স্কুলে যাইতে না দিয়া—অবোধ শিশুর অন্তরে দুঃখদান করিবারও বেদনাদায়ক কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। তাঁহার এই মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী যখন সকলেই ব্যগ্র চিত্তে শান্ত পরিবেশের মধ্যে শ্রবণ করিতেছিলেন—তখন জেলা শিক্ষা অফিসার পরিবেশের প্রশান্তি ভঙ্গ করিয়া পরুষ কণ্ঠে বলিলেন—আপনি সব মিথ্যা কথা বলিতেছেন; মিথ্যাকথা বলা আপনাদের কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি।

একজন পদস্থ ব্যক্তির কাছ হইতে থানার এই সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি প্রতিবাদের এই অবাঞ্ছিত ধারা দেখিয়া চারিদিকে একটি বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ধ্বনি উঠিল—শ্রীগোবর্দ্ধন মাহাতও তাঁহার স্বভাব সুলভ সংযমের সহিত দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—আমি মিথ্যা কথা বলি না। এরকমভাবে কেন বলিতেছেন। আমি যাহা বলিতেছি—তাহা সত্য না মিথ্যা—তাহা যাচাই করার জন্য এখানে যাঁহার উপর দায়িত্ব তিনি যাচাই করুন—তাহার পর যাহা বলিতে হয় বলিবেন। বিভূতিবাবু ও অরুণবাবু উভয়েই অফিসারের আচরণের প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন—ভদ্র পরিবেশের মধ্যে সত্য মিথ্যা যাচাই করার জন্যই—বিচার ব্যবস্থা ও তদন্ত। সেই ধারা চলিবারকালে এই অসহিষ্ণুতা নিতান্তই অশোভন এবং বিচার ও তদন্তের ব্যাপারের সহিত তাহা নিতান্তই সামঞ্জস্যহীন।

ইহার প্রতিবাদ করিবার কেহ নাই

আলোচনা কথাবার্ত্তা অভিযোগ প্রভৃতির বিষয় শেষ হইয়া আসিলে শ্রীহিম্মৎ সিংএর সম্মুখে অরুণ বাবু উপস্থিত জনমণ্ডলীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—এইখানে এই বিরাট জনতার মধ্যে অধিকাংশ কুর্মী সমাজের লোক আছেন—সেই কুর্মী সমাজের বিষয়ে যাহা সত্য আমি তাহা বলিতেছি—আপনারা আমার কথা শুনিয়া বলুন যে উহা সত্য কি না। আমি বলিতেছি যে,—এখানের কুর্মী সমাজের একজনও কুর্মালী ভাষা জানেন না—এবং তাহাদের মাতৃভাষা সম্পূর্ণ বাংলা।

সমবেত সকলে সমস্বরে বলিলেন—হাঁ হাঁহাই সত্য।

অরুণ বাবু পুনরায় বলিলেন যে, এখানে উপস্থিত বিহার সরকারের অনুচরদের মধ্যে কয়েকজন কুর্মী সমাজের লোক আছেন।—আমি তাঁহাদের আহ্বান করিয়া বলিতেছি যে, তাহাদের একজন লোকও কুর্মালী ভাষার 'ক'ও জানেন না। কাহারও বলিবার সাহস আছে তো আগাইয়া আসুন।

সরকারী এই অনুচরেরা মাথা নিচু করিয়া নীরব রহিলেন।

অরুণ বাবু আবার বলিলেন—আমি দাবী করিতেছি—এখানে সকলের মাতৃভাষা, সংস্কৃতির ভাষা বাংলা।

হিন্দী কখনই নহে। আদিবাসী যাহাদের নিজস্ব বুলি নাই—তাহাদের ভাষা সম্পূর্ণ বাংলা। যাহাদের বুলি আছে তাহাদেরও দ্বিতীয় মাতৃভাষা, সংস্কৃতির ভাষা বাংলা। কাহারও যদি সাহস থাকে ইহার প্রতিবাদ করিতে আগাইয়া আসুন।

প্রতিবাদ করিবার কাহারও সাহস ছিল না। অফিসারেরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন—তদন্ত কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া শ্রীহিম্মৎ সিং উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহারা বাঙ্গুড়দা যাইবার জন্য বিদায় লইতে লাগিলেন।

পটমদা তদন্তের শেষ অধ্যায়ঃ আতিথ্য পর্ব

বাঙ্গুড়দা বৈঠকের সময়েই স্থির হইয়াছিল যে, শ্রীহিম্মৎ সিং বাঙ্গুড়দা শিক্ষা কেন্দ্রে দ্বিপ্রহরের আহার গ্রহণ করিবেন। জেলা শিক্ষা অফিসার সংঘপ্রতিনিধিদের বলিলেন—আপনারা কুমীরে আয়োজন করিয়াছেন—কিন্তু আমার অনুরোধ আমাদের মাননীয় অতিথিকে আমার এখানে আতিথ্যের জন্য আপনারা ছাড়িয়া দিন। সেই অনুসারে তাঁহারা বাঙ্গুড়দা গেলেন। অপর সকলের প্রতিনিধি হইয়া উঁহাদের সঙ্গে গেলেন—ধলভূমের শ্রীরবি চৌধুরী। সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা ও সমবেত সংঘকর্মীরা 'কর্মবীর কণ্ঠীরাম সেবাশ্রমের' আন্তরিক আতিথেয়তার আশ্রয়ে রহিলেন।

শ্রীহিম্মৎ সিংরা চলিয়া গেলেও সমবেত জনমণ্ডলী শৃঙ্খলার সঙ্গেই বসিয়াছিলেন। কারণ সভাভঙ্গের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। অন্যান্য জায়গায় তদন্ত কি ভাবে কেমন হইল এবং এই তদন্তের ফলাফল ও কার্য্যদ্বারা কি হইবে—এই সকল বিষয়ে সমবেত সকলের আগ্রহ নিরসন করিতে অরুণ বাবু দুই চারি কথা বলিলেন। সভা ভঙ্গ হইল।

আহারের জন্য প্রাঙ্গণে ঢালাও পাতা পড়িল। পরিবেশনের সময় বোঝা গেল—সুরসিক ব্যক্তির পরিচালনাতেই আহার্য্যের পরিকল্পনা হইয়াছে। দেখা গেল—হিন্দীর উপদ্রবের বিরুদ্ধে বাংলা সংস্কৃতি বেশ ভালভাবেই মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। আতিথিদের পাতায় বঙ্গ সংস্কৃতির অন্যতম বাহক বড় বড় মৎস্যখণ্ড গুলিও আসিয়া ঝপাঝপ পড়িতে লাগিল। সাংবাদিকরা সানন্দে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন—বাংলাভাষার জয় হোক।

চাষ অভিমুখে

আহারান্তে বাঙ্গুড়দা আসিয়া সকলে মিলিত হওয়া গেল। তদন্ত বাহিনী সজ্জিত গাড়ীগুলি আবার পাড়ি দিল—গৈরিক ধূলার আস্তরণ ভেদ করিয়া। এবার কোথায়? এবার সোজা চাষ অভিমুখে। পথে বলরামপুরে বাগমারার এস, ডি, ও আসিয়া মিলিত হইলেন। তিনি আগেই চাণ্ডিল গিয়াছিলেন—শ্রীহিম্মৎ সিংকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে। এবার দেখা যাক চাষের অভ্যর্থনা কেমন হয়। (ক্রমশঃ)

Government of West Bengal

Office of the Regional Transport Authority, Purulia.

No 5079 J. Dated Purulia the 20th November, 1959.

Notice

Is hereby given to all Bus Operators of Purulia Region that in pursuance of Section 48 of the Motor Vehicle Act. 1939 read with Rule 66A of Bengal Motor Vehicles Rules, 1940, the following rates of fare for Stage Carriages have been fixed for Purulia Region by the Regional Transport Authority, Purulia at its meeting held on the 30th October, 1959.

In this Region, there would be two classes viz Upper and Lower classes. For the Lower classes, the existing rates of fare would continue until further orders. For the Upper classes the rates would be 15 pies or 8 Naya Paise per mile per passenger.

The above rate of fares would be given affect to from the 1st December, 1959.

Sd/- N. K. Saha,
Secretary
Regional Transport Authority,
Purulia.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।